

NB-103

বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার :-

Shri Sri Sri Anandamayee Ashram

মীমাংসা-দর্শনম্

(প্রথম খণ্ড)

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, ----- কলিকাতা

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

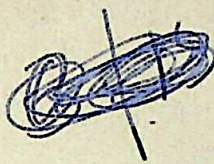
Bhadaini, Varanasi-1

No... 1/115 ...

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P.
daily shall have to be paid.

--	--	--	--	--

1/115



बसुमती-शास्त्रप्रचार

LIBRARY

17

Shri Sri Ma Anandamayee Ashram

मीमांसादर्शनम्

—(प्रथम खण्ड)—

[पारमर्शसूत्र—पूर्वमीमांसा—वेदार्थविचार—धर्ममीमांसा—
जैमिनिसूत्र—पूर्वतन्त्र]

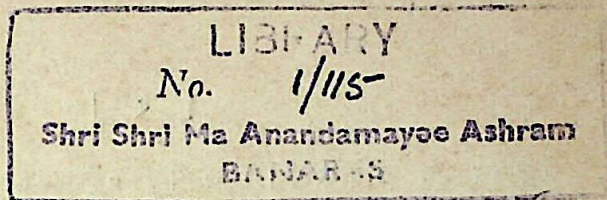
परमर्षि जैमिनि-विरचित सूत्रेण आक्षरिक अर्थ
श्रीमन् शबरस्वामीन भाष्येण भावार्थानुवाद
कर्मकाण्डेण पुनःप्रवर्तक—श्रीमन् कुमारिलभट्टेण
श्लोकवार्तिक—तन्त्रवार्तिक—द्वुपटीका-विषयक पादटीकासंयुक्त

पण्डित श्रीधुतनाथ सप्ततीर्थ अनुदित—मुद्रादित

मुलत-सं-साहित्य-शास्त्रग्रन्थ-प्रचारवत
उपेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय प्रतिष्ठित
बसुमती-साहित्य-मन्दिर हईते
श्रीसतीशचन्द्र मुखोपाध्याय प्रकाशित

[मूल्या २॥० टाका]

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট,
বসুমতী “বৈজ্ঞানিক রোটারী যন্ত্রে”
ত্ৰীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত



ভূমিকা

শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মপ্রসাদে সাক্ষোপাঙ্গবেদবিটগীর শাখা-প্রশাখার অধিরোহীনস্বরূপ মীমাংসাদর্শন বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতে চলিল। ঐহিকসর্বস্ব দেহমাত্রপোষী লোকায়তিকচ্ছন্ন অত্মতন যুগের ভারতের কল্পনার অতীত হইয়া গিয়াছে সেই কাল, যখন এই দেবভূমিতেই 'হৃতধূমকেতুশিখাঞ্জনস্নিগ্ধসমৃদ্ধশাখ সমুচ্চরচ্চারুপতত্রিশিঞ্জ প্রাধ্যয়নাভিভূত' তপোবনে ব্রহ্মর্ষিগণ নির্জৈগুণ্য পথের পথিক হইয়াও কেবল ত্রিতাপদন্দহ-মান জীবগণের প্রতি অসামান্য কারুণ্যবশতঃই সর্বার্থধুক্ নিগম-কল্পতরুর দুঃখত্রয়চ্ছেদী জ্ঞানবিজ্ঞানফল মীমাংসা-আকর্ষ্যযোগে স্কুলভ করিয়া দিয়াছিলেন। পরমকরণাময়ী শ্রুতি যে যুগে জরতী জননীর তায় করুণার পাত্র হইয়াছেন, সে যুগে মীমাংসার প্রশংসা জিহ্বাসারই উদ্বেক করিবে। কারণ, সম্ভান এখন আপাতমধুর পর্যন্তপরিতাপী শরীরসর্বস্বতা ছাড়িয়া কল্যাণোদর্ক মাতৃসেবা করিতে চায় না, যদি বা কেহ কেহ তাহা করেন, তাহাও লোকপ্রতিষ্ঠাভিসন্ধিমূলক বলিয়া তাহা সেবা নহে—কিন্তু সেবাভাস—তাহাতে জননীর রক্ষা হয় না, কিন্তু তাঁহাকে ক্ষয়মার্গেই আগাইয়া দেওয়া হয়। হৃদঃপদা কল্পহস্তা জ্যোতির্নিয়না নিরুক্তশ্রবণা শিক্ষাদ্রাণা ব্যাকরণমুখা ত্রয়ীমাতৃকার লোকদেখান সেবা করিতে গিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি, আস্তিক্য এবং আন্তরিকতাশূন্য হওয়ার, ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যতা-বোধ রহিত হওয়ায় কেহ বা স্বচ্ছন্দপদবন্ধে জননীকে ভগ্নপদা করে, কেহ বা নানা রকম বিকল্পজর আনিয়া তাঁহার করকম্প জন্মাইয়া দেয়, কেহ বা নিয়তপারিপ্লব বিংশশতাব্দের সভ্যতাদৃষ্ট বিজ্ঞানসংবাদে জননীর

তৈমির দূর করিতে গিয়া জননীর চক্ষুকে জ্যোতির্হীন করিতে চায়, কেহ বা স্বোৎপ্রেক্ষিত রুচিবিরুদ্ধ প্রাচীন অর্থে অপরিতৃপ্ত হইয়া সার্বত্রিক ভক্তিবোধে (রূপক সাহায্যে) পদ-পদার্থের নিরুক্তি করিতে থাকিয়া মাতার শ্রবণবিরক্তিই আনয়ন করে ; কেহ বা নব্যতন্ত্রের ঈক্ষা ও দীক্ষার উৎকট গন্ধে বদ্ধনাস করিয়া জননীকে ‘শিক্ষা’ সেবি-সৎ-কবি-রাজ-শরণা করিয়া তুলে, কেহ বা আবার ব্যাকরণ অকারণ করিয়া চিরানবদ্য জননীবদনে সুধামসী ক্ষেপণ করিয়া দেয়। ইহাই ত অদ্ব্যতন কালের মাতৃ-পরিচর্য্যার নমুনা !! যেখানে ঐহিক স্বার্থই প্রধান, লোকপ্রতিষ্ঠাই প্রয়োজন, ধর্ম্মোপার্জন বর্জন, সেখানে মাতৃসেবা এইরূপই হইয়া থাকে, সে ক্রিয়া মাতৃসেবা নহে—মাতৃশবা ! শ্রুতি ইহাদের কাছে সদাই শঙ্কিত।—“বিভেত্যল্লশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি”।

প্রাচীন যুগে এ সব দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, “ব্রাহ্মণেন নিক্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়্ভঙ্গে বেদোহধ্যৈয়ো জ্যেয়শ্চ” অর্থাৎ কোন প্রকার পার্থিব অভিসন্ধি না নিয়াই ষড়্ভঙ্গ বেদ ব্রাহ্মণের অধ্যৈতব্য এবং তদর্থ যে ধর্ম্ম তাহা জ্ঞাতব্য। এ কারণে তাঁহারা উৎসম্প্রদায় অনাদিগুরুশিষ্যপারম্পর্য্যবিহীন অর্থে বেদকে কদর্থিত করিতেন না—তাঁহার অঙ্গবৈকল্য ঘটাইতেন না। কারণ, ধর্ম্ম—“লবাদপি ত্রুট্যতি চাপলাৎ কিল”—অত্যল্ল স্বৈরচারিতায়ও ভ্রষ্ট হয়।

স্বচ্ছানুসারে সার্বত্রিক ভক্তিবাদে (রূপককল্পনায়) বেদের—বেদের কেন বেদমূলক যে কোন শাস্ত্রের অর্থ করা ঋষি এবং প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুগত নহে। কারণ, ইহাতে বিনা কারণে শব্দশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয় ; অধিক কি, এরূপ করিলে শব্দের মুখ্য অর্থ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়া মহর্ষি কাত্যায়ন, বোধায়ন প্রভৃতি কল্পতরুকারগণ বেদমন্ত্রের ষেরূপ বিনিয়োগ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই ভাষ্যকারগণ

বেদের অর্থ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তাহাতে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। ইচ্ছা করিলে যে শব্দ, শব্দর, উবট, সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি আচার্য্যগণ রূপকযোগে বেদাদি শাস্ত্রের সর্বজনমনোরঞ্জন অর্থ করিতে পারিতেন না তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা কল্পসূত্রকার ঋষিগণকে লঙ্ঘন করিতে, উচ্ছৃঙ্খলতামূলক ধর্মধ্বংসফলক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে সর্বদা সঙ্কুচিত হইতেন। কারণ, তাহাতে শাস্ত্রপালন, ধর্মরক্ষণ হয় না কিন্তু শাস্ত্রকে দ্বন্দ্ব করা হয়, ধর্ম ধ্বংস করা হয়। এ কারণে প্রাচীন আচার্য্যগণ রূপককল্পনাপূর্বক শাস্ত্রের অর্থ করেন নাই এবং অত্থাপি শাস্ত্রপন্থিগণ তাদৃশ রূপকযোগে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না।

শাস্ত্রমতে—শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ বেদপুরুষের ছয়টি অবয়ব ;—ছন্দঃ তাঁহার পদদ্বয়, কল্প করবৃগল, জ্যোতিষ নয়নস্বরূপ, নিরুক্ত শ্রবণস্থানীয়, শিক্ষা নাসিকা, আর ব্যাকরণ মুখস্বরূপ। এই প্রকার রূপকের মূলে গভীর অর্থ নিহিত আছে। ইতিহাস-পুরাণাদি উপাঙ্গাদিস্বরূপ। এ কারণে ইতিহাস-পুরাণ বর্জন করিলে বেদার্থ ক্ষুরিত হয় না। এ জন্ত শ্রীভারতে উক্ত হইয়াছে, “ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ”। ইহা বেদবর্জিত অঙ্গাদির উক্তি নহে। চতুর্বেদভাষ্যকার পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য্য তদীয় ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণিকামধ্যে উক্ত বচন মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঐ মত স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দেবতাধিকরণভাষ্যে ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই কথাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-পুরাণাদি বর্জনে বেদের অবস্থা হিন্নশাখ মহীরুহের সমান। এই উর্দ্ধমূল অধঃশাখ মহামহীরুহকে কে এমন আস্তিক আছে যে স্থাণুতে পরিণত করিতে সঙ্কুচিত না হয়? তবে পাখণ্ডিগণ কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারা যুক্ত্যভাসরূপ তীক্ষ্ণ করপত্রে কাণ্ডকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণাত্মক ভাগাধিক্যে সরাইয়া দেন—অবেদ বলিয়া ঘোষণা করেন।

কিন্তু বস্তুতঃ “মন্ত্রং মে গোপায়”, “এতদব্রাহ্মণানি এব পঞ্চ হবীংষি” ইত্যাদি স্মৃতিবচন এবং “মন্ত্রব্রাহ্মণয়োবেদনামধেয়ম্” ইত্যাদি আপত্তস্বীয় যুক্তপরিভাষা স্মৃতিবচন অনুসারে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই অংশদ্বয়ের মিলনেই বেদ। অত্র গ্রন্থে “তচ্ছোদকেষু মন্ত্রাখ্যা”; “শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ” (২।১।৩২, ৩৩) ইত্যাদি স্থলে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্বেদের মধ্যে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতিগুলি ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, ঋকসংহিতা প্রভৃতি ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ, ষড়্বিংশব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামবেদের ব্রাহ্মণ, আর সামসংহিতা প্রভৃতি সামবেদের মন্ত্রভাগ। যজুর্বেদ গুরুকৃষ্ণভেদে দ্বিধাবিভক্ত। শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গুরুযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আর কাণ্বসংহিতা, মাধ্যন্দিন-সংহিতা প্রভৃতি গুরুযজুর্বেদের সংহিতাভাগ। ইহাদেরই অপর নাম বাজসনেয় সংহিতা। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতিগুলি কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ, আর কঠসংহিতা, মৈত্রায়ণীসংহিতা, শ্বেতাশ্বতরসংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা প্রভৃতি কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্রাংশ। গোপথব্রাহ্মণ অথর্ববেদের ব্রাহ্মণভাগ আর অথর্ববেদসংহিতা তাহার মন্ত্রাংশ। ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র বা সংহিতা আধানাদি পুরুষমেধান্ত কর্মের বিধিস্বরূপ এবং অনুষ্ঠানকালে উচ্চারণ দ্বারা গৃহস্থশ্রমের উপযোগী মন্ত্রস্বরূপ। আরণ্যক ও উপনিষৎ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সাংখ্যায়ন আরণ্যক প্রভৃতি আরণ্যক এবং ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষৎ তৃতীয় ও তুরীয় আশ্রমীর অবলম্বন। তবে উপনীত মাণবককে সংহিতাসমেত ব্রাহ্মণাদি উপনিষদন্তু সমগ্র বেদই স্ব স্ব শাখাক্রমে গুরুর নিকট অধ্যয়ন—যথাবিধি গ্রহণ করিতে হয়।

বেদ স্বরূপতঃ এক হইলেও ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই যে চারিটি ভাগ ইহা যজ্ঞাদি কর্মে আবশ্যিকতা অনুসারেই বুঝিতে হইবে। দর্শপূর্ণ

মাস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে চারি হইতে ষোল জন পর্য্যন্ত ঋত্বিক্ আবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যে অধ্বর্যু, হোতা, উদগাতা এবং ব্রহ্মা এই চারি জনই প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকের আবার তিনজন করিয়া সহকারী আছেন—ইহা এই গ্রন্থে ৩৭৩৭ সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যজুর্বেদে প্রধানতঃ অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের কৰ্ম্মকলাপ এবং তৎপাঠ্য মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে হোতৃবিষয়ক মন্ত্র এবং ক্রিয়াকলাপ, সামবেদে উদগাতৃবিষয়ক মন্ত্র, স্তোত্র এবং কৰ্ম্মকলাপ ও অধর্ববেদে ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ ঋত্বিকের মন্ত্র ও কৰ্ম্মকলাপ এবং তৎসহ শাস্তিক পৌষ্টিকাদি ক্রিয়া সকল ও তদ্বিষয়ক মন্ত্ররাশি পঠিত হইয়াছে। এজন্ত ঐ চারি বেদকে যথাক্রমে অধ্বর্যুবেদ, হোতৃবেদ, উদগাতৃবেদ এবং ব্রহ্মবেদও বলা হয়। ইহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণাংশে কৰ্ম্মের বিধি এবং মন্ত্রাংশে সেই বিহিত কৰ্ম্মের অর্থ বা ক্রম অথবা দ্রব্যদেবতাদি যাহাতে প্রকাশিত হয় তাদৃশ মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। এ কারণে ব্রাহ্মণাংশেই প্রধানতঃ বিধি এবং সাধারণতঃ উপনিষৎ রহিয়াছে বলিয়া মীমাংসা এবং বেদান্ত-দর্শনে এই ব্রাহ্মণাংশেরই আবশ্যকতা সর্বাধিক। এই ব্রাহ্মণাংশ যদি বেদ না হয়, তাহা হইলে মীমাংসাকে যে ‘বেদার্থবিচার’ এবং বেদান্তকে যে ‘ঋতিশিরঃ’ বলা হয়, দুইটিই ব্যাহতার্থক হইয়া পড়ে।

অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃথিত এই যে বেদ-বৃক্ষ—যাহার সুশীতল ছায়ার তাপ-দঙ্ক জীবগণ শান্তিলাভ করিতে পারে, ইহার যে অর্থবিচার, তাহারই নাম মীমাংসা। এই কারণে মীমাংসা অর্থ বেদার্থবিচার। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-রূপ ভেদে যেমন বেদের কাণ্ড দ্বিধাবিভক্ত, মীমাংসাও সেইরূপ পূৰ্ব্বেমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অথবা কৰ্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা ইত্যাকারে ভেদদ্বয়-যুক্ত। সত্য বটে, কৰ্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান অল্পসারে বেদের কাণ্ড তিনটি—তথাপি উপাসনা জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত বলিয়া পূৰ্ব্বাচার্য্যগণ প্রধানতঃ দুই

[৬]

প্রকার ভেদই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কৰ্ম্মমীমাংসা বেদাধিকারী ত্রৈবর্গিকেরই কর্তব্য; আর ব্রহ্মমীমাংসা সন্ন্যাসিগণের পক্ষেই নিত্যকৃত্য। তবে গৃহী তাহাতে যে অনধিকৃত এরূপ নহে, তাহারও তাহাতে মহাপুণ্য। এই জন্ত বৃহদারণ্যকবর্ত্তিকমধ্যে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুরেশ্বরচার্য্য বলিয়াছেন—

তত্ত্বাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ ।

জিজ্ঞাসোরৈব চৈকান্ম্যং ত্রয্যন্তেষধিকারিতা ॥ (সম্বন্ধবর্ত্তিক—১২)

পরমকল্যাণময়ী শ্রুতি উণত্তী জননীর ত্রায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থরূপ স্তম্ভধারা পান করাইতে সতত সমুৎসুক; আশ্রয়ানুসারে যে যেটি গ্রহণ করিতে পারে, পূর্ব্বকর্মানুসারে যে যেটির অধিকারী। তন্মধ্যে ত্রিবিধভুংখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মোক্ষই অত্যন্তপুরুষার্থ—কোন কালেও উহার ক্ষয় নাই। অবশিষ্ট তিনটি অনাত্যন্তিক অবর পুরুষার্থ। পরমপুরুষার্থ মুক্তি জ্ঞানলভ্য—বেদান্তনিষেবণসাপেক্ষ—উত্তরমীমাংসা প্রকাশিত। আবার অপর তিনটির প্রথম এবং প্রধানটি কৰ্ম্মাধীন, যথাবিধি অনুষ্ঠানসাপেক্ষ—পূর্ব্বমীমাংসাসাধ্য। তবে পরমপুরুষার্থে কৰ্ম্ম যে একেবারে অনপেক্ষিত, তাহা নহে—কারণ, অনাদিকালসঞ্চিত পাপপক্ষে চিন্তে যে মালিন্য জন্মিয়াছে, তাহা প্রক্ষালিত না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারই হয় না। আর নিষ্কামভাবে শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে তবেই তাহা সম্ভব হয়। এই জন্ত পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সর্ব্বজ্ঞানমুনি তদীয় সংক্ষেপশারীরকগ্রন্থে বলিয়াছেন—

“একাহীনসত্রয়বিধিবিহিতানেককৰ্ম্মানুভাব-

ধ্বস্তস্বাস্তোপরোধাঃ কথমপি পুরুষাশ্চিদ্বিদুক্ষাং লভন্তে ॥”

(সংক্ষেপশারীরক ১৬৪)

“ধর্মোণ পাপমপনুদতি” (তৈঃ আঃ ১০।৬৩।৭), “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতিও মোক্ষমার্গে প্রথমাপেক্ষিত চিত্তশুদ্ধিই যে যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যাদি কর্মের পরম প্রয়োজন, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—মুক্তিপূরীর গোপুরস্বরূপ অদ্বৈতবাদপ্রধান বেদান্তমার্গে কর্মের স্থান কোথায় ? তদন্তরে বক্তব্য, কর্মমার্গের লোপ করিবার জন্ত, ধর্মধ্বংসের নিমিত্ত, বর্ণাশ্রম-ধর্মের উচ্ছেদ বা বিপর্যাসসাধনার্থে ত্রীশ্রীশঙ্কর অবতীর্ণ হন নাই—অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন নাই—পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই ;—কর্মমার্গের প্রবর্তনের জন্তই—বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অদ্বৈতমতে মোক্ষমার্গের অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্রীয় কর্মকলাপ যথাবিধি স্ব স্ব অধিকার অনুসারে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠান করিতে হইবে—বিপর্যয় করিলে চলিবে না—অসহিষ্ণু হইয়া বর্ণবিবর্তনের দাবী করিলে খাটিবে না। যে হেতু শাস্ত্রমতে বর্ণ পূর্বজন্মীয়গুণকর্ম্মানুসারি-জন্ম-নিমিত্তক,—গুণগত নহে। ইহা বেদান্তদর্শন তথা মীমাংসাদর্শনের অপশূদ্রাধিকরণে সুপরিষ্কৃত। ভগবান্ শঙ্করও মীমাংসাতাত্ত্বিক ভগবান্ শবরস্বামীর আশ্রয় “জাতিশূদ্রস্ত্র অনধিকারাৎ” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণের জন্মনিমিত্তকত্বই বলিয়াছেন। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ যে মনুষ্যগণের ইচ্ছামত পরিবর্তনীয় হইতে পারে না, তাহা পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবাস্তিকমধ্যে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় স্ত্রে শাস্ত্র এবং যুক্তিবলে দৃঢ়তর বিচারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ কারণে বেদান্তমতে মুক্তির পূর্বপর্যন্ত ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, বিধি-নিষেধ সমস্ত ব্যবহারই যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে—‘ন শ্রাৎ’ বলিলে চলিবে না। তাঁহারা বলেন—

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ ।

লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং স্বাত্মনিশ্চয়াৎ ॥

অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি—তৎপ্রযুক্ত ব্যবহার সেমন প্রমাণ বলিয়া কল্পিত, সেইরূপ যতক্ষণ না আত্মনিশ্চয় হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়, তাবৎকাল এই সমস্ত লৌকিক পদার্থগুলিও প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণীয়, তদুচিত ব্যবহরণীয় । কাজেই, বেদান্তমতে কৰ্ম্ম অনপেক্ষিত, ইহা অনভিজ্ঞের কথা । যাহারা যথাবিধি কৰ্ম্ম করেন না, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন পূৰ্ব্বক স্বৈরাচারমূলক অহুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই সব আচরণ ধৰ্ম্ম নহে—তাহাতে পুণ্য অথবা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ত হয়ই না, প্রত্যুত পাপ অথবা আধ্যাত্মিক অপকর্ষই ঘটয়া থাকে । ইহাই বেদান্তিগণের শাস্ত্রসংবাদী সিদ্ধান্ত । সুতরাং বেদান্তমার্গে কৰ্ম্ম অনপেক্ষিত নহে, এবং কৰ্ম্মমীমাংসাও অনাবশ্যক হইতে পারে না । বর্তমানকালে বেদান্তী অনেকে আছেন, কিন্তু তাঁহারা বেদান্ত-বিচারে অবশ্য অপেক্ষিত যে কৰ্ম্মবিচার তাহাতে মনোযোগী না হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানীই হইতেছেন । সত্য বলিতে কি, বাক্যবিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান মীমাংসা ব্যতিরেকে হইতে পারে না ।

প্রশ্ন হইতে পারে, কৰ্ম্মমীমাংসায় প্রয়োজন কি ? মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম যখন বর্তমান যুগের অযোগ্য, তখন তদ্বিচারপরিপূর্ণ মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনায় কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য, বর্তমান যুগে শ্রৌত কৰ্ম্মকলাপ অহুষ্ঠানাযোগ্য হইলেও মীমাংসা-দর্শন যে অনালোচ্য, তাহা হইতে পারে না । কারণ, উপনিষদ্বিষয়ক বেদান্তদর্শনের আলোচনা যখন এ যুগে বহুলপ্রচার, তখন তদুপকারকরূপেও এই শাস্ত্র অবশ্যআলোচনীয় । যে হেতু, মীমাংসাশাস্ত্রে এক একটি অধিকরণে কৰ্ম্মবিষয়ক শ্রতিবাক্য লইয়া যে পদ্ধতিতে যে যুক্তি সহকারে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত

স্থাপিত হইয়াছে—উপনিষদ্বিচারাত্মক বেদান্ত-দর্শনে তথা ধর্মবিচারাত্মক স্মৃতিশাস্ত্রে এবং ব্যবহারশাস্ত্রাদিতেও তত্ত্বার্থ অবগত হইতে হইলে সেই পদ্ধতিই অবলম্বনীয়। যাহারা বেদান্তের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, কিংবা ধর্ম ও ব্যবহার-শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সত্যতা অসত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ফল কথা, ব্যাকরণ যেমন প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগের দ্বারা পদপদার্থ নিরূপণ করিবার উপায় বলিয়া পদ-শাস্ত্র—মীমাংসারও সেইরূপ বাক্যার্থনির্ণয়ের উপায় বলিয়া বাক্য-শাস্ত্র। সূত্ররূপে বর্ণাশ্রমীর সমস্ত কর্মই যখন বাক্যাত্মকশ্রুতিস্মৃতিসাপেক্ষ, তখন এই মীমাংসারূপ বাক্য-শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন ব্যতীত যে যথার্থ বাক্যার্থ—সূত্ররূপে শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া যায় না, ইহা অবধারিত। তর্কাদি প্রমাণ-শাস্ত্র তাহার পরিপোষক হইতে পারে, কিন্তু মীমাংসাই শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের তৎপর্য্যাববোধের উপায়স্বরূপ। এই কারণেই ইহার অপর নাম ত্রায়। ‘ত্রায়’ বলিতে ‘নীয়েতে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেন’ এই ব্যুৎপত্তিবলে মীমাংসা অভিহিত হয়। এই কারণে মীমাংসার প্রাচীন গ্রন্থ সকল ত্রায়কণিকা, ত্রায়মালা ইত্যাদিরূপে ত্রায়পদাভিধানক। এই কারণেই মীমাংসা এবং বেদান্তের এক একটি অধিকরণের এক একটি সিদ্ধান্তকে ‘ত্রায়’ বলিয়াই উল্লেখ করা হয়। সংযোগপৃথক্‌ত্রায়, যোগ-সিদ্ধিত্রায় প্রভৃতিই ইহার উদাহরণ।

যদিও মীমাংসা বলিতে বেদার্থবিচার বুঝায়—তথাপি ইহার দ্বারা স্মৃতি-পুরাণাদিরও বিচার অর্থাক্ষিপ্ত। কারণ, বেদের ত্রায় সেগুলিও ধর্মের প্রমাণ। এই কারণেই তৃতীয় পাদ প্রভৃতি স্থলে শ্রুতির ত্রায় স্মৃতি-পুরাণাদিরও প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই কারণে শ্রুতিবাক্যসকলের ত্রায় স্মৃতি-পুরাণাদিরও পরস্পর বিরোধ প্রভৃতি মীমাংসাসূত্র পদ্ধতিতেই মীমাংসিত হয়। বিরুদ্ধাংশগুলিকে না

বুঝিয়া ‘প্রক্ষিপ্ত’ বলা আবশ্যক হয় না। যাহারা পুরাণাদিকে বেদবর্জিত কল্পনামাত্র বলেন, তাহাদিগকে পুরাণের প্রামাণ্য এবং বৈদিকত্ব বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র চতুর্বেদের ভাষ্যকার পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য্যের ‘শঙ্করদিগ্విజయ’ গ্রন্থের বৃদ্ধব্রাহ্মণবেদী ব্যাসদেবের প্রতি শ্রীশঙ্করের—

“মুনে পুরাণানি দশাষ্ট সাক্ষাৎ শ্রুতার্থগর্ভাণি সূত্ৱক্ষরাণি।

কৃতানি পণ্ডিত্যমত্র কর্তুং কো নাম শক্নোতি স্মসঙ্গতার্থম্॥” (৭।২৪)

অর্থাৎ হে মুনে! আপনি সাক্ষাৎ শ্রুতার্থমূলক সূত্ৱক্ষর অষ্টাদশখানি মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ পণ্ডিতগণের পক্ষে স্মসঙ্গত অর্থবিশিষ্ট দুইটি পণ্ড রচনা করিবার শক্তিই বা কাহার আছে?—এই উক্তিটুকু স্মরণ করাইয়া দিই। আমাদের ঞ্চায় বেদবর্জিত, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, বিচারবুদ্ধিহীন, ধর্ম্মকর্ম্মবিমুখ প্রমাদবহুল অর্কাচীনগণ যাহাকে অবৈদিক বলিয়া উপেক্ষা করিতে থাকে, শ্রৌতমার্গপ্রতিষ্ঠাপক বেদার্থবিৎ পদবাক্য-প্রমাণপারীণ চতুর্বেদভাষ্যকার তাহাকেই ‘সাক্ষাৎশ্রুতার্থগর্ভ’ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। সুতরাং পুরাণাদিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না—বেদার্থপ্রকাশের উপায়বোধে সেগুলিকে পরমসমাদরে রক্ষা করিতে হইবে; ভারতোক্তি স্মরণ করুন—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।”

চতুর্বেদভাষ্যকার পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য এই জন্ত তদীয় ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণিকামধ্যে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুরাণাদিকে বেদার্থ-প্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তদর্শনের দেবতাধিকরণভাষ্যে “তস্মাৎ সমূলম্ ইতিহাস-পুরাণম্” ইত্যাদি বাক্যে পুরাণাদির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন।

ঐ পুরাণাদির মধ্যেও যে সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ বিষয় পরিলক্ষিত হয়, মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে সে সমস্তই দিবালোকবৎ স্পষ্টপ্রকাশ হইয়া যায়।

এতাদৃশ যে মীমাংসাশাস্ত্র, তাহা যে কেবলমাত্র কর্মোপযোগী যান্ত্রিকগণেরই উপকারক হইবে, এরূপ বিবেচনা নিতান্তই একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। হইতে পারে তাহা যজ্ঞবল্লব যুগের অদৃষ্টপ্রয়োজন কর্ম-পদ্ধতির নিদর্শনমাত্র, হইতে পারে তাহা অধুনাতন কালের অপাংক্তেয়ীকৃত বেদভাগের তত্ত্বার্থবেদকস্বরূপ, তথাপি তাহা যে বিজ্ঞানদৃষ্ট সভ্যতা-শিক্ষারীণীসমারূঢ় সমাজের বর্তমান যুগেরও উপকারক নহে, তাহা বলা চলে না। কারণ, যজ্ঞার্থে প্রণীত অগ্নিকুণ্ড কি পদার্থান্তরের প্রকাশ করে না? মীমাংসাশাস্ত্রে যে সহস্র অধিকরণে সহস্রধা বিচারে সহস্রটি ত্রায় স্থাপিত হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটি বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইলেও তত্ত্বল্য লৌকিক বাক্যও তাহাতেই গতার্থ হয়—লৌকিক বাক্যে সেই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া বিচার করিলে বাক্যের যথার্থ অর্থ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই যে আইনআদালতে ব্যবহারবিষয়ক ‘কথার মারপ্যাচ’ লইয়া সন্দেহসঙ্কুল কোলাহল, তৎসমস্তই মীমাংসাশাস্ত্রীয় ত্রায়ের পদ্ধতিতে আলোচনা করিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

মীমাংসা-দর্শনের দর্শনত্ব কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে তত্ত্বত্তরে বক্তব্য—‘দৃশ্যতে অনেক’ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দর্শন অর্থ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” (বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৩।৫) এই শ্রুতিবাক্যে যে আত্মসাক্ষাৎকার উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার হেতু বা উপায়। আর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনই আত্মতত্ত্বদর্শনের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র সকলও শ্রবণ বা মননের সাধন; এ কারণে তাহাও দর্শনের হেতু। এই কারণেই সেগুলি ‘দর্শন’ নামে অভিহিত হয়। আর তদনুসারে মীমাংসাদর্শনে

“তত্ত্ব নিমিত্তপরীষ্টিঃ” (১১১৩) এই সূত্রে যে প্রমাণ পরীক্ষার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবধি আত্মবাদপর্য্যন্ত বিষয়গুলি সূত্রকারের লক্ষ্যান্তর্গত। এই কারণেই স্বৃত্তিকার প্রমাণপরীক্ষাদি আত্মবাদান্ত বিষয়গুলি স্বীয় ব্যাখ্যামধ্যে উপগৃহ্য করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও তাহার অনুবাদ করিয়াছেন ; যেহেতু সূত্রকার অথবা বার্ত্তিককার কেহই সূত্রের লক্ষ্যবহির্ভূত বিষয় আলোচনা করেন না। আর অবশিষ্ট অংশ আত্মদর্শনের আরাহুপকারক যে ধর্ম্ম, তৎপ্রতিপাদনপর। সুতরাং এতদনুসারে মীমাংসাশাস্ত্রও দর্শনপদবাচ্য না হইবে কেন ?

আপাতদৃষ্টিতে মীমাংসাদর্শনের সূত্র হইতে দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্বাদিবিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে মীমাংসা-সিদ্ধান্তে বটবীজের ত্রায় সংসার অনাদি বলিয়া সৃষ্টি ও প্রলয় নাই। আত্মা বেদবিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা এবং তাহার ফলভোক্তা বলিয়া বৈশেষিক-গণের সিদ্ধান্তের ত্রায় ব্যবহারিক জীবই আত্মা—অর্থাৎ অহঙ্কারই আত্মা, তাহা শরীরাতিরিক্ত কিন্তু সুখদুঃখভোক্তা এবং জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। চিরবিনষ্ট কর্ম্মের ফলোপপত্তির নিমিত্ত ‘অপূর্ব্ব’ নামক পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায়, মীমাংসকমতে ঈশ্বর ফলদাতা নহেন। আর মীমাংসকগণ বলেন, বেদ ঈশ্বরোক্তি বলিয়া যে প্রমাণ তাহা নহে, কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অনাদি বলিয়া পুরুষমূলভ ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য হওয়ায় অবাধিত শাস্ত্রবোধ জন্মাইয়া থাকে বলিয়া প্রমাণ, যেহেতু প্রমাণের প্রামাণ্য পরাপেক্ষ নহে, কিন্তু তাহা স্বতোগ্রাহ্য। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপে অথবা কর্ম্মফলদাতৃত্বরূপে কিংবা বেদবক্তৃত্বরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। এই কারণে ‘শঙ্করদ্বিধিজয়’ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তুষানলারূঢ় শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ শ্রীশঙ্করকে বলিতেছেন—

“নিরাস্ত্রমীশং শ্রুতিলোকসিদ্ধং শ্রুতে: স্বতোমাস্বমুদাহরিষ্মন” (৭।৮৯) অর্থাৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমি ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছি। মীমাংসকমতে অতীন্দ্রিয় সূত্র নাই ; বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক। ভাট্টমতে বিপরীতখ্যাতি এবং প্রভাকরমতে অখ্যাতিই ভ্রমে ভাসমান। প্রভাকরমতে ক্রিয়ায়িত শব্দে শক্তি এবং অস্থিতাভিধানবাদ স্বীকৃত হয়। কিন্তু ভাট্টমতে সিদ্ধ বস্তুতেও শক্তি এবং অভিহিতাষয়বাদ প্রতিপাদিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কৰ্ম হইতেই মুক্তি, আর তাহা স্বর্গসুখপ্রাপ্তিস্বরূপ। কৰ্ম আবার যাগ, দান, হোমাদিগুলি বৈধ এবং ব্রহ্মহত্যা, কলঙ্গভক্ষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কৰ্ম নরকাদি অনিষ্টপ্রদ। যাগ অর্থে দেবতার উদ্দেশে বিধি-বিহিতভাবে দ্রব্যত্যাগ অর্থাৎ যে দেশে, যে কালে, যে অধিকারীর পক্ষে যে ভাবে তাহা কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ভাবে যদি সেই কৰ্ম অল্পপ্তিত হয়, তবেই তাহা ধর্ম ; স্মরণ্য তজ্জন্ত সূত্র বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ হয়, নচেৎ তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিই ঘটে। মীমাংসকমতে দেবতা শব্দময়ী অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত চতুর্থাবিভক্তিবৃত্ত শব্দ—তজ্যমান দ্রব্যের উদ্দেশ্যীভূতই দেবতা। আপাতদৃষ্টিতে দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক নাই। এ সম্বন্ধে অগ্রে বিশেষ আলোচনা করা হইবে। তত্ত্বদৃষ্টিতে যে নামে যে শব্দেই যে ভাবেই যে দেবতা শাস্ত্রানুসারে উদ্দেশ্যীভূত হউন না কেন, তিনি সনাতন এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর ছাড়া আর কেহ নহেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—“একং সদ্ বিপ্রো বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমং মাতরিষ্মানমাছঃ ॥” (ঋগ্বেদ ১।১৪৮।৩৬) “এষ উ হোব সর্বো দেবঃ” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৬)।—পরমেশ্বরই সকল দেবতারূপে বিরাজিত।

পরমর্ষি জৈমিনি এই মীমাংসা-দর্শনের রচয়িতা। ইনি নারায়ণাবতার ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ভগবান্ বাদরায়ণ যে

চারি জন শিষ্যের মধ্যে সম্প্রদায়ক্রমে এক এক বেদ বহন করিবার ভার দেন, পরমর্ষি জৈমিনি তাঁহাদের অত্তম । ইনি সামবেদের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ কুমারিলভট্টের তত্ত্ববাস্তবিক হইতে জান যায়—পরমর্ষি জৈমিনি ছান্দোগ্যানুবাদ প্রভৃতি অপরাপর কয়েকখানি গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা এক্ষণে বোধ হয় লুপ্তই হইয়াছে । মীমাংসাশাস্ত্রীয় সংকর্ষকাণ্ড নামক চতুরধ্যায়ান্বক অপর একখানি গ্রন্থ পরমর্ষি জৈমিনি রচনা করেন । তাহাতে উপাসনাকাণ্ডের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ইহাই সাধারণ প্রসিদ্ধি । বস্তুতঃ তাহাও কৰ্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধীয়—মীমাংসা-দর্শনে অন্তর্ভুক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বিষয় সকল অনুল্পব্রকরূপে তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । প্রাচীনগণের উক্তি হইতে জানা যায়—এই সংকর্ষকাণ্ডের অপর নাম দেবতাকাণ্ড ! প্রপঞ্চহৃদয় নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে—চতুরধ্যায়ান্বক এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রই দেবতাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে ; ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, বিধি, অর্থবাদ এবং নামধেয় সকল মন্ত্র অথবা দেবতারই বিশেষত্ব ; বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয়বিষয়ক বিশেষ বিচার দ্বাদশলক্ষণী মীমাংসার মধ্যেই নিবদ্ধ ; ঐ সংকর্ষকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, দেবগণ স্বেচ্ছানুসারে শরীরপরিগ্রহ করিতে পারেন—যুগপৎ বহু স্থানে প্রকাশ হইতে পারেন—আবার ইচ্ছাক্রমে তিরোধানও করেন ; আর চতুর্থ অধ্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছে যে, সংকর্ষের ফলে দেবত্বলাভ কিংবা অপবর্গপ্রাপ্তি—ক্রমমুক্তি হয় । এই রূপে দেবতাতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় ইহা উপাসনাকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই গ্রন্থ এক্ষণে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু স্তত্র মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন—

উহা অত্র আচার্য্যের রচিত। যাহাই হউক, পরমর্ষি-জৈমিনির জীবন সম্বন্ধে অপরাপর বার্তা অজ্ঞানতিমিরচ্ছন্ন।

বর্তমানে প্রসিদ্ধ মীমাংসাদর্শন-পরমর্ষি জৈমিনির প্রণীত হইলেও তিনিই যে এই শাস্ত্রের প্রথম আচার্য্য তাহা নহে। কারণ, তিনিও ‘আত্রেয়’ (মীমাংসাদর্শন ৩।১।২৬ সূত্রে), ‘ঐতিশায়ন’ (মীঃ দঃ ৩।২।৪৩), ‘কাম্বু-কায়ন’ (মীঃ দঃ ১।১।১৫৭ সূঃ), ‘কাষ্যাজিনি’ (মীঃ দঃ ৩।৭।৩৫ সূঃ), ‘বাদরায়ণ’ (মীঃ দঃ ১।১।১৫ সূঃ), ‘বাদরি’ (মীঃ দঃ ৩।১।৩ সূঃ), ‘লাবুকায়ন’ (মীঃ দঃ ৩।৭।৩৭ সূঃ) প্রভৃতি প্রাচীন মীমাংসক আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহা সঙ্গতও বটে; কারণ, বেদ অধ্যয়ন এবং তদনু-গত অনুষ্ঠান করিতে গেলেই মীমাংসা আবশ্যক বলিয়া মীমাংসা বেদবৎ প্রাচীন। যে হেতু গ্রন্থাকারে স্বতন্ত্রভাবে নিবদ্ধ না হইলেও ঐ সমস্ত গুলিই বেদের আকাঙ্ক্ষিত। ইহা শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদই বলিয়াছেন। কারণ, তৎকর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

“ইতিকর্তব্যতাভাংগ মীমাংসা পূরয়িষ্যতি”

অর্থাৎ বেদের যে ইতিকর্তব্যতা অংশ অর্থাৎ অপেক্ষিত বিচার অংশ, তাহা মীমাংসার পূরণীয়।

কালের কুটিল আবর্তে যখন মনুষ্যের বুদ্ধিগুদ্ধির হ্রাস হইতে লাগিল—যতই সম্প্রদায়ের হ্রাস ঘটতে থাকিল—ততই শাস্ত্রার্থ দুর্বোধ হইয়া উঠিল। তখন বহুবর্কের সূচক—স্মারক সূত্রগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন মহামুনি বোধায়ন দ্বাদশলক্ষণী মীমাংসা, চতুর্লক্ষণ সঙ্কর্ষকাণ্ড এবং চতুরথায়ী উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত—এই বিংশতি অধ্যায়ের উপর ‘কৃতকোটিভাষ্য’ নামক এক অতি বিশাল ভাষ্য নিবদ্ধ করেন। সেই অতি বৃহদায়তন ভাষ্যগ্রন্থ আয়ত্ত করা কালক্রমে কঠিন হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া পরমকারুণিক বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ

সেই বিংশতি অধ্যায়েরই উপর বৃত্তি রচনা করেন। ইহাতে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার সাক্ষ্য হয় দেখিয়া আরও কিয়ৎকাল পরে তাহার স্বাতন্ত্র্য রাখিবার নিমিত্ত তত্রতবান্ দেবস্বামী উত্তরকাণ্ডের চতুর্থায় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কৰ্ম্মমীমাংসারই সংকীর্ণকাণ্ডসমেত ষোড়শ অধ্যায়ের উপর নাতিবিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। পরে লোকের মেধা অল্প হইয়া আসিলে অতি বিস্তৃত পরমগন্তীর ঐ সমস্ত বিষয় ধারণা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া পরমপূজ্যপাদ ভবদাস ভট্ট ঐ ষোড়শ অধ্যায়ের অনতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করেন। এই সমস্ত গ্রন্থই এখন নামমাত্রশেষ—প্রাচীনোক্তিমাত্রজ্ঞেয় ; সেগুলি কখনও আর লোকলোচনের বিষয় হইবে কি না কে বলিতে পারে? অনন্তর কালক্রমে ভগবান্ শবরস্বামী কেবলমাত্র দ্বাদশ অধ্যায়ের—কেবলমাত্র সিদ্ধান্তবোধোপযোগী পরম গন্তীর অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন—যাহা বর্তমানকালীন উপলভ্যমান দর্শনগ্রন্থসকলের ভাষ্যের মধ্যে প্রাচীনতম এবং আদর্শস্থানীয়। ইহার ভাষা যেরূপ সরল, ভাব সেইরূপ পরমগন্তীর—অতি তীক্ষ্ণদী অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি ভিন্ন অত্রের পক্ষে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। পূর্বাচার্য্যগণ ভাষ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—

“স্বত্রস্থং পদমাদায় পঠৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদৌ বিদ্বঃ ॥”

অর্থাৎ সাহায্যে স্বত্রগত পদ গ্রহণপূর্বক সূত্রানুসারী নূতন পদ নিবদ্ধ করা আছে এবং পুনরায় সেই স্বনিবদ্ধ সূত্রানুসারী পদসকলের ব্যাখ্যা আছে, তাহাকেই ভাষ্যবিদগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। শবর ভাষ্যমধ্যে ইহার বহুলতা তদধ্যোতুগণের নিকট সুপরিচিত। আর এই কারণেই “ন দেবানাং দেবতাস্তরাভাবাৎ” ইত্যাদি বহু ভাষ্যাংশও প্রান্তিক্রমে স্বত্র

বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এভাবে বর্ণনার হেতু কি? তত্ত্বতরে বক্তব্য, প্রাচীনগণের ইহাই ছিল রীতি যে, বক্তব্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে নিবন্ধ করিয়া পরে তাহার বিস্তৃতি করা। এই কারণেই মহাভারত শ্লোকদ্বয়াক্ষক—কিয়দধিক শ্লোকশতাক্ষক এবং বিস্তৃত ভাবে শ্লোকশতসাহস্রাক্ষক। এই জন্ত মহাভারতমধ্যেই উক্ত হইয়াছে—

“ইষ্টং হি বিদ্বাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্”

অর্থাৎ সংক্ষেপোক্তিপূর্বক বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োগ করাই বিদ্বদগণের ব্যবহারসম্মত—ইহাই শিষ্ট-ব্যবহার। এই ভাষ্যের এমনই আদর্শস্থানীয়তা যে, ভগবৎপাদ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এতদনুসারেই জগদ্বিখ্যাত শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসা-ভাষ্যকার ভগবান্ শবরস্বামীর এমনই সম্প্রতিপন্নতা—প্রামাণিকতা এবং শ্রেষ্ঠতা যে, জ্ঞানমূর্তি শঙ্করও তাঁহাকে স্বীয় ভাষ্যমধ্যে—“যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্” ইত্যাদি অংশে পূজার্থক বহু-বচনপ্রয়োগে পরম শ্রদ্ধা সহকারে ‘শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—শবরস্বামী যদি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ হন, তাহা হইলে শঙ্করের সিদ্ধান্তের স্থান কোথায়? কারণ, শবরস্বামী কৰ্ম্মবাদী, শঙ্কর জ্ঞানাত্মক অদ্বৈতবাদী—শবরস্বামী যাগযজ্ঞেরই প্রাধান্য দিয়া দেবদেবীর বিগ্রহবস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন, আর শঙ্কর আসমুদ্রহিমাচল ভারতের তাবৎ দেবদেবীর স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিহগ্রবতী পঞ্চদেবতার পূজা-উপাসনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে উভয়ের কার্য্য ত অত্যন্ত বিরুদ্ধই হইতেছে! অধিক কি, শঙ্কর যে পঞ্চদেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা ত বেদবিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে বক্তব্য, গুরুমুখী বিদ্যা সম্প্রদায়লব্ধ গুরুর নিকট যথাবিধি গ্রহণ না

করিলে এইরূপ বিরোধই প্রতিভাত হয় বটে। বস্তুতঃ ঐ প্রকার মতবাদ বাহারা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বেদের একদেশদর্শী বলিতে হয়। কারণ, কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার মৈত্রায়ণীসংহিতামধ্যে রুদ্র মহাদেব, গৌরী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্য্যের উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাদের গায়ত্রী পঠিত হইয়াছে। তথায় অগ্নিচয়নের বিষয় বলিয়া, সেই চিত্র অগ্নিতে পূজা করিবার জন্ত প্রথমে মহাদেব শিবকে আবাহন করিবার মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন—

“দেবানাঞ্চ ঋষীণাং চামুরাণাং চ পূর্ব্বজম্।

মহাদেবং সহস্রাঙ্কং শিবমাবাহয়াম্যহম্ ॥”

অর্থাৎ “যিনি দেবগণের, ঋষিগণের এবং অমুরগণের পূর্ব্বজ—সর্ব্বপ্রাচীন সনাতন পুরুষ সেই সহস্রাঙ্ক মহাদেব শিবকে আমি আবাহন করি”—এই বলিয়া আবাহন করিতে নির্দেশ করিয়া শিবের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—

তৎপুরুষায় বিদ্বহে মহাদেবায় ধীমহি।

তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

এইরূপ শক্তির সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—

তদ্গাক্ষোচ্যায় বিদ্বহে গিরিসুতায় ধীমহি।

তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥

গানপতি সম্বন্ধে শ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন—

তৎকরাটায় বিদ্বহে হস্তিমুখায় ধীমহি।

তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ॥

বিশ্বকর্ষের বিষয়ে কহিতেছেন—

তৎকেশবায় বিদ্বহে নারায়ণায় ধীমহি।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

[১৯]

সূর্য্য সঙ্ঘে বলিতেছেন—

তদ্বাস্করায় বিদ্বাহে প্রভাকরায় ধীমহি ।

তন্নো ভানুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

এইরূপ কার্ত্তিকেশ্বর সঙ্ঘে—

তৎকুমারায় বিদ্বাহে কার্ত্তিকেশ্বরায় ধীমহি ।

তন্নঃ স্বন্দঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ব্রহ্মার বিষয়ে—

তচ্চতুর্মুখায় বিদ্বাহে পদ্মাসনায় ধীমহি ।

তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ ॥

(বার্লিনপ্রকাশিত মৈত্রায়ণীসংহিতা অগ্নিচিতিপ্রকরণ ১১৯,১২০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং পঞ্চদেবতার পূজা-উপাসনা অশ্রোত নহে। অতএব এ অংশে ভাষ্যকারদ্বয়ের সিদ্ধান্তমধ্যে কোনও বিরোধ নাই। এইরূপ কর্ম্মবাদ সঙ্ঘেও ইহাদের মধ্যে পারমার্থিক কোনও বিরোধ নাই। কারণ— অশুদ্ধচিত্ত কামনাবশীকৃত জীব জ্ঞানমার্গের পথিক হইতে পারে না, কিন্তু তাহার কর্ম্মমার্গেরই অধিকারী। আর যাগদানাদিই কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধির জন্ত যাগদানাদি কর্ম্ম অবশ্য অন্তর্ভুক্ত—ইহাই অদ্বৈতবাদীর শাস্ত্রানুসারী উপদেশ। যাগ অর্থে দেবতার উদ্দেশে যথাবিধি দ্রব্যত্যাগ। ইহা মীমাংসাদর্শনের “যজ্ঞতিচোদনা দ্রব্যদেবতাক্রিয়ং সমুদায়ে কৃতার্থত্বাৎ” (৪।২।২৭) ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টীকৃত আছে। কল্পসূত্রকার ভগবান্ কাত্যায়নও “যজ্ঞং ব্যাখ্যাশ্রামঃ। দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ” (১।২।১,২) এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। এই যাগের আধার শাস্ত্রীয় নিয়মে প্রণীত বহি হইতে পারে এবং অগরাপর প্রতীকও হইতে পারে। “যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্হীতং স্তাৎ তাং ধ্যায়েদ্ বষট্ করিষ্যন্” (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১।৮) অর্থাৎ “যে দেবতার উদ্দেশে হবির্দ্রব্য গ্রহণ করা হয়, তদ্ব্যবস্থায় দেবত্যাগের পূর্বে তাঁহার ধ্যান কর্তব্য”

ইত্যাদি বেদবচন হইতে জানা যায় যে, দেবতার ধ্যান করিয়া তদনন্তর হবিরাদি দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। ইহাও উভয় পক্ষে সমান। আর দেবতা বিগ্রহবতী নহে—শবরস্বামীর এই যে মত, যাহা মীমাংসাদর্শনের (৯।১।৯ সূত্রে) দেবতাধিকরণভাষ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদমাত্র। পূজ্যপাদ খণ্ডদেব তদীয় ভাট্টকৌম্ভভ গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। অধিক কি, এক্রূপ না বলিলে ভাষ্যকারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৫ম সূত্রের তিৰ্য্যগধিকরণ ভাষ্যে—“ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ” এই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। এই জন্ত তত্রত্য টীকায় শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ বলিয়াছেন, “যেষাং শব্দ এব দেবতা তেষাম্ অপ্যযুক্তো গ্রন্থঃ” অর্থাৎ যাহাদের মতে দেবতা বিগ্রহবতী নহেন কিন্তু শব্দময়ী, তাহাদের মতে এই উক্তিটিও সঙ্গতিবদ্ধ হয় না।

সুতরাং ভাষ্যের পূর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, দেবতার বিগ্রহবৎ অপলাপ করা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু তাহা প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। কারণ, তাহা না হইলে সঙ্ঘর্ষকাণ্ডে যে দেবতাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা টিকে না। এই কারণেই, পাছে কেহ ভ্রমে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় উত্তরমীমাংসায় দেবতাধিকরণে দেবতার বিগ্রহবৎ—বিগ্রহাদি পঞ্চক প্রতিপাদিত হইয়াছে। “বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রসন্নতা। ফলপ্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্॥” অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ, যজ্ঞে প্রদত্ত হবির্দ্রব্য ভক্ষণ, ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা সকলের উপর প্রভুত্ব, হবিঃপ্রাপ্তিতে প্রসন্নতা বা তৃপ্তি এবং ফলদাতৃত্ব এই কয়টিকে বিগ্রহাদিপঞ্চক বলে। আরও “ষৎপরাঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ” অর্থাৎ শব্দের যাহা প্রতিপাদ্য তাহাই সেস্থানে শব্দের অর্থ, তাহাতেই শব্দের তাৎপর্য্য, এই নিয়ম অনুসারে যে স্থলে যাহা প্রতিপাদ্য হয়, তথায় তাহারই

প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অত্নের অপ্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। বিবাহসভার বরেরই সম্মান সর্বাধিক—সে যতই নিগুণ হউক না কেন, তাহারই গুণগান সকলে করে; কিন্তু তাই বলিয়া যে তত্রসমাগত অপরাপর গুণী ব্যক্তি পর্য্যদন্ত হন তাহা নহে। আরও স্বয়ং ভাষ্যকারই বলিয়াছেন “ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুক্ত্যতে কিং তর্হি, নিন্দিতাদিতত্ত্বং প্রশংসিতুং। তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গম্যতে। কিন্তু ইতরস্য বিপ্রিৎ” অর্থাৎ শাস্ত্রমধ্যে যে নিন্দা পরিলক্ষিত হয়, সে স্থলে নিন্দিতরূপে বর্ণনীয় পদার্থের নিন্দা করিবার জ্ঞান শাস্ত্রে নিন্দাবাদ থাকে না, কিন্তু সেই নিন্দিত পদার্থ হইতে ভিন্ন যে বিবক্ষিত পদার্থ, তাহার প্রশংসাই নিন্দার উদ্দেশ্য। আর তাহাতে নিন্দিত বিষয়টির প্রতিষেধ অর্থাৎ বর্জনীয়তা বুঝায় না। কিন্তু তদিতর অনিন্দিত পদার্থটিরই বিধি অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মপ্রতিপাদনপর মীমাংসা-শাস্ত্রে যদি কর্মের প্রাধান্যের জ্ঞান আপাততঃ অত্নের অপ্রাধান্য কুত্রচিৎ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তদ্বারা অপরের অপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হয় না, কিন্তু তত্রপ্রতিপাদ্য কর্মেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়, ইহাই তাৎপর্য্যাবগমের শাস্ত্রানুসারিণী সরণি। সুতরাং বহিরূপ আধারে দেবপূজাত্মক যাগ না হইলেও অত্নপ্রতীকে যদি তাহা শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহাও যাগই—তাহাও মীমাংসাসম্মতই বটে। অতএব এ অংশেও ভাষ্যকারদ্বয়ের মত পরস্পরবিরুদ্ধ নহে।

বাকী রহিল মুক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মীমাংসকমতে মুক্তি নিষ্কামকর্মলভ্য বটে, কিন্তু স্বয়ং শ্রুতিই যে “তদ্ যথৈহ কর্মজিতো লোকঃ ক্লীয়তে এবমেবা মুক্ত পুণ্যজিতো লোকঃ ক্লীয়তে” অর্থাৎ ইহলোকে সেবাদি কর্মে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকেও সেইরূপ পুণ্যলব্ধ

ফল ক্ষয় হইয়া থাকে ইত্যাদি বচনে নিত্যমোক্ষের কৰ্মজ্ঞতার প্রতিবাদ করিতেছেন। মীমাংসকমতে স্বর্গই মুক্তিস্বরূপ। “যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্” অর্থাৎ যাহা দুঃখমিশ্রিত নহে, পরে গ্রস্ত অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং যাহা অভিলাষোপনীত অর্থাৎ যাহাতে অভিলাষানুরূপ বস্তু তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, তাদৃশ সুখই স্বর্গপদবাচ্য—এই বাক্যে স্বর্গের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহা মুক্তিরই নামান্তর। কারণ, মুক্তিতেই ভূমানন্দ প্রকটিত হয়। ব্রহ্মলোকস্থিত মুক্ত বা মোক্ষ্যমাণ পুরুষেরই সংকল্পানুরূপ অভিলাষোপনীত বিষয় উপস্থিত হয়—ইহাই “সংকল্পাদেবাস্তু পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপঃ ৮।২।১) এবং বেদান্তদর্শনের ‘সংকল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ’ (৪।৪।৮) এই সূত্রে উদ্ভোষিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিকে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুরেশ্বরচার্য্যও তাই বলিতেছেন—

“স্বর্গশ্চাভিধিষ্ঠায়ং পুমর্থো যো যথোদিতঃ।

স্বর্গমিত্যাদিভির্বাক্যৈ জ্ঞায়ন্তেষ্মপি গীয়তে ॥” (সম্বন্ধবার্ত্তিক—১০৯৭)

ইহার ভাবার্থ এই যে, স্বর্গশব্দ পরমপুরুষার্থেরও বোধক, ইহা ‘অহরহবা’ এবংবিৎ স্বর্গং লোকম্ এতি’ ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে বোধিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই যদি স্বর্গপদের অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে কৰ্মজ্ঞ হইতে পারে? এ কারণে বলিতে হয়, কৰ্মজ্ঞ যে স্বর্গ—লোকবিশেষে ভোগ্য সুখবিশেষ—তাহা স্বতন্ত্র। বিশেষতঃ মুক্তিতে তারতম্য নাই, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অথচ মীমাংসকধুরীণ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎসায়ণমাধবাচার্য্য তদীয় তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে বলিতেছেন—“স্বর্গশ্চ অনেকবিধঃ” ইত্যাদি। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? আবার কৰ্মজন্যই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মতত্ত্ববোধের প্রয়োজন কি? অথচ শ্লোকবার্ত্তিকমধ্যে আত্মতত্ত্ব

প্রতিপাদক ভাষ্যের বার্তিকের উপসংহারে মূর্ত্তিমান্ মীমাংসাশাস্ত্রস্বরূপ
পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কুমারিলভট্ট বলিতেছেন—

“ইত্যাহ নাস্তিক্যানিরাকরিস্কুরাশ্বাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্য।

দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়শ্চ বোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন ॥”

অর্থাৎ এই প্রকারে ভাষ্যকর নাস্তিক্যবাদনিরাসকল্পে যুক্তি সহকারে
আত্মবাদ স্থাপন করিলেন। তবে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান বেদান্তপরিশীলন
হইতে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এস্থলে বেদান্তনিষেবণসাপেক্ষ আত্মবোধ যে মুক্তির জন্যই আবশ্যক
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অথচ জ্ঞান ও কর্ম
বিরুদ্ধ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানে উহাদের সমুচ্চয় অর্থাৎ মিলিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান-
সাধকতাও সম্ভব নহে। এ কারণে বলিতে হয় যে, মুক্তি কর্মজন্য
বা কর্মজ্ঞানসমুচ্চয়জন্য, এ মতও ভাষ্যকারীয় নহে; বিশেষতঃ ‘বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন’ ইত্যাদি শ্রুতি কামনানিরপেক্ষ কর্মকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার
দ্বার বলিতেছেন। অপিচ উৎপত্তিবিধিবলে কর্ম উৎপন্ন হইলে পশ্চাৎ তাহার
ফলাকাজ্ঞা হয়। আর তখন তাহাতে স্বর্গাদি কামনাও অধিত হইতে
পারে—“যজ্ঞেন” ইত্যাদি বাক্যবোধিত আত্মতত্ত্ববিবিদিষা-রূপ ফলও অধিত
হইতে পারে। এই জন্ত সৎক্ষেপে শারীরককার বলিতেছেন, “যজ্ঞেনেত্যাদি
বাক্য শতপথবিহিতং কর্মবৃন্দং গৃহীত্বা স্বেতংপত্ন্যান্নানসিদ্ধং পুরুষবিবিদিষা-
মাত্রসাধ্যো যুক্তি” (১৮৬৪) অর্থাৎ শতপথব্রাহ্মণে “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন”
ইত্যাদি বাক্য উৎপত্তিবাক্যবোধিত কর্মকলাপকে পুরুষের বিবিদিষার জন্তই
অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতেই নিযুক্ত করে। অর্থাৎ সমস্ত কর্মেরই উৎপত্তিবাক্যে
ফলশ্রুতি না থাকায় তৎপরবর্তী স্বর্গাদিফলবোধক বাক্য এবং “যজ্ঞেন”
ইত্যাদি বাক্যও সেই ফলাকাজ্ঞা নিবৃত্ত করিয়া দেয়; সুতরাং পুরুষের

আকাজ্জা অনুসারে স্বর্গ অথবা বিবিদিষা উভয়ই কৰ্মকলাপের ফল হইতে পারে। আরও বৃহদারণ্যকবাক্তিকোক্ত পরম পুরুষার্থরূপ যে স্বর্গ, যাহা মুক্তিরই নামান্তর, তাহা যখন শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে কৰ্মজ্ঞ হইতে পারে না, তখন ‘তাদৃশ স্বর্গ কৰ্ম হইতে হয়’ ইহার অর্থ—কৰ্ম তাহার পরম্পরা কারণ। আর তাহাই যদি হয়, তবে মুক্তিবিশয়েও ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতের সহিত মীমাংসাভাষ্যকারের বিরোধ কোথায়? বস্তুতঃ তিনি কৰ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সুতরাং তজ্জ্ঞ উত্তর-মীমাংসাশাস্ত্রবিরোধী যাহা কিছু বলুন না কেন, তৎসমুদয়ই কৰ্মস্তুতির অর্থবাদমাত্র। অতথা তন্মতানুসারে বেদান্তও অর্থবাদস্বরূপ সুতরাং স্বার্থে—ব্রহ্মতত্ত্বে অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভাষ্যকারের সহিত ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতের বিরোধ নাই। সুতরাং তিনি যে ইহাকে ‘শাস্ত্রতাৎপর্যাবিৎ’ বলিয়াছেন, তাহাও অতি সুসমঞ্জস।

এই শাস্ত্রতাৎপর্যাবিৎ আচার্যের জীবনযুগান্ত ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন—কিষদন্তীমাত্রাবশেষ। তদনুসারে ইনি দার্শনিকপ্রবর বাক্যপদীয়াদি নিবন্ধ-কর্তা ভৰ্ভুহরির পিতা। আর তাঁহার আবির্ভাবকালসম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি মহারাজ কণিষ্কের পরবর্তী। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিद्यমান ছিলেন। কারণ, তিনি স্বীয় ভাষ্যমধ্যে “প্রত্যুক্তঃ স মাহাযানিকঃ পক্ষঃ” এই অংশে বৌদ্ধ ‘মহাযান’ মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। আর বৌদ্ধধর্মের মহাযান এবং হীনযান মার্গভেদ প্রভৃতি মহারাজ কণিষ্কের সময়েই হইয়াছিল, ইহাই ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত।

অনন্তর কালের দুল্লভ্য প্রভাবে কলির মাহাত্ম্যে রাজশক্তিপরিপুষ্ট সর্ববিপ্লাবী বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে বেদ যখন বিলুপ্ত হইতে চলিল, মীমাংসা যখন লোকায়তীকৃত হইতে লাগিল, তখন সকল কুতর্কান্বিত

নিরাসপূর্বক যথার্থ সিদ্ধান্তালোকধারী ব্যক্তির আবির্ভাব আবশ্যক হইয়া পড়িল। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় তখন শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদের অভ্যুদয় হইল। তিনি বৈদিকমার্গ প্রতিষ্ঠার জন্ত—বেদের মত এবং প্রামাণ্য প্রচার করিবার নিমিত্ত কুশাগ্রবুদ্ধি কুতর্কাচ্ছন্ন বৌদ্ধদার্শনিকগণের সহিত বিচার করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের বার্তিক রচনা করিয়া পুনরায় ত্রয়ীধর্ম প্রচার করেন—মীমাংসার লৌকায়তিকতা দূর করেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষাংশে তিনি মধ্যভারতে প্রাহুভূত হন। বৌদ্ধদার্শনিকগণের দিক্‌পালনরূপ কুশাগ্রবুদ্ধি ধর্মকীর্তি কোনও কারণে পতিত স্মৃতাং বৈদিক সমাজে অপাণ্ড্যভ্রষ্ট হইলে সৌগত সমাজে স্থান লাভ করিয়া * বৌদ্ধদর্শন স্মৃতিবিচারপরিপুষ্ট করেন ; তিনি ইহারই ভ্রাতুষ্পুত্র—এইরূপ প্রসিদ্ধি। কুমারিলভট্টপাদ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বেদের প্রামাণ্য—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অপ্রাস্তত্ব স্বতঃপ্রমাণত্ব প্রচার করিয়া বৈদিক মার্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যের উপর তাঁহার যে শ্লোকবার্তিক এবং তন্ত্রবার্তিক আছে, তাহা তাঁহার অলোকসামান্য মনীষার এবং বৈদিকত্বের নিদর্শন।

বৃহদারণ্যকবার্তিকটীকায় পূজ্যপাদ আনন্দগিরিধৃত—

“উক্তানুক্তদুরুক্তাদিচিন্তা যত্র প্রবর্ততে।

তং গ্রন্থং বার্তিকং প্রাহবর্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ॥”

অর্থাৎ যে গ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থাৎ বিরুদ্ধভাষিত প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা আছে, তাহাকেই বার্তিকবিৎ মনীষিগণ

* ইহা দার্শনিককুলবরণে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য তবির ‘সাম্বত্ব-বিবেক’ নামক নিবন্ধে বলিয়াছেন।

বার্তিক বলিয়া থাকেন—এই প্রাচীন বচন অনুসারে জানা যায় যে, বার্তিক বর্তমানকালীন সমালোচনাগ্রন্থেরই নামান্তর। লোকায়তিকবহুল সৌগতভাবাপন্ন যুক্তিনিচয়ে এবং প্রভাকরের দৃষ্টিতে ভাষ্যের প্রকৃত অভিপ্রায় গ্রহণ করা যখন অসম্ভব হইল, যখন সাধারণের শাস্ত্রানভিজ্ঞতায় অপসিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল, যখন শাক্যমতের প্রসারে বেদই পর্য্যদন্ত হইয়া পড়িল, তৎকালে কুমার-বতার শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ ঐ ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্য, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ সেনানীর তায় বেদবাহুমতন্ত্রী শক্তি গ্রহণ করিয়া বেদবাহুগণের সহিত জল্পযুদ্ধ করিয়া বিচারে তাঁহাদের মতবাদের বিনাশসাধন করেন। তাই ‘শঙ্করদ্বিখিজয়’ গ্রন্থে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য্য শ্রীশঙ্করের উক্তিরূপে বলিয়াছেন—

শ্রুতার্থকর্ম্মবিমুখান্ স্মৃত্তান্ নিহন্তুং

জাতং গুহং ভুবি ভবন্তমহং তু জানে ॥ (৭।১০৬)

বাস্তবিক উপযুক্ত সেনাপতি না থাকিলে একচ্ছত্র সম্রাটের পক্ষেও রাজ্যস্থাপন যেমন অসম্ভব, সেইরূপ সাক্ষাৎ সেনানীস্বরূপ শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ যদি পুরোবর্তী না হইতেন, তাহা হইলে, রাজশক্তিপরিপুষ্ট বহুল-প্রচার সাম্যবাদে আপাতরমণীয় সেই বেদবিশ্ববংসী সৌগতমতপ্রবণতার যুগে শ্রোতমার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করা দর্শনরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট শ্রীশঙ্করের পক্ষেও কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইত, তাহা নিরূপণ করা এখনও সূহৃৎকর।

ঐতিহাসিকগণের অদ্ভুত গবেষণায় সাধারণে প্রচার যে, কুমারিলভট্ট কেবল বৌদ্ধগণকে নিগৃহীত করিয়াই বেড়াইতেন। বাস্তবিক অপরূপাত

বুদ্ধিতে বিচার করিলে, বেদপন্থিগণের প্রতি, বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক ব্রাহ্মণ-
গণের প্রতি তৎকালীন বৌদ্ধগণের অত্যাচার যে কতদূর চরমে উঠিয়াছিল,
তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ
ঐতিহাসিকের উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, অহিংসাবাদী তাৎকালিক
বৌদ্ধগণের কৈট অহিংসা যথেষ্ট থাকিলেও তাঁহারা শত শত বেদপন্থী
বেদবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার
উপর তাঁহারা ছিলেন অপ্রতিষ্ঠিত কুতর্কাস্ত্রসম্বল। সুতরাং বৈদিক ব্রাহ্মণের
সহিত বিচারযুদ্ধে সেই কুতর্কাস্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় যদি নিজেদেরই অস্ত্রে
আহত হইয়া কেহ কেহ নির্বাণলাভ করেন, তজ্জন্তু কি কুমারিল দায়ী
হইবেন? বস্তুতঃ কুমারিলের বৈদিক শাস্ত্রে নিষ্ঠা এবং গুরুভক্তি দেখিলে
বিস্ময়ে নির্বাক হইতে হয়। কোন সময়ে তিনি এক জন সৌগত-
দার্শনিকের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরে যখন সেই তথাগতমতস্থিত
দার্শনিকপুঞ্জব নিয়তই বেদনিন্দায় পঞ্চমুখ, তখন কুমারিল তাহাতে
অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করেন। বিচারের পণ—স্বীয়
ধর্মমত পরিত্যাগপূর্বক বিজ্ঞেতার মত গ্রহণ, অথবা জীবনত্যাগ। অবশেষে
সৌগতদার্শনিককুলধুরন্ধর বিচারে পরাজিত হইলেও বৈদিকধর্ম গ্রহণ
করিতে স্বীকৃত না হইয়া জীবন বিসর্জন দেন। ইহাতে কুমারিলের দোষ
কি, তাহা স্মৃধীগণই বিবেচনা করিবেন, কারণ, বিপরীত হইলে কুমারিলেরও
ঐ দশাই হইত—বিশেষতঃ বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজসভায় বিচার! যাহাই
হউক, তিনি স্বয়ং তাঁহার বধ না ঘটাইলেও, তাঁহার নীতিনিষ্ঠা—ধর্মপ্রবণতা
এতই অধিক ছিল যে, তিনি সেই বৌদ্ধগুরুর মৃত্যুর নিমিত্ত হইয়াছেন
ভাবিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে তুষানলে আত্মাহুতি দেন। তুষানলারোহণ-
কালেই তাঁহার সহিত প্রয়াণে ত্রিশঙ্করের সাক্ষাৎকার—ক্ষণকালব্যাপী
বাদপ্রতিবাদ।

এই কুমারিলভট্টপাদেরই সিদ্ধান্ত-মীমাংসায় ভাট্টমত বলিয়া বিদিত। ইহার মতের এমনই গাভীৰ্য্য এবং দৃঢ়তা যে, দর্শন-রাজ্যের তুঙ্গশৃঙ্গে থাকিয়াও অদ্বৈত-বেদান্তিগণ তাত্ত্বিক মার্গে ভিন্নমত হইলেও “ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ” এই বলিয়া ব্যাবহারিক জগতে ভাট্টমতকে—শ্রীমৎকুমারিলভট্টপাদের সিদ্ধান্তকেই স্বসিদ্ধান্ত—বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিংবদন্তী আছে, ইনি বেদান্তদর্শনের উপরেও না কি একখানি অষ্টসাহস্রী শ্লোকাত্মক ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ‘গণরত্নমহোদধি’ গ্রন্থে শ্রীমৎ কুমারিলভট্টের যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইনি একজন কবিও ছিলেন—কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, ভট্টপাদ মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যের উপর যে বার্তিক নিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা বর্তমানে সমুপলভ্যমান, তাহা শ্লোকবার্তিক, তন্ত্র-বার্তিক এবং টুপ্‌টীকারূপে ত্রিধা-বিভক্ত। মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের উপর প্রায় তিন হাজার শ্লোকে যে বার্তিক, তাহার নাম শ্লোকবার্তিক। তৎপরবর্তী তৃতীয়-অধ্যায়ান্ত পনেরটি পাদের যে বার্তিক, তাহা তন্ত্রবার্তিক নামে প্রসিদ্ধ। আর অবশিষ্ট দ্বাদশাধ্যায় পর্য্যন্ত ৪৪টি পাদের ভাষ্যের উপর অতি সংক্ষিপ্ত যে টীকা তাহাই অনুল্লেখ্য টুপ্‌টীকা বা ‘টুপ্‌টীকা’ নামে বিখ্যাত। ‘সর্বদর্শনকোমুদী’ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, মীমাংসাদর্শনের দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত গ্রন্থের ভাষ্যের উপরই সমগ্রভাবে তাঁহার শ্লোক-বার্তিক, সমগ্রভাবেই তন্ত্রবার্তিক বা বৃহৎটীকা এবং সম্পূর্ণই টুপ্‌টীকা ছিল। তাহা কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্নগুনমিশ্রের বিধিবিবেকগ্রন্থের গ্রায়কণিকা টীকায় মহামতি বাচস্পতি-মিশ্র শ্লোকবার্তিক হইতে “এবং ত্রিচতুরজ্ঞানজন্মনো নাথিকা মতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের পর “দ্বাবেব নিন্দিতৌ লোকে নিরাশঙ্কাতিশঙ্কিতৌ” এই

যে শ্লোকার্দ্ধি এবং এইরূপ অপরাপর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে সমুপলভ্যমান শ্লোকবার্ত্তিক প্রভৃতিতে যে দৃষ্ট হয় না, তাহাও ইহার প্রমাণ ।

প্রশ্ন হইতে পারে, বার্ত্তিককার যখন বহু স্থলে ভাষ্যের মত খণ্ডনই করিয়াছেন, তখন তিনি ভাষ্যের উপর টীকা করিতে গেলেন কেন ? তিনি নিজেই ত স্বতন্ত্রভাবে ভাষ্যের উপরই টীকা লিখিতে পারিতেন, আর তাহাতেই প্রতিকূল মত সকল নিরাসও করা যাইত । এতদ্ব্যতীত বক্তব্য, ভট্টপাদ যে কেবল ভাষ্যের মত খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহা নহে, বস্তুতঃ বহু স্থলে তিনি তাহার মণ্ডনও করিয়াছেন । আর ভাষ্যের উপর তাহার আস্থা—শ্রদ্ধা এবং সম্প্রতিপন্নতাবুদ্ধি না থাকিলে দৃঢ়তর যুক্তি উপস্থাপন করিয়া ভাষ্যের সমর্থন করিতে যাইবেন কেন ? বস্তুতঃ যে যে স্থলে তিনি ভাষ্যকারীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন, তাদৃশ স্থলে ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্তই তাহা করিয়াছেন—ভাষ্যকে পর্য্যুদন্ত করিবার জন্ত নহে । পাছে আপাতলভ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহা করিয়াছেন । বস্তুতঃ শাস্ত্রে—বিশেষতঃ মীমাংসা-শাস্ত্রে ‘কৃৎসিদ্ধান্ত’ বলিয়া একটি বিষয় আছে । এই কৃৎসিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভাষ্যকারের মত পর্য্যুদন্ত করিবার নিমিত্ত বার্ত্তিককার তাহার খণ্ডন করেন নাই—কিন্তু ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্তই তাহা করিয়াছেন । কারণ, ‘কৃৎসিদ্ধান্ত’ বলিতে কোন একটি অপ্রসিদ্ধ বিষয়কে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করিয়া বিচার করা, যাহাকে অপর কথায় ‘ধরিয়া লওয়া’ বলা হয় । গণিতশাস্ত্রে এই ‘কৃৎসিদ্ধান্ত’ বহুলপ্রচার । ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককারের মধ্যে যে যে স্থানে বিরোধ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই কৃৎসিদ্ধান্তবিষয়ক । আর ত্রায়ব্যুৎপাদনেই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বলিয়া দৃষ্টান্তের সত্যতা অসত্যতা বিষয়,

দৃঢ়তা অদৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয় ভাষ্যকারের লক্ষ্য নহে। কিন্তু পাছে কেহ ইহাতে উৎপথে চালিত হয়, অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই জন্ত তাদৃশ স্থলে বার্তিককার যথাযথ বিষয় লইয়াই বিচার এবং বিচারের যুক্তিকে সমধিক দৃঢ় করিবার নিমিত্তই তদ্বিরুদ্ধ আক্ষেপ (আপত্তি) প্রভৃতি উত্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য অনুমানাদি প্রমাণবিষয়ে বার্তিককার স্থলে স্থলে ভাব্যকার হইতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন। তথাপি তাহাতে শাস্ত্রার্থে—বেদার্থে উভয়ের বৈমত্য হইতে পারে না।

বস্তুতঃ তৎকালে ভাষ্যের তাৎপর্য্য সম্যক্ অবধারিত না করিয়া কোন কোন সম্প্রদায় যে অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নিবন্ধ না করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূজ্যপাদ প্রভাকর মিশ্র শাবর ভাষ্যের উপর যে ‘বৃহতী’ এবং ‘লবী’ নামে দুইটি টীকা রচনা করেন এবং পূজ্যপাদ শালিকনাথ মিশ্র সেই টীকার উপর ঋজুবিমলা নামক যে ব্যাখ্যা নিবন্ধ করেন এবং স্বতন্ত্রভাবেও তিনি যে প্রকরণপঞ্জিকা প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহাদের উৎপথ-প্রতিপন্নতা—শাস্ত্রবিরুদ্ধ-যুক্তিপ্রবণতাই বহুলভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, প্রভাকর তৎকালের বহুলপ্রচার বৌদ্ধমতের দ্বারা যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভাষ্য-ব্যাখ্যা তাহারই নিদর্শন। এই জন্ত সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম * স্থিতপ্রজ্ঞ কবি-তार्কিকচক্রবর্তী প্রতিভার অবতার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীহর্ষ তদীয় খণ্ডনখণ্ডখাত্তগ্রন্থে বলিয়াছেন—

* নৈয়ারিককুলাধীশ ‘দীপ্তি’কার পূজ্যপাদ রঘুনাথ শিরোমণি খণ্ডনখণ্ডখাত্তের টীকার প্রারম্ভে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে বলিতেছেন, “জাতভক্তসাক্ষাৎকারোহপি লোকসংগ্রহার্থং মঙ্গলম্ আত্মোতি” অর্থাৎ গ্রন্থকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন বলিয়া অমঙ্গল না থাকায় তাঁহার মঙ্গলাচরণ অনাবশ্যক হইলেও লোকশিক্ষার নিমিত্ত (শিবদর্শীপ্রণামাস্তক) মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

গুরুধর্মমভাবস্ত স্থানে স্থানেহভিষিক্তবান্ ।

প্রসিদ্ধমেব লোকেহস্মিন্ বুদ্ধবদ্ধঃ প্রভাকরঃ ॥ (খণ্ডনখণ্ডখাণ্ড ৪১২)

অর্থাৎ গুরু—প্রভাকর যে অভাবের ভাববুদ্ধিবিসয়তা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে, কারণ, প্রভাকর যে বুদ্ধেরই বদ্ধ অর্থাৎ অশাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তপ্রচারক, তাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধই আছে। এই প্রকার অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উদাহরণ যেমন—গুরুমতে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে পুণ্য নাই, নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে পাপ নাই। এই মতটি লইয়া সংক্ষেপ-শারীরক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ৪৩৮ প্রভৃতি শ্লোকে বিশেষ বিচার পূর্বক খণ্ডন আছে। প্রভাকরের মতেরই নামান্তর ‘গুরুমত’। কুসুমাজলি গ্রন্থে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাদেবনাচার্য্য “ইদং গুরুমতং ন তু গুরোর্মতম্” অর্থাৎ ইহা গুরুমত বটে কিন্তু গুরুর মত নহে অর্থাৎ গুরু-শিষ্যপরম্পরাগত বৈদিক সম্প্রদায়ের মত নহে, ইত্যাদি সন্দর্ভে প্রভাকরমতকেই গুরুমত বলিয়াছেন। এই গুরুমতেরই দ্রুযুক্তিজাল ছিন্ন করিবার নিমিত্ত গ্রায়-শাস্ত্রের ‘চিন্তামণি’, ‘কুসুমাজলি’ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপ মুরারি মিশ্রের মত আছে—যাহা ভট্টমতানুযায়ী নহে এবং প্রভাকর-মতানুযায়ীও নহে, কিন্তু তৃতীয় প্রকার। এই জ্ঞাত প্রবাদ আছে—“মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ”। মুরারি মিশ্রের মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তর্কামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ায়িকাদীশ জগদীশ প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রামাণ্যবাদ, জ্ঞানানুমেয়ত্ববাদ প্রভৃতি স্থলে মুরারি মিশ্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘অঙ্গহনিকুক্তি’ নামক যে একখানি গ্রন্থ আছে, যাহা বর্তমানে পুণা আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে যেরূপ নব্যজ্ঞানের পদ্ধতিতে বিচার-পারিপাট্য আছে, তদর্শনে মনে

হয়, তাঁহার রচয়িতা মুরারি মিশ্রনামে পরিচিত হইলেও তিনি এই প্রাচীন মুরারি মিশ্র হইতে স্বতন্ত্র ভাট্টমতালম্বা অথ এক ব্যক্তি ।

মীমাংসার দিক্‌পালস্বরূপ মণ্ডনমিশ্র, ভট্টোদ্যেক প্রভৃতি আচার্য্যগণেরও যুক্তিতর্কে স্থলবিশেষে স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহারা কুমারিলভট্টেরই মতালম্বারী । মণ্ডন মিশ্র, ভট্টোদ্যেক—ইহারা কুমারিলেরই শিষ্য—এইরূপ প্রসিদ্ধি এবং ‘শঙ্করদ্বিজয়’ গ্রন্থে শ্রীমৎ মাধবাচার্য্যও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ভট্টোদ্যেক মালতী-মাধব, উত্তর-চরিত প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা মহাকবি ভবভূতিরই নামান্তর—ইহা চিংসুখাচার্য্যের প্রত্যক-তত্ত্বপ্রদীপিকাগ্রন্থের নয়নপ্রসাদিনী টীকায় উক্ত হইয়াছে ।

যদিও প্রভাকরমতে প্রকরণপদ্ধিকা ইত্যাদি বহু গ্রন্থ আছে এবং রামানুজ প্রভৃতি কোন কোন আচার্য্য প্রভাকরমতের সমর্থক, তথাপি ভাট্টমতই কল্পকাণ্ডাদিস্থলে এবং লোকব্যবহারে অধিক আদৃত এবং সমধিক যুক্তিসঙ্গত—ইহাই প্রাচীন আচার্য্যবর্ষ্যগণের অভিমত । স্বমতালম্বকুল হয় বলিয়া রামানুজাচার্য্য বা তন্মতস্থ বিদ্বদ্গণ যে প্রভাকরমতের সমাদর করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে ; কারণ, ঐ ভাবেই তাঁহারা পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তের একশাস্ত্রতাও স্বীকার করিয়া থাকেন । অথচ অপক্ষপাতবুদ্ধিতে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য এবং তন্মতস্থ বিদ্বন্মণ্ডলীর স্বীকৃত পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তের একশাস্ত্রতাবাদ সমীচীন নহে । ইহা অবাস্তর কথা, স্মৃতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা না করিয়া এই মাত্র বলা চলে যে,—পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসায় ফল, জিজ্ঞাস্ত এবং বিধি ও অধিকারী ভিন্নপ্রকার বলিয়া উভয়ের একশাস্ত্রত্ব হইতে পারে না । কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্ত, বিবিদিবার নিমিত্ত যে বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান, তাহা তজ্জন্মেই হউক অথবা . পূর্বজন্মেই হউক অবশ্য অপেক্ষিত, ইহা স্থনিশ্চিত ।

এতাদৃশ যে মীমাংসা শাস্ত্র—যাহা সহস্রটি বিচারে অন্যান্ সহস্রটি বেদ-
বাক্য বিষয়রূপে অবলম্বন করায় এবং তৎপরিপোষক প্রমাণোপপ্তিতে
সমুদ্রের ত্রায় পরম গভীর এবং তদ্রূপই অসীম, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া
ত্ৰায়মালাগ্রঙ্গে বেদার্থ-বিৎ পদবাক্যপ্রমাণপারীণ শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য্য
'মীমাংসাসাগরঃ' বলিয়াছেন, তাহাতে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যে
বেদবিহীন যুগের মদ্বিধ জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাহস, তাহাতে বিদিত-
তদর্থ স্মৃতিমাত্রেরই বৈমত্য থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ হুত্রের আক্ষরিক
অর্থনির্দেশপূর্বক ভাষ্যার্থের সহিত তাহার যোজনা করা যে কি পরিমাণ-
কঠিন কার্য্য, তাহা অধীতমীমাংসাশাস্ত্র বিদ্বদ্গণ বিশেষভাবেই অবগত
আছেন। সহস্রশাখ বেদ যাহাদের আয়ত্ত ছিল, ব্যাকরণরূপ পদশাস্ত্র,
মীমাংসারূপ বাক্যশাস্ত্র এবং তর্কাত্মক প্রমাণশাস্ত্র যাহাদের অধিগত ছিল,
সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য ভগবান্ শবর স্বামী, কুমারিল ভট্ট, সায়ণমাধবাচার্য্য
প্রভৃতি বিদিতনিখিলবেত্ত সম্প্রদায়লব্ধবিদ্ব অনবদ্যবুদ্ধি পরমাচার্য্যগণের
পক্ষেই জৈমিনিহুত্রে ক্রীড়া করা সম্ভব। এ কারণে ভাষ্যের মধ্যে অধিকাংশ
স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, হুত্রব্যাখ্যা বা হুত্রযোজনায় ভাষ্যকার বিশেষ
প্রযত্ন করেন নাই—কিন্তু তিনি বেদবাক্যের ব্যাখ্যায়—তাৎপর্য্যনিরূপণেই
যত্নবান্ হইয়াছেন। এ কারণে বেদ-বাক্যের সহিত হুত্রের যথাশ্রুত অর্থের
বিরোধ পরিলক্ষিত হইলে তাঁহার অধ্যাহার, অনুযঙ্গ, বিপরিণাম, গুণকল্প
অথবা ব্যবধারণকল্পনা অর্থাৎ হুত্রাভ্যর্থকরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ
করেন নাই। ইহাই বেদার্থবিৎ প্রাচীনতম আচার্য্যগণের বেদার্থাবগমের
উপায়স্বরূপ যে মীমাংসাদি-শাস্ত্র তাহার ব্যাখ্যা করিবার রীতি। এই
পদ্ধতি অনুসারেই ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের আনন্দময়া-
ধিকরণ প্রভৃতি স্থলে হুত্রাভ্যর্থকরণপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই
প্রকারে যে মীমাংসাহুত্রব্যুহ ভাষ্যকার ভগবান্ শবরস্বামী প্রভৃতির নিকট

নীলায়ুদ্ধ স্থল ছিল, তাহাই অধুনাতনযুগের তীক্ষ্ণধী সাবধান মনোবিরুদ্ধেরও প্রাণান্তকর হইয়াছে। স্ত্রের কোথায় অধ্যাহারপূর্বক, কোথায় অনুবঙ্গ-মূলক, কোথায় বিপরিণামযোগে, কোথায় গুণকল্পপ্রয়োগে এবং কোথায় বা অর্থাত্মকরণসহকারে ভাষ্য ভাষিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতেই মস্তিষ্ক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রেরাং বেদবিহীন যুগের মাদৃশ প্রমাদী জড়ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতি স্ত্রের আক্ষরিক অর্থনির্দেশপূর্বক সেগুলিকে ভাষ্যার্থের সহিত যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর সাহস,— অসম্ভব ব্যাপার, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

সত্য বটে, শ্লোকবার্তিক, তত্ত্ববার্তিক, টুপ্‌টীকা, ব্যাখ্যাসমেত শাস্ত্রদীপিকা, ভাট্টদীপিকা, তট্টীকা ভাট্টচিন্তামণি, ভাট্টকৌমুদ, কুতূহলবৃত্তি এবং স্ত্রবোধিনী বৃত্তি প্রভৃতি সম্মুখে না রাখিয়া এ কার্যে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া যায় না, তথাপি তাহাই পর্যাপ্ত নহে। এ পারাবার পার হইতে তরুণি আবশ্যক। শ্রীশঙ্কর শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ই এই দুস্তর সাগরের পারে মাইবার তরী। মাদৃশ ব্যক্তি হয় ত কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাকে এই সমুদ্রে নামিতে হইবে। সেই ইচ্ছাময়ী বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির ইচ্ছা—কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তাঁহারই ইচ্ছা বোধ হয় ‘বসুমতীর’ স্বত্বাধিকারী পরম ধার্মিক পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষার সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্ত, বঙ্গবাসিগণের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজি প্রকাশে তাঁহাকে দৃঢ়ব্রত করিয়াছে। সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রী সর্বাসুখ্যামিণী পরম শক্তির নিকট এই অকিঞ্চনের প্রার্থনা—তিনি যেন তাঁহাকে এই ভাবেই স্বীয় জগন্মঙ্গল ইচ্ছার আলম্বন করিয়া—তাঁহার সর্ববিধ শান্তিবিধান করিয়া, কল্যাণ প্রদান করিয়া এই শুভকরী ইচ্ছা তাঁহার উপরে অপ্রতিসংহতই রাখেন। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে সাধ্য কি মাদৃশ ব্যক্তির এই মীমাংসাশাস্ত্রপারাবারে অবতরণ করা।

[৩৫]

তাঁহারই অদৃশ্য করুণাধারাই বোধ হয় দুর্কোথস্থলমাজেই প্রতিহত, বিকলতাপ্রাপ্ত, নিষ্ক্রিয়তাগত মদবিধ দারুযন্ত্রকে মদীয় আচার্য্যদেব পরম-পূজ্যশ্রীচরণ শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কভীর্থদেবের মেহোপদেশকে দ্বার করিয়া ক্রিয়াযুক্ত করিয়াছে—ইহাতে মাদৃশ দারুযন্ত্রের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই—দোষোপধায়কতার যথেষ্ট সম্ভাবনাই আছে।

অতি পবিত্রতম বস্তুকেও আধারগত মালিন্য মলিনতা প্রাপ্ত করায়, অনবত্ত বদনও মলিন দর্পণতলে সমল হইয়া পড়ে—ইহাই প্রতিবিম্বপঙ্ক-পাতী উপাধির ধর্ম্ম। সুতরাং শ্রীগুরুর অনেকসংশয়চ্ছেদী অজ্ঞানধ্বান্ত-বিশ্ববঙ্গী অনবত্ত প্রভাময় উপদেশলোকও যে মদবিধ তমঃপ্রধান জড় উপাধিমধ্যে নিম্ভ্রাভ, কদর্শিত হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। এ কারণে আমার সাঞ্জলিবন্ধ নিবেদন, মহাশয় মনীষিগণ! তজ্জন্ত আমিই অপবাদার্থ। আর যদি কুত্ৰাপি কোন গুণ পরিলক্ষিত হয়, মাননীয় স্মরীয়ন্দ! তাহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই—তাহা আমার গুরুরই—তাঁহারই অনপিধেয় মাহাত্ম্যের প্রকাশ।

স্মরীয়গণ! আমার এই বিনীত নিবেদন, নিবন্ধমধ্যে বহু স্থলনাদি লক্ষিত হইলেও মীমাংসাশাস্ত্ররূপ দুর্গম বন্ধুর পথে তাহা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নহে বুঝিয়া এবং এই অকিঞ্চনকে শাস্ত্রৈকশরণ জানিয়া অল্পকম্পা-সহকারে দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারভাগে দৃষ্টি রাখিয়া নিন্দা না করিয়া ক্ষমাই করিবেন, প্রার্থনা করি—

“আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাণ্ডঃ স্থলন্নপি”। ইতি—

প্রশ্রয়াবনত

শ্রীশ্রীবুলন ষাট্রা

সন ১৩৪৫ সাল

}

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ নবদ্বীপ—(আন্দুল মোড়ি)



সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় (প্রমাণলক্ষণ)-১ম পাদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জিজ্ঞাসাধিকরণ (সূত্র ১)	১—১০
অধ্যয়নবিধি বিচার	১—৭
অপূর্ববিধি	২
নিয়মবিধি	২
পরিসংখ্যাবিধি	৩
বেদাধ্যয়ন শব্দের অর্থ	৪
অধ্যয়নবিধির নিয়মার্থতা	৫
অধ্যয়নের স্বার্থার্থতায় দোষ	৫
অধিকারিনিয়ন্ত্রণই স্বাধ্যায়বিধির প্রয়োজন	৬
‘অতঃ’শব্দের সার্থকতা	৭
‘অথ’শব্দের অর্থবিচার	৮
সন্দেহস্থানে জিজ্ঞাসাপদের অর্থ বিচার	৮
ধর্মজিজ্ঞাসা অর্থ বেদার্থবিচার	৯
বেদার্থই ধর্ম, এ সম্বন্ধে বিবরণপ্রমেয়ের বাক্য	৯
সৌত্র ধর্মশব্দ ভাট্টচিস্তামণির উক্তি অনুসারে প্রমাণাদিরও উপলক্ষক	৯
ধর্ম সন্ধিগ্ন ও সপ্রয়োজন বলিয়া বিচার্য	৯
স্মার্ত্তবিধির জ্ঞাপ্রত্যয়বিরোধশঙ্কা ও পরিহার	৯
সূত্রের লক্ষণ	১০
অধিকরণের লক্ষণ	১০
জিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়াদি পঞ্চাঙ্গ	১০
২। ধর্মলক্ষণাধিকরণ (সূত্র ২)	১০—১৮
ধর্মলক্ষণে ‘অর্থ’পদের সার্থকতা	১৩
বৈধহিংসার ধর্মত্ববিচার	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদনিষিদ্ধত্বই অধর্মত্বের হেতু	১৩
মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথির উক্তি	১৩
ফলাত্মক অবৈধহিংসা পাপজনক	১৪
ফল বিধির বিষয় নহে	১৪
যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তিবিষয়ক বেদবচন	১৫
যজ্ঞে বেদবিধিনিরপেক্ষভাবে স্বাভিমত প্রাণী বধ্য হইতে পারে না	১৫
হিংসানিষেধ এবং হিংসাবিধির সামান্যবিশেষভাব	১৬
বৈধ হিংসার কর্তব্যতার ছান্দোগ্য উপনিষৎ	১৬
আততায়িবধসাধক শ্বেনবাগ বিধেয় বলিয়া অনর্থজনক নহে	১৬
শ্বেনবাগাদির ধর্ম্মাধর্ম্মাতিরিক্তরূপতা	১৭
বাগদানহোমাদির ধর্ম্মপদবাচ্যত্ব	১৭
ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অধর্ম্মত্ব	১৭
অধর্ম্মের লক্ষণ অর্থতঃপ্রাপ্তহেতু সূত্রে অনুক্ত	১৭
৩। ধর্ম্মপ্রমাণপরীক্ষাধিকরণ (সূঃ ৩)	১৮—১৯
প্রথমাধ্যায়ের প্রতিপাত্ত অর্থ	১৯
৪। ধর্ম্মে প্রত্যক্ষাত্তগম্যত্বাধিকরণ (সূঃ ৪)	১৯—২৬
প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে প্রমাণ নহে	২১
শাস্ত্রলব্ধনপূর্বক বাগহোমাদির অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে	২২
যাহা একের পক্ষে ধর্ম্ম, তাহা যে সকলের পক্ষে ধর্ম্ম একরূপ নহে	২২
শ্রামত্বাদি দৃষ্টান্তে উহার সমর্থন	২৩
অনুমান ধর্ম্মে প্রমাণ নহে	২৪
উপমান ধর্ম্মে প্রমাণ নহে	২৪
অর্থাপত্তি ধর্ম্মে প্রমাণ নহে	২৪
অনুপলব্ধি ধর্ম্মে প্রমাণ নহে	২৪
ধর্ম্ম যোগজপ্রত্যক্ষগম্য নহে	২১—২৪
শাস্ত্রবিহিতই ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধই অধর্ম্ম—	
এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের উক্তি	২৪
সংসম্প্রয়োগসূত্র প্রত্যক্ষলক্ষণপর নহে	২৬
৫। ধর্ম্মে বেদপ্রমাণাধিকরণ (সূঃ ৫)	২৬—৪৫
পদপদার্থের সম্বন্ধবিচার	৩১—৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পদপদার্থের সম্বন্ধ ও সংকেতের উৎপত্তিকল্প (স্বাভাবিকত্ব)	৩১
সঙ্গতিগ্রহ	৩৫
প্রামাণ্যবাদ	৩৮
তार्কিকমতে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের পরতত্ত্ব	৩৮
মীমাংসকমতে অপ্রামাণ্যের পরতত্ত্ব এবং প্রমাণের স্বতোপ্রাণত্ব	৩৯
অনপেক্ষত্ব এবং দোষশূন্যত্বসহকৃত অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব প্রমাণত্ব	৪৩
সৌত্র 'অনপেক্ষত্ব' পদের তাৎপর্য	৪৪
সাপেক্ষ প্রমাণ নহে	৪৪
প্রমাণান্তরবোধিতার্থবিষয়ক বেদবাক্য অনুবাদী সূত্রের অপ্রমাণ	
অর্থাতঃ স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য	৪৪
দ্বৈতবোধক শ্রুতিবাক্য অনুবাদীঃ বলিয়া স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য	৪৪
অলৌকিকার্থত্ব অর্থাতঃ প্রমাণান্তরাগম্যবিষয়বোধকত্ব হেতুই	
বেদবাক্য স্বতন্ত্র প্রমাণ	৪৪
ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণিকাধৃতবচন অনুসারে 'বেদ'শব্দের অর্থ	৪৪
বুদ্ধিকারের মত	৪৪
৬। শব্দনিত্যতাধিকরণ (সূঃ ৬—২৩)	৪৫—৭২
শব্দানিত্যতাবাদীর আপত্তি (সূঃ ৬—১১)	৪৫
ধ্বনি বা নাদই শব্দের অভিব্যঞ্জক এবং তাহাই অনিত্য	৫১
নাদ পদের অর্থ বায়বীয় তরঙ্গের অভিধাত	৫২
সিদ্ধান্তিকর্ষক আপত্তির পরিহার (সূঃ ১২—১৭)	৫৩
বীচিত্ররূপে শব্দের উৎপত্তিতে দোষ	৫৪
শব্দের নিত্যতায় যুক্তি	৬২
শব্দের অনিত্যতায় দোষ	৬২
বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য বিভূ ও এক	৬৫
৭। বেদপ্রত্যয়কথাধিকরণ (সূঃ ২৪—২৬)	৭২—৮৬
বর্ণের বা পদসমূহের ক্রম দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়তা অসম্ভব	৭১
বেদে পুরুষের স্বতন্ত্রতা নাই	৭১
বাক্যবাক্যার্থের সম্বন্ধ দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্বশঙ্কা	৭৪
বাক্যের অবাচকত্ব	৭৭
পদার্থের বাক্যার্থহেতুতা	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অস্থিতাভিধানবাদ	৭৯
অভিহিতাধ্বন্যবাদ	৭৯
সংক্ষেপশারীরকের বচন	৭৯
নৈয়ামিক, বৈয়াকরণ ও মীমাংসকমতে শব্দবোধপ্রকার	৮১
‘লোকে সন্নিয়ম’ শূত্রে বিভক্তিবিপর্যয়ে ব্যাখ্যা	৮৫
শবরস্বামীর শূত্রানুথাকরণপূর্বক অধিকরণব্যাখ্যানির্দেশ	৮৫
শূত্রানুথাকরণবিষয়ক আলোচনা	৮৫
ঋতিশূত্রবিরোধে শূত্রে অগুথাকরণ	৮৬
শ্লোকবার্তিকের উক্তি	৮৬
শাক্তরশারীরকভাবের আনন্দময়াদিকরণের শূত্রানুথাকরণের সমালোচনা	৮৬
৮। বেদের অপৌরুষেয়ত্বাধিকরণ (শূঃ ২৭—৩২)	৮৭—৯৪
বেদাধ্যয়নে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই	৮৯
সমাখ্যা দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না	৯০
কীকটাদিদেশের নাম এবং ব্যক্তিবিশেষের নামের দ্বারাও বেদে পৌরুষেয়ত্ব আসে না	৯১

প্রথম অধ্যায়—২য় পাদ

১। অর্থবাদাধিকরণ (শূঃ ১—১৮)	৯৫—১১৫
অর্থবাদবাক্যের অপ্রামাণ্যশঙ্কা	৯৬
‘শাস্তদৃষ্টবিরোধ’ শূত্রে জাতির জন্মনিমিত্তত্ব বিচার	১০৯
ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষতা	১০৯
ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি জন্মনিমিত্তক—গুণ-কর্মননিমিত্তক নহে	১০৯
তত্ত্ববার্তিকমতে জাতিপর্যাবৃত্তি অসম্ভব	১০৯
অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপন	১০৯
নষ্টাশ্বদন্ধরথত্বায়ে বিধি এবং অর্থবাদের সার্থকতা	১০৯
‘আকালিকেন্সা’ শূত্রে অর্থবিচার	১১১
কাত্যায়নশ্রোতশূত্রে উক্তি	১১১
কর্ণামৃত্তানের বাহুল্যে ফলাধিক্য	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বর্গের অনেকবিধে তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যমণিকায় সায়ণাচার্যের মত	১১৪
২। বিধিবল্লিগদাধিকরণ (সূ: ১৯—২৫)	১১৫—১২১
বাক্যভেদের দুষকভাবীজ	১২১
এ সম্বন্ধে কল্পতরুকারের উক্তি	১২২
'বিধিবল্লিগদ' পদের অর্থ	১১৬
৩। হেতুবল্লিগদাধিকরণ (সূ: ২৬—৩০)	১২২—১২৬
হেতুবল্লিগদপদের অর্থ	১২৬
৪। মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণ (সূ: ৩১—৪৫)	১২৬—১৪৪
মন্ত্র অন্বষ্ঠেরার্থ বাচক	১৩২
"চত্বারি শৃঙ্গাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা	১৩৩
মন্ত্র নিরমাদৃষ্টের হেতু	১৩৫
অদৃষ্ট দৃষ্টঘাতক নহে	১৩৫
'অচেতনার্থবন্ধ' আপত্তির পরিহারকল্পে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত	১৩৯

প্রথম অধ্যায়—৩য় পাদ

১। স্মৃতিপ্রামাণ্যাদিকরণ (সূ: ১—২)	১৪৪—১৪৯
বেদমূলকহেতু স্মৃতিও ধর্ম প্রমাণ	১৪৭
বার্ত্তিকমতে বেদশাখার উৎসম্প্রচ্ছন্নবাদ অস্বীকার্য	১৪৭
স্মৃতিনিবন্ধনের হেতু	১৪৮
২। স্মৃতিপ্রাবল্যাধিকরণ (সূ: ৩)	১৪৯—১৫১
স্মৃতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ	১৫০
বিকল্পের প্রকারভেদ	১৫০
বিকল্পে অষ্টদোষতা	১৫১
৩। দৃষ্টমূলক স্মৃতির অপ্রামাণ্যাদিকরণ (সূ: ৪)	১৫২—১৫৩
বার্ত্তিককারের মত	১৫৩
৪। পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণ (শিষ্টাকোপাধিকরণ, সূ: ৫—৭)	১৫৪—১৫৮
ভাট্টদীপিকার টীকায় ভাট্টচিন্তামণিকারের উক্তি	১৫৪
বার্ত্তিকমতে 'বিরোধে ঘনপেক্ষ্য' সূত্র এবং 'হেতুদর্শন' সূত্রের প্রকারান্তরে যোজন্য	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
শাক্যোক্ত অহিংসা ধর্ম নহে	১৬০
শিষ্টাচারপ্রামাণ্যবিচার	১৬১
স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার অপ্রমাণ	১৬৩
৫। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্যাদিকরণ (আখ্যানেচ্ছাধিকঃ সূঃ ৮—৯)	১৫৯—১৬৩
৬। স্নেহপ্রসিদ্ধার্থ প্রামাণ্যাদিকরণ (সূঃ ১০)	১৬৪
শ্রোত, স্মৃতি এবং গৃহসূত্র ও তদ্ব্যুৎপত্তির পার্থক্য	১৬৫
৭। কল্পসূত্রের অস্বতঃপ্রামাণ্যাদিকরণ (সূঃ ১১—১৪)	১৬৫—১৬৮
৮। হোলাকাধিকরণ (সূঃ ১৫—২৩)	১৬৮—১৭৪
৯। সাধুপদপ্রযুক্ত্যাদিকরণ (ব্যাকরণাদিকরণ—সূঃ ২৪—২৯)	১৭৫—১৮০
সংস্কৃত শব্দের কৃত্রিমত্ব খণ্ডন	১৭৭
১০। আকৃতিশব্দ্যাদিকরণ (সূঃ ৩০—৩৫)	১৮১—১৯২
এতদুপরে লৌকিকবৈদিকশব্দৈক্যাধিকরণ	১৮৩
ব্যক্তিশক্তিবাদীর মত	১৮৪
বার্তিকমতে 'আকৃতি' অর্থ জাতি—অবয়বসংস্থান নহে	১৮৭
বিশিষ্টশক্তিবাদীর মত ও তাহার খণ্ডন	১৮৯

প্রথম অধ্যায়—৪র্থ পাদ

১। উদ্ভিদাদিশব্দের যাগনামধেয়তাধিকরণ (উদ্ভিদধিকরণ সূঃ ১—২)	১৯৩—১৯৮
বার্তিকমতে প্রকারান্তরে সূত্রবোজনা	১৯৫
২। চিত্রাদিশব্দের যাগনামধেয়তাধিকরণ (চিত্রাজ্যাদিকরণ সূঃ ৩)	১৯৮—২০০
৩। অগ্নিহোত্রাদিশব্দের যাগনামধেয়তাধিকরণ (তৎপ্রখ্যাধিকরণ সূঃ ৪)	২০১
৪। শ্রোন প্রভৃতি শব্দের যাগনামধেয়তাধিকরণ (তদ্ব্যাপদেশাধিকরণ সূঃ ৫)	২০২—২০৩
শ্রোনার্থবাদবাক্যে অলঙ্কার বিচার	২০৩
৫। বাজপেয় প্রভৃতি শব্দের নামধেয়তাধিকরণ (বাজপেয়াধিকরণ সূঃ ৬—৮)	২০৩—২০৬
বিরুদ্ধত্রিকল্পসমাবেশ বিচার	২০৫
৬। আগ্নেয়াদি শব্দের অনামতাধিকরণ (আগ্নেয়াধিকরণ সূঃ ৯)	২০৭—২০৯
বিশিষ্টবিধিবিচার	২০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭। বহিঃ প্রভৃতি শব্দের জাতিবাচিহ্নাধিকরণ (বহিঃরাজ্যাধিকরণ নং: ১০)	২০৯
৮। প্রোক্ষণী প্রভৃতি শব্দের যৌগিকত্বাধিকরণ (প্রোক্ষণ্যাধিকরণ নং: ১১)	২১০
৯। নিমঃস্থ শব্দের যৌগিকত্বাধিকরণ (নিমঃস্থ্যাধিকরণ নং: ১২)	২১১
ইষ্টকাচিতি সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ	২১১
১০। বৈশ্বদেবাদি শব্দের নামধেয়ত্বাধিকরণ (বৈশ্বদেবাধিকরণ—নং: ১৩—১৬)	২১১—২১৬
উৎপত্তিশিষ্ট এবং উৎপন্নশিষ্টের প্রাবল্যদৌর্ভেদ্যের কারণ নিরূপণ	২১৪
১১। বৈশ্বানরে অষ্টত্বাদির অর্থবাদত্বাধিকরণ (বৈশ্বানরেষ্ট্যাধিকরণ—নং: ১৭—২২)	২১৬—২২২
১২। তৎসিদ্ধিপেটিকা (নং: ১৩)	২২২—২২৯
যজ্ঞমান শব্দের প্রস্তরস্তত্বার্থতাধিকরণ	২২৪
লাক্ষণিকত্ব ও গোঁণত্বের পার্থক্য	২২৫
আগ্নেয়াদি শব্দের ত্রাক্ষণাদিস্তত্বার্থতাধিকরণ	২২৬
বার্তিককারের মত	২২৬
যুগ প্রভৃতি শব্দের যজ্ঞমানস্তত্বার্থতাধিকরণ	২২৭
অপণ্ড প্রভৃতি শব্দের গবাদি প্রশংসার্থতাধিকরণ	২২৭
ভূমাধিকরণ	২২৮
প্রাণভূৎ প্রভৃতি শব্দের স্তত্বার্থতাধিকরণ (লিঙ্গসমবায় ত্রায়)	২২৮
১৩। বাক্যশেষানুসারে সন্ধিদ্ধার্থনিরূপণাধিকরণ (অস্ত্রাধিকরণ নং: ২৯)	২২৯
১৪। অব্যবস্থিত বিষয়ের সামর্থ্য অনুসারে ব্যবস্থাধিকরণ (সামর্থ্যাধিকরণ নং: ২৫)	২৩০—২৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় (ভেদলক্ষণ) — ১ম পাদ

১। ভাবার্থাধিকরণ (অপূর্বের আখ্যাতপ্রতিপাত- ত্বাধিকরণ—নং: ১—৪)	২৩৩—২৪২
২। অপূর্বাধিকরণ (নং: ৫)	২৪৩—২৪৫
‘অপূর্ব’ শব্দের অর্থ	২৪৪
‘অপূর্ব’ বিষয়ে প্রমাণ	২৪৪
‘অপূর্ব’ ভেদ	২৪৪—২৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। কৰ্মসকলের গুণপ্রধানভাববিভাগাধিকরণ (তানি- দৈধাধিকরণ—সূ: ৬—৮)	২৪৫—২৪৯
সন্নিপত্যোপকারক আরাহুপকারকাদি কৰ্মভেদ	২৫৩
৪। সম্ভারজ্ঞানাদির অপ্রধানতাধিকরণ (সম্ভারগাধিকরণ—সূ: ৯—১২)	২৪৯—২৫১
৫। স্তুতশাস্ত্রাধিকরণ (সূ: ১৩—২৯)	২৫৫—২৬৫
স্তোত্র ও শাস্ত্র পদের অর্থ	২৫৪
ইন্দ্র ও মহেশ্বরের ভিন্নদেবতাহ	২৫৯
৬। মন্ত্রের অবিধায়কত্বাধিকরণ (সূ: ৩০—৩১)	২৬৫
অনুষ্ঠায়মান বিষয়ের (দ্রব্য অথবা দেবতাদির) গুণ-স্বরূপাদি অভিহিত করাই মন্ত্রের প্রয়োজন	২৬৭
বার্তিককারের মত	২৬৭
৭। মন্তলক্ষণাধিকরণ (সূ: ৩২)	২৬৭—২৬৮
৮। ব্রাহ্মণনির্বচনাধিকরণ (সূ: ৩৩)	২৬৯
৯। উহ প্রভৃতির অমন্ততাধিকরণ (সূ: ৩৪)	২৭০
১০। ঋগ্-লক্ষণাধিকরণ (সূ: ৩৫)	২৭১—২৭২
১১। সামলক্ষণাধিকরণ (সূ: ৩৬)	২৭২
১২। যজুর্লক্ষণাধিকরণ (সূ: ৩৭)	২৭২
১৩। নিগদসকলের যজুর্লক্ষণাধিকরণ (সূ: ৩৮—৪৫)	২৭৩
১৪। একবাক্যলক্ষণাধিকরণ (যজুঃপরিমাণাধিকরণ—সূ: ৪৬)	২৭৭—২৭৮
১৫। বাক্যভেদাধিকরণ (সূ: ৪৭)	২৭৯
১৬। অনুবঙ্গাধিকরণ (সূ: ৪৮)	২৮১—২৮৩
১৭। ব্যবেতানুবঙ্গাধিকরণ (সূ: ৪৯)	২৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়—২য় পাদ

১। অঙ্গাপূর্বভেদাধিকরণ (শব্দাস্তরাদিধিকরণ—সূ: ১)	২৮৫
২। অভাসাধিকরণ (সমিদ্ধাপূর্বভেদাধিকরণ—সূ: ২)	২৮৬
৩। পৌর্ণমাসাধিকরণ (আষাঢ়াদি আগ্নেয়াদির অঙ্গাঙ্গিভাবাধিকরণ—সূ: ৩—৮)	২৮৭—২৯৩
৪। উপাংশুযজ্ঞাপূর্বতাধিকরণ (সূ: ৯—১২)	২৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। আচারাত্মপূর্বতাধিকরণ (আচারান্নিহোত্রাধি- করণ—সূঃ ১৬—১৬)	২৯৭—৩০১.
৬। পণ্ডসোম্যপূর্বতাধিকরণ (সূঃ ১৭—২০)	৩০১
৭। সংখ্যাকৃতকৰ্মভেদাধিকরণ (সূঃ ২১)	৩০৫
৮। সংজ্ঞাকৃতকৰ্মভেদাধিকরণ (সূঃ ২২)	৩০৭.
৯। গুণভেদে কৰ্মভেদাধিকরণ (গুণাধিকরণ—সূঃ ২৩)	৩০৮.
১০। দ্রব্যবিশেষাহুজিকৃতকৰ্মৈক্যাধিকরণ (গুণপ্রত্যাধারণাধি- করণ—সূঃ ২৪)	৩১০
১১। ইন্দ্রিয়কামাধিকরণ (সূঃ ২৫—২৬)	৩১১
১২। রেবতাধিকরণ (সূঃ ২৭)	৩১৩.
১৩। সৌভরাধিকরণ (সূঃ ২৮—২৯)	৩১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়—৩য় পাদ

১। রথস্তুরাধিকরণ (সূঃ ১—২)	৩১৮
প্রাতঃসবনাদির অর্থ	৩১৮
২। অবেষ্টাধিকরণ (সূঃ ৩)	৩২৩
‘রাজা’ পদের অর্থনিরূপণ	৩২৫
অধিকারিবিশেষণের বিবক্ষিতত্ব	৩২৫
৩। বিশিষ্টাধানবিধেয়ত্বাধিকরণ (সূঃ ৪)	৩২৬.
৪। দাক্ষায়ণ্যাদির গুণতাধিকরণ (দাক্ষায়ণযজ্ঞাধিকরণ—সূঃ ৫—১১)	৩২৮.
৫। দ্রব্যদেবতায়ুক্ত কৰ্মের যাগান্তরতাধিকরণ (দ্রব্য দেবতাসংযোগে যাগবিধায়কত্বাধিকরণ—সূঃ ১২—১৫)	৩৩২
৬। দেবতাসংযোগাভাবে যাগাবিধায়কত্বাধিকরণ (সূঃ ১৬—১৭)	৩৩৬
৭। চক্রর উপধানার্থতাধিকরণ (সূঃ ১৮)	৩৩৮.
৮। পাত্তীবতাধিকরণ (সূঃ ১৯)	৩৪০
৯। অংগু অদাত্য প্রভৃতির গ্রহনামতাধিকরণ (সূঃ ২০)	৩৪১
১০। চয়নের অগ্নিসংস্কারত্বাধিকরণ (সূঃ ২১—২৩)	৩৪২
১১। মাসাগ্নিহোত্রাদির ক্রতস্তুরতাধিকরণ (প্রকরণান্তরাধিকরণ—সূঃ ২৪)	৩৪৫
১২। ফল এবং সংস্কার্যের কৰ্মভেদকত্বাধিকরণ (সূঃ ২৫)	৩৪৬.

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩। 'অবেষ্টি'র অন্ত্যফলকত্বাধিকরণ (সূ: ২৬)	৩৪৭
১৪। 'আগ্নেয়' দ্বিরুক্তির স্তব্যর্থতাধিকরণ (সূ: ২৭—২৯)	৩৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়—৪র্থ পাদ

১। যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাধিকরণ (সূ: ১—৭)	৩৫১
২। সর্বশাখাপ্রত্যয়েককত্বাধিকরণ (শাখাস্তরাধিকরণ—সূ: ৮—৩২)	৩৫৫
বার্তিকমতে সূত্রব্যাখ্যা	৩৬৪
'ন হি নিন্দা' জায়	৩৬৬

তৃতীয় অধ্যায় (শেষলক্ষণ)—১ম পাদ

১। শেষপ্রতিজ্ঞাধিকরণ (সূ: ১)	৩৭৬
২। শেষত্বনির্বচনাধিকরণ (সূ: ২)	৩৭৬
৩। শেষলক্ষ্যাধিকরণ (সূ: ৩—৬)	৩৭৭
৪। নির্বপণাদির ব্যবস্থিতবিষয়ত্বাধিকরণ (তেষামর্থ্যাধিকরণ—সূ: ৭—১০)	৩৮০
৫। জব্যবিষয়ে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকনিরূপণাধিকরণ (সূ: ১১)	৩৮৩
৬। অরূপাধিকরণ (সূ: ১২)	৩৮৪
৭। গ্রহৈকত্বাধিকরণ (গ্রহৈকত্বজায়—সূ: ১৩—১৫)	৩৮৬
উদ্দেশ্যবিশেষণের অবিবক্ষিতত্বের বীজ	৩৮৭
৮। চমসাধিকরণ (সূ: ১৬—১৭)	৩৮৮
উদ্দেশ্যত্বের বিবক্ষিতত্ব	৩৮৯
৯। আনর্থক্যতদঙ্গাধিকরণ (সপ্তদশারত্নিতার	
পশুধর্মত্বাধিকরণ—সূ: ১৮)	৩৯০
১০। অভিক্রমণাধিকরণ (অভিক্রমণাদির প্রবাজ- মাত্রাজত্বাধিকরণ—সূ: ১৯—২০)	৩৯১
অবাস্তরপ্রকরণ	৩৯৩
বার্তিককারের মত	৩৯৩
১১। উপবীতের প্রাকরণিকাজত্বাধিকরণ (সূ: ২১)	৩৯৪
১২। গুণদলের পরম্পর অসম্বন্ধত্বাধিকরণ (সূ: ২২)	৩৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩। বাত্র্যধিকরণ (সূঃ ২৩)	৩৯৭
১৪। আনন্তর্য্যের অনিরাশ্রয়ধিকরণ (সূঃ ২৪—২৫)	৩৯৮
সন্দংশস্তায়	৩৯৯
১৫। চতুর্ধাধিকরণাদির আগ্নেয়মাত্রাধিকরণ (চতুর্ধাধিকরণ—সূঃ ২৬—২৭)	৪০০—৪০২
অগ্নিবোমীয়াদেবতার ব্যাসজ্যবৃন্তি	৪০১

তৃতীয় অধ্যায়—২য় পাদ

১। মন্ত্রসকলের মুখ্যার্থবিনিয়োগাধিকরণ (বহিন্যায়— সূঃ ১—২)	৪০২—৪০৫
মুখ্য ও গোণের প্রাবল্যদৌর্বল্যের বীজ	৪০৪
২। ঐন্দ্রী-অধিকরণ (ঐন্দ্রোজ্য—সূঃ ৩—৪)	৪০৫—৪০৭
বিনিয়োগবিষয়ে ত্রাক্ষণ ও মজ্জের প্রাবল্যদৌর্বল্য	৪০৬
৩। হবিষ্কুম্ভের বিনিয়োগাধিকরণ (আহ্বানবিনিয়োগা- ধিকরণ—সূঃ ৫—৯)	৪০৭—১১
৪। অগ্নিবিহরণাদিমন্ত্রবিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ১০)	৪১১
৫। সূক্তবাক্যধিকরণ (সূঃ ১১—১৫)	৪১১—১৫
৬। সূক্তবাক্যের বিভক্তবিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ১৬—১৯)	৪১৫—১৭
বার্তিককারের মত, সূক্তবাক্যের অর্থনিরূপণ	৪১৭
৭। লিঙ্গের দুর্বলপ্রমাণোপজীবিতাধিকরণ (সূঃ ২০)	৪১৮
৮। আগ্নেয়ী-অধিকরণ (সূঃ ২১—২৪)	৪১৯—৪২২
৯। লিঙ্গানুসারে ভঙ্গানুবাক্যের বিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ২৫—২৬)	৪২২—২৪
১০। ‘মন্ত্রানুভূতিঃ’ ইত্যাদির একমন্ত্রতাধিকরণ (সূঃ ২৭)	৪২৫—২৬
১১। ‘ইন্দ্রপীতস্ত’ ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগাধিকরণ (ইন্দ্রপীতাধিকরণ—সূঃ ২৮—৪৪)	৪২৬—৪১
১২। এতদগর্ভে পুনরভ্যুদয়ভঙ্গ্যধিকরণ (সূঃ ৩০—৩২)	৪২৮—৩১
১৩। ঐ পাত্তীবতভঙ্গ্যে পূর্বদেবতার অনুপলক্ষ্যধিকরণ (সূঃ ৩৩—৩৪)	৪৩১—৩২
১৪। ঐ পাত্তীবতভঙ্গ্যে স্বর্গের অনুপলক্ষ্যীয়তাধিকরণ (সূঃ ৩৫—৩৬)	৪৩২—৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তঙ্কিতাদি দ্বারা দেবতাবিধানাধিকরণ	৪৩৩
১৫। ঐ পান্ডীবতভক্ষণে ত্রয়স্ত্রিংশদেবতার অনুপলক্ষণাধিকরণ (সূঃ ৩৭)	৪৩৩—৩৪
১৬। ঐ অনুববটকারদেবতার অনুপলক্ষণাধিকরণ (সূঃ ৩৮)	৪৩৪—৩৫
১৭। ঐ ইন্দ্রপীতাধিকরণোক্ত দ্বিতীয় উহপূর্বপক্ষনিরা- করণাধিকরণ (সূঃ ৩৯)	৪৩৫—৩৬
১৮। ঐ ঐন্দ্রাগ্নভক্ষণের অমন্ত্রকতাধিকরণ (সূঃ ৪০—৪১)	৪৩৬—৩৮
১৯। ঐ 'গায়ত্রীছন্দসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের নানাছন্দোযুক্তসোমে বিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ৪২—৪৩)	৪৩৮—৩৯

তৃতীয় অধ্যায়—৩য় পাদ

১। বেদোপক্রমাধিকরণ (উপক্রমাধিকরণ—সূঃ ১—৮)	৪৪২—৫০
পৌর্বাণ্যবলীয়স্ববিচার	৪৪৪—৪৫
ঋতিলিঙ্গাদিসূত্র এবং 'পৌর্বাণ্যে পূর্বদৌর্বল্য' সূত্রের বিরোধ আশঙ্কা ও তাহার পরিহার	৪৪৪—৪৫
উপক্রমানুরোধে উপসংহারের অন্তর্থাৎকরণ	৪৪৫
বিধিসমভিব্যাহৃত অর্থবাদমাত্রই দুর্বল নহে	৪৪৬
'উপক্রমপরাক্রম' গ্রন্থের বিচারনির্দেশ	৪৪৬
২। গুণমুখ্যব্যতিক্রমাধিকরণ (সূঃ ৯)	৪৫০—৫১
বার্তিককারের মত	৪৫১
৩। জ্যোতিষ্টোমে বাজুর্বেদিকতাধিকরণ (সূঃ ১০)	৪৫২
৪। প্রকরণবিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ১১)	৪৫২—৫৪
৫। ক্রমবিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ১২)	৪৫৪—৫৬
বাজমানকাণ্ড প্রভৃতির অর্থনিরূপণ	৪৫৪
ক্রমের লক্ষণ এবং ভেদ	৪৫৫
৬। সমাখ্যাবিনিয়োগাধিকরণ (সূঃ ১৩)	৪৫৬
৭। ঋতিলিঙ্গাদির পূর্বপূর্ববলীয়স্বাধিকরণ (ঋতিলিঙ্গাধিকরণ, বলাবলাধিকরণ—সূঃ ১৪)	৪৫৭—৭১
সৌত্র পারদৌর্বল্যপদে পূর্ববলীয়স্ব বিবক্ষিত	৪৫৮
পূর্ববলীয়স্বের বীজ	৪৫৮

[৪৯]

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাধপদের অর্থ বিষয়াপহার	৪৫৮
ঋতি ও লিঙ্গবিরোধে ঋতি প্রবল	৪৫৯—৬২
ঋতির লিঙ্গানুসারিতাহেতু দৌর্বল্যশঙ্কা ও তাহার সমাধান	৪৬০—৬১
বাক্যপ্রকরণাদি অপেক্ষা ঋতির প্রাবল্য অর্থাভুক্ত	৪৬১—৬২
লিঙ্গ ও বাক্যের বিরোধে লিঙ্গ প্রবল	৪৬২—৬৪
বাক্য ও প্রকরণবিরোধে বাক্য প্রবল	৮৬৪—৬৫
উদাহরণের অসঙ্গতি আক্ষেপ	৪৬৪ (খ)
প্রকরণ ও স্থানের বিরোধে প্রকরণ প্রবল	৪৬৫—৬৬
ক্রম অথবা সন্নিধি অথবা স্থান ও সমাখ্যার বিরোধে স্থানই প্রবল	৪৬৬—৬৮
সোপানারোহীর দৃষ্টান্ত	৪৬৮
বাধের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার	৪৬৯—৭০
আনর্থক্যপ্রতিহতিস্থলে ঋত্যাতির বাধ্যবাধকত্বের বিপরীততা	৪৭০—৭১
৮। অহীনাদিকরণ (সূ: ১৫—১৬)	৪৭১—৭৩
৯। প্রতিপদোৎকর্ষাদিকরণ (সূ: ১৭—১৯)	৪৭৩—৭৬
ঋতির বিধাত্রী প্রভৃতি ভেদ	৪৭৫—৭৬
১০। জাঘনৌ-অধিকরণ (সূ: ২০—২৩)	৪৭৬—৭৮
১১। সম্ভদ-নাধিকরণ (সূ: ২৪—৩১)	৪৭৮—৮৪
১২। প্রবর্গ্যাধিকরণ (সূ: ৩২—৩২)	৪৮৪—৮৬
'সংস্থা' শব্দের অর্থ নিরূপণ	৪৮৬
১৩। পৌষপেষণের বিকৃতিবিনিয়োগাধিকরণ (পেষণাধিকরণ—সূ: ৩৪)	৪৮৬—৮৭
১৪। পেষণের চক্ৰবিনিয়োগাধিকরণ (সূ: ৩৫—৩৬)	৪৮৭—৮৯
প্রতিবন্দীনিরূপণ	৪৮৯
১৫। পৌষপেষণের ঐকদেবত্বে নিবেশাধিকরণ (সূ: ৩৬—৪৬)	৪৯০—৯৫
অদম্বকত্বঋতির হেতুবল্লিগদতা	৪৯৪

তৃতীয় অধ্যায়—৪র্থ পাদ

১। নিবীতের অর্থবাদ্বাধিকরণ (নিবীতাধিকরণ—সূ: ১—৯)	৪৯৫—৫০৪
ভাষ্যকার কর্তৃক উপেক্ষিত ঘটনুজীর বার্ষিকমতে ব্যাখ্যা	৫০০—৫০৫

[৫০]

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপবীতের দর্শপূর্ণমাসাঙ্গতাধিকরণ (সূঃ ১—২)	৫০০—৫০২
উপবীত এবং নিবীত পদের প্রাকরণিক অর্থ	৫০২
উপবীতবিধিহাধিকরণ (সূঃ ৩)	৫০২—৩
বার্তিকমতে উক্ত অধিকরণস্থয়ের পৌর্বাপর্য্যব্যতিক্রম	৫০৩
উপবীত এবং উদগগ্রস্থের অনুবাদাধিকরণ (সূঃ ৪-৫)	৫০৩—৪
প্রোগ্নিহোত্রে সমিধ্-ধারণের বিধিহাধিকরণ (সূঃ ৬)	৫০৪
প্রশস্ত্রব্যের প্রচ্ছাদনাবশ্যকতা	৫০৪
২। দিগ্ভাগাধিকরণ (সূঃ ১০)	৫০৫—৬
উত্তর দিক্ ক্রত্ৰুগণের, পূর্ব দিক্ সাধারণ দেবকর্মে ও দক্ষিণ দিক্ পিতৃকর্মে এবং পশ্চিম দিক্ মন্তব্যকর্মে	৫০৫—৬
৩। 'পুরুষিদিতি'—অধিকরণ (সূঃ ১১)	৫০৬—৭
৪। অনূতবদননিবেধের ক্রতুধর্ম্মতাধিকরণ (ক্রাধিকরণ— সূঃ ১২-১৩)	৫০৮—১২
প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়ার্থ প্রধান	৫০৮
ঋতি ও স্মৃতির মধ্যে ঋতি অনুবাদী হইতে পারে না	৫০৯
কলঞ্জভক্ষণশ্রা	৫১১
অনূতবদনের পুরুষার্থতা এবং ক্রতুর্থতার অর্থভেদ এবং প্রয়োজনভেদ	৫১২
৫। জঞ্জভ্যমানাধিকরণ (সূঃ ১৪-১৬)	৫১৩—১৪
৬। অবগোরণাদির পুমর্থতাধিকরণ (সর্বপরিদানাদিকরণ অথবা শংবুধিকরণ—সূঃ ১৭)	৫১৪—১৫
'পরিদান' পদের অর্থ	৫১৪
৭। মলবদ্বাসার সংবাদনিবেধাধিকরণ (সংবাদাধিকরণ সূঃ ১৮-১৯)	৫১৫
৮। সুবর্ণধারণাদির পুরুষার্থতাধিকরণ (হিরণ্যধারণাধিকরণ —সূঃ ২০-২৪)	৫১৬—১৯
২১শ সূত্রের স্বরূপ এবং ব্যাখ্যায় ভাব্য ও বার্তিকের বিরোধ	৫১৭
'পরিমল'কারণত্ব পাঠ	৫১৭
৯। জয়াহোম প্রভৃতির বৈদিককর্মান্ধাতাধিকরণ (সূঃ ২৫-২৭)	৫২০—২১
অঙ্গ এবং প্রধানের সমানদেশতা	৫২১

[৫১]

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০। বাক্গেষ্টির বৈদিকান্থদাননিমিত্তাধিকরণ (সূ: ২৮-২৯)	৫২১—২৪
বৈদিক কৰ্ম বিধিবিহিতহেতু নির্দোষ	৫২২
১১। দাতার পক্ষেই অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টি-অধিকরণ (সূ: ৩০-৩১)	৫২৪—২৫
উপক্রমামুরোধে উপসংহারে ব্যবধারণকল্পনা	৫২৫
১২। পানব্যাপদধিকরণ(বমনাধিকরণ—সূ: ৩২-৩৩)	৫২৫—২৭
১৩। যজ্ঞমানের সোমবমনে ইষ্টিবিধানাধিকরণ (সূ: ৩৪-৩৬)	৫২৭—২৮
১৪। সর্বপ্রদানাধিকরণ (সূ: ৩৭-৪১)	৫২৮—৩১
কাত্যায়নশ্রোতসুত্রসংবাদে অবদানের অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রতা	৫২৯
১৫। সকল হবিজ্জ্ব্যের অবশিষ্ট অংশ হইতে শেষকার্য্যভাধিকরণ (স্থিষ্টকৃদমুষ্ঠানধিকরণ—সূ: ৪২-৪৫)	৫৩১—৩৪
১৬। প্রথমোপস্থিতের দ্বারা শেষকার্য্যামুষ্ঠানতাধিকরণ (সূ: ৪৬-৪৭)	৫৩৪
১৭। চতুর্ধািকরণের ভক্ষার্থাধিকরণ (সূ: ৪৮—৪৯)	৫৩৫—৩৬
প্রতিপত্তিপদের অর্থ এবং প্রয়োজন (নিয়মাদৃষ্ট)	৫৩৬
ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতির স্বরূপনিরূপণ	৫৩৭

তৃতীয় অধ্যায়—৫ম পাদ

১। উপাংশবাজ্রাদি হবির শেষকার্য্যামুষ্ঠানধিকরণ (সূ: ১-১২)	৫৩৭—৪৪
২। সাকংপ্রস্থারীয়ে শেষকার্য্যের অনমুষ্ঠানতাধিকরণ (সূ: ১৩)	৫৪৪
৩। সৌত্রামণিষাগে শেষকার্য্যের অনমুষ্ঠানতাধিকরণ (সূ: ১৪-১৫)	৫৪৫—৪৬
৪। সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টিতে শেষকার্য্যের তন্ত্রতাধিকরণ (সূ: ১৬-১৭)	৫৪৬—৪৭
৫। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের ভক্ষণে অতন্ত্রতাধিকরণ (সূ: ১৮)	৫৪৭—৪৮
৬। সোমে ভক্ষপ্রতিপাদনাধিকরণ (সূ: ১৯-২১)	৫৪৮—৫০
৭। চমসিগণের সোমভক্ষণপ্রতিপাদনাধিকরণ (সূ: ২২)	৫৫০
৮। উদগাতৃগণীয় ঋত্বিকসকলের ভক্ষণপ্রতিপাদনাধিকরণ (সূ: ২৩-২৬)	৫৫০—৫৩
বার্তিককারের মত	৫৫৩
৯। গ্রাবস্তং ঋত্বিকেরও সোমভক্ষণাধিকরণ (সূ: ২৭—৩০)	৫৫৩—৫৫
১০। বযট্কারনিমিত্তক ভক্ষান্তরপ্রতিপাদনাধিকরণ (সূ: ৩৩১)	৫৫৬—৫৭
‘প্রথমভক্ষ’ মধ্যে একপ্রসরতাবিষয়ক বিচার	ঐ
১১। হোম এবং অভিষেকেরও ভক্ষনিমিত্তাধিকরণ (সূ: ৩২)	৫৫৭

[৫২]

বিষয়	পৃষ্ঠা
১২। একপাত্রে ভক্ষণসমুচ্চয়াধিকরণ (সূঃ ৩৩-৩৫)	৫৫৮—৫৯
১৩। বযটকর্তার (হোতার) প্রথমভক্ষাধিকরণ (সূঃ ৩৬-৩৯)	৫৫৯—৬০
১৪। অনুজ্ঞাপূর্বক ভক্ষণাধিকরণ (সূঃ ৪০)	৫৬১
১৫। বৈদিকমন্ত্রে অনুজ্ঞাপূর্ণাধিকরণ (সূঃ ৪১)	৫৬১
১৬। বৈদিকমন্ত্রে অনুজ্ঞাদানাদিকরণ (সূঃ ৪২)	৫৬১—৬২
১৭। একপাত্রস্থলে অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্বক ভক্ষণাধিকরণ (সূঃ ৪৩)	৫৬২
১৮। স্বয়ং যষ্টার (যজ্ঞমানের) বযটকারভক্ষপ্রতিপাদনাধিকরণ (সূঃ ৪৪-৬৬)	৫৬৩—৬৪
১৯। ফলচমসাধিকরণ (সূঃ ৪৭-৫১)	৫৬৫—৬৭
২০। রাজসূচমসে ব্রাহ্মণানুপ্রদর্শনাধিকরণ (সূঃ ৫২-৫৩)	৫৬৭—৬৯

তৃতীয় অধ্যায়—৬ষ্ঠ পাদ

১। পর্ণতাপ্রভৃতির প্রকৃত্যর্থতাধিকরণ (সূঃ ১-৮)	৫৬০—৭৪
২। অনারভ্যপাঠিত সাপ্তদশের প্রকৃতিগামিত্বাভাবাধিকরণ (সূঃ ৯)	৫৭৪—৭৫
৩। নৈমিত্তিক গোদোহন(পাত্রা)দির প্রকৃত্যর্থতাধিকরণ (সূঃ ১০)	৫৭৫—৭৬
বার্তিককারের মত	৫৭৬
৪। আধানের পবমানেষ্ট্যনঙ্গতাধিকরণ (সূঃ ১১-১৩)	৫৭৬—৭৭
৫। আধানের সর্বকর্ষার্থতাধিকরণ (সূঃ ১৪-১৫)	৫৭৭—৭৮
৬। পবমানেষ্ট্যর পবমানেষ্ট্যনতিদেশতাধিকরণ (সূঃ ১৬-১৭)	৫৭৮—৭৯
৭। উপাকরণাদি ধর্মগুলির অগ্নীষোমীরমাত্রার্থতাধিকরণ (সূঃ ১৮-২৭)	৫৮০—৮৬
‘তুল্যঃ সর্বেষাম্’ ইত্যাদি সূত্রের অর্থানুধিকরণ	৫৮০
চতুর্বিংশ সূত্রের অর্থানুধিকরণ	৫৮৪
৮। শাখা-আহরণাদির উভয়দোহার্থতাধিকরণ (সূঃ ২৮—২৯)	৫৮৭—৮৮
৯। গ্রহধর্মসকলের সর্বত্রয়সম্বন্ধিগ্রহার্থতাধিকরণ (সূঃ ৩০)	৫৮৮—৮৯
১০। রশনাধর্মের সাধারণতাধিকরণ (সূঃ ৩১)	৫৮৯—৯০
১১। গ্রহধর্মসকলের অনারভ্যপাঠিতঅংশদ্বারা গ্রহার্থতাধিকরণ (সূঃ ৩২—৩৪)	৫৯০—৯১
১২। চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকার অগ্ন্যজ্ঞতাধিকরণ (সূঃ ৩৫)	৫৯২
১৩। নিত্য ও নৈমিত্তিকের অসমানবিধিধাধিকরণ (সূঃ ৩৬)	৫৯২—৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪। মুখ্য ও প্রতিনিধির সমানবিধানস্বাধিকরণ (হ: ৩৬—৩৯)	৫৯৩—৯৫
১৫। প্রতিবোধিত প্রতিনিধিস্থলেও মুখ্য- বর্ধাভুষ্ঠানস্বাধিকরণ (হ: ৪০)	৫৯৬
১৬। গুণকামসকলের আশ্রয়ের সহিত সমানবিধিভাভাব- ধিকরণ (হ: ৪১—৪৭)	৫৯৬—৬০১

তৃতীয় অধ্যায়—৭ম পাদ

১। বহিঃ প্রভৃতির অঙ্গ এবং প্রধান উভয়সম্বন্ধা- ধিকরণ (হ: ১—৫)	৬০২—৬০৪
২। যজমানসংস্কারসকলের প্রধানমাত্রার্থত্বাধিকরণ (হ: ৬)	৬০৪—৫
৩। সৌমিক বেদির অঙ্গপ্রধানার্থত্বাধিকরণ (হ: ৯)	৬০৬—৭
৪। অভিন্নশ্রবণাদির অঙ্গপ্রধানসাধারণহবির্মাত্রার্থত্বাধিকরণ (হ: ১০)	৬০৭
৫। দীক্ষাদক্ষিণার প্রধানমাত্রার্থত্বাধিকরণ (হ: ১১—১২)	৬০৭—৮
৬। অঙ্গবেদির যুগানঙ্গত্বাধিকরণ (হ: ১৩—১৪)	৬০৯—১০
৭। হবির্ধানের সামিধেষ্ঠানঙ্গত্বাধিকরণ (হ: ১৫—১৭)	৬১০—১৩
৮। অঙ্গকর্ষসকলের অগ্নি দ্বারা অহুষ্ঠানস্বাধিকরণ (হ: ১৮—২০)	৬১৩—১৬
ফলবৎকর্ত্ত্বার্থে আত্মনেপদবিষয়ে তত্ত্ববাস্তবিক	৬১৫
৯। ঋত্বিগ্গণের সংখ্যানিয়মস্বাধিকরণ (হ: ২১—২৪)	৬১৬—১৮
১০। চমসাস্বর্ঘ্যগণের পৃথক্ৰূপাধিকরণ (হ: ২৫)	৬১৯
১১। চমসাস্বর্ঘ্যগণের বহুত্বনিয়মস্বাধিকরণ (হ: ২৬)	৬১৯—২০
১২। চমসাস্বর্ঘ্যগণের দশত্বনিয়মস্বাধিকরণ (হ: ২৭)	৬২০—২১
১৩। শমিতার অপৃথক্ৰূপাধিকরণ (হ: ২৮—২৯)	৬২১—২২
১৪। উপগাত্ত্বগণের অপৃথক্ৰূপাধিকরণ (হ: ৩০)	৬২২—২৩
১৫। সোমবিক্রেতার পৃথক্ৰূপাধিকরণ (হ: ৩১)	৬২২
১৬। 'ঋত্বিক্' নামের অসর্বগামিত্বাধিকরণ (হ: ৩২—৩৫)	৬২৩—২৫
১৭। ব্রহ্মা প্রভৃতির ঋত্বিক্ৰূপনিয়মস্বাধিকরণ (হ: ৩৬—৩৭)	৬২৫—২৭
সপ্তদশ ঋত্বিকের গণভাগ ও নাম	৬২৬—২৭
১৮। স্বামী (যজমানের) সপ্তদশস্বাধিকরণ (হ: ৩৮)	৬২৭—২৮
'ব্রহ্মাই সদন্ত' ইহাতে ভাব্যের তাৎপর্য নাই ইতি বার্তিক	৬২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯। সমাখ্যা অনুসারে অধ্বৰ্য্য প্রভৃতির নিয়তপদার্থ- কর্তৃত্বাধিকরণ (হৃ: ৩৯—৪০)	৬২৯—৩০
ভাষ্যে বাক্যভেদপূর্বক ৩১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা আলোচনা।	৬২৮
অগ্নির প্রকৃতিবিকৃতিসম্বন্ধিত্বাধিকরণ	৬২৯
প্রকৃতিগামিত্ব এবং প্রকৃতিবিকৃত্যভয়গামিত্ববিচার	৬২৯
২০। সমাখ্যাত কর্তার বিশেষসমাখ্যার দ্বারা বাধাধিকরণ (হৃ: ৪১—৪২)	৬৩১
২১। সমাখ্যা প্রবোধনাধিকরণ (হৃ: ৪৩—৪৬)	৬৩২—৩৪
প্রৈষ এবং অনুবচন নিরূপণ	৬৩৩
২২। চমসহোমে অধ্বৰ্য্যকর্তৃত্বাধিকরণ (হৃ: ৪৭—৪৯)	৬৩৪—৩৬
কোন স্থলে বিশেষ সামাগ্নের বাধক এবং কোন স্থলে অবাধক	৬৩৪—৩৫
২৩। শ্রোনা দি বাগের অনেককর্তৃত্বাধিকরণ (হৃ: ৫০—৫১)	৬৩৬—৩৮

তৃতীয় অধ্যায়—৮ম পাদ

১। ক্রয়ের (দক্ষিণাদানের) যজ্ঞমানকর্তৃত্বাধিকরণ (হৃ: ১—২)	৬৩৯
২। বপনাদি সংস্কারের যজ্ঞমানগামিত্বাধিকরণ (হৃ: ৩—৮)	৬৪০—৪৩
সামর্থ্যের লৌকিকত্ব ও শাস্ত্রীয়ত্বরূপভেদ	৬৪০
৩। তপস্তার যজ্ঞমানত্বাধিকরণ (হৃ: ৯—১০)	৬৪৩—৪৪
৪। হিরণ্যমালিত্বাদি সংস্কারের ঋত্বিগ্ধর্মত্বাধিকরণ (হৃ: ১২)	৬৪৪—৪৫
৫। গুণজ্ঞান কামনাসকলের যজ্ঞমানত্বাধিকরণ (হৃ: ১৩—১৪)	৬৪৫—৪৬
৬। 'আযুর্দা' মন্ত্রের যজ্ঞমানত্বাধিকরণ (হৃ: ১৫—১৬)	৬৪৭
৭। দ্ব্যায়াত মন্ত্রসকলের উভয়প্রয়োজ্যত্বাধিকরণ (হৃ: ১৭)	৬৪৮
৮। বাজপেয়াদিতে অভিজ্ঞেরই বাচনাধিকরণ (হৃ: ১৮)	৬৪৮—৪৯
অবিদ্বান্ ব্যক্তি অনধিকারী	৬৪৯
৯। দ্বাদশ দ্বন্দ্বের আধ্বৰ্য্যবত্বাধিকরণ (হৃ: ১৯—২০)	৬৪৯—৫১
১০। হোতার করণমন্ত্রানুষ্ঠানাদিকরণ (হৃ: ২১)	৬৫১—৫২
১১। প্রৈষ ও প্রৈষার্থের ভিন্নকর্তৃত্বাধিকরণ (হৃ: ২২)	৬৫২—৫৩
১২। প্রৈষের আধ্বৰ্য্যবত্বাধিকরণ (হৃ: ২৩—২৪)	৬৫৩—৫৪
১৩। করণমন্ত্রপ্রকাশ ফলের যজ্ঞমানত্বাধিকরণ (হৃ: ২৫—২৭)	৬৫৪—৫৬
১৪। করণমন্ত্রে কর্মার্থ ফলের ঋত্বিগ্গামিত্বাধিকরণ (হৃ: ২৮—২৯)	৬৫৬—৫৭
১৫। দ্রব্যসংস্কারসকলের অঙ্গপ্রধানার্থত্বাধিকরণ (হৃ: ৩০)	৬৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বার্তিকমতে প্রকারান্তরে হুত্রযোজনা	৬৫৭
১৬। প্রাকৃতধর্মসকলের বৈকৃত অপূর্বপদার্থে অনঙ্গতা- ধিকরণ (হৃ: ৩১)	৬৫৮—৫৯
বিশেষকার্যসাধক গুণসকলই বিকৃতিতে অতিদৃষ্ট হয়	৬৫৮
১৭। প্রকৃতি যাগেও লবন প্রভৃতি ধর্মের অসর্বার্থতা- ধিকরণ (হৃ: ৩২)	৬৫৯—৬০
১৮। প্রাকৃত পুরোডাশাদির নিধানার্থতাধিকরণ (হৃ: ৩৩)	৬৬০
১৯। কাম্যোপ্তিসকলের উপাংগুপ্তধর্মের প্রধানার্থতাধিক: (হৃ: ৩৪—৩৫)	৬৬১
২০। শ্রোনাঙ্গসকলের নবনীতাজ্যতাধিকরণ (হৃ: ৩৬—৩৮)	৬৬২—৬৩
২১। সকল শ্রোনাঙ্গের নবনীতাজ্যতাধিকরণ (হৃ: ৩৯—৪১)	৬৬৩—৬৫
বচনবিরোধী যুক্তি অনাদরণীয় হইলেও বচনাভাবস্থলে অনুকূলযুক্তিযুক্ত শাস্ত্রার্থ আদরণীয়	৬৬৫
২২। সবনীয় হবির্জব্যসকলের মাংসময়তাধিকরণ (হৃ: ৪২—৪৪)	৬৬৫—৬৭

চতুর্থ অধ্যায় (প্রয়োগলক্ষণ)—১ম পাদ

১। প্রতিজ্ঞাধিকরণ (হৃ: ১)	৬৬৮
ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থ বিচার প্রতিজ্ঞা	৬৬৮
২। ক্রত্বর্থ পুরুষার্থলক্ষণাধিকরণ (হৃ: ২)	৬৬৮—৭০
‘তত্ত্ব লিপ্সা অর্থলক্ষণা’ এই হুত্রাংশের বহুধা যোজনা	৬৬৮—৭০
১ম বর্ণক—স্বর্গ শব্দের সামান্যত: অর্থ	৬৬৯
২য় বর্ণক—কল (সাধ্য বা ভাব্য অংশ) বিধেয় কি না	৬৬৯
তদ্বিষয়ক বিচার	৬৬৯
৩য় বর্ণক—গোদোহনাদির ক্রত্বর্থ পুরুষার্থ বিচার	৬৭০
৪র্থ বর্ণক—দ্রব্যাজ্ঞানের ক্রত্বর্থ পুরুষার্থবিচার	৬৭০
৩। প্রজাপতিব্রতাদির পুরুষার্থতাধিকরণ (হৃ: ৩-৬)	৬৭১—৭৪
শাস্ত্র অনতিশঙ্কনীয় এবং মাতাশিতার বাক্যাধিক নির্ভরযোগ্য	৬৭২
৪। যজ্ঞানুধ বাক্যের অনুবাদতাধিকরণ (হৃ: ৭-১০)	৬৭৪—৭৬
উৎপন্নশিষ্ট ও উৎপত্তিশিষ্টের মধ্যে বিকল্পাদি অসম্ভব	৬৭৫
৫। পথেকত্বাধিকরণ (হৃ: ১১-১৬)	৬৭৬—৮১
৬। পশুলিঙ্গবিবক্ষাধিকরণ (হৃ: ১৭)	৬৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭। আশ্রমিকৰ্মসকলের অদৃষ্টার্থতাধিকরণ (হৃঃ ১৮-২০)	৬৮১—৮৪
আশ্রমিকৰ্মের স্বরূপ এবং উদাহরণ	৬৮১
একই কৰ্মে ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রয়োজনভেদ	৬৮৩
মন্ত্রের দ্বারা দেবতাসংস্কার, প্রক্ষেপে দ্রব্যসংস্কার এবং তাগে অপূৰ্ণোৎপত্তি	৬৮৩
প্রতিপত্তিকৰ্ম দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ার্থক	৬৮৩
৮। প্রতিজ্ঞাধিকরণ (প্রযুক্তিবিচারপ্রতিজ্ঞা—হৃঃ ২১)	৬৮৩
৯। আমিক্ষাপ্রযুক্ততাধিকরণ (বাজিনতায়—হৃঃ ২২-২৪)	৬৮৩—৮৬
বাজিন অহুনিম্পাদী বা প্রসঙ্গসিদ্ধ	৬৮৫
১০। গবানয়নের পদকৰ্মাপ্রযুক্ততাধিকরণ (হৃঃ ২৫)	৬৮৬—৮৭
১১। কপাল সকলের তুষোপবাপাপ্রযুক্ততাধিকরণ (হৃঃ ২৬)	৬৮৭—৮৮
১২। শকুং এবং লোহিতের পঞ্চপ্রয়োজকত্বাধিকরণ (হৃঃ ২৭)	৬৮৮—৮৯
১৩। ষিষ্টকৃতের পুরোডাশাপ্রয়োজকত্বাধিকরণ (হৃঃ ২৮-৩২)	৬৮৯—৯১
১৪। অভিধারণে শেষধারণ এবং তৎপাত্রের অনন্তুষ্ঠানাদিকরণ (প্রবাজশেষাভিধারণতায়—হৃঃ ৩৩-৩৯)	৬৯১—৯৬
১৫। প্রবাজধ্বয়ের সমানয়নাদিপ্রয়োজকত্বাধিকরণ (হৃঃ ৪০-৪১)	৬৯৬—৯৯
১৬। উপভূত আজ্যের প্রবাজানুযাজ্যার্থতাধিকরণ (হৃঃ ৪২-৪৫)	৬৯৯—৭০১
১৭। উপভূৎপাত্রে চতুর্হীতধ্বয়বিধানার্থতাধিকরণ (হৃঃ ৪৬—৪৬)	৭০১—৭০৩

চতুর্থ অধ্যায়—২য় পাদ

১। স্বকর ছেদনাত্তপ্রয়োজকতাধিকরণ (হৃঃ ১-৬)	৭০৬—৮
২। শাখাবাদাধিকরণ (হৃঃ ৭)	৭০৭
৩। শাখার ছেদনাদি প্রয়োজকত্বাধিকরণ (হৃঃ ৮-৯)	৭০৭—৯
৪। শাখাপ্রহারের প্রতিপত্তিকৰ্মতাধিকরণ (হৃঃ ১০-১৩)	৭০৯—১২
৫। প্রণীতার সংঘবনপ্রযুক্ততাধিকরণ (হৃঃ ১৪-১৫)	৭১২—১৩
৬। দণ্ডদানের অর্থকৰ্মতাধিকরণ (হৃঃ ১৬-১৮)	৭১৪—১৬
৭। কৃষ্ণবিবাগপ্রাসনের প্রতিপত্তিকৰ্মতাধিকরণ (হৃঃ ১৯)	৭১৬—১৭
৮। অবভৃথগমনের প্রতিপত্তিকৰ্মতাধিকরণ (হৃঃ ২০-২২)	৭১৭—১৯
৯। কৰ্ণ-দেশ-কালের নিয়মার্থতাধিকরণ (হৃঃ ২৩-২৪)	৭১৯—২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১। অবঘাতাদি সংস্কারবিধানের নিয়মার্থত্যাধিকরণ (হৃঃ ২৬)	৭২১—২২
১২। বাগস্বরূপ নিরূপণাধিকরণ (হৃঃ ২৭)	৭২২
১৩। বাগ, হোম এবং দানের পার্থক্য নিরূপণাধিকরণ (হৃঃ ২৮)	৭২২—২৩
দানলক্ষণপরবাক্য স্বতন্ত্র নহে কিন্তু ভাষ্যাংশ	৭২৩
১৪। আতিথ্যা প্রভৃতি কর্মে বর্হির সাধারণত্যাধিকরণ (হৃঃ ২৯-৩০)	৭২৩—২৫
উচ্ছিষ্টভোজন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ	৭২৪
উচ্ছিষ্ট সোমভোজন ঞ্জতিবিহিত	৭২৪
সাবকাশ ঞ্জতির দ্বারা নিরবকাশ শিষ্টাচারের বাধ হইতে পারে না	৭২৪

চতুর্থ অধ্যায়—৩য় পাদ

১। দ্রব্য, সংস্কার এবং কর্মের ফলপ্রযুক্তত্যাধিকরণ (হৃঃ ১-৩)	৭২৬—২৭
দ্রব্যাদিবিষয়ে যে ফলঞ্জতি তাহা অর্থবাদ	৭২৭
বিধিবোধক পদ নিরূপণ	৭২৮
২। নিত্যপ্রযুক্ততাভাবাধিকরণ (হৃঃ ৪)	৭২৮—২৯
৩। দধ্যাদির উভয়ার্থত্যাধিকরণ (সংযোগপৃথকজ্ঞায়—হৃঃ ৫-৭)	৭২৯—৩১
সৌত্র 'সংযোগ' পদের অর্থ বিধিবাক্য	৭৩০
৪। পয়োব্রতাদির ক্রমার্থত্যাধিকরণ (হৃঃ ৮-৯)	৭৩১—৩২
৫। বিশ্বজিহ্মায়ান্তর্গত অঞ্জতফল বিশ্বজিহ্মাদির ফলবদ্ধত্যাধিকরণ (হৃঃ ১০-১২)	৭৩৩—৩৫
প্রায়শ্চিত্তাত্মক বিশ্বজিহ্মায় 'কুহাচিন্তাত্মক'	৭৩৫
অঞ্জতফল পিণ্ডপিতৃবজ্জই অধিকরণটির উদাহরণ	৭৩৫
একাহকাণ্ডপঠিত 'বিশ্বজিহ্ম'ই ইহার উদাহরণ	৭৩৫
৬। বিশ্বজিহ্মাদির একফলত্যাধিকরণ (হৃঃ ১৩-১৪)	৭৩৫—৩৬
৭। বিশ্বজিহ্মাদির স্বর্গফলত্যাধিকরণ (হৃঃ ১৫)	৭৩৬—৩৭
স্বর্গের স্বরূপ	৭৩৭
৮। ব্রাহ্মসত্রের আর্থবাদিকফলত্যাধিকরণ (ব্রাহ্মসত্রজ্ঞায়—হৃঃ ১৭-১৯)	৭৩৭—৩৯
অর্থবাদাধিকরণ এবং ব্রাহ্মসত্রাধিকরণের তুলনামূলক সমালোচনা	৭৩৯
কুণ্ঠিত বিধিশক্তির উদ্ভেজন অর্থবাদের প্রয়োজন	৭৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯। স্ববাক্যশ্রুতফলযুক্ত কর্মসকলের স্বর্গফলকত্বাধিকারণ (হৃ: ২০-১৫)	৭৩৯—৪২
১০। দর্শপূর্ণমাসাদির সর্বকামার্থতাদিকরণ (হৃ: ২৫-২৬)	৭৪২—৪৩
১১। যোগসিদ্ধাধিকরণ (যোগসিদ্ধিভায়—(হৃ: ২৭-২৮) বর্ণকান্তরে কাম্যকর্মের ঐহিকামুদ্রিক ফলবত্বাধিকরণ	৭৪৩—৪৫ ৭৪৫—৪৭
১২। সৌত্রামণী প্রভৃতির চয়নাজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ২৯-৩১)	৭৪৭—৪৯
১৩। বৈয়ুধ্যাদির পৌর্ণমাসজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ৩২-৩৫)	৭৪৯—৫০
১৪। অমুযাজাদির অগ্নিমান্বতোদ্ধিকালতাদিকরণ (হৃ: ৩৬)	৭৫০—৫২
১৫। জ্যোতিষ্টোমের দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালতাদিকরণ (হৃ: ৩৭)	৭৫২—৫৩
১৬। বৈশ্বানরেষ্টির পুঙ্গবতপূত্বতাদিকরণ (হৃ: ৩৮-৩৯) বর্ণকান্তরে বৈশ্বানরেষ্টির জাতকস্মোত্তরকালতাদিকরণ বর্ণকান্তরে বৈশ্বানরেষ্টির অশৌচোত্তরকালতাদিকরণ	৭৫৩—৫৫ ৭৫৫ ৭৫৫—৫৬
১৭। সৌত্রামণি প্রভৃতির স্বকালকর্তব্যতাদিকরণ (হৃ: ৪০-৪১)	৭৫৬—৫৭

চতুর্থ অধ্যায়—৪র্থ পাদ

১। দেবনাদির রাজস্বয়ষাগাজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ১-২)	৭৫৮—৫৯
২। দেবনাদির কুৎসরাজস্বয়াজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ৩-৪)	৭৫৯—৬১
৩। সৌম্যাদির উপসংকালতাদিকরণ (হৃ: ৫-৬)	৭৬১—৬২
৪। আমনহোমের সাংগ্রহণ্যজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ৭)	৭৬২—৬৩
৫। দধিগ্রহের নিত্যতাদিকরণ (হৃ: ৮-১১)	৭৬৩—৬৪
৬। বৈশ্বানর যাগের নৈমিত্তিকতাদিকরণ (হৃ: ১২-১৩)	৭৬৫—৬৬
৭। বর্ষচিতির নৈমিত্তিকতাদিকরণ (হৃ: ১৪-১৮)	৭৬৬—৬৮
৮। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনঙ্গতাদিকরণ (হৃ: ১৯-২১)	৭৬৮—৭০
৯। রশনার যুগাজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ২২-২৪)	৭৭০—৭১
১০। স্বরুর পঞ্চজ্ঞতাদিকরণ (হৃ: ২৫-২৮)	৭৭১—৭২
১১। আঘারাদি-অঙ্গতাদিকরণ (হৃ: ২৯-৩৮)	৭৭২—৭৮
১২। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষণীয়াদির অঙ্গতাবিবরণ (হৃ: ৩৯-৪১)	৭৭৮—৮০
এই অধ্যায়ে অঙ্গত্বের দ্বারা প্রযুক্ত স্বতরাং প্রযুক্তিবিচার	৭৮০

[৫৯]

পঞ্চম অধ্যায় (ক্রমলক্ষণ)—১ম পাদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ক্রমনিরূপণাধিকরণে ১ম বর্ণকে ক্রমের শ্রোতব্ধ (হৃ: ১)	৭৮১—৮২
প্রয়োগবিধির লক্ষণ	৭৮১
ঐ ২য় বর্ণকে ক্রমের বিধেয়ত্ব বিচার	৭৮২
ঐ ৩য় বর্ণকে শ্রোতক্রমের বলীয়ত্ব	৭৮২
২। অর্থক্রমনিয়মাধিকরণ (হৃ: ২)	৭৮২—৮৩
৩। ক্রমানিয়মাধিকরণ (হৃ: ৩)	৭৮৩
৪। পাঠক্রমনিয়মাধিকরণ (হৃ: ৪—৭)	৭৮৩—৮৬
৫। প্রবৃত্তিক্রমনিয়মাধিকরণ (হৃ: ৮—১২)	৭৮৬—৯০
৬। স্থানক্রমনিয়মাধিকরণ (হৃ: ১৩)	৭৯০—৯২
৭। মুখ্যক্রমনিয়মাধিকরণ (হৃ: ১৪)	৭৯২—৯৪
৮। মুখ্যক্রমাপেক্ষা পাঠক্রমের বলীয়ত্বাধিকরণ (হৃ: ১৫)	৭৯৪—৯৫
ক্রম সকলের পূর্ববলীয়ত্ব	৭৯৫
৯। ব্রাহ্মণপাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলীয়ত্বাধিকরণ (হৃ: ১৬)	৭৯৬—৯৮
১০। ঔপদেশিক ক্রম অপেক্ষা আতিদেশিক পাঠক্রমের বলীয়ত্বাধিকরণ (হৃ: ১৭—১৮)	৭৯৮—৮০০
১১। সাক্ষেপে আনীকবতী প্রভৃতি ইষ্টির সত্ত্বালাভা- ধিকরণ (হৃ: ১৯—২২)	৮০০—৮০২
১২। তদাহাৎকর্ষ তদন্তাপকর্ষাধিকরণ (তদাদি- তদন্তাত্ম্য—হৃ: ২৩—২৪)	৮০২—৪
১৩। পৌরোডাশিক প্রোক্ষণাদির সৌমিকপদার্থের পূর্বভাবিত্বাধিকরণ (হৃ: ২৫—২৬)	৮০৪—৭
১৪। যুগ্মাত্রাপকর্ষাধিকরণ (হৃ: ২৭)	৮০৭—৮
১৫। দাক্ষিণ্যিক হোমের অনপকর্ষাধিকরণ (হৃ: ২৮)	৮০৮—৯
১৬। দর্শে পুরোডাশাভিবাসনান্তকর্মের অনপকর্ষাধিকরণ (হৃ: ২৯)	৮০৯—১০
১৭। সান্ত্বননীয়ের উৎকর্ষেও অগ্নিহোত্রাহুৎ- কর্ষাধিকরণ (হৃ: ২০—৩৪)	৮১০—১৩
১৮। উক্থ্যাৎকর্ষে যোড়শীর উৎকর্ষাধিকরণ (হৃ: ৩৫)	৮১৩

[৬০]

পঞ্চম অধ্যায়—২য় পাদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। পদার্থানুসময়াধিকরণ (হৃঃ ১—৩)	৮১৪—১৬
২। কাণ্ডানুসময়াধিকরণ (হৃঃ ৩)	৮১৬
পদার্থানুসময় ও কাণ্ডানুসময়ের অর্থ	৮১৪
৩। মুষ্টিপালাদির সমুদায়ানুসময়াধিকরণ (হৃঃ ৪—৫)	৮১৬—১৭
৪। অবদানাদিপ্রদানান্তানুসময়াধিকরণ (হৃঃ ৬)	৮১৮
৫। যুগপৎ অঙ্কনাদি পরিব্যয়ান্তানুসময়াধিকরণ (হৃঃ ৭—৯)	৮১৯—২১
৬। একদেবতাক অবদানে দৈবতাদি অনুসময়াধিকরণ (হৃঃ ১০—১২)	৮২১—২৩
৭। নানাবীজেষ্টিতে উল্খলাদির তত্ত্বতাধিকরণ (হৃঃ ১৩—১৫)	৮২৩—২৪
৮। অগ্নীবোমীয় পণ্ডতে প্রবাজ ও অনুযাজে পাত্রভেদাধিকঃ (হৃঃ ১৬)	৮২৫
৯। নারিষ্ঠহোমসকলে উপহোমের পূর্বত্বাধিকরণ (হৃঃ ১৭—২০)	৮২৬—২৮
১০। বিদেবনাদির অভিব্যেকপূর্বত্বাধিকরণ (হৃঃ ২১)	৮২০—৩০
১১। সাবিত্রহোমাদির দীক্ষণীয়াপূর্বকালত্বাধিকরণ (হৃঃ ২২)	৮৩০
১২। যজমানসংস্কারসকলের ক্রমপ্রতিমোকের পূর্বভাবিতা- ধিকরণ (হৃঃ ২৩)	৮৩১
ক্রমপ্রতিমোক এবং উত্থাসস্তরণের বিবৃতি	৮৩১

পঞ্চম অধ্যায়—৩য় পাদ

১। প্রযাজাদিগত একাদশত্বসংখ্যার সর্বসম্পাত্তাধিকরণ (হৃঃ ১—২)	৮৩২—৩৩
২। উপসংক্রয়ের স্বস্থানাবৃত্তাধিকরণ (হৃঃ ৩)	৮৩৩—৩৪
৩। আগন্তু সামিধেনীসকলের অন্তে নিবেশাধিকরণ (হৃঃ ৪—৬)	৮৩৫—৩৬
৪। বহিষ্পবমানে আগন্তুসকলের পর্য্যাসোত্তরকাল- তাধিকরণ (হৃঃ ৭—১২)	৮৩৬—৩৯
৫। মাধ্যল্লি ও আর্ভবপবমানে আগন্তু সামগণের গায়ত্র্যাতির মধ্যে নিবেশাধিকরণ (হৃঃ ১৩—১৪)	৮৪০—৪১
শাক্তদীপিকাকারের মত	৮৪১
৬। অনারভ্যধীত গ্রহ ও ইষ্টকার ক্রত্বনিবেশেতাধিকরণ (হৃঃ ১৫—১৬)	৮৪১—৪২

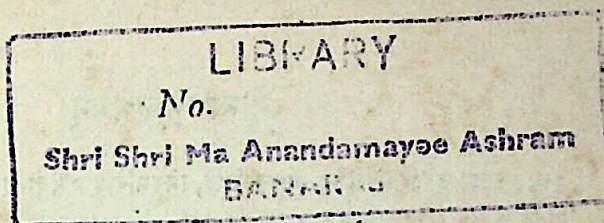
বিষয়	পৃষ্ঠা
৭। চিত্রিত প্রভৃতির মধ্যম চিত্তে উপধানাধিকরণ (সূঃ ১৭—১৯)	৮৪২—৪৩.
৮। 'লোকপূর্ণা'র পূর্বে চিত্রিত প্রভৃতির উপধানাধিকঃ (সূঃ ২০)	৮৪৩—৪৪
৯। পবনান্তির পরে অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানাধিকরণ (সূঃ ২১—২৫)	৮৪৪—৪৬
১০। অগ্নিহোত্র ব্রতসকলের ক্রমসুত্রে অনুষ্ঠানাধিকরণ (সূঃ ২৬—২৮)	৮৪৭
১১। দীক্ষার ইষ্টিসিদ্ধতাধিকরণ (সূঃ ২৯—৩১)	৮৪৮—৪৯
১২। কাম্যকর্মসকলের অনুষ্ঠানে পাঠক্রমের অনিয়ামকতাধি- করণ (সূঃ ৩২—৩৫)	৮৪৯
১৩। অগ্নিহোত্রের প্রাথম্যাধিকরণ (সূঃ ৩৬—৩৮)	৮৫১
১৪। জ্যোতিষ্টোমবিকারসকলের অগ্নিহোত্রমোত্তরকালতাধিকঃ (সূঃ ৩৯—৪২)	৮৫৩.
১৫। একানেকস্তোমক সোমযোগসকলের অগ্নিহোত্রমোত্তরকালতাধিকরণ (সূঃ ৪৩—৪৪)	৮৫৫

পঞ্চম অধ্যায়—৪র্থ পাদ

১। পাঠক্রমাপেক্ষা ক্রমক্রমস্বয়ের বলীয়সাধিকরণ (সূঃ ১)	৮৫৭.
২। প্রবৃত্তিক্রমাপেক্ষা মুখ্যক্রমের বলীয়সাধিকরণ (সূঃ ২—৪)	৮৫৮
৩। ইষ্টিপূর্বক এবং সোমপূর্বকস্বের বিকল্পাধিকরণ (সূঃ ৫—৯)	৮৫৯
৪। ব্রাহ্মণের পক্ষেও ইষ্টিসোমের পৌর্বাগধ্যে অনিয়মসাধি- করণ (সূঃ ১০—১৮)	৮৬২
৫। এতদুপরে সোমপূর্বককালে সোমের বিহিতকালসাধি- করণ (সূঃ ১৫—১৮)	৮৬৪—৬৫.
৬। উপাংশুযোগের সোমোত্তরানুৎকর্ষাধিকরণ (সূঃ ১৯—২১)	৮৬৭
৭। ঐন্দ্রাণাদি বিকৃতির সত্ত্বকালতাধিকরণ (সূঃ ২২—২৪)	৮৬৭.
৮। সান্নাধ্যানীষোমীর বিকারসকলের সোমোত্তরকালতাধিকরণ (সূঃ ২৫)	৮৭০.
৯। সোমবিকারসকলের দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালতাধিকরণ (সূঃ ২৬)	৮৭১.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	৩০	অবিচ্ছিন্ন	অবচ্ছিন্ন
৫৮	১	ঐ	ঐ
৫৮	৪	ঐ	ঐ
৭১	১	ভাবকর্তৃহীন	কর্তৃহীন
৭২	২৯	(অল্পভবের বিষয়ীকৃত) বোধ	অল্পভবের বিষয়ীকৃত
৮২	১১	পদার্থ	পদ
৮২	১২	অবাসিতত্বও	অবাসিতার্থত্বও
৯৭	১৯	মৈত্রায়ণী	মৈত্রায়ণী
১২১	২১	তৎপ্রতীতিগমনযোগ্যত্ব	তৎপ্রতীতিজননযোগ্যত্ব
১৪১	৯	জমনা	জেননা
১৮৯	১৯	সংসর্গবোধপূর্বক	সংসর্গবোধাত্মক
২৩৫	২৫	ভাবনা বা প্রতিপাদক	ভাবনাপ্রতিপাদক
২৩৫	২৭	“ভাবনা” “কল্প”	“ভাবনা” এবং “কল্প”
২৩৮	১৮	কারণ	করণ
২৩৮	১৯	কারণাকাজ্ঞা	করণাকাজ্ঞা
২৭২	৭	যজ্ঞংষি	যজুংষি
৪০৬	১১	বচনশ্রুতিভাবঃ	বচনশ্রুতিভারঃ
৪৪৬	২৩	পরম	পরমপূজ্যপাদ



মীমাংসা-দর্শনম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

ত্রীমদ্বোগেন্দ্রেবাজ্জিহ্মদ্বয়মদ্বয়মব্যয়ম্ ।

মৎস্বাস্ত্বাস্তপাথোযিতরগির্জয়তাদ্ ভুবি ॥

অঙ্কনার্থ। অথ—(গুরুকূলে অবস্থানপূর্বক বেদাধ্যয়নের) অনন্তর, অতঃ—(যে হেতু বেদাধ্যয়ন করা হইয়াছে) সেই জন্য, ধর্মজিজ্ঞাসা—ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার (কর্তব্য)। গুরুকূলে অবস্থান-পূর্বক বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থ-বিচাররূপ ধর্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” (তৈত্তিরীয় আরণ্যক—২।১৫।১) এইরূপ একটি বিধি আছে। ইহার অর্থ—স্বাধ্যায় অধ্যয়ন কর্তব্য। স্বাধ্যায় অর্থ বেদ বা বেদত্রয়ের অন্তর্গত স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুসৃত একটি শাখা। মীমাংসকগণ বলেন, মীমাংসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার এই বেদবিধিপ্রযুক্ত। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিয়া থাকেন যে, বেদার্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র উক্ত বেদবিধিবোধিত নহে। কারণ, উক্ত বিধিটি যদি মীমাংসাশাস্ত্রের প্রয়োজক

হয়, তাহা হইলে উহাকে অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি অথবা পরিসংখ্যাবিধি এই তিনটি বিধির অন্তর্গত বলিতে হইবে। যে বিধি প্রমাণান্তর বা বচনান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত কর্ত্ত্বের বিষয় বিজ্ঞাপিত করে, তাহা 'অপূর্ববিধি'; যেমন—“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” অর্থাৎ “অগ্নিহোত্র হোম করিবে।” এ স্থলে অগ্নিহোত্রহোমরূপ কর্ত্ত্ব, এই বিধিবাক্য ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা অথবা অন্য কোন বচনের দ্বারা বিহিত হয় নাই। যে কর্ত্ত্ব প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্ত যে বিধি থাকে, তাহা 'নিয়মবিধি', যেমন—“ব্রীহীন্ অবহন্তি” অর্থাৎ “ব্রীহি অবঘাত করিয়া তুষবিমুক্ত করিবে” ইত্যাদি। এ স্থলে ব্রীহি অর্থাৎ ধাতু বিশেষ হইতে পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্টক) প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাকে তুষবিমুক্ত করিতেই হইবে। কারণ, পিষ্ট তণ্ডুল হইতেই পিষ্টক জাতীয় “পুরোডাশ” নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রীহির এই যে তুষবিমোক্ষণ ইহা নথবিদলন দ্বারা অথবা মূল দ্বারা অবঘাত প্রভৃতি অন্য যে কোন উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাহা কর্ত্ত্বার ইচ্ছার অধীন। এতাদৃশ স্থলে কর্ত্ত্বার ইচ্ছাকে নিয়মিত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র বলিতেছেন—“ব্রীহীন্ অবহন্তি” অর্থাৎ ব্রীহির অবঘাতই করিবে। ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে, অবঘাতের দ্বারা নিষ্পন্ন যে তণ্ডুল তাহাই যজ্ঞীয়—বাগজন্ত ফলের জনক। কারণ, ব্রীহি অবঘাত করিলে একটি ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হয়। বাগজন্ত যে শক্তিবিশেষ বাগীয় ফলের অব্যবহিত পূর্বরূপ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া বাগফল নিষ্পন্ন করে, তাহারই নাম অপূর্ব। কর্ত্ত্ব ক্ষণস্থায়ী অথচ ফল চিরভাবী। সুতরাং কর্ত্ত্ব স্বীয় ফলের কারণ বা জনক হইবে কিরূপে? এই কারণে কর্ত্ত্বজন্ত একটি ব্যাপার বা শক্তি স্বীকার করা হয়, বাহা ফলের অব্যবহিত পূর্বরূপ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া ফল নিষ্পাদন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমে (দ্বিতীয় অধিকরণে) আলোচিত হইবে। বাহা হউক, ব্রীহিতে অবঘাত করিলে একটি ‘অবাস্তব অপূর্ব’ উৎপন্ন হয়—বাহা বাগীয় ফলজনক ‘পরমাপূর্বের’ পরিপোষক। যদি অবঘাত না করা হয়, তাহা হইলে আর সেই অবাস্তব অপূর্বটি জন্মিবে না। আর তাহা হইলে ফলজনক পরমাপূর্বটিও পরিস্ফুট হইতে পারিবে না। সুতরাং অবঘাত দ্বারা তণ্ডুল নিষ্পাদন করা কর্ত্ত্বার ইচ্ছাধীন বলিয়া কর্ত্ত্বা যদি অবঘাত না করিয়া নথবিদলনাদি উপায়ের দ্বারা তুষবিমোক্ষণ করে, তাহা হইলে তৎকালে ‘অবঘাত-টির’ অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রাপ্তিই থাকে। কিন্তু নিয়মবিধির বলে সেই অযোগ্যের ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ রহিত করা হয়। তাহাতে ফল হয় এই যে, অবঘাতের দ্বারাই

হুধবিমোচন করিতে হইবে, তাহা না হইলে সেই তগুল যজ্ঞীয় অপূর্বের জনক হইবে না। এইরূপে ‘অযোগ্যব্যবচ্ছেদ’ই নিয়মবিধির অর্থ। আর তাহাতে নখবিদলনাদি উপায়গুলি ফলতঃ অর্থাৎ আধিক ভাবে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং নিয়মবিধি স্থলে উপর্যাস্তরের নিবেধটি আর্থিক বা অর্থতঃ প্রাপ্ত। আর যে বিধির দ্বারা বিধিবোধিত পদার্থ ছাড়া অল্প পদার্থের নিবেধ বোধিত হইয়া থাকে, তাহার নাম ‘পরিসংখ্যা’ বিধি; যেমন “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” অর্থাৎ পাঁচটি নখ-বিশিষ্ট প্রাণি-সমূহের মধ্যে শশক প্রভৃতি পাঁচটি প্রাণীই ভক্ষ্য। এই বিধির দ্বারা, শশকাদি পাঁচটি প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, এই প্রকার বিধান করা হয় নাই, কিন্তু ‘উক্ত পঞ্চপ্রকার প্রাণী ছাড়া পঞ্চনখবিশিষ্ট অল্প প্রাণী ভক্ষণীয় নহে’, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ভক্ষণ বিষয়ে পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ বশতঃ শশকাদি ছাড়া অপরাপর পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর যে যোগ বা প্রাপ্তি হইতেছিল, তাহা নিবেধ করিবার জগুই বলা হইয়াছে “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।” অতএব ‘অল্প যোগ-ব্যবচ্ছেদ’ই পরিসংখ্যা-বিধির অর্থ।

এস্থলে “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধিটি উক্ত বিধিত্রয়ের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহে। উহাকে ‘অপূর্ববিধি’ বলা চলে না, কারণ, ‘অর্থজ্ঞানের জগু স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করা উচিত’ এই যে বিদ্যার্থ, ইহা প্রমাণাস্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত নহে। যে হেতু যে ব্যক্তির শব্দ ও শব্দার্থবিষয়ে বোধ আছে, সে অধ্যয়ন করিলে যে অর্থবোধ করিতে পারিবে না, ইহা বলা দৃষ্টবিরুদ্ধ; কারণ, সর্বত্রই দেখা যায়, ব্যাপ্ত ব্যক্তির অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। সেই অনুসারে বেদাধ্যয়নও যে অর্থবোধের হেতু হইবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। অতএব অনুমান প্রমাণের দ্বারা অর্থবোধকক সিদ্ধ হয় বলিয়া বিচারবিধায়ক “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বাক্যকে ‘অপূর্ববিধি’ বলা যায় না, যেহেতু ইহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ের বিধায়ক নহে। ইহাকে ‘নিয়ম’ বিধিও বলা যায় না। কারণ, “ব্রীহীন্ অবহন্তি” এই বিধিটি দর্শপূর্ণ-মাস যজ্ঞের প্রকরণে উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা তাহারই অঙ্গ। এই জগু ঐ বিধি দ্বারা যে অবঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহা না করিলে উক্ত যাগেরই অঙ্গহানি ঘটিবে। কিন্তু অধ্যয়ন-বিধি কোন প্রকরণে পঠিত হয় নাই, উহা ‘অনারভ্যায়ীত’। এই কারণে উহাতে ‘নিয়মাপূর্ব’ না হইলে কোনও কৃতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অধ্যোতা ব্যক্তি উত্তরকালে (গৃহস্বাশ্রমে) যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, গুরুর নিকট বেদার্থবিচার না করিয়া তাহা অবগত হইলে সেই জ্ঞানে সেই

সমস্ত যজ্ঞের উপকার হইবে না এই প্রকার উক্তিও সমীচীন নহে। কারণ, যে সমস্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানমাত্র আবশ্যক। আর তাহা স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া অবগত হইলেও সিদ্ধ হয়। আরও অধ্যয়ন যদি ক্রত্বর্থ হইত অর্থাৎ ক্রতু বা যজ্ঞের অঙ্গ হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু ইহা যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হয় নাই। যে স্থানে “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধিটি আছে, তাহা যজ্ঞের প্রকরণ নহে। অধিক কি, তাহা কাহারও অঙ্গ নহে, যে হেতু কোনও পদার্থ আরম্ভ করিয়া তদ্বাধ্যে অধ্যয়নের বিষয় বলা হয় নাই। এই কারণে ইহাকে ‘অনারম্ভাধীত’ বলা হয়। অতএব ‘ব্রীহি অবঘাতের’ শ্রায় অধ্যয়ন অপূর্ব-জনক নহে। অতএব ইহা ‘নিয়মবিধি’ নহে। আর ইহাকে ‘পরিসংখ্যাবিধি’ও বলা চলে না। যে হেতু ইহার দ্বারা অন্ত কোন অধ্যয়নের নিবেদনও করা হইতেছে না। অতএব বেদার্থ-বিচার বিধিবোধিত নহে।

বদি বলা হয়, ঐরূপ হইলে “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই প্রকার বিধির প্রয়োজন কি? তাহা হইলে বলিব, এই বিধি দ্বারা বলা হইয়াছে যে, গুরুর নিকট অক্ষরগ্রহণাত্মক বেদাধ্যয়ন করিলে স্বর্গ হইবে। অধ্যয়ন শব্দের অর্থ গুরুর উচ্চারণ শুনিয়া তদনুসার তদমুরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে সেই সেই বেদবাক্যকে তৎসদৃশভাবে স্বায়ত্ত করিয়া লওয়া। ইহাকেই অপর কথায় ‘অক্ষর-গ্রহণ’ বলা হয়। এস্থলে স্বর্গ অধ্যয়নের ফলরূপে ঐতি-মধ্যে বর্ণিত হয় নাই বটে, তথাপি অর্থাববোধ যে অধ্যয়ন-বিধির তাৎপর্য্য নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কারণ, বিধি না থাকিলেও ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। অথচ বিধি যখন রহিয়াছে, তখন ইহাকে অনর্থকও বলা যায় না, যে হেতু সমগ্র বেদই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। মনুষ্য কিরূপে পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, তাহা প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। অতএব এস্থলে “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধিরও অবশ্যই কিঞ্চিৎ ফল আছে। আর ‘বিশ্বজিৎ’ শ্রায় অনুসারে তাহা স্বর্গই হইতেছে। কারণ, যে স্থলে বিধি আছে অথচ ফলশ্রুতি নাই, তথায় স্বর্গই ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের “স স্বর্গঃ শ্রাৎ সর্বান প্রত্যাবিশেষাৎ” এই পঞ্চদশ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আরও “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধিকে মীমাংসারূপ বিচারশাস্ত্রের প্রয়োজক বলিলে “বেদমধীত্য শ্রায়াৎ” (বৌধায়ন গৃহসূত্র—৬।১) অর্থাৎ “বেদাধ্যয়ন করিয়া সমাবর্তন স্নান করিবে” এই বিধিটির বাধা হইয়া থাকে। যে হেতু এই বাক্যে ‘অধীত্য’ এই স্থলে যে ‘ল্যপ্’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আনন্তর্য্য

বুঝাইতেছে, অর্থাৎ ‘বেদাধ্যয়নের অনন্তর সমাবর্তন-জ্ঞান করিবে’ ইহাই উক্ত বিধির অর্থ। কিন্তু বেদাধ্যয়নের অনন্তর বেদার্থবিচার করিতে থাকিলে তাহাতে বহুকাল অতীত হইবে, কারণ, বেদার্থবিচার অল্পকাল-সাধ্য নহে। আর তাহার পর সমাবর্তন জ্ঞান করিলে বেদাধ্যয়নের অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পরে সমাবর্তন জ্ঞান হয় না। আর তাহাতে উক্ত বিধিবোধিত আনন্তর্য্য বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত্য নহে। অতএব বেদার্থ-বিচার “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধি দ্বারা বিহিত হইতে পারে না বলিয়া বিধিবোধিত না হওয়ার এই শাস্ত্র আরম্ভ অবৈধ।

যদি বলা হয় বিধিবোধিত না হইলেও শাস্ত্রের অল্প প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহা আরম্ভ করা উচিত, তাহা হইলে বলিব, বাহা সন্দ্বিদ্ধ ও প্রয়োজনীয়, তদ্বিবয়েই জ্ঞানিগণ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচারসাধ্য ধর্ম সন্দ্বিদ্ধ নহে এবং বিচারশাস্ত্রের কোন প্রয়োজনও নাই; এই জন্য তাহা আরম্ভ করা অল্পচিত। কারণ, বিচার্য্য ধর্ম যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তদ্বিবয়ে সন্দেহ হয় না বলিয়া তাহার বিচার নিম্প্রয়োজন, যেহেতু আলোক-বহুল স্থানে বর্তমান কলসাদি বস্তুর সম্বন্ধে কোনও অনন্তমনস্ক ব্যক্তির এরূপ সন্দেহ হয় না যে ইহা কলস কি না। আর ধর্ম যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে ত তদ্বিবয়ে সন্দেহেরই উদয় হয় না; সুতরাং বিচার হইতেই পারে না। কারণ, অপ্রসিদ্ধ আকাশকুসুম জ্ঞানগোচর না হওয়ার সন্দেহের বিষয় নহে বলিয়া বিচারেরও হেতু বা প্রয়োজক নহে। অতএব মীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভ করা অনর্থক।

পূর্বপক্ষবাদী ঐ প্রকার আপত্তি তুলিলে তদন্তরে বলিব, বেদার্থবিচারাস্থক মীমাংসাশাস্ত্র “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই বিধিবলেই আরম্ভণীয়। আর এ স্থলে ‘অপূর্ব-বিধি’ বা ‘পরিসংখ্যাবিধি’ স্বীকার করা না বাইলেও ‘নিয়মবিধি’ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধ্যায়বিধি দ্বারা কেবলমাত্র অক্ষরগ্রহণাস্থক অধ্যয়ন বিহিত হয় নাই, কিন্তু অর্থগ্রহণও তাহার দ্বারা বিহিত হইয়াছে। কারণ, অর্থাব-বোধই অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল। আর দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে অর্থজ্ঞানরূপ প্রাপ্ত পরিত্যাগ করায় এবং অপ্রাপ্ত স্বর্গরূপ ফল কল্পনা করায় ‘কৃতনাশ’ ও ‘অকৃতাত্যাগম’ নামক দোষ হয়। ইহাতে ‘কল্পনাগোরব’ নামক দোষও হইয়া থাকে; কারণ, প্রথমতঃ স্বর্গরূপ ফল কল্পনীয়, আবার অধ্যয়নের স্বর্গ-সাধনত্বও কল্পনীয় হইয়া পড়ে। অতএব স্বর্গ স্বাধ্যায়বিধির ফল নহে; কিন্তু অর্থজ্ঞানই তাহার ফল। আর সেই অর্থগ্রহণ স্বয়ং করিলে হইবে না, কিন্তু অধ্যয়নের দ্বারাই অর্থজ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ

গুরুর নিকটে বেদার্থ বিচাররূপ অধ্যয়নদ্বারাই অর্থজ্ঞান করিতে হইবে, ইহাই এস্থলে 'নিয়মবিধি'র অর্থ। যদি বলা হয়, এতাদৃশ 'নিয়মবিধির' উপযোগিতা কি ? কারণ, ইহার দ্বারা এমন কোনও 'অপূর্ব' উৎপন্ন হইবে না, বাহা জ্ঞানের বা যাগের কোনও উপকারে আসিতে পারে। তাহা হইলে বলিব, "দর্শাপূর্ববদন্ত্যত্র ক্রত্বপূর্বং নিয়ামকম্" অর্থাৎ "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই স্থানে যেমন দর্শযোগীয় 'অপূর্ব' 'নিয়মবিধির' প্রয়োজক, এ স্থলেও সেইরূপ উত্তরকালে করিষ্যমাণ সমস্ত যজ্ঞীয় অপূর্বই অধ্যয়নে 'নিয়মবিধির' প্রয়োজক। এইভাবে বেদার্থজ্ঞান লাভ করিলে এমন একটি অপূর্ব উৎপন্ন হইবে, বাহা উত্তরকালে যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে তৎসমুদয়েরই উপকার সাধন করিবে। কারণ, যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে সেগুলির অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আর লিখিত পাঠাদি দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলেও নথবিদলিত তগুলের দ্বারা তাহা হইতে কোনও অপূর্ব উৎপন্ন না হওয়ায় তাদৃশ স্বতোলাব্ধ জ্ঞান কোনও ফলের হইবে না। সুতরাং অধ্যয়নে 'নিয়মবিধি' স্বীকার করিলে তাহা হইতে উৎপন্ন 'অদৃষ্ট' জ্ঞানের সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞেরই উপকার করিবে।

বস্তুতঃপক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের অধিকারী নিয়মিত করাই 'স্বাধ্যায়বিধির' তাৎপর্য। বেদে বিধি আছে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"। কিন্তু এই বিধির অধিকারী কে তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই অগ্নিহোত্র করিতে পারে। আবার অনুষ্ঠানবিধির দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়, কারণ, অনুষ্ঠেয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে তাহার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। আবার তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বেদাধ্যয়নও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের দ্বারা শূদ্রও বেদাধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে। কারণ, স্বর্গার্থে অগ্নিহোত্র হোম প্রভৃতি যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এবং তাহার অধিকারী নির্দিষ্ট নাই বলিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের দ্বারা শূদ্রেরও স্বর্গকামনা হইতে পারে এবং তজ্জন্ত শূদ্রও অগ্নিহোত্র হোম প্রভৃতি যজ্ঞ কৰ্ম্ম করিতে পারে। আর তজ্জন্ত তাহাকে বেদাধ্যয়নও করিতে হয়। অথচ ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তম অধিকরণে উপপাদন করা হইবে যে, 'শূদ্র যজ্ঞের অধিকারী নহে'। এই যে অধিকারিনিয়ম অর্থাৎ যজ্ঞাদিতে শূদ্রের অধিকার নিষেধ, ইহা তবেই সিদ্ধ হয় যদি অধ্যয়ন-বিধির অধিকারী নিয়মিত করা যায়। সেই অধিকারিনিয়মই এস্থলে অধ্যয়ন-বিধি দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। "স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ" এই বিধি দ্বারা যে বেদাধ্যয়নরূপ কৰ্ম্ম

বিহিত হইয়াছে তাহার কোনও অধিকারী বা কর্তার উল্লেখ নাই। আবার স্থানান্তরে “বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজ্ঞঃ, শরদি বৈশ্বম্” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্বের শরৎকালে”, এই যে বিধি ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই ত্রৈবর্ণিকের উপনয়নরূপসংস্কার কথিত হইয়াছে। এই যে সংস্কার, “ইহা গুণ-কর্ম বলিয়া ইহাকে অবশ্যই কোনও প্রধান কর্মের অঙ্গ বলিতে হইবে। অথচ এস্থলে কোনও প্রধান কর্মের নির্দেশ নাই। পূর্বে দেখা গেল, স্বাধ্যায়রূপ প্রধান বিধির কর্তা নাই বলিয়া তাহা কর্তৃসাপেক্ষ অর্থাৎ কর্তার অপেক্ষা করিতেছে। আবার পরে দেখা যাইতেছে যে, “বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” ইত্যাদি বিধিবিহিত সংস্কারকর্মতায়ুক্ত ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক ‘আমাদের উপনীত হইয়া কি করিতে হইবে’ এইরূপে কর্মের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই বিধিটি কর্মসাপেক্ষ। এইরূপে ‘গুণকর্ম’ এবং ‘প্রধানকর্ম’ উভয়ের পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা থাকায় এবং গুণকর্মসংস্কৃত ব্রাহ্মণাদি দ্রব্যেরও প্রধানকর্ম যে অধ্যয়ন, তাহা সম্পাদন করিবার যোগ্যতা থাকায়, এবং উক্ত বিধিদ্বয় পরস্পর অধিত হইবারও যোগ্য হওয়ায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ব এই ত্রৈবর্ণিকেরই বেদাধ্যয়ন কর্তব্য, কেন না, তাহাদেরই উপনয়ন হইয়াছে। আর এইরূপ হইলে উপনয়নরূপ ‘সংস্কারকর্ম’ অধ্যয়নের অঙ্গ হইয়া থাকে, এবং অধ্যয়নের যোগ্যতা সম্পাদন করাই তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়ে; যেহেতু তাহা অধ্যয়নের কর্তা যে মানবকে তাহার সংস্কারসাধন করিতেছে। যেমন “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” বলিলে ‘প্রোক্ষণ’রূপ ‘সংস্কারকর্ম’ প্রধান কর্মেরই অঙ্গ হয়, যে হেতু প্রোক্ষণের দ্বারা সংস্কৃত ব্রীহিই প্রধান কর্মের উপকারক হইয়া থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নের প্রয়োজন আবার দৃষ্ট যে অর্থজ্ঞান—তাহা লাভ করা। আর অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সম্পাদন করা। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আর শূদ্রের অধিকারে যাইতে পারিবে না, কারণ, তাহার অধিকারী বিধির দ্বারাই ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। যদি অগ্নিহোত্রাদির অধিকারী বিধিসামর্থ্যলভ্য না হইত, তাহা হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ছাত্র শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারিত। সুতরাং বর্ষ অধ্যায়ে যে অপশূদ্রাধিকরণ আরচিত হইবে, তাহা এই অধ্যয়নবিধিরই ফল। অতএব অধ্যয়নে ‘নিয়মবিধি’ই স্বীকার করিতে হয়।

সূত্রের “অতঃ” এই পদের দ্বারা অধ্যয়নের ‘নিয়মবিধি’ই সূচিত হইয়াছে। কারণ, ‘অথ’ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য বা অনন্তর। আর অনন্তর বলিলে পূর্ববর্তী কোনও কর্মেরই অনন্তর বুঝায়। এ স্থলে বেদাধ্যয়নই সেই পূর্ববৃত্ত কর্ম, তাহারই

অনন্তর ধর্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার কর্তব্য। কারণ, বেদ অধ্যয়ন না করিলে বেদার্থবিচাররূপ ধর্মজিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না। সুতরাং ‘অথ’ শব্দের সামর্থ্যেই যখন বেদাধ্যয়ন পূর্ববর্তী হয়। ধর্মজিজ্ঞাসার হেতু হয়, তখন পুনরায় ‘অতঃ’ এই শব্দটির প্রয়োগ নিরর্থক। অথচ পরমর্ষি যখন ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় ইহার কোনও তাৎপর্য আছে। যদি বলা হয়, মঙ্গলাচরণই ‘অথ’ শব্দের তাৎপর্য; তাহা হইলে বলিব মঙ্গল ‘অথ’ শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু যাত্রাকালে অপর কর্তৃক অথ প্রয়োজনে নীরমান জনপূর্ণ কুস্ত দর্শন যেমন মঙ্গলসূচক, সেইরূপ প্রয়োজনান্তরে প্রযুক্ত ‘অথ’ শব্দের উচ্চারণ বা তৎশ্রবণও মঙ্গলকর। এই জ্ঞা কথিত আছে,—

ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পূরা ।

কণ্ঠা ভিষ্মা বিনির্ধাতৌ তন্মাম্মঙ্গলিকাবুভৌ ।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে অথ শব্দ ‘মঙ্গলিক’ অর্থাৎ মঙ্গলকর বা মঙ্গলসূচক, কিন্তু মঙ্গলবাচক নহে।

অতএব অথ শব্দ আনন্তর্য্যবোধক বলিয়া এবং তদ্বারাই বেদাধ্যয়ন বিচারের হেতুরূপে লব্ধ হয় বলিয়া অজ্ঞ অর্থ প্রকাশ করাই ‘অতঃ’ শব্দের তাৎপর্য। এস্থলে অধিকারনিয়ম করাই সেই তাৎপর্য। আর বিধিमध्ये কোন কর্ত্তা উল্লিখিত নাই বলিয়া ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই অবিশেষে বেদাধ্যয়ন প্রাপ্তি হয়। এস্থলে ‘অতঃ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরমর্ষি জৈমিনি তাহারই এইরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে, যে হেতু উপনয়ন-বিধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই জ্ঞা উপদিষ্ট, সেই হেতু এই ত্রৈবর্ণিকই বেদাধ্যয়নের অধিকারী। আর যে হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ই বেদাধ্যয়নের অধিকারী, অতএব তাহারাই বেদার্থ বিচাররূপ ধর্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইবে, কারণ, অর্থজ্ঞান পর্যন্ত অধ্যয়নই স্বাধ্যায়-বিধির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বিচার ব্যতিরেকে নিঃসন্দেহ জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া বেদার্থ বিচার অবশ্য কর্তব্য। এই জ্ঞা ‘জ্ঞা’ধাতু এবং ‘সন্’প্রত্যয়ান্বক বাক্যে ‘লক্ষণা’ করিয়া ধর্মজিজ্ঞাসা পদের অর্থ ধর্মবিচার করা হইয়াছে। কারণ, এস্থলে ‘জ্ঞা’ ধাতুর দ্বারা জ্ঞান এবং ‘সন্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ইচ্ছা অভিহিত হইয়াছে। আর ইচ্ছা ‘কর্তব্য’ অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাত্ত নহে, কারণ, কেহ কোনও কর্মের দ্বারা ইচ্ছা নিষ্পন্ন করিতে পারে না। আবার জ্ঞানও ইচ্ছার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, যে হেতু কেহ ইচ্ছা করিলেই জ্ঞান হয় না। অথচ গ্রন্থসমালোচনা

পূর্বক অধ্যয়নরূপ ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব বিচার ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য বলিয়া তাহাই এ স্থলে জিজ্ঞাসা শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। আবার বিচার বিচার্যবিষয়সাপেক্ষ। আর অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বাগাদিই ধর্ম (ইহা পরবর্তী সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে); তাহাই বেদের অর্থ বা প্রতিপাদ্য। সুতরাং ধর্ম পদের অর্থ বেদার্থ। তাহাই এ স্থলে বিচারের বিষয়। এই কারণে ‘ধর্মজিজ্ঞাসা’ শব্দের অর্থ বেদার্থ-বিচার। এইজন্ত বিবরণ-প্রমের নামক গ্রন্থে ২য় বর্ণকে পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—“বিচার্য্যস্ত অগ্নিহোত্রাদেঃ ধর্ম্যস্ত বেদার্থত্বেন” অর্থাৎ “বিচার্য্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্ম্য বেদার্থ”। এস্থলে ধর্ম শব্দটি প্রমাণাদিরও উপলক্ষণ। এইজন্ত ভাট্টদীপিকাগ্রন্থের ভাট্টচিন্তামণি নামক টীকায় কথিত হইয়াছে—“ধর্মশব্দশ্চ প্রমাণাদীনামপুলক্ষকঃ”। সুতরাং ধর্মের স্বরূপের ত্রায় তাহার প্রমাণ এবং অর্থবাদ প্রভৃতিরও বিচার এই প্রতিজ্ঞামধ্যেই কথিত হইয়াছে।

এস্থলে বেদাধ্যয়নের পর ধর্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলে “বেদমধীত্য স্মার্য্যং” এই স্মৃতিবচনের বাধ হয়, এই প্রকার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ! ‘অধীত্য’ এস্থলে যে ‘ল্যপ্’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, ‘আনন্তর্য্য’ তাহার অর্থ নহে, যে হেতু “সমানকর্তৃকর্যোঃ পূর্বকালে” এই পাণিনি সূত্র হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, দুইটি ক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন হইলে পূর্বকালবর্তী ক্রিয়াটির উত্তর ‘ক্তৃ’ বা ‘ল্যপ্’ প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং ‘পূর্বকালভাবিতাই’ ‘ল্যপ্’ প্রত্যয়ের অর্থ। অতএব বেদাধ্যয়ন করিয়া তদনন্তর ধর্মজিজ্ঞাসা করিয়া পরে যদি সমাবর্তন স্নান করা হয়, তাহাতেও বেদাধ্যয়ন সমাবর্তনের পূর্বকালবর্তীই থাকে। সুতরাং ইহাতে উক্ত স্মৃতির বাধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আর যদিই বা ‘আনন্তর্য্য’ ‘ক্তৃ’ প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তথাপি তাহাতে অধ্যয়ন-বিধির দৃষ্ট-ফল যে অর্থজ্ঞান, তাহার বাধ হয় বলিয়া লক্ষণাবলে উহার অর্থ ‘পূর্বকালবর্তিতা’ স্বীকার করিতে হয়।

আর পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, ধর্ম সন্দেহের অযোগ্য বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচার হইতে পারে না, এবং তাদৃশ বিচারের কোন প্রয়োজনই নাই, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, ধর্ম অপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা প্রসিদ্ধ। আর তাহা প্রসিদ্ধ হইলেও যে সন্দেহের অযোগ্য তাহাও নহে, যে হেতু ‘ধর্ম’ নামক একটি পদার্থ যে আছে, তাহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। এই কারণে ধর্ম সামান্যতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহার বিশেষ ভাবই সন্দেহের বিষয়; যে হেতু কেহ বলেন, চৈত্যবন্দনাদিই (ঋশানের বৃক্ষবিশেষের পূজাদিই)

ধর্ম, আবার কেহ বলেন যাগাদিই ধর্ম। সুতরাং ধর্ম সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার বিশেষ স্বরূপ সন্দিগ্ধ। অতএব ধর্ম সন্দেহের বিষয় বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচার করা অবশ্যই কর্তব্য। আর ধর্ম শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ পুরুষার্থলাভের উপায় বলিয়া তাহা সকলের প্রয়োজনীয়ও বটে। এইজন্ত শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ বলিয়াছেন— “জিজ্ঞাস্তাঃ সংশয়াদ্ধর্মঃ শ্রেয়স্করতয়াপি চ”। অতএব তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই বিচার শাস্ত্রের প্রয়োজন। সুতরাং বিচার্য বিষয় সন্দিগ্ধ ও সপ্রয়োজন বলিয়া বিচারশাস্ত্র অবশ্যই আরম্ভ করা উচিত।

এইরূপে এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ধর্মই বিচারশাস্ত্রের প্রয়োজন, এবং তাহাই বিচারশাস্ত্রের অভিধেয়। আর তাহার সহিত শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে; কারণ, ধর্মই বিচারশাস্ত্রের প্রতিপাত্ত এবং বিচারশাস্ত্রই ধর্মের প্রতিপাদক। আর অধীত ত্রৈবর্ণিকই বিচারশাস্ত্রের অধিকারী। এইরূপে সূত্রমধ্যেই অধিকারী, প্রয়োজন, অভিধেয় এবং সম্বন্ধ এই অমুদ্বন্দ্বচতুষ্টয় সূচিত হইয়াছে। কারণ, ‘সূচনাং সূত্রম্’ অর্থাৎ যে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য বহু অর্থের সূচনা করিয়া দেয়, তাহারই নাম সূত্র। এই জন্ত প্রাচীনগণ সূত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

স্বল্লাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।

অস্তোভমনবত্তঞ্চ সূত্রং সূত্রকৃতো বিদুঃ।

অর্থাৎ বাহা স্বল্লাক্ষর—তন্মধ্যে যে কয়টি অক্ষর অথবা পদ আছে, তাহার আর সংক্ষেপ করা যায় না, বাহা অসন্দিগ্ধ, বাহা সারবৎ অর্থাৎ অনর্থক বিষয় লইয়া রচিত হয় নাই, বাহা বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বহু অর্থের সূচক অর্থাৎ বাহা দ্বারা প্রতিপাত্ত বহু অর্থ সংসূচিত হয় এবং বাহা অস্তোভ—স্তোভ অর্থাৎ অনর্থক শব্দ বা অক্ষরবিবর্জিত এবং বাহা অনবত্ত—সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর অর্থাৎ বাহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি টিকে না, তাহাকেই সূত্রবিশি মনীষিগণ সূত্র বলিয়া জানেন। অতএব সূত্রের এইরূপ লক্ষণ হওয়ায় এই প্রথম সূত্রের দ্বারা যে বহু অর্থ সংসূচিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল। পাঠকগণ ইহার দ্বারাই অগ্ৰান্ত সূত্রেরও গাভীর্ধ্য বুঝিয়া লইবেন। অগ্ৰান্ত স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে ভট্টমতানুসারে সূত্র ভাষ্যের ভাবার্থ বর্ণিত হইবে। ইতি জিজ্ঞাসাধিকরণঃ। *

* বিষয়, সংশয়, পুরুষপক্ষ, উত্তরপক্ষ, প্রয়োজন এবং সম্ভ্রুতি এই কয়টি লইয়া এক একটি অধিকরণ। যেমন—“বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই বেদবাক্যটি বিষয়।

চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। চোদনালক্ষণঃ—চোদনা অর্থাৎ বেদবিধি বাহ্যক লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক, অর্থঃ—যাহা পুরুষের ইষ্ট—অভিলষিত বস্তুর সাধন অর্থাৎ প্রাপক বা হেতু, ধর্মঃ—তাহাই ধর্ম। যে ক্রিয়া পুরুষের ইষ্টফলের সাধন অর্থাৎ হেতু বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম; সুতরাং বেদবিহিত ষাগ, দান, হোম প্রভৃতি ক্রিয়াই ধর্ম, কারণ, তাহার দ্বারাই পুরুষ অভিলষিত শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে ধর্মবিচার কর্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ধর্মবিচারকে বিষয় করিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, ধর্ম-বিচার কর্তব্য নহে, যেহেতু লক্ষণ এবং প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোনও অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার লক্ষণ আছে কি না, জ্ঞানা আবশ্যক, যে হেতু লক্ষণ থাকিলে তবে তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে উত্তম হয়, অতথা কেহ আকাশকুসুমের জ্ঞান লক্ষণহীন বস্তুর অস্তিত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে উত্তম হয় না। এই জ্ঞান কথিত আছে, “মানাধীনা মেয়সিদ্ধির্মীনসিদ্ধিচ্চ লক্ষণাং” অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, আর প্রমেয় পদার্থের যদি লক্ষণ থাকে, তবেই তদ্বারা সম্ভাবনাবুদ্ধি-পূর্বক

(এক একটি শাস্ত্রবাক্যই এক একটি অধিকরণের বিষয় হইয়া থাকে)। বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থ বিচার কর্তব্য কি না—ইহা সংশয়। বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থবিচার কর্তব্য নহে, ইহা পূর্বপক্ষ; যেহেতু তাহাতে “বেদমধীতা স্মারাতঃ” ইত্যাদি স্মৃতি বাধিত হয় ইত্যাদি প্রকার বুক্তিনিচয়—পূর্বপক্ষের বীজ। বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থবিচার কর্তব্য—ইহা উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। এ পক্ষে বুক্তি সকল ব্রহ্মসুবাদমধ্যে ব্রূতব্য। ধর্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য, ইহা প্রস্তোজন। আর এ স্থলে উপোদ্বাত অর্থাৎ শাস্ত্ররত্ন সঙ্গতি। সঙ্গতি অনেক প্রকার যথা, শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি, পাদসঙ্গতি, আক্ষেপিকী সঙ্গতি, প্রত্নাদাহরণসঙ্গতি, প্রসঙ্গসঙ্গতি, আতিদেশিকী সঙ্গতি, অপবাদসঙ্গতি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে প্রত্যেক অধিকরণে শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি, পাদসঙ্গতি এবং অল্প যে কোনও একটি সঙ্গতি অবশ্য অপেক্ষিত।

তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগে পরীক্ষকগণ উত্তত হইয়া থাকেন। কিন্তু ধর্মের কোনও লক্ষণ নাই, এবং হইতেও পারে না। যে হেতু লৌকিক অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ বস্তুরই লক্ষণ হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক-প্রমাণগম্য নহে। কারণ, ধর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে, যে হেতু তাহার রূপাদি নাই। আর বাহ্য কোন না কোন প্রকারে প্রত্যক্ষের বিষয় নহে—তাহা অনুমানাদি অজ্ঞাত প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারে না। ধর্ম শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে, এরূপ আপত্তিও করা চলে না; কারণ, অপ্রসিদ্ধ অলৌকিক পদার্থ শব্দের দ্বারা কথিত হইলেও তদ্বিষয়ে সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়া তাহা জ্ঞানেরও বিষয় হয় না। যেমন “গো” শব্দটি যে গলকঙ্কলাদিবিশিষ্ট গোবীর বাচক, তাহা প্রসিদ্ধই হইত না যদি তাদৃশ গলকঙ্কলাদিবিশিষ্ট প্রাণী কাহারও প্রত্যক্ষ বা অনুমানের বিষয় না হইত। কিন্তু ধর্ম প্রত্যক্ষাদির বিষয় নহে বলিয়া তাহা শব্দ প্রমাণের দ্বারাও প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অতএব লক্ষণ এবং প্রমাণ-বিহীন পদার্থের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। এই প্রকার আপত্তি উপস্থাপিত হইলে তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ”। ‘চোদনা’ অর্থ প্রবর্তনাবিধায়ক অথবা নিবর্তনাবিধায়ক বেদবাক্য। লক্ষণ অর্থ বাহার দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাপিত হয়। ‘চোদনা’ লক্ষণ বাহার—তাহাই চোদনা-লক্ষণ। ইহার দ্বারা ধর্মের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং ‘চোদনা’র প্রামাণ্য উভয়ই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। যে হেতু ‘চোদনা’ এবং লক্ষণ—প্রমাণ যন্ত সঃ চোদনা-লক্ষণঃ’ এই প্রকার অর্থ করিলে ইহাই বুঝায় যে, একমাত্র ‘চোদনা’ই ধর্মের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ। আর ‘চোদনা লক্ষণ—প্রমাণমেব যন্ত’ এই প্রকার অর্থ করিলে ‘চোদনা’ লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ বই অপ্রমাণ নহে, ইহাই বুঝায়। ইহার দ্বারা ‘চোদনা’র প্রামাণ্য প্রতিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ ‘চোদনা’ যে প্রমাণ, তাহা অপ্রমাণ নহে, এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এস্থলে এই দুই প্রকার অর্থই সূত্রকারের অভিপ্রেত, যে হেতু অগ্রে সূত্রকার স্বয়ংই “সংসম্প্রয়োগে” ইত্যাদিসূত্রে প্রতিপাদন করিবেন যে, ‘চোদনা’ ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণই ধর্মের স্বরূপ প্রতিপাদনে সমর্থ নহে, এবং “ঔৎপত্তিকস্ত” ইত্যাদি সূত্রে উপপাদন করিবেন যে, ‘চোদনা’ অবশ্যই প্রমাণ, তাহা অপ্রমাণ নহে। ভাষ্যকার ভগবান্ শবরস্বামী এই চোদনাসূত্রের ভাষ্যমধ্যেই ‘চোদনা’ই যে ধর্মে প্রমাণ এবং ‘চোদনা’ যে প্রমাণ ছাড়া অপ্রমাণ নহে, তাহা ‘অনাগতাবেক্ষণত্বাৎ’ সামান্তভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর ভাষ্যের ব্যাখ্যাচ্ছলে বাস্তবিককার পূজ্যপাদ

শ্রীমৎকুমারিলভট শ্লোকবার্ত্তিকমধ্যে প্রামাণ্যবিচার, বেদের প্রামাণ্যের আক্ষেপ ও সমাধান, বুদ্ধ এবং অহিংসের সর্বজ্ঞতানিরাস, বুদ্ধ, জিন প্রভৃতি মনুষ্যের উক্তি ধর্ম্মে প্রমাণ নহে ইত্যাদি বিষয়সকল দৃঢ়তর যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়া একমাত্র 'চোদনা' অর্থাৎ বেদবাক্যই যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সূত্রমধ্যে যে “অর্থঃ” এই পদটি আছে, ইহার দ্বারা অনর্থের ধর্ম্মই নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বাহা অনর্থ বা অনিষ্টের সাধন—বাহার ফল স্বয়ং অনর্থ হয় কিংবা অনিষ্টের হেতু হয়, তাহা বেদবোধিত হইলেও ধর্ম্ম নহে। কারণ, ‘শ্বেন’ নামক যজ্ঞ এবং এতাদৃশ অপরাপর আভিচারিক কৰ্ম্ম বেদমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই-গুলিও ‘চোদনালক্ষণ’ই বটে, কিন্তু সেইগুলি স্বরূপতঃ ধর্ম্ম নহে, যে হেতু তাহার স্বীয় ফলের দ্বারা অনর্থের জনক। কারণ, শত্রুবধের উদ্দেশ্যে লোকে ‘শ্বেন’ যাগ করিবে। সুতরাং ‘শ্বেন’ যাগের ফল শত্রুবধ। কিন্তু উহা হিংসাত্মক। আর হিংসা “মা হিংস্রাৎ সর্কী ভূতানি” অর্থাৎ ‘কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না’ এই বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উহার ফলে অনভিপ্রেত নরকাদি হইয়া থাকে। যে হেতু বাহার ফলে অনর্থ—অনভিলষিত নরকাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই বেদমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ‘শ্বেনযাগ’ বেদবিহিত হইলেও তাহা যখন ফলদ্বারা অনর্থানুবন্ধী অর্থাৎ ফলদ্বারা অনর্থজনক, তখন উহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। কারণ, বাহা ধর্ম্ম, তাহা ফলদ্বারাও অনর্থজনক হইবে না অর্থাৎ তাহার ফলের ফলও অনর্থ হইবে না। এইজন্য শ্রীমৎ কুমারিলভটপাদ বলিয়াছেন—

ফলতোহপি চ যৎ কৰ্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে ।

কেবলপ্ৰীতিহেতুত্বাৎ তদধর্ম্মত্বেন হীযতে ।

অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম ফল দ্বারাও অনর্থানুবন্ধী হয় না, কিন্তু বাহা কেবলমাত্র প্ৰীতিরই হেতু হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং ‘শ্বেনযাগ’ বিধিবিহিত হইলেও ধর্ম্ম নহে।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, হিংসা হইলেই যে তাহা অনর্থ হয়—পাপজনক হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহা যদি নিষিদ্ধ হয়, তবেই তাহা পাপজনক বা অনর্থকলক হইয়া থাকে। এই জন্য মনুসংহিতাভাষ্যে পূজ্যপাদ মেধাতিথিতট্ট বলিয়াছেন, “ন হিংসাত্বং পাপহেতুত্বেন কারণম্, অপিতু প্রতিষেধেন বিষয়ীকরণম্” অর্থাৎ হিংসাত্বই পাপজনকত্বের হেতু নহে, কিন্তু নিষিদ্ধত্বই পাপজনক, কারণ—বাহা নিষিদ্ধ তাহার অনুষ্ঠানই পাপের হেতু হইয়া থাকে—বাহার ফলে নরকাদি

অনর্থ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ‘শ্বেনবাগের’ ফলে শত্রুবধরূপ হিংসা হয় বলিয়াই যে তাহা অনর্থানুবন্ধী এরূপ নহে, কারণ, হিংসাত্বই অনর্থের হেতু নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ‘জ্যোতিষ্টোমাদি’ যজ্ঞের ফলও অনর্থ হইয়া পড়িত; যে হেতু তাহাতেও “অগ্নীবোমীয় পশুমালভেত” ইত্যাদি বচনের দ্বারা পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উক্তস্থলের (শ্বেনাদিবাগের) ফলীভূত যে হিংসা—তাহা বিধিবোধিত নহে বলিয়াই অনর্থজনক।

ইহার রহস্য এই যে, শাস্ত্রীয় বিধির কার্য প্রবৃত্তি উৎপাদন করা। সুতরাং বাহাতে পুরুষের স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্বিষয়ে বিধি বিফল, কারণ, বিধি বিনাই তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বর্গাদি ফল মনোরম বলিয়া তাহাতে পুরুষের স্বতই প্রবৃত্তি হয়। এই জন্ম ফল বিধের অর্থাৎ বিধির প্রতিপাত্ত বা বিধিজনিত প্রবর্তনার বিষয় নহে। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। আর যাহা বিধেয় নহে, তদ্বিষয়ে যদি নিষেধ থাকে, তাহা হইলে তাহা কেবলমাত্র নিষেধেরই বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া অনর্থজনকই হয়; যে হেতু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তুর অনর্থজনকতা লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না বলিয়াই ঋতি নিষেধবাক্যের দ্বারা ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, ইহা করিলে অনর্থ ঘটিবে অর্থাৎ ইহার ফলে এমন কিছু হইবে যাহা পুরুষের অর্থ বা অভিলষিত নহে, কিন্তু তাহা অনিষ্ট বা দ্বিষ্ট অর্থাৎ বিধেয়েরই বিষয়। শ্বেনবিধির স্থলে বিধেয় শ্বেনবাগের ফল শত্রুবধ। আর ঐ যে শত্রুবধ, উহা ফল বলিয়া বিধেয় নহে। অথচ “মা হিংস্তাং সর্বা ভূতানি” এই ঋতিবচনে সাধারণভাবে হিংসা নিষিদ্ধই হইয়াছে। এই কারণে শ্বেনবাগের ফল যে হিংসাত্মক শত্রুবধ, তাহা অনর্থফলক অর্থাৎ তাহার ফলে অনিষ্ট—অনভিলষিত নরকাদি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ‘জ্যোতিষ্টোমাদি’ যজ্ঞে যে পশুবধ করা হয়, তদ্বারা প্রধানীভূত ‘জ্যোতিষ্টোমেয়’ সাক্তা-সাধন হইয়া থাকে। আবার সেই যে ‘জ্যোতিষ্টোমাদি’, তাহা কাহারও ফল নহে, কিন্তু তাহা স্বর্গাদি ফলের উপায়। স্বর্গাদি ফলের উপায়স্বরূপ যে যাগাদি তাহাতে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেও পারে না; কারণ, তাহা কষ্টসাধ্য। আর কষ্ট অনভিলষিত বলিয়াই কষ্টসাধ্য কর্ত্তে পুরুষের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণে যাগাদিরূপ উপায় কষ্টসাধ্য হইলেও তাহাতে বাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জগুই সকল জীবেরই শ্রেয়োনির্দেশিকা ঋতি করুণাময়ী জননীর ত্রায় জীবের মঙ্গল

লাভের উপায় উপদেশ করিয়া তাহাতে প্রবর্তনা বিধান করিতেছেন। যদি বলা হয় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুবধ করা হয় তাহাতে যজ্ঞেরই সাক্ষ্যতা সাধিত হয়, আর তাহার ফলে তদধিকারী মনুস্যেরই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ কেবল মনুস্যেরই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে নিহত পশুটির কি ইষ্টলাভ হইল? তাহার সুখের জীবনের প্রতি-বন্ধকতা ছাড়া ত আর কোনই উপকার হইল না। সুতরাং ঋতি সকল জীবেরই শ্রেয়োনির্দেশিকা কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, যজ্ঞে নিহত পশুটির যে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়, ইহাই তাহার পরম কল্যাণ। ঋতিই ইহা নির্দেশ করিয়া দিতেছেন, যথা—“হিরণ্যশরীর উর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি” অর্থাৎ “যজ্ঞে-নিহত জীব হিরণ্ময় দেহ ধারণ করতঃ উর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।”

অপি চ—“ন বা উ এতন্নিয়সে ন বিধ্যসি

দেবা-নিদেযি পথিভিঃ সুগেভিঃ।

বত্র যন্তি স্কৃত্তো নাপি দৃষ্টত-

স্তত্র বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ (যজুর্বেদ—২।৬।১৪২)

অসম্বাদ্যঃ—“হে পশো! তোমার এই যে প্রাণবিয়োগ করা হইতেছে ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তুমি মরিতেছ না, কিংবা কোনও অরিষ্ট প্রাপ্ত হইতেছ না। কিন্তু তুমি এই প্রকারে সুগম পথে দেবগণের সান্নিধ্যলাভ করিতেছ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিতেছ। কেবলমাত্র স্কৃত্ত অর্থাৎ পুণ্যোপচয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণই যে স্থানে গমন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষকারীরা যে স্থান লাভ করিতে পারে না, দেব সবিতা অর্থাৎ সকল জীবের কর্তৃকলপ্রসবকর্ত্তা তোমায় সেই স্থানে ধারণ করুন।” এইরূপে ঋতি বলিতেছেন যে, যজ্ঞে শাস্ত্রোপদিষ্ট নিহত পশুও সাক্ষ্যে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। * যে স্বর্গে যাওয়া সেই পশুর পক্ষে বহু জন্ম অতিক্রম

* চাক্ষীকদের উক্তির আবৃত্তি করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে সে যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে পিতা, মাতা প্রভৃতিকে তথায় বধ করা হয় না কেন? ইহার উত্তরঃ—

ধর্মন্ত শব্দমূলত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমে ঋতস্ত চ।

হতশস্ত্রব পশোঃ স্বর্গো ন তন্তস্ত হতস্ত সঃ ॥

ধর্ম বা অধর্ম এবং তাহার ফল যে স্বর্গ বা নরক, তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ নহে। শাস্ত্রে যে কর্ম যে ভাবে করিতে উপদেশ আছে, তাহা ঠিক সেই ভাবেই যদি অনুষ্ঠিত হয়,

করিলেও সম্ভব হইত না—মনুষ্যগণও যাহা সহজে লাভ করিতে পারে না, যাহার জন্ম আজীবন কত কষ্ট সহিতে হয়, যজ্ঞে জীবদনদান করিলে যখন সত্ত্ব সত্ত্বই তাহা লাভ করা যায়, তখন যজ্ঞাদিতে পশু হত্যার উপদেশ দিয়া ঋতি পশুর প্রতি কোনও অবিচার করেন নাই। কিন্তু পশুরও শ্রেয়োলাভের উপায় মনুষ্যকে বুঝাইয়া দিতেছেন। অতএব জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে, তাহা পাপপ্রদ নহে।

ইহাতে যদি বলা হয় যে একস্থলে হিংসার নিবেদন এবং অল্পস্থলে হিংসার বিধি থাকিলে বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলিব, ‘সামান্য বিধি এবং বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষবিধিই বলবান’ এই নিয়ম অনুসারে, যে যে স্থলে হিংসা বিহিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত স্থলে যে হিংসা করা হয়, তাহাই অনর্থ উৎপাদন করে, কিন্তু বৈধ হিংসা বা ক্রত্ব (যাহার দ্বারা যজ্ঞের সাক্ষ্যতা সাধিত হয় তাদৃশ) হিংসা অনর্থকরী নহে, কিন্তু পুরুষার্থ হিংসা বা ফলীভূত হিংসাই অনর্থ আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্ম ঋতি বলিতেছেন—

“অহিংসনু সর্বাণি ভূতানি অজ্ঞত তীর্থভ্যঃ” (ছান্দোগ্য-উপনিষৎ.৮।১৫।১) অর্থাৎ “তীর্থ (বিহিত যজ্ঞাদি স্থল) ভিন্ন অজ্ঞত সকল জীবের উপর অহিংসা করিবে।” এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্লোকবার্তিকমধ্যে দ্রষ্টব্য। অতএব ‘শ্বেনযোগের’ ফল যে শত্রুবধ, তাহা বিধিবোধিত নহে বলিয়া তাহার ফলে নরকাদিরূপ অনর্থ হইবে। সুতরাং ‘শ্বেনযোগের’ ফল শত্রুবধ; আবার শত্রুবধের ফল নরক। কিন্তু শত্রু যদি আততায়ী হয়, তাহা হইলে তাহার বধে পাপ হয় না, কারণ, সেরূপ স্থলে “আততায়িনমায়ান্তং হন্তাদেবাবিচারয়ন” অর্থাৎ ‘আক্রমণকারী আততায়ীকে বিনা বিচারে বধ করিবে’ এই প্রকারে বধের বিধিই আছে। অতএব তাদৃশ স্থলে হিংসা ‘বিধেয়’ বলিয়া ‘শ্বেনাদি’ যাগ অনর্থজনক নহে। কিন্তু বিনা কারণে শত্রুকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে যে ‘শ্বেন’বাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ স্থলে ‘শ্বেনযোগের’ ফল যে হিংসাত্মক শত্রুবধ, তাহার ফলে নরক

তবেই তাহা ধর্ম হইবে, নচেৎ নহে। এই কারণে একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যদি নিজ ইচ্ছা অনুসারে অল্প কোনও বস্তু ব্যবহার করা হয়, তাহাতে ক্রিয়াটি পূর্ণ হইবে না। এই কারণে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশু যজ্ঞীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই যদি বধ করা হয়, তবেই তাহা দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হইবে এবং পশুরও স্বর্গ হইবে। তাহার স্থলে অল্প কোনও পশু বা প্রাণীকে হত্যা করিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না এবং তাহার স্বর্গও হইবে না। এই জন্ম অনুবাদে ‘শাস্ত্রোপদিষ্ট’ এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

হইয়া থাকে। অতএব 'শ্বেন'বাগ স্বতঃ অনর্থকলক নহে অর্থাৎ 'শ্বেন'বাগের ফল অনর্থ নহে, কিন্তু অনর্থ শ্বেনবাগের ফলের ফল। এই জন্ত শ্বেনবাগাদি আভিচারিক কৰ্ম্মকলাপ ফলদ্বারা অনর্থানুবন্ধী। এই কারণে তাহাকে ধর্ম বলা যায় না। আবার তাহা বিধিবহিত বলিয়া তাহাকে অধর্মও বলা চলে না, কারণ বাহ্য অধর্ম, তাহা বিধিবোধিত হইতে পারে না। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—“অতঃ স্বতো ন ধর্মঃ শ্বেনাদেনীপ্যধর্মতা” অর্থাৎ “বর্ণিত হেতুবশতঃ শ্বেনবাগাদি স্বরূপতঃ ধর্ম নহে এবং সেগুলি অধর্মও নহে।” কিন্তু কলঙ্গতক্ষণ, * ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি ‘নিষিদ্ধ’ কৰ্ম্মই অধর্ম, আর বিধিবোধিত যাগাদিই ধর্ম।

এই সমস্ত কারণে সূত্রটির অর্থ “যঃ চোদনালক্ষণঃ স ধর্মঃ” অর্থাৎ বাহ্য চোদনালক্ষণ তাহাই ধর্ম, এরূপ নহে, কারণ, তাহা হইলে শ্বেনবাগাদিও ধর্ম হইয়া পড়ে, যেহেতু তাহাও বেদবিহিত বলিয়া চোদনালক্ষণই হইতেছে। কিন্তু “যঃ ধর্মঃ স চোদনালক্ষণঃ ন অচোদনালক্ষণঃ” অর্থাৎ বাহ্য ধর্ম তাহা চোদনাপ্রমাণক (চোদনা প্রমাণ বাহার), বাহ্য চোদনাপ্রমাণক নহে, তাহা ধর্ম নহে, এই প্রকার অর্থই বিবক্ষিত। যদিও এ স্থলে সূত্রে কেবলমাত্র ধর্মেরই লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বারাই ইহাও অর্থতঃ প্রতিপাদিত হয় যে, বাহ্য বেদনিষিদ্ধ অর্থাৎ যৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহার অনর্থজনকতা শাস্ত্রবোধিত বলিয়া তাহাই অধর্ম। এই কারণে অধর্মের লক্ষণ অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহার আর স্বতন্ত্র লক্ষণ বলা হয় নাই। আর ইহা শাস্ত্রের অবিষয়ও নহে, কারণ জিজ্ঞাসাসূত্রে “অথাতোহধর্ম জিজ্ঞাসা” এইভাবে লুপ্ত আকারটি গ্রহণ করিলে অধর্মও শাস্ত্রের বিষয় হয়।

অতএব লক্ষণ ও প্রমাণ বর্জিত হওয়ার ধর্ম বিচারের যোগ্য নহে, এই প্রকার যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু ধর্ম লক্ষণ ও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অবশ্য বিচারণীয়। আর ধর্ম অলৌকিক হওয়ার অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার সহিত সঙ্কেতগ্রহ হইতে পারে না, অতএব তাহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে না, এই প্রকার যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও অকিঞ্চিংকর; কারণ প্রসিদ্ধ পদের সহিত উচ্চারিত হইলে সন্নিধি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষাদিবশে অপ্রসিদ্ধ পদেরও সঙ্কেত অর্থাৎ

* ‘কলঙ্গ’ শব্দের অর্থ কেহ বলেন শূন্য মাংস; মতান্তরে বিবাক্ত বাণের দ্বারা হত যুগাদির মাংস অথবা শুষ্ক মাংস এবং অজ্ঞ মতে পলাত। প্রাচীন মতে ইহার অর্থ ব্রহ্মবর্ণ লগুন।

বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন “ইহ সহকারতরো মধুকরঃ মধুকরঃ পিবতি” অর্থাৎ “এই সহকার তরুতে (অতি সুরভি আশ্রবুৎ) মধুকরঃ মধুপান করিতেছে” এই বাক্যে যতগুলি পদ প্রযুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ‘মধুকর’ শব্দটির অর্থ যে না জানে, সে অপরাপর প্রসিদ্ধার্থক পদগুলি জুনিয়াই তৎসাহচর্য্যে ‘মধুকর’ শব্দের অর্থ যে ভ্রমর তাহা বুঝিয়া লয়। এস্থলে যেমন সমভিব্যাহার হইতে অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সহিত সহোচ্চারণ হইতে অজ্ঞাতসঙ্কেত মধুকর শব্দের সঙ্কেতগ্রহ হয় সেইরূপ বেদেও “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ”, “সোমেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে “জুহুয়াৎ”, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহায্যে অপ্রসিদ্ধার্থক ‘অগ্নি-হোত্রঃ’, ‘সোম’ প্রভৃতির অর্থ যে বাগবিশেষ, তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর বাগাদিই ধর্ম্ম বলিয়া ‘সোম’ প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে ধর্ম্ম পদের অর্থও অবগত হওয়া যায়।—ইতি ধর্ম্মলক্ষণাধিকরণ।

“তস্মা নিমিত্তপরীষ্টিঃ” ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ।—তস্মা—তাহার অর্থাৎ ধর্ম্মের, নিমিত্তপরীষ্টিঃ—নিমিত্তের অর্থাৎ কারণের বা প্রমাণের পরীষ্টি অর্থাৎ পরীক্ষা (করা যাইবে)। প্রথমতঃ সেই ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থাৎ কারণীভূত যে প্রমাণ, তাহারই পরীক্ষা করা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ।—এই শাস্ত্রের প্রথম সূত্রে শাস্ত্রের প্রয়োজন কথিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় সূত্রে শাস্ত্রপ্রতিপাদ বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে অর্থাৎ এই শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, তাহাই অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। আর তাহাতে প্রমের ধর্ম্ম এবং তাহার প্রমাণবিষয়ক বিচার যে চলিবে, তাহারই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত প্রমের ধর্ম্মেরই স্বরূপ বিচারিত হইবে, না তদ্বিষয়ক প্রমাণেরই বিচার চলিবে, এই প্রকার সংশয় উদ্ভিত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন, “তস্মা নিমিত্ত—পরীষ্টিঃ।” প্রমাণ হইতেই প্রমের সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রমাণ যদি অসিদ্ধ বা দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তদ্বারা প্রমের সিদ্ধি হইতে পারে না। এই জন্য এই প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণের স্বরূপ এবং প্রামাণ্যের পরীষ্টি—পরীক্ষা অর্থাৎ যুক্তিনির্দেশ পূর্ব্বক তৎসাধক তর্ককলাপের দ্বারা বিচার করা হইবে। সূত্রস্থ ‘পরীষ্টি’ এই

পদটি পরিপূর্বক দিবাদিগণীয় গতার্থক 'ইন্' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া নিম্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শূত্রে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, এই অধ্যায়ে প্রমাণ-বিষয়ক পরীক্ষা চলিবে।

সেই পরীক্ষা-চারি প্রকার, যথা—(১) ধর্মবিষয়ে একমাত্র চোদনাই কি প্রমাণ অথবা চোদনা প্রমাণ নহে কিন্তু অল্প কিছুই প্রমাণ—এইরূপ নিয়ম। (২) চোদনাও প্রমাণ এবং অল্প কিছুও প্রমাণ—এই প্রকার বিকল্প—(৩) চোদনা এবং অল্প কিছু মিলিত ভাবেই প্রমাণ কিন্তু কেবলমাত্র চোদনা স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ নহে—এতাদৃশ সমুচ্চয়, এবং (৪) চোদনাও প্রমাণ নহে আর অল্প কিছুও প্রমাণ নহে—এইরূপ প্রমাণাপলাপ বা প্রমাণাভাব। এইরূপে প্রমাণবিষয়ক নিয়ম, বিকল্প, সমুচ্চয় ও অপলাপ বা অভাব এই চারি প্রকার পরীক্ষা হইবে। আর তন্মধ্যে নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয় এই তিনটি পক্ষ 'প্রত্যক্ষ' শূত্রে খণ্ডিত হইবে এবং 'উৎপত্তিক' শূত্রে চতুর্থ পক্ষটি নিরস্ত হইবে। ইহার দ্বারা 'চোদনাই প্রমাণ' এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত হইলে তৎপরবর্তী শূত্রনিচয়ে চোদনা যে অপ্রমাণ নহে, তাহা শঙ্কনিত্যতা, বাক্যার্থবিচার এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন এই কয়টি অধিকরণে উপপাদিত হইবে। ইহাই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রতিপাত্ত। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বেদের মন্ত্ৰভাগ এবং অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইবে। তৃতীয় পাদে মনু প্রভৃতি স্মৃতির এবং শিষ্টাচারের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করা হইবে এবং চতুর্থ পাদে 'নামধেয়' বিচার পূর্বক তাহাদের কর্মোপযোগিতা প্রদর্শনপূর্বক প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। এইরূপে সমগ্র প্রথম অধ্যায়ে যে প্রমের ধর্মের প্রমাণ সম্বন্ধেই বিচার চলিবে, তাহাই এই তৃতীয় শূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।

ইতি নিমিত্তপরীক্ষাধিকরণ।

সংসম্প্রয়োগে পুরুষশ্চ ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ
প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিद्यমানোপলব্ধনত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ।—ইন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয় সকলের, সংসম্প্রয়োগে—সং
অর্থাৎ বিद्यমান বস্তুর সহিত সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সন্নিবর্ষ হইলে, পুরুষশ্চ—
পুরুষের অর্থাৎ প্রমাতা পুরুষের, বুদ্ধিজন্ম—যে বুদ্ধি জন্মে অর্থাৎ জ্ঞান
উৎপন্ন হয়, তৎ—তাহা, প্রত্যক্ষং—প্রত্যক্ষ, অনিমিত্তং—(ধর্মের) নিমিত্ত

অর্থাৎ কারণ বা জ্ঞাপক প্রমাণ নহে, বিদ্যমানোপলব্ধনহাৎ—যে হেতু (তাহা) বিদ্যমান বস্তুরই উপলব্ধন অর্থাৎ উপলব্ধির সাধন বা হেতু। প্রত্যক্ষ প্রমাণে সংস্প্রয়োগ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুর সহিত সন্নিবৃত্ত অবস্থা অপেক্ষিত হয় বলিয়া সেই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মতত্ত্বপ্রমিতির নিমিত্ত বা কারণ নহে, যেহেতু তাহা বিদ্যমান বস্তুরই উপলব্ধির হেতু হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্ব্বস্থলে যে প্রমাণ পরীক্ষা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আরম্ভ করিতেছেন। পূর্ব্ব যে বলা হইয়াছে একমাত্র চোদনাই ধর্ম্মে প্রমাণ, তাহা সঙ্গত নহে, যে হেতু প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদিও ধর্ম্মে প্রমাণ; কারণ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ-যোগিগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া যে তাঁহারাও পারিবেন না, এরূপ কল্পনা করাও সমীচীন নহে। যেহেতু অশ্রদ্ধীয় সামর্থ্যের দ্বারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রভাব তুলিত হইতে পারে না। অতএব বেদও যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম-তত্ত্বনিরূপণে প্রমাণ, যোগিগণের প্রত্যক্ষও তদ্রূপ তদ্বিষয়ে প্রমাণ। আর যদিই বলা হয় যে, বেদমধ্যে উপদিষ্ট না হইলে তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ বা সত্তা জানিতে পারেন না, সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষও করিতে পারেন না, তাহা হইলে বলিব, তাঁহারা না হয় বেদ হইতে জানিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবেন। সুতরাং বেদ এবং যোগি-প্রত্যক্ষ উভয়ে মিলিত হইয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে প্রমাণ, কিন্তু কেবলমাত্র বেদ তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে; কারণ, বেদে উপদিষ্ট হইলেও যাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তাহাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

এই প্রকারে ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ক প্রমাণের বিকল্প এবং সমুচ্চর আশঙ্কা করিয়া ‘চোদনৈব প্রমাণম্’ এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তন্নিবাসকল্পে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—“সংস্প্রয়োগে” ইত্যাদি। ধর্ম্ম-তত্ত্বনিরূপণে বেদাতিরিক্ত অল্প কিছুই প্রমাণ, এই প্রকার নিয়ম, বেদও প্রমাণ এবং যোগী প্রভৃতির প্রত্যক্ষাদিও প্রমাণ এইরূপ বিকল্প ও বেদ এবং যোগী প্রভৃতির প্রত্যক্ষ মিলিতভাবে প্রমাণ এতাদৃশ সমুচ্চর—এই তিনটি পক্ষের কোনটিই সঙ্গত নহে। যেহেতু স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—এগুলি অলৌকিক বস্তু। কেহও কোনও প্রমাণের সাহায্যে কখনও উহাদের সত্তা অথবা বিশেষ সম্বন্ধ অবগত হইতে পারে না। এই কারণে কি করিলে পুণ্য হয়

এবং কি করিলে পাপ হয়, পাপের ফলই কি স্বর্গ কিংবা পুণ্যের ফলই স্বর্গ, পুণ্যের প্রভাবেই কি নরকলাভ হয় অথবা পাপের পরিণামেই নরকপ্রাপ্তি ঘটে, এই সমস্ত তত্ত্ব কোনও প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক এই সমস্ত বস্তুর সত্তা এবং তৎ তৎ ক্রিয়ার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বেদাতিরিক্ত কোনও প্রমাণের সাহায্যেই বিদিত হওয়া যায় না বলিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি তদ্বিষয়ে প্রমাণও নহে। অতএব 'বেদাতিরিক্ত অস্ত্র কিছুই প্রমাণ' এই প্রকার নিয়মপক্ষ মোটেই সঙ্গত নহে।

এইরূপ বিকল্প এবং সমুচ্চর এই দুইটি পক্ষও অর্ষোক্তিক। কারণ, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণের যোগ্য, তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু অযোগ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না; ইহাতে অশ্রদ্ধাদির সামর্থ্য এবং যোগিগণের অলৌকিক শক্তি—ইহার কোনও কথাই উঠিতে পারে না। যোগিগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, কারণ, উহা প্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। যেহেতু সর্বত্র প্রত্যক্ষ স্থলে বস্তুর বিद्यমানতা আবশ্যক। তাহা না হইলে তাহার প্রত্যক্ষই হইতে পারে না, কারণ, বিद्यমান বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ (সম্বন্ধ) হইলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধ্য অর্থাৎ অনুষ্ঠান-নিষ্পাত্ত বলিয়া তৎপূর্বে বা পরে তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাত্ত, তাহা ভবিষ্যৎকালীনই হইয়া থাকে। অতএব যখন তাহার প্রত্যক্ষ করিবার যত্ন হইবে, তৎকালে তাহার সত্তা না থাকায় তাহা অবিद्यমান বলিয়া প্রত্যক্ষের অযোগ্য। আর ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে তৎপরক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তখনও তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। যদি বলা হয়, বিনষ্ট ধর্ম্মের ফল হয় কিরূপে, তাহা হইলে বলিব, তাহা বিনষ্ট হইলেও তাহার ফলজনকতা শক্তি ফলকাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে। আর শক্তি সকল সময়েই পরোক্ষ বলিয়া তাহাও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু শক্তি অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই প্রমিত হইয়া থাকে। তথাপি যাগীয় শক্তির যে বিশেষত্ব, তাহা অর্থাপত্তি দ্বারা জ্ঞান যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র শক্তির অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। যাগাদি করিলে স্বর্গ হয় নরক হয় না আর ব্রহ্মহত্যাदि করিলে যে নরকই হয়, স্বর্গ হয় না, ইহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হইতে পারে না।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যৎকালে বেদবোধিত ভাবে যাগাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তৎকালে তাহার জ্ঞানগোচর হইতে পারে বটে; কিন্তু তথাপি তাহাকে ধর্ম্মরূপে জ্ঞানগোচর করিতে পারা যায় না, যেহেতু, যাগাদিকে

স্বরূপতঃ ধর্ম বলা হয় না, কিন্তু তাহাকে শ্রেয়ঃসাধনরূপেই ধর্ম বলা হইয়া থাকে। ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত স্বর্গাদি বিষয়ের সাধন অর্থাৎ নিষ্পাদক বা হেতুকে ইষ্টসাধন বা শ্রেয়ঃসাধন বলা হয়। যাগাদির সেই শ্রেয়ঃসাধনতা বেদাতিরিক্ত অথ কোনও প্রমাণের বিষয় নহে। অর্থাৎ যাগাদি যে স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ইষ্ট-বস্তুর সাধন, তাহা জানিবার অথ কোনও উপায় নাই। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

তোষার্মৈন্দ্রিয়কঙ্কেপি ন তাদ্রপ্যেণ ধর্মতা ।

শ্রেয়ঃসাধনতা হেবাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে ॥

অর্থাৎ যাগাদি বা তদঙ্গ দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষগোচর হইলেও সেইগুলি যাগস্বরূপে বা যাগাঙ্গস্বরূপে ধর্ম নহে, কিন্তু শ্রেয়ঃসাধনরূপেই তাহাদিগকে ধর্ম বলা হয়। আর তাহারা যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুর সাধন বা তৎপ্রাপ্তির হেতু, তাহা কেবল-মাত্র বেদ হইতেই জানা যায়। এই কারণে শাস্ত্রমধ্যে যে কর্ম যে ভাবে বাহার কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি সেই ভাবে সেই অধিকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবেই ধর্ম হইবে, নচেৎ নহে।

এই কারণে শূদ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগাদি ধর্ম নহে, যে হেতু শূদ্র যজ্ঞে অনবকুপ্ত অর্থাৎ পযুর্দন্ত বা অনধিকারী বলিয়া ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর শূদ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগাদির শ্রেয়ঃসাধনতা (শূদ্র যে যাগ বা হোম করিবে, তাহা যে স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ের সাধন অর্থাৎ হেতু বা জনক হইবে তাহা) জানিবার অথ কোনও প্রমাণ নাই। এই কারণে শূদ্র যদি স্বয়ং শ্রোত যাগ বা হোমাদির অনুষ্ঠান করে বা করায়, তাহা ধর্ম হইবে না—প্রত্যুত নিষিদ্ধ কর্ম করায় অধর্মই হইবে। তবে যে সমস্ত স্মার্ত যাগাদি কর্ম শূদ্রেরও কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, শূদ্র সেই সমস্ত কর্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুষ্ঠান করাইতে পারে—কিন্তু স্বয়ং হোতা হইয়া যে হোম করিতে থাকিবে, তাহা চলিবে না। যেহেতু এতাদৃশ ব্যবস্থা কাহারও মনগড়া নহে—কিন্তু শাস্ত্র অনুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। আর শাস্ত্রই ধর্মসাধন্থে একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং ঋতিতে যে কর্মকে যেরূপ ফলজনক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে তদ্রূপই জানিতে হইবে, নিজ উৎপ্রেক্ষা বশতঃ তাহার উপর অথ প্রকার অনুমান করিতে বাইলে সেই অনুমান নির্দোষ হইবে না।

যদি কেহ বলেন—ব্রাহ্মণও মনুষ্য এবং শূদ্রও মনুষ্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রঅনুষ্ঠিত যজ্ঞ যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে কর্তৃক আচরিত যাগাদিও ধর্ম হইবে

না কেন ? তাহা হইলে ভাষ্যকার ভগবান্ শবরস্বামীর উক্তি প্রতীক্ষণি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, রামও মানুষ এবং হরিও মানুষ ; অতএব রাম যখন শ্রামবর্ণ, তখন হরিও শ্রামবর্ণ হইবে না কেন ? বস্তুতঃ পক্ষে এখানে ‘মনুষ্যত্বই’ যেমন শ্রামবর্ণত্বের ‘হেতু’ নহে (কারণ, তাহা হইলে হরিও রামের স্তায় শ্রামবর্ণ হইত, যেহেতু সেও রামেরই স্তায় মনুষ্য) সেইরূপ ‘বাগত্ব’ই ধর্মত্বের হেতু নহে, কিন্তু ‘বেদবোধিত বাগত্ব’ই ধর্মত্বের হেতু। অতএব বেদে বা বেদমূলক শাস্ত্রে যে কর্ম যে অধিকারীকে যে ভাবে অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করা আছে, তাহা যদি সেই অধিকারী কর্তৃক ঠিক সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই ধর্ম হইবে, নচেৎ নহে। এই কারণে এ সম্বন্ধে লৌকিক যুক্তির কোনও স্থান নাই, তাহা কেবল কুতর্কই হইবে। এই জ্ঞাই শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

এবং যে নিপুণঃ প্রাছন্তৈস্তরপ্যোভ্যং পরীক্ষ্যতাম্ ।

বৈশ্বশ্রোমেন বা কিং শ্রাদ্ বিপ্ররাজভ্রয়োঃ ফলম্ ।

পঞ্চম্যামিষ্টিকরণামধ্যাহ্নে চাগ্নিহোজতঃ ।

তশ্মাদ্ বদ্ যাঁদৃশং কর্ম বৎফলোৎপত্তিশক্তিকম্ ।

শাস্ত্রেণ বোধ্যতে তস্মা তাদৃশশ্চৈব তৎ ফলম্ ।

অস্বার্থ।—হাঁহারা (শাস্ত্রবিহিত হিংসার পাপজনক অল্পমান করিবার জ্ঞ) নিপুণভাবে যুক্তির উপগ্রাস করেন, তাঁহারা ইহার নির্ণয় করুন যে—বৈশ্বশ্রোম নামক যে যজ্ঞ আছে, যাহা বৈশ্বেরই কর্তব্য, তাহা যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কি ফল হইবে ? দর্শ-পূর্ণমাস নামক ইষ্টি (যজ্ঞ) অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা তিথিতে কর্তব্য বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে ; কেহ যদি নিজ ইচ্ছা অনুসারে অমাবস্তা এবং পূর্ণিমাতে তাহা না করিয়া পঞ্চমী প্রভৃতি অত্র তিথিতে তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহাতে কি সে কোনও সফল পায় ? এইরূপ প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে অগ্নিহোজ কর্তব্য বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কেহ যদি মধ্যাহ্নসময়ে তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহাতে কি সে কোনও সফল পায় ? কখনই নহে। প্রত্যুত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করায় তাহার পাপই হইয়া থাকে। অতএব যে কর্ম যে ভাবে যে ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক সেই ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা হইতে সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাইবে—নচেৎ নহে। এই প্রকার অস্বার্থ যুক্তি নির্দেশ করিয়া উপসংহাররূপে বলিয়াছেন—

“ধর্মাদধর্মার্থিভিনিত্যং যুগ্যো বিধিনিষেধকো”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অতীলাষী, তজ্জন্ত তাহার শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধেরই অবেষণ (অনুসরণ) করা কর্তব্য। আর শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি এবং শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতি উভয়ই বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের “অশুদ্ধমিতি চেৎ ন শকাৎ” এই ২৫ শ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবৎপাদ স্ত্রীমং শঙ্করাচার্য্যও এইজন্ত বলিয়াছেন— “শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্মার্থবিজ্ঞানস্য। অয়ং ধর্মঃ অয়ম্ অধর্মঃ ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণম্ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ। অনিয়ত-দেশকালনিমিত্তত্বাৎ চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্মঃ অনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেণ অধর্মো ভবতি। তেন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্মার্থবিবরণং বিজ্ঞানং ন কশ্চিৎ অস্মি। শাস্ত্রাৎ চ হিংসানুগ্রহাত্মন্যকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম ইতি অবধারিতঃ। স কথম্ অশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্।” অর্থাৎ “কেবলমাত্র শাস্ত্রই ‘ইহা ধর্ম’ ‘ইহা অধর্ম’ এই প্রকার বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ হইতেছে, যেহেতু ধর্ম ও অধর্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত নিয়ত অর্থাৎ সকল কর্ষে সাধারণ বা একরূপ নহে বলিয়াও ধর্মার্থ শাস্ত্রৈকসমধিগম্য। কারণ, যে দেশে (স্থানে), যে সময়ে যে নিমিত্তে (কারণে) যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ যে কর্ষ অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম হয়, তাহাই অগ্নি দেশে (স্থানে), অগ্নি কালে, অগ্নি নিমিত্তে অধর্ম হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্মার্থবিবরণক জ্ঞান হইতে পারে না। আর সেই শাস্ত্রেই যখন পশুহিংসাদিয়ুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি বস্তুকে ধর্ম বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে, তখন তাহাকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পারা যায়?” সুতরাং শাস্ত্রবিহিত হিংসা অধর্ম বা পাপজনক নহে, কিন্তু তাহা ধর্ম। আর শাস্ত্রই ধর্মার্থের প্রমাণ। অতএব শূদ্রানুষ্ঠিত যাগাদি ধর্ম নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যবার্তিকাদি গ্রন্থের মধ্যে দ্রষ্টব্য।

অতএব ধর্মার্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে বলিয়া যোগিগণও তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। আর ধর্মার্থ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে বলিয়া অনুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তি প্রমাণও তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ। যে হেতু প্রমের বস্তুর সহিত অব্যভিচারিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন না কোন বিষয় যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়, তবেই তদ্বারা তাহা অনুমান, উপমান বা অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে প্রমিত হইতে পারে। কিন্তু যাগাদির যে প্রেরঃসাধনতা—অর্থাৎ যাগাদি যে স্বর্গাদি ইষ্টবস্তু লাভের সাধন বা উপায়, তাহা কোনও প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। অতএব ধর্মার্থ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে বলিয়া প্রমাণান্তরেরও

বিষয় নহে, কারণ, শব্দ ছাড়া অল্প সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষমূলক। অধিক কি, লৌকিক শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষমূলক। এই জন্যই লৌকিক শব্দকে অনুবাদী বলা হয়, কারণ, তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক নহে, কিন্তু জ্ঞাতজ্ঞাপক। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়মপক্ষের দ্বারা বিকল্প ও সমুচ্চয় পক্ষদ্বয়ও বিচারসহ নহে।

এই ক্ষেত্রে তিনটি অনুমান সূচিত হইয়াছে। যথা,—

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| (১) | প্রত্যক্ষ ধর্মাদর্শ বিষয়ে প্রমাণ নহে | (প্রতিজ্ঞা) |
| | যেহেতু উহা বিত্তমানোপলব্ধন * | (হেতু) |
| (২) | প্রত্যক্ষ বিত্তমানোপলব্ধন | (প্রতিজ্ঞা) |
| | যেহেতু উহা সংস্প্রয়োগজ্ঞান † | (হেতু) |
| (৩) | প্রত্যক্ষ সংস্প্রয়োগজ্ঞান | (প্রতিজ্ঞা) |
| | যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষ | (হেতু) |

এ স্থলে প্রথম অনুমানটির দ্বারা প্রত্যক্ষের ধর্মাদর্শ-নিরূপণ বিষয়ে প্রামাণ্য নিরস্ত করিয়া “চোদনৈব প্রমাণম্” অর্থাৎ ‘একমাত্র চোদনা অর্থাৎ বেদবিধিই ধর্ম প্রমাণ’ এই প্রতিজ্ঞার উপপাদন করা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি তুলেন যে, প্রত্যক্ষকে ধর্ম সম্বন্ধে অপ্রমাণ প্রতিপাদন করিবার জন্য ‘বিত্তমানোপলব্ধন’রূপ যে হেতুটি উপগম্য হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, এইজন্য তাহার উত্তরে দ্বিতীয় অনুমানটির দ্বারা প্রত্যক্ষ যে বিত্তমানোপলব্ধন, তাহা উপপাদিত করা হইয়াছে। আবার প্রত্যক্ষের বিত্তমানোপলব্ধনত্বসাধনের নিমিত্ত দ্বিতীয় অনুমানে যে ‘সংস্প্রয়োগ-জ্ঞান’ এই হেতুটি উপগম্য হইয়াছে— যদি কেহ বলেন যে উহাও অসিদ্ধ, এই কারণে তৃতীয় অনুমানটির সাহায্যে তাহার সমর্থন করা হইয়াছে। তৃতীয় অনুমানে যে হেতুটি উপস্থাপিত হইয়াছে— তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষকে যদি সংস্প্রয়োগজ্ঞান বলা না হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যক্ষই হইতে পারে না, কারণ, বাহ্য সংস্প্রয়োগজ্ঞান নহে, তাহা প্রত্যক্ষও নহে। প্রত্যক্ষের লক্ষণে সংস্প্রয়োগজ্ঞানত্ব অবশ্য অপেক্ষিত।

এ স্থলে অশ্বদাদির প্রত্যক্ষ ‘পক্ষ’ নহে, কারণ, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়, যেহেতু অশ্বদাদির প্রত্যক্ষ যে ধর্মাদর্শনিরূপণে অযোগ্য, ইহা সিদ্ধ। কিন্তু

* বিত্তমানোপলব্ধন অর্থ বাহ্য বিত্তমান বস্তুরই উপলব্ধন অর্থাৎ উপলব্ধির কারণ।

† সংস্প্রয়োগজ্ঞান—সং অর্থাৎ বিত্তমান বস্তুর সহিত যে সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সন্নিবন্ধ বা সংযোগ, তাহা হইতে উৎপন্ন।

এখানে অনুমানে যোগিপ্রত্যক্ষই ‘পক্ষ,’ আর অশ্রুদাদির প্রত্যক্ষ ‘সপক্ষ’ বা উদাহরণ। এ স্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, এই শূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হয় নাই। কারণ, যাহা লক্ষণ হইবে, তাহাতে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি বা অসম্ভব এই ত্রিবিধ দোষের কোনটিই থাকিবে না। এই কারণে কেবলমাত্র ‘সংসম্প্রয়োগজ্ঞত্ব’ অদৃষ্ট প্রত্যক্ষের লক্ষণ নহে, যেহেতু শুক্তিকায় যে রজতজ্ঞান হয়, রজ্জুতে যে সর্প-প্রতীতি হয়, তাহাও সংসম্প্রয়োগজ্ঞত্ব অথচ প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষাভাস বা দৃষ্ট প্রত্যক্ষ। সুতরাং ‘সংসম্প্রয়োগজ্ঞত্ব’কে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এই কারণে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করা এই শূত্রের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু ‘বুদ্ধব্যবহারে প্রসিদ্ধ যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে সং-সম্প্রয়োগজ্ঞত্ব অবশ্য অপেক্ষিত বলিয়া সাধ্য, সুতরাং অবিद्यমান ধর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহে’ এই প্রকার অর্থ জ্ঞাপন করাই শূত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহারা বেদ অথবা বেদমূলক শাস্ত্র মানে না—অথচ ধর্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাদের উপদেশ অনাদরণীয়। অতএব শাক্য প্রভৃতি বেদবাহ্য ব্যক্তিগণের উপদেশ অনুসারে ধর্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া উচিত নহে। বিশেষ বিবরণ শ্লোকবার্ত্তিকাদির মধ্যে দ্রষ্টব্য।

ইতি ধর্মের প্রত্যক্ষাত্মগম্যত্বাধিকরণ।

ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশো-

ব্যতিরেকশ্চার্থেহনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং

বাদরায়ণশ্রুতানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ।—ঔৎপত্তিকঃ—স্বাভাবিক বা নিত্য অর্থাৎ অপৌরুষেয়, তু—অবশ্যই, শব্দস্ত—শব্দের অর্থাৎ বেদবাক্যষটক পদের, অর্থেন—অর্থের সহিত অর্থাৎ বাচ্যপদার্থের সহিত, সম্বন্ধঃ—বাচ্যবাচকসম্বন্ধ, তস্ত—তাহার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্মের, জ্ঞানং—জ্ঞাপক প্রমাণ, উপদেশঃ—বৈদিক বিধি (যজ্ঞেত, জুহুয়াৎ ইত্যাদি), অব্যতিরেকঃ—ব্যতিরেকবিহীন অর্থাৎ ব্যতিচার কিংবা বাধকরহিত, চ—এবং, অর্থে অনুপলব্ধে—অনুপলব্ধ অর্থাৎ প্রমাণান্তরের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়ে, তৎ—

তাহা অর্থাৎ সেই বিধিবাচিত বেদবাক্য, প্রমাণ—প্রমাণ, বাদরায়ণস্ত—বাদরায়ণেরও অভিমত, অনপেক্ষত্বাৎ—যে হেতু তাহা অনপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষান্তর বা প্রমাণান্তরসাপেক্ষ নহে। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বাভাবিক। এই জন্ত বেদবিধিই অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্মের জ্ঞাপক। আর সেই সেই বিধিবাক্যের উপদেশ অনুপলব্ধবিষয়ক অর্থাৎ অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বলিয়া এবং তৎসম্ভূত জ্ঞানের বিপর্যয় হয় না বলিয়া তাহা প্রমাণ, যেহেতু তাহা অনপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষান্তর বা প্রমাণান্তরসাপেক্ষ নহে। ইহা বাদরায়ণেরও অভিমত।—(এস্থলে ‘ঔৎপত্তিকঃ’ এই শব্দের দ্বারা বেদের কারণগত দোষের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে, ‘অব্যতিরেকঃ’ এই শব্দের দ্বারা বাধক প্রত্যয়ের আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে, ‘চ’ এই শব্দটির দ্বারা ‘সংশয়ে’র আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে, ‘অনুপলব্ধে’ ইহার দ্বারা ‘অনুবাদত্ব’ শঙ্কা অপনোদিত হইয়াছে এবং ‘অনপেক্ষত্বাৎ’ এই অংশের দ্বারা স্বতঃপ্রামাণ্য কথিত হইয়াছে। অতএব সর্বপ্রকারে অপ্রামাণ্যহেতু বিবর্জিত বলিয়া এবং স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মে (প্রমাণ)।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্বস্থলে ধর্ম্মপ্রমিতিবিষয়ে প্রত্যক্ষাদির অযোগ্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় না হইলে তাহা অনুপলব্ধি প্রমাণেরই বিষয় হইয়া পড়িবে অর্থাৎ তাহা অভাবাত্মক হইয়া পড়িবে অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইবে। কারণ, পাঁচটি ভাবভূত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও অর্থাপত্তি এই চারিটি প্রমাণ যদি অযোগ্য হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট প্রমাণ যে ‘শব্দ’, তাহাও অযোগ্য হইয়া পড়িবে, যে হেতু যে বিষয়টি প্রামাণ্যান্তরের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, তাহাই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। যে বস্তু শব্দাতিরিক্ত কোন প্রমাণের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে কেহ যদি কোন কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি যতই আপ্ত হউন না কেন, তাঁহার কথায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে না। আপ্ত

পুরুষের কথায় লোকে এই ভাবিয়া বিশ্বাস করে যে, আমরা জানিতে না পারিলেও তাঁহার (আগুব্যক্তির) অসাধারণ শক্তি থাকায় তিনি নিশ্চয়ই ইহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা না হইলে তিনি উপদেশ দিতেন না, যে হেতু তিনি আগু অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ এবং বিপ্রলিপ্সা- (প্রতারণেচ্ছা) বিহীন হইতেন। সুতরাং আগু পুরুষের বাক্যও যদি প্রমাণান্তরমূলক না হয়, তাহা হইলে কেহই তাহা বিশ্বাস করে না, কারণ, তাহা অমূলক বলিয়া অপ্রমাণ। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও যখন শব্দাতিরিক্ত প্রমাণের বিষয় নহে, তখন শব্দও তদ্বিষয়ে প্রমাণ নহে।

অপিচ—আপ্তোক্ত্যই শব্দের প্রামাণ্যের হেতু, কিন্তু বেদ যখন অপৌরুষেয়, তখন উহা আগু-প্রণীত নহে বলিয়া অনাগু বাক্যের গ্রন্থ অপ্রমাণ। অপি চ—বেদ যখন পৌরুষেয় নহে, তখন ইহা যে আগুপ্রণীত নহে, তাহা সুনিশ্চিত। আর ইহা যে অপৌরুষেয়, তাহাও সঙ্গত নহে, যে হেতু পদপদার্থসম্বন্ধ এবং বাক্যবাক্যার্থসম্বন্ধের দ্বারা ইহার পৌরুষেয়ত্ব অস্বীকৃত হইয়া থাকে, কারণ, শব্দ ও অর্থের উৎপত্তির পুরেই কোনও পুরুষ ‘এই শব্দ এইরূপ অর্থের বাচক, অথবা এই বস্তু এই শব্দের বাচ্য’ এই প্রকার সঙ্কেত করিয়া দিলে তদনন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অজ্ঞা সঙ্কেতহীন শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। এইরূপ পদপদার্থের সম্বন্ধের গ্রন্থ বাক্য-বাক্যার্থের সম্বন্ধও স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহাও পুরুষকল্পিত। কারণ, পদার্থই ব্যাকার্থ নহে। কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্তই কতকগুলি পদসমষ্টিকে পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং সেই সেই বিশেষ অর্থের সহিত পদসমষ্টিরূপ বাক্যের যে সম্বন্ধ, তাহাও পুরুষ কর্তৃকই কল্পিত হইয়া থাকে। অতএব বাক্য-বাক্যার্থ দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও বেদ যখন ভারতাদির গ্রন্থ বাক্যরাশিরূপ গ্রন্থ, তখন তাহাও অরশুই পৌরুষেয়। এই প্রকারে বেদের যখন পৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ পুরুষকৃতত্বই প্রতিপাদিত হয়, এবং তাহার আগুরচিতত্বও যখন মীমাংসকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় না, তখন উহা অনাগু বাক্যই হইবে। আর উহা অনাগু বাক্য বলিয়া অপ্রমাণই হইবে। অতএব শব্দও ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণের প্রমাণ নহে।

এই প্রকারে “চোদনপ্রমাণমেব” অর্থাৎ ‘বেদবাক্য অবশুই প্রমাণ—উহা প্রমাণ বই অপ্রমাণ নহে’ এই প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিরোধী যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবার প্রয়াস হইলে তত্বতরে পরমর্ষি জৈমিনি স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“উৎপত্তিকল্প” ইত্যাদি। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ উৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। উৎপত্তি শব্দের অর্থ লক্ষণাশক্তি দ্বারা স্বভাব; সুতরাং উৎপত্তিক শব্দের অর্থ

স্বাভাবিক। বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থ উভয়ই নিত্য; সুতরাং তাহাদের স্বভাবও নিত্য। এই কারণে—তদাশ্রিত সম্বন্ধও স্বাভাবিক অর্থাৎ নিত্য বা অকৃত অর্থাৎ অপৌরুষেয়। শব্দ যে নিত্য, তাহা পরবর্তী অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। আর আকৃতি অর্থাৎ জাতিই শব্দের বাচ্য, এবং তাহাও নিত্যই হইয়া থাকে, যে হেতু নিত্য ও অনেকসমবেত ধর্মবিশেষকেই জাতি বলা হয়। (জাতির নিত্যতা অগ্রে বাক্যাধিকরণে উপপাদিত হইবে)। আকৃতি বা জাতিই যে শব্দের বাচ্য, তাহা শূত্রকার স্বয়ং অগ্রে “আকৃতিস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ” (মীমাংসাসূত্র—১।৩।৩৩) এই শূত্রে প্রতিপাদন করিবেন। আর আকৃতি বা জাতি বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, এইরূপ উক্তিও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, প্রত্যেক গো ব্যক্তি ভিন্ন হইলেও সকল গরুর মধ্যেই এমন একটি সামান্যতাব অর্থাৎ সাধারণতা আছে—যাহার জন্ত গরুকে অশ্ব বলা হয় না। আর এই সর্বগোব্যক্তির মধ্যে অন্তর্গত এবং তদাশ্রিত যে ধর্ম, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া কু-তর্কজালে তাহার অপলাপ করা অনুভববিরুদ্ধই হইয়া পড়ে। আর যাহারা সর্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে, তাহাদের সহিত কোনও বিচার চলিতে পারে না, কারণ, অনুভবই বিচারের মূল এবং সিদ্ধি অর্থের নিশ্চায়ক। সুতরাং শব্দ ও অর্থ নিত্য বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধও নিত্য।

যদি বলা হয়, শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে সংজ্ঞাসম্বন্ধী অর্থাৎ বাচ্যবাচক সম্বন্ধই বলিতে হয়। কিন্তু যদি উহা নিত্য হইত, তাহা হইলে অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও প্রথম বার শব্দ শুনিলেই অর্থবোধ হইত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন সম্বন্ধকে কৃত অর্থাৎ কল্পিতই বলিতে হইবে; কারণ, কেহ যখন বলিয়া দেয় যে ‘এই শব্দের এই অর্থ’, তদনন্তরই অর্থবোধ হইয়া থাকে, অন্তথা হয় না। এই জন্ত সম্বন্ধ পুরুষকৃত। আরও শব্দ ও অর্থকে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয় বলিয়াও তাহাদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে। কারণ, লোকে ‘ইহা শব্দ, অর্থ নহে’ এবং ‘ইহা অর্থ, শব্দ নহে’ এই প্রকারের শব্দ ও অর্থকে ভিন্ন বলিয়াই ব্যপদেশ বা উল্লেখ করিয়া থাকে। অপিচ—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক না বলিবার আরও হেতু এই যে, শব্দ ও অর্থ স্বভাবতই পরস্পর সম্বন্ধবিহীন; কারণ, যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের সামান্যাদিকরণ অর্থাৎ একদেশবর্তিতাই হইয়া থাকে এবং সমান-রূপতাও থাকে। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সমানদেশতা কিংবা সমানরূপতা কিছুই নাই। কারণ, আমরা যে শব্দ শুনি, তাহা উচ্চারণিতার মুখে থাকে, আর তদ্বাচ্য অর্থ ভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে থাকে। সেইরূপ ‘ঘট’ ইত্যাদি যে শব্দ উচ্চারণ

করা হয়, তাহার অবয়ব নাই, অথচ তাহা হইতে কল্পদ্রাবাদিবিশিষ্ট যে অর্থের উপলব্ধি হয়, তাহা সাকারই হইয়া থাকে। সূত্রের শব্দ ও অর্থ সমানদেশবর্তী এবং সমান আকারবিশিষ্ট নহে বলিয়া উহার স্বভাবতই পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। আর স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহা কৃত বা পুরুষঘটিত বলিয়া অনিত্যই হইয়া থাকে। যেমন রজ্জু ও কলশ ইহার পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া ইহাদের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ কলশের সহিত রজ্জু যদি আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অবশ্যই কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে! অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহা কাহারও দ্বারা নিষ্পাদিত; সূত্রের তাহা অনিত্য।

পূর্বপক্ষী এই ভাবে শব্দার্থসম্বন্ধের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিলে ইহার উত্তরে বলিব—সম্বন্ধকে কৃতক অর্থাৎ কল্পিত বলিলে তাহার কর্তা বা কল্পয়িতা কোনও এক জন পুরুষ থাকা আবশ্যিক; কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন ঐ সম্বন্ধকে কল্পিত বলা যায় না। বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তা নাই, যে হেতু তৎ-সম্বন্ধে প্রমাণাভাব। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অল্প কোনও প্রমাণ ইহার প্রতিপাদক হইতে পারে না, যে হেতু অপরাপর প্রমাণ প্রত্যক্ষমূলক। কারণ, সাধের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও ধর্ম যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হইতে পারে না! যদি বলা হয়, বর্তমান কালে সম্বন্ধকর্তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হইলেও অতীতকালে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল, তাহা হইলে বলিব, এরূপ হইলে সম্বন্ধকর্তার বিষয় সকলেরই স্বরণ থাকিত। কিন্তু বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তার বিষয় কেহই স্বরণ করে না। ইহাতে যদি বলা হয় যে, সুদূর অতীতে সম্বন্ধকর্তা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হইয়াছিল বটে, এবং তৎপরবর্তী কালে তাহার নাম স্বরণও হইত বটে, কিন্তু বহুকাল অতীত হওয়ায় তাহা এক্ষণে স্বরণেরও বিষয় নাই, যেমন স্থলবিশেষে কূপ, উপবন প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার কর্তা যে কে, তাহা কাহারও স্মৃতিপথে নাই। ইহার উত্তরে বলিব—অতি অধিক কালের ব্যবধান হইলেই যে অস্মরণ হয়, তাহা নহে, কিন্তু দেশোৎসাদন বা কুলোৎসাদন বশতঃ স্বরণকর্তার অভাব হইলেই আর স্বরণ-পরস্পরা থাকে না। যে স্থলে কূপ, উপবন প্রভৃতি আছে অথচ কর্তা কে তাহা অজ্ঞাত ও অস্মৃত, তথায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক কোনও বিপর্যয় হেতু দেশের উৎসাদন হওয়ায় যে সমস্ত ব্যক্তির পরস্পরাক্রমে কর্তার নাম স্বরণ করিয়া আসিতেছিল,

তাহাদের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এবং সেইরূপ অবস্থায় সেই স্থান জনশূন্যভাবে বহুদিন পড়িয়া ছিল, পরে অল্প স্থান হইতে লোকজন আসিয়া তথায় বসবাস করিতেছে, এবং পূর্ব হইতেই অবস্থিত সেই সমস্ত কূপ, উপবন প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, কিন্তু শূর্বের পারম্পর্য্য লোপ পাওয়ায় সেই সমস্তের কর্তা যে কে, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার পক্ষে এরূপ বলা চলে না, কারণ, এই বৈদিক শব্দার্থ লইয়া অবিহিন্নভাবে গুরুশিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে একটি পারম্পর্য্য চলিয়া আসিতেছে। যতই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হউক না কেন, এই পারম্পর্য্যের কখনও বাধা বা বিচ্ছেদ হয় নাই, কারণ, গুরুশিষ্যসম্প্রদায় একটি নহে। বহুত্র বহু পুরুষই এই পরম্পর্য্য অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং যদি বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তা কোনও পুরুষ থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সম্বন্ধে স্মৃতি চলিয়া আসিত। কিন্তু তাহা নাই।

যদি বলা হয় যে, ঘট, শরাবাদি দ্রব্য সকলেই ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলে সেই ঘটশরাবাদের কর্তা যে কুস্তকার, তাহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে? তাহা কখনই করে না; যেহেতু তাহা নিম্প্রয়োজন। সেইরূপ পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তা যে পুরুষ, তাহার বিষয় স্মরণ করাও প্রয়োজনহীন। পদপদার্থের সম্বন্ধ লইয়া ব্যবহার নির্বাহ করাই প্রয়োজন; সেই সম্বন্ধকর্তা পুরুষের নাম স্মরণ করার কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে স্মৃতি নাই। তাহা হইলে বলিব, ঘটশরাবাদি পদার্থের কর্তার নাম স্মরণ না করিলেও ব্যবহার নির্বাহ হয় বলিয়া তাহা করা নিম্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তার নামস্মরণ বিষয়ে ঐ দৃষ্টান্ত সমীচীন হয় না। কারণ, বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তা এবং বেদবাক্যরচয়িতা পুরুষের আপ্তত্ব ও অভিন্নত্ব অবধারিত থাকিলেই তৎকৃত বেদ লইয়া ব্যবহার চলিতে পারে, নচেৎ তাহা অসম্ভব; যেহেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মীয় ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যই বেদবিধির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই বেদের কর্তা যদি অজ্ঞাত থাকে, তাহার আপ্তত্ব যদি অনির্দ্ধারিত থাকে এবং বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেতকর্তা এবং বেদরচয়িতার অভিন্নতা যদি অনবধারিত থাকে, তাহা হইলে কেহই বৈদিক বাক্যের অর্থ ও তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারে না এবং কেহই সেই বেদবিহিত কর্ম্মও প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইতে পারে না। যেমন পাণিনির নাম এবং তাহার শাস্ত্রের পরিভাষা জানা না থাকিলে কেবলমাত্র “বুদ্ধির্ব্রত্যাচামাদিঃ” ইত্যাদি সূত্র হইতে বুদ্ধি শব্দের অর্থ যে “বুদ্ধিরাদৈচ্” অর্থাৎ ‘আ, ঐ এবং ও এইগুলি বুদ্ধি’

এক 'বাহার সমুদয় অচের (স্বরবর্ণের) মধ্যে আদি স্বর বুদ্ধি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার বুদ্ধ সংজ্ঞা হয় (বুদ্ধ সংজ্ঞা করিবার ফল "বুদ্ধাৎ ছঃ" অর্থাৎ বুদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর 'ছ' প্রত্যয় হয় ইত্যাদি অর্থ সম্পাদন করা)—এতাদৃশ অর্থবোধ হইতে পারে না, বৈদিক পদপদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে না। এই কারণে যিনি বৈদিক পদপদার্থের সঙ্কেত প্রবর্তন করিয়াছেন, এবং যিনি সেই সেই সঙ্কেত লইয়া বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যে একই ব্যক্তি, ইহা জানা আবশ্যক এবং তাঁহার আপ্তত্বও সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে বাঁহার আপ্তত্ব অবধারিত নাই অর্থাৎ বাঁহার সম্বন্ধে 'ইনি ভ্রম, প্রমাদ এবং প্রতারণাবুদ্ধিশূন্য এবং পরোপকারী' ইহা জানা নাই, তাদৃশ কোনও ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহই কোনও কষ্টসাধ্য কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু বেদবাক্য শুনিয়াই বৈদিকগণ ঐহিকফলশূন্য অতিক্রম্ নিষ্পাত্ত যাগাদি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই বেদবাক্যের যদি কোনও কর্ত্তা থাকিত আর তিনি এবং বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেতকর্ত্তা যে অভিন্ন, ইহা যদি নিশ্চিত (অবধারিত) থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার স্মরণ থাকিত, কারণ, বেদবিহিত ব্যবহারে ইহা জানা অত্যাৱশ্যক।

যদি বলা হয়, সম্বন্ধকর্ত্তা এবং বাক্যরচয়িতা অভিন্ন না হইলেও চলে, কারণ, এক জন কতকগুলি পরিভাষা বা সঙ্কেত রচনা করিয়াছেন আর তন্মতাবলম্বী অপর কেহ তাহার প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা করিয়াছেন, এরূপও ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলিব যে, তাদৃশ স্থলে পরিভাষাকার অর্থাৎ সঙ্কেত বা সম্বন্ধকর্ত্তা অবশ্যই স্মরণীয় হইবেন, অত্থা তিনি যে পরিভাষা করিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে না, বা তদনুসারে বাক্যের অর্থ হইবে না। ইহার উদাহরণ পূর্বেই "বুদ্ধিৰ্বিশ্রামাদিঃ" এই পাণিনীয় সূত্র উদ্ধার করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সম্বন্ধকর্ত্তা অবশ্য স্মরণীয় হইলেও তদ্বিবয়ে যখন কাহারও স্মৃতি নাই এবং তাঁহার উপলব্ধির সামগ্রী থাকিলেও যখন কস্মিন্ কালেও উপলব্ধি হয় নাই, তখন বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্ত্তার সত্তা বা অস্তিত্ব কস্মিন্ কালেও সিদ্ধ হয় না—অর্থাৎ সম্বন্ধকর্ত্তা কেহই নাই; যেমন উজ্জল আলোক এক সমনস্ক ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্ত্তরূপ সামগ্রী (কারণকূট) থাকিলেও যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঘট নাই। অতএব সম্বন্ধকর্ত্তা 'দৃশ্যাদর্শনবাহিত' বা 'অনুপলব্ধিগম্য' অর্থাৎ গগনকুসুমবৎ অসং (অলীক)। অপিচ—পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থে তৎকৃত পরিভাষা অর্থাৎ সঙ্কেতবিশেষ প্রথমেই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তিনি অথবা তন্মতানুসারী অত্র কেহ যদি

ভদ্রসূত্রে প্রস্থ রচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম স্মৃত না হইলেও তদ্ব্যবহার বা কবোঁর অর্থবোধে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু বৈদিক শব্দের সঙ্কেত বা সম্বন্ধ কি, এবং তাহা সর্বত্র একরূপ কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। আর যিনি সঙ্কেত করিয়াছেন, তিনি এবং বাক্যরচনাকার অভিন্ন বা সম্প্রতিপন্ন অর্থাৎ একমতাবলম্বী ও আপ্ত কি না, তাহাও জানা যায় না। তাহা না হইলে নিঃসন্দেহে অর্থবোধ হইতে পারে না। আর নিঃসন্দেহে অর্থবোধ না হইলে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অথচ বৈদিক পদপদার্থ হইতে বৈদিক বাক্যের নিঃসন্দেহ অর্থবোধও হয় এবং ভদ্রসূত্রে তদুপদিষ্ট কথ্যে পুরুষের প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। সুতরাং কর্তা স্মর্তব্য হইলেও যখন অস্মৃত, তখন তাহার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। কল কথা, কৃপ, উপবন প্রভৃতি কোন কোন স্থলে কর্তার বিন্যুতি হইতে পারে বটে, এবং অনুমান দ্বারা তাহাদের কর্তারও কালবিশেষে অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে সম্ভব, কিন্তু যে যে স্থলে বিন্যয়ণ আছে, সেই সেই স্থলেই যে এক জন কর্তা ছিল, ইহা বিনা প্রমাণে স্বীকার করা যায় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আকাশ-কুসুমের কর্তারও অস্তিত্ব সাধিত হইতে পারিত। সুতরাং প্রমাণাভাব বলিয়া বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব অসিদ্ধ।

ইহাতে পূর্বপক্ষী যদি পুনরায় বলেন যে, অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব প্রমিত হইবে। যেমন ঘট-শরাবাদির কর্তা অজ্ঞাত থাকিলেও কর্তা ব্যতীত তাহাদের উৎপত্তি উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয় না বলিয়া তৎকর্তা 'অর্থাত্' সিদ্ধ হয়, সেইরূপ যে হেতু যে সমস্ত পদপদার্থের সঙ্কেত বা সম্বন্ধ কৃত হয় নাই, সেই সমস্ত হইতে অর্থবোধ হয় না, অথচ বৈদিক পদপদার্থ হইতে অর্থবোধ জন্মিয়া থাকে, অতএব এই অর্থবোধ পুরুষ কর্তৃক কৃত সঙ্কেত বা সম্বন্ধ বিনা উপপন্ন হয় না বলিয়া উহাকে কৃতই বলিতে হয়। আর ইহা যদি কৃতই হয়, তাহা হইলে আবার কর্তা বিনা কৃতি উপপন্ন হয় না বলিয়া অবশ্যই তাহার কোনও কর্তা আছে। অতএব বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকর্তা পুরুষ যে ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকারণীয়, অতথা তাহার অর্থবোধ উপপন্ন হয় না। আর সঙ্কেত বা সম্বন্ধ কৃত না হইলেও যদি অর্থবোধ হয়, তাহা হইলে অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও প্রথমবার শ্রবণ কালেই সম্বন্ধ জ্ঞানপূর্বক অর্থবোধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না। 'এই শব্দের অর্থ এইরূপ,' ইহা জানাইয়া দিলে তবেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থবোধ সঙ্কেতজ্ঞানসাপেক্ষ, আবার সঙ্কেতজ্ঞান পুরুষসাপেক্ষ বলিয়া সম্বন্ধ কৃতক অর্থাত্ তাহার কর্তা আছে। আর তাহা কৃতক বলিয়া অনিত্য।

পূর্বপক্ষী এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে তদ্বত্তরে বলিব, সম্বন্ধকর্ত্তা ব্যতীত যে অর্থবোধ উপপন্ন হয় না, তাহা নহে; অত্যাশ্রয়প্রকারেও ইহার উপপত্তি হইতে পারে। আর অপরে শব্দ ও অর্থের সংকেত বা সম্বন্ধ বলিয়া দিবার পর অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থবোধ হয়-বলিয়া যে সে ব্যক্তি সম্বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাও নহে; কারণ, অভিনব সংকেতে কর্ত্তার যেমন স্বতন্ত্রতা থাকে, ঐ স্থলে কিন্তু তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। যেহেতু অভিনব সংকেতস্থলে কেহ স্ব-ইচ্ছা অনুসারে নবজাত শিশুর 'ডিথ', 'ডিথি' ইত্যাদি যে কোন সংকেত স্থাপন করুক না কেন, অর্থাৎ তাদৃশ যে কোন নামকরণ করুক না কেন, তাহাতে কেহই তাহাকে কিছু বলে না; তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই থাকে। পক্ষান্তরে, বৈদিক পদপদার্থের সংকেতস্থলে মোটেই স্বতন্ত্রতা নাই; যেহেতু কেহ যদি 'গো' শব্দের অর্থ 'অশ্ব' বলে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকে যে, গো শব্দের অর্থ অশ্ব নহে, কিন্তু সামান্য (গলকঙ্কলাদি) বিশিষ্ট যে চতুষ্পদ প্রাণি-বিশেষ, তাহাই উহার অর্থ। অতএব বৈদিক পদপদার্থের সংকেতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। আর যে ক্রিয়ায় কাহারও স্বতন্ত্রতা নাই, তাহাকে তাহার কর্ত্তা বলা যাইতে পারে না; যে হেতু কর্ত্তা কৃতিবিষয়ে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, তাহাতে তাহার পরাধীনতা নাই। সুতরাং ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধের কারক নহে, কিন্তু বোধক বা বক্তা মাত্র। তিনি কেবল পূর্ব হইতে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ অনাদি সম্বন্ধের উপদেশ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে। এই জ্ঞানসূত্রকার বলিয়াছেন— "তত্ত্ব জ্ঞানমুপদেশঃ" অর্থাৎ 'উপদেশঃ অর্থাৎ বুদ্ধগণের সংকেত-নির্দেশ, তত্ত্ব অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের, জ্ঞানম্ অর্থাৎ জ্ঞাপক' কিন্তু কারক নহে'। এইরূপ সেই বুদ্ধগণও যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সেই সমস্ত বুদ্ধ অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন পুরুষগণের উপদেশানুসারে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বুদ্ধগণ এবং তৎপূর্বকালীন বুদ্ধগণও ঠিক ঐ ভাবেই ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রকারে এই যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহার আদি নির্দেশ করিতে পারা যায় না বলিয়া ইহাকে অনাদি অর্থাৎ অপৌরুষেয়ই বলিতে হয়। অতএব অর্থাপত্তিবলে সম্বন্ধকর্ত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না; যে হেতু সম্বন্ধকর্ত্তা ব্যতীত যে 'অর্থবোধ অত্যাশ্রয় অনুপপন্ন হয়' তাহা নহে, কিন্তু উহার অত্যাশ্রয় উপপত্তি হইয়া থাকে; তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইল।

আরও পদপদার্থের সম্বন্ধ বলিয়া না দিলে যে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির একেবারেই

অর্থবোধ হয় না, তাহাও নহে, যেহেতু ব্যবহার দর্শনের দ্বারাও সম্বন্ধজ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন—যখন কোনও অব্যুৎপন্ন লোক দেখে যে, এক জন ‘গরু আন’ এই কথা বলিলে অপর ব্যক্তি গলকঞ্চলবিশিষ্ট একটি প্রাণীকে পুরোভাগে উপস্থিত করিল, তদনন্তর পুনরায় যখন সে দেখে যে, সেই প্রথম লোকটি পুনর্বীর ‘গরু বাঁধ’ এবং ‘ছাগলটি আন’ এই কথা বলিলে গরুটিকে রাখিল এবং অপর একটি প্রাণীকে উপস্থিত করিল, তখন সে উহ ও অপোহ অথবা আবাপ এবং উদ্ধাপের দ্বারা বুঝিয়া লয় যে, ‘গরু’ শব্দের অর্থ গলকঞ্চলাদিবিশিষ্ট জীব, ‘আন’ শব্দের অর্থ তাদৃশী ক্রিয়া, ‘বাঁধ’ শব্দের অর্থও অপর একপ্রকার ক্রিয়া এবং ‘ছাগল’ শব্দের অর্থও প্রাণিবিশেষ। এই প্রকারে আবাপ এবং উদ্ধাপের দ্বারাও অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সঙ্কেতজ্ঞান বা সম্বন্ধবোধ হইয়া থাকে। অতএব সঙ্কেতকর্ত্তা বা সম্বন্ধজ্ঞাপনকর্ত্তা ব্যতীত যে সম্বন্ধজ্ঞান অনুপপন্ন হয়, তাহা নহে। আর সম্বন্ধকর্ত্তা বিনা যদি সম্বন্ধবোধ অনুপপন্ন না হয়, তাহা হইলে অর্থাপত্তি-প্রমাণের সাহায্যে সম্বন্ধকর্ত্তা প্রমিত হইতে পারে না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা যে সম্বন্ধকর্ত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহার আরও কারণ এই যে, ঐ প্রকার অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় যে, ব্যবহারকর্ত্তার সিদ্ধ সম্বন্ধেরই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, আর অর্থাপত্তি দ্বারা এই অদৃষ্ট প্রত্যক্ষের বাধা করিয়া সম্বন্ধকর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু, অপরাপর প্রমাণ প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া তদ্বারা অদৃষ্ট প্রত্যক্ষের বাধ হইতে পারে না, কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলে অজ্ঞাত প্রমাণেরই প্রামাণ্য অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

অপিচ, কতকগুলি পদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে নূতন পদের সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়াও সম্বন্ধ পৌরুষেয় নহে। কারণ, যে সময়েই যে কোনও ব্যক্তি নূতন সম্বন্ধ করিতে যাইবে, তখনই তাহার কতকগুলি পদপদার্থের সম্বন্ধ পূর্ব হইতেই জানা আবশ্যক, অতথা সে কিরূপে সম্বন্ধ করিবে? যেহেতু তাহাকে বাক্য রচনাপূর্বক সম্বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যৎকালে সকল শব্দই অর্থসম্বন্ধবিহীন ছিল, তখন সে কি লইয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপন বা জ্ঞাপন করিবে? কারণ, যে শব্দের সাহায্যেই সম্বন্ধকর্ত্তা নূতন সম্বন্ধ বুঝাইতে যাইবে, তাহারই সম্বন্ধ অসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত যদি কতকগুলি শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলা হয়, তাহা হইলে কোন্ শব্দগুলির সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং কোন্ গুলির সম্বন্ধ অস্বাভাবিক, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব বলিয়া সকল শব্দের সম্বন্ধকেই হয় স্বাভাবিক বলিতে হয়, না হয় অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার

করিতে হয়। কিন্তু সকল শব্দেরই সম্বন্ধ স্বাভাবিক অর্থাৎ কৃত এরূপ বলিলে পূর্বনির্দিষ্ট যুক্তি অনুসারে নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হয় বলিয়া সকল শব্দেরই সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলিতে হয়,—অর্থাৎ ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এমন কোনও কাল থাকিতে পারে না—যখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ছিল না। এই জ্ঞান সূত্রকার বলিয়াছেন “অব্যতিরেকশ্চ” অর্থাৎ সম্বন্ধ “ব্যতিরেকে কোনও কাল থাকিতে পারে না। এই কারণে অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ ‘ঔৎপত্তিক’ অর্থাৎ স্বাভাবিক—নিত্য বা অকৃত। কেহও তাহার কর্তা হইতে পারে না।

বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলিবার আরও হেতু এই যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অনুপলব্ধ বিষয়ের সংজ্ঞা অর্থাৎ সংকেত বা সম্বন্ধ হইতে পারে না। কল্পনা দৃষ্টান্তসারিণীই হইয়া থাকে, দৃষ্টবিরুদ্ধ কল্পনা হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও অজ্ঞাতনাম বা অপ্রসিদ্ধ-সংকেত বস্তু শব্দাতিরিক্ত প্রমাণান্তরের সাহায্যে উপলব্ধ হইলে তাহার বিশেষত্বটিকে সর্বদা জ্ঞানগোচর করিবার জ্ঞানই সংজ্ঞা বা সংকেত অর্থাৎ শব্দ সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্য শব্দাতিরিক্ত অজ্ঞ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তাদৃশ কোনও বস্তুর সংজ্ঞা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আর বেদপ্রতিপাত্ত ধর্ম্মার্থরূপ পদার্থ শব্দাতিরিক্ত অজ্ঞ কোনও প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। এই কারণে তৎসম্বন্ধে শব্দ সম্বন্ধ স্থাপন করাও কাহারও সামর্থ্যায়ত্ত নহে। এই জ্ঞান সূত্রকার বলিয়াছেন “অর্থে অনুপলব্ধে” অর্থাৎ প্রমাণান্তরের সাহায্যে অনুপলব্ধ অর্থের (বস্তুর) সংজ্ঞা অর্থাৎ সংকেত বা সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব। অতএব সম্বন্ধ পৌরুষেয় নহে, কিন্তু তাহা অপৌরুষেয় বা নিত্য। ইহাতে যদি বলা হয় যে, সম্বন্ধ নিত্য হইলে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরও প্রথমবার শব্দ শুনিবার কালেই অর্থ-বোধ হওয়া উচিত, তাহা হইলে বলিব, পদপদার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান অর্থবোধের সহকারী। যেমন অন্ধকারাবৃত স্থানে ঘট পূর্ব হইতে বিজ্ঞমান থাকিলেও আলোক বিনা উপলব্ধিগোচর হয় না, কিন্তু দীপ আনিলে তাহা জ্ঞানগোচর হয়। এতাবত প্রদীপ আনয়নের পূর্বে ঘটের অনস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, বা প্রদীপের সাহায্যে অপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কারণ নহে, এ কথাও বলা সম্ভব হয় না। সেইরূপ অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরও শব্দবোধ জন্মে না, কারণ, শব্দবোধের সহকারী কারণ শব্দজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা তাহার নাই। অতএব সম্বন্ধ নিত্য হইলে প্রথমবার শ্রবণকালেই অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থবোধ হওয়া উচিত, এই প্রকার আপত্তি অত্যন্ত অসার।

এইরূপে পদপদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাতে পুরুষানুপ্রবেশ অর্থাৎ পুরুষকৃততা অপ্রামাণিক অর্থাৎ উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইলে, 'শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে' যেহেতু তাহারা ভিন্ন দেশে অবস্থিত—যেহেতু তাহাদের ভিন্ন ভাবে ব্যবৃপদেশ বা উল্লেখ করা হয়, এবং যেহেতু তাহাদের রূপ ভিন্ন' এই প্রকার আপত্তি যে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। কারণ, শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা যদি সমবায়সম্বন্ধ, সংযোগসম্বন্ধ, অথবা কার্য্যকারণসম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ প্রকার আপত্তি সঙ্গত হইতে পারিত; কিন্তু উহাদের সম্বন্ধ যখন সংজ্ঞাসংজ্ঞিলক্ষণ, অর্থাৎ প্রত্যয়াপ্রত্যায়ক বা বাচ্যবাচকাত্মক, তখন ঐ প্রকার আপত্তি সমীচীন নহে। আরও ঐ প্রকার অনুমানের কোনও অনুকূল তর্ক নাই এবং বিপক্ষবাধক তর্কও নাই। আর শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে বাচ্যবাচকসম্বন্ধ আছে, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই, যেহেতু শব্দশ্রবণের পরেই অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, অজ্ঞা হয় না এই প্রকার অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়।

এ স্থলে ফেটবাদ নিরাস পূর্বক শব্দের (বর্ণের) বাচকতাস্থাপন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এবং অজ্ঞাত বহু তদ্ব্য ভাব্যবার্তিকমধ্যে দ্রষ্টব্য। মীমাংসক মতে "গোঁঃ" ইত্যাদি স্থলে গকার, ঔকার এবং বিসর্জ্জনীয় (বিসর্গ) এই তিনটি বর্ণই নিয়তক্রমবিশিষ্ট হইয়া সংস্কার দ্বারা সাম্রাদিবিশিষ্ট অর্থের বাচক। সুতরাং 'গ'কারাদি বর্ণই শব্দ এবং তাহাই অর্থের বাচক। এইজন্ত ভাব্যকার পূর্বাচাৰ্য্যের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—“গকারোকার-বিসর্জ্জনীয় ইতি ভগবানুপবর্ষঃ” অর্থাৎ ভগবান্ উপবর্ষের মতে গকার, ঔকার এবং বিসর্জ্জনীয় এই তিনটিই শব্দ, এবং ইহার গোপদার্থের বাচক। বর্ণই যে বাচক, তাহা পূর্বাচাৰ্য্যের মত উদ্ধার করিয়া ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে দেবতাধিকরণে বলিয়াছেন,—“বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ” অর্থাৎ 'বর্ণই শব্দ ইহা ভগবান্ উপবর্ষের অভিमत'। সুতরাং বর্ণাতিরিক্ত ফেট শব্দ নহে, এবং তাহা অর্থেরও বাচক নহে,—যেহেতু তাহা অপ্রামাণিক।

অতএব পদপদার্থের সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া তদ্ব্যারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ বাক্য বাক্যার্থের দ্বারাও বেদে পুরুষানুপ্রবেশ অর্থাৎ পুরুষকৃততা আসিতে পারে না, কারণ পদপদার্থের মধ্যে যে রূপ বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ আছে, বাক্য-বাক্যার্থের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যেহেতু বাক্যের বাচকতা স্বীকার করা হয় না,

কিন্তু পদার্থেরই বাচকতা স্বীকার করা হয়, আর তদ্ব্যাহারই বাক্যার্থজ্ঞান উপপন্ন হইয়া থাকে। বাক্য ও বাক্যার্থের পৃথক্ সম্বন্ধ যে স্বীকার্য্য নহে এবং তদ্ব্যাহার যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না, ইহা পরপরবর্ত্তী বাক্যাধিকরণে দৃঢ়তর যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে। আর ভারতাদি বাক্যের ত্রায় বেদের যে পৌরুষেয়তা অনুমান করা হয়, তাহাও সঙ্গত নহে,—যেহেতু বেদের কর্ত্তা স্বর্ঘ্য্যমান নহে। ইহাও এই পাদের অন্তিম অধিকরণে উপপাদিত হইবে। অতএব কোনও প্রকারে বেদে পুরুষানুপ্রবেশ সম্ভব নহে বলিয়া বেদকে পৌরুষেয় বলা যায় না। আর বেদ যদি পৌরুষেয় না হয়—বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষই যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার আগুত্ব ও অনাগুত্ব চিন্তা বুধ। অতএব অনাগুত্বপ্রণীতত্ব নিশ্চয়ে বা তৎসন্দেহে বেদকে অপ্রমাণ বলিতে পারা যায় না।

আর বেদবাক্য আগুত্বপ্রণীত নহে বলিয়া যে তাহাকে অপ্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু প্রামাণ্য গুণজন্ত নহে, উহা পরাপেক্ষ নহে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। প্রামাণ্য যদি গুণজন্ত হইত, উহা যদি পরাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে আগুত্বপ্রণীতত্বরূপ গুণজন্ত না হওয়ায় বেদবাক্য অপ্রমাণ হইতে পারিত। কিন্তু প্রামাণ্য পরাপেক্ষ নহে, যেহেতু প্রামাণ্য পরাপেক্ষ হইলে কস্মিন্ কালেও একটি জ্ঞানেরও নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ, প্রামাণ্য বলিতে জ্ঞানের স্বার্থতানিশ্চয় অর্থাৎ যে বস্তুটি যেক্রপ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের তদনুরূপতা অবধারণ। এই প্রামাণ্য আবার উৎপত্তিগত এবং জপ্তিগতভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে সমস্ত সামগ্রী (কারণকলাপ) হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদতিরিক্ত অল্প সামগ্রী হইতে যদি প্রামাণ্য জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে প্রামাণ্য উৎপত্তিগত পরাপেক্ষতা বলা হয়। আর যে সমস্ত কারণকূট হইতে জ্ঞান জন্মে, তদতিরিক্ত অল্প সামগ্রী দ্বারা যদি প্রামাণ্যজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রামাণ্যের জপ্তিগত পরাপেক্ষতা বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নির্কর্ষ হইলে প্রথমতঃ কেবলমাত্র একটি জ্ঞান জন্মে। তৎকালে সেই জ্ঞানটি প্রমা অর্থাৎ স্বার্থ, অর্থাৎ যে বিষয়ের সহিত সন্নির্কর্ষ হইয়াছে, তদনুরূপ কি না, তাহা জানা যায় না। পরে ‘এই জ্ঞানটি প্রমা কি অপ্রমা’ এই প্রকার একটি সংশয় প্রমাতার মনে উদ্ভিত হয়। তদনন্তর ‘এই জ্ঞানটি প্রমা, যেহেতু দোষশূন্য’ (সংবাদী প্রবৃত্তির জনক) অথবা ‘এই জ্ঞানটি অপ্রমা, যেহেতু দোষযুক্ত’ এই প্রকার একটি স্বার্থ অনুমান চিন্তামধ্যে ঝটতি সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহার পরে জ্ঞানটির প্রামাণ্য অর্থাৎ অদৃষ্টতা কিংবা অপ্রামাণ্য অর্থাৎ দৃষ্টতা গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন,—

স্বতঃ সর্বপ্রমাণানাং প্রামাণ্যমিতি গম্যতাম্ ।

নহি স্বতোঃসত্যী শক্তিঃ কর্তৃমন্ত্ৰেন শক্যতে ।

সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বতঃ অর্থাৎ সেই জ্ঞানের উৎপাদক এবং জ্ঞাপক যে সামগ্রী (কারণকূট), তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহারই প্রভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে, অত্ৰথা অনবস্থাদোষ হয় । নৈয়ায়িকগণ যে বলেন ঘটাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ হইলে 'ইহা ঘট' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে । পরে তাহার প্রামাণ্য সংশয় হয় । তদনন্তর জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে । ইহাতে জিজ্ঞাসা করি, যে জ্ঞানটির দ্বারা 'ইহা ঘট' এই প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানটি যে প্রমা, ইহা কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে ? তাহারও প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্ত অপর একটি জ্ঞান আবশ্যক ; আবার সেই অপর জ্ঞানটির প্রামাণ্যনির্ণয়ের নিমিত্ত অত্র একটি জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়ে । এই প্রকারে কুত্ৰাপি জ্ঞানধারার বিশ্রাস্তি না হওয়ায় অনবস্থাদোষ ঘটে ; ফলে অনন্ত জ্ঞানের দ্বারাও একটি জ্ঞানের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে না । আর ঐরূপ ব্যবহারবিলোপিনী অনবস্থার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত যদি তৃতীয় জ্ঞানটিকে স্বতই প্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানটির স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে আপত্তি কেন ? অতএব বলিতে হয় যে, যে কারণ হইতে 'ইহা ঘট' ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও হইয়া থাকে, তজ্জন্ত কারণান্তরের বা জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা থাকে না । এইরূপ প্রামাণ্যের উৎপত্তিও জ্ঞানোৎপাদক সামগ্রী ছাড়া অত্র কোনও কারণের অপেক্ষা রাখে না । কারণ, প্রামাণ্য বলিতে জ্ঞানের স্বীয় বিষয়নিশ্চায়ক সামর্থ্য । পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য তদীয় বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ নামক গ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন— "প্রামাণ্যং নাম জ্ঞানশ্চ অর্থপরিচ্ছেদসামর্থ্যম্ ।" আর ঐ জ্ঞানটি কতকগুলি কারণ হইতে জন্মিয়া থাকে বলিয়া উহা কার্য্যস্বরূপ, এবং প্রামাণ্য তাহার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ । আর কার্য্য নিজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় শক্তির সহিত উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তাহার শক্তি স্বকারণাতিরিক্ত অত্র কোনও কারণ হইতে জন্মায় না । যেমন বহিঃগত দাহিকা শক্তি অগ্নি জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহির কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা না হইলে উৎপত্তিরূপেই অগ্নি দহন করিতে পারিত না ; অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিজ আশ্রয়কে দহন করিতে করিতেই

বহি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানের বিষয়াবধারণশক্তিরূপ যে প্রামাণ্য, তাহাও জ্ঞানের কারণ হইতেই জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে। তাহা না হইলে অন্ত সহস্র কারণ হইতেও তন্মধ্যে তৎস্বভাব আহিত হইতে পারে না। এই জ্ঞান শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—“পর্যাপেক্ষ্য প্রমাণং নান্যন্যং লভতে কচিৎ” অর্থাৎ প্রামাণ্য যদি পর্যাপেক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি এবং জ্ঞাপ্তি কোনটিই সিদ্ধ হয় না। অতএব সমস্ত জ্ঞানই স্বতঃপ্রমাণ।

পক্ষান্তরে, জ্ঞানের যে অপ্রামাণ্য, তাহা স্বতঃ হইতে পারে না। যেহেতু একই পদার্থে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম স্বাভাবিক হইতে পারে না। প্রামাণ্য যখন জ্ঞানের স্বাভাবিকী শক্তি, তখন অপ্রামাণ্য তাহার ঔপাধিক অর্থাৎ পরপ্রযুক্ত সাময়িক ধর্ম। আর কারণগত দোষই সেই অপ্রামাণ্যের হেতু। জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়, সন্নিকর্ষ এবং বিষয় প্রভৃতি। পিত্ত, কাচ, কামলা প্রভৃতি-গুলি ইন্দ্রিয়ের দোষ; দূরত্ব সন্নিকর্ষের দোষ, এবং বস্তুসত্ত্বসাদৃশ্য বিষয়গত দোষ। এই সকল উপাধি হইতেই অপ্রামাণ্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব উহা ঔপাধিক। যদি বলা হয়, অপ্রামাণ্যকেই স্বাভাবিক বলিয়া প্রামাণ্যকে গুণজ্ঞাত অর্থাৎ পর্যাপেক্ষ্য বলা হউক না কেন, তাহা হইলে বলিব, প্রামাণ্যকে পর্যাপেক্ষ্য বলিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অপ্রামাণ্যকে পর্যাপেক্ষ্য অর্থাৎ কারণান্তরজ্ঞাত বলিলে ঐ প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ, যে জ্ঞানের সাহায্যে ‘এই জ্ঞানটি অপ্রমা, যেহেতু ইহা দোষজ্ঞাত’ এই প্রকার অপ্রামাণ্যনিশ্চয় হয়, তাহা স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া তাহার প্রামাণ্য আর অন্ত্যাপেক্ষ্য নহে। এই জ্ঞাত অপ্রামাণ্যের স্বতন্ত্র এবং প্রামাণ্যের পরতন্ত্র স্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষরূপে বহু জাতব্য থাকিলেও সংক্ষেপে সিদ্ধান্তমাত্র প্রদর্শিত হইল। বিস্তৃত বিবরণ শ্লোকবাস্তিকাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অতএব প্রামাণ্য যখন স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য যখন পরতঃ, তখন শব্দের প্রামাণ্য বক্তার আপত্তি বা প্রমাণান্তরমূলকত্বের অপেক্ষা করে না। সুতরাং বেদ আপত্তিগত নহে বলিয়া যে অপ্রমাণ, এরূপ আপত্তি করা সম্ভব নহে।

ইহাতে যদি বলা হয় যে, এরূপ হইলে অনাপ্ত পুরুষের বাক্যই বা প্রমাণ হইবে না কেন এবং বুদ্ধাদির বাক্যই বা ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণায়ক হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব, শুক্তি ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যখন অপ্রামাণ্যক রজত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রমা অর্থাৎ যথার্থরূপেই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু পরে দোষজ্ঞানরূপ বাধকজ্ঞানের দ্বারা তাহার বাধ হওয়ায় অপ্রমাণ অবধারিত হইয়া থাকে। সেইরূপ

অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণমাত্রেই, এই ব্যক্তি ভ্রম, প্রমাদ এবং বিপ্রলিপ্সায়ুক্ত (প্রতারণাবুদ্ধিযুক্ত), এই প্রকার জ্ঞান হওয়ার বাক্যের কারণস্বরূপ যে অনাপ্ত পুরুষ, তাহার ঐ সমস্ত দোষ অবধারিত হয় বলিয়া পরক্ষণেই উহার বাক্যের অপ্রামাণ্য অবধারিত হওয়ার প্রামাণ্যের বাধ হইয়া থাকে। এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পদার্থ অলৌকিক বলিয়া কোনও লোকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও অর্থাপত্তি এই কয়টি প্রমাণের সাহায্যে তাহা অবগত হইতে পারে না। আর বাহা শব্দাতিরিক্ত প্রমাণের অগোচর, তদ্বিষয়ে যে মনুষ্যের উপদেশ, তাহাও অমূলক অর্থাৎ মূলহীন বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। এই কারণে বুদ্ধাদির বাক্য ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ নহে। শব্দ স্বভাবতঃ অপ্রমাণ না হইলেও এ স্থলে কারণগত দোষের দ্বারা তাহার প্রামাণ্য উৎসারিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বেদের সন্ধন্ধে এরূপ আপত্তি করা চলে না, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। যদি বলা হয় যে বেদ অপ্রমাণ, যেহেতু তাহা বাক্য, যেমন প্রত্যারক লোকের বাক্য, তাহা হইলে বলিব, ‘বাক্যত্ব’ অপ্রামাণ্যের প্রয়োজক নহে, কারণ, তাহা হইলে আপ্তবাক্যও অপ্রমাণ হইত; কিন্তু বক্তার দৃষ্টত্ব অর্থাৎ দোষযুক্তত্বই অপ্রামাণ্যের হেতু। অতএব বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহার কোনও বক্তা নাই। সুতরাং বক্তার দোষ বাক্যে সংক্রমিত হইয়া তাহাকে যে দৃষ্ট করিয়া তুলে, বেদ-বাক্যে তাহার প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং বেদ অপ্রমাণ নহে। আর ‘বেদবাক্য অপ্রমাণ, যেহেতু তাহা আপ্তপ্রণীত নহে, যেমন বালক বা উন্মত্তাদির বাক্য,’ এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে, যেহেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বতঃ, তাহা পরাপেক্ষ নহে। সুতরাং শব্দও যখন প্রমাণ, তখন তাহারও প্রামাণ্য পরাপেক্ষ নহে।

অতএব বক্তার আপ্তত্ব প্রামাণ্যের হেতু নহে, কিন্তু পুরুষগণ সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা) প্রভৃতি দোষযুক্ত বলিয়া, শ্রোতা যখন প্রথম কাহারও বাক্য শ্রবণ করে, তখন স্বভাবতঃ জ্ঞানটি নিশ্চয়ান্বকরূপে উৎপন্ন হইলেও সে বহুত্র দৃষ্ট পূর্বানুভূত বক্তৃগত ভ্রম-প্রমাদাদির বিষয় স্মরণ করে। আর তাহার ফলে সেই জ্ঞানে এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হয়— ইহা প্রমা কি না। পরে বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইলে তাহার দ্বারা পূর্বাগত দোষ-জ্ঞান উৎসারিত হয়। তাহার ফলে সংশয় দূর হইয়া যায়; এবং তখন জ্ঞানের যে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য, বাহা প্রথমে উৎপন্ন হইলেও দোষজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, তাহা নির্বোধে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং বক্তার

‘আপ্তস্বরূপ গুণ জ্ঞাত হইলে সেই গুণজ্ঞান দোষের অপসারণ করিয়াই নিবৃত্ত হয়, তাহা আর স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যের মধ্যে কোনও শক্তি আহিত করে না। এই জ্ঞাত গুণজ্ঞান প্রামাণ্যের কারণ নহে, কিন্তু উহা অন্তথা-সিদ্ধ। এই কথাই শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন, যথা—

ভস্মাদ্ গুণেভ্যো দোষণামভাবস্তদভাবতঃ ।

অপ্রামাণ্যদ্ব্যাসত্ত্বং তেনোৎসর্গোহনপোদিতঃ ।

অর্থাৎ বর্ণিত কারণ-নিচয় হেতু ইহাই অবধারিত হয় যে, গুণসকলের জ্ঞান হইতে দোষজ্ঞান উৎসারিত হয় এবং তাহার ফলে মিথ্যাত্ব অর্থাৎ বিপর্যায় এবং সংশয়রূপ দ্বিবিধ অপ্রামাণ্য দূরীকৃত হয়। তাহাতে উৎসর্গ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রামাণ্য অনপোদিত (নির্বোধ) থাকিয়া যায়। সুতরাং আপ্তবাক্য স্থলে আপ্ত প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কারণ নহে, কিন্তু তাহা অপ্রামাণ্যের হেতু-স্বরূপ যে দোষজ্ঞান, তাহার অপসারণ করিয়া থাকে। কিন্তু বেদবাক্য অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে পুরুষগত ভ্রম, প্রমাদ, বিশ্রলিপ্সাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। আর তাহা না থাকায় শব্দ-প্রমাণের স্বাভাবিক যে প্রামাণ্য, তাহা অক্ষুণ্ণই থাকে। অতএব ‘বেদবাক্য আপ্ত প্রণীত নহে বলিয়া অপ্রমাণ’ এই প্রকার উক্তি যুক্তিসহ নহে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় যদি বলেন যে, বেদবোধিত বস্তু প্রমাণান্তরগম্য নহে বলিয়া বেদবাক্য বুদ্ধ প্রভৃতির উপদেশের দ্বারা অপ্রমাণ, তাহা হইলে বলিব—‘প্রমাণান্তর-গম্যত্ব’ প্রামাণ্যের কারণ নহে বলিয়া ‘প্রমাণান্তরগম্যত্ব’ অপ্রামাণ্যের প্রয়োজক হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র রসেন্দ্রিয়জ্ঞাত যে রসজ্ঞান, তাহাকে প্রমাণ বলা চলিত না, দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া যে অনুমানজ্ঞাত বহি-জ্ঞান হয়, তাহাও প্রমাণ হইতে পারিত না। কারণ, রসগ্রহণে একমাত্র জিহ্বারই শক্তি আছে, অন্ত কোনও ইন্দ্রিয়ের সে সামর্থ্য নাই। এইরূপ বতরূপ পর্য্যন্ত না অনুমিত বহির প্রত্যক্ষ হয়, ততরূপ অনুমানজ্ঞাত বহিজ্ঞানটিকে প্রমাণ বলা চলিত না। এই কারণে প্রমাণান্তরের বা জ্ঞানান্তরের সহিত সংবাদ প্রামাণ্যের হেতু নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসাদিবোধেরও অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব বেদবোধিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নহে বলিয়া বেদ অপ্রমাণ, এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

ইহাতে যদি বলা হয় যে, বুদ্ধপ্রভৃতির ধর্মোপদেশকে তাহা হইলে প্রমাণ বলা হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিব যে, ধর্ম্মার্থ লৌকিক প্রমাণগম্য

নহে বলিয়া কোনও মনুষ্যের উপদেশে তাহার স্বরূপ-নিরূপণ হইতে পারে না, যেহেতু তদ্বিষয়ে মনুষ্যের সম্পূর্ণ অশক্তিই রহিয়াছে। ইহাতে হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, শাক্যাদির উপদেশ যদি ধর্ম্মার্থে প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে মনু প্রভৃতির উপদেশ কিরূপে ধর্ম্মার্থ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপদেশ বেদনিরপেক্ষরূপে প্রমাণ নহে, কিন্তু তাঁহারা বেদের বহু শাখা হইতে অবগত হইয়া বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মকলাপের উপদেশ দিয়াছেন বলিয়াই তাহা প্রমাণ। সুতরাং তাঁহারা বুদ্ধপ্রভৃতির দ্বারা ধর্ম্মার্থ দর্শন করিয়া উপদেশ দেন নাই বলিয়া শাক্য প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তাঁহাদের উপদেশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। আর এই কারণেই অর্থাৎ বেদনিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মার্থতত্ত্ব অবগত হইবার জন্যই এবং ধর্ম্মার্থ সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তই বুদ্ধের উপদেশ অমূলক বলিয়া অপ্রমাণ, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদ কোনও পুরুষের রচিত নহে, যেহেতু পদপদার্থের সম্বন্ধ নিত্য, এবং বাক্য-বাক্যার্থাদি দ্বারাও বেদে পুরুষপ্রবেশ সম্ভব নহে। সুতরাং বুদ্ধাদির ধর্ম্মোপদেশ যেমন উপদেশ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানের অসামর্থ্য নিবন্ধন অপ্রমাণ অর্থাৎ বুদ্ধ প্রভৃতি উপদেষ্টৃগণ মনুষ্য হইয়াও যে বিষয় অবগত হইতে মনুষ্যের সামর্থ্য নাই, সেই বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া অপ্রমাণ, বেদ সম্বন্ধে আর সে কথা বলা চলে না, কারণ, বেদ অপৌরুষেয়—কোনও মনুষ্য কর্তৃক বিরচিত নহে। অতএব বেদোক্ত বিষয় সকল প্রমাণাস্তরগম্য নহে বলিয়া বেদ অপ্রমাণ, এই প্রকার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

অপিচ, বেদোক্ত বিষয় সকল যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও প্রমিত হইত, তাহা হইলে আর বেদকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা চলিত না; কারণ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাই যদি সকল প্রকার প্রমেয় সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তদতিরিক্ত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কোনও ফল নাই বলিয়া তাহা নিপ্রায়োক্তন হইত। এইজন্য বেদপ্রামাণ্যবাদিগণ বলেন যে, বেদমধ্যে যে স্থলে প্রমাণাস্তরগম্য বিষয়ের উপদেশ আছে, তাদৃশ স্থলে বেদবাক্য অনুবাদী হওয়ায় স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ নহে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইবে। শুধু বেদ সম্বন্ধেই যে এ কথা বলা হয়, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই জ্ঞাতবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ নহে। এই কারণেই দার্শনিকগণ স্রবণাস্ত্রক জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানকে অনুভূতি ও স্মৃতি এই প্রকারদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া অনুভবাস্ত্রক

জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং বেদোক্ত বিষয় সকল যে প্রমাণান্তরগম্য নহে, ইহা শব্দপ্রমাণরূপ বেদের দূষণ নহে, কিন্তু ভূষণ। এইজন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন—

তেনেতরৈঃ প্রমাণৈর্ধা চোদনানামসঙ্গতিঃ ।

তরৈব শ্রাং প্রমাণত্বমভুবাদত্বমন্তথা ।

অর্থাৎ প্রমাণান্তরের সহিত যে বেদবিধির সঙ্গতি অর্থাৎ সংবাদ বা মিল নাই, তাহারই জন্য বেদবিধির প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্তথা তাহা অনুবাদী অর্থাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপক হইয়া পড়ে। শাস্ত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক—এইজন্য কথিত আছে “অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্।” প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকায় তাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য থাকিতে পারে না বলিয়াই ঋতিতাৎপর্য্যবিৎ অদ্বৈত বেদান্তিগণ দ্বৈতবোধক ঋতিবাক্য সকল প্রমাণান্তরসিদ্ধ তত্ত্বের জ্ঞাপক হওয়ার অনুবাদী দেখিয়া তাহাদের স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং প্রমাণান্তরাগম্য অদ্বৈত ঋতিরশিক্ত তদনুকূলে ব্যাখ্যা করেন না। কিন্তু প্রমাণান্তরাগম্য অদ্বৈত তত্ত্বই ঋতির মহাতাৎপর্য্য স্বীকার করিয়া দ্বৈতবোধক ঋতিসকলকে অদ্বৈততত্ত্বানুকূলেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; যেহেতু বেদার্থ নির্ণয় করিবার জন্য মীমাংসকগণ এই নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং অলৌকিকার্থ-প্রতিপাদক বলিয়াই বেদ প্রমাণ। এই কারণে বেদভাষ্যভূমিকায় পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষোক্তানুমিত্যা বা যন্তুপায়ো ন বৃথ্যতে ।

এতৎ বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদশ্চ বেদতা ।

অর্থাৎ যে উপায় অর্থাৎ স্বর্গনরকাদির সহিত যাগাদির যে সাধ্যসাধনতাসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, ধার্মিকগণ তাহা বেদের দ্বারাই জানিতে পারেন। এই নিমিত্তই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রামাণ্য।

এইরূপে পূর্বপক্ষবাদী বেদের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, সেই সমস্ত গুলিরই অসারতা প্রতিপাদিত হইলে “চোদনা প্রামাণ্যমেব” এই প্রতিজ্ঞাটি অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়।

—এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভাষ্যকার এই ঔৎপত্তিক সূত্রটির অর্থবোদ্ধনা করিয়া বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ধের মতেরই অনুবাদ করত সম্বন্ধাক্ষেপ ও তৎপরিহার, বৌদ্ধমতখণ্ডনপূর্বক আত্মাস্তিহ প্রতাপাদন প্রভৃতি বিষয়

সকল যুক্তিপূর্বক আলোচনা করিয়া, বৈদিক পদপদার্থের সম্বন্ধকে দ্বার করিয়া যে বেদে পুরুষানুপ্রবেশ সম্ভব নহে, তাহা দৃঢ়তর যুক্তির দ্বারা উপপাদন করত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার সাধন করিয়াছেন। আর বৃত্তিকারমতানুসারেই “সংসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি প্রত্যক্ষসূত্রেরও দুই একটি শব্দের ব্যতিক্রম করিয়া ঐ সূত্রটিকে প্রত্যক্ষলক্ষণপর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি প্রমাণেরও লক্ষণাদি নির্দেশ করিয়াছেন। ভাব্যকারমতে সূত্রটির বৈরূপ অর্থ, তাহা সূত্রাক্ষরবোজনা-মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। ইতি বেদপ্রামাণ্যাদিকরণ।

কস্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

অস্মক্ভ্যর্থ।—কস্ম—কার্য্য অর্থাৎ অনিত্য, একে—একদল অর্থাৎ কেহ কেহ (বলেন), তত্র—তদ্বিষয়ে অর্থাৎ শব্দবিষয়ে অথবা তৎকালে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তিকালে, দর্শনাৎ—যে হেতু (প্রযত্ন) দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ অনিত্য অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বে ও পরে থাকে না, যেহেতু তদ্বিষয়ে লোকের প্রযত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্ব অধিকরণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলা হইয়াছে। আর সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ বলিয়া সম্বন্ধবিষয় অর্থাৎ যে দুইটি পদার্থ সম্বন্ধের আশ্রয়, তাহাদিগকেও নিত্য বলিতে হয়। তন্মধ্যে শব্দ বাচক এবং আকৃতিরূপ জাতি তাহার বাচ্য। এই দুইটিই এ স্থলে সম্বন্ধের আশ্রয়। ইহাদের মধ্যে আবার বাচ্য যে আকৃতি অর্থাৎ জাতি, তাহার নিত্যতা নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিক-গণ স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা শব্দকে নিত্য বলেন না। আর শব্দ যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধও নিত্য হইতে পারে না, যে হেতু নিত্য ও অনিত্যের যে সম্বন্ধ, তাহা অনিত্যই হইয়া থাকে; কারণ, সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ বলিয়া অনিত্য বস্তুর অসম্বদশায় সম্বন্ধের আশ্রয় না থাকায় নিরাধার সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। এইরূপে সম্বন্ধ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না বলিয়া নিত্যত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষীর মত উপপত্ত্ত করিতেছেন। পূর্বসূত্রে যে বগী বিভক্তিয়ুক্ত ‘শব্দত্ব’ এই পদটি আছে, তাহাকে প্রথমা বিভক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া অনুবঙ্গপূর্বক সূত্রের অর্থ করিতে হইবে।

আর তাহাতে শব্দের যে অর্থ হয় তাহা এইরূপ, শব্দ কৰ্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য অর্থাৎ অনিত্য, যে হেতু সেই শব্দ নিষ্পাদন করিবার জ্ঞান লোকসকলকে প্রবৃত্ত করিতে দেখা যায়। আর যে বস্তু পূর্ব হইতে থাকে না, তদ্বিষয়েই লোকের প্রবৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি বলা হয় যে, যাহা অত্যন্ত অসং অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন, তজ্জ্ঞান ত প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সুতরাং শব্দ যদি পূর্ব হইতে সং, তবে তাহার অভিব্যক্তির জ্ঞানই লোকে উচ্চারণপ্রবৃত্ত করে। তাহা হইলে বলিব, সত্য বটে সতেরই অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, এই কারণে শব্দের অভিব্যক্তি হয় না, কিন্তু শব্দ করা হয়। আর যে বস্তু পূর্ব হইতে থাকে না, তাহাই কুতিসাধ্য অর্থাৎ করা হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দ যখন অনিত্য, তখন তাহার সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, শব্দ বর্ণ ও ধ্বনিভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে কণ্ঠ, তালু, প্রভৃতির সংযোগবিশেষ আশ্রয় করিয়া ককারাদি যে সমস্ত শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাকে বর্ণ বলা হয়, আর মৃদঙ্গাদি জ্ঞাত যে শব্দ, তাহাকে ধ্বনি নামে অভিহিত করা হয়। এ স্থলে বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত আর সিদ্ধান্তী সেই বর্ণাত্মক শব্দেরই নিত্যত্ব স্থাপন করিতে উৎসুক।

অস্থানাৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ।—অস্থানাৎ—যেহেতু স্থান অর্থাৎ অবস্থান বা স্থিতি নাই। শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইহা উচ্চারণের পর ক্ষণকালের অধিক অবস্থান করে না।

ভাষ্যভাবার্থ।—শব্দ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে উচ্চারণের পরবর্তী কালেও উপলব্ধ হইত। কিন্তু উচ্চারণের ক্ষণকাল পরে আর তাহার উপলব্ধি হয় না। এই কারণে তাহাকে বিনষ্টই বলিতে হয়। আর যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা অনিত্যই হইয়া থাকে। ইহাতে শব্দ-নিত্যত্ববাদী যদি বলেন যে, উপলব্ধির কারণ নাই বলিয়া শব্দ নিত্য হইলেও উপলব্ধ হয় না, তাহা হইলে বলিব, ব্যবধানাদি বশতঃ পদার্থের অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে অনুপলব্ধির কারণস্বরূপ ব্যবধানাদি না থাকায় উপলব্ধিই হওয়া উচিত। আর প্রথমবার যখন শব্দ শ্রবণগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন তাহা যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে

প্রথমবারের ছায় পর পর বারেও শ্রবণগোচর হওয়া উচিত, যেহেতু তখনও উপলব্ধির কারণ যে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ, তাহা বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন শব্দ অনিত্য।

করোতিশব্দাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ।—করোতিশব্দাৎ—যেহেতু ‘করোতি’ এই শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয়। শব্দ অনিত্য, যে হেতু তাহা ‘শব্দং করোতি’ অর্থাৎ শব্দ করিতেছে এই প্রকার ব্যপদেশের বিষয় হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ।—শব্দ যে অনিত্য, তাহার আরও হেতু এই যে, ইহা কৃতির অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয় হইয়া থাকে। কারণ, লোকে—‘শব্দ কর’, ‘শব্দ করিল’, ‘শব্দ করিবে’ ‘শব্দ করিও না’ এই প্রকারে শব্দকে ক্রিয়ার বিষয় অর্থাৎ ক্রিয়াজ্ঞ বুলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। আর বাহ্য ক্রিয়াজ্ঞ, তাহা অনিত্যই হয়।

সদ্বাস্তরে চ যোগপদ্মাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ।—সদ্বাস্তরে—অন্ত লোকের নিকটে, চ—এবং, যোগপদ্মাৎ—যেহেতু যোগপদ্ম অর্থাৎ সমানকালীনতা রহিয়াছে। শব্দ অনিত্য, যেহেতু অন্ত স্থানে অন্ত লোকের নিকটে একই কালে একই প্রকার শব্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ।—শব্দ যে অনিত্য, তাহার আরও হেতু এই যে, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মুখে গকারাদি শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং শ্রোতারও তাহা শুনিয়া থাকে। কিন্তু শব্দ নিত্য হইলে এক্রপ হইতে পারিত না। কারণ, শব্দ নিত্য হইলেও উহাকে বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলা যায় না, যেহেতু ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থ যেমন সমগ্রভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, শব্দও সেইরূপ সমগ্রভাবেই জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে। এই কারণে ঘটাদির ছায় শব্দও পরিচ্ছিন্ন। এইরূপ শব্দ নিত্য হইলে ইহার একত্বও স্বীকার করিতে হয়, তাহা না হইলে ‘ইহা সেই গকার’ ইত্যাদি প্রকার বর্ণবিষয়ক যে প্রত্যভিজ্ঞা (গ্রহণস্বরণাত্মক জ্ঞান), তাহার বাধা হইয়া পড়ে। কারণ, ‘এ সেই দেবদত্ত’

ইত্যাদিরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা বস্তুর অভিন্নতাই প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে যে স্থলে প্রত্যক্ষতঃ ভেদ উপলব্ধ হয়, তথায় পদার্থ ভিন্ন হইলেও যে অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, তাহাকে সাদৃশ্য-নিবন্ধন বলিতে হয়; যেমন 'ইহা সেই ঔষধ', বা 'ইহা সেই কেশ' ইত্যাদি স্থলে এক জাতীর অথচ ভিন্ন ঔষধ ও কেশ সম্বন্ধে যে অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা, তথায় দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা ভেদ অবধারিত থাকায় তাহা বলবন্তর প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া এ স্থলে 'ইহা সেই ঔষধের সদৃশ ঔষধ' এবং 'ইহা সেই কেশের সদৃশ কেশ'—এই প্রকার অর্থই বুঝায়। কিন্তু 'ইহা সেই গকার' এই প্রকার যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তথায় অল্প কোনও দৃঢ়তর প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া অভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। অল্পখা বিনা কারণে প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যভিজ্ঞার অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়।

তবে শব্দ যদি অনিত্য হইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই প্রকার অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞার বাধা হইতে পারিত বটে; কিন্তু সিদ্ধান্তীয় মতে যখন শব্দ নিত্য, তখন প্রত্যভিজ্ঞার বাধক কেহই থাকিতে পারে না। অতএব শব্দকে নিত্য বলিলে তাহা যে এক এবং পরিচ্ছিন্ন, ইহাও সুরূপিত হইয়া পড়ে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন স্থানস্থিত ব্যক্তির একই সময়ে কিরূপে গকারের উচ্চারণ করিতে পারে এবং কিরূপেই বা তাহা পরস্পর হইতে বহু দূরে অবস্থিত বহু শ্রোতার শ্রবণযোগ্য হইতে পারে? কারণ, যাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেশবিশেষে আবদ্ধ, তাহা যুগপৎ বিভিন্ন স্থানের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারে না। অথচ একই কালে বিভিন্ন স্থানস্থিত ব্যক্তির যে গকার উচ্চারণ করে এবং শ্রোতারও যে তাহা শুনে, ইহা সুরূপিত। এই কারণেও শব্দকে অনিত্য বলিতে হয়। আর শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়ায় বিভিন্ন গকারাদি শব্দের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় বলিয়া পূর্বোক্ত দোষ এ পক্ষে আরোপিত হইতে পারে না। অতএব শব্দ অনিত্য।

প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ।—প্রকৃতিবিকৃত্যোঃ—যে হেতু শব্দের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব রহিয়াছে, চ—আর। আর যে হেতু শব্দের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব রহিয়াছে, এই কারণেও শব্দকে অনিত্য বলিতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দ যে অনিত্য, তাহার পক্ষে আরও হেতু বলিতেছেন—“প্রকৃতিবিকৃত্যোচ্চ”। বর্ণের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাবও দৃষ্ট হয়। যেমন ‘যদি অপি = যত্নপি’, ‘দধি অত্র = দধ্যাত্র’ ইত্যাদি স্থলে ‘যদির’ ইকারটি প্রকৃতি এবং ‘যত্নপির’ দকার-সংযুক্ত বকারটি তাহার বিকৃতি, কারণ, “ইকো যণচি” এই পাণিনীয় ব্যাকরণ-বৃত্তি অনুসারে ইকার স্থানেই বকার হইয়া থাকে। সুতরাং বকারটি যখন বিকৃতি, তখন ইহাকে অনিত্যই বলিতে হইবে। যে হেতু বিকার পদার্থমাত্রেই অনিত্য হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। এইরূপ অপরাপর বর্ণের মধ্যেও (যেমন ঋ ও ৱ, ঞ ও ল এবং উ ও ব প্রভৃতির মধ্যেও) যখন প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে, তখন ইহা অনিত্য।

বুদ্ধিশ্চ কর্তৃভূম্যস্ত ॥ ১১ ॥

অঙ্করার্থ। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি অর্থাৎ আধিক্য, চ—যে হেতু, কর্তৃভূম্য—কর্তার বাহুল্যে, অস্ত—ইহার অর্থাৎ শব্দের। যে হেতু (উচ্চারণ) কর্তার বাহুল্য নিবন্ধন শব্দেরও বুদ্ধি হইয়া থাকে, সেই কারণেও শব্দ অনিত্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দের অনিত্যতার পক্ষে আরও হেতু এই যে, উচ্চারণকর্তার আধিক্যে শব্দেরও আধিক্য হইয়া থাকে। যদি বহুলোকে একসঙ্গে গকার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে যে শব্দটি মহান্ অর্থাৎ অতি অধিক হয়, ইহা সর্বজনীন অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু বাহা নিত্য, তাহার বুদ্ধি বা হ্রাস হয় না। আর উচ্চারণের দ্বারা যদি গকারের অভিব্যক্তিই হইত, তাহা হইলেও তাহার আধিক্য হইতে পারিত না। কারণ, বাহা অভিব্যক্তি, উপায়-বিশেষের দ্বারা তাহার আবরণটি অপসারিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বরূপের কোনও ইতরবিশেষ হয় না। যেমন অঙ্ককারাবৃত ঘটটি একটি প্রদীপ আনিলেও বেরূপ থাকে, বহু প্রদীপ আনিলেও তাহা ঠিক সেইরূপই থাকিয়া যায়। শত সহস্র প্রদীপের সমাবেশেও তাহার স্বরূপের কোন প্রকার হ্রাস-বুদ্ধি হয় না। সেইরূপ শব্দও যদি অভিব্যক্তি হইত, তাহা হইলে বহু ব্যক্তি যুগপৎ উচ্চারণ করিতে থাকিলেও তাহার বুদ্ধি হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা যখন হয়, তখন উহাকে অভিব্যক্তি বলা যায় না। আর উহা

যদি অভিব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে উহাকে উৎপাদ্যই বলিতে হয়। আর বাহা উৎপাদ্য, তাহা অনিত্যই হইয়া থাকে। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

সমং তু তত্র দর্শনম্ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। সমং—সম অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব উভয় পক্ষে তুল্য, তু—কিন্তু, তত্র দর্শনম্—পূর্বপক্ষবাদীর ‘তত্র দর্শনম্’ এই হেতুটি। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন—শব্দের জ্ঞাত কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ বিষয়ে প্রযত্ন করা হইলে পর শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া শব্দ অনিত্য, তাহা সম অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব উভয় মতেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বপক্ষীর ‘তত্র দর্শনম্’ এই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ সপক্ষে এবং বিপক্ষে সাধারণ।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দের নিত্যতা যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহা “কশ্ম একে” ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে পূর্বপক্ষরূপে দেখান হইল। এক্ষণে “সমং তু তত্র দর্শনম্” ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে পূর্বপক্ষীয় আপত্তির উত্তর দিতেছেন এবং “নিত্যন্ত ত্রাং” ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে শব্দের নিত্যতা স্থাপন করিবেন। “সমং তু তত্র দর্শনম্” এই শ্লোকে যে ‘তু’ শব্দটি আছে, তাহা দ্বারা পক্ষের পরিবর্তন সূচিত হইতেছে অর্থাৎ ইহার দ্বারা জানান হইতেছে যে, পূর্বপক্ষের উত্তর দিতে আরম্ভ করা হইতেছে। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন শব্দ অনিত্য, যে হেতু শব্দ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগবিষয়ক প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহা দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, অভিব্যক্তি পক্ষেও প্রযত্ন আবশ্যক; প্রযত্ন ব্যতীত কোনও বস্তুর অভিব্যক্তি হইতে পারে না। অতএব পূর্বপক্ষবাদীর হেতুটি অনৈকান্তিক। বাহা সাধ্যবৎ এবং সাধ্যবৎভিন্ন স্থানেও থাকে, তাহাকে অনৈকান্তিক বলা হয়। যেমন বহি দ্বারা ধূম অনুমান করিতে গেলে ‘বহ্নিমত্বাৎ’ এই হেতুটি অনৈকান্তিক হইয়া থাকে, কারণ, সাধ্যবৎ স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্য ধূম থাকে, তথায় যেমন অগ্নি থাকে, সেইরূপ সাধ্যবৎভিন্ন স্থলেও অর্থাৎ জলস্ত অঙ্গারাদিরূপ যে স্থলে সাধ্য ধূম থাকে না বলিয়া বাহা সাধ্যবৎভিন্ন, তথায়ও বহি থাকে। এই

কারণে বহি থাকিলেই যে ধুম থাকিবে, তাহা নহে। সুতরাং ‘বহিমত্বাৎ’ এই হেতুটি সাধ্যবস্তির স্থলেও থাকে বলিয়া উহা সাধ্যের সাধন নহে। এতাদৃশ হেতুকে ‘অনৈকান্তিক’ বলা হয়। শব্দের অনিত্যতাবাদীর “ভত্র দর্শনাৎ” এই হেতুটি উৎপত্তিপক্ষে এবং অভিব্যক্তিপক্ষে উভয়স্থলেই থাকে বলিয়া অনৈকান্তিক। কল কথা উচ্চারণপ্রবৃত্তির পর শব্দের যে দর্শন, তাহার দ্বারা শব্দের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না।

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। সতঃ—বিদ্যমান শব্দের, পরং—উচ্চারণের পরক্ষণে, অদর্শনম্—অমূলক, বিষয়ানাগমাৎ—বিষয় অর্থাৎ শব্দের নিকটে (শব্দের অভিব্যক্তকের) আগমন হয় না বলিয়া। যেহেতু শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় যে শব্দ, তাহার নিকটে শব্দের অভিব্যক্তক যে ধ্বনি, তাহা ফিরিয়া আসে না, এই কারণে শব্দ সং অর্থাৎ নিত্য বা বিদ্যমান হইলেও তাহার আর উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী “অস্থানাৎ” এই সূত্রে যে বলিয়াছেন, শব্দ উচ্চারণের পর অবস্থান করে না বলিয়া অনিত্য, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, যে বস্তু কোনও কারণবশে অভিব্যক্ত হয়, সেই কারণের তিরোধান হইলে তাহার স্বরূপ পুনরায় অনভিব্যক্ত হইতে পারে। যে কারণের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি হয়, তাহা শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের কাছে ক্ষণকাল মাত্র থাকিয়া তিরোহিত হয় বলিয়া শব্দও ক্ষণকালের জন্য অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় আচ্ছাদকের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। বায়বীয় সংযোগবিভাগাত্মক ধ্বনিই শব্দের অভিব্যক্তির কারণ। শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণের মতে প্রত্যেকটি বর্ণাত্মক শব্দই নিত্য, বিত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং এক। আবার চক্ষুরিন্দ্রিয় যেমন বৃত্তি দ্বারা বহির্দেশে নির্গত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, শ্রবণেন্দ্রিয় সে ভাবে বিষয় গ্রহণ করে না, কিন্তু তাহা স্বস্থানে থাকিয়াই স্বীয় বিষয় যে শব্দ, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার বর্ণ সকল বিত্ব বলিয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমীপেও আছে। কিন্তু স্তিমিত বায়ুর দ্বারা তাহাদের স্বরূপ

আবৃত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুর প্রযুক্তে অভিঘাত নামক বেগবশে কোষ্ঠমধ্যবর্তী বায়ু বিনির্গত হইবার সময়ে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সংস্পর্শে বিশেষ সামর্থ্যলাভ করিয়া যখন মুখের বহির্ভাগে উপস্থিত হয়, তখন তাহা চারিদিকের স্তিমিত বায়ুমণ্ডলকে আঘাত দেয়। তাহাতে চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলের সংযোগ-বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর মুখ হইতে বিনির্গত, কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানের সংস্পর্শে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যযুক্ত, সেই কোষ্ঠবায়ু বাহিরের বায়ুর সহিত বেগে সংযুক্ত হয় এবং তাহাতে বাহিরের বায়ুর পূর্বস্থান হইতে বিভাগ হইয়া থাকে। এই ভাবে সেই কোষ্ঠবায়ু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়মধ্যে গিয়াও আঘাত জন্মাইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেখানেও বায়বীয় সংযোগবিশেষ উৎপন্ন হয়। তখন শ্রোতার কর্ণমধ্যে অবস্থিত যে শব্দ, বাহা স্তিমিত বায়ুমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল, তাহা সেই বায়বীয় সংযোগ-বিভাগের দ্বারা অর্থাৎ মুখোচ্চারিত বায়ুর সংযোগ এবং কর্ণমধ্যস্থিত স্তিমিত বায়ুর বিরোধের ফলে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এবং তাহারই ফলে শ্রোতার অকারাদি বর্ণের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ শ্রোতা অকারাদি বর্ণ শুনিয়া থাকে। আবার সেই বায়বীয় সংযোগবিভাগ ক্ষণকালস্থায়ী বলিয়া পরক্ষণেই তাহা সরিয়া যায়। তখন চতুর্দিকস্থ স্তিমিত বায়ুমণ্ডল পুনরায় শব্দকে আবৃত করিয়া রাখে। এই কারণে পরক্ষণে আর শব্দের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর প্রযুক্ত হইতে উৎপন্ন অভিঘাতযুক্ত ঐ যে বায়ু, তাহার বেগেরও একটা নীমা আছে বলিয়া যতদূর তাহার বেগ, ততদূর পর্য্যন্তই তাহা যাইয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই বেগ কমিতে থাকে। আর সেই কারণে ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী শ্রোতাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ, ক্ষীণতর ভাবে শব্দের উপলব্ধি হইয়া শেষে একেবারেই উপলব্ধি হয় না; কারণ, বস্তুর কোষ্ঠনির্গত সেই বায়ু ক্রমে ক্রমে বেগহীন হওয়ায় শ্রোতার কর্ণদেশস্থিত বায়ুমণ্ডলরূপ আবরণকে ক্রমে ক্রমে যত্ন, যত্নতর, যত্নতমভাবে সরাইয়া শেষে একেবারে সরাইতে পারে না। এইজন্য বায়বীয় বেগের আধিক্য বা অল্পতা অনুসারেই শব্দের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা হইয়া থাকে। আবার প্রতিকূল বায়ুর সংস্পর্শে ইহার বেগ শীঘ্র কমিয়া যায়, এবং অল্পকূল বায়ুর সাহচর্যে ইহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেগবান থাকে। এইজন্য বায়ুর অল্পকূলতা থাকিলে দূরবর্তী শব্দও শ্রুত হয়। আবার বাত্যাদি দ্বারা তাহা অভিভূতও হইয়া যায়। এই কারণে বায়ুবহুল স্থলে সমীপস্থ ব্যক্তিগণও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না।

বস্তুর মুখনির্গত অভিঘাতযুক্ত ঐ যে বায়বীয় সংযোগবিশেষ, উহাকেই নাদ

বা ধ্বনি বলা হয়। আর কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানবিশেষের বিশেষ সংস্পর্শে তাহার মধ্যে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়াই, অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই জন্ত উচ্চারণের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিলে, কোষ্ঠনির্গত বায়ু কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থান হইতে বিশেষ সামর্থ্যলাভ করিতে পারে না বলিয়া বর্ণসকলও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যথার্থভাবে অভিব্যক্ত হয় না; কিন্তু তাহারা অস্পষ্ট হয় অথবা জড়াইয়া যায়।

বর্ণের উপলব্ধির এই যে ক্ষণিকত্ব, ইহার উদাহরণও বিরল নহে। বর্ষাকালে মেঘমালাবৃত্ত অমরজনীতে যখন নিজেকেই নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ক্ষণকালস্থায়ী বিদ্যুৎপ্রকাশে ক্ষণকালের জন্তই পার্শ্বস্থ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্বে বা পরে আর তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা গাঢ় অন্ধকারের দ্বারা আবৃতই থাকিয়া যায়। শব্দও সেইরূপ বায়ুমণ্ডলের দ্বারা আবৃতই থাকে। প্রদীপ যেমন অন্ধকাররূপ আবরণ নষ্ট করিয়া ঘটাদি পদার্থের অভিব্যক্তি করে এবং চক্ষুরিম্রিয়ের গ্রাহিকাশক্তির উদ্বোধনরূপ সংস্কার-সাধনও করিয়া থাকে, ধ্বনিও সেইরূপ শব্দের আচ্ছাদক বায়ুমণ্ডলকে সরাইয়া দিয়া শব্দকে অভিব্যক্ত করে এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকে। আর সেই ধ্বনির অপগমে শব্দেরও প্রত্যক্ষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার উপপাদন করাই অল্পভবসিদ্ধ। ইহাতে কোনও অপ্রসিদ্ধ কল্পনা নাই।

কিন্তু বৈশেষিকগণ বলেন, “সংযোগাদ্ বা বিভাগাদ্ বা শব্দাদ্ বা শব্দনিষ্পত্তিঃ” অর্থাৎ “সংযোগ হইতে, অথবা বিভাগ হইতে কিংবা শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।” ভেদীতে দণ্ডাঘাত করিলে ভেদী ও দণ্ডের সংযোগ হইতে শব্দ জন্মে; বংশ প্রভৃতিকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলে দুইটি দলের বিভাগ হইতে শব্দ-নিষ্পত্তি হয়; ইহা বিভাগজশব্দ। আর, একটি শব্দ হইতে যে অল্প শব্দ হইয়া থাকে, ইহা শব্দজ শব্দ। বস্তুর কণ্ঠ তালু প্রভৃতির সংযোগ হইতে প্রথমে একটি বর্ণাত্মক শব্দ জন্মিয়া থাকে। ‘বীচিতরঙ্গস্থায়ৈ’ অর্থাৎ জলের একস্থানে আঘাত করিলে যেমন প্রথমে একটি তরঙ্গ জন্মে, তাহা হইতে অপর একটি, তাহা হইতে আর একটি—এই ভাবে বহু তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা বেগনাশে নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ প্রথম শব্দ হইতে অপর একটি শব্দ, তাহা হইতে আর একটি শব্দ—এই প্রকারে বহু শব্দ জন্মিয়া থাকে। আর উহাদের মধ্যে যেটি

যে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেইটিকেই সেই শ্রোতা শুনিয়া থাকে। পরে অন্ত্য শব্দটি স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়। এ স্থলে পূর্ব পূর্ব শব্দটি পরবর্তী শব্দ উৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হয় আর অন্তিম শব্দটি স্বতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মতে আদিম ও অন্তিম শব্দ শ্রবণযোগ্য নহে। ইহাতে প্রথম এবং প্রধান দোষ এই যে, বক্তা যে শব্দটি শুনাইতে চায়, শ্রোতার তাহা শুনিতে পায় না; কিন্তু অগ্ন শব্দই শ্রবণ করে। ইহাতে শব্দশ্রবণ বক্তার বিবক্ষানুসারী হয় না, কারণ, ইহাদের মধ্যে আত্ম এবং অন্ত্য শব্দ শ্রবণযোগ্য নহে। আর বীচিতরঙ্গত্বায়ে শব্দের শ্রবণ হয়, ইহা বলাও অযৌক্তিক; কারণ, তরঙ্গস্থলে কাহারও ক্রিয়া দ্বারা তরঙ্গে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাতে অভিঘাতাখ্য বেগ থাকে এবং তাহার বেগও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হয়। কিন্তু শব্দ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। কারণ, বৈশেষিকগণই বলেন, “গুণাদিনির্গুণক্রিয়ঃ” অর্থাৎ “গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির আর গুণ এবং ক্রিয়া নাই।” সুতরাং শব্দও যখন গুণ, যেহেতু বৈশেষিকগণ শব্দকে আকাশের গুণই বলিয়া থাকেন, তখন সেই শব্দের মধ্যে আর ক্রিয়া বা বেগ কিছুই থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহা হইতে আর অগ্ন শব্দ জন্মিতে পারে না, এবং তাহা দূরদেশেও বাইতে পারে না। আরও ইহাদের মত স্বীকার করিলে অন্তিম শব্দের বিনাশের কোনও হেতু থাকে না। ইহাদেরই স্বীকৃত অন্ত্য শব্দকে দৃষ্টান্ত করিয়া আমরা অনুমান প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারি—

শব্দ শব্দান্তরের আরম্ভক নহে, (প্রতিজ্ঞা);

যেহেতু তাহা শব্দ (হেতু);

যেমন অন্ত্য শব্দ (দৃষ্টান্ত)।

সুতরাং বৈশেষিকগণের শব্দপ্রত্যক্ষবিষয়ক প্রক্রিয়া আদরণীয় নহে, কিন্তু মীমাংসকগণ যেক্রমে শব্দ শ্রবণ উপপাদন করেন, তাহাই বক্তার বিবক্ষানুসারী এবং অনুভব ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয়।

প্রয়োগস্ত পরম্ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। প্রয়োগস্ত—প্রয়োগের অর্থাৎ উচ্চারণের, পরম্—পরবর্তী কারণটি। শব্দের অনিত্যত্বের অপর যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ শব্দপ্রয়োগ অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণ করা।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দনিত্যতাবাদী শব্দের অনিত্যতা স্থাপনের জন্ত—“করোতি শব্দাং” অর্থাৎ ‘শব্দ কর’ ইত্যাদিরূপে শব্দকে ক্ৰিয়ানিপাত্ত বলিয়া প্রয়োগ করা হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য—এই প্রকার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও শব্দের অনিত্যতা স্থাপিত হইতে পারে না। যে হেতু ‘অবকাশ (ফাঁক) কর’ ইত্যাদি স্থলেও ‘কর’ শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যতা প্রতিপাদিত হয় না, কারণ, অবকাশ (ফাঁক) আকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে; আর আকাশ কার্য বা উৎপাত্ত নহে, যে হেতু তাহা নিত্য এবং বিত্ব। সেইরূপ ‘শব্দ কর’ ইহার অর্থ ‘শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ কর’। অতএব উক্ত ‘করোতি শব্দাং’ এই হেতুটির দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধিত হইতে পারে না, যেহেতু উহাও অনৈকান্তিক।

আদিত্যবদ্ যোগপত্নম্ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। আদিত্যবৎ—আদিত্যের ত্যায় অর্থাৎ সূর্য্যের মত, যোগপত্নম্—যুগপৎভাবে অর্থাৎ একই কালে উপলব্ধি হয়। সূর্য্যকে যেমন একই সময়ে বহু স্থানের বহু ব্যক্তিই পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত দেখে, শব্দেরও সেইরূপ যোগপত্ন অর্থাৎ যুগপৎভাবে বহু স্থানের বহু ব্যক্তির নিকট উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্ব্বপক্ষী ‘সম্ভাস্তরে চ যোগপত্নাং’ অর্থাৎ ‘দেশান্তরে এবং ব্যক্ত্যন্তরের নিকট যুগপৎ উপলব্ধি হয় বলিয়াও শব্দ অনিত্য’ এই সূত্রে যে যুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সমঞ্জস নহে। কারণ, সূর্য্যের ত্যায় শব্দেরও বিভিন্নদেশে যুগপৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে। একই স্থানে বহু জলপাত্র থাকিলে তাহাতে বহু সূর্য্য দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এক ছাড়া বহু নহে, এবং জলপাত্রস্থিত প্রতিবিম্বগুলিও স্বতন্ত্র বস্তু নহে যে, তাহাদের বহুত্ব উপলব্ধি স্বার্থ হইবে। সেইরূপ একই স্থানে বহু শ্রোতা থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট পৃথকভাবে শব্দের উপলব্ধি হইলেও জলসূর্য্যের ত্যায় শব্দের বহুত্ব উপলব্ধি মিথ্যা। সেইরূপ বিদ্যানিবাসী বা কামরূপাধিবাসী সকলেই সূর্য্যকে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে, মধ্যাহ্নে মন্তকোপরি এবং সায়াহ্নে পশ্চিমে দেখে বটে, কিন্তু তাহাতে

যেমন সূর্য্যের ভেদ বা বহুত্ব প্রমাণিত হয় না, সেইরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির একই সময়ে শব্দ শুনিতে থাকিলেও শব্দের ভেদ বা অনেকত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু দূরত্বরূপ দোষবশতঃ সকলেই সূর্য্যের উপর সান্নিধ্য অর্থাৎ সমীপতার অধ্যাস (আরোপ) করিয়া যেমন একই ভাবে যুগপৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ নিত্য এবং বিভূ শব্দেরও যে পরিস্ফুটতা এবং বিভিন্ন স্থানে উপলব্ধি, তাহা দোষ নিবন্ধনই হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত প্রকার দেশভেদপ্রতীতিকে ভ্রমই বলিতে হয়।

যদি বলা হয়, সূর্য্যের বেলায় দূরত্ব দোষই সান্নিধ্য অধ্যাসের কারণ, কিন্তু শব্দের পক্ষে সেই দোষটি কি—বাহার প্রভাবে নানাদেশে শব্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে? তাহা হইলে বলিব, শব্দের বিভূত্ব এবং শব্দাভিব্যঞ্জক ধ্বনির পরিস্ফুটত্ব ও এক স্থানে ক্ষণস্থায়িত্ব বা বেগবত্বই সেই দোষ বাহার ফলে ঘটাকাশ, মঠাকাশের ন্যায় শব্দকেও পরিস্ফুট এবং ক্ষণিক ও বস্তুর মুখরূপ দেশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যদি বলা হয় যে, শব্দ যে বিভূ, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব, সর্বত্র উপলব্ধিই শব্দের অপরিচ্ছিন্নতার অর্থাৎ বিভূত্বের প্রমাপক। বাহা সর্বত্র উপলব্ধ হয়, তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না। এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে শব্দের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং শব্দ অপরিচ্ছিন্ন। আর শব্দের নিত্যতা অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশহীনতা যখন অগ্রে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে, তখন তাহাকে পরিস্ফুটও বলা যায় না। শব্দ যদি অনিত্য হইত, তাহা হইলে সর্বত্র বস্তুর ব্যাপার বশতঃ উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু শব্দ উৎপাদ্য নহে অথচ সর্বত্রই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই কারণে শব্দ বিভূ। আর শব্দ নিত্য এবং বিভূ হইলে পূর্ববর্ণিত (১ম সূত্রে বর্ণিত) যুক্তি অনুসারে তাহার একত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শব্দ যদি একই হয়, তাহা হইলে তাহার যে বিভিন্ন দেশে উপলব্ধি, তদ্বারা শব্দের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু স্থানেরই বিভিন্নতারূপ দোষ শব্দের বিভিন্নতাবোধরূপ ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। আরও শ্রবণেন্দ্রিয় যদি বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুর মুখপ্রদেশে গিয়া শব্দ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে শব্দকে বিভিন্নদেশস্থ বলা চলিত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন শব্দের বিভিন্ন দেশ অর্থাৎ শব্দ উপলব্ধির বিভিন্নদেশতা ভ্রম। কোন ইন্দ্রিয়ই অপ্রাপ্ত-বিষয়ের প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু স্বসংস্পৃষ্ট বিষয়েরই প্রকাশ করিয়া থাকে, আর কোন ইন্দ্রিয়ই স্বস্থান ছাড়িয়া বিষয়দেশে গমন করে না, কারণ, তাহা হইলে বিষয়-গ্রহণকালে শরীর ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়া

পড়িত। বিষয়-গ্রহণকালে যে শরীর ইন্দ্রিয়শূন্য হয়, ইহা যুক্তি ও অনুভব-বিরুদ্ধ। এই কারণে ইন্দ্রিয় সকল 'প্রাপ্যকারী' এবং স্বস্থানস্থ হইয়া বিষয়-প্রকাশক। অতএব শ্রবণেন্দ্রিয়ও স্বদেশস্থ হইয়াই শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে।

যদি বলা হয়, 'দূরে শব্দ, নিকটে শব্দ, পূর্বে শব্দ বা পশ্চিমে শব্দ' ইত্যাদি প্রকার অনুভব হয় কিরূপে? তাহা হইলে বলিব—ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্যকারী অর্থাৎ প্রাপ্ত বিষয়েরই প্রকাশক বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ও স্বদেশস্থিত অর্থাৎ নিজ সমীপে বর্তমান শব্দকেই প্রকাশিত করিয়া থাকে; কিন্তু দোষবশতঃ শ্রোতা শব্দের প্রকৃত দেশ অর্থাৎ স্থান বুঝিয়া উঠিতে পারে না; এই কারণে অনুমানের দ্বারা গৃহীত ধ্বনির উৎপত্তি দেশই শব্দে আরোপিত করিয়া থাকে, আর তাহারই ফলে শব্দকে বস্তুর মুখরূপ দেশে অধ্যস্ত করিয়া তাহার দূরত্ব বা নিকটত্ব অনুসারে শব্দকেও দূরস্থ বা অভিকস্থ বলিয়া বুঝে। আর বিভূ দিকৃৎ শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া ধ্বনিরূপ উপাধির উৎপত্তিস্থান অনুসারে পূর্বদিকে শব্দ বা পশ্চিমদিকে শব্দ ইত্যাদি প্রকারে শব্দের বিশেষণরূপে দিকের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন নিত্য, বিভূ এবং এক কাল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু দ্রব্য সকল গৃহীত হইলে তাহার বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যের পরিস্পন্দাঙ্কক ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা তাহার অভীতাঙ্গি ব্যবহার হয়, সেইরূপ এক নিত্য এবং বিভূ দিকৃৎ স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমাণ দ্রব্যের বিশেষণরূপেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় এবং উপাধি বশতই তাহার পূর্বপশ্চিমাঙ্গি কালনিক বিভাগও অনুভূত হইয়া থাকে, ইহা অনুভব অনুসারেই স্বীকার করিতে হয়।

এইরূপ বেগযুক্ত বলিয়া ধ্বনিসকল গমনশীল, তাহাদের আগমনই শব্দে আরোপিত হইয়া দূর হইতে শব্দ আসিতেছে বা নিকট হইতে আসিতেছে, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। ইহাও ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। এ স্থানে ধ্বনির আগমনই ভ্রমের কারণ। বাঁহারা শব্দকে উৎপাদক এবং পরিচ্ছিন্ন বলেন, তাঁহাদিগকেও বস্তুর মুখসমীপে শব্দের যে উপলব্ধি হয়, তাহাকে ভ্রমই বলিতে হয়, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় যে স্বস্থানস্থিত শব্দকেই গ্রহণ করে, ইহা তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বস্তুর মুখদেশে বাইতে পারে না। কারণ, কর্ণশঙ্কুলী অর্থাৎ কর্ণমধ্যবর্তী মাংসবেষ্টনকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ই বলা হউক, অথবা কর্ণশঙ্কুলী দ্বারা অবিচ্ছিন্ন আকাশকেই শ্রবণেন্দ্রিয়

বলা হউক আর কর্ণশঙ্কুলী দ্বারা অবিচ্ছিন্ন দিক্কেই শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হউক, তাহা যদি বক্তার মুখদেশে যাইত, তাহা হইলে তৎকালে দেহ ইন্দ্রিয়শূন্য থাকিত। তাহা যখন হয় না, তখন শ্রবণেন্দ্রিয় স্বস্থানে থাকিয়াই শব্দ উপলব্ধি করিয়া থাকে। মীমাংসক মতে কর্ণশঙ্কুলী দ্বারা অবিচ্ছিন্ন দিক্ই শ্রবণেন্দ্রিয়, যেহেতু “দিশঃ শ্রোতম্” ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে দিক্কেই কর্ণের প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

বর্ণান্তরমবিকারঃ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। বর্ণান্তরম্—(এক বর্ণের স্থানে যে অন্য বর্ণের প্রয়োগ হয় তাহা) অন্তবর্ণমাত্র, অবিকারঃ—বিকার অর্থাৎ পরিণাম বা কার্য্য নহে। সন্ধি বা অন্য কারণে ইকারাদি বর্ণের স্থানে যে যকারাদি বর্ণ হয়, তাহা অন্য বর্ণমাত্র, কিন্তু ইকারাদি বর্ণের বিকার বা কার্য্য নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী “প্রকৃতিবিকৃত্যোচ্চ” অর্থাৎ ‘বর্ণ সকলের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব আছে বলিয়াও তাহা অনিত্য’ এই প্রকার যে যুক্তি উপস্থাপ্ত করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, উচ্চারণ-স্থানের সাম্য থাকিলেই প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হয় না। কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেই যদি প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হইত, তাহা হইলে দধি ও পিটকের (পিটুলিগোলার) মধ্যেও প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিত। এই কারণে একই স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও ইকার ও যকার প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই। আর “ইকো যণচি” এই পাণিনীয় সূত্রেরও এমন অর্থ নহে যে, যকার ইকারের বিকৃতি বা কার্য্য। কিন্তু উহা দ্বারা এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, সংহিতায় অর্থাৎ অভ্যন্তর সম্বন্ধান বা নৈকট্য থাকিলে ইকার স্থানে যকার প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং, যদি অপি = যণপি ইত্যাদি স্থলে, যকার ইকারের বিকৃতি নহে। যদি যকার ইকারের বিকৃতি হইত, তাহা হইলে কুন্তকার যেমন ঘট, শরাব প্রভৃতির জন্ত যুক্তিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, লোকেও সেইরূপ যকারের উদ্দেশ্যে ইকার গ্রহণ করিত; কিন্তু কেহ কখনও তাহা করে না। অতএব বর্ণসকলের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই বলিয়া তাহার অনিত্য নহে।

নাদবুদ্ধিপরা ॥ ১৭ ॥

অক্ষমার্থ। নাদবুদ্ধিপরা—নাদের অর্থাৎ ধ্বনির বুদ্ধি হইয়াছে পর অর্থাৎ প্রধান বাহার। উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণের বাহুল্যে শব্দের যে বুদ্ধি অর্থাৎ আধিক্য অনুভূত হয়, তাহা শব্দের বুদ্ধি নহে, কিন্তু নাদের অর্থাৎ ধ্বনিরই বুদ্ধি।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দানিত্যতাবাদী “বুদ্ধিঃ কর্তৃত্বমাত্ৰ” অর্থাৎ ‘উচ্চারণ-কর্তার বাহুল্য বশতঃ শব্দের বুদ্ধি হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য’ এই প্রকার যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারাও শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না। কারণ, শব্দের বুদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না; যেহেতু শব্দ নিরবয়ব। যে সমস্ত বস্তু সাবয়ব, তাহাদের অবয়বের উপচয় বা অপচয় বশতঃ বুদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ সাবয়ব নহে, যেহেতু সাকল্য ও বৈকল্য উপলব্ধি দ্বারা অবয়বসিদ্ধি হয়। কিন্তু কেহ কখনও শব্দের অবয়বের পৃথক্ভাবে উপলব্ধি করে নাই। বাহা সাবয়ব, কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও, কেহ না কেহ তাহার অবয়বের পৃথক্ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। যেমন বস্ত্রাদির অবয়ব তন্তুসকল সকলেরই উপলব্ধিযোগ্য। শব্দের অবয়ব সে ভাবে কেহ কখনও শব্দমধ্যে অনুশ্রুত দেখে নাই। আর অনুমানের দ্বারা শব্দের অবয়ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু শব্দের অবয়বের এমন কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চিহ্ন নাই, বাহা দ্বারা অনুমানবলে শব্দের অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে। বাহার প্রত্যক্ষগ্রাহ্য কোন চিহ্ন নাই, তাদৃশ বস্তুর অনুমান হইতে পারে না। সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাও শব্দের অবয়ব সিদ্ধ হয় না—কারণ, তাদৃশ স্থলে উপমা (দৃষ্টান্ত) আবশ্যক। কিন্তু শব্দের উপমা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অদৃষ্ট অর্থাৎ অপ্ৰত্যক্ষ। আর অবয়ব প্রত্যক্ষ না হইলে উপমা হয় না। ইত্যাদি প্রকার যুক্তি দ্বারা শ্লোকবार्তিকমধ্যে শব্দের অনবয়ব উপপাদিত হইয়াছে। আরও শব্দ যখন বিভূ, তখন তাহার অবয়ব হইতেই পারে না। অতএব বর্ণসকল অর্থাৎ বর্ণীয়ক শব্দসকল নিরবয়ব বলিয়া তাহাদের মধ্যে আধিক্য বা অল্পত্ব থাকিতে পারে না।

যদি বলা হয়, শব্দের যে বুদ্ধি অনুভব হয়, তাহার হেতু কি? তাহা হইলে বলিব—উহা শব্দের ঔপাধিক ধর্ম। যেমন অল্পপরিমাণ ভূমিভাগ খনন করা হইলে

পুঙ্খবিশী ছোট হয়, আবার অধিকপরিমাণ খনন করা হইলে বড় হয়। তব্ব এই যে, যদিও পুঙ্খবিশী ভূগর্ভস্থ নিরবকাশ আকাশ ভিন্ন অল্প কিছুই নহে, তথাপি খনিত-মুক্তিকারূপ উপাধির অল্পতা বা মহত্ব আরোপিত করিয়া সেই আকাশাত্মক পুঙ্খবিশীকে ছোট বা বড় বলা হয়; সেইরূপ শব্দাভিব্যঞ্জক নাদ অর্থাৎ ধ্বনির আধিক্যকে শব্দে আরোপিত করিয়া শব্দকেও অধিক বা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত বলা হয়। বস্তুতঃ শব্দ নিত্য এবং বিভূ বলিয়া কুটস্থ, তাহার আধিক্য বা অল্পতা কিছুই নাই। আর ইহা শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণেরই যে উৎপ্রেক্ষা মাত্র, তাহা নহে, কিন্তু বাঁহারা শব্দের অনিত্যতা ঘোষণা করেন, সেই নৈয়ায়িকগণও শব্দের বুদ্ধি বা হ্রাসকে ভ্রম বা ঔপাধিক বলিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহাদের মতে শব্দ আকাশের গুণ; বাহা গুণ, তাহার আর গুণ থাকিতে পারে না, যে হেতু তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, ধ্বনির সংস্কার বশতঃ তাদৃশ জ্ঞান হইতে শব্দের মহত্ব বা অল্পত্ব ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং নাদেরই বুদ্ধি বর্ণাত্মক শব্দের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। আর শ্রোতা তাহাদের ‘অসংসর্গ’ বশতঃ অর্থাৎ নাদ এবং শব্দের মধ্যে সে অসংসর্গ (অসম্বন্ধ) আছে বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাহার অগ্রহ (অজ্ঞান) বশতঃ ঐ প্রকার আরোপ বা ভ্রম করিয়া থাকে। পাণ্ডুরোগী যেমন শঙ্খাদি অতি শুভ্র বস্তুকেও কামলাদোষহেতু গীতবর্ণ দেখে, অথচ স্বীয় কামলাদোষ (পিভাধিক্যরূপ দোষ) বুঝিতে পারে না, শব্দের উপর যখন মহত্ববোধরূপ ভ্রম হয়, তখনও সেইরূপ নৈরন্তর্য্যরূপ দোষটি গৃহীত হয় না। নাদের নৈরন্তর্য্যই শব্দের মহত্ব বা আধিক্যপ্রতীতিরূপ ভ্রমের হেতু। যখন নিরন্তরভাবে বহু ব্যক্তি যুগপৎ উচ্চারণ করিতে থাকে, তৎকালে নিরন্তর-সম্ভাত নাদ সকল শ্রোতার কর্ণপটস্থিত ভাগ সকলকে নিরন্তরভাবে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আর তাহারই ফলে শব্দ এবং ধ্বনি অবিরাম বহুবার গৃহীত হয় বলিয়া যেন খুব বেশী এবং খুব বড় বলিয়া প্রতীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা নাদের অর্থাৎ ধ্বনিরই আধিক্য। নাদ বলিতে নিরন্তরভাবে উৎপাদিত শব্দাভিব্যঞ্জক বায়বীয় সংযোগ-বিভাগবিশেষ। এই কারণে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ হইলে কর্ণপটইমধ্যে এক প্রকার বিজাতীয় অনুভূতি হইয়া থাকে, বাহা অনেকেরই অসহনীয় হয়। ইহা, নিরন্তর-সম্ভাত নাদসকল যে নৈরন্তর্য্যে কর্ণপটকে ব্যাপ্ত করে, তাহারই ফল।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নাদ যদি বায়বীয় সংযোগবিভাগাত্মক হয়, তাহা হইলে তাহার শ্রবণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, যেহেতু বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

ইহার উত্তরে বলিব, বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও তাহার গুণও যে শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে না, এক্রপ বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাহা হইলে পুষ্পাদির গন্ধ নাসিকা দ্বারা গৃহীত হইতে পারিত না, যেহেতু পুষ্পরূপ দ্রব্যটি নাসিকা-গ্রাহ্য নহে। সুতরাং বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত না হইলেও বায়ুর গুণস্বরূপ যে নাদ বা ধ্বনি, তাহা অবশ্যই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইবে। আর শব্দের সহিত ধ্বনিও যে গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা সার্বজনীন অমুভব-সিদ্ধ। কারণ, কোনও ব্যক্তি যখন অধ্যয়ন করিতে থাকে, তৎকালে দূর হইতে তাহার উচ্চারিত বর্ণাঙ্ক শব্দ গৃহীত না হইলেও ধ্বন্যাঙ্ক শব্দ জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এই জন্তই পরিচিত লোকে বলিয়া থাকে—‘ইহা অমুকের স্বর’ ইত্যাদি। এ স্থলে স্বর ও ধ্বনি একার্থক।

এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও অল্প কথায় এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, শব্দ বর্ণাঙ্ক এবং ধ্বন্যাঙ্ক। তন্মধ্যে বর্ণাঙ্ক শব্দ কাহারও গুণ নহে, মীমাংসক মতে উহা দ্রব্য ; উহা নিরবয়ব, বিভূ, নিত্য এবং এক। আর ধ্বন্যাঙ্ক শব্দ মীমাংসক মতে বায়ুর গুণ—আকাশের গুণ নহে ; এবং অভিঘাত-প্রেরিত বায়ু কর্ণবিবর প্রাপ্ত (প্রবিষ্ট) হইলে তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তির উদ্বোধনরূপ সংস্কার সম্পাদন করিয়া কখনও বর্ণের অভিব্যঞ্জক হইয়া বর্ণের সহিত স্বয়ংও উপলব্ধ হইয়া থাকে, কখনও বা বর্ণরহিতভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। যখন উহা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সংস্পর্শলাভ করে, তখনই উহার মধ্যে বর্ণাভিব্যঞ্জিকা শক্তি আহিত হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। আর আন্তিকগণের মতে অদৃষ্ট বা ধ্বন্দ্বাধ্বানুগৃহীত কর্ণশঙ্কল্যবচ্ছিন্ন দিক্ বা আকাশাদিই শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া তাদৃশ অদৃষ্টবিহীন বধিরাদির শব্দ-শ্রবণ হয় না। ইতি পূর্বপক্ষীয় আপত্তির পরিহার।

নিত্যন্তু স্মাদর্শনশ্চ পরার্থত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ।—নিত্যঃ—নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, তু—অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ে (‘তু’শব্দটি পূর্বপক্ষব্যাবর্তক), স্মাৎ—হইবে, দর্শনশ্চ—দর্শনের অর্থাৎ উচ্চারণের (যাহা দ্বারা শব্দ দৃষ্ট অর্থাৎ উপলব্ধ হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দর্শন শব্দের অর্থ উচ্চারণ), পরার্থত্বাৎ—পরার্থত্বহেতু অর্থাৎ অর্থবোধকত্বরূপ প্রয়োজন হেতু (পর অর্থাৎ ফলবান্ অর্থপ্রত্যয় হইয়াছে অর্থ অর্থাৎ

প্রয়োজন যাহার তাহা পরার্থ, তাহার ভাব পরার্থত্ব ; সেই হেতু)। যেহেতু সফল (প্রয়োজনীয়) অর্থ বোধ করানই শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন, সেই কারণে শব্দ নিত্যই হইবে (কারণ, অনিত্য হইলে অর্থবোধ হইতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্বোক্ত ছয়টি শব্দে শব্দানিত্যতাবাদীর আপত্তি-
খণ্ডন করা হইলেও তাহাতে শব্দ যে নিত্য, তাহা সিদ্ধ হয় না। এই জ্ঞান “নিত্যন্ত
শ্রুতং” ইত্যাদি ছয়টি শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। এ স্থলে
শব্দে ‘তু’ শব্দের দ্বারা পক্ষপরিবর্তন সূচিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে পক্ষ সম্বন্ধে
আলোচনা চলিতেছিল, তাহা সমাপ্ত হইয়া অল্প পক্ষ যে আরম্ভ করা হইতেছে,
ইহাই এখানে ‘তু’ শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, শব্দ
নিত্য, অল্পথা অর্থপ্রতীতি উপপন্ন হয় না। যে হেতু শব্দের উচ্চারণ করা হয়
অর্থপ্রতীতির নিমিত্ত, কিন্তু উচ্চারণ স্বতঃ ফলস্বরূপ নহে ; সুতরাং অর্থপ্রতীতিই
শব্দ উচ্চারণের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই অর্থপ্রতীতিই যদি শব্দ উচ্চারণ হইতে
সাম্প্রদিত না হয়, তাহা হইলে উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে প্রধানীভূত
যে অর্থপ্রতীতি, তাহা যাহাতে না বাধা পায়, সেইরূপ ধর্মকল্পনাই যুক্তিসঙ্গত।
নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দের ধর্ম। শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে অর্থপ্রতীতি
হইতে পারে না, কারণ, সম্বন্ধজ্ঞান বিনা কেবলমাত্র শব্দশ্রবণে অর্থবোধ হইতে
পারে না—ইহা পূর্বে সম্বন্ধনিত্যতাধিকরণে বলা হইয়াছে। আর ক্ষণিক বস্তুর সম্বন্ধ-
বোধও হইতে পারে না। কারণ, অম্বয়ব্যতিরেক দ্বারা সম্বন্ধপ্রতীতি হইয়া থাকে ;
আর দুই তিনবার দর্শন ব্যতীত অম্বয়ব্যতিরেকগ্রহণ হয় না। যাহা ক্ষণিক, তাহার
একাধিকবার গ্রহণই হইতে পারে না। আর বিভিন্ন শব্দের গ্রহণের দ্বারা যে
সম্বন্ধ-প্রতীতি হইবে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকটি শব্দ পরস্পর
বিভিন্ন বলিয়া একের দর্শনে অণ্ডের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে পারে না ; তাহা যদি হইত,
তবে গো শব্দের দ্বারা অর্থবোধও হইতে পারিত। সাদৃশ্য-নিবন্ধন যে সম্বন্ধবোধ
হইবে, তাহাও বলা চলে না, যেহেতু বহুতর অবয়বের যে একরূপতা, তাহারই নাম
সাদৃশ্য। কিন্তু বর্ণসকল নিরবয়ব বলিয়া তাহাদের সাদৃশ্য হইতে পারে না।
আরও যদি কোনও একটি শব্দেরও সম্বন্ধ গৃহীত হইত, তাহা হইলে সাদৃশ্য নিবন্ধন
অর্থবোধ হইতে পারিত ; কিন্তু সকল শব্দই যখন ক্ষণিক অর্থাৎ এক ক্ষণের অধিক
স্থায়ী নহে, তখন কোনটিরই অর্থ কখনও জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। আর
যাহার অর্থ কোন কালেও জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাকে অর্থযুক্তও বলা চলে না।

সুতরাং শব্দ ক্রমিক হইলে সকল শব্দই অর্থহীন হয় বলিয়া কোনটিরই সাদৃশ্য নিবন্ধন সম্বন্ধ-জ্ঞান বা অর্থবোধ হইতে পারে না। আরও সাদৃশ্য-নিবন্ধন অর্থ-প্রতীতি হয় বলিলে একই শব্দের যুগপৎ অর্থবদ্ধ এবং নিরর্থকত্ব, মুখ্যত্ব এবং গোণত্বরূপ বিরুদ্ধভাবাপত্তিও হইয়া থাকে। ইত্যাদি প্রকার দুষণপ্রপঞ্চ শ্লোক-বার্ত্তিক হইতে জাতব্য।

অপিচ, শব্দকে ক্রমিক বলিয়া তাহার সাদৃশ্য-নিবন্ধন অর্থবোধ হয় বলিলে শব্দজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ হইতে যে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাকে ভ্রমই বলিতে হয়; কারণ, ‘শালা’ শব্দ শ্রবণ করিয়া উহার অর্থ ‘গৃহ’ না বুঝিয়া সাদৃশ্য নিবন্ধন যদি ‘মালা’ বুঝা হয়, তাহা হইলে বাম্পকে ধুম বলিয়া বুঝিবার জায় উহাও ভ্রমই হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, শালা এবং মালা শব্দের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বলিয়া তাদৃশ অর্থবোধ ভ্রমই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব, অভেদে সাদৃশ্য হয় না, কিন্তু সাদৃশ্যস্থলে কথঞ্চিৎ ভেদ অবশ্যই থাকে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বশব্দ ও পরোচ্চারিত শব্দ অভিন্ন হওয়ার শব্দ নিত্যই হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, ‘গাবী,’ ‘গাভি’ প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দ হইতে সাদৃশ্যবশতঃ যে অর্থ-প্রতীতি হয়, তাহাকে যেমন ভ্রম বলা হয় না, অজ্ঞাত স্থলেও সেইরূপ হইবে; তাহা হইলে বলিব, তাদৃশ স্থলে ‘গো’ শব্দ উচ্চারণ করিবারই ইচ্ছা থাকে, কিন্তু প্রথম বক্তার অশক্তি বশতঃ তাহার বিকৃতি ঘটিয়া ঐ ভাবে উচ্চারণ হয়। সুতরাং সে স্থলেও গো শব্দই অর্থবোধক। বস্তুতঃপক্ষে এতাদৃশ স্থলে অর্থবোধ যথার্থ হইলেও শব্দটির যথার্থ বাচকতা ভ্রান্ত। কিন্তু তাই বলিয়া নিখিল শব্দেরই এইভাবে ভ্রান্ত বাচকতা স্বীকার করা যায় না। যে স্থলে বাধক জ্ঞান থাকে, তথায় বাধ্য-জ্ঞানটিকে ভ্রম বলা হয়। কিন্তু যথাযথভাবে উচ্চারিত শব্দের বাচকতার বাধক কেহ না থাকায় এবং সর্বত্র সকল ব্যক্তির নিকটে তাহা একরূপ হওয়ার তাহাকে ভ্রম বলা যায় না। আর একই কালে শব্দের উচ্চারণ, জ্ঞান এবং অর্থবোধও হইতে পারে না, যেহেতু ঐগুলির পারস্পর্য্যই যুক্তি ও অম্লভবসিদ্ধ; এই কারণেও শব্দ ক্রমিক নহে। যদি বলা হয়, শব্দ কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া বিনষ্ট হয়, আর তাহাতেই সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বক অর্থবোধ হইতে পারিবে; তাহা হইলে বলিব, শব্দ যদি কিছুকাল থাকে, তাহা হইলে তাহা চিরকালই বা থাকিবে না কেন? এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অগ্রে “অনপেক্ষত্বাৎ” এই সূত্রে বলা হইবে।

অতএব শব্দের অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্ম কল্পনা করিলে প্রধানীভূত অর্থপ্রতীতিরূপ ফলের বাধা হয় বলিয়া তাদৃশ ধর্ম্ম কল্পনা করা অজ্ঞাত্য; কারণ, তাদৃশ ধর্ম্মই

কল্পনীয়—যাহা প্রধানের বাধা না জন্মায়। এই জন্তই শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ শ্লোকবার্তিকগ্রন্থে শব্দনিত্যতাধিকরণে বলিয়াছেন :—

“স ধর্মোহিত্যুপগন্তব্যো যঃ প্রধানং ন বাধতে ।

ন হ্রস্বাঙ্গানুরোধেন প্রধানফলবাধনম্ ।

যুক্ত্যতে নাশিপক্ষে চ তদেকান্তাৎ প্রসজ্যতে ॥”

অর্থাৎ ‘শব্দের নিত্যত্ব এবং বিনাশিত্বরূপ ধর্মস্বয়ের মধ্যে সেই ধর্মটিই স্বীকার করা উচিত, যাহা প্রধানের (অর্থপ্রতীতিরূপ ফলের) বাধা না ঘটায়। যে হেতু অঙ্গের যে অঙ্গ, তাহার অনুরোধে অর্থাৎ তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রধানীভূত ফলের বাধা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্থাৎ শব্দ অর্থবোধের অঙ্গ বা উপায় এবং নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দের অঙ্গ। শব্দকে যদি বিনাশী অর্থাৎ অনিত্য বলা হয়, তাহা হইলে প্রধান ফলের বাধাই হইয়া থাকে।’ অতএব শব্দ নিত্য না হইলে অর্থপ্রতীতি অত্যাধা উপপন্ন হয় না বলিয়া শব্দকে নিত্যই বলিতে হয়। এইরূপে শব্দের নিত্যতা যে অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য, তাহা এই সূত্রে বলা হইল। এই সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যতা যে অন্বয়েণও হইতে পারে, তাহাও বার্তিককার সমালোচনা পূর্বক দেখাইয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে সে সকল বিষয়ের আর উপস্থাপন করা হইল না। অতএব শব্দ নিত্য।

সর্বত্র যোগপত্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ—সর্বত্র—সমস্তবিষয়ে অর্থাৎ সর্বব্যক্তিবিশেষে, যোগ-পত্যাৎ—যেহেতু যুগপৎ জ্ঞান হয়। গো শব্দ উচ্চারণ করিলে যেহেতু সমস্ত গোবিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, এই কারণেও শব্দ নিত্য।

ভাষ্যভাবার্থঃ—গো শব্দের অর্থ গোজাতি—গোব্যক্তি নহে; কারণ, গরু বলিলে কোন একটি বিশেষ গোব্যক্তিকে বুঝায় না, কিন্তু নিখিল গোব্যক্তিরই প্রতীতি হইয়া থাকে। এই কারণে জাতিই শব্দের বাচ্য অর্থ। জাতিই যে শব্দের বাচ্য, ইহা অগ্রে আকৃত্যধিকরণে “আকৃতিস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ” (১।৩।৩৩) এই সূত্রে উপপাদিত হইবে। সুতরাং আকৃতিই যখন শব্দের অর্থ, তখন ক্ষণস্থায়ী শব্দের আকৃতির সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধজ্ঞ ব্যক্তি যখন একটি গরুকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলেন যে, ইহা গো শব্দের বাচ্য, তখন

অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি গো শব্দের অর্থে সেই একটি গরুকে বুঝে না—কিন্তু তাবৎ গরুকেই বুঝিয়া থাকে, অর্থাৎ গোজাতিকেই বুঝিয়া থাকে। তাহা না হইলে পরে অল্প গরু দেখিয়া আর তাহার শব্দজ্ঞান হইতে পারে না। আর একটি গোপিণ্ডের মধ্যে সন্ধ্য, পার্শ্ববন্ধ্য, প্রাণিবন্ধ্য, গোষ প্রভৃতি বহু জাতিই পর পরভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া কোন জাতিটি যে গো শব্দের বাচ্য, তাহাও অনুলি-নির্দেশ দ্বারা পৃথকৃত্যবে বুঝান যায় না। কিন্তু দুই চারিবার প্রয়োগ দেখিয়া উহা এবং অপোহের দ্বারা প্রমাতা নিশ্চয় করিয়া লয় যে, ‘এই জাতিই’ গো শব্দের বাচ্য, প্রাণিভাদি তাহার বাচ্য নহে। শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বা সম্বন্ধজ্ঞান কিছুই হইতে পারে না, কারণ, সকল শব্দই ক্ষণিক বলিয়া কোনটিরই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না; ইহা পূর্ব-সূত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শব্দ নিত্য হইলে একই শব্দ পূর্বাপরকালে থাকে বলিয়া বহুবার শুনিয়া অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অম্বর-ব্যতিরেক দ্বারা সম্বন্ধ বোধ করিতে পারে। অতএব শব্দ নিত্য।

সংখ্যাভাবাৎ ॥ ২০ ॥

অসংখ্যার্থ। সংখ্যাভাবাৎ (সংখ্যা—অভাবাৎ)—যেহেতু শব্দে সংখ্যা প্রয়োগ নাই। যেহেতু (আটটি গোশব্দ অথবা দশটি গো শব্দ উচ্চারণ করিল এইরূপ) সংখ্যার প্রয়োগ নাই—সেই কারণেও শব্দ নিত্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দ যে নিত্য, তাহার আরও হেতু নির্দেশ করিতেছেন “সংখ্যাভাবাৎ”। পদার্থের বেলায় লোকে যেমন বলে ‘আটটি গরু কিনিল,’ অথবা ‘দশটি ঘট ভাঙ্গিল,’ শব্দের উচ্চারণের সম্বন্ধে কিন্তু লোকে সেরূপ বলে না যে, দেবদত্ত আটটি ‘গ’ শব্দ উচ্চারণ করিল, অথবা দশটি ‘গো’ শব্দ উচ্চারণ করিল। শব্দকে লক্ষ্য করিয়া লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, আটবার অথবা দশবার গো শব্দ উচ্চারণ করা হইল। এই কারণেও শব্দ নিত্য।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে আটবার কি দশবার গো শব্দ উচ্চারণ করিল ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা সূত্রকারের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শব্দের অনিত্যতা পক্ষে অব্যবহিত প্রত্যভিজ্ঞা বিরোধ হয় বলিয়া শব্দনিত্যতা স্বীকার্য, ইহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। যেমন দশ জনকে খাওয়ান হইয়াছে বলিলে ব্যক্তিভেদ বুঝায় বটে, কিন্তু ইহাকে দশবার খাওয়ান হইয়াছে

বলিলে ব্যক্তিভেদ প্রতীতি হয় না, কিন্তু ক্রিয়ারই ভিন্নতা গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ দশবার গো শব্দ উচ্চারণ করা হইয়াছে বলিলে উচ্চারণ-ক্রিয়ারই ভেদ বুঝায় এবং গো শব্দ যে অভিন্ন, তাহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ।

একই ব্যক্তি বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিলে যেমন ভিন্ন হইয়া যায় না কিংবা বিভিন্ন সময়ে তাহাকে দেখিয়া যেমন মধ্যকালীন অদর্শন হেতু কেহ তাহাকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া বুঝে না, সেইরূপ একই গকার দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত ভাবে উচ্চারিত হইলে কিংবা বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হইলে তাহাকে পৃথক্ বলা চলে না । যদি কেহ ইহার দ্বারা গকারের পার্থক্য অনুমান করেন, তাহা হইলে তাহা পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ-পরিহিত এবং বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট একই ব্যক্তির বিভিন্নতা অনুমানের দ্বারা আভাসীভূত অর্থাৎ দুটাই হইবে, কারণ, তাদৃশ অনুমান 'ইনি সেই একই ব্যক্তি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর 'এই ব্যক্তি গ কার দ্রুত উচ্চারণ করিয়াছে,' 'ইনি বিলম্বিতভাবে গকার উচ্চারণ করিয়াছেন,' ইত্যাদি প্রকারে সর্বত্রই একই গকারের প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; কিন্তু কেবল পরিধেয় বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদের দ্বারা দ্রুত, বিলম্বিতাদি ধর্মেরই ভেদ হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যতবারই 'গ' উচ্চারণ করা হউক না কেন, গকার সম্বন্ধে 'ইহা সেই (একই) গকার' এই প্রকার একই রূপ প্রত্যভিজ্ঞাই হইয়া থাকে । আর এই যে প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা আমারও যেমন হয়, অত্যাশ্রয় সকল ব্যক্তিরই ঠিক সেই ভাবই হইয়া থাকে ; অথচ ইহার বাধক কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ অশ্রয় কোনও প্রমাণের দ্বারা ইহার মিথ্যা প্রতাপাদিত হয় না । এই কারণে এই অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের নিত্যতাই স্বীকার করিতে হয় ।

বদি বলা হয়, বর্ণবিষয়ক এই যে প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা সাদৃশ্য নিবন্ধন হইয়া থাকে, যেমন বিভিন্নকালীন এক জাতীয় ঔষধকে ইহা সেই ঔষধ বলা হয় কিংবা বপনানন্তর পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত মস্তকস্থিত কেশপাশকে ইহা সেই কেশ ইত্যাদি প্রকার সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা করা হয়, সেইরূপ বর্ণ সম্বন্ধেও যে প্রত্যভিজ্ঞা, তাহাকেও সজাতীয়তামূলকই বলিতে হয় । তাহা হইলে বলিব, তাদৃশ স্থলে অবয়ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা ঔষধ এবং কেশাদির ভেদ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহাই অভেদ প্রত্যভিজ্ঞার বাধক, কিন্তু বর্ণের কোন অবয়ব নাই বলিয়া প্রতি উচ্চারণে গকারের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না । এই জ্ঞাত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ ক্ষেপ্তিবাদপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স এবোতি মতিনাপি সাদৃশ্যং ন চ তৎ কচিৎ ।

বিনাবয়বসামাছাদ্ বর্ণেষ্ববয়বান চ ।

অর্থাৎ 'ইহা সেই গকার' ইত্যাকার জ্ঞান সাদৃশ্যমূলক নহে, কারণ, উভয়ানুগত অবয়বের বহুলভাবে একরূপতা না থাকিলে সাদৃশ্য হয় না। কিন্তু বর্ণ সকলের অবয়ব নাই। সুতরাং সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনুমানের দ্বারাই ভেদসিদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান অপ্রমাণ বলিয়া তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষের বাধ হইতে পারে না।

যদি বলা হয়, লোকে যে সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ করে, কিংবা নৌকারূঢ় ব্যক্তি নদীতটস্থিত বৃক্ষাদির যে 'গতি প্রত্যক্ষ করে,' তাহা প্রত্যক্ষ হইলেও অনুমানাদির দ্বারা যেমন বাধিত হয়, বর্ণবিষয়ক যে প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যভিজ্ঞা, তাহাও সেইরূপ বাধিতই হইবে। তাহা হইলে বলিব, যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিষয়গত বা ইন্দ্রিয়গত কোন দোষ থাকে বা উপলব্ধ হয়, তথায় তাদৃশ প্রত্যক্ষ অনুমানাদির দ্বারা বাধিত হইতে পারে। তীরস্থিত বৃক্ষাদির বা সূর্য্যের যে গতিমত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তথায় নৌকার বা পৃথিবীর গতিমত্বই দোষ; তাহাই বৃক্ষাদিতে, বা, সূর্য্যে আরোপিত হয়; যেমন পাণ্ডুরোগীর স্বগত পিত্তদোষ শব্দাদিতে আরোপিত হইয়া থাকে। শব্দবিষয়ক যে অভেদ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার মধ্যে কারণগত বা অস্ত্র প্রকার কোনও দোষ নাই বলিয়া অনুমানাদির দ্বারা তাহার বাধ হইতে পারে না, কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ সেই অনুমানই বহিঃ শীতলত্ব, কিংবা করকার (বরফের) উষ্ণত্ব অনুমানের দ্বারা অপ্রমাণ হইয়া থাকে।

আরও প্রত্যেকটি গুরু পরস্পর ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হয় অথচ এক জাতীয় জ্ঞানেরই বিষয় হইয়া থাকে, এই কারণে গোড় জাতি স্বীকার্য। সেইরূপ প্রত্যেকটি ধ্বজাত্মক শব্দ কিংবা ধ্বজাত্মক শব্দ এবং বর্ণাত্মক শব্দ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও ইহাও শব্দ এবং উহাও শব্দ কিংবা ধ্বনি ও শব্দ এবং বর্ণও শব্দ এই প্রকার ব্যক্তি-বিষয়ক ভেদ এবং ধর্মবিষয়ক অভেদ বা একত্ব বুদ্ধি হয় বলিয়া শব্দজ্ঞাতি স্বীকার্য। কিন্তু দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিতাদি উচ্চারণভেদে এই গকারটি দ্রুত, এইটি মধ্যম, অথবা এইটি বিলম্বিত, এই প্রকারে গ ব্যক্তির ভেদ অন্তর্ভূত হয় না বলিয়া গদ্বাদি জাতি স্বীকার করা যায় না। যদি বলা হয় যে, এই প্রকার ভেদবুদ্ধির নিয়ামক কি? তাহা হইলে বর্ণের জাতিত্ববাদীকে জিজ্ঞাসা করিব, যখন বহু ব্যক্তি দ্রুতভাবে, অপর কতক ব্যক্তি মধ্যভাবে এবং অস্ত্র কতক জন বিলম্বিতভাবে গকার উচ্চারণ

করে, তখন যে গত্ব জাতির দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিতরূপ ভেদপ্রতীতি হয়, তাহার উপপাদনের জন্ত আপনারা কি বলিবেন? কারণ, গত্ব জাতি এক, তাহার আর ভেদ নাই, যে হেতু জাতির জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ হইয়া থাকে। অথচ গত্বাদি জাতি দ্রুতবিলম্বিতাদিভেদে ভিন্নই প্রতীত হয়। তাঁহারা যদি বলেন যে, তাদৃশ স্থলে জাতির ব্যঞ্জক যে ব্যক্তি, তাহারই মধ্যে দ্রুতাদিভেদ ভাসমান হয়, আর তাহাই নিত্য এবং অভিন্ন জাতিতে আরোপিত হইয়া থাকে বলিয়া দ্রুতাদিভেদে গত্বাদি জাতির যে ভেদ, তাহা ঔপাধিক। তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, গকারাদি বর্ণ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, কিন্তু ব্যঞ্জক নাদ অর্থাৎ ধ্বনির যে দ্রুতাদিভেদ, তাহাই নিত্য এবং বিভূ ও এক বর্ণে আরোপিত হইয়া থাকে। আর এইরূপ বলিলে আমাদের পক্ষেই কল্পনালাঘব হইয়া থাকে, কিন্তু জাতিবাদী নৈয়ায়িকের পক্ষে কল্পনাকর্ষের নামক দোষ হইয়া পড়ে। যে হেতু তাঁহাদের ধর্ম্মী এবং ধর্ম্ম উভয়ই কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু আমরা কেবলমাত্র ধর্ম্মেরই কল্পনা করিয়া থাকি। অতএব নৈয়ায়িকগণ জাতি কল্পনা করিয়া পুনরায় তাহার ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করায় তাঁহাদের জাতি কল্পনা বুঝা। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ ক্ষোটবাদপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ত্বয়াপি ব্যঞ্জকব্যক্তিভেদাদ্ ভেদোহভ্যুপেয়তে ।

মমাপি ব্যঞ্জকৈক্যেনৈর্ভেদবুদ্ধির্ভবিষ্যতি ।

তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লভ্যতে ।

ব্যক্তিলভ্যং তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীবৃথা ॥

অর্থাৎ—গকারাদির জাতিত্ববাদী নৈয়ায়িকগণ জাতির ব্যঞ্জক যে ব্যক্তি, তাহারই ভেদবশতঃ জাতির যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, আর আমাদের (মীমাংসকগণের) মতে শব্দের ব্যঞ্জক যে নাদ, তাহা দ্বারাই বর্ণের ভেদবুদ্ধি উপপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাতির নিকট হইতে নৈয়ায়িকগণ বাহ্য প্রার্থনা করেন—অর্থাৎ জাতির দ্বারা বাহ্য উপপাদন করেন, তাহা বর্ণব্যক্তি দ্বারাই চরিতার্থ হইয়া থাকে। এই কারণে গত্বাদি জাতি-বিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহা নিরর্থক। অতএব শব্দ ক্ষণিক নহে, কিন্তু নিত্য।

নৈয়ায়িকগণের কথা দূরে থাকুক, সকল পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতাবাদী বৌদ্ধগণও শব্দকে ক্ষণিক বলিতে পারেন না, কারণ, প্রত্যেক পদার্থের চরমে ক্ষয় বা নাশ দর্শন করিয়া তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ‘বাহ্য বাহ্য সং অর্থাৎ

সত্তাবিশিষ্ট, সেই সমস্তই ক্ষণিক অর্থাৎ এক ক্ষণের অধিক থাকে না' (কালের যে অবিভাজ্য কালনিক অংশ, তাহাই ইহাদের মতে ক্ষণ)। কিন্তু শব্দের শেষও নাই এবং ক্ষয়ও লক্ষিত হয় না। সূতরাং ক্ষণভঙ্গবাদী বোদ্ধগণও শব্দকে ক্ষণিক বলিতে পারেন না। অতএব শব্দ নিত্য।

অনপেক্ষত্বাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষম্ভার্য্য। অনপেক্ষত্বাৎ—নাই অপেক্ষা (অপ-ঈক্ষা অর্থাৎ দর্শন) অর্থাৎ বিনাশ-কারণের দর্শন যাহার, তাহা অনপেক্ষ; তাহার ভাব অনপেক্ষত্ব; সেই হেতু। অথবা নাই অপেক্ষা অর্থাৎ কারণাপেক্ষা যাহার তাহা অনপেক্ষ; তাহার ভাব অনপেক্ষত্ব; সেই হেতু। যে হেতু, শব্দের বিনাশক কোনও কারণ নাই অথবা শব্দের জনক কোনও সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নাই, যাহার নাশে শব্দের নাশ হইতে পারে, সেই কারণেও শব্দ নিত্য।

ভাষ্যভাবার্থ। যাহার বিনাশের কোনও কারণ থাকে, তাহার উৎপত্তি আছে কি না, তাহা না জানিলেও তাহার বিনাশ স্বীকার করিতে হয়; যেমন প্রাগভাব উৎপত্তিবিহীন হইলেও নাশক কারণ আছে বলিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু শব্দের নাশক কোন কারণ নাই বলিয়া শব্দের নাশ স্বীকার করা যায় না। অথবা যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি কারণসাপেক্ষ অর্থাৎ সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণের সমবধানে যাহাদের উৎপত্তি হয়, সমবায়ী কারণের অথবা অসমবায়ী কারণের বিনাশে তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন তন্তু বস্ত্রের সমবায়ী কারণ এবং তন্তুসংযোগ তাহার অসমবায়ী কারণ। এই কারণে সমবায়ী কারণ তন্তুর নাশে কিংবা তন্তুসকলের যে সংযোগ সেই অসমবায়ী কারণের নাশে বস্ত্রের ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দের কোনও সমবায়ী কারণ অথবা অসমবায়ী কারণ নাই, যেহেতু শব্দ নিরবয়র। এই জন্ত শব্দের নাশও হইতে পারে না।

প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগেন্ত ॥ ২২ ॥

অক্ষম্ভার্য্য। প্রখ্যাভাবাৎ (প্রখ্যা—অভাবাৎ)—প্রকৃষ্টা খ্যা অর্থাৎ খ্যাতি অর্থাৎ বোধ এই প্রকার ব্যুৎপত্তিবলে প্রখ্যা অর্থ

প্রত্যক্ষাত্মিকা প্রত্যভিজ্ঞা ; তাহার অভাব হেতু ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যভিজ্ঞা নাই বলিয়া, চ—এবং, যোগস্ত—বায়বীয় অবয়ব সংযোগের । যে হেতু শব্দে বায়বীয় অবয়ব সংযোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, সেই কারণেও শব্দ বিনাশী নহে, কিন্তু নিত্য ।

ভাষ্যভাবার্থ। শিক্ষাকার বলেন, “বায়ুরাপত্তে শব্দতাম্” অর্থাৎ বায়ু শব্দাকারে পরিণত হয় । সুতরাং বায়ু যদি শব্দ জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে বায়বীয় অবয়বের নাশে শব্দেরও ধ্বংস হইতে পারে । এই জ্ঞাত বলিতেছেন যে, শব্দ যদি বায়বীয় হইত, তাহা হইলে বর্ণাত্মক শব্দের প্রত্যক্ষের সহিত বায়বীয় অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইত ; এবং তাহার প্রত্যভিজ্ঞাও হইত । কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন বর্ণাত্মক শব্দকে বায়বীয় বলা যায় না । সুতরাং বায়বীয় অবয়ব সকলের সংযোগ-নাশ বশতঃ যে শব্দেরও নাশ হইবে, তাহাও বলা চলে না । অতএব শব্দ বিনাশশীল নহে, কিন্তু নিত্য ।

লিঙ্গদর্শনাচ্ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। লিঙ্গদর্শনাৎ—লিঙ্গ অর্থাৎ বেদোক্ত জ্ঞাপকবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, চ—এবং । আরও বেদের নিত্যতাজ্ঞাপক বাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও শব্দ নিত্য ।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দ যে নিত্য, তাহা যুক্তি দ্বারা উপপাদন করিয়া ঋতি দ্বারা সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাচ্” । যে বাক্য অস্ত্র অর্থে তাৎপর্যবিশিষ্ট অথচ প্রসঙ্গক্রমে অস্ত্র অর্থের ত্তোতক, তাহার নাম লিঙ্গ । ঋতিমধ্যে “বাচা বিরূপনিত্যায়” এইরূপ একটি বাক্য আছে । ইহা অগ্নিস্তুতিপূর । তথাপি প্রয়োজনান্তরে প্রজ্জ্বলিত দীপ যেমন অস্ত্র বস্তুরও প্রকাশ করিয়া অস্ত্র প্রয়োজনও সম্পাদন করে, সেইরূপ ইহাও বেদের নিত্যতার ত্তোতক । ‘বিরূপনিত্য বাক্যের দ্বারা স্তব কর’ ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্যার্থ । বিরূপ অর্থ বাহার কর্তা নাই । যিনি রূপিত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত বা উচ্চারণ করেন, তিনি রূপ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে রূপ শব্দের অর্থ কর্তা । বি অর্থাৎ বিগত হইয়াছে রূপ অর্থাৎ কর্তা বাহার, তাহা বিরূপ । এইরূপে বিরূপ শব্দের অর্থ কর্তৃহীন । বাহা বিরূপ অর্থাৎ কর্তৃহীন অথচ নিত্য, তাহা বিরূপনিত্য । প্রাগভাব

তাব কর্তৃহীন অর্থাৎ অনুৎপাদ্য হইলেও বিনাশী বা অনিত্য বলিয়া, কর্তৃহীন হইলেই যে নিত্য হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। এই কারণে বলা হইয়াছে ‘বিরূপ এবং নিত্য’ অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশ-বিহীন। তাদৃশ বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির স্তব কর। এ স্থলে অগ্নির স্তবে তাৎপর্য থাকিলেও বেদবাক্যের নিত্যতা বেদবচনের দ্বারাই প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব যে হেতু বর্ণাঙ্কক শব্দের কোনও উৎপাদক সামগ্রী নাই, কারণ, উচ্চারণ তাহার অভিব্যঞ্জকই হইতেছে, এবং যে হেতু বর্ণের কোনও ভাগ অর্থাৎ অংশ বা অবয়ব নাই আর যে হেতু সকল সময়েই সকল স্থানেই তাহার অপরোক্ষাবভাস হইয়া থাকে, সেই কারণে বর্ণাঙ্কক শব্দ আকাশাদির দ্বারা নিত্য।

এই প্রকার বর্ণের নিত্যতা প্রতিপাদিত হইলেও যদি কেহ পদের অনিত্যতা আশঙ্কা করেন, সেই জন্ত বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ প্রসঙ্গতঃ তাহারও সমাধানকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বলা বাইতেছে। কেহ হয় ত এইরূপ কহিতে পারেন যে, বর্ণ সকল নিত্য হইলেও পদ নিত্য নহে, যেহেতু ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমষ্টিই পদ; আর নিত্য এবং বিভূ বর্ণের ক্রম হইতে পারে না; যদিই বা হয়, তাহা হইলে তাহা পুরুষ-সাপেক্ষ। সূত্রায় ক্রম দ্বারাও পদপদার্থ সম্বন্ধের অনিত্যতা উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে বলা হয়, ক্রম কুত্ৰাপি স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু তাহা ক্রমবিশিষ্ট পদার্থের অঙ্গ, যেহেতু বর্ণসকলের বিততি-বিশেষকেই এখানে ক্রম বলিতে হয়। এই কারণে ক্রম স্বতন্ত্রভাবে বাচক নহে, কিন্তু ক্রমবিশিষ্ট বর্ণ সকলই অর্থের বাচক, যেহেতু তাহারাই ক্রমের আশ্রয় বলিয়া প্রধান হইতেছে। আর কোনও বস্তা স্বতন্ত্রভাবে ক্রমবিশ্রাস করিয়া কোনও শব্দ প্রবোণ করে না, কিন্তু অনাদিকাল হইতে যে ভাবে তাহা চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই তাহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। অতএব পদ বিষয়ে বর্ণ সকলের যে ক্রম পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কাহারও স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়া কেহও তাহার কর্তা নহে, কিন্তু সকলেই ব্যবহর্তা মাত্র। কারণ, যাহাতে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে, সে যথেষ্টভাবে বাহা করিতে পারে, তাহাকে সেই বস্তুরই কর্তা বলা হয়। কিন্তু বর্ণ বিষয়ে যদি কেহ কাহারও স্বতন্ত্রতা কল্পনা করেন, তাহা হইলে আমরা তাহা বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিব। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

বস্ত্ততঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা

অর্থাৎ ‘বৈদিক পদানুগত ক্রমের মধ্যে পুরুষের কোনও স্বতন্ত্রতা আছে বলিলে আমরা বস্ত্তসহকারে তাহার নিষেধ করিব।’ বস্ত্ততঃ শব্দোচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন

করিতে যাইলে অল্প সকল লোকে তাহাতে প্রতিরোধাই হয়। সুতরাং বর্ণের আয় পদানুগত যে ক্রম, তাহাও ব্যবহারতঃ অনাদি বলিয়া বর্ণের আয় কূটস্থনিত্য না হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য। এই জন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—
তেনৈবং ব্যবহারাং শ্রাদকৌটস্থ্যেহপি নিত্যতা

অর্থাৎ পদগত ক্রমে কৌটস্থ্য বা কূটস্থতা না থাকিলেও তাহা ব্যবহারতঃ নিত্য। আর ধ্বনিক্রম উপাধির ক্রমই বর্ণে আরোপিত হইয়া থাকে বলিয়া বর্ণ নিত্য এবং বিভু হইলেও তাহার উপাধিক ক্রম থাকিতেও কোনও বাধা নাই।

কেহ কেহ বলেন, ক্রম কাল ছাড়া অল্প কিছু নহে। আর কাল নিত্যই হইতেছে। সুতরাং ক্রমও বর্ণের আয় নিত্য। আর সূর্য্যের গতিক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা কালের কাল্পনিক অর্থাৎ উপাধিক পূর্বাপরীতাব হইয়া থাকে এবং তাহাই ক্রমে আরোপিত হয়। অতএব বর্ণের আয় তদাশ্রিত ক্রমও নিত্য বলিয়া ক্রম দ্বারাও অনিত্যতা আসিতে পারে না। ইতি শব্দনিত্যতাধিকরণ।

উৎপত্তৌ বা-বচনাঃ স্যুরর্থশ্রাতন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। উৎপত্তৌ বা (উৎপত্তিক্ষে অপি)—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ উৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য হইলেও, অবচনাঃ—(চোদনা অর্থাৎ বেদবিধি ধর্ম্মের) অবচন অর্থাৎ অবাচক, স্যুঃ—ইইবে, অর্থশ্র—পদার্থের, অতন্নিমিত্তত্বাৎ—তন্নিমিত্তত্ব অর্থাৎ বাক্যার্থের নিমিত্ততা নাই বলিয়া। শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও চোদনা অর্থাৎ বেদবিধি অবচন অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রতিপাদক হইতে পারে না, যে হেতু ধর্ম্ম বাক্যপ্রতিপাত্ত আর বাক্যার্থ নিশ্চল অথবা সঙ্কেতাধীন হইতেছে, কারণ, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ পদার্থ হইতে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া তদ্বারা বেদের পৌরুষেয় হইতে পারে না, ইহা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার নিমিত্ত সম্বন্ধের আশ্রয় যে বাচক শব্দ এবং বাচ্য আকৃতি, তাহার নিত্যতা উপপাদিত হইয়াছে। যদিও পূর্বাধিকরণে কেবলমাত্র বাচক শব্দেরই নিত্যতা উপপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু

বাচ্য আকৃতির নিত্যতা বলা হয় নাই, তথাপি ঐ একই যুক্তি দ্বারা আকৃতিরও নিত্যতা সাধিত হয় বলিয়া সূত্রকার আর পৃথকভাবে তাহা বলেন নাই। অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞাবলে যেমন শব্দের নিত্যতা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই আকৃতিরও নিত্যতা সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি একটি গরু দেখিয়াছে, সে যখন অল্প গরু দেখে, তখন সে পূর্বদৃষ্ট এবং অধুনাদৃষ্ট গোব্যক্তি সকলের মধ্যে একটি অনুগত ধর্মই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। আর এই অনুগত ধর্মটি অভীত এবং অনাগত সকল গোব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া ব্যক্তি সকল অনিত্য হইলেও এই ধর্মটি নিত্যই হইয়া থাকে। অত্থা, অশ্বাদি হইতে গরুর ভেদ গৃহীত হইতে পারে না। আর এই অনুগত ধর্মকেই আকৃতি বা জাতি বলা হয়। অতএব শব্দের ত্রায় বাচ্য আকৃতিও নিত্য। এই প্রকারে বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থ নিত্য বলিয়া তদাশ্রিত সম্বন্ধও নিত্য হইয়া থাকে। অতএব পদ-পদার্থের সম্বন্ধ দ্বারা বেদে পুরুষানুপ্রবেশ সম্ভব নহে, অতএব চোদনা ধর্মবিষয়ে অবশ্যই প্রমাণ।

এই প্রকারে সম্বন্ধনিত্যতা দ্বারা চোদনার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন যে পদপদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও চোদনা ধর্মবিষয়ে প্রমাণ নহে, কারণ, যাগাদির যে স্বর্গাদিফলসাধনস্বরূপ অংশ, তাহাই ধর্ম। আর যাগাদির স্বর্গাদিফলসাধনতা কোনও একটি পদবিশেষের অর্থ নহে, কিন্তু তাহা “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ” ইত্যাদি বাক্যেরই অর্থ। আর যুক্তি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বাক্যার্থ পদজন্য নহে অর্থাৎ পদ অথবা পদার্থ হইতে বাক্যার্থ লব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বাক্যার্থ পদজন্য কিংবা পদার্থজন্য না হওয়ায় নিমূল বা আকস্মিক। আর বাহা নির্মূল অথবা আকস্মিক, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব চোদনা প্রমাণ নহে।

যদি বলা হয়, বাক্য হইতেই যখন বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, তখন বাক্যার্থ-ভ্যকে নির্মূল বা আকস্মিক বলা হয় কিরূপে? তাহা হইলে বলিব, বাক্য লিভে কতকগুলি পদকে বুঝায়। আচ্ছা, ভিজ্ঞাসা করি, বাক্যের প্রত্যেকটি পদ কি স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ অন্তনিরপেক্ষ হইয়া বাক্যার্থ-জ্ঞান জন্মায়, অথবা প্রত্যেক পদ ছাড়া অল্প কিছু আছে বাহা বাক্যার্থ প্রতীতি উৎপাদন করে, বা আকাজ্জকবিশিষ্ট পদকদম্বাত্মক বাক্যই বাক্যার্থের বোধক হয় কিংবা পদার্থ হইতেই বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুক্তি দ্বারা দেখা যায় যে, উক্ত চারিটি পক্ষের কোনটিই সমীচীন নহে। বাক্যান্তর্গত প্রত্যেকটি পদ হইতে

যে বাক্যার্থজ্ঞান জন্মিবে, তাহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অন্ত পদগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে; এবং একরূপ বলা অনুভববিরুদ্ধও বটে; কারণ, একটি পদ উচ্চারণ করিলে বাক্যার্থ-বোধ হয় না, কিন্তু বাক্যান্তর্গত সবগুলি পদ গৃহীত হইলেই বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। আর প্রত্যেক পদ ছাড়া অন্ত কিছু হইতে যে বাক্যার্থ-প্রত্যয় জন্মিবে, তাহাও সম্ভব নহে, যে হেতু “অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ” এ স্থলে তিনটি পদ ছাড়া অন্ত কোনও চতুর্থ শব্দ নাই—যাহা হইতে বাক্যার্থ-বোধ হইবে।

পদসমষ্টিরূপ বাক্য হইতে বাক্যার্থজ্ঞান হয়, ইহাও বলা চলে না। কারণ, কতকগুলি পদ ছাড়া সমুদয় বলিয়া অন্ত কিছুই থাকে না বা থাকিতে পারে না। কারণ, বন, সেনা প্রভৃতি স্থলে একই কালে বিভ্রম্যান বহু বৃক্ষাদি কিংবা হস্তী, অশ্ব, মনুষ্যাদি যুগপৎ গৃহীত হয় বলিয়া তথায় সমষ্টি বা সমুদয়তা স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু তাহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু কতকগুলি পদ যুগপৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, কারণ, উচ্চারণের দ্বারা পদগুলি অভিব্যক্ত হইলে তবেই তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় এবং অভিব্যক্তক ধ্বনি শ্রোত্রাদেশে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া পরক্ষণেই পূর্বক্ষণত পদগুলির স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় সেগুলি অবিজ্ঞমানেরই সামিল হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় ক্রমিকভাবে গৃহীত পদগুলির সাহিত্য অসম্ভব হয় বলিয়া তাহাদের সমষ্টি-বুদ্ধিও হইতে পারে না। বাক্যার্থ সম্বন্ধেও ঠিক এই আপত্তিই প্রযোজ্য। সুতরাং পদসমষ্টিরূপ বাক্যও যেমন কাল্পনিক, বাক্যার্থও সেইরূপ কাল্পনিক। আর তাদৃশ বাক্য হইতেও বাক্যার্থজ্ঞান সম্ভব হয় না। এই জন্যই শ্রীমৎ কুমারিল-ভট্টপাদ বাক্যাধিকরণে বলিয়াছেন—

যৌগপত্তাগৃহীতেশ্চ সমুদার্যো ন সিধ্যতঃ

অর্থাৎ ‘পদ বা পদার্থ সকলের যৌগপত্তা গৃহীত হয় না বলিয়া তাহাদের সমুদয়ও হইতে পারে না।’

এইরূপ পদার্থ হইতেও বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, পদ এবং পদার্থের মধ্যে যেমন স্বাভাবিক বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ আছে, পদার্থ এবং বাক্যার্থের মধ্যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব পদার্থও বাক্যার্থের বাচক নহে। আরও দুইটি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধই হইতে পারে না, বাক্যার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা। কারণ, মীমাংসক মতে সামান্য অর্থাৎ আকৃতি বা জাতিই পদের বাচ্য বা অর্থ। সুতরাং গুরু গো বলিলে গুরু পদের দ্বারা গুরুত্ব জাতির

উপস্থিতি হয় এবং গোপদ শ্রবণে গোপদজ্ঞাতীর জ্ঞান হইয়া থাকে ; কিন্তু কোনও বিশেষ গুরু বা বিশেষ গোর উপস্থিতি অর্থাৎ প্রতীতি হয় না। আর ঐ প্রকার অনেকগুলি সামান্ত্রের উপস্থিতির দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না, এবং তাহা বস্তুর বিবক্ষিতও নহে। যেহেতু বাক্যের দ্বারা বস্তু বিশেষ অর্থেরই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। কিন্তু পদার্থ হইতে তাহা হইতে পারে না। অতএব পদার্থও বাক্যার্থের বাচক নহে।

কতকগুলি পদ হইতে স্বভাবতই বাক্যার্থবোধ হইবে, ইহাও বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে অব্যাপ্তর অর্থাৎ পদপদার্থ-সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিরও প্রথম-শ্রবণেই বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বাক্যার্থজ্ঞানের কোনও সম্ভব কারণ নাই। আর যদিই বা থাকে, তবে মনুষ্যকর্তৃকই তাহার সঙ্কেত বা সম্বন্ধ কৃত হইয়াছে বলিতে হইবে ; ইহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আর লৌকিক ব্যবহারে প্রমাণান্তরের সাহায্যে বস্তুর অভিপ্রায় অবগত হইতে পারা যায় বলিয়া যে স্থলে কোনও বাধা না থাকে, তথ্যর যথার্থ অর্থাৎ সংবাদী বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, তাহা না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান মিথ্যাই হইয়া থাকে। এই কারণে আপ্ত বাক্যই লোক-ব্যবহারে প্রমাণ। কিন্তু বেদ অলৌকিকার্থের বোধক বলিয়া এবং তাদৃশ অলৌকিক বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া বেদবাক্য অপ্রমাণই হইবে। অতএব চোদনা অর্থাৎ বেদবাক্য প্রমাণ নহে।

অথবা লৌকিক বাক্যার্থজ্ঞান যেমন সঙ্কেতমূলক, বৈদিকবাক্যার্থজ্ঞানও সেইরূপ সঙ্কেতমূলকই হইবে, অতথা তাহা হইতে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না। আর সঙ্কেতকর্তা পুরুষ না থাকিলে সঙ্কেত সম্ভব নহে বলিয়া অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদবাক্যের কৃত্রিমতা অর্থাৎ বেদের কৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়। এতএব বেদ পৌরুষের। এ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যায়, যথা—

বেদ পৌরুষের—(প্রতিজ্ঞা) ;

যেহেতু উহা পদসংঘাতাস্বক বাক্য (হেতু) ;

যেমন মহাভারত, রঘুবংশ প্রভৃতি (উদাহরণ)।

এই প্রকারে বাক্যস্বরূপ হেতুর দ্বারাও বেদের পৌরুষেরতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর বেদ যখন পৌরুষের, এবং উহার কর্তার আপ্তত্বও যখন অবধারিত নহে, তখন উহাকে অপ্রমাণই বলিতে হয়। কারণ, বস্তুর আপ্তত্বের উপরই পৌরুষের বাক্যের প্রামাণ্য নির্ভর করিয়া থাকে। আরও, বেদ যখন

অলৌকিক বিষয়েরই জ্ঞাপক, আর অলৌকিক বিষয় অবগত হইবার কোনও শক্তিই যখন কোনও পুরুষের থাকিতে পারে না, তখন পৌরুষের বেদ অজ্ঞেয় অলৌকিক বিষয়ের উপদেশক বলিয়াও অপ্রমাণই হইবে। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়। বিস্তৃত বিবরণ বার্তিকমধ্যে দ্রষ্টব্য।

তদভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমান্নায়োহর্থস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। তদভূতানাম্—তাহাতে অর্থাৎ বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ পদার্থে ভূত অর্থাৎ (বাচকরূপে) বিদ্যমান পদসকলের, ক্রিয়ার্থেন—ক্রিয়াবাচক পদের সহিত অথবা ক্রিয়াপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, সমান্নায়ঃ—সম্যক্ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাদিয়ুক্ত ভাবে উচ্চারণ অর্থাৎ প্রয়োগ, অর্থস্ত—পদার্থের, (পদার্থজ্ঞানের), তন্নিমিত্তত্বাৎ—বাক্যার্থপ্রত্যয়ের নিমিত্ততা আছে বলিয়া। পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত বা হেতু। আর পদার্থ-প্রতিপাদক পদ সকল বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করিবার জ্ঞানই সম্যকরূপে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদিসহকারে উচ্চারিত বা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (অতএব বাক্যার্থ নিশ্চল নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, বাক্যার্থজ্ঞান হয় নির্নিমিত্ত, না হয় সঙ্কেতাধীন; ইহা বলা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রত্যেকটি পদ হইতে কিংবা পদসমষ্টি হইতে বাক্যার্থবোধ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বাক্যার্থজ্ঞানকে নির্নিমিত্ত বলা চলে না। যেহেতু তাহাতে আকস্মিকবাদ আসিয়া পড়ে অথবা স্বভাববাদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আকস্মিকবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া এক তাহাতে কোন বিষয়েরই কোনও ব্যবস্থা বা নিয়ম হইতে পারে না বলিয়া তাহা অস্বীকার্য। আর স্বভাববাদ স্বীকার করিলে বলিতে হয়, বাক্যার্থবোধ করানই বাক্যের স্বভাব। কিন্তু তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরও প্রথম বার শব্দ শ্রবণ করিয়াই অর্থবোধ হইতে পারিত; যে হেতু বাহা যাহার স্বভাব, তাহা প্রথম ক্ষণ হইতেই তাহা করিয়া থাকে; যেমন চক্ষু চাহিলেই রূপ দর্শন করা যায়, কারণ, উহাই তাহার স্বভাব। কিন্তু অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির ব্যাক্যার্থবোধ হয় না বলিয়া

বাক্যার্থ-জ্ঞানকে স্বাভাবিক বলা যায় না। আর উহাকে যে সঙ্কেতাধীন বলা হইবে, তাহাও হইতে পারে না। যে হেতু বাক্য যদি বাক্যার্থের বাচক হইত, তাহা হইলে বাক্যার্থ-জ্ঞানকে সঙ্কেতাধীন বলা চলিত। কিন্তু বাক্য বাক্যার্থের বাচক নহে। কারণ, বাক্য অর্থ পদসমষ্টি। কিন্তু বাক্যঘটক পদগুলি ছাড়া সমষ্টি বলিয়া অল্প কিছু থাকে না। সুতরাং বাক্যকে বাক্যার্থের বাচক বলিলে বাক্যঘটক পদগুলিকেই বাক্যার্থের বাচক বলিতে হয়। কিন্তু ইহাতে গৌরব, অদৃষ্টকল্পনা এবং দৃষ্টহানি এই ত্রিবিধ দোষ হইয়া থাকে। কারণ, পদ সকল পদার্থবোধ জন্মাইবে, আবার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপাদন করিবে, ইহাতে পদের দুইবার ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়, ইহাই গৌরব দোষঃ; যে হেতু এ স্থলে দ্বিতীয় ব্যাপারটি গুরু বা অধিক। আর ইহাতে অদৃষ্ট কল্পনাও হয়, কারণ, পদ হইতে পদার্থ প্রত্যয়ই দৃষ্ট বা অনুভূত, কিন্তু বাক্যার্থ প্রত্যয় অদৃষ্ট অর্থাৎ উহা অনুভবসিদ্ধ নহে। এইরূপ দৃষ্টহানিও হয়, কারণ, পদার্থ হইতেই বাক্যার্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট অর্থাৎ যুক্তি এবং অনুভবসিদ্ধ। কারণ, পদশ্রবণ হইতে পদার্থ-জ্ঞান জন্মিলে তদনন্তর বাক্যজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বাক্যকে বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু বলিলে এই দৃষ্ট বিষয়টির হানি হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা ত্যাগ করিতে হয়।

যদি বলা হয়, পদার্থ হইতে যে বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব, অম্বয়ব্যতিরেকই তাহার প্রমাণ। পদার্থ হইতে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়, ইহা অম্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ। কারণ, পদশ্রবণের পর পদার্থজ্ঞান হয় এবং তদনন্তর পদার্থ সকলের বিশেষ্যবিশেষণাত্মক সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই 'তৎসঙ্গে তৎসত্তা' অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য থাকে; ইহাই অম্বয়। আর দীর্ঘতম বাক্যে মানসিক অসামর্থ্য হেতু পূর্ব-পদগুলি বিস্মৃত হইলেও পদার্থজ্ঞান হইতেই বাক্যার্থবোধ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ স্থলে পদার্থজ্ঞান স্মৃত না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না। এই প্রকারে 'তদসঙ্গে তদসম্বন্ধরূপ ব্যতিরেক' অর্থাৎ পদার্থরূপ কারণ না থাকিলে বাক্যার্থবোধরূপ কার্য্যও হয় না, ইহা ব্যতিরেক। এই প্রকার অম্বয়ব্যতিরেক দ্বারা পদার্থেরই বাক্যার্থবোধের কারণতা জানা যায়।

অম্বয়ব্যতিরেকব্যভিচার দ্বারাও পদের বা বাক্যের বাক্যার্থের কারণতার অভাব অবধারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ 'বাহা থাকিলেও কুত্রচিৎ কার্য্য হয় না এবং বাহা না থাকিলেও কোন কোন স্থলে কার্য্য হইয়া থাকে,' তাহার কারণতা স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ তাহাকে কারণ বলা যায় না।

সময়ে সময়ে বাক্য গুনিয়াও বাক্যার্থ-বোধ হয় না বলিয়া পদাত্মক বাক্যরূপ কারণ সত্ত্বেও বাক্যার্থবোধরূপ কার্য হয় না, ইহাই ‘অন্বয়ব্যভিচার’। আবার দীর্ঘতম বাক্যে মানসিক অপচার বশতঃ পূর্বপদ বিন্ধিত হইলেও অর্থাৎ বাক্যঘটক পদ অসংসম হওয়ায় তাহা না থাকিলেও পদার্থের দ্বারা বাক্যার্থবোধ হইয়া থাকে। এইরূপে কারণ না থাকিলেও যে কার্য হয়, ইহাই ‘ব্যতিরেকব্যভিচার’। এই প্রকার অন্বয়ব্যভিচার এবং ব্যতিরেকব্যভিচার থাকায় পদ বা বাক্য বাক্যার্থ-বোধের হেতু নহে।

বাক্যশ্রবণ ব্যতীতও যে বাক্যার্থবোধ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণও যথেষ্ট আছে। যেমন, কোনও ব্যক্তি দূর হইতে একটি শ্বেত বর্ণ দেখিল; কিন্তু উহা গুরু কি ঘোড়া, তাহা সে প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই প্রকারে তাহার শ্বেতগুণরূপ পদার্থের উপস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান হইল। তাহার পর সেদিকেই হ্রেষশব্দ গুনিতে পাইয়া সে অনুমান করিল যে, উহা অশ্ব। এইরূপে অশ্ব-দ্রব্যরূপ পদার্থের উপস্থিতি হইল। তাহার পর ভাল ভাবে চাহিয়া দেখিয়া সেই শ্বেত পদার্থটি ছাড়া আর কিছুই বখন দেখিতে পাইল না, তখন সে বুঝিল, উহা অশ্ব ছাড়া অশ্ব কিছু নহে। পরে বখন সে খুর-নিষ্কেপ-শব্দ গুনিতে পাইল, তখন তাহার চিত্তে ধাবন-ক্রিয়ারূপ পদার্থের উপস্থিতি হওয়ায় সে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা তিনটি পদার্থের পরস্পর সংসর্গ গ্রহণ করিয়া বুঝিল যে, শ্বেত অশ্ব দৌড়িয়া আসিতেছে। এই প্রকার যে জ্ঞান, ইহা বাক্যার্থজ্ঞান; অথচ ইহার মূলে কোনও বাক্য নাই। অতএব বাক্য বা পদ বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু নহে, কিন্তু পদার্থই বাক্যার্থবোধের মূল। এই জ্ঞান শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

পশুতঃ শ্বেতিমারূপং হেবা-শব্দং চ শৃণ্বতঃ ।

খুরনিষ্কেপশব্দং চ শ্বেতোহশ্বো ধাবতীতি ধীঃ ।

দৃষ্টা বাক্যবিনিমুক্তান পদার্থৈর্বিনা কচিৎ ।

অতএব পদ সকল স্ব স্ব অর্থ প্রতিপাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, পুনরায় বাক্যার্থবোধে তাহাদের ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ, একটি অনুভবসিদ্ধ নিয়ম আছে “শব্দবুদ্ধিকর্ষণাৎ বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ” অর্থাৎ ‘শব্দ, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ষণ অর্থাৎ ক্রিয়া ইহারা বিরত হইলে অর্থাৎ ইহাদের ব্যাপার একবার নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আর ব্যাপার হয় না।’ এই কারণে স্বার্থবোধ করাইয়া শব্দের

অভিধা-ব্যাপার বিরত হইয়া যায় বলিয়া তাহা আর বাক্যার্থের বোধক হইতে পারে না। স্তুরাং পদ বা বাক্য বাক্যার্থের বাচক নহে, কিন্তু পদার্থই বাক্যের বাচক।

দুইটি বা তদধিক পদ শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ দুই বা তদধিক পদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। পরে সেই পদার্থগুলি বিশেষ্যবিশেষণভাবে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থাৎ অস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা পদার্থদ্বয়ের সংসর্গ অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাব গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ, বিশিষ্টার্থ-বোধই বাক্যার্থ। *

যদি বলা হয়, অনেকগুলি পদার্থের মধ্যে কোন্টি বিশেষ্য এবং কোন্টি বিশেষণ হইবে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? তাহা হইলে বলিব, এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক এবং বৈয়াকরণগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও মীমাংসকগণের মতে

* বিভক্তিয়ুক্ত একাধিক পদের দ্বারা যতগুলি পদ ততগুলি অর্থবোধ হইয়া থাকে। তদনন্তর অল্প একটি জ্ঞানের দ্বারা সেই পদার্থগুলির সংসর্গ অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাব গৃহীত হইলে বাক্যার্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে। কারণ, অভিহিত পদার্থগুলির একটি বিশেষ্য এবং অপরগুলি তাহার বিশেষণ না হইলে পরস্পরের অর্থ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে বাক্যার্থবোধও সম্ভব হয় না। এই প্রকারে পদাভিহিত পদার্থ সকলের যে পরস্পর অর্থ, ইহারই নাম অভিহিতার্থ। প্রথমতঃ একাধিক পদ হইতে একাধিক পদার্থ যে একাধিক অনুভবের বিষয় হয় অর্থাৎ একাধিক বোধের দ্বারা গৃহীত হয়— ইহাই পদার্থের অভিহিতত্ব। এই পদাভিহিত পদার্থ সকলের যে পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অর্থসহকারে বাক্যার্থবোধকতা, ইহারই নাম অভিহিতার্থবাদ। ইহা ভাট্টমত। সংক্ষেপ শারীরক গ্রন্থে ইহা—

যৎ কেচিদাহরভিধায় নিজান্ পদার্থান্

এতাবতোপরতবস্তি পদানি তেভ্যঃ।

পশ্চাদ্ বিশেষণবিশেষ্যভ্যো ভূ তেভ্যঃ

সংসর্গবুদ্ধিরপরাবতরিষ্যাতীতি ॥ [সংক্ষেপ শারীরক ১৩৭০]

এই শ্লোকে “যৎ কেচিদাহঃ” এই বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রভাকরমতাবলম্বী মীমাংসকগণ অস্থিতাভিধানবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিভক্তিয়ুক্ত একটি পদের অর্থের সহিত অস্থিত অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণরূপে সম্বন্ধ অল্প একটি পদার্থই পদের দ্বারা (অনুভবের বিষয়ীকৃত) বোধ হয়। কিন্তু দুইটি পদের দ্বারা দুইটি পদার্থের নিরপেক্ষভাবে অনুভব হয় না।

শব্দবোধে অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞানে ভাবনা বা সম্পাদনারূপ ক্রিয়াই মুখ্য বিশেষ্য। কারণ, ক্রিয়া ব্যতীত বাক্য হইতে পারে না। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

ভাবনৈব হি বাক্যার্থঃ সর্বত্রাখ্যাতবস্তয়া ।

অনেকগুণজাত্যাদিকারকার্থানুরঞ্জিতা ।

অর্থাৎ ‘গুণ, জাতি প্রভৃতি কারকার্থবিশিষ্ট ভাবনা অর্থাৎ সম্পাদনা বা ক্রিয়াই সকল স্থলে বাক্যার্থ, যে হেতু বাক্যমাত্রেই ক্রিয়াযুক্ত।’ যদি বলা হয়, ক্রিয়া-যুক্ত হইলেই যে ক্রিয়াকে মুখ্য বিশেষ্য বলিতে হইবে, তাহার কি নিয়ম আছে? তাহা হইলে বলিব, যাহা যে স্থলে প্রয়োজন, তাহাই তথায় মুখ্য অর্থাৎ প্রধান হইয়া থাকে। এই কারণে বাক্যার্থমধ্যে ভাবনাকেই মুখ্য বিশেষ্য বলিতে হয়। কারণ, পদার্থের স্বরূপ প্রমাণান্তরসিদ্ধ বলিয়া তাহা প্রতিপাদন করার শব্দের কোনও ফল নাই এবং তাহাতে শব্দের প্রামাণ্যও থাকিতে পারে না, যে হেতু ঐরূপ করিলে শব্দ জ্ঞাতজ্ঞাপক হইয়া পড়ে। কিন্তু অপূর্ব অর্থ প্রতিপাদন করিলে তবেই শব্দের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। আর ক্রিয়াই উদ্দেশ্যীভূত বলিয়া তাহাই মুখ্য বা প্রয়োজনীয় এবং তাহারই বিশিষ্টতা বুঝাইলে শব্দের অপূর্বার্থতা থাকে। এই কারণে প্রয়োজনীভূত ক্রিয়াই মুখ্য বিশেষ্য। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ বস্তৃপি কুর্কন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্ ।

বর্ণাস্তথাপি নৈতন্মিন্ পর্য্যবস্ত্তি নিফলে ।

বাক্যার্থমিতরে তেবাং প্রবৃত্তৌ নাস্তরীয়কম্ ।

পাকে জ্বালিব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ।

প্রয়োজনতয়া চৈবামর্থমিচ্ছন্তি ভাবনাম্ ।

অর্থাৎ ‘বর্ণ সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে পদার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে রটে, তথাপি তাহাতেই তাহাদের তাৎপর্য্য পরিসমাণ্ড হয় না, যে হেতু তাহা (প্রমাণান্তরসিদ্ধ বলিয়া) নিফল। কিন্তু বাক্যার্থ বোধ করাইবার জন্তই পদ সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আর পাক করিবার কালে অগ্নির জ্বালা অর্থাৎ প্রকাশকহু যেমন নাস্তরীয়ক অর্থাৎ অবিনাভূত, অপ্রত্যাখ্যেয় বা সহসিদ্ধ, সেইরূপ পদসকল হইতে যে পদার্থ-বোধ জন্মে, তাহাও অপ্রত্যাখ্যেয়। কিন্তু ভাবনা অর্থাৎ উৎপাদনা বা ক্রিয়াই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যভূত বলিয়া তাহাকেই মুখ্য বলিতে হয়।’ আরও

১ম পাঃ

মীমাংসা-দর্শনম্

৮১

ক্রিয়া ব্যতীত বাক্যই হইতে পারে না বলিয়া, ক্রিয়াপদই বাক্যঘটক পদসকলের একতা-নিষ্পাদক অর্থাৎ একপ্রয়োজনতাসাধক বলিয়া তাহাকেই মুখ্য বিশেষ্য বলা উচিত। এই জন্তই সূত্রকার বলিয়াছেন—“ক্রিয়ার্থেন সমান্নারঃ” অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক পদের সহিত অথবা ক্রিয়ারূপ প্রয়োজনের জন্তই সম্যকরূপে উচ্চারণ করা হয়। এই কারণে পূজ্যপাদ বার্তিককার বলিয়াছেন—

ন হি প্রয়োজনাপেতং বাক্যমুচ্চার্যতে কচিৎ ।

প্রয়োজনক্ষমং নাপি পদমাখ্যাতবজ্জিতম্ ।

অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য বাক্য কেহ বলে না এবং ক্রিয়াহীন পদও প্রয়োজন প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই কারণে ‘ভাবনা’ই বাক্যার্থে মুখ্য বিশেষ্য। *

যদি বলা হয়, সামান্য বা জ্ঞাতিই যখন বাচ্য বা পদের অর্থ, তখন দুইটি বা তদধিক জ্ঞাতিই বাক্যার্থ হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ, দুইটি জ্ঞাতির পরস্পর অন্বয় হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব, সত্য বটে, জ্ঞাতিই পদের বাচ্য অর্থ, তথাপি জ্ঞাতির অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিবক্ষিত হইতে পারে না বলিয়া শব্দ হইতে লক্ষণাবলে জ্ঞাতি দ্বারা জ্ঞাতির আশ্রয়স্বরূপ ব্যক্তিই বোধিত হইয়া থাকে। এই জন্ত পূজ্যপাদ মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন—

জাতেরস্তিত্বনাস্তিত্বে ন চ কশ্চিদ্ বিবক্ষতি ।

নিত্যস্থানক্ষয়মাণায়া ব্যক্তেষু হি বিশেষণে ॥

* নৈয়ায়িকগণের মতে প্রথমান্তপদই শব্দবোধে (বাক্যার্থবোধে) মুখ্য বিশেষ্য। যেমন ‘দেবদত্তঃ গচ্ছতি’ এই বাক্য হইতে ‘গমনানুকূল কৃতিমান্ (গমনের অনুকূল কৃতি বাহার মধ্যে আছে তাদৃশ) দেবদত্ত, এই প্রকার শব্দবোধ হইয়া থাকে। আর বৈয়াকরণগণ বলেন, ধাতুর্থই শব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য। যেমন—‘দেবদত্তঃ গচ্ছতি’ এই বাক্য হইতে—‘দেবদত্ত কর্তৃক (দেবদত্ত বাহার কর্তা) বর্তমান কালীন গমন’ এইরূপ শব্দ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু মীমাংসকগণের মতে শব্দ বোধে আখ্যাতের অর্থই অর্থাৎ ভাবনাই মুখ্য বিশেষ্য। যেমন ‘স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত’ এই বাক্য হইতে—‘স্বর্গভাবনা (স্বর্গ বাহার ভাব্য অর্থাৎ সাধ্য) যাগাদিকরণিকা (যাগাদি অর্থাৎ যাগ, দান, তোম প্রভৃতি বাহার করণ) শব্দভাবনা-প্রয়োজ্য (শব্দ ভাবনার প্রয়োজ্য অর্থাৎ সাধ্য) আর্থী ভাবনা’—এই প্রকার শব্দ বোধ হইয়া থাকে। শাকী ভাবনা এবং আর্থী ভাবনার বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদের প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে আলোচিত হইবে।

অর্থ্যাৎ জাতির অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কাহারও বিবক্ষার বিষয় হইতে পারে না, যেহেতু জাতি নিত্য, কিন্তু শব্দের দ্বারা জাত্যাশ্রয় ব্যক্তিই লক্ষিত অর্থ্যাৎ লক্ষণাশক্তি সহকারে বোধিত হইয়া থাকে। আর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সেই ব্যক্তিরই বিশেষণ হয়। এই কারণে বাক্যার্থ অভিধেয় অর্থ্যাৎ অভিধাশক্তিবোধ্য নহে, কিন্তু তাহা লাক্ষণিক অর্থ্যাৎ লক্ষণাবোধিত।

যদি বলা হয়, পদার্থ সকলের পরস্পর অম্বয় হইবে কিরূপে? তাহা হইলে বলিব, আকাজ্জাবশতই পদার্থসকল পরস্পর অম্বিত হইয়া থাকে। কারণ, কেবলমাত্র ‘গুরু’ এই পদটি শুনিলে শ্রোতার আরও সন্দেহ বা আকাজ্জা হয়—‘কিৰূপ’ এবং ‘তাহা কি করিতে হইবে’? আর ‘গুরু, বা কৃষ্ণ’ এবং ‘আনা হউক’ ইত্যাদি পদের দ্বারাই সেই আকাজ্জা বা সন্দেহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে আকাজ্জাবশে পদার্থ সকলের পরস্পর অম্বয় হইয়া থাকে। আর পদার্থ সকলের সন্নিধান অর্থ্যাৎ অচিরকালোচ্চারিততা এবং যোগ্যতা অর্থ্যাৎ অব্যাহতত্বও আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে গো শব্দ উচ্চারণ করিবার পাঁচ দণ্ড পরে ‘আন’ বলিলে অম্বয় হইবে না। এইরূপ ‘জল দিয়া দধি কর’ বলিলেও বাক্যার্থবোধ হইবে না, কারণ, এস্থলে পদার্থের যোগ্যতা নাই। যে হেতু “পদার্থে তত্র তদ্বস্তা যোগ্যতা পরিকীৰ্ত্তিতা” অর্থ্যাৎ সেই পদার্থের সেই অর্থসম্পর্শ থাকাই যোগ্যতা। কিন্তু জলের দাহকতা নাই। অতএব আকাজ্জা, সন্নিধি এবং যোগ্যতা-বশে পদার্থ সকলের পরস্পর অম্বয় হইয়া থাকে। আর পদার্থ সকলের পরস্পর অম্বয়ের দ্বারাই পদ সকলেরও অম্বয় হয়। তাদৃশ পরস্পর অম্বয়বিশিষ্ট পদসমষ্টিই বাক্য। সুতরাং বাক্য বলিয়া কিছু নাই, ইহা বলা যায় না।

যদি বলা হয়, ক্রমিক পদ সকলের বা পদার্থ সকলের সমষ্টি গৃহীত হইবে কি প্রকারে? তাহা হইলে বলিব, প্রত্যেকটি পদ এবং পদার্থের জ্ঞান হইবার পর সবগুলি যুগপৎ একই স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্বাচ্য পদসমষ্টি-রূপ বাক্য এবং পদার্থসমষ্টিরূপ বাক্যার্থও গৃহীত হইতে পারে। অতএব পদার্থ এবং বাক্যার্থ উভয়ই সত্য। তবে সেইগুলি পদ বা পদার্থ হইতে ভিন্নও নহে এবং অভিন্নও নহে, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। যদি বলা হয়, বাক্য হইতে অথবা পদ হইতে বাক্যার্থবোধ না হইলে : তাহা শব্দজ্ঞাত হইবে না, কিন্তু অশব্দই হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে বলিব—“যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ” অর্থ্যাৎ ‘বাহাতে শব্দের তাৎপর্য, তাহাই শব্দার্থ’ এই নিয়ম অনুসারে বাক্যার্থ শব্দই হইয়া থাকে; কারণ, পদার্থ প্রতিপাদন করার যে কোনও ফল নাই,

ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্টার্থ বা বাক্যার্থ প্রতিপাদন করাই পদ সকলের উদ্দেশ্যীভূত অর্থাৎ প্রয়োজন হওয়ার বাক্যার্থ পদার্থ দ্বারা জ্ঞানগোচর হইলেও তাহা পদপ্রতিপাত্তই বটে। আর তাহাতে উহার শাক্ষ্যও থাকে। কারণ, পদপ্রতিপাত্তই শাক্ষ্য। অতএব সকল স্থলেই পদার্থ বাক্যার্থের মূল বলিয়া বাক্যার্থপ্রতীতির আকস্মিকতা বা নির্মূলতা হইতে পারে না।

সুতরাং এতদ্বারা চোদনার অর্থাৎ বেদের যে অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ আপাদিত হইয়াছে, তাহা যে সঙ্গত নহে, ইহা প্রতিপাদিত হয়; কারণ, বাক্য যদি বাক্যার্থের বাচক হইত, তাহা হইলে বাক্যার্থজ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞ হইলেও হইতে পারিত এবং তদ্বারা বেদের মধ্যে পুরুষাত্ত্বপ্রবেশ থাকারও সম্ভাবনা হইতে পারিত। কিন্তু বাক্যের বখন বাচকতা নাই, কিন্তু পদবোধিত পদার্থ সকলই বখন বাক্যার্থের বোধক এবং পদ ও পদার্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ এই তিনই বখন নিত্য, তখন আর বেদকে পৌরুষেয় বলা যায় না। আর স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণের মতে কোনও প্রমাণেরই প্রামাণ্য বখন পরাপেক্ষ নহে, কিন্তু স্বতঃ, তখন আপ্ত-প্রণীত নহে বলিয়া বেদকে অপ্রমাণ বলা চলে না। তবে কারণগত দোষ থাকিলে প্রামাণ্যের অন্তথা ঘটয়া থাকে অর্থাৎ অপ্রামাণ্য হইয়া থাকে। আর সেই অপ্রামাণ্য মিথ্যাত্ব, অজ্ঞান এবং সংশয় এই তিনটির মধ্যে অন্ত-তমাত্মকই হয়। কিন্তু “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ” ইত্যাদি বেদবাক্য শ্রবণ করিলে যে বাক্যজ্ঞ জ্ঞান জন্মে না, তাহা নহে। অতএব ইহাতে অজ্ঞানরূপ অপ্রামাণ্য নাই। আর ঐ সকল বেদবাক্যের বাধক কোনও জ্ঞান যে আছে, তাহাও নহে। সুতরাং বেদবাক্যজ্ঞ জ্ঞানের মিথ্যাত্বরূপ অপ্রামাণ্য নাই, যে হেতু পরবর্তী বাধক জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ববর্তী জ্ঞানের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। আর বেদবাক্যজ্ঞ জ্ঞানের উপর যে সংশয় হইবে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, বাক্যজ্ঞ জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণরূপেই উৎপন্ন হয়। পরে বক্তার আপ্তত্বাবহেতু কারণজ্ঞ দোষ দ্বারা তাহার উপর সংশয় উঠিয়া থাকে, কিন্তু স্বতই তাহাতে সংশয়ের উদয় হয় না, যে হেতু জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া তাহা সংশয় সহকারে উৎপন্ন হইতে পারে না। আর বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া বক্তৃগত দোষের সম্ভাবনা না থাকায় বেদবাক্যে সংশয়ও আসিতে পারে না। এ সমস্ত বিষয় পূর্বে চতুর্থ সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রামাণ্যনিরূপণপ্রসঙ্গে বিবৃত করা হইয়াছে। আর ‘বেদ পৌরুষেয়, যেহেতু উহা পদসংঘাতাত্মক বাক্যরাশি যেমন মহাভারতাদি’ এই প্রকার যে অনুমান প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাও নির্দোষ নহে। কারণ, উক্ত

অনুমাণে ‘স্বর্ধ্যমাণকর্তৃকত্বরূপ’ উপাধি রহিয়াছে। আর যে অনুমানের হেতুটি সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হয়, তাহা আভাসীভূত অর্থাৎ দুষ্টই হইয়া থাকে। যে ধর্ম সপক্ষে অর্থাৎ দৃষ্টান্তাদিতে থাকে, কিন্তু পক্ষে অর্থাৎ অনুমিতের আশ্রয়ে থাকে না, তাহাকে উপাধি বলে। এ স্থলে সপক্ষ মহাভারতাদি গ্রন্থের কর্তা স্বর্ধ্যমাণ অর্থাৎ স্মৃতিপথাক্রম বলিয়া তথায় স্বর্ধ্যমাণকর্তৃকত্ব রহিয়াছে, কিন্তু পক্ষে অর্থাৎ অনুমিতসিদ্ধ পৌরুষেষয়নের আশ্রয় যে বেদ তাহার কর্তা স্বরনীয় হইলেও স্মৃত হইয়া আসিতেছে না বলিয়া তথায় স্বর্ধ্যমাণকর্তৃকত্ব নাই। অতএব দৃষ্টান্ত এবং সাধ্যের হেতু তুল্যরূপ না হওয়ায় মহাভারতাদির দৃষ্টান্তে বেদের পৌরুষেষয়ন সিদ্ধ হইতে পারে না। আর হিমালয়াদিস্থিত কুপ, উপবনাদির কর্তার ত্রায় বেদের কর্তারও বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে, ইহা বলা যায় না; কারণ, তথায় জনসমাজের উৎসাদনহেতু কর্তার বিস্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু বত দিন না বেদের সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হয়, তত দিন বেদের কর্তাও বিস্মৃত হইতে পারে না, কারণ, তাহারই প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য। কিন্তু বেদের কর্তা যখন স্মৃত হইয়া আসিতেছে না, তখন বেদের কোনও কর্তা নাই। সম্বন্ধ-নিভাতা প্রকরণে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বেদ যে অপৌরুষেয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই প্রকার অনুমানেরও প্রয়োগ করা যায়, যথা—

বেদ অপৌরুষেয় (প্রতিজ্ঞা);

যে হেতু সম্প্রদায়বিচ্ছেদ না হওয়ায় তাহার কর্তা অন্তর্ব্য হইলেও স্মৃত হইয়া আসিতেছে না (হেতু);

যেমন আকাশ অথবা আত্মা (দৃষ্টান্ত)।

এইরূপ,—বেদের অধ্যয়ন সর্বকালে গুরুর অধ্যয়নপূর্বক (!প্রতিজ্ঞা);

যে হেতু উহা বেদাধ্যয়ন (হেতু);

যেমন অধুনাতন অধ্যয়ন (দৃষ্টান্ত)।

অধ্যয়ন শব্দের অর্থ গুরুর বেদ উচ্চারণ শুনিয়া তদনুরূপ ভাবে স্বয়ং বেদবাক্য উচ্চারণ করা। ইহা কস্মিন্ কালেও স্বয়ং লব্ধ হইতে পারে না। এই জন্য যাহাকেই প্রথম উপদেষ্টা বলা হউক না কেন, তাহারও গুরু স্বীকার করিতে হয়। ফলে বেদের অনাদি অপৌরুষেয়তাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব বেদ অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাকে অপ্রমাণ বলা যায় না।

লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগসম্বন্ধঃ স্মৃৎ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ। “লোকে”—লৌকিক বাক্যে, “সন্নিয়মাৎ” (সন্নিয়মঃ) —সম্যক্ নিয়ম অর্থাৎ কারণমূলকতা, “প্রয়োগসম্বন্ধঃ”—(প্রয়োগঃ সম্বন্ধাৎ) প্রয়োগ অর্থাৎ বাক্যপ্রয়োগ, সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রমাণাস্তরের সম্বন্ধ বা সাহায্য হইতে হইয়া থাকে। লৌকিক অর্থবিষয়ক লৌকিক বাক্য প্রয়োগের সম্যক্ কারণ আছে, যে হেতু বক্তা সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রমাণাস্তরের সাহায্যবলে তাহা জানিতে পারেন।

ভাষ্যভাবার্থঃ। বেদবাক্য যে পৌরুষেয় হইতে পারে না, তাহা জানাইবার নিমিত্ত বেদবাক্য হইতে লৌকিক বাক্যের কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা বলিয়া দিতেছেন “লোকে” ইত্যাদি। প্রমাণাস্তরের সাহায্যে যাহা জানা যায় না, তাদৃশ অজ্ঞেয় বিষয়ে লোকে বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারে না। অথচ বৈদিক বাক্য সকল অলৌকিক বিষয়েরই জ্ঞাপক। এই কারণে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যরচিত বা কৃত্রিম নহে। যে হেতু তাদৃশ প্রমাণাস্তরগম্য অলৌকিক বিষয়ে মনুষ্যের বাক্যরচনা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং লৌকিক বাক্য প্রমাণাস্তরমূলক, কিন্তু বেদবাক্য প্রমাণাস্তরমূলক নহে, অথচ উহা স্বতঃপ্রমাণ।

এ স্থলে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ ভগবান্ ভাষ্যকার স্বত্রঘটক পদগুলির সমাস এবং বিভক্তির ব্যত্যয় করিয়া স্বত্রটিকে “লোকে প্রয়োগঃ সন্নিয়মঃ সম্বন্ধাৎ” এই আকারে পরিবর্তিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোথাও কোথাও আবার (তুল্যঃ সর্ব্বেষাং পদবিধিঃ প্রকরণাবিশেষাৎ ॥ মীঃ দঃ ৩৩১৮ ইত্যাদি স্থলে) স্বত্রের আপাতলভ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, ভ্রায়, বৈশেষিক, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের ভ্রায় পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তদর্শন বেদবাক্যনিরপেক্ষ বিচারশাস্ত্র নহে। কিন্তু মীমাংসা এবং বেদান্তদর্শনে প্রত্যেক অধিকরণে এক একটি বেদবাক্যেরই তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্ত বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কারণে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসার স্বত্রগুলি বেদবাক্যেরই তাৎপর্য্য-নিরূপক। সুতরাং যে স্থলে স্বত্রের আপাতলভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে

বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হয় অথবা তাহার তাৎপর্য নিরূপিত হয় না বা অন্ত বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে, তাদৃশ স্থলে সূত্রের যথাক্রম অর্থ পরিত্যাজ্য, এবং তাদৃশ যথাক্রম অর্থ সূত্রকারেরও অভিপ্রেত নহে বুঝিতে হইবে। জ্ঞানিগণ সেইগুলিকে গ্রন্থগ্রন্থি বলিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রন্থমাতেই স্থলে স্থলে ঐ প্রকার গ্রন্থ-গ্রন্থি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে সম্প্রদায়শূন্য ব্যক্তিগণের ব্যাখ্যায় গ্রন্থগ্রন্থিভেদ হয় না। সূত্ররা ঐ প্রকারে সূত্রান্তথা করিয়া ব্যাখ্যা করা ভাষ্যকারের দৃষণ নহে, কিন্তু উহা ভূষণ; যেহেতু তিনি বেদবাক্যের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার জন্যই আৰ্য সূত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রধানীভূত বেদ-বাক্যের অনুরোধে সূত্রের অন্তথা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শ্লোকবার্ত্তিকে প্রথম সূত্রের ভাষ্যব্যাখ্যা ৪৭ হইতে ৫৮ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। ইতি বাক্যাধিকরণ। *

* যাহারা বলেন, শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-সর্বত্র সূত্রানুসারী নহে, তাঁহাদিগকে মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যের এই সমস্ত স্থল একটু প্রণিধানসহকারে দেখিতে অনুরোধ করি। যে সমস্ত মনীষিগণ বিশিষ্টাদৈত, বৈতাতৈত অথবা দ্বৈতপক্ষে বেদান্ত-দর্শনের সূত্রানুসারী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ অতি প্রাচীন আচার্য্য পূজ্যপদ শ্রীমৎশবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্যের প্রামাণ্য অবিবাদেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এই সর্বজনমাত্রে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ প্রাচীন আচার্য্যেরই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ঋতিবাক্যসকলের প্রামাণ্য অব্যাহত রাখিবার নিমিত্তই কোনও কোনও স্থলে (আনন্দস্বারিকরণ প্রভৃতি স্থলে) সূত্রের আপাতলভা অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে বিচারণীয় ঋতিবাক্য সকলই তাঁহার পুরোভাগে ভাসমান ছিল। এই জন্য 'উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূৰ্ণতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি' এই বড়বিধ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের সাহায্যে বিচার্য্য ঋতিবাক্য সকলের যে অর্থ নির্ণীত হয়, তদনুসারেই তিনি ব্রহ্মসূত্র সকলের যোজনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র সূত্র যোজনা বা সূত্রানুসারে বেদবাক্যের বড়বিধ লিঙ্গ দ্বারা নির্ণীত অর্থের অন্তথা করা তাঁহার লক্ষ্য নহে, যে হেতু ঋতি ও সূত্রের বিরোধে সূত্রের অন্তথাকরণই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শবরস্বামী এবং শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ প্রভৃতি বেদার্থবিৎ প্রাচীন আচার্য্যগণের অভিমত। অতএব সর্বত্র সূত্রানুসারী ব্যাখ্যা না করা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ কি গুণ, তাহা স্থধীগণই বিচার করিয়া লইবেন। অপ্রাসঙ্গিকতা কমা করিবেন।

বেদাংশৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ ॥ ২৭ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “বেদান্”—বেদসকলকে, “চ”—ও, “একে”—কেহ কেহ, “সন্নিকর্ষং”—সন্নিকৃষ্টকালীন অর্থাৎ আধুনিক বা সাদি অর্থাৎ পৌরুষেয় (বলিয়া থাকেন), “পুরুষাখ্যাঃ”—যে হেতু পুরুষের অর্থাৎ মনুষ্যের আখ্যা অর্থাৎ নাম রহিয়াছে। কেহ কেহ বেদকেও সাদি অর্থাৎ কৃত্রিম বা পৌরুষেয় বলিয়া থাকেন, কারণ, বেদের বিশেষ বিশেষ অংশ মনুষ্যের নামের দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পদপদার্থের সম্বন্ধের দ্বারা অথবা বাক্যবাক্যার্থের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়তা প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে সমাখ্যাবলেও যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা স্থাপন করিবার জন্ত “বেদাংশৈকে” ইত্যাদি শব্দে পূর্বপক্ষীর মত উত্থাপিত করা হইয়াছে। সমাখ্যা অর্থ ষৌগিক বা প্রকৃতিপ্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, বেদ পৌরুষেয়, যেহেতু উহা পদসংঘাতাস্থক বাক্যরাশি, যেমন মহাভারত, রঘুবংশ প্রভৃতি—এই প্রকার অনুমানের দ্বারা সাধারণভাবে বেদের সাক্ষরকল্প প্রমাণিত হইলে উক্ত অনুমানে যে স্বর্ঘ্যমাণকর্তৃৎরূপ উপাধির উদ্ভাবন করিয়া উহার ভূষ্টতা প্রতিপাদন করা হইবে, তাহা সমাখ্যাবলে বাধিত হইবে। বেদশাখার যে কাঠক, পৈঙ্গলাদ, কোথুম ইত্যাদি প্রকার নাম রহিয়াছে, উহা হইতেই বেদকর্তার নাম পাওয়া যায়। কারণ, “অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে” এই পানিনিয় শ্রুতি হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, যে গ্রন্থ কঠ নামক ব্যক্তি কর্তৃক কৃত, তাহারই নাম কাঠক; এইরূপ বাহা পিঙ্গলাদ নামক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত, তাহা পৈঙ্গলাদ, এবং বাহা কুখুম নামক ব্যক্তি কর্তৃক নিবদ্ধ, তাহাই কোথুম। সুতরাং কঠ, পিঙ্গলাদ, কুখুম প্রভৃতি প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ তস্মিত প্রত্যয় করিয়া কাঠক, পৈঙ্গলাদ ও কোথুম প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সমাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়জাত ষৌগিক শব্দ হইতে কঠ, পিঙ্গলাদ, কুখুম প্রভৃতি ব্যক্তিগণই বেদের কর্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রবচন নিমিত্ত যে ঐ প্রকার নাম হইয়াছে অর্থাৎ কঠ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেই সেই শাখার বিশিষ্ট অধ্যাপক, ঐ সমস্ত শাখার তাঁহারা সমধিক নিপুণ

থাকায় অসাধারণভাবে প্রবচন অর্থাৎ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাদের নামে ঐ সমস্ত শাখার উল্লেখ করা হইয়া থাকে, এই প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, প্রবচন যে কেবলমাত্র এক জনই করিয়াছেন, এরূপ বলা সম্ভব নহে, কিন্তু অনেক ব্যক্তিই প্রবচন করিয়া আসিয়াছেন। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র এক জনেরই নামে উল্লিখিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যিনি কর্তা অর্থাৎ রচয়িতা হন, তাঁহারই নামে উল্লেখ হইয়া থাকে। তিনি অসাধারণ বলিয়া তাঁহারই নাম সেই সেই গ্রন্থের বিশেষণ হইবার যোগ্য; কিন্তু প্রবচনকর্তার বহু ব্যক্তি হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণতা নাই বলিয়া প্রবচনকর্তার নাম বিশেষণ হইতে পারে না, যেহেতু, অসাধারণই বিশেষণ হইয়া থাকে। অতএব কাঠক, পৈপ্ললাদ, কোথুম প্রভৃতি সমাখ্যার অল্পখা উপপত্তি হয় না বলিয়া সমাখ্যার দ্বারা অর্থাপত্তি প্রমাণে বেদের পৌরুষেয়তা সিদ্ধ হয়। আর সেই সমস্ত ব্যক্তির আগুত্ব অনবধারিত বলিয়া চোদনা অর্থাৎ বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু, উহা পৌরুষেয় অথচ উহাতে আগুপ্রণীতত্বরূপ দোষ রহিয়াছে।

অনিত্যদর্শনাচ্চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। “অনিত্যদর্শনাৎ”—অনিত্য অর্থাৎ জন্মমরণশীল মনুষ্যের দর্শন অর্থাৎ উল্লেখহেতু, “চ”—ও। যেহেতু বেদমধ্যে জন্মমৃত্যু-শালী অনিত্য মনুষ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই কারণেও বেদ পৌরুষেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। বেদের পৌরুষেয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষবাদী আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—“অনিত্যদর্শনাচ্চ।” বেদমধ্যে জন্ম-মরণ-প্রবণ মনুষ্যের উল্লেখ আছে; যথা—“ববরঃ প্রাবাহিণিরকাময়ত” (তৈঃ সং—৭।১।১০।১২), “কুস্মরুবিন্দ ঔদালকিরকাময়ত” (তৈঃ সং—৭।২।১২।১১) অর্থাৎ উদালকের পুত্র কুস্মরুবিন্দ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাবাহিণি ববর’ অর্থাৎ প্রবহণের পুত্র ববর এবং ‘ঔদালকি কুস্মরুবিন্দ’ ইত্যাদি প্রকারে পিতা ও পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব সেই সেই বেদ অংশ সেই সেই ব্যক্তির পরে যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

উক্তং তু শব্দপূর্বত্বম্ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। “উক্তং”—কথিত হইয়াছে, “তু”—কিন্তু, “শব্দপূর্বত্বম্”—শব্দপূর্বকতা অর্থাৎ গুরুত্ব অধ্যয়নমূলকতা; অথবা শব্দপূর্বত্বম্ অর্থ শব্দের বৈদিক শব্দের পূর্বত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব । বৈদিক শব্দ নিত্য বলিয়া উহা যে কঠ প্রভৃতি ব্যক্তির পূর্ববর্তী, তাহা বলাই হইয়াছে অথবা বেদের অধ্যয়ন যে গুরুত্ব অধ্যয়ন অনুসারী, তাহা বলা হইয়াছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্বপক্ষী যে আপত্তি উঠাইয়াছেন, তাহার পরিহার পূর্বেই বলা হইয়াছে । “ঔৎপত্তিকত্ব” ইত্যাদি শূত্রে শব্দ এবং অর্থের নিত্যতা স্থাপনের জন্য বলা হইয়াছে যে, কোন্ শব্দের কি অর্থ এবং কোন্ অর্থের বাচক শব্দ কি, তাহা কেহ স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং জানিতে পারে না, কিন্তু পূর্ব পূর্ব বৃদ্ধগণের নিকট হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হয় । সুতরাং বৈদিক শব্দ অপৌরুষেয়—অনাদি বলিয়া কঠ, পিঙ্গলাদ প্রভৃতি ব্যক্তির পূর্ব হইতেই তাহা বর্তমান আছে । অথবা শব্দ ও অর্থের অবগতির জ্ঞান বেদাধ্যয়নেও কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা ঔৎপত্তিক শূত্রে শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিপাদন করিবার ছলে ‘অর্থাৎ’ উক্ত হইয়াছে । সুতরাং কঠ, পিঙ্গলাদ প্রভৃতি ব্যক্তির সময়েও কেহ স্বতন্ত্রভাবে বেদ গ্রহণ করিতে পারে নাই । আর কাঠক প্রভৃতি শাখাসকলও বর্তমানকালের জ্ঞান তৎকালেও বেদরূপে অধীত হইত—ইহা সম্প্রদায়ানুগত বেদাধ্যয়নের দ্বারাই স্থিরীকৃত । অতএব ঐ সকল শাখা কঠাদির পরবর্তী নহে । তবে সমাখ্যার কি গতি হইবে? তাহা পরশূত্রে বলা যাইতেছে ।

আখ্যা প্রবচনাৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। “আখ্যা”—সমাখ্যা অর্থাৎ পুরুষের নামে বেদশাখার প্রসিদ্ধি, “প্রবচনাৎ”—প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ অননুসাধারণভাবে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত । প্রবচনহেতুও সমাখ্যা হইতে পারে অর্থাৎ যেহেতু কঠ

প্রভৃতি ব্যক্তির অনন্তসাধারণভাবে সেই সেই শাখা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহাদের নামানুসারে প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিফল। কারণ, অনুমানের দ্বারা সামান্ততঃ প্রাপ্ত কর্তৃক সমাখ্যাবলে বিশেষরূপে অবধারিত হইতে পারে। অথবা সমাখ্যাবলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের সাকর্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। তন্মধ্যে অনুমানের দ্বারা সামান্তভাবে বেদের যে সাকর্তৃকত্ব সাধন করা হয়, তাহা প্রতিহেতুবিরুদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ অল্প অনুমানের দ্বারা বেদের অনাদিত্য এবং অকর্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হয় বলিয়া সমাখ্যা দ্বারা তাহাকে বিশেষে ব্যবস্থাপিত করা যায় না। আর সমাখ্যাবলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের যে পৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ সাকর্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হইবে, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, অল্প প্রকারেও সমাখ্যার উপপাদন করিতে পারা যায়। আর ‘অল্প প্রকারেও উপপত্তি’ এবং ‘অল্প প্রকারেই উপপত্তি’ এই দুইটি অর্থাপত্তির বাধক; যেহেতু, অল্প প্রকারে বাহার উপপাদন করা যায় না, তাহাই অর্থাপত্তি প্রমাণের বিষয়। এই জন্ত অর্থাপত্তি ছাড়া অল্প প্রকারেও বাহার উপপত্তি হয় অথবা অল্প প্রকারেই বাহার উপপত্তি হয়, তাহা আর অর্থাপত্তি প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরম আদরের—পরম প্রয়োজনীয় যে বেদ, তাহা যখন সম্প্রদায়-বিচ্ছেদে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তখন তাহার কর্তা অবশ্যস্মরণীয়। যেহেতু, কর্তার আগুত্বের উপরেই তদীয় উপদেশের প্রামাণ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। আর ইহা যে সে উপদেশ নহে, ইহা অলৌকিকবিষয়ক উপদেশ—যে অলৌকিকবিষয়ের জন্ত লোকে নিজের আজন্ম সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং কর্তা অবশ্যস্মর্তব্য হইলেও যখন মৃত হইয়া আসিতেছে না, তখন সমাখ্যাকে কেবলমাত্র “কৃতে গ্রন্থে” (পাণিনি—৪।৩।৮৬) এই সূত্রেরই বিষয় করা উচিত নহে। কারণ “তেন প্রোক্তম্” (পাণিনি—৪।৩।১০১) এই সূত্রের দ্বারাও সমাখ্যার উপপত্তি করিতে পারা যায়। যেহেতু, “অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে” এই অর্থে যেমন তদ্বিত প্রত্যয় সকল হইয়া থাকে, সেইরূপ “তেন প্রোক্তম্” এই অর্থেও তদ্বিত প্রত্যয় হইতে পারে। সুতরাং ‘কঠেন কৃতঃ গ্রন্থঃ কাঠকম্’ অর্থাৎ কঠ কর্তৃক যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে, তাহা কাঠক, এইরূপ নিরুক্তি না করিয়া ‘কঠেন প্রোক্তম্’ অর্থাৎ বাহা

কঠকর্তৃক প্রোক্ত অর্থাৎ প্রকর্ষ সহকারে বা প্রকৃষ্টভাবে উক্ত অর্থাৎ অধীত হইয়াছে, তাহা 'কাঠক' এই প্রকারেও নির্বচন করা যায়। আর "কঠচরকার্ক" (পাণিনি—৪।৩।১০৭) অর্থাৎ 'কঠ এবং চরক শব্দের উত্তর বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হইয়া থাকে' এই পরবর্তী সূত্রের দ্বারা সমাখ্যার প্রবচনার্থতাই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ স্থলে অল্প প্রকারেও উপপত্তি হয় বলিয়া সমাখ্যাবলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং কঠাদি ব্যক্তিগণ সেই শাখার প্রবচন—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ অসাধারণভাবে বচন অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নামেই সেই সেই বেদ-শাখার উল্লেখ হইয়া থাকে।

যদি বলা হয়, আরও অনেক ব্যক্তিও ত প্রকৃষ্টভাবে বচন অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের নামে উল্লেখ হয় না কেন? তাহা হইলে বলিব, যদি কঠার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঐ প্রকার আপত্তি করা সঙ্গত হইত বটে, কিন্তু বেদশাখার বিশেষ নির্দেশ করাই যখন এই সমস্ত সমাখ্যার উদ্দেশ্য, তখন আর ঐরূপ পর্য্যায়ভোগ করা চলে না। কারণ, সেই সেই শাখায় অনেক ব্যক্তির অসাধারণতা থাকিলেও, যে কোনও এক জনের উল্লেখের দ্বারাই যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অপরগুলি প্রয়োজন না থাকায় স্বতই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন দশটি পুত্রের জননী কোনও রমণীর পরিচয় দিবার আবশ্যক হইলে তাঁহার দশটি পুত্রের যে কোনও একটির নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয় বলিয়া অপরাপর পুত্রগুলির নাম নিম্প্রয়োজন হওয়ায় স্বতই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব অল্প প্রকারেও সমাখ্যার উপপত্তি হয় বলিয়া সমাখ্যাবলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না।

অপিচ—যাঁহার সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কাঠক প্রভৃতি সমাখ্যা নিত্য কি অনিত্য অর্থাৎ পৌরুষেয়? যদি উহা নিত্য হয়, তাহা হইলে আর উহাকে পৌরুষেয় বা সর্কর্ষক বলা যায় না, যেহেতু নিত্যত্ব এবং সর্কর্ষকত্ব পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। আর যদি উহা অনিত্য হয়, তাহা হইলে উহা কোনও মনুষ্যকর্ষকই রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই মনুষ্য আগু কি অনাগু, তাহা যখন জানা যায় না—তাহার আগুত্ব যখন অবধারিত নহে, তখন উহার (সমাখ্যার) সত্যতা^১ কোনও প্রমাণ না

থাকায় উহা অপ্রমাণ বলিয়া উক্তপ্রকার সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

বস্তুতঃপক্ষে ‘অন্তপ্রকারেও সমাখ্যার উপপত্তি হয়’ এ কথা না বলিয়া ‘অন্তপ্রকারেই সমাখ্যার উপপত্তি হইয়া থাকে’—এইরূপই বলা উচিত। কারণ, “ঐতিপত্তিকল্প” ইত্যাদি সূত্রে পদ, পদার্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধের নিত্যতাই বলা হইয়াছে। আর সেই নিত্য শব্দ অনুসারেই পরবর্তী কালে সেই সেই ব্যক্তির নামকরণ হইয়াছিল, যেমন বর্তমানকালেও রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম রাখা হয়। সুতরাং বৈদিক সমাখ্যা নিত্য বলিয়া তদ্বারা বেদের সর্কর্তৃকত্ব অনুমান করা চলে না। অতএব অন্ত প্রকারেই সমাখ্যার উপপাদন হয় বলিয়া সমাখ্যাবলে অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। এই জ্ঞান শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

যদি চাপৌরুষেয্যেবা নানিত্যপ্রতিপাদিনী।

পৌরুষেয্যাস্ত সত্যত্বং কথমধ্যবসীযতে ।

নিত্যমেব নিমিত্তং বা কঠত্বং জাতিরস্তি নঃ ।

কাঠকাদি প্রবৃত্তার্থং ব্যাবৃত্তং চরণান্তরাং ।

অনিত্যার্থাভিধায়িত্বং স্বয়মেবৈব মুঞ্চতি ।

অর্থাৎ—“এই সমাখ্যা যদি অপৌরুষেয়ী হয়, তাহা হইলে ইহা বেদের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিতে পারে না (কারণ তাহা হইলে নিজেরই অনিত্যতা ব্যাহত হইয়া পড়ে)। আর যদি ইহা পৌরুষেয় হয়, তাহা হইলে এই সমাখ্যার সত্যতা কিরূপে অবধারিত হয়? (অর্থাৎ ইহার বস্তুর আপ্তত্ব অনিশ্চিত বলিয়া ইহা যে সত্য, তাহা অবধারিত হয় না। আর সমাখ্যার সত্যত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য যদি অবধারিত না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বেদের পৌরুষেয়তা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে)? অথবা কাঠক প্রভৃতি প্রয়োগ যখন নিত্য, তখন তাহার প্রবৃত্তির নিমিত্ত যে কঠবাদি, তাহাও নিত্য জাতি; তাহা অন্তান্ত বেদশাখা হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্। আর তাহা হইলে এস্থলে অনিত্যশব্দ নিত্য প্রবৃত্তির নিমিত্ত হয় না বলিয়া কঠবাদি জাতি অনিত্যতা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ নিত্যই হইয়া থাকে। আর পূর্বপক্ষী বেদের পৌরুষেয়ত্বসাধক যে অনুমান করেন, তাহারও প্রতি অনুমান বাক্যাধিকরণে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়তা সিদ্ধ হয় না।

পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “পরম্”—অপরটি, বেদের পৌরুষেয়ত্বসাধক অপর হেতুটি, “তু”—কিন্তু, “শ্রুতিসামান্যমাত্রম্”—শ্রুতির অর্থাৎ শব্দের (যাহা শুনা যায় তাহা শ্রুতি, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্রুতি অর্থ শব্দ) সামান্য অর্থাৎ সমানতা বা সাদৃশ্য মাত্র। বেদের পৌরুষেয়ত্বের অপর একটি যে হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ ঐরূপ নহে, কিন্তু ঐরূপ অর্থ-বোধক শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে এই মাত্র।

ভাব্যভাবার্থ। বেদের পৌরুষেয়ত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষী “ববরঃ প্রাবহিঃ” ইত্যাদি যে সকল বাক্য হেতুরূপে উপগৃহ্য করিয়াছেন, তাহার অর্থ পূর্বপক্ষী বেরূপ বুঝিয়াছেন, সেরূপ নহে। প্রবহণের অপত্য—প্রাবহি এ প্রকার অর্থ না বলিয়া যদি প্রাবাহি শব্দে প্রকৃষ্টভাবে বহনশীল—এই প্রকার অর্থ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে নাস্তিকের প্রত্বেষের হেতু কি থাকিতে পারে? অতএব “ববরঃ প্রাবাহিঃ” ইহার অর্থ ববরত্বনিযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বায়ু। তবে এস্থলে অপত্যার্থ প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের সহিত ইহার কেবলমাত্র সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পূর্বপক্ষী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অতএব উহার দ্বারা জননমরণশীল মনুষ্য-বিশেষের বিষয় কথিত হয় নাই বলিয়া উহা পৌরুষেয়ত্বের হেতু হইতে পারে না।

কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্মাৎ কর্মণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। “কৃতে”—(কর্মণি) কর্মে (কৃ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া কৃত শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ কর্ম), “বা” অর্থ পূর্বপক্ষনিবৃত্তি; “বিনিয়োগঃ”—বিনিয়োগ অর্থাৎ বিশেষভাবে নিয়োগ, “স্মাৎ”—হইবে, “কর্মণঃ”—কর্মের, “সম্বন্ধাৎ”—সম্বন্ধ আছে বলিয়া। যেহেতু বিধিবিহিত কর্মের সহিত সম্বন্ধ আছে এই কারণে “বনস্পত্যঃ সত্রমাসত” ইত্যাদি বাক্যসকলের কর্মেতেই বিনিয়োগ অর্থাৎ বিশেষরূপে নিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা হইবে।

ভাব্যভাবার্থ। বেদমধ্যে “বনস্পত্যঃ সত্রমাসত” অর্থাৎ “বনস্পতি-সকল (বৃক্ষসকল) সত্রের অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছিল,” “সর্গাঃ সত্রমাসত” অর্থাৎ সর্গসকল সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ইত্যাদি প্রকার বহু উদ্ভূত-বাক্যের আশ্রয় বচন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে কেহ কেহ পূর্বপক্ষরূপে বলেন যে, বেদকে প্রমাণ বলা যায় না। ইহার উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ” এই লক্ষণটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত চোদনা অর্থাৎ বেদবিধি যে প্রমাণ ছাড়া অপ্রমাণ নহে, তাহা প্রতিপাদন করাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু “বনস্পত্যঃ সত্রমাসত” ইত্যাদি বাক্য যখন চোদনা অর্থাৎ বিধি-বাক্য নহে, তখন উহা যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রতিপাত্ত বিষয়ের কি ক্ষতি হয়? ইহাতে যদি বলা হয় যে, চোদনা যেমন বেদবাক্য, ঐগুলিও যখন সেইরূপ বেদবাক্য, তখন ঐগুলি অপ্রমাণ হইলে বেদেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে আর তাহার ফলে চোদনাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে বলিব, “কুতে বা বিনিরোগঃ স্ত্রাৎ কর্শ্বণঃ সম্বন্ধাৎ।” “বনস্পত্যঃ সত্রমাসত” ইত্যাদি বাক্য সকল যে চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্য নহে, তাহা সুনিশ্চিত। ঐগুলি অর্থবাদমাত্র। আর অর্থবাদসকল স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য। ঐগুলি যে যে বিধিবাক্যের সম্মিহিত, সেই সকল বিধিবাক্যেরই উদ্ভূতক অর্থাৎ তদ্বিবয়ে বাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উহার দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অচেতন বনস্পতিসকল এবং তির্যগ্‌যোনিগত সর্পগুলিও যখন সত্রের (যজ্ঞবিশেষের) অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তখন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ত উহা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকারে, সত্রে বাহাতে ব্রাহ্মণগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা করাই এই সকল অর্থবাদের তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য। এই কারণে অর্থবাদ সকল কাল্পনিক হইলেও তদ্বারা চোদনার প্রামাণ্যের কোন প্রকার হানি হইতে পারে না, যেহেতু অর্থবাদ সকল স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য। লোকব্যবহারেও কাল্পনিক—উৎপ্রেক্ষিত বিষয়ের দ্বারা প্ররোচনা উৎপাদন করা হয়। অর্থবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরবর্তী পাদে আলোচিত হইবে। অতএব বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া চোদনার প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে। অতএব “চোদনা-লক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এই প্রতিজ্ঞাটি সর্বতোভাবে সমঞ্জসই হইয়াছে।

ইতি মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

আন্নায়ন্ত্র ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং

তস্মাদনিত্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “আন্নায়ন্ত্র”—আন্নায়ের অর্থাৎ বেদের, “ক্রিয়ার্থত্বাৎ”—ক্রিয়ার্থতা অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদকতাহেতু, “আনর্থক্যম্”—অনর্থকতা অর্থাৎ নিশ্চয়োজনতা, “অতদর্থানাম্”—অতদর্থ—যাহা তদর্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার্থক বা ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, তাদৃশ অংশ-সমূহের, “তস্মাৎ”—অতএব, “অনিত্যম্”—অনিত্য অর্থাৎ পৌরুষেয় বাক্য সদৃশ অপ্রমাণ, “উচ্যতে”—কথিত হয়। যেহেতু কেবলমাত্র ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক যাগাদিরূপ ধর্ম প্রতিপাদন করাই বেদের প্রয়োজন, সেই কারণে বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, সেইগুলিকে অনর্থক অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য বলিতে হয়। আর সেই কারণে উহা অনিত্য অর্থাৎ পৌরুষেয় বাক্যের ত্রায় অপ্রমাণই হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পাদে চোদনার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইলে তাহাতে সমগ্র বেদেরই প্রামাণ্য স্থচিত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্বপক্ষী কেবলমাত্র চোদনারই প্রামাণ্য মানিয়া লইয়া—“আন্নায়ন্ত্র ক্রিয়ার্থত্বাৎ” ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে প্রকারান্তরে বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে আপত্তি তুলিয়া পূর্বপক্ষ করিতেছেন। আর সিদ্ধান্তী “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ” ইত্যাদি বারটি শ্লোকে তাহার পরিহার ও সিদ্ধান্ত বলিবেন। এ স্থলে পূর্বপক্ষীর আশয় এইরূপ—“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” এই শ্লোকে বোদ্ধারূপ ধর্ম বিচার করা কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের বিষয়ীভূত “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” এই ঋতিবচন হইতে জানা গিয়াছে যে, সমগ্র বেদই পুরুষার্থপর্যবসারী অর্থাৎ পুরুষার্থলাভের উপায় নির্দেশ করিয়া দিতেছে। আবার ধর্মার্থধর্মের স্বরূপ অবগত হইয়া অধর্ম পরিবর্জন পূর্বক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে তবেই পুরুষার্থলাভ হইতে পারে। এই জ্ঞান বিধি এবং

নিবেধই পুরুষার্থের হেতু। সুতরাং বিধি ও নিবেধ ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া বাহ্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, তাদৃশ বেদাংশ সকল পুরুষার্থের হেতু নহে; সুতরাং সেইগুলিকে অপ্রমাণই বলিতে হয়। বেদ—বিধি, মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদ এই চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেদের বিধিভাগই সাক্ষাৎসম্বন্ধে পুরুষার্থের উপায় নির্দেশ করে বলিয়া—ক্রিয়াপ্রতিপাদনপর বিধি অংশই প্রমাণ। ইহা “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এইরূপে উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া, মধ্যস্থলে “তস্ত জ্ঞানমুপদেশঃ” এই প্রকারে তাহারই অভ্যাস অর্থাৎ পুনরুক্তি করিয়া, “তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমায়ায়ঃ” এইরূপে উপসংহার করার স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে। অতএব বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, সেইগুলিকে অনর্থকই বলিতে হয়। আর বাহ্য অনর্থক, তাহার প্রামাণ্যেরও কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদের মধ্যে অর্থবাদের আলোচনার প্রথম পাদের পরি-সমাপ্তি হইয়াছে বলিয়া এবং অর্থবাদ সকল বিধিজ্ঞ প্রবৃত্তি বিষয়ে বিশেষভাবে অপেক্ষিত বলিয়া এই পাদে তাহারই বিচার আরম্ভ হইয়াছে। “সোহরৌদীৎ তদ্রদ্রশ্য রুদ্রত্বম্” (তৈঃ সং ১।৫।১) অর্থাৎ ‘তিনি রৌদন করিয়াছিলেন, এই কারণে তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব,’ “প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদধিদং” (তৈঃ সং ২।১।১) অর্থাৎ—‘প্রজাপতি নিজের বপা ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া-ছিলেন,’ “দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজ্ঞানন্” (তৈঃ সং—৬।১।৫) অর্থাৎ ‘দেবগণ দেবপূজা (যজ্ঞ) আরম্ভ করিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারেন নাই’ ইত্যাদি যে সমস্ত বাক্য আছে, সেইগুলি কোনও প্রকার ক্রিয়ার প্রতি-পাদক নহে বলিয়া ঐগুলিকে অনর্থক সুতরাং অপ্রমাণ বলিতে হয়। কারণ, ঐ সকল বাক্যের—‘যে হেতু রুদ্র রৌদন করিয়াছিলেন, অতএব তোমরাও রৌদন করিবে’, কিংবা ‘যে হেতু প্রজাপতি নিজে বপা অর্থাৎ হৃদয়মেদ ছিঁড়িয়াছিলেন, অতএব লোকেও সেইরূপ করিবে’ অথবা ‘যেহেতু দেবতারার যজ্ঞ করিতে করিতে দিম্বোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব লোকেরও সেইরূপ হওয়া উচিত’—ইত্যাদি প্রকার অর্থ হইতে পারে না। অতএব ঐ প্রকার বাক্য সকল অনিত্য। যদিও বেদ অনাদি বলিয়া বেদান্তগত ঐ সমস্ত বাক্যের স্বরূপতঃ অনিত্যতা হইতে পারে না, তথাপি ঐ সকল বাক্য নিত্য বা সর্বকালীন ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে না বলিয়া ঐগুলি পুরুষার্থের হেতু নহে, এই কারণে লৌকিক কাব্যাদির স্থায় ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্য নাই।

শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। “শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধঃ—”শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিরোধ, এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ অর্থাৎ শাস্ত্রাবগত অর্থের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া, “চ”—ও। অর্থবাদ সকল অপ্রমাণ, যেহেতু কোন কোনও অর্থবাদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কোন কোনগুলি দৃষ্টবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ এবং কোন কোনগুলি শাস্ত্রদৃষ্টবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাস্ত্রবচনের দ্বারা অবগত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থবাদসকল যে অপ্রমাণ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ।” এ স্থলে শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্ট-বিরোধ—এই তিন প্রকার বিরোধ উক্ত হইয়াছে। “স্তেনঃ মনঃ”, “অনৃতবাদিনী বাক্” ইত্যাদি অর্থবাদসকল হইতে যদি অধ্যাহারাদিবেশে বিধি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে—যে হেতু মন স্তেন অর্থাৎ চোর অতএব স্তেন অর্থাৎ চোর্য কর্তব্য, এবং যেহেতু বাক্ অনৃতবাদিনী অতএব অনৃতভাষণ কর্তব্য, এইরূপ বিধি হয়। কিন্তু উহা “স্তেন্য করা উচিত নহে, “অনৃত বলা উচিত নহে” ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইরূপ “তস্মাদ্ ধুম একাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চিস্তস্মাদর্চিনেব্যাগ্নের্নজ্ঞঃ দদৃশে ন ধুমঃ” (তৈঃ ব্রাঃ—২।১।২) অর্থাৎ অতএব দিবাভাগে অগ্নির ধুমই দেখিয়াছিল, কিন্তু অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নিশিখা দেখিয়াছিল না এবং রাত্রিকালে অগ্নির ধুমই দেখিয়াছিল, কিন্তু ধুম দেখে নাই, “ন চৈতদ্ বিদ্বো বয়ঃ ব্রাহ্মণাঃ স্মোহব্রাহ্মণা বা” (মৈত্রায়িনী সংহিতা—১।৪।১১) অর্থাৎ “আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা জানি না” ইত্যাদি প্রকার অর্থবাদসকল দৃষ্টবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। এইরূপ—“কো হি তদ্ বেদ যদ্যমুশ্নিন্ লোকেহস্তি বা ন বা (তৈঃ সং ৭।২।২) অর্থাৎ ‘পরলোকে কিছু আছে কি না, তাহা কে জানে?’ ইহা শাস্ত্রদৃষ্টবিরুদ্ধ, কারণ, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে পারলৌকিক ফলের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

তথা ফলাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা”—আরও, “ফলাভাবাৎ”—ফলের অভাব

হেতু অর্থাৎ নিষ্ফলতা আছে বলিয়াও । কোন কোন স্থলে অর্থবাদে
যে রূপ ফল উক্ত হইয়াছে, তাহা হয় না বা হইতে পারে না বলিয়াও
অর্থবাদ অপ্রমাণ ।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থবাদमध्ये যেমন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ বিষয় সকলের
নির্দেশ আছে, সেইরূপ এমন সব ফলের বিষয়ও কথিত হইয়াছে, বাহা হইতে
পারে না । যেমন “শোভতেহস্ত মুখং য এবং বেদ” (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২.০.১৬।
৬) অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, তাহার মুখ শোভা পায়’ ॥ এইপ্রকার
ফল হইতে পারে না, কারণ, মুখ আবার শোভা পাইবে কিরূপে ? এইরূপ
“আস্ত প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদ” অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি ইহা এই ভাবে
অবগত হয়, তাহার প্রজা অর্থাৎ সম্ভবান বাজী অর্থাৎ (বাজ = অন্ন, + ইন = বাজী)
অন্নবান্ বা শত্ৰুবান্ হইয়া থাকে ।’—ইত্যাদি প্রকার অর্থবাদের ফল দৃষ্ট
হয় না । সুতরাং অনেক স্থলে অর্থবাদের ফল নাই বলিয়াও উহা অপ্রমাণ ।

অন্ত্যানর্থক্যাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্ত্যানর্থক্যাৎ”—অন্তের অর্থাৎ অর্থবাদান্তিরিক্ত
বিধিবাক্যের, আনর্থক্য অর্থাৎ অনর্থকতা হয় বলিয়া (অর্থবাদ প্রমাণ
নহে) । যদি অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে স্থলে
স্থলে বিধিবাক্য সকল অনর্থক বা বিফল হইয়া পড়ে, এই কারণে
অর্থবাদকে প্রমাণ বলা যায় না ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিमध्ये উক্ত হইয়াছে “তরতি মৃত্যুং তরতি
পাপদ্বানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং বোহম্মেধেন মজ্জতে য উ চৈনমেবা বেদ” (তৈঃ—
৫।৩।১২।২) অর্থাৎ “যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে উহার ঐ প্রকার
স্বরূপ অবগত হয়, সে মৃত্যু অতিক্রম করে, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং
ব্রহ্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি পায় ।” এই স্থানে বলা হইয়াছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞের
স্বরূপ জানিলেও ঐ সকল ফল পাওয়া যায় । যে ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ করে,
তাহাকে প্রথমতঃ বেদ অধ্যয়ন করিতে হয় । সুতরাং অধ্যয়নকালেই
অশ্বমেধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় বলিয়া “অশ্বমেধেন যজ্ঞেত” এই প্রকার
বিধি অনর্থক, কারণ, অধ্যয়ন না করিলে কেহ যজ্ঞের অধিকারী হয়

না। আর অধ্যয়নের দ্বারা ই যদি ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান বুঝা, কারণ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে যে পরিমাণ কষ্ট পাইতে হয়, অধ্যয়ন বা যজ্ঞবিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করিবার আয়াস সে তুলনায় নগণ্য। সুতরাং বিনা আয়াসে যদি অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি আর তজ্জন্ম ক্লেশ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার উদাহরণ-স্বরূপে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

অর্কে চেদ্মধু বিন্শেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ ।

ইষ্টশ্রুতং সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যজ্ঞমাচরেৎ ।

অর্থাৎ ‘পথের ধারে আকন্ম গাছেই যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর তজ্জন্ম পর্বতে বাহিতে হইবে কেন? এইরূপ অভীষ্ট বিষয় যদি অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি আর বেশী খাটিতে যান?’ এইরূপ “পূর্ণাহুত্যা সর্বান্ কামানাপ্নোতি” (তৈঃ ব্রা—৩।৮।১০।৫) অর্থাৎ “পূর্ণাহুতি দ্বারা সকলপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়” এবং “পশুবন্ধযাজী সর্বান্ লোকানভিজয়তি” অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি নিরুঢ় পশুবন্ধ নামক যজ্ঞ করে, সে স্বর্গাদি সমস্ত লোক জয় করে, অর্থাৎ লাভ করে’ ইত্যাদি প্রকার অর্থবাদ সকলও বিধান্তরবিধাতক। কারণ, অগ্নি-আধান কর্ষে পূর্ণাহুতি দিলেই যদি সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে উত্তরকালীন অগ্নিহোতাদি কর্ষের বিধি অনর্থক, যে হেতু পূর্বসম্পাদিত অগ্নি-আধান বিনা অগ্নিহোতাদি কর্ষ অল্পাশ্রিত হইতে পারে না; আবার পূর্ণাহুতি বিনা অগ্নি-আধান কর্ষও সম্পন্ন হয় না। এইরূপ নিরুঢ়পশুবন্ধনামক যজ্ঞ করিলেই যদি স্বর্গলোকলাভ হয়, তাহা হইলে তৎপরবর্তী কালে কর্তব্য জ্যোতিষ্টোমাদির বিধি বিকল হইয়া যায়। এই কারণে যে সমস্ত অর্থবাদে পারলৌকিক ফলের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, সেইগুলি অনর্থক বলিয়া অপ্রমাণ, যে হেতু বিধি-বাক্যের প্রামাণ্য যখন অবধারিত হইয়াছে, তখন অর্থবাদের দ্বারা তাহার অন্যথা করা যায় না বলিয়া বিধিবাক্যের আনর্থক্য বা অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। কিন্তু অবধারিতপ্রামাণ্য বিধি দ্বারাই অর্থবাদ সকলের প্রামাণ্য বাধিত হইয়া থাকে; ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “অভাগিপ্রতিষেধাৎ”—ভাগী (ভাগ+ইন্) অর্থাৎ প্রাপ্য বা প্রতিষেধের যোগ্য; অভাগী অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বা প্রতিষেধের

অযোগ্য, তাহার প্রতিবেদ (নিবেদ) আছে বলিয়া। অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিবেদ আছে বলিয়াও অর্থবাদ সকল অপ্রমাণ।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থবাদের অপ্রামাণ্যের আরও হেতু বলিতেছেন— “অভাগিপ্রতিবেদাৎ”। প্রাপ্ত বিষয়েরই নিবেদ হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিবেদ হইতে পারে না। অথচ “ন পৃথিব্যামগ্নিচেতব্যো নাস্তরিক্ষে ন দিবি” (তৈঃ সং ৫।২।৭) অর্থাৎ ‘ভূমিতে অগ্নি চয়ন করিবে না, অন্তরিক্ষে অথবা দ্যুলোকে অগ্নি চয়ন করিবে না’, এই অর্থবাদটিতে অপ্রসক্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিবেদ করা হইয়াছে, কারণ, আকাশে বা দ্যুলোকে অগ্নিচয়ন করা অসম্ভব বলিয়া তাহা করিতে কেহই প্রবৃত্ত হয় না। আর বাহ্যতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হয় না, তাহার নিবেদ করার কোন অর্থ হয় না। এইরূপ পৃথিবীতে (ভূমিতে) অগ্নিচয়নের যে প্রতিবেদ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা অগ্নিচয়ন-বিধিই বাধিত হইয়া যায়। যে হেতু ভূমিতে যদি অগ্নিচয়ন করা না হয়, তাহা হইলে কোথায় অগ্নিচয়ন করিবে? অতএব ইহার দ্বারা চয়নবিধিই বাধিত হয়। আর যে অর্থবাদ বিধিকে আকুলিত করে, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব এই সকল অর্থবাদ অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রতিবেদ করার স্বার্থেও প্রমাণ নহে।

অনিত্যসংযোগাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরাংশ। “অনিত্যসংযোগাৎ”—ববর প্রাবাহিণী ইত্যাদি প্রকার অনিত্য বিষয়ের সহিত সংযোগ অর্থাৎ প্রতিপাদকতা সম্বন্ধ আছে বলিয়াও অর্থবাদ সকল অপ্রমাণ। ইতি পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ।—বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত পূর্বে “অনিত্যদর্শনাচ্চ” (মীঃ দঃ ১।১।২৭) এই শূত্রে পূর্বপক্ষরূপে যাহা বলা হইয়াছিল, এ স্থলে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া অর্থবাদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থে বলা হইতেছে।

বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যাৰ্থেন বিধীনাং শ্রুত্যাঃ ॥৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—“বিধিনা”—(স্তুতি সাকাক্ষ) বিধির সহিত, “তু”—(পূর্বপক্ষব্যাবর্তক) কিন্তু, “একবাক্যত্বাৎ”—(প্রয়োজন সাকাক্ষ) অর্থবাদসকলের একবাক্যতা হয় বলিয়া, “বিধীনাং”—বিধিবিহিত কর্মকলাপের, “স্তুত্যাৰ্থেন”—স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসারূপ প্রয়োজন হেতু অথবা প্রশংসারূপ প্রয়োজন সাকাক্ষ লাক্ষণিক অর্থের দ্বারা, “শ্রুত্যাঃ”—হইয়া থাকে অর্থাৎ অর্থবাদসকল সার্থক বা সফল হইয়া থাকে। বিধিবাক্যসকল স্তুতি-(প্রশংসা) সাপেক্ষ এবং অর্থবাদসকল প্রয়োজনসাপেক্ষ বলিয়া অর্থবাদসকল বিধিবাক্যের সহিত একবাক্য অর্থাৎ মিলিত হইয়া বিধিবিহিত কর্মসকলের প্রশংসারূপ প্রয়োজনের দ্বারা প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ সার্থক বা সফল স্মরণ্য প্রমাণ হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্বপক্ষী পূর্বোক্তপ্রকারে অর্থবাদ সকলের অপ্রামাণ্য আপাদন করিবার প্রয়াস পাইলে তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অর্থবাদসকল অপ্রমাণ নহে। কারণ, স্বাধ্যায়বিধির দ্বারা জানা যায় যে—বেদের বিধি, মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদ—সব অংশগুলিই প্রমাণ, ইহার একটি অক্ষরও নিশ্চয়োজন নহে। পূর্বে বিধির প্রামাণ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে; এক্ষণে অর্থবাদ সকলেরই সার্থকতা দেখান হইতেছে, কারণ, পূর্বপক্ষী অর্থবাদসকলেরই আনর্থক্য দেখাইয়া অপ্রামাণ্য আপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ লৌকিক ফল বিষয়েই পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগবশতঃ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আর তজ্জ্ঞ ফলের উপায় অর্থাৎ যদ্বারা ফললাভ হইতে পারে, তাহাতে লোকে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু স্বর্গাদি অলৌকিক ফল প্রত্যক্ষগম্য বা আহুসিদ্ধ নহে বলিয়া তাহার উপায়-স্বরূপ বাগাদি ক্রিয়াকলাপেও সহজে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই কারণে “ভূতিকাশো ক্লেভত” অর্থাৎ ‘অভ্যুদয়াভিলাষী ব্যক্তি বাগ করিবে’ এই বিধিবাক্য শুনিয়া অভ্যুদয়রূপ ফলের হেতু বা উপায়স্বরূপ বাগে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা বলবতী হয় না; কিন্তু পাছে তাহাতে কষ্ট মাত্র সার হয়, তাহা অনিষ্ট অর্থাৎ

অনভিপ্রেত বাগান্বষ্ঠানরূপদ্ব্যুৎপত্তি পৰ্য্যবসিত হয়, এই ভাবিয়া নিশ্চয় হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে বিধির শক্তি যে প্রবৃত্তি উৎপাদন করা, তাহাও কুণ্ঠিত হইয়া যায়। সুতরাং তখন এমন কিছুর আবশ্যক হয়—বাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তিটা বলবতী হইয়া উঠে। আর ফলের সুন্দরতাবোধে পুরুষের প্রবৃত্তি তীব্র হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণে যদি ফলবিষয়ে প্রশংসা করা যায়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা অত্যধিকমাত্রায় উঠিয়া থাকে ; আর তখন সে ফললাভের উপায়ের অনিষ্টতা অর্থাৎ ক্লেশমাত্রফলকতা বুঝিয়া নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং অর্থবাদ সকল ফলের প্রশংসা বা প্রশস্ততা অর্থাৎ সুন্দরতা খ্যাতি করিলে পুরুষের প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া থাকে ; আর পুরুষের প্রবৃত্তি বলবতী হইলে বিধিশক্তিও অব্যাহত থাকে। এই কারণে অর্থবাদ সকল বিধিশক্তির উত্তেজক বা উত্তেজক। যেমন, “বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত ভূতিকাযঃ” (তৈঃ সং ২।১।১।১) অর্থাৎ ‘অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেত ছাগ বধ করিবে’ এই বিধিবাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ পুরুষের ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু পরে অনিষ্টতা উৎপ্রেক্ষা করিয়া পাছে তাহার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়, এই কারণে পরক্ষণেই ক্ষতি বলিতেছেন—“বায়ুর্বে” ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” অর্থাৎ “বায়ু বড় ক্ষিপ্ৰতম দেবতা” অর্থাৎ ‘যেহেতু বায়ুদেবতা বড় ক্ষিপ্ৰতম, এই কারণে বায়ু যে যজ্ঞের দেবতা, তাহার ফলও অতি ক্ষিপ্ৰই হইয়া থাকে।’ এই প্রকার অর্থবাদ শুনিলে, যে অনিষ্টাশঙ্কায় প্রবৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া বাইতেছিল, তাহা পুনরায় তীব্র হইয়া উঠে। অতএব বিধিবাক্য সকল বৈধ বিষয়ে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত অর্থবাদের অপেক্ষা রাখে, আবার অর্থবাদসমূহ স্বয়ং নিরর্থক—নিশ্চয়োজন বলিয়া বিধিবিহিত প্রয়োজনের দ্বারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয়তা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত বিধিবাক্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রকারে বিধিবাক্য ও অর্থবাদের ‘নষ্টাধ-দন্ধরথ’ ভ্রাত্রে * পরস্পর মিলনে একটি প্রয়োজন নির্বাহ হইয়া থাকে। এইরূপ নিন্দাস্বক অর্থবাদ সকল নিষেধ্য বিষয়ের অপ্রশস্ততা খ্যাতি করিয়া বাহাতে

* পথের মধ্যে এক জনের রথ হইতে ষোড়া পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া সে রথ চালাইতে পারিতেছে না। আবার সেইখানেই অপর এক ব্যক্তির রথ পুড়িয়া গিয়াছে অথচ ষোড়া নিকর্যা হইয়া আছে। অথচ তাহাদের গন্তব্য স্থান এক। সেই স্থলে যাহার রথ পুড়িয়া গিয়াছে তাহার ষোড়াগুলিকে অপরের রথে লাগাইয়া যেমন তাহাদের উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেইরূপ অর্থবাদ ও বিধি পরস্পর একই প্রয়োজন নির্বাহ করে।

নিবেধ্য বিষয় হইতে অতি শীঘ্র নিবৃত্তি হয়, তাহা করিয়া নিবেধ-বিধির সহায়তা করিয়া থাকে এবং ঐ প্রকারেই নিবেধবিধি ও নিন্দাত্মক অর্থবাদেয় পরস্পর সম্প্রয়োগ বশতঃ একপ্রয়োজনতা সিদ্ধ হয়। অত্যাশ্রয় স্থলেও এই প্রকার বৃত্তিতে হইবে। এইরূপে বিধি ও অর্থবাদ পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া যে স্থলে বিধি আছে কিন্তু অর্থবাদ ক্রত নাই, তথায় অর্থবাদ কর্তনীয়; আবার যেখানে অর্থবাদ আছে, কিন্তু বিধি উক্ত হয় নাই, সেখানে বিধি উহনীয়।

তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “তুল্যং”—সমান বা একরূপ, “চ”—যে হেতু, “সাম্প্রদায়িকং”—সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ গুরুশিষ্য সম্প্রদায়ে অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত অধ্যয়ন। অথবা সম্প্রদায় অর্থ বেদ, তাহার উত্তর ইদমর্থো ষ্টিক সাম্প্রদায়িক। যে হেতু অর্থবাদ সকলেরও সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে অধ্যয়ন তুল্য অর্থাৎ বিদ্যাত্মকবেদের অধ্যয়নেরই সমান। অথবা অর্থবাদ সকলও বিধির দ্বারা বেদেরই অন্তর্গত হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রমাণ বলা যায় না।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, বিধিবাক্য না থাকিলে যখন অর্থবাদ সকলের 'সমপ্রয়োজনতা' সিদ্ধ হয় না, আবার প্রশস্ততাজ্ঞাপক অর্থবাদেয় সাহায্য ব্যতীতও যখন বিধিবাক্য সকল প্রবৃত্তিজনক হইতে পারে, কারণ, পরে কোনও কারণে পুরুষের প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হইলেও বিধিবাক্য শ্রবণে প্রথমত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াই থাকে, তখন অর্থবাদ সকলকে প্রমাদপাঠিত বলিলেও চলে, যেহেতু অর্থবাদ সকলের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত প্রকার বহু আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্”। সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ অনধ্যায় বর্জিত প্রভৃতি যে সমস্ত নিয়ম পরিপালন পূর্বক গুরুশিষ্যক্রমে বেদাধ্যয়ন চলিয়া আসিতেছে, অর্থবাদ সকলও সেই ভাবেই অধীত হইয়া আসিতেছে এবং ইহার বেদত্বও সর্বত্র সকলেই দৃঢ়ভাবে স্বরণ করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে অর্থবাদ সকলকে প্রমাদপাঠ বলা যায় না—উহার যে অনবধানতা বশতঃ বেদাধ্যয়নের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহা বলা চলে না। সুতরাং অর্থবাদ প্রমাদপাঠিত নহে বলিয়া অপ্রমাণ নহে।

অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ

স্রাচ্ছদার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্ত্বানুপপত্তেত ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “অপ্রাপ্তা”—প্রাপ্ত নহে, “চ”—ও, “অনুপপত্তিঃ”—শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধরূপ যুক্তিহীনতা, “প্রয়োগে”—প্রয়োগ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিধায়কত্ব হইলে, “হি”—যে হেতু, “বিরোধঃ স্রাৎ”—বিরোধ অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ হয়, “শব্দার্থঃ”—শব্দের স্বার্থ, “তু”—কিন্তু, “অপ্রয়োগভূতঃ”—ক্রিয়াবিধায়ক নহে, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “উপপত্তেত”—উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়। আমরা অর্থবাদসকলের যেকোন অর্থ নির্দেশ করি, তাহাতে অন্তঃপক্ষে কোন প্রকার যুক্তি বিরোধ প্রাপ্ত হয় না; কারণ, অর্থবাদসকল যদি স্বার্থযুক্ত ক্রিয়ার প্রতিপাদক হইত, তাহা হইলে বিরোধ হইত, কিন্তু অর্থবাদ সকলের শব্দার্থ প্রয়োগভূত অর্থাৎ স্বার্থবোধিত ক্রিয়ার প্রতিপাদক নহে; সেই কারণে যে ভাবে উহাদের সপ্রয়োজনতা দ্বারা প্রামাণ্য নির্দেশ করা হইল, তাহা উপপন্নই হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থবাদ সকল যে প্রমাদপঠিত অর্থাৎ বেদবহির্ভূত নহে, তাহা সমুক্তিক নির্দেশ করিয়া এক্ষণে পূর্বপক্ষীর আপাদিত বিরোধের পরিহার বলিতেছেন। পূর্বপক্ষী “শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাত্” বলিয়া যে দোষ আপাদন করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে আসে না, কারণ, আমাদের মতে অর্থবাদ সকল স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য। “সোহরৌদীৎ”, “প্রজাপতিরাষ্ট্রনো বপায়ুদধিদৎ” “দিশো ন প্রাজ্ঞানন্”, “স্তেনঃ মনঃ অনুতবাদিনী বাক্” ইত্যাদি অর্থবাদসকল যদি স্বার্থবোধিত ক্রিয়ার কর্তব্যতা জ্ঞাপন করিত—যদি ঐ সকল অর্থবাদ হইতে রোদন, আশ্রয়বপাচ্ছেদন, দিঘোহ, স্তেন্য বা মিথ্যাভাষণ প্রভৃতির কর্তব্যতা বোধিত হইত, তাহা হইলে পূর্বপক্ষীর আপাদিত দোষ সঙ্গত হইত—তাহা হইলে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ হইত বটে। কিন্তু রোদন প্রভৃতি আর্থবাদিক শব্দের অর্থ মাত্র। আর ঐ প্রকার অর্থসকল অবিবক্ষিত—যেহেতু অর্থবাদ সকল স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য। এই

কারণে আমরা যে ভাবে অর্থবাদের সপ্রয়োজনতা নির্দেশ পূর্বক প্রামাণ্য স্থাপন করিতেছি, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়া থাকে। ঐ সকল অর্থবাদের তাৎপর্য কি, তাহা অগ্রে বলা বাইতেছে।

গুণবাদস্ত ॥ ১০ ॥

অঙ্গুভাষ্য। “গুণবাদঃ”—গুণবাদ অর্থাৎ গৌণ উক্তি, “তু”—কিন্তু। যে স্থলে অস্ত্রের বিধেয়তা অথচ অপরের প্রশস্ততা কথিত হয়, তথায় তাহা গুণবাদ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, যে স্থলে অস্ত্রের বিধেয়তা এবং অস্ত্রের প্রশস্ত্য, কথিত হইয়াছে, তথায় ব্যতিকরণতা দোষ অপরিহার্য বলিয়া অর্থবাদ বিধেয় বিষয়ের প্ররোচনা জন্মাইতে পারে না। সুতরাং তথায় বিধির সহিত একবাক্যতা না থাকায় অর্থবাদের প্রামাণ্যও হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“গুণবাদস্ত”। এ স্থলে “তু” শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষীর আশঙ্কায় বারণ করা হইয়াছে। তাদৃশ স্থলে গুণসাদৃশ্যই বিবক্ষিত। যেমন “বেতসশাখয়া অবকাভিষ্চ অগ্নিঃ বিকর্ষতি” এই বাক্যে বেতস-শাখা বিধেয়। কিন্তু ইহার পরবর্তী “আপো বৈ শাস্তাঃ” এই অর্থবাদে জলকে শাস্ত বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। যেমন কোনও ব্যক্তি কাঞ্চীদেশে পুরুষপরম্পরায় বাস করিয়া আসিতেছে জানিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে যদি কাঞ্চীদেশের প্রশংসা করা হয়, তাহা হইলে তদ্বাধ্যা যেমন তাহারই প্রশংসা করা হয়, এস্থলেও সেইরূপ জলের শাস্তত্ব বলার জলজাত বেতস-শাখারই প্রশংসা করা হইয়াছে। বেতস এবং অবকা শাস্তত্বভাব জল হইতে উৎপন্ন হওয়ার স্বয়ং শাস্তত্বভাব, এই কারণে উহার যজমানেরও অনিষ্ট শাস্তি করিতে পারে, ইহাই এস্থলে অর্থবাদের তাৎপর্য।

এইরূপ “বহিঃ রজতং ন দেয়ম্” (তৈঃ সং ১।৫।১।২) এই বাক্যে ‘বহিঃ’ নামক যজ্ঞে রজতদানের নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারই পরে “সোহরৌদীৎ বদ-রৌদীৎ তদ্রদশ রুদ্রম্। তন্ত বদশ শীর্ষ্যন্ত” ইত্যাদি অর্থবাদে বলা হইয়াছে যে, “তিনি (রুদ্র) রোদন করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ এই জন্তই তিনি রুদ্র আর রোদনকালে তাঁহার যে অস্ত্র পড়িয়াছিল, তাহাই রজত।” ইহার তাৎপর্য

এই যে, যে ব্যক্তি বর্হিঃ নামক বাগে রজত দক্ষিণা দেয়, সশ্বৎসরের মধ্যেই তাহার গৃহে এমন সমস্ত অনিষ্ট ঘটে—যাহার জন্ত নিম্নত রোদন ঘটয়া থাকে। এইরূপে ইহার দ্বারা রজতদানের নিন্দা করিয়া রজতদানাভাবের অর্থাৎ রজত না দেওয়ার প্রশংসা করা হইল।

এইরূপ, “যঃ প্রজ্ঞাকামঃ পশুকামঃ শ্রাং স এতৎ প্রাজাপত্যমজ্ঞং তূপরমালভেত” (তৈঃ সং—২।১।১।৪, ৫) এই বিধিবাক্যে বলা হইয়াছে, “প্রজ্ঞাকামী এবং পশু-কামী ব্যক্তি প্রজ্ঞাপতি-দেবতার উদ্দেশ্যে তূপর (শৃঙ্গহীন) ছাগপশু দ্বারা যজ্ঞ করিবে।” ইহারই পরে ঋতি বলিতেছেন—“প্রজ্ঞাপতিরাশ্বনো বপামুদখিদং”। ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে এই যে, প্রথমে পশু ছিল না বলিয়া প্রজ্ঞাপতি পশুর অনুকূলে নিজ হৃদয়মেদ ছিন্ন করিয়াই অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন, আর ঐ কর্মের এমনই সামর্থ্য যে, অগ্নিতে পশুবপার পরিবর্তে স্বীয় বপা আহুতি দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তূপর অজ, এবং অপরাপর পশুও উৎপন্ন হইয়াছিল। এস্থলে ঘটনাটি সত্য হউক বা অসত্য হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, অত্যন্ত কাল্পনিক বস্তু দ্বারাও প্রশংসা বা নিন্দা করা লোকব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা—কর্মটি যে ক্ষিপ্ৰফলপ্রদ, তাহাই বলা হইয়াছে। অথবা ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, ‘বিশিষ্ট প্রয়োজনের জন্ত নিজ বপা কর্তন করিয়া দিয়াও যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ধনাদি বাহ্য বস্তু ব্যয় করিয়া যে তাহা কর্তব্য, ইহা কি আর বেশী কথা?’ লোকে যেমন বলিয়া থাকে—জীবন দিয়াও যখন লোকে মানমর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে, তখন তাহার তুলনার টাকা-কড়ি কোন্ ছার—এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ, “আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চক্ৰঃ” (তৈঃ সং—৬।১।৫।১) ইত্যাদি স্থলে অদিতিদেবতার উদ্দেশ্যে যে প্রায়ণীয় প্রভৃতি নামক যজ্ঞের চক্রের বিধান করা হইয়াছে, তাহারই সহিত “দেবা বৈ দেবযজ্ঞকালে দিশো ন প্রাজানন” এই ঋতি-বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, দেবতারাও দেবযজ্ঞ করিতে বসিয়া দিম্বোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অদিতি দেবতার এমনই সামর্থ্য যে, তিনি দেবগণেরও সেই মোহ দূর করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং সোমযাগ বহুবিধ কর্ম-কলাপে সঙ্কুল বলিয়া তাহাতে যজ্ঞমানের ভুলভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অদিতিদেবতাক প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় বাগের চক্র করিলে অদিতি দেবতার প্রভাবে যে যজ্ঞমানেয় ভ্রম দূর হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইত্যাদি-প্রকার গুণবাদই এই সমস্ত স্থলে বিবক্ষিত। যে স্থলে কোনও গুণবিশেষগত

সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া অর্থবিশেষের আরোপ করা হয়, তথায় তাহাকে গুণবাদ বলা হয়। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে “তৎসিদ্ধিঃ” ইত্যাদি শব্দে গুণবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কথিত হইবে।

রূপাৎ প্রায়াৎ ॥ : ১ ॥

অক্ষরার্থ। “রূপাৎ”—সরূপতাহেতু, “প্রায়াৎ”—প্রায়িকতাহেতু। (গুণবাদ অনুসারে মনকে স্তেন এবং বাক্কে অন্তবাদিনী বলা হইয়াছে)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী শাস্ত্রদৃষ্ট-বিরোধ দেখাইবার জন্ত “স্তেনং মনঃ অন্তবাদিনী বাক্” এই যে অর্থবাদটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা “হিরণ্যং হস্তে ভবতি অথ গৃত্বাতি” (তৈঃ সং—৪।৮।২।৩) এই বিধিবাক্যে হস্তের দ্বারাই যে হিরণ্য ধারণের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহারই প্রশস্ততা-জ্ঞাপক। চোরেরা যেমন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে—তাহাদের স্বরূপ ধরা যায় না, মনও তৎস্বরূপ অর্থাৎ সেই প্রকার এবং বাক্ও প্রায়ই অন্তবাদিনী। কিন্তু হস্ত সরূপ প্রচ্ছন্নস্বরূপও নহে এবং অন্তবৃত্তও নহে। অতএব হস্তে হিরণ্য ধারণ কর্তব্য। এই প্রকারে মনের স্তেন-স্বরূপতা এবং অন্তভাষণে প্রায়িকতারূপ সাদৃশ্য অনুসারে গোণভাবে মনকে স্তেন এবং বাক্কে অন্তবাদিনী বলা হইয়াছে। কিন্তু মনের স্তেনত্ব কিংবা বাক্যের অন্তবাদিত্ব বিবক্ষিত নহে। যেমন, ‘ঋষি কি হইবে, যত্নই ইহার বিধান করিবে’ এই প্রকার বাক্যে ঋষির অপটুতা প্রকটিত হয় না, কিন্তু যত্নই সামর্থ্যাধিক্য বিবক্ষিত হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ।

দূরভূয়স্বাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। “দূরভূয়স্বাৎ”—দূরের ভূয়স্ব অর্থাৎ বাহ্য্য হেতু অর্থাৎ অধিক দূরত্ব বশতঃ দিনের বেলা অগ্নির আর্চিঃ দৃশ্য হয় না এবং রাত্রিকালে ধূম দৃশ্য হয় না বলিয়া ঐ প্রকার গোণ উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দৃষ্টবিরোধের উদাহরণস্বরূপে “তন্মাদ্ ধূম এবাগ্নোদিবা দদৃশে নার্চিঃ। তন্মাদর্চিরেবার্গ্নেৰ্নজং দদৃশে ন ধূমঃ” এই প্রকার যে অর্থবাদটি উদাহৃত হইয়াছে, তাহা “অগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং

জুহোতি সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতঃ” (ঐঃ ব্রা—৫।৫।৬) অর্থাৎ “সায়ংকালে ‘অগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা’ এই বলিয়া (অগ্নিহোত্র) হোম করিবে এবং প্রাতঃকালে ‘সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা’ এই বলিয়া (অগ্নিহোত্র) হোম করিবে—এই বিধিষ্ময়ের শেষ বা অঙ্গ । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু দিবাভাগে অগ্নির অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি-শিখা দেখা যায় না, কিন্তু ধূমই দেখা যায়, সেই কারণে দিবাভাগে অগ্নির অদৃশ্যতাহেতু সূর্য্যমন্ত্রই প্রশস্ত এবং রাত্রিকালে অগ্নিই দৃশ্য হইয়া থাকে বলিয়া অগ্নিমন্ত্রই প্রশস্ত । আর দিনের বেলা অধিক দূরে অবস্থিত অগ্নি যে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ধূমই দৃশ্য হইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে ধূম দর্শন-বোধ্য থাকে না, কিন্তু অগ্নি-শিখাই দর্শনীয় হয়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত । এই প্রকারে অধিক দূরত্ব নিবন্ধন দিবাভাগে অগ্নির অদর্শন এবং ধূমের দর্শন আর রাত্রিকালে ধূমের অদৃশ্যতা এবং অগ্নির দর্শনীয়তাকে লক্ষ্য করিয়াই গুণবাদ অনুসারে ঐ প্রকার বলা হইয়াছে । সুতরাং এই অর্থবাদটিও উক্তবিধিষ্ময়ের প্রশস্ততাজ্ঞাপক বলিয়া স্বরূপে তাৎপর্য্যশূন্য ।

জ্যাপরাধাৎ কৰ্ত্তৃশ্চ পুত্রদর্শনম্ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। “জ্যাপরাধাৎ”—জ্ঞীলোকের অপরাধে অর্থাৎ দোষে, “কৰ্ত্তৃঃ”—কর্ত্তার অর্থাৎ উৎপাদনকর্ত্তা জারের, “চ”—ও, “পুত্রদর্শনম্”—পুত্র হইয়া থাকে, ইহা দেখা যায় । জ্ঞী জ্ঞীলোকের দোষে উৎপাদনকর্ত্তা উপপত্তি হইতেও পুত্র হইতে দেখা যায়, এই কারণে “ন চৈতদ্ বিদ্বঃ” ইত্যাদি বলায় দৃষ্টবিরোধ হয় নাই ।

ভাষ্যভাবার্থ। “ন চৈতদ্ বিদ্বো বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মোহব্রাহ্মণা বা” এই অর্থবাদে যে দৃষ্টবিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিংকর । কারণ, ইহা “প্রবরে প্রব্রিমাণে ক্রয়াৎ দেবাঃ পিতরঃ” (মৈঃ সং—১।৪।১১) অর্থাৎ “প্রবরানু-মন্ত্রণকালে ‘দেবাঃ পিতরঃ’ ইত্যাদি বলিতে হইবে”—এই বিধির শেষ বা অঙ্গ হইতেছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞমান যদি “দেবাঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রবর অনুমন্ত্রিত করে, তাহা হইলে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে । এই প্রকারে ইহা দ্বারা প্রবরানুমন্ত্রণেরই প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাধাদির অজ্ঞেয়তা বিবক্ষিত হয় নাই, কারণ, ব্রাহ্মণ ক্রিয় প্রভৃতি জাতি

প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি জাতি যে জন্মগত, ইহা যে গুণগত নহে, এবং তাহা যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে “শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাক্ষ” (মীমাংসাদর্শন ১২।২), এবং “জ্যোপরাধাৎ-কর্তৃশ্চ পুত্রদর্শনম্” এই ব্যাখ্যায়মান সূত্রের তত্ত্ববর্তিক দৃষ্টব্য। * বস্তুতঃ পক্ষে জাতির দুর্জ্ঞানতা লক্ষ্য করিয়াই “ন চৈতদ্ বিন্দুঃ” ইত্যাদি বচনে তদ্বিবরক অজ্ঞান কথিত হইয়াছে। জাতি দুর্জ্ঞেয়,

* শাস্ত্রকারগণের মতে বোণ্যবৃত্তি গোত্র প্রভৃতি জাতির দ্বায় ব্রাহ্মণাদি জাতিও প্রত্যক্ষগম্য এবং ইহা জন্মগত। যদি ব্রাহ্মণাদি জাতিকে জন্মগত বলা না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টবিরোধ, শাস্ত্রবিরোধ, অন্তোন্তাশ্রয়, অব্যবস্থা এবং যুগপৎ বৃত্তিব্যয়-বিরোধ প্রভৃতি বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি জাতি জন্মগত ইহা প্রত্যক্ষগম্য বলিয়া তাহার অপলাপ করিলে দৃষ্টবিরোধ হইয়া থাকে। “অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” অর্থাৎ ‘আট বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত (উপনয়ন সংস্কারযুক্ত) করিবে’—এই শাস্ত্রবাক্যে যে অনুপনীত ব্রাহ্মণপুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, জাতি জন্মগত না হইলে তাহা সম্ভব হয় না, কারণ, আট বৎসর বয়সের বালকের মধ্যে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণোচিত কোনও গুণেরই অভিব্যক্তি হয় না। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সম্বন্ধেও ঐভাবে উপনয়নের বয়স নির্ধারণ করিয়া দেওয়া আছে। যদি জাতিকে জন্মগত বলা না হয়, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্রবচনের সহিত বিরোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণাদি জাতিকে আচারজন্ত বলিলে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ নামক দোষ হয়। যেহেতু যে স্থলে চারি বর্ষের আচারের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তথায় ব্রাহ্মণাদি জাতির পরিচয় দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আচারের বিধান করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য। সুতরাং—‘যে ব্যক্তি এতাদৃশ আচারসম্পন্ন, সে ব্রাহ্মণ’, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু ‘যে ব্রাহ্মণ তাহার পক্ষে এই আচার অনুষ্ঠেয়’—ইহাই শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত। যেহেতু ধর্ম প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাদৃশ আচার থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে, আবার ব্রাহ্মণত্ব পূর্ব হইতে সিদ্ধ হইলে তবেই তাদৃশ আচার অনুষ্ঠেয় হইবে, এই প্রকার ব্রাহ্মণত্ব এবং আচার উভয়ের উৎপত্তি পরস্পর-নাগেফ হইতেছে বলিয়া, অন্তোন্তাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়; কারণ, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি যদি পূর্ব হইতে সিদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য কোনও আচারের বিধান হইতে পারে না। জাতিকে জন্মগত না বলিয়া আচারজন্ত বলিলে অব্যবস্থাও হয়; কারণ, একই ব্যক্তি কখনও সদাচার করে, এবং কখনও কদাচার করিয়া থাকে বলিয়া সে সদাচারের সময়ে ব্রাহ্মণ থাকে, আবার পরক্ষণে কদাচারকালে শূদ্র হইয়া পড়ে। এই প্রকারে একই ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি কখনও ব্যবস্থিত থাকিতে পারে না—মুহূর্হঃ তাহার জাতি-পরিবর্তন হয়। আর সে ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেত্তর, তাহার

কারণ, গোষ্ঠাদি জাতির প্রত্যক্ষে যেমন কতকগুলি ইতিকর্তব্যতা বা সহকারী থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণস্বাদি জাতির প্রত্যক্ষেও উৎপাদনকর্তার জাতি স্মরণ করা ইতিকর্তব্যতা বা সহকারী। আর কোন ব্যক্তি যে উৎপাদক, তাহা জননী ছাড়া অল্প কেহই বলিতে পারে না। আবার স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ দৃশ্যচরিত্রাও থাকে। এই কারণে পতিই যে সব সময়ে তাহার পুত্রের জনক, তাহা বলা যায় না। যেহেতু জারিণী রমণী জার হইতেও পুত্রলাভ করিয়া থাকে। আর পিতা এবং মাতার সমজাতীয়তাই জাতির বিশুদ্ধতার হেতু, অল্পথা মাতা অল্প জাতীয় এবং পিতা অপর জাতীয় হইলে পুত্রের জাতি অশ্বতরের স্তায় সঙ্কর হইয়া থাকে। এইরূপে বর্ণসঙ্করতা বাহাতে না হয়, সেই জন্ত ঋতি বলিতেছেন—“অপ্রমত্তা রক্ষত তন্তুমেনম্” অর্থাৎ হে যোষিৎগণ! তোমরা প্রমত্ত—অসাবধান না হইয়া অর্থাৎ বহুসহকারে এই জাতিরূপ তত্ত্ব রক্ষা করিও। যেহেতু, জাতির আশ্রয়স্বরূপ যে ব্যক্তি তাহাদের অসাক্ষর্য বা শুদ্ধবর্ণতা তোমাদেরই অধীন। এইপ্রকারে ঋতি স্ত্রীলোকের ব্যভিচারিতারূপ অপরাধকেই জাতিবিচ্ছেদের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অল্পথা জাতিতত্ত্ব পিতৃপারম্পর্য্যানুসারে সনাতন বলিয়া অবধারিতই আছে। সুতরাং কোন কোনও স্ত্রীলোকের এইপ্রকার দৃশ্যচরিত্রতা হেতু এবং উৎপাদক যে কে, তাহা কেবলমাত্র জননীরই প্রত্যক্ষগম্য বলিয়া বিশুদ্ধজন্ম ব্যক্তিরও উৎপত্তি সম্বন্ধে সংশয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আর উৎপাদকের সংশয় হইলে জাতিপ্রত্যক্ষেও সংশয় হইয়া থাকে, যে হেতু উৎপাদকের জাতির স্মরণও জাতিপ্রত্যক্ষের সহকারী কারণ। এইরূপে জাতি প্রত্যক্ষগম্য হইলেও তদ্বিবক্ষ্য সংশয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আর সেই সংশয়কে লক্ষ্য করিয়াই এ স্থলে আমরা ব্রাহ্মণ কি অত্রাহ্মণ, ইহা জানি না, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রবরানুমত্বণ বিধির শেষ বা অঙ্গ বলিয়া ইহার দ্বারা প্রবরানুমত্বণের এইপ্রকার প্রশংসা করা হইয়াছে যে—প্রবরানুমত্বণের এমনই

‘সার্টিকিট’ দিবার লোক মেলাও দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ফলে শাস্ত্রীয় বিধি নবযেগুলির অনুষ্ঠানের লোপ হইয়া যায়। এইরূপ যুগপৎ বৃত্তিবিরোধও হয়, কারণ, একই ব্যক্তি একই প্রযত্নে এমন কর্ষ করিতে পারে, বাহার ফলে কাহারও কাহারও গীড়া (অনিষ্ট) এবং কাহারও কাহারও ইষ্ট হয়। ইহাতে যুগপৎ পরগীড়া ও পরানুগ্রহ করায় তাহার মধ্যে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণস্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ জাতির যুগপৎ সমাবেশ হয়। ইত্যাদি প্রকার দুর্ঘটপ্রপঞ্চ তত্ত্ববার্তিকমধ্যে দ্রষ্টব্য।

সামর্থ্য যে, ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ ইহা অনবধারিত থাকিলেও তদ্বারা বরগীর্ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকেন। অতএব ইহাতে প্রত্যক্ষ-বিরোধদোষ হয় নাই।

আকালিকেম্পা ॥ ১৪ ॥

অম্পন্নার্থ। “আকালিকেম্পা”—আকালিক অর্থাৎ তাৎকালিক বা সেই সময়ের ঈশ্বা অর্থাৎ সুখলাভ বা হুঃখপরিহারের ইচ্ছা। “কো হি তদ্ বেদ” অর্থাৎ ‘পরলোকে কিছু আছে কি নাই, তাহা কে জানে’—এই প্রকার উক্তি তাৎকালিক সুখলাভ বা হুঃখপরিহারের ইচ্ছা প্রযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধের বৃষ্টান্তস্বরূপ “কো হি তদ্ বেদ” ইত্যাদি যে বেদবাক্যটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা “দিক্‌ভীকাশান্ করোতি” (তৈঃ সং—৬।১।১।১) অর্থাৎ ‘দিক্‌ সকলে অতীকাশ অর্থাৎ অবকাশ বা দ্বার করিবে’ এই বিধির শেষ বা অন্ত। ঐ বিধিটিতে প্রাচীনবংশ নামক বজ্রশালার অবকাশ বা দ্বার রাখিবার দিক্‌নিয়ম বিহিত হইয়াছে। * বজ্রশালা বজ্রাগ্নিসমুত ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আর ধূম-নির্গমের মার্গ যদি না থাকে, তাহা হইলে ঋদ্ধিকৃৎগণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। এই কারণে “কো হু তদ্ বেদ” ইত্যাদি অর্থবাদে কালিক অর্থাৎ দূরবর্তী কালভাবী পারলৌকিক স্মৃতির অনির্দিষ্টতা খ্যাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে, উপস্থিত ধূমজ্ঞ হুঃখ হইতে বাহ্যতে অব্যাহতি লাভ হয়, তাহার জ্ঞাত অতীকাশ অর্থাৎ অবকাশ বা ধূমনির্গমন পথ রাখা উচিত। আর তাহা যথেষ্টভাবে করিলে চলিবে না, কিন্তু বিধিবিহিতভাবেই কর্তব্য। সুতরাং এই অর্থবাদটি আকালিকেম্পা অর্থাৎ ইদানীন্তন সুখলাভের ইচ্ছাসমুত। এ স্থলে হুঃখপরিহারকেই উপচারিক

* শ্রোতমত্ৰকার পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন অগ্নিষ্টোম যাগের দেশনিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রত্যস্তর পর্যালোচনাপূর্বক “প্রতিদিগ্‌, দ্বারম্” এই শূত্রে পূর্বপক্ষ করিয়া উদগ্‌বর্জ্য বা” (কাত্যায়ন শ্রোতমত্ৰ—৭।১।১৭, ১৮) এই শূত্রে সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, উত্তর দিক্‌ ছাড়া অন্ত তিন দিকে দ্বার হইবে।

ভাবে সুখলাভ বলা হইয়াছে। কাল অর্থ চিরকাল অর্থাৎ দূরবর্তী কাল— কারণ, ঐ প্রকার অর্থেই কালশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন দূরবর্তীকালীন ফলকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে—‘কালে ইহার ফল পাইবে।’ সুতরাং অকাল অর্থ দূরবর্তী কাল নহে, কিন্তু তৎকাল বা বর্তমান কাল। বাহ্য অকালে অর্থাৎ তৎকালে উৎপন্ন, তাহা আকালিক। আকালিকের অর্থাৎ তৎকালোৎপন্ন সুখের ঈশ্বা আকালিকেশ্বা। এই প্রকারে আকালিকেশ্বা-পদের অর্থ তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা।

বিদ্যাপ্রশংসা ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “বিদ্যাপ্রশংসা”—বিদ্যার প্রশংসা। ইহার মুখ শোভা পার, ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বিদ্যার প্রশংসা।

ভাব্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী “শোভতেহন্ত মুখং য এবং বেদ” ইত্যাদি অর্থবাদের যে ফলহীনতা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত অর্থবাদটি ‘গর্গজিরাড্র’ বিধির শেষ। সুতরাং উহার দ্বারা তাহারই প্রশংসা বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকের মুখ কর্ণাভরণাদির দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিষ্যগণ বিদ্বান্ ব্যক্তির বদন কর্ণাভরণাদি বিনাই—কেবলমাত্র সাধু পদের উচ্চারণের দ্বারাই এবং তদ্বিষয়ক উৎসাহবশেই শোভাযুক্ত দেখিয়া থাকে। এইরূপে যে বিষয়ের জ্ঞানই শোভার সামগ্রী, সেই বিষয়টির অনুষ্ঠান যে অধিক শোভার হেতু হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই প্রকারে বিধিবিহিত কর্ত্বেরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

এইরূপ, “আন্ত্র (আ অন্ত্র) প্রজারাম্ বাজী জায়তে য এবং বেদ” এই অর্থবাদটি বেদান্তমন্ত্রণ বিধির শেষ। যে বংশে সদাসর্কক্ষণ অধ্যয়নাদি হইয়া থাকে, তথায় যে সমস্ত পুত্রাদি জন্মে, তাহার বাল্যাবধি শাস্ত্রালাপ শুনিয়া স্বভাবতই মেধাবী এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। আর বিদ্বান্ হইলে সকলেই তাহাকে নংপাত্র ভাবিয়া দান করিয়া থাকে। তাহার ফলে তাহার প্রচুর অন্নসংস্থান হয়। এই প্রকার গুণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থবাদে বলা হইয়াছে “আন্ত্র প্রজারাম্ বাজী জায়তে” ইত্যাদি।

সর্বত্বমাধিকারিকম্ ॥ ১৬ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “সর্বত্বম্”—‘সকল কামনার পূর্ণতা লাভ করে’ এই স্থলে যে সর্বত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা, “আধিকারিকম্”—অধিকারিক অর্থাৎ সেই অধিকারে কথিত সকল কামনার বিষয় বলা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। “অন্তানর্থক্যাং” এই শব্দে ‘পূর্ণাহত্যা সর্বান্ কামানা-প্লোতি’ এই অর্থবাদের উল্লেখ করিয়া যে বিধ্যস্তরের আনর্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, ‘সকল ব্রাহ্মণকেই খাওয়াইতে হইবে’—এইরূপ বলিলে যেমন নিমজ্জিত বা গৃহাগত সকল ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, সেইরূপ “পূর্ণাহত্যা সর্বান্ কামানাপ্লোতি” ইহা “পূর্ণাহতিং জুহুয়াং” এই বিধির শেষ বলিয়া উহা দ্বারা সেই অধিকারে অর্থাৎ সেই প্রকরণে উল্লিখিত কামনার সামন্ত্য অর্থাৎ সর্বত্ব বিবক্ষিত। এই কারণে এস্থলে অস্ত্র অধিকারেরও কামনার প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে বিধ্যস্তরেরও আনর্থক্য হইতে পারে না। অত্যাশ্রয় স্থলেও যেখানে ‘সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়’ ইত্যাদি প্রকার বচন আছে, তাহাদেরও অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ফলশ্রু কৰ্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ

ফলবিশেষঃ শ্রাৎ ॥ ১৭ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “ফলশ্রু”—ফলের, “কৰ্মনিষ্পত্তেঃ”—কর্মের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় বলিয়া, “তেষাং”—তাহাদের অর্থাৎ কর্মসকলের, “পরিমাণতঃ”—পরিমাণ অনুসারে, “ফলবিশেষঃ”—ফলের বিশেষ অর্থাৎ অল্পতা বা আধিক্য, “শ্রাৎ”—হইয়া থাকে, “লোকবৎ”—লৌকিক দৃষ্টান্তের ত্রায়। লোকব্যবহারে যেমন ভূমির স্বল্প কর্ষণ এবং অধিক কর্ষণ-রূপ পরিমাণ অনুসারে কৃষি প্রভৃতি ফলের অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে, বৈদিক ধর্মেরও পরিমাণ অনুসারে সেইরূপ ফলগত ভারতম্য হইয়া থাকে। যে হেতু কর্মের দ্বারাই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভাব্যভাবার্থ। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ ভাব্যকার স্বল্প কথায় বলিয়াছেন, কৰ্ম্মের পরিমাণ অনুসারে ফলের অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে। শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ তত্ত্ববাস্তিকমধ্যে যুক্তির দ্বারা ইহা বিবৃত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ভাব্য ভূমিকামধ্যে পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য অর্থবাদবিচার প্রসঙ্গে এই সূত্রটির ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূৰ্ব্বপক্ষীয় আপত্তির সমাধান সুপরিষ্কট হয় বলিয়া বলা হইতেছে। নিরুঢ় পণ্ডবন্ধ নামক যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তি হয় বটে এবং অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্ঠোম, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কৰ্ম্মের দ্বারাও স্বর্গলাভ হয় সত্য, এইরূপ অশ্বমেধবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা দি পাপ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে বটে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেও ব্রহ্মহত্যা দিজনিত পাপের নিবৃত্তি হয় সত্য, কিন্তু ঐগুলি সব একই প্রকারের নহে। স্বল্লায়াস-সাধ্য কৰ্ম্ম হইতে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা এক প্রকারের এবং তাহার স্থায়িত্ব একজাতীয়, আবার বহু আয়াস-সাধ্য কৰ্ম্ম হইতে যে স্বর্গ হয়, তাহা অন্য প্রকারের এবং তাহার স্থায়িত্বও অন্তরকমের। এই জন্ত অত্র বজ্রুর্বেদ (তৈত্তিরীয়সংহিতা) ভাব্যভূমিকায় বেদার্থবিৎ পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—“উচ্চাবচকশ্রগামেকবিধফলাসম্ভবাৎ স্বর্গো বহুবিধঃ” অর্থাৎ স্বল্প ও মহৎ কৰ্ম্মের একবিধ স্বর্গফল হইতে পারে না বলিয়া স্বর্গ বহুবিধ। যে ব্যক্তি যে প্রকার কৰ্ম্ম করিয়াছে, তাহার পরিমাণ অনুসারে স্বর্গের ভোগ তাহার পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন এক টাকা দিয়াও কাপড় কেনা যায়, আবার পাঁচ টাকা দিয়াও কাপড় কেনা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেইরূপ কৰ্ম্মের স্বল্পতা বা মহত্ব অনুসারে স্বর্গ-ভোগের অল্পকালস্থায়িত্ব অথবা অধিককালস্থায়িত্ব হইয়া থাকে। নরকভোগ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এইরূপ কালিক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে ব্রহ্মহত্যা বহুবিধ। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে মনে ব্রহ্মহত্যার কল্পনা করে, তাহার যে পাপ জন্মে, তাহা অশ্বমেধবিষয়ক জ্ঞান হইতেই মুক্ত হয়, আবার যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার অনুষ্ঠান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই পাপমুক্ত হয়। সুতরাং যে যে স্থলে ফলশ্রুতি একবিধ আছে, তথায় এই প্রকারের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহা যে কেবল যুক্তি-মূলক, তাহা নহে, চাতুর্মাস্ত্র সৌমপ্রকরণে যে অর্থবাদ শ্রুতি আছে, তাহা হইতেও এই অর্থ অবধারিত হইয়া থাকে। তথায় “যদাগ্নিহোত্রং জুহোত্যথ দশ গৃহমেধিন আশ্বোত্যেকয়া রাজিয়া” ইত্যাদি ক্রমে গৃহমেধী, অগ্নিহোত্র দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতির কতগুলি অন্ত এক একটি বাগের সমান, তাহা নির্দেশ

করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং স্বল্পায়াস অথবা বহুয়ায়াসসাধ্য বহু কর্মের একবিধ কলঙ্কতি থাকিলেও কোনও অসামঞ্জস্যের অবকাশ নাই।

অন্ত্যর্যোর্থথোক্তম্ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গক্কার্থ। “অন্ত্যর্যোঃ”—শেষের দুইটি আপত্তির পরিহার, “যথা উক্তম্”—যেমন বলা হইয়াছে। শেষ দুইটি আপত্তির পরিহার পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপ্রসক্তের প্রতিষেধ থাকায় “নাস্তুরিক্ষে অগ্নি-শ্চেতব্যঃ” ইত্যাদি অর্থবাদ অপ্রমাণ, এই প্রকার আপত্তির পরিহার “বিধিনা হেতবাক্যদ্বাং” ইত্যাদি শূত্রে যেমন বলা হইয়াছে, সেইরূপই বুঝিতে হইবে। “নাস্তুরিক্ষে অগ্নিশ্চেতব্যঃ” ইত্যাদি অর্থবাদটি “হিরণ্যং নিধায় চেতব্যম্” (তৈঃ সং—৫।২।৭।১) অর্থাৎ ‘স্বর্ণ রাখিয়া তত্পরি অগ্নি চয়ন করিতে হইবে’ এই বিধির শেষ বা অঙ্গ। আর অস্তুরিক্ষে চয়ন নিষেধ নিত্যানুবাদ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বিষয়ের কখনমাত্র বুঝিতে হইবে। কারণ, অস্তুরিক্ষে বা দ্র্যলোকে অগ্নি চয়নের সম্ভাবনা নাই। আর “ববরঃ প্রাবহণিঃ” ইত্যাদি বাক্যকে দৃষ্টান্ত দিয়া যে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে, যে হেতু উহা দ্বারা জনন-মরণশীল কোনও মনুষ্যের বিষয় বলা হয় নাই। ইহা “পরং তু শ্রুতি-সামান্ত্রমাত্রম্” (মীঃ দঃ ১।১।৩১) এই শূত্রে বলা হইয়াছে। অতএব অর্থবাদ সকলেরও প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে। ইতি অর্থবাদাধিকরণ ॥

বিধির্বা স্মাদপূর্ব্বত্বাদ্ বাদমাত্রং হ্যনর্থকম্ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “বিধিঃ”—বিধি, “বা” (এব)—অবশ্য, “স্মাৎ”—হইবে, “অপূর্ব্বত্বাৎ”—অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বলিয়া, “বাদমাত্রং”—কেবলমাত্র অর্থবাদ, “হি”—যে হেতু, “অনর্থকম্”—অনর্থক অর্থাৎ নিশ্চয়োজ্ঞ। যে হেতু বিধিসংস্পর্শশূন্য কেবলমাত্র অর্থবাদ অনর্থক, এই কারণে “উর্গ্ বা উদ্বৃষঃ” ইত্যাদি স্থলে উহা বিধিই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে অর্থবাদসকলের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যে যে স্থলে অর্থবাদ সকল বিধির দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইগুলি যে বিধি নহে, কিন্তু ‘বিধিবন্নিগদ’ (বিধিবৎ = বিধির দ্বারা, নিগদ = প্রমাণ) তাহাই একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান হইবে। তদ্বিষয়ে এই সূত্রে পূর্বপক্ষীয় মত প্রদর্শিত হইয়াছে। “ঔদ্বস্বরো যুপো ভবতি। উর্গ্ বা উদ্বস্বর উর্ক্ পশব উজ্জ্বাস্মা উজ্জ্ব পশুনাপ্নোতি উজ্জ্বাহরুদ্যে” (তৈঃ সং—২।১।১) অর্থাৎ “যুপ উদ্বস্বরনির্মিত হইবে। উর্ক্ ই অর্থাৎ অন্ন ই অথবা অন্নের অমৃত-স্বরূপ সূক্ষ্ম রস ই উদ্বস্বর হইতেছে, পশুসকল অন্ন হইতেছে, উদ্বস্বরস্বরূপ উর্ক্ অর্থাৎ অন্নের দ্বারা (অধ্বয্য) ইহার জ্ঞাত অর্থাৎ বজ্রমানের নিমিত্ত পশুরূপ অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ যজ্ঞের ফলরূপে লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণে (যুপের যে উদ্বস্বরতা অর্থাৎ উদ্বস্বরনির্মিততা তাহা) উজ্জ্বের অর্থাৎ অন্নের অবরুদ্ধি অর্থাৎ অবরোধ বা সংস্থান অথবা সম্পাদনের কারণ হয়।” এই বেদ-বাক্যটির অর্থে এইরূপ সংশয় হয় যে, ইহা দ্বারা কি কোন কিছুই বিধান করা হই-
রাছে অথবা কাহারও প্রশংসা করা হইয়াছে—অর্থাৎ ইহা বিধি কি অর্থবাদ? এই প্রকার সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “বিধিবা ত্যাৎ”—ইহা বিধিই হইবে, ইহা অর্থবাদ হইতে পারে না, “অপূর্বদ্বাৎ”—যে হেতু এ স্থলে উদ্বস্বররূপ গুণ এবং অন্নসম্পাদনরূপ ফল অপূর্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত—প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত। ‘ধনলাভায় রাজসেবা’ ইত্যাদি স্থলে যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী হইয়া থাকে, এখানেও ‘উজ্জ্বাহরুদ্যে’ ইহাতে তাদর্থ্যে চতুর্থী হইয়াছে। আর রাজসেবা যেমন ধনলাভের হেতু, সেইরূপ যুপের ঔদ্বস্বররূপ গুণও উজ্জ্বের অবরুদ্ধির অর্থাৎ অন্নসম্পাদনরূপ ফলের হেতু হইতেছে। আর যদিও এস্থলে বিধি বিভক্তি নাই, তথাপি বিধিজ্ঞ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কারণ, এরূপ স্থলে ইহা ফল এবং ইহা তাহার সাধন বা হেতু—এই প্রকার জ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাকে যদি বিধি বলা না হয়, তাহা হইলে বাক্যটি অনর্থক হইয়া পড়ে; কারণ, অর্থবাদ স্বার্থপ্রতিপাদক নহে বলিয়া অপরের স্বতি অর্থাৎ প্রশংসা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু এখানে কোনরূপ প্রশংসা দেখা যাইতেছে না। (পূর্বপক্ষ)।

লোকবদिति चे॥ ২০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “লোকবৎ”—লৌকিক উক্তির দ্বারা, “ইতি”—ইহা,

“চেৎ”—যদি (বলা হয়)। যদি বলা হয়, বিক্রেতা বিক্রয় দেখু সম্বন্ধে যেমন বলিয়া থাকে—এই গরুটির প্রচুর দুগ্ধ হয়, স্ত্রী-বৎস হয়, বাছুর বাঁচিয়া থাকে এবং বৎসর বৎসর প্রসব করে। সেইরূপ এ স্থলেও “ঔদ্ব্যরো যুপো ভবতি” এই বাক্যে যে ঔদ্ব্যররূপ গুণ-বিহিত হইয়াছে—উক্ বা উদ্ব্যরঃ ইত্যাদি বাক্য তাহারই স্তাবক বা অর্থবাদ হইবে।

ন পূর্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। “ন”—না, ঐ প্রকার আশঙ্কা বা উক্তি সঙ্গত নহে, “পূর্বত্বাৎ”—যে হেতু লৌকিক উক্তি পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের সাহায্যে অবগত বা অবগত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে। (উত্তর)।

ভাষ্যভাবার্থ। লৌকিক উক্তি যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরগম্য হয়, তবেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। আর বিক্রয় গবাদি সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক যাহা বলা হয়, তাহা বক্তা এবং ক্রেতা সকলেরই বিদিতপূর্ব্ব। আর জানা আছে বলিয়া তাহার জ্ঞান নিরর্থক। এই কারণে উহা প্রশংসা প্রকাশ করে। কিন্তু বেদবাক্যের উক্তি প্রমাণান্তর সংবাদে প্রমাণবতী হয় না, আবার প্রমাণান্তরের বিরোধী হইলেও প্রমাণ হয় না। এ স্থলে উদ্ব্যরের যে অমসম্পাদকত্ব, তাহা প্রমাণান্তরগম্য নহে। এইরূপ “উর্গ্ বা (বৈ) উদ্ব্যরঃ” এ স্থলে ‘বৈ’ শব্দের দ্বারা উদ্ব্যর যে অম্মের হেতু, তাহাও বলা হইয়াছে অথচ উহাও প্রমাণান্তরগম্য নহে। সুতরাং উহার প্রামাণ্য অব্যাহত রাখিতে হইলে উহাকে বিধিই বলিতে হইবে, যে হেতু বিধিই স্বার্থে প্রমাণ, কিন্তু অর্থবাদ স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য। সুতরাং স্বার্থে প্রামাণ্যবিহীন বলিয়া উহা অর্থবাদ হইতে পারে না।

উক্তং তু বাক্যশেষত্বম্ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উক্তং”—কথিত হইয়াছে, “তু”—কিন্তু, পূর্ব্বপক্ষ-নিরাসার্থক “বাক্যশেষত্বম্”—বিধিশেষত্ব। অর্থবাদ সকল যে বিধিবাক্যের

শেষ বা অঙ্গ এবং বিধি-বাক্যের স্ততির দ্বারাই যে তাহা সার্থক হয়, তাহা বলা হইয়াছে (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। বিধির সহিত একবাক্য হইয়া বিধের বিষয়ের প্রশংসা দ্বারা অর্থবাদ সকল সার্থক হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এ স্থলেও সেইরূপ হইবে বুঝিতে হইবে। এখানে “উর্ক্ উদ্ব্বরঃ” এই অংশটুকু অর্থবাদ। অবশিষ্ট অংশটি এই অর্থবাদেই উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি হইতেছে। আর “উর্ক্ উদ্ব্বরঃ” এই প্রকার উক্তিও গুণবাদ বলিয়া সমস্ত বাক্যটি লক্ষণাবলে উদ্ব্বরত্ব বিধির স্তাবক। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, অন্নসম্পাদন উদ্ব্বরত্বরূপ গুণের ফল, তাহা সমীচীন নহে; কারণ, ক্রিয়া ব্যতীত কেবলমাত্র গুণ ফলবান হইতে পারে না। আর এখানে এমন কোনও বিধি নাই, অন্ন বাহার ফল হইবে। আর “উদ্ব্বরো যুগো ভবতি” ইহাকে বিধি বলা যায় না, কারণ, ইহাতে লিঙাদি বিধিবিভক্তি নাই। যদি বিধি কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থবাদ দ্বারাই বিধি কল্পনীয় হয় বলিয়া এই বাক্যটিকে অর্থবাদ না বলিয়া উপায় নাই। আর এ স্থলে প্রকরণ-বশেই উদ্ব্বরতা বিধি এবং তাহার অর্থবাদ অধিত হইয়া থাকে।

বিধিচানর্থকঃ কচিভস্মাৎ স্ততিঃ প্রতীয়েত

তৎসামান্যাদিতরেষু তথাত্মম্ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। “বিধিঃ”—বিধি, “চ”—ও, “অনর্থকঃ”—বিফল, “কচিৎ”—কোন কোন স্থলে, “তস্মাৎ”—সেই হেতু, “স্ততিঃ”—প্রশংসা-রূপে অর্থবাদ, প্রতীয়েত—প্রতীত হওয়া উচিত, “তৎসামান্যং”—সেই সাদৃশ্য অনুসারে, “ইতরেষু”—অপরাপর স্থলেও, “তথাত্মম্”—সেইরূপ অর্থাৎ প্রশংসাত্মক অর্থবাদ হইবে। যেহেতু কোন কোন স্থলে অর্থবাদকে বিধি বলিলে তাহা বিফল হইয়া পড়ে, সেই কারণে তথায় তাহাকে স্ততি বলিয়া বুঝিতে হয়। আর সেই কারণে সেই সাদৃশ্য অনুসারে অপরাপর স্থলেও অর্থবাদকে বিধি বলা উচিত নহে, কিন্তু স্ততি বলিয়াই গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদসকল স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ হইতে পারে না বলিয়া তাহাদের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্তই বাক্যার্থে লক্ষণা করিয়া বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু অর্থবাদ সকল স্বয়ং যদি বিধির অর্থ প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐ প্রকারে ক্রিষ্ট অর্থের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সকল স্থলেই যদি অর্থবাদকে বিধ্যর্থক করা যায়, তাহা হইলে পূর্বপক্ষীর পক্ষ অবলম্বন করা মন্দ নহে।

কিন্তু অনেক স্থলেই অর্থবাদ সকলকে বিধিরূপে পরিণত করা যায় না, অনেক স্থলে বিধিরূপে পরিণত করিলে অসম্ভব অথবা বিরুদ্ধ অর্থ হয়, আবার অনেক স্থলে বিধিরূপে পরিণত করা বাইলেও অনেক রকমে তাহা দোষের কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু অর্থবাদ সকলকে বিধিবাক্যের স্তাবকরূপে অধিত করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না, এবং সর্বত্র একই নিয়ম অনুসৃত হয়। এই কারণে বিধির স্তাবকরূপেই অর্থবাদ সকলের অর্থ স্বীকার করিয়া প্রামাণ্য প্রদর্শন করাই নির্দোষ। অর্থবাদ সকলকে বিধিরূপে পরিণত করিলে কিরূপ ব্যতিকর হয়, তাহার ছুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—“অপ্পুযোনিবৈতসঃ” (তৈঃ সং ৫।৩।১২) এ স্থলে অথকে জলসমুত্ত কিংবা বেতসকে বারিজ করা যায় না বলিয়া অর্থবাদ বিধি হইতে পারে না। “বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” এই অর্থবাদকে বিধিরূপে পরিণত করা যায় না, যে হেতু ক্ষিপ্তগানিষ্ণ বায়ুর স্বভাব। এইরূপ “স্তেনং মনঃ, অনুতবাদিনী বাক্” এই অর্থবাদকে বিধি করিলে স্তেন্য এবং অনুতবদন (ভাষণ) কর্তব্য এই প্রকারে বিরুদ্ধ অর্থ হয়। এইরূপ “উর্গ বা উদ্ব্বরঃ” ইত্যাদি প্রকার অর্থবাদকে বিধিরূপে পরিণত করিলে যে সমস্ত দোষ হয়, তাহা এই অধিকরণেই সূত্রব্যাখ্যামধ্যে কথিত হইতেছে। কিন্তু বিধির স্তাবকরূপে অর্থবাদ সকলের অর্থ স্বীকার করিলে একমাত্র লক্ষণা ছাড়া অনুযোগের কোনও অবকাশই থাকে না—এবং সর্বত্র একরূপতাও হয়। তবে যে স্থলে অর্থবাদজ্ঞাপ্য ফল বা স্তুতি অনর্থক হয়, তথায় অগত্যা বিধির কল্পনা অর্থ্যাৎ অধ্যাহার করিতে হয়—কিন্তু অর্থবাদকে বিধিরূপে পরিণত করা যায় না। “প্রতি তিষ্ঠন্তি হ বা ষ এতা রাত্রী রূপবন্তি” ইত্যাদি অর্থবাদই ইহার উদাহরণ। ইহা যথাস্থানে (মীঃ দঃ—৪।৩।১৭—১৯ সূত্রে) প্রদর্শিত হইবে।

প্রকরণে সম্ভবনপকর্ষো ন কল্লোত বিধ্যানর্থক্যং

হি তং প্রতি ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রকরণে”—দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি প্রকরণে, “সম্ভবন” —অন্বয় সম্ভব হইলে, “অপকর্ষঃ”—অপকর্ষ অর্থাৎ প্রকরণবিচ্যুতি ; “ন কল্লোত”—কল্পনা করা উচিত নহে, “বিধ্যানর্থক্যং”—বিধির ব্যর্থতা, “হি”—যে হেতু, “তং প্রতি”—প্রকরণসম্বন্ধপক্ষে। বাহা প্রকরণে অধিত হইতে পারে, তাহার অপকর্ষ-অর্থাৎ প্রকরণবিচ্যুতি করা উচিত নহে। আর প্রকরণের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে সে পক্ষে বিধি বিফল হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে অর্থবাদকে যে বিধি বলা যায় না, তাহার আরও কারণ এই যে—দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “যো বিদগ্ধঃ স নৈঋতৌ যোহশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স দৈবতঃ। তস্মাদবিদহতা শ্রপরিভব্যং স দৈবতদ্বায়” (তৈঃ সং—২।৬।৩) অর্থাৎ ‘বাহা বিশেষরূপে দগ্ধ, তাহা নিঋতির (রাক্ষসের ভোগ্য), বাহা অশৃত অর্থাৎ অপক, তাহা রৌদ্র—রুদ্রদেবতাক অর্থাৎ রুদ্রদেবতার, বাহা শৃত অর্থাৎ পক—সম্যকরূপে পাক করা, তাহা দৈবত অর্থাৎ প্রকৃত বা প্রকরণ-প্রতিপাদিত দেবতার। অতএব ‘বিশেষভাবে দগ্ধ না করিয়া পাক করা উচিত’ এইপ্রকার একটি বাক্য আছে। ইহাকে যদি অর্থবাদ বলা হয়, তবে ইহা যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তাহা সার্থক হয়। কারণ, তাহা হইলে ইহার দ্বারা সম্যকভাবে পুরোডাশ পাক করিবার প্রশংসা কথিত হয়। আর তাহাতে ইহার প্রকরণ-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যদি ইহাকে বিধি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে বিধিটি “নৈঋতৌ বিদগ্ধঃ কর্তব্যঃ” এই প্রকারই হইয়া থাকে। অথচ দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে নিঋতি যাগ (নিঋতিদেবতার যাগ) উপদিষ্ট হয় নাই। আর যদি প্রকরণসম্বন্ধ রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তর্থা করা মোটেই সঙ্গত নহে। অর্থবাদকে বিধি করিবার পক্ষে ইহাও অপর দোষ।

বিধৌ চ বাক্যভেদঃ স্তাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষন্নার্থ। “বিধৌ”—“উর্গ্ বৈ” ইত্যাদি বাক্যকে বিধি বলিলে, “চ”—আরও, “বাক্যভেদঃ”—বাক্যভেদ নামক দোষ, “স্তাৎ”—হয়। আরও যদি বিচার্য্য বাক্যটিকে বিধি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বাক্যভেদ নামক দোষ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে “উক্তং তু বাক্যশেষত্বম্” এই শূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এই বাক্যটিকে বিধি বলিলে ইহাকে প্রথমতঃ স্ততি অর্থাৎ অর্থবাদরূপে স্বীকার করিতে হয়। পূর্বপক্ষী যদি তাহাই স্বীকার করেন অর্থাৎ “উর্গ্ বৈ” ইত্যাদি বাক্যকে স্ততি দ্বারা বিধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। * আর বেদে বাক্যভেদ সম্ভবপক্ষে অবশ্য পরিহরণীয় বলিয়া

* বাক্যভেদ একটি দোষবিশেষ—বিশেষতঃ অপৌরুষেয় বেদবাক্যে। একটি অপ্রমাণ বাক্যকে আবৃত্তি করিয়া অনেক অর্থে গ্রহণ করার নাম বাক্যভেদ। পৌরুষেয় বাক্যের বাক্যভেদ তত দোষাবহ নহে। কারণ, বক্তার অভিপ্রায় অনুসারেই একটি বাক্যের একাধিক অর্থ করনা করা হয়। আর আকার, ইঙ্গিত বা প্রমাণান্তরের সাহায্যে মানুষের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ হলে যদি বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে একটি বাক্যের একাধিক অর্থ করা যায়, তাহা হইলে তাহা দোষাবহ হয় না। আর এই কারণে এই প্রকারেই ‘শ্লেষ’ অলঙ্কারের প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহার কোনও স্বতন্ত্র বক্তা নাই। আর স্বতন্ত্র বক্তা নাই বলিয়াই বেদে বক্তার অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে না। এই কারণে ‘বক্তার অভিপ্রায়ের নাম তাৎপর্য্য’—তাৎপর্য্যের এই প্রকার লক্ষণ অব্যাপ্তিগোচর হইয়া নীমাংসকগণ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে তৎপ্রতীতিগমনযোগ্যত্বই তাৎপর্য্য, সুতরাং বেদবচনের একাধিক অর্থ করিতে হইলে একটি অর্থ অবশ্যই পৌরুষেয় হইবে। আর যেটি পৌরুষেয় হইবে, সেইটি-বেদবাক্য না হওয়ায় অপ্রমাণই হইয়া যাইবে। যেমন “গ্রহং সম্মাষ্টি” এই বাক্যে গ্রহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের সম্ভারজনই বিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার একত্ব বা অনেকত্ব অবিবক্ষিত। কারণ, গ্রহের সার্বজন্য হইয়াছে। কিন্তু তাহার একত্ব একপ্রবাহে একটি বাক্যের দ্বারা বিহিত হইতে পারে না—গ্রহের এবং গ্রহের একত্ব একপ্রবাহে একটি বাক্যের দ্বারা বিহিত হইতে পারে না—গ্রহের একত্বকে বিবক্ষিত করিলে—“গ্রহং সম্মাষ্টি, তং চ একম্” এই প্রকার দুইটিই বাক্য হয়। আর এ স্থলে দ্বিতীয় বাক্যটি পৌরুষেয়—পুরুষকৃত আবৃত্তি হওয়ায় প্রমাণ

এ স্থলে “উর্গ বৈ” ইত্যাদি বাক্যে স্তুতি দ্বারা অনুরূপ ফলের বিধি স্বীকার করা সম্ভব নহে, কারণ, তাহাতে অনুরূপ ফলের বিধির জন্ত ঐহিকরূপের প্রশংসা করা হইতেছে, আবার ঐহিকরূপের ফলও বিজ্ঞাপিত হইতেছে—এই প্রকারে দুইটি অর্থ করা হয় বলিয়া বাক্যভেদই হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বিধি নহে, কিন্তু অর্থবাদ মাত্র। ইতি বিধিবন্নিগদাধিকরণ।

হেতুর্বা। স্মাদর্থবদ্বোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ২৬ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “হেতুঃ”—হেতুবিধি, “বা”—পূর্বপক্ষসূচক, “স্মাৎ”—হইবে, “অর্থবদ্বোপপত্তিভ্যাম্”—অর্থবদ্ব অর্থাৎ প্রয়োজনসাধকত্ব এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি আছে বলিয়া। “তেন হ্রস্বং ক্রিয়তে” এই বাক্যটি হেতুবিধিই হইবে, যে হেতু, তাহা হইলেই দক্ষী প্রভৃতির হোমসাধনরূপ সার্থকতা হয় এবং যেহেতু উক্ত বাক্যে ‘হি’ শব্দের দ্বারা উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিও উল্লিখিত হইয়াছে। (ইতি পূর্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বিধিবন্নিগদ সকলের অর্থবাদত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে হেতুবন্নিগদসকলের অর্থবাদত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষ দেখাইতেছেন “হেতুর্বা” ইত্যাদি। সূত্রের ‘বা’ শব্দটি পূর্বপক্ষসূচক। “শূর্ণেণ জুহোতি তেন হ্রস্বং ক্রিয়তে” (তৈঃ ব্রা ১।৬।৫) অর্থাৎ “শূর্ণের দ্বারা হোম করিবে। যেহেতু তাহা দ্বারাই অন্ন সম্পাদিত হয়,” এই প্রকারে যে সমস্ত বাক্যে হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইগুলিকে হেতুবিধিই বলিতে হয়। কারণ, এ স্থলে বাক্যমধ্যে ‘হি’ এই শব্দটি পঠিত হইয়াছে। আর হি শব্দ হেতুবোধক। এইরূপে

হয় না। এই জন্ত ব্রহ্মসূত্রের শাক্তরভাষ্যের ভামতী নামক টীকার টীকায় কল্পতরুকার বলিয়াছেন—“অপৌরুষেয়ী ঋতিঃ পৌরুষেয়ীনাভুত্তি ন সহতে” অর্থাৎ অপৌরুষেয়ী ঋতি পুরুষকৃত আবৃত্তি সহ করে না অর্থাৎ আত্মীয়রূপে গ্রহণ করে না। এই কারণে বেদবাক্যের অর্থ “যাবদ্বচন”—যতগুলি পদ আছে, কেবলমাত্র সেই কয়টি হইতে যে অর্থ আসে তাহাই গ্রহণীয়, অধ্যাহারাদি দ্বারা অশ্রু অর্থ করা একেবারে অসম্ভব ; কারণ, সেই অধ্যাহৃত অর্থটি পৌরুষেয়ই হইয়া থাকে। তবে যে স্থলে গতান্তর নাই, তখন বেদেও অগত্যা বাক্যভেদ স্বীকার করিতে হয়। অতএব বেদে বাক্যভেদ সম্ভব পক্ষে অবশ্য পরিহরণীয়।

২য় পাঃ

মীমাংসা-দর্শনম্

১২৩

ইহাকে হেতুবিধি বলিলে বাক্যের শ্রোত অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে, অত্থা অর্থবাদ বলিলে বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা উচিত নহে। যদি বলা হয়—এই প্রকারে হেতুবিধি স্বীকার করিবার ফল কি, তাহা হইলে বলিব, দর্শী, স্থালী প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য অগ্নের সাধন অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা অগ্নি সম্পাদন করা হয়, সেইগুলির যে কোন একটি দিয়া হোম করিলেই চলিবে—শূর্ণ দিয়াই যে হোম করিতে হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। আর শূর্ণই যে অগ্নের করণ, তাহা নহে; কিন্তু দর্শী, স্থালী প্রভৃতিই অগ্নের করণ। যেহেতু শূর্ণ দিয়া কেবলমাত্র তণ্ডুলের আবর্জনা নিক্ষেপন করা হয়। কিন্তু দর্শী, স্থালী প্রভৃতি দিয়া অগ্নি পাক করা হয়। অতএব শূর্ণ অপেক্ষা দর্শী, স্থালী প্রভৃতিগুলিই অগ্নের সাধকতম বলিয়া প্রকৃত করণ। সুতরাং শূর্ণ, দর্শী, স্থালী প্রভৃতির বিকল্প গ্রহণ করাই পূর্বপক্ষের প্রয়োজন।

স্তুতিস্ত শব্দপূর্ববাদচোদনা চ তন্ত্ৰ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্তুতিঃ”—অর্থবাদ, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “শব্দপূর্ববাদঃ”—যে হেতু শূর্ণ যে অগ্নের করণ, তাহা শব্দপূর্ব অর্থাৎ ঋতি-বোধিত, “অচোদনা”—অবিধি বা বিধি নাই, “চ”—আর, “তন্ত্ৰ”—তাহার অর্থাৎ দর্শী, স্থালী প্রভৃতির।—যেহেতু ঋতি-দ্বারা শূর্ণেরই অগ্নিসাধনতা কথিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শী, স্থালী প্রভৃতির অগ্নিসাধনতার চোদনা অর্থাৎ বিধি বা বেদবচন নাই, সেই হেতু ইহা স্তুতি অর্থাৎ অর্থবাদ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর উক্তপ্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, শূর্ণের যে অগ্নিসাধনতাবোধক বাক্য, উহা অর্থবাদ। কারণ, এ স্থলে ঋতিতে শূর্ণকেই অগ্নের সাধন বলা হইয়াছে, কিন্তু দর্শী, স্থালী প্রভৃতিকে অগ্নের সাধন বলা হয় নাই। দর্শী, স্থালী প্রভৃতিও অগ্নের সাধন বটে, কিন্তু তাহাদের সেই অগ্নিসাধনতা অনুমানসিদ্ধ, আর শূর্ণের অগ্নিসাধনতা ‘শূর্ণেণ’ এই পদের তৃতীয়া ঋতি দ্বারা বোধিত। সুতরাং অলৌকিক অর্থে বেদই প্রমাণ বলিয়া বেদবোধিত শূর্ণের সহিত দর্শী, স্থালী প্রভৃতির বিকল্প হইতে পারে না। কারণ, তুল্যবল

দ্রব্যাদিরই বিকল্প হইয়া থাকে। কিন্তু শূর্ণের অন্নসাধনতা স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইয়াছে বলিয়া তাহা দক্ষী, স্থালী প্রভৃতির অনুমেয় অন্নসাধনতা অপেক্ষা দুর্বল। এই কারণে শূর্ণের সহিত স্থালী প্রভৃতির বিকল্প হইতে পারে না। আরও শ্রুতি-উপদিষ্ট হোমের করণাকাজ্ঞা শ্রুতিবোধিত শূর্ণের দ্বারাই চরিতার্থ হয় বলিয়া স্থালী প্রভৃতির হোমসাধনতাপ্রাপ্তির অবসর নাই।

ব্যর্থো স্তুতিরন্তাযোতি চেৎ ॥ ২৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “ব্যর্থো”—যাহা অর্থসাধক অর্থাৎ প্রয়োজননির্বাহক নহে তাহার সম্বন্ধে, “স্তুতিঃ”—প্রশংসা, “অন্তায্যা” অনুচিত,—“ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়—শূর্ণের দ্বারা যখন অন্নসম্পাদন হয় না, কিন্তু দক্ষী, স্থালী প্রভৃতির দ্বারাই অন্ননিষ্পাদন হইয়া থাকে, এই কারণে শূর্ণের প্রশংসা করা সম্ভব নহে। অতএব এ স্থলে হেতুবিধিই আশ্রয়ণীয় অর্থাৎ দক্ষী, স্থালী প্রভৃতি দ্বারাও হোম করা যাইতে পারে, ইহাই শ্রুতির আশ্রয়, তাহা হইলে তাহাও সম্ভব হইবে না। (কারণ কি, তাহা পরবর্তী সূত্রে বলা হইবে)।

অর্থস্তু বিধিশেষত্বাদ্ যথা লোকে ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। “অর্থঃ”—অর্থ বা সফলতা, “তু”—কিন্তু, “বিধিশেষত্বাৎ”—বিধির শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বলিয়া, “যথা লোকে”—যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তে। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেবদত্ত বলবান্ এইরূপ বলিলে যেমন তৎসজাতীয় হীনবল যজ্ঞদত্তাদি অপেক্ষাই তাহার বলবত্তা বুঝায়, সেইরূপ এ স্থলেও যে সমস্ত দ্রব্য অন্নের সাধন নহে, তাহাদের তুলনায় শূর্ণকে অন্নের সাধন বলা হইয়াছে। সুতরাং শূর্ণের স্তুতি বিধির শেষ বা অঙ্গ হইলে অসম্ভব নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়াছিলেন যে, শূর্ণে যখন অন্নসাধনতা নাই, তখন তাহার স্তুতি অনুচিত। ইহার উত্তরে

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঋতিমধ্যে যখন শূর্ণের দ্বারা হোমের কর্তব্যতা উক্ত হইয়া “তেন হ্রস্ব ক্রিয়তে” এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন লাঙ্গলাদি যে সমস্ত বস্তুর অন্তর্গত নাই অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা অগ্নি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তদপেক্ষা শূর্ণের অন্তর্গত নাই আছে বলিয়াই বিহিত শূর্ণের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু শূর্ণ অপেক্ষা অগ্নি কোনও বস্তুর প্রকৃষ্টসাধনতা আছে কি না, তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। যেমন ‘রাম বলবান’ বলিলে যদু, শ্রাম বা হরি অপেক্ষাই রামের বলবত্তা বুঝায়, কিন্তু সিংহব্যাভ্রাদি অপেক্ষা বলবৎ বুঝায় না, এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

যদি চ হেতুরবতিষ্ঠেত নির্দেশাৎ সামান্যাদিতি

চেদব্যবস্থা বিধীনাং স্মৃৎ ॥৩০॥

অস্মক্সার্থ। “যদি”—যদি, “চ”—আর, “হেতুঃ”—হেতুবিধি হয়, “নির্দেশাৎ”—(তথাপি) শূর্ণের নির্দেশ অর্থাৎ বিশেষভাবে উল্লেখ আছে বলিয়া, “অবতিষ্ঠেত”—(শূর্ণেরই হেতুতা) অবস্থিত হয়, “সামান্য ইতি চেৎ”—যদি বলা হয়, তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় কেবলমাত্র করণত্বসামান্য হেতু (দর্কী, স্থালী প্রভৃতিও গ্রহণীয়), “অব্যবস্থা”—অনিয়ম, “বিধীনাং”—বিধিসকলের, “স্মৃৎ”—হইবে। আর যদি উহা হেতুবিধিই হয়, তথাপি শূর্ণেরই হেতুতা ব্যবস্থিত হয়, কারণ, তাহারই নির্দেশ অর্থাৎ বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। যদি ‘শূর্ণেণ’ এই স্থানে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা করণসামান্য বিবক্ষিত বলিয়া দর্কী, স্থালী প্রভৃতিরও হেতুত্ব গ্রহণীয় এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে বিধিসকলের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী ‘তুয্যতু দুর্জ্জনঃ’ এই নিয়ম অনুসারে শূর্ণবাক্যের হেতুবিধি স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিতেছেন যে, ইহাকে হেতুবিধি বলিলেও শূর্ণ ভিন্ন অগ্নি কোনও বস্তুর হোমসাধনতা বিবক্ষিত হইতে পারে না।

কারণ, “যেহেতু আমাদের পাকশালায় অগ্নি বড় বেশী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্ম আমাদের বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে”—এইরূপ বলিলে যেমন অগ্নিরই দাহকতা বুঝায়, সেইরূপ এ স্থলেও হেতুর দ্বারা শূর্ণেরই হোমসাধনতা কথিত হইতেছে। আর ‘শূর্ণেণ’ এই পদের তৃতীয়াশ্রুতিবোধিত করণত্বসামান্যের দ্বারা দর্বী, স্থালী প্রভৃতিরও উপস্থিতি করিলে অত্র যে কোনও বস্তুরও হোমসাধনতা কল্পনা করিবার প্রসঙ্গ হয়। কারণ, কিঞ্চিন্নিরূপিতা হেতুতা প্রায় সকল বস্তুরই আছে। আর অনুমানের দ্বারা দর্বী প্রভৃতির উপস্থিতি করিলেও তাহা ‘শূর্ণেণ’ এই পদের প্রত্যক্ষ তৃতীয়া শ্রুতিবোধিত শূর্ণ অপেক্ষা দুর্বল হয় বলিয়া তাহাদের সহিত শূর্ণের বিকল্প হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব “তেন হুন্নং ক্রিয়তে” ইত্যাদি প্রকার হেতুবৎ প্রতীয়মান বাক্য হেতুবিধি নহে, কিন্তু অর্থবাদমাত্র। ইতি হেতুবল্লিগদ অধিকরণ।

তদর্থশাস্ত্রাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষন্নার্থ। “তদর্থশাস্ত্রাৎ”—যেহেতু তাহার অর্থ্যাৎ মন্ত্রের যে অর্থ অর্থ্যাৎ প্রয়োজন, তদ্বিসয়ক শাস্ত্র অর্থ্যাৎ বেদবাক্য আছে। যে হেতু মন্ত্রের দ্বারা যে অর্থ অর্থ্যাৎ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের অর্থস্মারকতারূপ প্রয়োজন সাধিত হইবে, তদ্বিসয়ক শাস্ত্র অর্থ্যাৎ অত্র বেদবাক্য আছে, এই কারণে মন্ত্রের অর্থ বিবক্ষিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থবাদাধিকরণে বিধি ছাড়া অত্র বেদভাগেরও প্রামাণ্য সাধারণভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তথায় অর্থবাদের প্রয়োজন কি, তাহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে মন্ত্রাংশের প্রয়োজন কি, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে—“তদর্থশাস্ত্রাৎ” ইত্যাদি “অনিত্যসংযোগানুজ্ঞানর্থক্যম্” ইত্যন্ত বাক্যগুলি একটি মন্ত্রেরই অংশ। আর প্রত্যেক অংশটি মন্ত্রের ‘মন্ত্রানর্থক্যম্’ এই অন্তিম পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তবে মন্ত্রটি অধিক বিস্তৃত বলিয়া ব্যাখ্যাসৌকর্যের নিমিত্ত ভগবান্ ভাষ্যকার এক একটি অংশ লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে “তদর্থশাস্ত্রাৎ” এইটি একটি অংশ; “মন্ত্রানর্থক্যম্” এই অংশের সহিত ইহার অন্বয়। এ স্থলে মন্ত্রানর্থক্যম্—অর্থ্যাৎ ‘মন্ত্রের নিম্নপ্রয়োজনতা’ এই অংশটি সাধ্য; আর ‘তদর্থশাস্ত্রাৎ’ ইত্যাদি

পঞ্চম্যন্ত পদগুলি ইহারই হেতু। পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—মন্ত্রের উচ্চারণই অদৃষ্ট-বিশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে—অর্থাৎ সেই সেই কণ্ঠে সেই সেই মন্ত্রসকল যথাযথভাবে উচ্চারিত হইলেই অদৃষ্ট বা অপূর্ব জগিয়া থাকে। আর তাহাতেই কৰ্ম্মটি ফলযোগ্য হয়। কিন্তু মন্ত্রের পদলভ্য অর্থ বজ্রাদি কণ্ঠের কোনও প্রয়োজন নির্বাহ করে না। কারণ, মন্ত্রের বাহ্য অর্থ, তাহা মন্ত্রের ব্রাহ্মণ-বাক্যেই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। আর বাহ্য অর্থ প্রকারান্তরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই অর্থে অত্র কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া মন্ত্রসকল অবিবক্ষিতার্থ—তাহার অর্থে কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু উচ্চারণই অদৃষ্টজনক।

যেমন অত্রি অর্থাৎ কাঠকুদাল গ্রহণকালে “গায়ত্র্যেণ হা ছন্দসাদদে জৈষ্ট্বেভেন হা ছন্দসাদদে জাগতেন হা ছন্দসাদদে পাঙ্ক্তেন হা ছন্দসাদদে” এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আর ইহার অর্থের দ্বারাই বস্তুবিশেষের আদান অর্থাৎ গ্রহণ বুঝায়। অথচ ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হইয়াছে—“তাং চতুর্ভিরজিমাভ্যন্তে” (তৈঃ সং—৫।১।১) অর্থাৎ চারিটি মন্ত্রে সেই অত্রি গ্রহণ করিবে। এইরূপ—“ইমামগৃভূন্ রশনায়ুতন্ত ইত্যম্ভাভিধানীমাদন্তে” (বাসং ২২।২)। এ স্থলে “ইমামগৃভূন্ রশনায়ুতন্ত” এই অংশটি মন্ত্র এবং “ইত্যম্ভাভিধানীমাদন্তে” এই অবশিষ্ট অংশটি ব্রাহ্মণ বা বিধায়ক। এ স্থলেও পূর্বের আয় ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারাই যখন মন্ত্রবাচ্য রশনায়ুতন্ত কথিত হইয়াছে, তখন মন্ত্রের দ্বারা অধিক অর্থ বিজ্ঞাপিত হয় না। এইরূপ “উরু প্রথস্ব” (বাসং ১।১২) ইহা একটি মন্ত্র। ইহার অর্থ, ‘হে পুরোডাশ! বাহাতে তুমি বিপুল হইতে পার, সেই ভাবে প্রসারলাভ কর। আবার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিতেছেন—“উরু প্রথস্বৈতি পুরোডাশং প্রথয়তি” (তৈঃ ব্রাঃ—৩।২।৮।৪) অর্থাৎ ‘উরু প্রথস্ব’ এই বলিয়া পুরোডাশকে প্রথিত—প্রসারিত করিবে। ইত্যাদি প্রকার স্থলে মন্ত্রের বাহ্য অর্থ, তাহা ব্রাহ্মণ-বাক্যেই কথিত হইতেছে বলিয়া মন্ত্রের অর্থ বিবক্ষিত হইতে পারে না। আর মন্ত্রের অনুরোধে যে ব্রাহ্মণ-বাক্যের অম্ভাধা করা হইবে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, বেদ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণস্বক হইলেও ব্রাহ্মণ বিধিপ্রধান। আর বিধিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মে প্রমাণ। আবার বিধির স্বার্থে প্রামাণ্য পূর্বে সাধিত হইয়াছে। যদি বিধিবাক্যের অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপ প্রয়োজন সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অপ্রামাণ্য হইবে, আর তাহার ফলে সমস্ত বেদেরই অপ্রামাণ্য উপস্থিত হইবে। এই কারণে মন্ত্রের অনুরোধে ব্রাহ্মণ

বাক্যের অন্ত্যাকরণ হইতে পারে না। অতএব মস্ত্রের অর্থ ব্রাহ্মণ-বাক্যেই কথিত হয় বলিয়া মন্ত্রসকলও অর্থবাদের দ্বারা স্বার্থে অপ্রমাণ। কেবলমাত্র উচ্চারণের দ্বারাই তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, যে হেতু, তাহাই অদৃষ্ট বা অপূর্বের জনক। (ইতি পূর্বপক্ষ আরম্ভ)।

বাক্যানিয়মাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “বাক্যানিয়মাৎ”—বাক্যবিষয়ে অর্থাৎ বাক্যঘটক পদসকলের ক্রমবিষয়ে নিয়ম আছে বলিয়া (মন্ত্রার্থ অবিবক্ষিত)। মন্ত্র সকল স্বার্থ-প্রতিপাদক নহে, যে হেতু মন্ত্রবাক্যের পদবিচ্ছাদ নিয়মবদ্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্র সকল যে স্বার্থপ্রতিপাদক নহে, তাহার আরও কারণ এই যে, মন্ত্র-ঘটক পদসকলের যে ক্রম আছে, তাহার অন্তথা করা যায় না। যেমন “অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ” এই মন্ত্রটির পদসকলের ক্রমভঙ্গ করিয়া যদি ‘অগ্নির্দীবোর্মূর্দ্ধা’ এই প্রকার করা যায়, তাহা হইলে তাহা যে বিফল হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং স্বার্থপ্রকাশ করাই যদি মন্ত্রের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ঐ প্রকার নিয়ম খাটিত না, যে হেতু মন্ত্রঘটক পদসকলের ক্রমভঙ্গ করিলেও অর্থপ্রতীতির কোনও অল্পপণ্ডিত হয় না।

বুদ্ধশাস্ত্রাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। “বুদ্ধশাস্ত্রাৎ”—বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাতবিষয়ের শাস্ত্র অর্থাৎ অনুশাসন আছে বলিয়া (মন্ত্রসকল স্বার্থে বিবক্ষাশূন্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। পায়ে জুতা পরিলে তাহাতে আবার যেমন জুতা পরা চলে না বা তাহা যেমন নিস্ত্রয়োজন, সেইরূপ যে বিষয়টি পূর্ব হইতে জানা আছে, মন্ত্রের দ্বারা তাহার বচন অশক্য অথবা তাহা নিস্ত্রয়োজন। ব্যক্তিকগণ পাঠকালে পূর্ব হইতেই স্ব স্ব কর্তব্য অবগত হইয়া থাকেন, কারণ, যে ব্যক্তি বাহাতে অভিজ্ঞ নহে, তাহার দ্বারা সেই কর্তব্য করা যাইতে পারে না। “অগ্নীদগ্নীন্ বিহর” (তৈঃ সং—৬।৩।১২) অর্থাৎ ‘হে অগ্নীত্র (ঋষিকুশিষেব) আগনি

অগ্নি লইয়া বিচার করুন' ইত্যাদি যে সমস্ত মন্ত্র ব্যক্তিকগণের কর্তব্যতাবোধক, তাহাদের স্বার্থপ্রতিপাদন জুতাপরা পারে পুনরায় জুতাপরার স্থায় প্রয়োজন-বিহীন। এই কারণে মন্ত্রসকলের স্বার্থ বিবক্ষিত নহে।

অবিদ্যমানবচনাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অবিদ্যমানবচনাৎ”—অবিদ্যমান বস্তুর বিষয় অর্থাৎ বাহার অস্তিত্ব নাই, তাদৃশ বস্তুর বিষয় বলা হইয়াছে বলিয়া (মন্ত্রসকলের অর্থ অনর্থক)।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রের অর্থ যদি বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের বাগ সাধন বা উপকরণ, তাহাই মন্ত্রের দ্বারা অভিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু “চত্বারি শৃঙ্খান্নয়ো অস্ত্র পাদাঃ যে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্ত্র” (তৈঃ আঃ ১০।১০।১৭, অথবা ঋগ্বেদ—৪।৫৮।৩) অর্থাৎ “ইহার চারিটি শৃঙ্খ, তিনটি চরণ, দুইটি মস্তক এবং সাতটি হাত” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ অসম্ভব। আর যদিই বা সম্ভব হয়, তথাপি তাহাতে যজ্ঞের কোনও উপকার হইতে পারে না। এই কারণেও মন্ত্রের অর্থ অবিবক্ষিত। আর তাহা হইলে ঐ সমস্ত মন্ত্রের কেবলমাত্র উচ্চারণই ক্রিয়াসম্পাদক হয়, কারণ, তাহাতেই অদৃষ্ট বা অপূর্ব জন্মে।

অচেতনেহর্থবন্ধাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অচেতনে”—চেতনাবিহীন দ্রব্যে, “অর্থবন্ধাৎ”—অর্থের অর্থাৎ সম্বোধনাদিরূপ অর্থের বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (মন্ত্র অবিবক্ষিতস্বার্থ)।

ভাষ্যভাবার্থ। “ওষধে ত্রায়শ্চৈনং, স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ” (তৈঃ সং—১।২।১।১) “শৃণোত প্রাবাণঃ” (তৈঃ সং—১।৩।১৩) ‘হে ওষধি! তুমি ইহাকে রক্ষা কর, হে স্বধিতি (কুঠার বা অস্ত্রবিশেষ, ক্ষুর)। তুমি ইহাকে হিংসা করিও না, হে প্রাবন অর্থাৎ প্রস্তরসকল। তোমরা শুন’ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রের অর্থ বাধিত। কারণ, এই সমস্ত স্থলে চৈতন্যশূন্য ওষধি, কুঠার, প্রস্তর প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। আর সম্বোধন অর্থ অভিযুখীকরণ

১৩০

মীমাংসা-দর্শনম্

[১ম অঃ

—বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ। কিন্তু চেতনাবিহীন জড় বস্তুর অভিযুক্তিকরণ হইতে পারে না। এই কারণে মন্তব্যসকলের অর্থ অবিবক্ষিত।

অর্থবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অর্থবিপ্রতিষেধাৎ”—অর্থের অর্থাৎ মন্তব্যটুক পদার্থ সকলের, বিপ্রতিষেধাৎ—পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া (মন্তব্যের অর্থ অনর্থক)।

ভাষ্যভাবার্থ। “অদিতিতোঁ রদিতিরন্তরিক্ষম্” (ঋগ্বেদ ১৮৯।১০)। অর্থাৎ ‘অদিতিই তৌ এবং অদিতিই অন্তরিক্ষ’ ইত্যাদি মন্তব্যের পদসকলের মধ্যে বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে। কারণ, একবার অদিতিকে ‘তৌ’ বলা হইয়াছে। আবার তাহাকে অন্তরিক্ষ বলা হইয়াছে। এইরূপ “একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োহবতস্বে। অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্” (বাঃ সং—১৬।৫৪) অর্থাৎ ‘রুদ্র এক জন, দ্বিতীয় নাই। জগতে সংখ্যাবিহীন সহস্র সহস্র রুদ্র’ ইত্যাদি মন্তব্যেরও অর্থে বিশেষভাবে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কারণ, একবার বলা হইয়াছে—রুদ্র এক, আবার বলা হইতেছে রুদ্র সহস্র সহস্র—অসংখ্য। এই প্রকারে মন্তব্যটুক—পদসকলের অর্থগত বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মন্তব্যের অর্থ বিবক্ষিত নহে।

স্বাধ্যায়বদবচনাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “স্বাধ্যায়বৎ”—স্বাধ্যায়ের স্থায়, “অবচনাৎ”—বচন নাই বলিয়া। যে হেতু বেদাধ্যয়নের যেমন “স্বাধ্যায়োহধ্যতব্যঃ” এই প্রকার বিধি আছে, প্রয়োগকালে মন্তব্যের অর্থ জানিবার তাদৃশ কোনও বিধি নাই। এই জন্য মন্তব্যের অর্থ অনর্থক। অথবা কোনও ব্রহ্মচারী কোন সময়ে অধ্যয়ন-কালে অবধাত মন্তব্য গ্রহণ করিতেছিল। আর সেই সময়ে “পূর্ণিকা” নামে কোনও নারী ত্রীহি অবধাত করিতেছিল (ধান কাঁড়িতেছিল)। এ স্থলে যেমন অবধাত হইতে থাকিলেও অবধাত মন্তব্যের অর্থ বিবক্ষিত নহে, সেইরূপ প্রয়োগকালেও মন্তব্যের অর্থ বিবক্ষিত নহে।

অবিজ্ঞেয়াৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অবিজ্ঞেয়াৎ”—অবিজ্ঞেয় বলিয়া অর্থাৎ এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে—যাহাদের অর্থ অবিজ্ঞেয়। এই কারণে সেইগুলি যেমন কেবলমাত্র উচ্চারণ-প্রয়োজনক, অপরাপর মন্ত্রও তজ্জপ।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রসকলের অর্থ কঙ্গামুঠানে অনর্থক, ইহার আরও হেতু এই যে, “অম্যক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টি রম্মে”, “হণ্যেব জর্ভরী তুক্রীতু”, “ইন্দ্রঃ সোমশ্চ কাণ্ডিকা” ইত্যাদি মন্ত্রের কোনও অর্থই হয় না। যদি মন্ত্রসকলের অর্থ বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে এইগুলিরও অর্থ থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। অতএব উক্ত মন্ত্র সকল যেমন কেবলমাত্র পাঠের দ্বারাই মন্ত্রের উপকারক, অন্তান্ত স্থলেও সেইরূপই হইবে।

অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অনিত্যসংযোগাৎ”—অনিত্য অর্থাৎ জননময়গণনীয় অর্থের সহিত সংযোগ অর্থাৎ বাচকতা সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “মন্ত্রানর্থক্যম্”—মন্ত্রসকলের স্বার্থ অনর্থক বা নিশ্চয়োজন। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। “কিং তে কৃষতি কীকটেষ্ণু গাবঃ” (৩।৫০।১৪) ইত্যাদি মন্ত্রে ‘কীকট’ নামক জনপদ, ‘নৈচাশাথ’ নামক নগর এবং ‘প্রমগন্দ’ নামক রাজ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যদি মন্ত্রের অর্থ বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ঐ সমস্ত জব্যের উৎপত্তির পরে এই মন্ত্রের রচনা হইয়াছে। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে অনিত্যবস্তুপ্রতিপাদক বলিয়া মন্ত্রসকলও অনিত্য হইয়া যায়। আর মন্ত্ররূপ অংশবিশেষ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে তদ্বারা সমগ্র বেদেরই অনিত্যতা-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, কঙ্গামুঠানরূপ অর্থপ্রকাশ করায় মন্ত্রের সার্থকতা নাই, তাহাতে মন্ত্রের আনর্থক্য বা প্রয়োজনশূন্যতা। কিন্তু উচ্চারণের দ্বারা অদৃষ্ট উৎপাদন করাই মন্ত্রের প্রয়োজন। অতএব মন্ত্র সকলের অর্থ বিবক্ষিত নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থঃ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অবিশিষ্টঃ”—বিশিষ্ট অর্থাৎ বিলক্ষণ নহে, “তু”—কিন্তু, পূর্বপক্ষব্যাবহিত্যচক, “বাক্যার্থঃ”—বাক্যের অর্থ। বৈদিক বাক্যের অর্থ লৌকিক প্রয়োগ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ বিলক্ষণ নহে, কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক উভয়ই বাক্যার্থ একরূপ অর্থাৎ অর্থপ্রকাশক। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রসকলের স্বার্থ বিবক্ষিত নহে, এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপিত হইলে তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, লৌকিক ও বৈদিক বাক্যের ভেদের কোন কারণ না থাকায় উভয়ই একপ্রকার। সুতরাং লৌকিক বাক্য হইতে যেমন বাক্যার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, বৈদিক বাক্য হইতেও সেইরূপই হইবে। যদি বলা হয়, মন্ত্রসকলের স্বার্থ বিবক্ষিত হইলে পূর্বোক্ত দোষসকল উপস্থিত হয়, এই কারণে মন্ত্রোচ্চারণ অদৃষ্টার্থক, তাহা হইলে বলিব—

“বস্তৃ দৃষ্টং ন লভ্যেত স্মৃত্তস্মাদৃষ্টকল্পনা।

অনুষ্ঠেয়স্মৃত্তেহ মন্ত্রোচ্চারণমর্থবৎ ॥”

অর্থাৎ ‘যে স্থলে দৃষ্ট প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না, তথায় অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ মন্ত্রসকল হইতে অনুষ্ঠেয় কর্মের স্মরণ হয় বলিয়া তাহাই মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন।’ সুতরাং যজ্ঞের বিষয় এবং যজ্ঞাঙ্গসকলের প্রকাশ করিগাই মন্ত্রোচ্চারণ সার্থক হইয়া থাকে। অতএব মন্ত্রসকলের স্বার্থে আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইতে পারে না। তবে যে স্থলে মন্ত্রের অর্থ অনুষ্ঠেয় বিষয় প্রকাশের উপযুক্ত নহে, তথায় অগত্যা কেবলমাত্র অদৃষ্ট অর্থাৎ অপূর্বকেই মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন বলিতে হয়। আর পূর্বপক্ষী যে সমস্ত আক্ষেপ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমাধান পরবর্তী সূত্রসকলে একে একে বলা যাইতেছে।

গুণার্থেন পুনঃশ্রুতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। “গুণার্থেন”—গুণিবধানরূপ প্রয়োজনের জন্ত, “পুনঃশ্রুতিঃ”—পুনরার শ্রুতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্য (পঠিত হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। “তাং চতুর্ভিরভিমাদন্তে” (শঃ ব্রাঃ—৩৩।১।১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে যে মন্ত্রপ্রকাশিত বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে, চতুঃসংখ্যারূপ

গুণবিধান করাই তাহার উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, অভ্রিগ্রহণ-বিষয়ক চারিটি যন্ত্র আছে। আর তাহার যে কোন একটি উচ্চারণ করিয়াই অভ্রি গ্রহণ করা বাইতে পারে। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ বলিয়া দিতেছেন যে, অভ্রিগ্রহণকালে চারিটি যন্ত্রই পাঠ্য। অতএব এতাদৃশ স্থলে পুনরুল্লেখ না হওয়ার মন্ত্রের স্বার্থ প্রকাশের কোনও বাধা নাই।

পরিসংখ্যা ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। “পরিসংখ্যা”—অন্তনিবৃত্তি। “ইত্যথাভিধানীমাদত্তে” ইত্যাদি স্থলে পরিসংখ্যা অর্থাৎ ইতরব্যাবৃতির জন্তই ব্রাহ্মণবাক্য পঠিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে “ইমামগৃত্নন্ রশনায়তন্ত ইত্য-
থাভিধানীমাদত্তে” (বাঃ সং—২২।২) ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তথায়ও পুনরুল্লেখ নাই, কারণ, ‘অশ্বরশনা’ এবং ‘গর্দভরশনা’ উভয়েরই প্রাপ্তিসম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণবাক্য বলিতেছেন যে, গর্দভরশনা গ্রহণীয় নহে—কিন্তু অশ্বরশনাই গ্রাহ্য। ঐ প্রকার বিধি না থাকিলে সেখানে গর্দভরশনাও গ্রহণীয় হইতে পারিত, কারণ, অশ্বরশনার জায় তাহাও প্রকরণপ্রাপ্ত। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণোপদিষ্ট পরিসংখ্যাবিধি গর্দভরশনার ব্যাবৃতি করিয়া দিতেছে। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, পরিসংখ্যা অর্থাৎ অন্তনিবৃত্তি স্বীকার করিলে ত্রিবিধ দোষ উপস্থিত হয়, বধা—ঋত অর্থাৎ বাক্যপ্রাপ্ত গর্দভরশনা-গ্রহণরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া ঋতার্থত্যাগ, গর্দভরশনা-গ্রহণত্যাগরূপ অশ্রুত অর্থের কল্পনা, এবং প্রকরণ বা লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্যবশতঃ প্রাপ্ত গর্দভরশনার বাধ (কারণ, অশ্বরশনার জায় গর্দভরশনাও প্রকরণ বা লিঙ্গ অনুসারে গ্রহণীয় হইতেছিল, কিন্তু পরিসংখ্যা দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া অশ্বরশনা গ্রহণেই পর্যাবসিত হয়) এইরূপে ত্রিবিধ দোষের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এই উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ প্রাপ্তবিষয়ের বদি বাধ হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার ত্রিবিধ দোষের সম্ভাবনা হইত বটে। কিন্তু এস্থলে প্রকরণ বা লিঙ্গবশে গর্দভরশনার প্রাপ্তির পূর্বেই অশ্বরশনা প্রত্যক্ষঋতি-বোধিত হওয়ার প্রাপ্তার্থবাধ হইতে পারে না। কারণ, প্রকরণ বা লিঙ্গ স্বয়ং বিনিয়োজক নহে, কিন্তু প্রকরণের দ্বারা বাক্য, বাক্যের দ্বারা লিঙ্গ বা সামর্থ্য এবং সামর্থ্যের দ্বারা বিধায়িকা ঋতি অনুমিত হয়। আর “ইত্যথাভিধানীম্” এ স্থলে

প্রত্যক্ষ ক্রতিই অধরশনা গ্রহণের বিধান করিতেছে। এই কারণে প্রত্যক্ষ ক্রতি অপেক্ষা লিঙ্গ বা প্রকরণ পরবর্তী বলিয়া তাহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ক্রতি কর্তৃক কোনও পদার্থ প্রাপ্ত হইবার পরেই অল্প পদার্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষক্রতি যৎকালে কোনও পদার্থের বিধান করে, তখন লিঙ্গাদি-বিহিত পদার্থের প্রাপ্তি বা উপস্থিতি নাই বলিয়া তাহার বাধও হইতে পারে না। কারণ, অপ্রাপ্তের বাধ হয় না। সুতরাং এ স্থলে প্রাপ্তার্থবাধ হয় না বলিয়াই নিবেদনরূপ পরার্থের কল্পনা এবং বিধির স্বার্থত্যাগও হয় না। এই কারণে মীমাংসকগণ বলেন যে, প্রাপ্ত পরিসংখ্যাতেই দোষত্রয়ের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যা দোষশূন্য। অতএব ত্রিবিধ দোষের একটিও এ স্থলে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং পরিসংখ্যা বশতঃ এ স্থলেও পুনরুৎপত্তি নাই।

অর্থবাদো বা ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। “অর্থবাদঃ”—অর্থবাদ, “বা” (এব)—আশঙ্কিত বিফলতার নিবারণার্থক। “উরুপ্রথস্বেতি প্রথয়তি” এই স্থলে অর্থবাদ আছে বলিয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থে মন্ত্রার্থের অমুবাদ করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। “উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি” (১তঃ ব্রাঃ—৩২।৮।৪) এই ব্রাহ্মণবাক্যটি মন্ত্রের বিষয়ক নহে কিংবা মন্ত্রের প্রশংসাও নহে, কিন্তু উহা “যজ্ঞপতিমেব তং প্রথয়তি” এই অর্থবাদটির নিমিত্ত মন্ত্রার্থেরই অমুবাদ মাত্র। ফল কথা, উহার দ্বারা মন্ত্রপ্রাপ্ত প্রথন প্রশংসিত হইয়াছে।

অবিরুদ্ধম্ পরম্ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। “অবিরুদ্ধম্”—বিরুদ্ধ নহে, “পরম্”—দ্বিতীয় বচনটি। “বাক্যানিয়মাৎ” এই বচনটি আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন—“অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ” ইত্যাদি মন্ত্রসকলের পদবিভাগ নিয়তক্রম বলিয়া অর্থাৎ উহাদের পদবিভাগের ক্রম অপরিবর্তনীয় বলিয়া উহা অদৃষ্টার্থক। আমরাও ইহা স্বীকার করিয়া থাকি। যে ভাবে মন্ত্রটি পঠিত আছে, ঠিক সেই ভাবেই তাহা উচ্চারণীয়; ব্যতিক্রম করিয়া উচ্চারণ করিলে আর তাহা অদৃষ্টের অর্থাৎ যাগীয় ফলের সাধনীভূত অপূর্বের

জনক হইবে না। তবে আমরা এইটুকুমাত্র অধিক বলি যে, অদৃষ্টের অনুবোধে অর্থপ্রকাশরূপ দৃষ্ট প্রয়োজনের অপলাপ করা উচিত নহে, যেহেতু অদৃষ্ট দৃষ্টবিষাতক হইতে পারে না; কারণ, দৃষ্টের উপপাদনের জন্তই অদৃষ্ট কল্পিত হইয়া থাকে। এইজন্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—

“নাদৃষ্টং দৃষ্টবাতকম্” (কুসুমাজলি—৫১৪)

অতএব দ্বিতীয় দৃশ্যটি আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নহে।

সম্প্রায়ে কর্মগর্হানুপালম্ভঃ সংস্কারত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। “সম্প্রায়ে”—“অগ্নীদগ্নীন্ বিহর” ইত্যাদি প্রেষণে, “কর্মগর্হা”—কর্মের অর্থাৎ জ্ঞাত-কর্মের গর্হা অর্থাৎ পুনরায় জ্ঞাপনরূপ যে নিন্দা বা দোষ উদাহৃত হইয়াছে তাহা, “অনুপালম্ভঃ”—উপালম্ভ অর্থাৎ নিন্দা বা দৃশ্য নহে, “সংস্কারত্বাৎ”—যেহেতু উহা দ্বারা অগ্নীশ্বের সংস্কার হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। “বুদ্ধশাস্ত্রাৎ” এই শূত্রে পূর্বপক্ষবাদীর যে দৃশ্য উদ্ভাবন, তাহাও দোষের নহে; কারণ, তথায়ও মন্ত্রের দ্বারা অদৃষ্টের বিষয়ের স্মরণ হইয়া থাকে। আর মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ করিলেই অদৃষ্ট অর্থাৎ বাগীর অপূর্ব নিশ্চয় হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। সুতরাং তাদৃশ স্থলে মন্ত্রের দ্বারাই স্মরণ করিতে হইবে, এই প্রকার নিয়মবিধিই কল্পিত হইয়া থাকে। “সংস্কারার্থাৎ” ইহার অর্থে শ্রীমৎ কুমারিল-ভট্টপাদ বলেন—স্মৃতি উদ্বোধকসাপেক্ষ; আর মন্ত্র স্মরণীয় বিষয়ের সেই উদ্বোধনরূপ সংস্কার সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রের দ্বারা অগ্নীশ্বের সংস্কার অর্থাৎ স্মৃতির উদ্বোধন হয় বলিয়া উহা নিরর্থক নহে। সুতরাং জুতা-পরা পারে পুনরায় জুতা পরিবার দৃষ্টান্তে এস্থলে প্রয়োজ্য নহে।

অভিধানেহর্থবাদঃ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। “অভিধানে”—অভিধানবিষয়ে অর্থাৎ অবিদ্যমান বিষয়ের বচন সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তাহা, “অর্থবাদঃ”—প্রশংসা অর্থাৎ গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী 'অবিভক্তমানবচনাৎ' এই মূত্রে যে আপত্তি উঠাইয়াছেন, তাহা অর্থবাদ। কারণ,

চত্বারি শৃঙ্গাজ্জরো অশ্রু পাদা দে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অশ্রু।

ত্রিধা বন্ধো বুযভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্য্যাবিবেশ।

(ঋগ্বেদ—৪।৫৮।৩।)

এই মন্ত্রটিতে রূপকচ্ছলে যজ্ঞপুরুষের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞপুরুষের চারি শৃঙ্গ অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্যু, উদগাতা এবং ব্রহ্মা এই চারি জন ঋত্বিক যজ্ঞের শৃঙ্গ অর্থাৎ চূড়াস্বরূপ। ইহার তিনটি চরণ অর্থাৎ প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিনসবন এবং তৃতীয়সবন এই তিনটি সবন তিনটি পাদস্বরূপ। ইহার দুইটি শীর্ষ অর্থাৎ যজমান এবং তৎপত্নী এই দুই জন দুইটি মস্তকস্বরূপ। ইহার সাতটি হাত অর্থাৎ গায়ত্রী, উষিক্, অহুষ্টিপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টপ্ এবং জগতী এই সাতটি হস্তঃ সাতটি হস্তস্বরূপ। ইহা ত্রিধা বন্ধ অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ এই তিনটি বেদের দ্বারা ঋগ্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবিধ মন্ত্রে তিন রকমে বন্ধ। ইহা বুযভ— অর্থাৎ কামবর্ষণকারী অর্থাৎ সেই সেই কামনা সফল করে। ইহা 'রোরবীতি'—পুনঃ পুনঃ শব্দ করে অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিকগণের 'স্তোত্র', 'শল্প' প্রভৃতির আবৃত্তির শব্দে শব্দায়মান। "ইহা মহো দেবঃ" মহান্ দেব অর্থাৎ পরিপূর্ণ যজ্ঞপুরুষ। এবং ইহা "মর্ত্য্যাবিবেশ"—মনুষ্যাগণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, কারণ, ত্রৈবিক মনুষ্যাগণই যজ্ঞের অধিকারী। কবিকাব্যাধিমধ্যে যেমন 'চক্রেবাকস্তুনী, হংসদন্তাবলী (হংসরূপ-দন্তপংক্তিবিশিষ্ট), কাশবস্ত্রা, শৈবালকেশিনী নদী' ইত্যাদি প্রকার রূপক বর্ণনা আছে, এ স্থলেও সেইরূপ রূপকচ্ছলে যজ্ঞপুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে। * সুতরাং ইহা অবিভক্তমান বচন নহে।

* এই মন্ত্রটি গুণার্থক। ভগবান্ পতঞ্জলির মতে ইহার দ্বারা মহাদেবরূপ শব্দ-ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নিরুক্তকার যাক্ষ বালন, মন্ত্রটি যজ্ঞপুরুষের স্বরূপ-প্রতিপাদক। তন্মধ্যে নিরুক্তকারের মতানুসার ব্যাখ্যা ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে (বঙ্গানুবাদমধ্যে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে)। সর্বদর্শ্যসংগ্রহে পাণিনীর দর্শন প্রকরণে এবং ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় ব্যাকরণের উপযোগিতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে পূজাপাদ সায়নভাট্টা মহাভাষ্য অনুসারে যে ব্যাখ্যা করিয়া ছ, যাহা মহাভাষ্যের প্রারম্ভেই আছে, তাহা এষ্ট—, "ইহার চারিটি শৃঙ্গ—নাম, আধাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চতুর্বিধ পদসমষ্টি চারি শৃঙ্গের স্থায়। ইহার তিনটি পাদ—ভূত, ভবৎ ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়

এইরূপ “অচেতনে অর্থসম্বন্ধাৎ” এই সূত্রে যে আপত্তি উঠান হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। সেই আপত্তিও “অভিধানে অর্থবাদঃ” এই সূত্রেই সমাহিত হইয়াছে। ‘ওষধে ত্রায়শ্চেনং’ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ’ (ভৈঃ সং—১২।১।১) ইহা বপনমন্ত্র। যজ্ঞের কেশাদিবপনরূপ সংস্কার-কালে বথাক্রমে কুশ এবং ক্ষুরকে উদ্দেশ্য করিয়া উহা পাঠ্য। উহার তাৎপর্য এইরূপ—যে বপনকর্মে অচেতন ওষধি এবং অল্পও ত্রাণ করে—হিংসা করে না, তাহাতে চেতনাবান্ বপনকর্তা (নাপিত) যে ত্রাণ করিবে, হিংসা করিবে না, ইহা কি আর বলিতে হইবে? “শৃণোত গ্রাবাণঃ” ইত্যাদি (ভৈঃ সং—১৩।১৩।১) মন্ত্র প্রাতঃকালীন অনুবাক অধ্যয়ন-কালে পাঠিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই

তিনটি চরণের স্তায়। দুইটি শীর্ষ—মুবন্ত এবং তিঙন্ত এই দুই প্রকার বিভক্তি দুইটি মন্তরূপ। ইহার সাতটি হাত অর্থাৎ সাতটি মুবন্ত বিভক্তি সপ্ত হস্তের সমান। ইনি ত্রিধা বদ্ধ—উঃ (বন্ধঃ), কঠ এবং মন্তক এই তিনটি স্থানের বিশেষ সম্পর্কে অভিযুক্ত হয় বলিয়া তিন প্রকারে আবদ্ধ। ইনি বৃষভ—কারনাবর্ণকারী। ইনি বিশেষভাবে রব করিতেছেন অর্থাৎ শব্দ করিতেছেন কিংবা শব্দবিবর্তপ্রণেতার প্রসার করিতেছেন। ইনি মহাদেব অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। ইনি মনুয্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত জীবগণ তাহা হইতে অভিন্ন হইলেও (কারণ, জগৎ শব্দব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া তাহাতেই অধ্যাত্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কল্পিত; আর কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই বলিয়া অধিষ্ঠান হইতে কল্পিত বস্তুর ভেদ নাই)। মনুয্যগণের মধ্যেই বিশেষভাবে একট হইয়া থাকেন।

বৈশ্বদেবত্বমধ্যে উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য মন্ত্রটির বিনিয়োগ অনুসারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারার্থ এইরূপ—যদিও এই সূক্তটির অগ্নি ও তৃভূতি পাঁচ জন দেবতা বলিয়া এই মন্ত্রটিকে পাঁচ রকমে ব্যাখ্যা করা উচিত, তথাপি নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থে যে পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে ইহা যজ্ঞাত্মক অগ্নির এবং সূর্য্যের অর্থপ্রকাশক বলিয়া অগ্নিকে সূর্য্যের সহিত অভিন্ন ধরিয়া সূর্য্যপক্ষেই ব্যাখ্যা বলা যাইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রিকগণ ইহাকে শব্দব্রহ্মগণ করিয়া এবং অপরাপর মনোবিগণ অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেন। সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা বধা—

দিনমানের চারি প্রচর চারিটি শৃঙ্গরূপ। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই তিনটি প্রধান ঋতু তিনটি চরণের সমান। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—এই অয়নদ্বয় দুইটি মন্তকর তুলা। (সূর্য্যর) সাতটি অক্ষ সাতটি হস্তের স্তায়; এবং প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন ও তৃতীয় সবন—এই তিনটি সবনের দ্বারা ত্রিধাবদ্ধ। ইনি বৃষ্টির হেতু বলিয়া বৃষভ। মেঘ শব্দের দ্বারা ইনি মহাশব্দ করেন এবং সমস্ত মানবসমাজে প্রসিদ্ধ বলিয়া মহাদেব। আর ইনি

বে, যখন অচেতন প্রস্তরাদিও পঠ্যমান অল্পবাক শ্রবণ করে, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ তাহা অবশ্যই শুনিবেন । *

গুণাদিবিপ্রতিষেধঃ ॥৩৯॥

অক্ষরার্থ। “গুণাৎ”—গৌণ প্রয়োগ বলিয়া, “অপ্রতিষেধঃ”—
বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ না ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী “অদিতিত্তো রদিতিরন্তুরক্ষঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে যে বিরোধ দেখাইয়াছেন, তাহাও ‘হজুর! আপনিই মা-বাপ’ ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগের জ্ঞান গোণার্থক । এই কারণে উহাতে কোন প্রকার বিরোধের প্রসঙ্গ নাই । আর “একো রুদ্রঃ” এবং “সহস্রাণি সহস্রশো বে রুদ্রাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যেও বিরোধ হইতে পারে না । কারণ, যে কর্তৃ একরুদ্রদৈবত্যা অর্থাৎ একটি রুদ্র যে কর্ত্ত্বের দেবতা, “একো রুদ্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তাহাতেই পাঠ্য ।

সমস্ত মানবের মধ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সকলকে উৎসাহিত করেন । যে হেতু হৃষীকেশঃ সকলেই উৎসাহযুক্ত হইয়া থাকে । বার্ত্তিককার শ্রীযৎ কুমারিলভট্টপান্ডেও এইরূপ অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

* এরূপ স্থলে বেদান্তিগণ অন্তপ্রকার উপপত্তি দেখাইয়া থাকেন । “অভিমানি-
ব্যাপদেশস্ত বিশেষান্তুগতিভাষ্য” (বেদান্তদর্শন—২।১।৫) এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভগৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“মুদব্রবীৎ, আপোৎক্রবন্” (শঃ পঃ ব্রাঃ—৬।১।৩২, ৪) অর্থাৎ ‘মুস্তিকা বলিল, জল বলিল’, “তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত” (ছাঃ—৬।২।৩, ৪) অর্থাৎ “তেজ ঐক্ষণ করিল, জল ঐক্ষণ করিল”, “তে হোম প্রাণা অহঃশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” অর্থাৎ “সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয়গণ) স্ব স্ব প্রাণাত্মের জন্ত বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মের সমীপে গিয়াছিল” ইত্যাদি স্থলে অচেতন ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে চেতনবৎ আচরণ কথিত হইয়াছে, তাহা জড় ভূতেন্দ্রিয়বর্গের নহে, কিন্তু উহা ‘অভিমানি-
ব্যাপদেশ’—অর্থাৎ মুস্তিকা, জল, তেজঃ, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অভিমানিনী যে সমস্ত চেতন দেবতা আছেন, উহা তাঁহাদেরই উল্লেখ বুঝিতে হইবে, যে হেতু প্রতিমধ্যে ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অচেতন এবং তদ্ভোক্তা চেতনের বিশেষত্ব কথিত হইয়াছে এবং “অগ্নিবীর্গভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” (ঐঃ আঃ—২।৪।২।৪) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে সর্বত্র বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দেবতার অনুগতি অর্থাৎ অনুগম বা অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে আশ্রয় কথিত হইয়াছে । সুতরাং যে স্থানে অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তথায়ও সেই সেই পদার্থের অভিমানিনী চেতন দেবতা সকলকেই সেই সেই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

আর যে কর্ম শতরুদ্রদেবতা, “সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তাহাতেই পঠনীয়। অতএব কর্মভেদ-নিবন্ধন দেবতার ভেদ হওয়ার কোনও অসামঞ্জস্যের অবসর নাই। *

* উক্ত প্রকারে সমাধান নির্দেশ হইলেও এরূপ জিজ্ঞাসা উদ্ভিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, রুদ্রকে একবার এক এবং আর একবার অসংখ্য বলায় রুদ্রের স্বরূপ কীদূশ বুঝিতে হইবে? মীমাংসকগণ বিগ্রহবতী দেবতা স্বীকার করেন না (নবম অধ্যায়ের প্রথমে দেবতাধিকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার হইবে) এই কারণে তদনুসারে ভাষ্যোক্ত উক্তই পর্যাপ্ত। তাহাতে যদি পরিভ্রান্ত না হয়, সেই অল্প বোধান্তিগণ ইহার যে প্রকার সমাধান বলেন, তাহা বলা যাইতেছে। রুদ্র এক ছাড়া অনেক নহে। কিন্তু সহস্র বা কোটি কোটি মূর্তি সেই এক রুদ্রেরই মহিমা বা বিভূতি ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কারণে বৃহদারণ্যক উপনিষদে শাকল্য-বাজ্জবল্য-সংবাদ কথিত হইয়াছে “ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা” “মহিমান এব এবাসেতে ত্রয়স্ত্রিংশ্বেব দেবাঃ।” “একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তাদিত্যাচক্ষতে”, (বৃঃ উঃ—৩।১।১,২,৩) অর্থাৎ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, বাজ্জবল্য! দেবতা কতগুলি? বাজ্জবল্য প্রথমবারে উত্তর দিলেন—তিন শত তিন; দ্বিতীয় বারে উত্তর দিলেন—তিন হাজার তিন; পরে বলিলেন দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটি; ঐ সমস্ত ইহাদেরই মহিমা। সর্ব-শেষে উত্তর দিলেন—দেবতা এক, তিনি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকেই জ্ঞানিগণ ‘তাত্’ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।” আমাদের দেবতা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি—এই প্রবাদ অমূলক নহে, কারণ, উক্ত শাস্ত্রমতে উহাও ঐ তেত্রিশটি দেবতারই মহিমা বা বিভূতি। আবার তেত্রিশটি দেবতাও একে পর্যাবসিত হন। যদিও অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি এই সমস্ত বিভিন্ন নামধারী দেবতার সমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐতিমধ্যে তেত্রিশটি দেবতা বলা হইয়াছে, তথাপি একই ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদ অনুসারেই ঐ প্রকার ভেদ বুঝিতে হইবে। এই অল্প ঐতি পরক্ষণেই বলিয়াছেন—“একো দেব ইতি প্রাণ ইতি, স ব্রহ্ম তাদিত্যাচক্ষতে”। অল্পত্রয়ো ঐতি বলিয়াছেন—

ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণঃ সন্নিবাহ রথো দিব্যঃ স হুপার্যো গরুদ্বান্।

একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যাগ্নিঃ যমঃ মাতরিখানমাহঃ। (কথোব—১।১৬৪।৪৬)
কলিতার্থ এই যে, একই ‘সৎ’ বস্তুকে ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুদ্বান্, যম, মাতরিখা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই অল্প বোধার্থবিৎ পূজাপাদ সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমপিকাণ্ড বলিয়াছেন “পরমেশ্বরঃ ইন্দ্রা দ্বিপোষাহানঃ” অর্থাৎ ‘যে হেতু পরমেশ্বরই ইন্দ্রাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন’। অতএব “এক এব রুদ্রঃ” এবং “সহস্রশো রুদ্রাঃ” এই মন্ত্রবয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই এবং অর্থেরও কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

বিদ্যাবচনমসংযোগাৎ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। “বিদ্যাবচনম্”—(বিদ্যা—অবচনম্) মাণবকের অবদ্যাতমস্ত্র পাঠ অবচন অর্থাৎ অবদ্যাতরূপ অর্থের প্রকাশক নহে, “অসংযোগাৎ”—যে হেতু তথায় যজ্ঞের সংযোগ অর্থাৎ সংস্রব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী “স্বাধ্যায়বদবচনাৎ” এই স্থলে যে আপত্তি উঠাইয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, পূর্ণিকা নামক নারীর দ্বারা অবহনন এবং ব্রহ্মচারীর অবদ্যাত-মস্ত্রপাঠ—ইহাদের যে এককালীনতা, তাহার মধ্যে কোনও বাচনিক সংযোগ নাই। অর্থাৎ পূর্ণিকা যজ্ঞের জন্ত অবহনন করিতেছে না এবং ব্রহ্মচারীও যজ্ঞের জন্ত মস্ত্রপাঠ করিতেছে না। কিন্তু তাহা কাকতালীয়বৎ বাদৃষ্টিক। এই কারণে মাণবককর্তৃক পঠ্যমান অবদ্যাতমস্ত্র তথায় অর্থপ্রকাশক নহে। কিন্তু যজ্ঞের মস্ত্রপাঠ বাচনিক অর্থাৎ শাস্ত্রবচনসিদ্ধ; এবং তাহাদের মধ্যে তাদৃশ বাচনিক বা বৈধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্ত এ স্থলে স্বতঃপ্রাপ্ত অর্থ-প্রকাশ নিবারণীয় নহে। অথবা, স্বাধ্যায়-বিধি স্থলের দ্বারা এখানেও বিদ্যাবচন (বিদ্যা—অবচন) বিদ্যার অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের অবচন অর্থাৎ অবিধান, অসংযোগাৎ অর্থাৎ অর্থসিদ্ধত্বাৎ। ফলিতার্থ এই যে, স্বাধ্যায়বিধি স্থলে যেমন অর্থববোধ বিধিবোধিত নহে, যে হেতু তাহা অর্থসিদ্ধ, সেইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ স্থলেও অনুষ্ঠের অর্থের প্রকাশ অর্থসিদ্ধ। কারণ, স্বাধ্যায়াদ্যয়ন দ্বারা মন্ত্রসকলও পাঠ্য এবং তাহার অর্থবোধও স্বাভাসিক।

সতঃ পরমবিজ্ঞানম্ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। “সতঃ”—বিদ্যমান অর্থের, “অবিজ্ঞানং”—না জানা, “পরম্”—মূল। “স্বপ্যেব” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ আছে, কিন্তু তাহা দুর্বোধ বলিয়া সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত থাকায় পূর্বপক্ষীর জ্ঞান নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী “স্বপ্যেব জর্ভরী,” “অম্যক্ সা” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থই হয় না, এই প্রকার যে আপত্তি উঠাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এই সকল মন্ত্রেরও অর্থ আছে। কিন্তু তাহা প্রমাদ, অালস্য প্রভৃতি কারণ

বশতঃ সাধারণের বিদিত নাই। নিগম, নিরুক্ত এবং ব্যাকরণের পর্যালোচনা করিয়া উহাদের অর্থ জ্ঞাতব্য। *

* স্থাণব ইত্যাদি সমগ্র মন্ত্রটি বর্ণা—

স্থাণব জর্ভরী তুর্করীতু নৈতোশেব তুর্করী পর্করীকা।

উদম্ভজৈব জেমনা মদেরা তা মে জরাযু মর্যু। (স্বধেদ—১০।১০৬৩)

অন্তর্থাৎ—“স্থাণা” ইব—অন্ধশেব দ্বারা তাড়নের বোঁগা গজঘয়ের জ্বাঘ, “জর্ভরী”—বিক্রমপ্রকাশকারী, “তুর্করী”—হিংসাকারী, “নৈতোশা” ইব—যুদ্ধে শত্রুবধকারী (গজঘয়ের) জ্বাঘ, “তুর্করী”—তুরাযুক্ত অর্থাৎ কিপ্রহস্তে শত্রুবধকারী, “পর্করীকা”—শোভাযুক্ত, “উদম্ভজা” ইব—বর্ধা-কালীন চাতকঘরের জ্বাঘ, “জেমনা”—জলযুক্ত অর্থাৎ কল পাঠা, “মদেরা”—মস্ত্র অর্থাৎ আনন্দিত, “তা”—সেই (অধিনীকুমার) দুইজন, “জরাযু মর্যু”—জরামরণশীল অর্থাৎ শরীর, “অজরম”—জরাহীন (করুন) এ স্থল “স্থাণা, নৈতোশা, উদম্ভজা, জেমনা এবং তা”—এই পদগুলিতে দ্বিবিচনস্থানে বৈদিক নিয়মানুসারে ‘আ’ হইয়াছে। মন্ত্রটির সরলার্থ এইরূপ,—যক্ষ প্রেরিত গজঘয়েব জ্বাঘ বাঁহাবা অভিশয় বিক্রম প্রকাশ করত কিপ্রহস্তে শত্রুগণের উৎসাদন করিয়া দক্ষতাবশত শোভা পাঠিত থাকেন এবং চাতক যেমন জললাভ করিয়া আনন্দিত হয়, বাঁহারা ভক্তের প্রতি সেইরূপ প্রীত হন সেই অধিনীকুমারের আমার জরামরণশীল এই দেহকে অজর ও অমর করুন। (ভূতাংশ নামক কোনও ঋষি এই মন্ত্রের দ্বারা অধিনীকুমারঘরের স্তব করিয়াছিলেন)।

অমাক্ সা ইত্যাদি সমগ্র মন্ত্রটি বর্ণা—

অমাক্ সা ত ইল্ল বৃষ্টি স্মৈ সনেন্যভুঃ মরুতো জুসতি।

অগ্নিশ্চিহ্নি যাতসে শুভকানাপো ন দ্বীপং দধতি প্রয়াংসি। (১।১৬।১০)

অন্তর্থাৎ—“অমাক্” সহচারী, “সা”—সেই প্রসিদ্ধ, “তে”—তোমার, “ইল্ল”—হে ইল্ল, “বৃষ্টি”—অস্ত্রবিশেষ বা বহু, “অম্ন”—আমাদের “সনেনি”—পুষ্প (সঞ্চিত), অভুঃ—জল, “মরুতঃ”—বায়ু (ইল্লের বাহন পর্জন্ত), “জুঃসতি”—নিষ্কেপ করে বা বর্ষণ করে, “অগ্নিঃ চিৎ”—অগ্নির জ্বাঘ, “হি ন্ম”—পাদপূর্ব্বার্থক অব্যয়, “অভসে”—শুষ্ক ভূপে, “শুভকান্”—দীপ্যমান, “আপঃ”—জল, (“ই”—যেমন), “দ্বীপন্”—দ্বীপকে, “দধতি”—ধারণ করে, “প্রয়াংসি”—অন্ন (শস্তাদি)। ইহার সরলার্থ,—হে ইল্ল! শুষ্ক ভূপক্ষে প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন শোভা পায়, তোমার নিত্যসহচারিণী যে বৃষ্টি (বহু), তাহাও সেইরূপ নির্দোষে শোভা পাঠিয়া থাকে, এবং তাহা তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার সেই বহু তোমার অনুগ্রহে আমাদেব (উপকারক)। আর বাহা (আকাশে) পুরাণ অর্থাৎ চিরসঞ্চিত জলকে সেইরূপ নিষ্কেপ করিয়া, জল যেমন দ্বীপকে

উক্তশ্চানিত্যসংযোগঃ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। “উক্তঃ”—প্রত্যুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্তর দেওয়া হইয়াছে, “চ”—আর, “অনিত্য-সংযোগঃ”—অনিত্য-সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য বা নশ্বর অর্থের সহিত বাচকতাসংযোগ। জন্মমরণশীল অর্থের সহিত মস্তকের বাচকতা সম্বন্ধ থাকায় মন্ত্যর্থ বিবক্ষিত হইলে তাহা অনিত্য স্বভাবঃ অপ্রমাণ হইয়া যায়, এই প্রকার আপত্তি প্রত্যুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বপাদে উহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

ভাষ্যভাব্যর্থ। মন্ত্যসকলের স্বার্থ বিবক্ষিত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষী “অনিত্যসংযোগঃ” এই শূত্রাংশে “কিং তে কুৎস্তি কীকটেষ্ণু গাভঃ” ইত্যাদি মন্ত্যের দৃষ্টান্তে আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ত্য-সকলের স্বার্থ বিবক্ষিত হইলে ‘কীকট’ নামক জনপদ, ‘নৈচাশাথ’ নামক নগর এবং প্রমগন্দ নামক রাজ্য প্রভৃতি অনিত্য—জন্মমরণশীল অর্থের বাচক বলিয়া মন্ত্যসকল অনিত্য অর্থাৎ পৌরুষের এবং অপ্রমাণ হইয়া যায়। এই প্রকার উক্তি অকিঞ্চিৎকর; কারণ, ঐ সমস্ত মন্ত্যে জন্মমরণশীল অনিত্য বস্তুর বিষয় কথিত হয় নাই, ইহা “পরং তু ক্ষতিসামান্যমাত্রম্” (মীঃ ১।১।৩১) এই শূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে বেদে যেসকল উক্ত হইয়াছে, তদনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এইরূপ বলিলেও কোন অসম্ভব কথা বলা হয় না; কারণ, অধুনাতন যুগেও এমন অনেক ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, বাহা কাহারও উক্তির বা ভবিষ্যদবাণীর অনুরূপ। শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ তত্ত্বত্যা তত্ত্ববাস্তবিকমধ্যে কীকট প্রভৃতি শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন; যথা—কীকট অর্থ কুপণ; প্রমগন্দ অর্থ কুসীদবৃন্তি; নৈচাশাথ অর্থ বণ্ট, তাহার ধন নৈচাশাথ। এই সমস্ত অর্থ এখানে উক্ত হওয়ার জনন-মরণশীল মন্ত্যাদির কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব মন্ত্যের দ্বারা জন্মমৃত্যুযুক্ত মন্ত্যের কথা অভিহিত হয় নাই বলিয়া তাহা অপ্রমাণ নহে।

ধারণ করে, সেইরূপ আমাদিগের অন্ত্র (শস্তাদি) ধারণ করিতেছে, তোমার সেই যে প্রিয়সখা মরুৎ অর্থাৎ পর্জন্ত তাহাও আমাদেরই (উপকারক)। এই মন্ত্রটির ঋষি অগস্তা; তিনি ইহার দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন।

লিঙ্গোপদেশঃ তদর্থবৎ ॥ ৪৩ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “লিঙ্গোপদেশঃ”—লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপকহেতু দ্বারা উপদেশ অর্থাৎ বিধি (আছে), “চ”—যে হেতু, “তৎ”—তাহা অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য, “অর্থবৎ”—সার্থক বা বিবক্ষিতার্থ। যে হেতু ঋতিমধ্যে মন্ত্রের লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক হেতুর দ্বারা কর্মের বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই কারণে মন্ত্রবাক্য অর্থবৎ অর্থাৎ অনর্থক নহে, কিন্তু সার্থক বা বিবক্ষিতার্থ।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বোক্ত হত্ননিচয়ে পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তর দিয়া এক্ষণে সিদ্ধান্তের অমূলক যুক্তি দেখাইতেছেন “লিঙ্গোপদেশঃ” ইত্যাদি। মন্ত্রসকল বিবক্ষিতার্থ, কারণ, স্থলে স্থলে মন্ত্রার্থের উল্লেখ করিয়া কর্মের বিধি উক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন “আগ্নেয়া আয়ীত্রমুপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ ‘আগ্নেয়ী ঋকের দ্বারা আয়ীত্র অর্থাৎ আয়ীত্রের যে স্থান তাহার উপস্থান (সংস্কার বা পূজা) করিবে—এইরূপ একটি বিধি আছে। এ স্থলে “অগ্নে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উপস্থান করিবে, এরূপ না বলিয়া বলা হইয়াছে ‘আগ্নেয়ী ঋকের দ্বারা’। আর অগ্নি বাহার দেবতা, তাহাই আগ্নেয়ী ঋক্। আর যে মন্ত্রে অগ্নিরই বিষয় প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই আগ্নেয়ী বলা যায়। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ যদি বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অগ্নিরই বিষয় প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায় না। এই কারণে বলিতে হয় যে, মন্ত্রের অর্থ বিবক্ষিত। অতএব মন্ত্র সকল যে অনর্থক নহে, কিন্তু বিবক্ষিতার্থক—“আগ্নেয়া আয়ীত্রমুপতিষ্ঠতে” ইত্যাদি বিধিই তাহার লিঙ্গ বা জ্ঞাপক।

উহঃ ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “উহঃ”—উহ অর্থাৎ পদাধ্যাহার (মন্ত্রের বিবক্ষিতার্থ-
হের জ্ঞাপক।)

ভাষ্যভাবার্থঃ। মন্ত্রসকল যে বিবক্ষিতার্থ, তাহার অপর হেতু বলিতেছেন “উহঃ”। প্রকৃতিভূত কর্মে যে মন্ত্র পাঠিত হইয়াছে, বিকৃতিভূত কর্মে

স্থলে স্থলে সেই মন্ত্রের পদের বিভক্তি-বচনাদির পরিবর্তন করিয়া পাঠ করা হয়। কারণ, প্রকৃতির অনুরূপ পাঠ করিলে সেই মন্ত্রটি বিরুদ্ধার্থক হইয়া পড়ে। যেমন প্রকৃতিভূত একপশুনিপাত্ত বাগে পশুসংস্কারকালে “অঘেনং মাতা মন্ত্রতামমু পিতা মমু ভ্রাতা” (মৈঃ সং ৪।১৩।৪) অর্থাৎ “ইহার মাতা ইহাকে অমুমতি দিক্, ইহার পিতা এবং ভ্রাতা অমুমতি দিক্।” কিন্তু বিকৃতিভূত বহুপশুসাধ্য বাগে উহার “এনম্” (অমু + এনং = অঘেনম্) এই পদটিকে “অঘেনো” অথবা “অঘেনান্” এই প্রকার উহ বা পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিতে হয়। ইহা “ন পিতা বর্ধতে, ন মাতা” এই ব্রাহ্মণবাক্য হইতে নির্ণীত হইয়া থাকে। কারণ, এই ব্রাহ্মণ বাক্যটি মাতা, পিতা প্রভৃতি পদের বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিবচন বহুবচনরূপ বুদ্ধি নিবেদন করায় অবশিষ্ট “এনম্” এই পদটির বুদ্ধি জানাইয়া দিতেছে। কিন্তু মন্ত্রসকলের অর্থ যদি অবিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে “এনম্” এ স্থলে উহ করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যে হেতু মন্ত্রসকলের অর্থ বিবক্ষিত, বিকৃতি স্থলে উহ না করিলে মন্ত্রটি বিরুদ্ধ অর্থের অথবা অসমেত অর্থের বাচক হইয়া পড়ে, সেই কারণে বিকৃতি স্থলে মন্ত্রের উহ করা হয়। আর তাহা হইলেই মন্ত্রটি ক্রিয়া-সমবেত অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই কারণে বাধা না থাকিলে মন্ত্রের স্বার্থকে অবিবক্ষিত বলা হয় না। কোন্ কোন্ স্থলে উহ কর্তব্য, সে সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে বিচার হইবে।

বিধিশব্দাশ্চ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। “বিধিশব্দাঃ”—বিধির অর্থাৎ ব্রাহ্মণের, “শব্দাঃ” অর্থাৎ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যারূপ শব্দ, “চ”—এবং, ও (আছে)। ব্রাহ্মণবাক্যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে বলিয়াও মন্ত্র নিবক্ষিতার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রসকল যে বিবক্ষিতার্থক, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “বিধিশব্দাশ্চ।” মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ ব্রাহ্মণগ্রন্থস্থিত যে শব্দ, তাহাই বিধিশব্দ। যেমন “শতং হিমাঃ শতং বর্ধাণি জীব্যাঃ স্ম ইত্যেব এতদাহ” (শঃ ব্রাঃ—২।৩৪।২১) ইত্যাদি। এ স্থলে “শতং হিমাঃ” এই মন্ত্রের অর্থ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে “শতং বর্ধাণি”। সুতরাং এই সমস্ত স্পষ্ট লিঙ্গ বর্তমান থাকায় ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কর্মকালে মন্ত্রার্থ বিবক্ষিত। ইতি মন্ত্রাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের প্রথমোধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

ধর্মশাস্ত্র শব্দমূলত্বাদশব্দমনপেক্ষং স্মৃৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরান্বার্থ। “ধর্মশাস্ত্র”—ধর্মের, “শব্দমূলত্বাৎ”—শব্দমূলতা অর্থাৎ বেদপ্রমাণকতা হেতু, “অশব্দম্”—যাহা শব্দের দ্বারা অর্থাৎ সাক্ষাৎ বেদ-বচনের দ্বারা বিহিত নহে তাহা, অনপেক্ষম্—অপেক্ষাবিহীন অর্থাৎ অনাদরণীয়, “স্মৃৎ”—হইবে। যেহেতু শব্দ অর্থাৎ বেদই ধর্ম প্রমাণ, এই কারণে বেদে যাহা কর্তৃত্ব উক্ত হয় নাই, তাহাকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। (পূর্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পাদে চোদনার (বেদবিধির) প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পাদে অর্থবাদ ও মন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে শাখান্তরস্থিত বেদবিধি, মন্ত্র বা অর্থবাদমূলক স্মৃতির প্রামাণ্য বিচারিত হইবে। স্মৃতি প্রমাণ কি অপ্রমাণ, এই প্রকার সংশয়ে “ধর্মশাস্ত্র শব্দমূলত্বাৎ” ইত্যাদি স্মৃত্তে পূর্বপক্ষীর মত কথিত হইতেছে। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, “অষ্টকাঃ কর্তব্যাঃ” অর্থাৎ “অষ্টকা শ্রাদ্ধ কর্তব্য,” “তড়াগং খনিতব্যম্” অর্থাৎ “তড়াগ (পুষ্করিণী) খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা উচিত,” “প্রপা প্রবর্তয়িতব্যম্” অর্থাৎ “প্রপা (জলসত্র) প্রবর্তিত করা উচিত,” “শিখাকর্ষ কর্তব্যম্” অর্থাৎ “শিখাধারণ কর্তব্য” ইত্যাদি যে সমস্ত শিষ্ট-পরিগৃহীত স্মৃতিবচন আছে, তাহা ধর্ম প্রমাণ নহে অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্তব্য ধর্ম নহে। কারণ, “ধর্মশাস্ত্র শব্দমূলত্বাৎ,” পূর্বে ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ-কালে বলা হইয়াছে যে ধর্ম চোদনালক্ষণ অর্থাৎ বেদবিধিবোধ্য। কিন্তু ঐ সমস্ত স্মৃতিবচনের মূলে কোনও বৈদিক বচন নাই।

যদি বলা হয়, স্মৃতি অর্থ বেদার্থ স্মরণ; আর স্মরণ অনুভব ভিন্ন জন্মিতে পারে না বলিয়া অর্থাপত্তিবশতঃ অনুভব অবশ্যই স্বীকার্য। আর ধর্মরূপ অলৌকিক অর্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান বা উপমানাদির প্রমাণকতা শক্তি নাই বলিয়া শব্দজ্ঞানই সেই অনুভব বাহার ফলে স্মরণ হইয়া আসিতেছে। তাহা হইলে বলিব—ব্যক্যা নারী যদি বলে যে, ‘ইহা আমার দৌহিত্রের ভবন’

তাহা হইলে তাহা যেমন বাধিত হয়, সেইরূপ ঋতিবচনের অনুভব নাই অথচ তাহার অর্থের স্মরণ হইয়া আসিতেছে, ইহাও বাধিতার্থ। কারণ, কৃত্যর অনুভবপূর্বক দোহিত্রের জ্ঞান এবং তদনন্তর দোহিত্রের ভবনের জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া কৃত্যর স্মরণ বিনা যেমন দোহিত্রের স্মরণ হইতে পারে না, সেইরূপ স্মৃতির মূলীভূত যে শাক্তজ্ঞান, তাহার কারণস্বরূপ যে শব্দ অর্থাৎ ঋতিবচন, তাহার স্মরণ না হইলে ঋতিবচনবিহিত অর্থের স্মরণ হইতে পারে না।

ইহাতেও যদি বলা হয় যে, বেদ যেমন পরম্পরাক্রমে অবিচ্ছেদ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রমাণ, স্মৃতিও সেইরূপ প্রমাণ হইবে, তাহা হইলে বলিব, বেদ অর্পোক্ত্যেয় বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু স্মৃতিসকল পৌরোহিত্যেয়—মনু প্রভৃতি মনুষ্য কর্তৃক বিরচিত। আর তাঁহারা মনুষ্য বলিয়া অলৌকিক ধর্ম সাধ্য করিতে পারেন না। আর ইহার মূলীভূত কোনও বেদবচনও নাই। এই কারণে তাঁহাদের স্মৃতি অন্ধপরম্পরাবৎ; যেমন কোনও জন্মান্তর ব্যক্তি যদি বলে যে, সে কোনও একটি বিশেষ বস্তুর বর্ণ স্মরণ করিতেছে; তখন যদি তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি ইহার অনুভব করিলে কিরূপে, তাহাতে যদি সে অপর এক জন্মান্তকে নির্দেশ করিয়া দিয়া বলে—উহার কথা শুনিয়া অনুভব করিয়াছি, সেই ব্যক্তিও আবার জিজ্ঞাসিত হইয়া বখন ঐ প্রকারই উত্তর দেয়, তখন তাহা যেমন অপ্রমাণ হইয়া থাকে, স্মৃতিবাক্যসকলেরও ধর্মোপদেশ ঐরূপই বৃথিতে হইবে। সুতরাং স্মৃতিবাক্যসকল বখন পৌরোহিত্যেয়, তখন উহা আচারমূলক, কি অস্ত্র স্মৃতিমূলক, কি ভাস্ত্রিমূলক, ইহা অনিশ্চিত। অতএব ঐ প্রকার স্মৃতিবচনসকল “অনপেক্ষ্য স্মৃতি”—অপেক্ষণীয় অর্থাৎ আদরণীয় নহে—উহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ধর্মকর্ম করা উচিত নহে, ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

অপি বা কর্তৃসামান্য্যং প্রমাণমনুমানং স্মৃতি ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিছোতক, “কর্তৃসামান্য্যং”—কর্তার অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা এবং স্মৃতির নিবন্ধকর্তার সামান্য অর্থাৎ সমানতা অর্থাৎ অভিন্নতা আছে বলিয়া, “প্রমাণং”—প্রমাণ, “অনুমানম্”—অনুমান অর্থাৎ বেদার্থের অনুমাপক শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতি, “স্মৃতি”—হইবে। যেহেতু বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা এবং স্মৃতিকর্তা

অভিন্ন, এই কারণে শিষ্টপরিগৃহীত মন্বাদি স্মৃতি অবশ্যই প্রমাণ হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সূত্রস্থ “অপি বা” এই শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষের আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষী যে শিষ্ট-পরিগৃহীত স্মৃতির অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। শিষ্ট-পরিগৃহীত স্মৃতি সকলও ধর্ম্মে প্রমাণ। শিষ্ট অর্থ বেদপ্রামাণ্যবাদী; বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, ইহা বাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাই শিষ্ট। সেই শিষ্টগণ যখন বেদোক্ত কর্ম্মের জ্ঞায় একই প্রকার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকলাপেরও অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তখন তাহার প্রামাণ্যকে ‘ন ত্রাৎ’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর পরম আস্তিক (বেদপ্রামাণ্যবাদী) সর্ব্বজ্ঞকল্প মনু প্রভৃতি ত্রৈবর্গিক মহর্বিগণ যখন তাহা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতিরই জ্ঞায় সর্ব্বজ্ঞসদৃশ মহর্বিগণও যখন বেদবাক্যের জ্ঞায় সেই সমস্ত স্মৃতিবচনেরও প্রামাণ্য মানিয়া আসিতেছেন, তখন ঐ সমস্ত শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতির প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর মূলীভূত বেদবচন না থাকিলে যখন স্মৃতি হইতে পারে না, তখন অর্থাপত্তি দ্বারা স্মৃতিবচনের মূলীভূত বেদবচনেরও অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকারণীয়। সুতরাং স্মৃতির দ্বারা বেদবচনের অনুমান হইতে পারে। এই কারণে সূত্রে স্মৃতিকে ‘অনুমান’ বলা হইয়াছে। অনুমান যেমন প্রত্যক্ষ-মূলক, স্মৃতিও তেমনি প্রত্যক্ষসদৃশ বেদবচনমূলক। শাস্ত্রমতে উপলভ্যমান বেদবচন প্রত্যক্ষপদবাচ্য—যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষের জ্ঞায়ই নিঃসন্দেহভাবে অলৌকিক অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে; আর স্মৃতিবচন অনুমানস্থানীয়, কারণ, অনুমান যেমন প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, স্মৃতিও সেইরূপ বেদবচনকে আশ্রয় করিয়া অলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনুভব উৎপাদন করিয়া থাকে।

যদি বলা হয়, স্মৃতি যদি ঋতিমূলক হয়, তাহা হইলে তাহার মূলীভূত বেদবচনও স্মৃত হইবে, অতীত তাহা বন্ধ্য। নারীর দৌহিত্রগৃহস্বরণের জ্ঞায় অপ্রমাণই হয়। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, বেদের বহু শাখা উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, এই কারণে সেই সমস্ত শাখার মধ্যে অবস্থিত স্মৃতির মূলীভূত ঋতিবচন উপলব্ধ হয় না। বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলেন, উৎসন্নবাদ স্বীকার করা উচিত নহে। অনুমান স্থান করিলে স্মৃতিবচন

সমূহের মূলীভূত ঐতিবাক্যানিচয়ও দুলভ নহে। ইহাতে হয় ত কেহ বলিতে পারেন যে, ঐতিবচন সত্ত্বে স্মৃতিবচন অনর্থক। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। যে হেতু বেদের এক একটি শাখা এক একটি সম্প্রদায়মধ্যে আবদ্ধ। সেই সেই সম্প্রদায়ে গুরুশিষ্যপারম্পর্যে সেই সেই শাখা অক্ষুণ্ণ-ভাবে ধারণ করিয়া আসিতেছে। এক শাখার সহিত অপর শাখার যথেষ্ট ভেদ আছে বলিয়া স্বশাখার গ্রন্থ অপর শাখায় আস্থা স্থাপন করিলে সাক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া সম্প্রদায়ের বিনাশ হইতে পারে। এই কারণে সম্প্রদায়মধ্যে বহু শাখা গ্রহণের আদর নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অল্প শাখাভিত্তিক সর্বসাধারণের অবশ্য অনুর্ত্তের কর্ত্ত্বগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্ত মনু প্রভৃতি সর্বজনমহর্বিগণ যে সমস্ত কর্ত্ত্ব অল্প শাখায় উদ্ধৃত হয় নাই অথচ সকলের অবশ্য অনুর্ত্তের, সেই সমস্ত কর্ত্ত্বগুলি সমস্ত শাখা হইতে সঙ্কলন করিয়া স্মৃতি আকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর স্মৃতির পাঠ ঐতি অধ্যয়নের গ্রন্থ বিশেষ নিয়মবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার সহিত ঐতির সাক্ষ্য হইতে পারে না। আর এক একটি শাখাবিশেষে নিবদ্ধ সম্প্রদায়গণ সাধারণতঃ অল্প শাখা গ্রহণ করেন না বলিয়া স্মৃতির মূলীভূত তত্ত্ব বেদবচনগুলিও তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। এই কারণে ইহাতে বন্ধ্যার দৌহিত্রের ভবন স্রবণের সাদৃশ্য হইতে পারে না। আর মনু প্রভৃতি মহর্বিগণ যদি বেদবচনেরই স্মৃতি নিবদ্ধ না করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই সদৃশ মহর্বিগণই বা তাহার অনুর্ত্তান করিবেন কেন? অতএব ঐ সমস্ত কারণে স্মৃতিবচন ঐতিবাক্যেরই গ্রন্থ প্রমাণ।

পূর্বোক্ত স্মৃতি সকলের মূলীভূত ঐতি ভাষ্যকার স্বয়ং উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—“যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি” এই বেদমন্ত্রটি এবং “এবা বৈ সঙ্ঘংসরন্ত পত্নী যদেকাষ্টকা” এই অর্থবাদ * অষ্টকা স্মৃতির মূল। “স্থলয়া উদকং পরিগৃহীন্তি” এই অর্থবাদটি তড়াগস্মৃতির মূল। “ধন্বনিব প্রপা অসি” এই মন্ত্রটি প্রপাস্মৃতির মূল।

ভাষ্যের আপাতলভ্য অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, গুরুর অনুগমন, তড়াগ, প্রপা প্রভৃতি বিষয়ক স্মৃতি দৃষ্টার্থ অর্থাৎ উহাদের পরোপকার প্রভৃতি লৌকিক প্রয়োজনই আছে। বাস্তবিককার বলেন, উহা ভাষ্যকারের প্রৌঢ়বাদমাত্র। বস্তুতঃ পক্ষে উহাও অদৃষ্টজনক অর্থাৎ ধর্ম্মের হেতু; তবে লৌকিক প্রয়োজন-নির্বাহ উহার অবিনাশ্যত ফল বটে।

* ইহা ভট্টদীপিকার ভাট্ট চিন্তামণি নামক টীকায় শ্রীমৎ বাঙ্কেশ্বর যজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স্মৃতি যে বেদমূলক এবং তাহা যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তদ্বিষয়ে স্মৃত্তে যে অনুমান
স্মৃতি হইয়াছে, তাহা এইরূপ,—স্মৃতিসকল বেদমূলক (প্রতিজ্ঞা),

যেহেতু বেদপ্রামাণ্যবাদী তাহার কর্ত্তা (হেতু),

যাহা বেদপ্রামাণ্যবাদী কর্ত্তক নিবদ্ধ নহে, তাহা বেদমূলক নহে, যেমন
বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের শাস্ত্র (উদাহরণ)।

এইরূপ, স্মৃতিসকল ধর্ম্মে প্রমাণ (প্রতিজ্ঞা),

যে হেতু তাহা বেদমূলক (হেতু),

যাহা বেদমূলক নহে, তাহা ধর্ম্মে প্রমাণ নহে, যেমন বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের
শাস্ত্র (উদাহরণ)।

ইতি স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণ।

বিরোধে ত্বনপেক্ষং শ্রাদসতি হনুমানম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। “বিরোধে”—উপলভ্যমান শ্রুতির সহিত বিরোধ
হইলে, “ত্ব”—কিন্তু, “অনপেক্ষং”—যাহা অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বীয় প্রামাণ্যের জ্ঞাত
অন্তর অপেক্ষা রাখে না। তাদৃশ বাক্য অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য, “শ্রাদং”—হইবে
অর্থাৎ প্রমাণ হইবে, “অসতি”—না থাকিলে অর্থাৎ বিরোধ না থাকিলে,
“হি”—অবশ্য, “অনুমানম্”—অনুমান অর্থাৎ স্মৃতিবচন (প্রমাণ হইবে)।
যদি উপলভ্যমান শ্রুতিবাক্যের সহিত স্মৃতিবচনের বিরোধ হয়, তাহা
হইলে অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রামাণ্যের জ্ঞাত পরানপেক্ষ বেদবচনই প্রমাণ
হইবে, তবে বিরোধ না থাকিলে অনুমান অর্থাৎ স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ
হইবে। (এ স্থলে পূর্বস্মৃত্তের ‘প্রমাণম্’ এই পদটির অনুবঙ্গ করিতে
হইবে; তাহাতে স্মৃত্তিট বিরোধে “ত্বনপেক্ষং প্রমাণং শ্রাদসতি হনুমানং
প্রমাণম্” এইরূপ হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে স্মৃতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত
হইয়াছে। এক্ষণে বিচার করা হইবে যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিও প্রমাণ কি না।
যেমন “ঔহুস্বরী সর্কী বেষ্টনিতব্য” অর্থাৎ “বজ্রভূমিতে নিখাত ঔহুস্বর-বৃক্ষ-নির্ম্মিত

স্থগা (স্তম্ভ) সমগ্রভাবে বেষ্টন করিতে হইবে,” এই স্মৃতিটি “ঐহৃষরীং স্পষ্টা উদ্গারেৎ” অর্থাৎ “ঐহৃষরী স্থগা স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা গান করিবে” এই ঋতিবাক্যের বিরুদ্ধ। কারণ, স্মৃতি অনুসারে বস্ত্রের দ্বারা সমগ্রভাবে বেষ্টন করিলে আর তাহার স্পর্শ অর্থাৎ তাহার সহিত ত্বক্‌সংযোগ হয় না। এইরূপ “অষ্টাচছারিংশদ বর্ধাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ” অর্থাৎ “আটচল্লিশ বৎসর বেদাধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে” এই স্মৃতিটি “জাতপুল্লঃ কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীনাদধীত” অর্থাৎ “জাতপুল্ল ব্যক্তি কৃষ্ণকেশ অবস্থাতেই (চুল পাকিবার পূর্বেই) অগ্নি আধান করিবে” এই ঋতিবাক্যের বিরুদ্ধ; কারণ, আটচল্লিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তদনন্তর দশ বৎসরের অনধিকবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক পুত্রোৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার পূর্বেই তাহার কেশ পক হইয়া বাইবে। সুতরাং চুল পাকিবার পূর্বে আর অগ্ন্যাধান হয় না। ইত্যাদি প্রকার উপলভ্যমান ঋতিবিরুদ্ধ স্মৃতিসকল প্রমাণ কি অপ্রমাণ, এইরূপ সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বাধিকরণে উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে ঋতির ত্রায় স্মৃতিও যখন প্রমাণ, তখন পুনরায় স্মৃতিকে অপ্রমাণ বলা উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র স্মৃতিরই অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হইবে। অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ ঋতিবাক্য সকলের মধ্যে যেমন বিকল্প আশ্রয় করিয়া উভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ঋতি ও স্মৃতির মধ্যেও সেইরূপ ইচ্ছা-বিকল্প হইবে। *

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—“বিরোধে ত্বনপেক্ষঃ শ্রাদ্ধসতি হনুমানম্।” ঋতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে ঋতিই প্রমাণ হইবে,

* বিকল্প দুই প্রকার—ইচ্ছাবিকল্প এবং ব্যবস্থিতবিকল্প।

যে স্থলে কর্তা স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে শাস্ত্রোল্লিখিত একাধিক পদার্থের যে কোনটির অনুসরণ করিতে পারেন, তথায় ইচ্ছাবিকল্প। যেমন ত্রীহিভির্যজ্ঞেত যবৈব। যজ্ঞেত” অর্থাৎ ত্রীহি দ্বারা অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। এ স্থলে কর্তার ইচ্ছানুসারে ত্রীহি এবং যবের মধ্যে যে কোনও একটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর যে স্থলে বিকল্পিত পদার্থ-বিশেষ অধিকারীর মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে, তথায় তাহাকে ব্যবস্থিতবিকল্প বলা হয়। যেমন “উদিতো জুহোতি,” “অনুদিতো জুহোতি” অর্থাৎ “সূর্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবে” এবং “সূর্যোদয় হইবার পূর্বে অগ্নিহোত্র হোম করিবে।” এ স্থলে একাধারী ব্যক্তিগণের পক্ষে উদিত হোম বিহিত—তাহারা অনুদিত হোম করিবে না। আবার অস্ত্রাধারী জনগণের উদ্দেশ্যে অনুদিত হোম ব্যবস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে উদিত হোম অকর্তব্য। যে হেতু উত্তরস্থলেই অর্থবাদে নিন্দা কথিত হইয়াছে।

কিন্তু স্মৃতি প্রমাণ হইবে না। যে হেতু ঋতি স্বতঃপ্রমাণ, আর স্মৃতির প্রামাণ্য ঋতিসাপেক্ষ। এই কারণে ঋতিই বলীয়সী আর স্মৃতি হুর্জন। অপি চ, উপজীব্য এবং উপজীবকের মধ্যে বিরোধ হইলে উপজীব্যই প্রমাণ হয়; কারণ, উপজীব্য উপজীবকের আশ্রয় বলিয়া উপজীব্যকে সমাইয়া বা অপ্রমাণ করিয়া উপজীবক স্থান পাইতে পারে না এবং প্রমাণও হইতে পারে না। এ স্থলে ঋতি উপজীব্য এবং স্মৃতি উপজীবক। এই কারণে স্মৃতি ও ঋতির তুল্যবলতা নাই। আর বাহ্যার তুল্যবল নহে, তাহাদের মধ্যে বিকল্পও হইতে পারে। অপিচ, পূর্বপক্ষী যে বিকল্পের কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, বিকল্প স্বীকার করিলে আটটি দোষ উপস্থিত হয়। * অপিচ, বিকল্প স্বীকার করিলে ঋতিকে যখন প্রমাণ বলিয়া ধরা হয়, তখন স্মৃতি অপ্রমাণ হইয়া যায়। কিন্তু স্মৃতির প্রামাণ্যের উজ্জীবক কিছু না থাকায় তাহাকে আর প্রমাণ বলিয়া ঋতিকে পক্ষে অপ্রমাণ বলা চলে না। অপি চ, এক্ষণ স্থলে 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষও হইয়া থাকে, যে হেতু ঋতির অপ্রামাণ্য স্মৃতির প্রমাণস্বাপেক্ষ, আবার স্মৃতির প্রামাণ্য ঋতিসাপেক্ষ। এই কারণে বাহ্যার প্রামাণ্য পূর্ব হইতেই নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ আছে, তাদৃশ অনপেক্ষ ঋতি অপ্রমাণ হইতে পারে না বলিয়া তাহার সহিত স্মৃতির বিকল্পও হয় না। যদি বলা হয়, উক্ত স্মৃতির মূল কি? তাহা হইলে বলিব, অসম্যকভাবে ঋত অথবা স্বপ্নবিজ্ঞান, কিংবা লোভ, বা মোহাদিই উক্ত স্মৃতির মূল।

* বিকল্প স্বীকার করিলে আটটি দোষ হয় বলিয়া সম্ভব পক্ষে তাহা স্বীকার করা হয় না। যেমন "ব্রাহ্মিভির্বিবর্ধা যজ্ঞেত" অর্থাৎ 'ব্রাহ্মি বা যবের দ্বারা যজ্ঞ করিবে'—এই যে বিধি, এ স্থলে যব ও ব্রাহ্মির সমুচ্চর নিরর্থক বলিয়া বিকল্প স্বীকার করা হয়। আর তাহার ফলে,—যদি যবের দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলে—(১) ব্রাহ্মি শাস্ত্রের প্রাপ্ত প্রামাণ্যের পরিত্যাগ, (২) এবং অপ্রাপ্ত অপ্রামাণ্যের স্বীকার, (৩) ব্রাহ্মি গ্রহণকালে যবশাস্ত্রের যে প্রামাণ্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহার উজ্জীবন বা পুনঃস্বীকার এবং (৪) প্রাপ্ত অপ্রামাণ্যের হান বা পরিত্যাগ করিতে হয়—এই প্রকারে যবপক্ষে চারিটি দোষ। আবার যদি ব্রাহ্মির দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলে—(১) যবশাস্ত্রের পূর্বপ্রাপ্ত প্রামাণ্যের পরিত্যাগ এবং (২) অপ্রামাণ্যের কল্পনা, ও (৩) যবগ্রহণকালে ব্রাহ্মিশাস্ত্রের যে প্রামাণ্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহার উজ্জীবন এবং (৪) প্রাপ্ত অপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ—এই প্রকারে ব্রাহ্মিপক্ষে চারিটি দোষ হয়। এইরূপে মোট আটটি দোষ হইয়া থাকে। এ স্থলে উপর্যাস্তর নাই বলিয়া অষ্টদোষদ্বয় বিকল্প স্বীকার করা হয়। কিন্তু গত্যস্তর থাকিলে বিকল্প আশ্রয়ণীয় নহে।

হেতুদর্শনাচ্চ ॥ ৪

অসম্বন্ধার্থ। “হেতুদর্শনাৎ”—লোভরূপ হেতু দৃষ্ট হয় বলিয়া, “চ”—ও। লোভরূপ হেতু দৃষ্ট হয় বলিয়াও উক্ত স্মৃতি প্রমাণ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত ঔদ্বক্ষরীর সর্ববেষ্টনতাস্মৃতির হেতু কি, হৃত্তকার স্বয়ং তাহা বলিতেছেন। সমগ্র ঔদ্বক্ষরী বেষ্টন করা হইলে বস্ত্রখানি বড় হইবে; আর তাহাতে উপকার হইবে। এই কারণে পূর্বে কোনও ঋত্বিক্ হয় ত প্রমাণ বস্ত্র দিয়া বেষ্টন করিয়াছিল। আর তাহাই স্মৃতি হইয়া গিয়াছে। স্মৃত্যং লোভাদিরূপ দৃষ্ট কারণ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া উক্ত স্মৃতি ঋতিমূলক নহে। আর ঋতিমূলক নহে বলিয়া উহা আদরণীয়ও নহে; অতএব অপ্রমাণ। ইহাই ভাষ্যের আপাতলভ্য অর্থ। ইতি স্মৃত্যপ্রামাণ্যাধিকরণ।

“হেতুদর্শনাচ্চ” এই হৃত্তটিকে ভগবান্ ভাষ্যকার স্বতন্ত্র একটি অধিকরণরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা:—“বৈসর্জ্জনহোমীয়ং বাসঃ অধযুগ্ম্ভাতি” অর্থাৎ ‘বৈসর্জ্জন নামক হোমের বস্ত্র অধযুগ্ম গ্রহণ করিবেন,’ “যুগ্মহস্তিনো দানমাচরন্তি” অর্থাৎ ‘যুগ্মপরিব্যান বস্ত্র দান করিবে’ ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ কি অপ্রমাণ, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্বপক্ষী বলেন—প্রথম অধিকরণগোক্ত নিয়ম অনুসারে এই স্মৃতিও প্রমাণই হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন “হেতুদর্শনাৎ চ।” এতাদৃশ স্মৃতিবচন প্রমাণ নহে, যে হেতু এরূপ স্থলে স্মৃতির মূল লোভাদিই হেতুরূপে দৃষ্ট হয়। কোনও ঋত্বিক্ লোভাদিবশতঃ ঐ সকল বস্ত্র গ্রহণ করায় ঐ প্রকার প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। স্মৃত্যং ঐ প্রকার স্মৃতি ঋতিমূলক নহে, কিন্তু লোভাদিমূলক। আর উহা ঋতিমূলক নহে বলিয়া অপ্রমাণ। ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করাও সঙ্গত নহে যে, একত্র অপ্রমাণ হইলে সর্বত্রই অপ্রামাণ্য আসিবে; কারণ, তাহা হইলে ‘উৎসর্গ ও অপবাদ’ এই নিয়মের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সকল শাস্ত্রের মধ্যেই সামান্ত্র বিধি ও বিশেষ বিধি আছে। আর সামান্ত্রবিধি বিশেষবিধির দ্বারা বাধিতই হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সামান্ত্র বিধি সর্বথা অপ্রামাণ্য হয়? স্মৃত্যং বিশেষবিধির দ্বারা সামান্ত্রবিধি বাধিত হইলেও যেমন সামান্ত্রশাস্ত্র অপ্রমাণ হয় না, সেইরূপ কোন কোনও

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

১৫৩

স্থলে স্মৃতি অপ্রমাণ হইলেও তাহার সামান্য প্রাপ্ত প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না—কিন্তু তাহা অব্যাহতই থাকে । *

* বার্তিককার শ্রীমৎ কুনারিলভটপাদ এ স্থলে অন্তপ্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । তিনি বলেন,

“স্মৃতীনাং ঋতিমূলকং দৃঢ় পূর্বং নিরূপিতে ।

বিরোধে সত্যপি জ্ঞাতুং শক্যং মূলান্তরং কথম্ ।”

অর্থাৎ পূর্বাধিকরণে বর্ণিত যুক্তিজালের দ্বারা মহাজনপরিগৃহীত স্মৃতি সকলের দৃঢ় বেদমূলকতা বখন অবধারিত, তখন তাহার আবার স্থলে স্থলে অনামূলকতা স্বীকার করা কিরূপে সম্ভব হয়? বিভিন্ন বেদশাখায় উপদিষ্ট সাধারণের অবশ্যকর্তব্য বিষয় সকলই মনুপ্রভৃতি সর্বত্র মহর্ষিগণ কর্তৃক স্মৃতিরূপে স্বতন্ত্রভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, ইহাতে সাধারণানুষ্ঠেয় শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট বিষয়সকলও জানিতে পারা যাইবে, অথচ শাখার সাক্ষ্য হইয়া সম্প্রদায়েরও উচ্ছেদ হইবে না। এতাদৃশ স্মৃতিকে স্থলবিশেষে ঋতিমূলক আবার স্থলে স্থলে লোভাদিপূর্ণ বলা কিরূপে শোভা পায়? যদি বলা হয়, তাদৃশ স্থলে লোভাদিরূপ কারণ বখন অনুমিত হয়, তখন অনুমিতের আর অনুমান হয় না বলিয়া ঋতিমূলকতা বা মূলঋতির অনুমান হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব,

“রাগদ্বৈষমদোষাদপ্রমাদানন্তগুরুতাঃ ।

ক বা নোৎপ্রেক্ষিতুং শক্যাঃ স্মৃতাপ্রামাণ্যহেতবঃ ॥

কা বা ধর্মক্ৰিয়া বস্তাং দৃষ্টৌ হেতুর্ন বুল্যতে ।

কথঞ্চিদ বা বিরুদ্ধস্য প্রত্যক্ষশ্রুতিভিঃ সহ ॥

লৌকারতিক-মূর্খাণাং নৈবান্তং কর্ম বিদ্ভতে ।

যাবৎকিঞ্চিদদৃষ্টার্থং তৎ দৃষ্টার্থং হি কুর্যতে ।

বৈদিকান্তপি কর্ম্মণি দৃষ্টার্থান্যেব তে বিদুঃ ॥”

অর্থাৎ ‘অমুরাগ, বিদ্বেষ, মদ, উদ্ভাদ, প্রমাদ, আলস্ত এবং লুপ্ততা অর্থাৎ লোভ প্রভৃতি বেগুলিকে স্থলে স্থলে স্মৃতির মূল বলিয়া কল্পনা করত সেই সেই স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, কোন্ স্থলেই বা সেইগুলিকে স্মৃতির মূল ধরিয়া স্মৃতির অপ্রামাণ্য কল্পনা করা না যায়? সকল স্মৃতিবাক্যকেই রাগ, দ্বৈষ, লোভাদিমূলক বলা চলে। কারণ, এমন কোনও ধর্মকর্ম্ম নাই—বাহার মধ্যে কিছু না কিছু লৌকিক প্রয়োজন না আছে। আর এমন কোনও স্মৃতি নাই—যাহা কোন না কোন শ্রুতিবাক্যের সহিত কোন না কোন অংশে বিরুদ্ধ না হয়। আরও লৌকারতিক (চার্কীক) এবং মূর্খগণের অন্ত কোনও কাজ নাই; তাহারায় যত কিছু অদৃষ্টার্থক কর্ম্ম আছে, সবগুলিকেই দৃষ্টার্থক অর্থাৎ ঐহিক প্রয়োজন-সম্পাদক বলিয়া

শিষ্টাকোপেহবিরুদ্ধমিতি চেৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “শিষ্টাকোপে”—শিষ্ট-অর্থাৎ অনুশিষ্ট অর্থাৎ শ্রুতি-
বিহিত বিষয়ের অকোপে—(অনুষ্ঠায়মান স্মার্তপদার্থের দ্বারা) ব্যাকোপ

থাকে। (যেমন হোমকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমানকালীন লোকেরা বলিয়া থাকেন—
ইহার দ্বারা দূষিত বায়ু নষ্ট হয় ইত্যাদি)। এমন কি, বৈদিক কর্মকলাপকেও তাহার
দৃষ্টার্থক অর্থাৎ নৈতিক প্রয়োজনের সম্পাদক বলিয়া থাকে। যদি স্বৃত্তিকে লোভাদিমূলক
বল, তাহা হইলে বেদমধ্যেও দক্ষিণাদান, তুলাপুরুষদান, মহাদান প্রভৃতি যে সমস্ত
কর্ম আছে, সেগুলিকেও ত স্বৃত্তির দ্বারা লোভমূলক বলা চলে। এই সমস্ত পর্থা-
লোচনা করিয়া বলিতে হয়—

“তস্মাল্লোকায়তস্থানাং ধর্মশাশনশালিনাম্ ।

এবং মীমাংসকৈঃ কার্ধ্যং ন মনোরথপূরণম্ ॥

যচ্চাদৌ প্রক্কায়া সিদ্ধা পুনর্ন্যয়েন সাধিতম্ ।

আজ্ঞাদিদ্ধপ্রমাণত্বং পুরাণাদিত্তুষ্টিম্ ।

তত্ত্বৈবামুমন্তব্যং কৰ্ত্তব্যং নাস্তরাগ্নম্ ॥”

অর্থাৎ—‘অতএব এইপ্রকারে লৌকায়তমতাবলম্বিগণের মনোবাহ্য পূর্ণ করা মীমাংসক-
গণের কৰ্ত্তব্য নহে, কিন্তু পুরাণ, স্মৃতি, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র এই স্বৃত্তি সকলের প্রামাণ্য
তদ্বাদিত্ত্ব বিধি হইতেই সিদ্ধ হয়। আর তাহা বৈদিকগণ পূর্বে হইতেই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা
বশতঃ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাহা যুক্তিসহকারেও সাধিত হইয়াছে। ঐগুলির
প্রামাণ্য ঐ ভাবেই অর্থাৎ সর্বত্র বেদমূলকতা হেতুই অনুমোদন করা উচিত। কিন্তু
মধ্যে তাহা শিথিল করা উচিত নহে অর্থাৎ স্বৃত্তিকে স্থলবিশেষে লোভাদিমূলক বলা
উচিত নহে।’ (যদিও উদ্ধৃত কারিকগুলির প্রথমটি ছাড়া অন্য সবগুলিই ভাষাকারীর
সিদ্ধান্তব্যাখ্যার পূর্বপক্ষ, তথাপি বার্তিককার পরে যে স্ব-সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন,
এইগুলি সেই সিদ্ধান্তপক্ষেও প্রযোজ্য—যেহেতু, ইহাই বার্তিককারীর সিদ্ধান্ত)।
ভাষ্যকার এবং বার্তিককারের মতের এই প্রকার অনেকের কারণ কি, তাহা ভাট্টদীপিকা-
গ্রন্থে বার্তিকের সার সঙ্কলনপূর্বক সংক্ষিপ্তভাবে কথিত হইয়াছে, যথা—ভাষ্যকারের
মতে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সাধ্যসন্দেহ (ভাট্টদীপিকার ভাট্টচিন্তামণিটীকাকার শ্রীমৎ বাহুব্র-
হ্মার মতে অনুমানের কারণ। সুতরাং গুরুশ্রী স্পর্শবিধির দ্বারা আবেষ্টিতরূপেই গুরুশ্রীর
নিশ্চয়াস্বক জ্ঞান হয় বলিয়া তাহাতেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই কারণে
আর স্বৃত্তির মূলীভূত শ্রুতিবাক্যের অনুমান হয় না। আর বার্তিককার বলেন—
অবশ্য ও ব্যতিরেক ব্যাভিচার আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সাধ্যসন্দেহ

৩য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

১৫৫

অর্থাৎ বাধা না হইলে, “অবিরুদ্ধম্”—আচমনাদি স্মৃতিবিহিত পদার্থ (কস্মি) অবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুষ্ঠেয়, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বল। যে স্থলে স্মৃতিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ঋতি-অনুশিষ্ট বিষয়ের ব্যাকোপ অর্থাৎ পীড়া বা বাধা হয় না, তথায় স্মার্ত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য— (সিদ্ধান্তী যদি এইরূপ মনে করেন)।

ন শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ ॥ ৬ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, তাহা সম্ভব নহে, “শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ”—যে হেতু শাস্ত্রপরিমাণ অর্থাৎ বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম রহিয়াছে। (কিন্তু সিদ্ধান্তীর ঐ প্রকার যে মত) তাহা সম্ভব নহে, যে হেতু বেদবচনবিহিত অনন্তর কর্তব্য কর্ম রহিয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অনুমিত্তির কারণ নহে। সুতরাং এই দ্রষ্ট প্রত্যক্ষ ঋতিবিরুদ্ধ স্মৃতিরও মূলীভূত ঋতিবাক্য অনুমেয়। আর সেই অনুমেয় ঋতির সহিত প্রত্যক্ষঋতির বিরোধ হওয়ার ত্রীহিব্যবহার স্থায় বিকল্পই আশ্রয়ণীয়। তবে বিকল্প হইলেও এতাবশ্য স্থলে প্রত্যক্ষ-ঋতিবিহিত পদার্থই অনুষ্ঠেয়—কারণ, প্রত্যক্ষঋতিবোধিত অর্থের অনুষ্ঠান করিলে কোনও দোষেরই সম্ভাবনা নাই। অপিচ, অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষের উপরেই অধিক আস্থা হইয়া থাকে। আর তাহাতে স্মৃতির দ্বার। অনুমেয় ঋতির অর্থটির তৎকালে অনুষ্ঠান না হওয়ার স্মৃতির অনুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু বাধিতার্থ-কত্বরূপ অপ্রামাণ্য হয় না। ভাব্যকারেরও ইহাই অভিপ্রায়। এ পক্ষে সূত্রার্থও এইভাবে যোজনীয়, যথা—“বিরোধে” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঋতির সহিত বিরোধ হইলে “অনপেক্ষ্যত্বাৎ” অর্থাৎ স্মৃতিবচন অপেক্ষণীয় অর্থাৎ তৎকালে—যতক্ষণ না তাহার মূলীভূত ঋতিবচন উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ আদরণীয় বা অনুষ্ঠেয় নহে। বস্তুতঃপক্ষে শাটায়নীর ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে ঐ সমস্ত স্মৃতির মূলীভূত বেদবচন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থবিস্তরভয়ে তাহার উদ্ধার করা হইল না। এইরূপ আচমন, উপবীত্ব, বন্ধশিখব, দক্ষিণাচারতা প্রভৃতিরও মূলীভূত ঋতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়।

এইপ্রকারে স্মৃতিবাধোদ্ধার করিয়া বার্ষিককার পক্ষান্তর অবলম্বন পূর্বক অন্ত-প্রকারে অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। তাহার বিবরণ পরবর্তী অধিকরণের পাদটীকায় প্রদত্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ভাষ্যকারের মতানুসারে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ, ইহা পূর্বাধিকরণে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ স্থলে তাহা অপ্রমাণ এবং কোন্ স্থলেই বা প্রমাণ, তাহারই বিচার করা যাইতেছে। স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “ক্ষুত আচামেৎ,” “আচামন্তেন কর্তব্যম্” অর্থাৎ একটি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম করিয়া তৎপরভাবী অপর একটি কৰ্ম করিবার পূর্বে যদি ‘ক্ষুৎ’ (ক্ষব—হাঁচি) হয়, তাহা হইলে আচমন করা কর্তব্য, ‘আচমন পূর্বক কৰ্ম কর্তব্য’। একটি উদাহরণ ধরা যাউক;—শ্রুতিমধ্যে আছে “বেদং কৃৎস্না বেদিং কয়োতি” অর্থাৎ বেদ (কুশগুচ্ছনির্মিত সম্বারজ্জনা) করিয়া বেদি (আহবনীয় এবং গার্হপত্য অগ্নি-দ্বয়ের মধ্যে চতুরঙ্গলখাত ভূমি) করিবে। এ স্থলে ‘বেদ’ করিয়া যদি হাঁচি হয়, তাহা হইলে স্মৃতিবিহিত আচমনের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পর কি ‘বেদি’ করা হইবে অথবা আচমন না করিয়াই বেদি করা হইবে, এইরূপ সংশয় উদ্ভিত হয়। ইহাতে যদি সিদ্ধান্তমতাবলম্বী কেহ বলেন যে, এখানে যখন শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ নাই—স্মৃতিবচনের দ্বারা শ্রুতিবচনের ব্যাকোপ বা বাধা হইতেছে না, তখন স্মৃত্ব্যপদিষ্ট বচন অবিরুদ্ধ বা প্রমাণ বলিয়া অনুষ্ঠেয়, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, ‘বেদং কৃৎস্না বেদিং কয়োতি’ এ স্থলে শ্রুতিমধ্যে ‘কৃৎস্না’ এই পদে ক্ৰ্, চ্ প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় উহার দ্বারা আনন্তর্য্য বোধিত হইতেছে। সুতরাং বেদ করিবার ‘অনন্তর্য্য’ বেদি করিতে হইবে, ইহাই ঐ বেদবচন হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্মৃতিবচন অনুসারে যদি বেদ করণের পর আচমন করিয়া তাহার পর বেদি করা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিকথিত আনন্তর্য্যরূপ ক্রম বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব শ্রৌত ক্রমের সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া স্মৃতিবিহিত আচমন কর্তব্য নহে। যে হেতু শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষা বলবতীই হইয়া থাকে। ইহাই পূর্বপক্ষের আশয়। এইরূপ “দক্ষিণাচারেণ কর্তব্যম্” অর্থাৎ ‘দক্ষিণ হস্তেই শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম কর্তব্য’ এই স্মৃতিবচনটি শ্রৌত কালের সহিত বিরুদ্ধ হয় বলিয়া অনাদরণীয়; যে হেতু শ্রুতিমধ্যে পূর্বাহ্ন প্রভৃতি কাল নিয়মিত হইয়াছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তে কর্ণের অনুষ্ঠান করিলে হয় ত পূর্বাহ্নাদি শ্রৌত কালের মধ্যে কৰ্ম সমাপন হইতে পারে না। এই জন্য দুই হাতেই শাস্ত্রীয় কৰ্ম সম্পাদন করা উচিত, কারণ, ইহাতে অতি নীচ কৰ্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া শ্রৌত কালের অতিক্রম হয় না। পরিমাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রুতিবোধিত পদার্থের (কর্ণের) ত্রায় শ্রৌত ক্রম, কাল এবং পরিমাণ প্রভৃতির সহিত বিরোধ হইলেও স্মৃতিবিহিত কৰ্ম অনুষ্ঠেয় নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্যবহার্য। “অপি বা”—পূর্বপক্ষ-নিবারণার্থক, “কারণাগ্রহণে”—কারণের অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত কর্মের অপ্রামাণ্যের কারণ যে লোভমোহাদি তাহার অগ্রহণে অর্থাৎ গ্রহণ বা জ্ঞান না হইলে, “প্রযুক্তানি”—স্মৃতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত আচমনাদি কর্ম, “প্রতীয়েরন্”—(অবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুষ্ঠেয় বলিয়া) প্রতীত হইবে। স্মৃতিবিহিত কর্মের অপ্রামাণ্যের কারণ যে লোভমোহাদি, তাহার সম্ভাবনা না থাকিলে শ্রৌত ক্রমাদির বিরোধী হইলেও আচমনাদি স্মার্ত কর্মসকল প্রমাণ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে ‘অপি বা’ এই শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা নিবারণ করা হইয়াছে। শ্রৌত ক্রম, কাল এবং পরিমাণাদির বিরোধী হইলেও আচমনাদি স্মার্ত পদার্থ অর্থাৎ কর্ম অনুষ্ঠেয়, যে হেতু এতাদৃশ কর্মে অপ্রামাণ্যের কোনও কারণ নাই। লোভ, মোহ প্রভৃতিই অপ্রামাণ্যের কারণ। কিন্তু আচমন, দক্ষিণাচার প্রভৃতি স্মার্ত কর্ম লোভাদিমূলক নহে। অতএব উহা অপ্রমাণও নহে; কিন্তু প্রমাণ বলিয়া অনুষ্ঠেয়। আরও, এ স্থলে আচমনাদি পদার্থ অর্থাৎ পদপ্রতিপাত কর্মসকল ধর্ম্মী; আর আনন্তর্য্যাদি সেই পদার্থ-শ্রিত ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর মধ্যে বিরোধ হইলে ধর্ম্মীই নির্বোধ হইয়া থাকে। কারণ, ধর্ম্মিরূপ আশ্রয় বাধিত হইলে ধর্ম্মরূপ আশ্রিত থাকিতেই পারে না। এই কারণে পদার্থ (কর্ম) আশ্রিত আনন্তর্য্যাদি ক্রম শ্রৌত হইলেও তদ্বারা স্মৃতিবিহিত আচমনাদি কর্মের বাধা হইতে পারে না। আরও, ধর্ম্মীর আবির্ভাবের পর ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় বলিয়া আচমনাদি ধর্ম্মের পূর্বে বা সমসময়ে আনন্তর্য্যাদি-রূপ ক্রমাদি উপস্থিতই থাকে না। আর অনুপস্থিতির সহিত বিরোধ হয় না। এই কারণেও স্মার্ত আচমনাদি অনুষ্ঠেয়। অপি চ, সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্মই শুদ্ধ হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। আর আচমন, বজ্রোপবীতিভ্, দক্ষিণাচারতা প্রভৃতি শুদ্ধি বা শৌচের হেতু—এইগুলি সকল কর্মেরই অঙ্গ। আর অঙ্গ প্রধানের বা অঙ্গীর পরিপূর্ণতা সাধনই করিয়া থাকে বলিয়া তাহা

প্রধানের বাধক হয় না। কারণ, বাহা যাহার অঙ্গ নহে, তাদৃশ সমকক্ষ পদার্থই একে অপরের বাধা জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু আচমনাদিগুলি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ঐগুলি সকল পদার্থেরই অঙ্গ। এই কারণে এইগুলি সকল সময়েই অনুষ্ঠেয়। এই জন্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিথেন তু।

বিশিখো ব্যাপবীতশ্চ যৎ কয়োতি ন তৎ কৃতম্।

অর্থাৎ “সর্বদা উপবীতী (বাম স্বন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া) থাকিবে এবং সকল কার্যই শিখাবন্ধনপূর্বক করিবে। শিখাহীন হইয়া এবং উপবীতী না হইয়া বাহা কিছু করা হয়, তাহা না করার সামিল।” এইরূপ বামহস্তে বাহা কিছু করা, তাহাও অগ্রাহ্যই হইয়া থাকে। অতএব আচমন, উপবীতিত্ব, বদ্ধশিথত্ব, দক্ষিণাচারতা অবশ্য অনুসরণীয়। ইতি পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণ। *

* সর্বত্র কৃত্যচমনত্ব, যজ্ঞোপবীতিত্ব, বদ্ধশিথত্ব, দক্ষিণাচারতা প্রভৃতি বিচারিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিরই অনুকূল বেদবচন বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐগুলিকে স্মার্তিকর্ম অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত কর্ম ধরিয়া লইয়া শ্রুতিবিহিত ক্রমাদির সহিত উহাদের বিরোধ উপেক্ষণীয় কি না, এইপ্রকার যে বিচার করা হইয়াছে, তাহা তত দৃঢ় নয়। কারণ, ঐগুলি যদি প্রত্যক্ষশ্রুতি-উপদিষ্ট না হইত, তাহা হইলে শ্রৌতক্রম ও স্মার্ত পদার্থ বা কর্মের বিরোধ উপেক্ষণীয় কি না, এইপ্রকার বিচার বলবৎ হইত। কিন্তু উভয়ই যখন শ্রৌত, তখন উহাদের বিরোধ থাকিলেও তাহা প্রবল নহে। এই কারণে বার্ত্তিককার এ স্থলে অন্তপ্রকারে অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে পূর্বাধিকরণের “বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্তাৎ অসতি হনুমানঃ,” “হেতুদর্শনাচ্চ,” “শিষ্টাকোপে-হবিরুদ্ধমিতি চেৎ” এবং “ন শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ” এই চারিটি সূত্রে একটি অধিকরণ পূর্ণ হইয়াছে। আর “অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্” এই সূত্রটি এবং পরবর্ত্তী সূত্রের “ভেদদর্শনাৎ বিরোধন্ত” এই পর্য্যন্ত অংশে অপর একটি অধিকরণ হয়। অবশ্য “ভেদদর্শনাৎ বিরোধন্ত” এই অংশটিকে পূর্বসূত্রেরই অংশ ধরা হয়। এইপ্রকারে যে দুইটি অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব অধিকরণটিতে পাক্বরাত্র, পাণ্ডপত, এবং শাক্যমতের প্রামাণ্য খণ্ডিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার পাক্বরাত্র এবং পাণ্ডপত মত কুত্রচিৎ বেদমূলক বটে; কিন্তু শাক্যমতটি সর্বথা বেদবাহ্য। এই কারণে শাক্যমত খণ্ডনই বার্ত্তিকমতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্বাধিকরণে স্মৃতিসকলের বেদমূলকত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। তদনুসারে যদি কেহ শাক্যাদি স্মৃতিরও বেদমূলকত্ব আশঙ্ক্য করিয়া প্রামাণ্য ইচ্ছা করে, কারণ, শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্রাটের স্থান তাহারও বেদদর্শন সম্ভব,—তাহা হইলে বলিব,

তেষদর্শনাদ্ বিরোধস্য সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্মৃৎ ॥৮॥ (পূঃ)

অস্বক্সার্থ। “তেষু”—যবাদি শব্দে, “বিপ্রতিপত্তিঃ”—অর্থবোধকতা (বি অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান অর্থাৎ শব্দজ্ঞান বা অর্থবোধ),

“বিরোধে স্বনপেক্ষাং স্মাদসতি হনুমানম্,” “হেতুদর্শনাচ্চ”। অভিপ্রায় এই যে, শাক্যাদিস্বৃতির বেদমূলকতা অনুমান করা যায় না। কারণ, “অসতি হনুমানম্” বেদবিরোধ না থাকিলে বেদমূলকতা অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু “বিরোধে তু অনপেক্ষাং” অর্থাৎ শাক্যাদির বেদবিরুদ্ধতা অতি সুস্পষ্ট, এই কারণে তদীয় স্বৃতি বেদমূলক নহে। প্রথমতই দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মোপদেশ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য নহে—উহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের কার্য্য, অল্প বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় হইয়াও ধর্মোপদেশ-প্রদানে জীবন অতিবাহিত করিয়া সারা জীবন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার পর আশ্চর্য্যের সকলের পক্ষে প্রথম কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহ বলেন, আমি অনন্ত-নরকে যাই ক্ষতি নাই, তথাপি লোকের মুক্তি হউক। যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, যে নিজে ধর্ম্ম মানে না, নরকে ভয় করে না—সে ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিবে?—সে ব্যক্তির উপদেশ কিরূপে বেদমূলক হইতে পারে? অপিচ, শাক্যসিংহ বেদ হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। মাতাপিতৃভ্রাতৃহী পুত্র যেমন মাতা-পিতাকে জনক বা জননী বলিয়া স্বীকার করে না, সেইরূপ শাক্যসিংহও বেদ হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াও স্বীয় ধর্ম্মোপদেশের বেদমূলকতা স্বীকার করেন না। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষের অধোগা বলিয়া বত বড়ই যোগী মহাপুরুষ হউন না কেন, কেহ তাহা স্বপ্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিতে পারেন না। এই কারণে শাক্যসিংহ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। সুতরাং শাক্যমতাবলম্বিগণ স্বয়ংই যখন তদীয় ধর্ম্মের বেদমূলকতা স্বীকার করেন না, তখন কোনও প্রজ্ঞামণ্ড বর্ণাশ্রমী যদি তাহার উপদেশকে বেদমূলক বলেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আরও “হেতুদর্শনাৎ ৮”—শাক্যাদি স্বৃতির মূলে লোভাদি বহু কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহাকে বেদমূলক বলা যায় না। আর শাক্যমতাবলম্বিগণ কুজাপি স্বদপ্রদায়ামুসৃত স্বৃত্তিকে বেদমূলক বলিয়া প্রমাণও বলেন নাই; কিন্তু নানাবিধ হেতুজালের দ্বারা নিজেদের উপদেশের ধর্ম্মপ্রমাণতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বৈদিকগণের ধর্ম্মোপদেশ হেতু দেখাইয়া যাগাদিকে ধর্ম্ম বলেন না।

ইহাতে যদি বলা হয় “শিষ্টাকোপে অবিরুদ্ধম্”—সাধারণ ভাবে শাক্যাদিস্বৃতি অনাদরপীয় হইলেও অহিংসা, শম, দম, দান প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের

“সমা”—তুল্যপ্রকার অর্থাৎ সমবল, “বিরোধন্তু” অদর্শনাৎ—বিরোধ অর্থাৎ
বলাবল দেখা যায় না বলিয়া। আর্থ্য ও স্নেহগণের মধ্যে যব প্রভৃতি

কর্তব্যতা উপদেশ আছে, তাহাতে বেদানুশিষ্ট কর্ণের সহিত কোনও বিরোধ
নাই বলিয়া সেইগুলি প্রমাণ এবং সেই সমস্ত বিষয়গুলি ধর্মার্থে শাক্যাদি
স্মৃতি হইতেও জ্ঞাতব্য। তাহা হইলে বলিব “ন”—না, ঐ প্রকার বলা সঙ্গত হইবে
না, “শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ”—যে হেতু শাস্ত্র সকল পরিমিত অর্থাৎ যে হেতু কোন্ কোন্
শাস্ত্র হইতে ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য, তাহা শাস্ত্রমধ্যেই নির্দেশ করা আছে। সেই কারণে
শাক্যস্মৃতি হইতে ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নহে। “মনুর্বে যৎ কিঞ্চন অবদৎ তদুভেষজম্” অর্থাৎ
“মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের পাপ-বাধির ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ” ইত্যাদি
বেদবচনেই নির্দেশ করিয়া দেওয়া আছে—কোন্ কোন্ শাস্ত্র হইতে ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য।
তদনুসারে স্মৃতিকারও বলিয়াছেন—“পুরাণ-শ্রায়-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাঙ্গ-মিশ্রিতাঃ। বেদাঃ
স্থানানি বিদ্বানাং ধর্মস্ত চ চতুর্দশ।” অর্থাৎ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, শ্রায়,
মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র এই চতুর্দশটি স্থান অর্থাৎ শিষ্ট-পরিগৃহীত শাস্ত্রই বিদ্বা এবং ধর্মের
চতুর্দশটি স্থান। এইগুলি নিত্য—প্রতিকল্পেই মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্ববৎ বেদার্থ
স্মরণাদি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন বলিয়া এইগুলি আকল্পবিচ্ছেদ-বিবর্জিত। অতএব
এইগুলি হইতেই ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য, শাক্যাদি গ্রন্থ হইতে নহে। অপি চ, অহিংসা,
দানাদি বেদোপদিষ্ট হইলেও শাক্যাদি সংস্পর্শে স্মরতাওস্থিত গঙ্গাজলের শ্রায়, কুঙ্কর-
চর্মনির্মিত দৃতি-(ভিত্তি) মধ্যে বৃত গোহৃৎকের শ্রায় তাহা অপবিত্র হইয়া যায় বলিয়া
তদীয় স্মৃতি হইতে তাহা জানিলে ধর্ম হইবে না। কিন্তু বেদোল্লিখিত মহর্ষিগণের
গ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয়। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ আরও বলিয়াছেন—

“বেদেনৈবাত্মনুজ্ঞাতা যেষামেব প্রবক্তৃতা।

নিত্যানামভিধেয়ানাং মনস্তরযুগাদিবু।

তেষাং বিপরিবর্তেষু কুর্বতাং ধর্মসংহিতাঃ।

বচনানি প্রমাণানি নাশ্চেবামিতি নিশ্চয়ঃ॥”

বস্তুতঃপক্ষে বেদোক্ত অহিংসাদি এবং শাক্যোপদিষ্ট অহিংসা প্রভৃতি সমান নহে।
কারণ, শাক্যমতে হিংসাস্বাক্ষেপে হিংসা বর্জনীয় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও
হিংসা পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে বেদবিধিমতে হিংসাস্বরূপে হিংসা পাপ নহে, কিন্তু
বেদবিধির অবিষয় এবং বেদনিষিদ্ধস্বরূপেই হিংসা পাপ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে
হিংসা বেদবিহিত বলিয়া তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। স্মরণ্য শাক্যাদিস্মৃতি অনুসারে
অহিংসা অবলম্বনীয় হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞাদি হলেও হিংসা পরিহার্য হইয়া
উঠে। (হৃৎকের বিষয়, আজকাল হিন্দুগণের অনেকের মধ্যে শাক্যভক্তি—বৌদ্ধধর্মীয়ানুরাগ

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

১৬১

শব্দের যে বিভিন্ন অর্থবোধকতা, তাহা সমা অর্থাৎ তুল্যবল, যেহেতু এ স্থলে বিরোধ অর্থাৎ প্রাবল্য দৌর্দল্যের কারণ দেখা যায় না।

ভাষ্যভাবার্থ। স্মৃতির প্রাবল্য দৌর্দল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে শব্দপ্রয়োগবিষয়ে আর্ধ্য এবং স্নেহগণের অর্থাৎ অপভাবাপ্রয়োগকারী প্রাকৃত জনগণের যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহার প্রাবল্য-দৌর্দল্য বিচার করা হইতেছে। যব, বরাহ, বেতস, পীলু প্রভৃতি শব্দ আর্ধ্যগণ বথাক্রমে দীর্ঘশূক, শূকর, বজ্রল (বেত) এবং বৃক্ষবিশেষরূপ অর্থে প্রয়োগ করেন। আর স্নেহেরা ঐ শব্দগুলিকে বথাক্রমে প্রিয়সু, কৃষ্ণপক্ষী, জম্বুবৃক্ষ এবং হস্তী অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। আর্ধ্য ও স্নেহগণের এই প্রকার যে অর্থব্যবহার

অতিমাত্রায় উষ্টিরাছে বলিয়া তাহার সর্বত্র বিহিত হলেও হিংসা বর্জন করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস পাইতেছেন অথচ অমেধ্য মাংস-ভোজনের প্রবৃত্তিটা বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে)। এই জন্য বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“শোভা-সৌকর্য্য-হেতুজি কলিকালবশেন বা।

যজ্ঞোক্ত-পশুহিংসাদিত্যাগজাস্তিমবান্ধুঃ ॥”

এইরূপ, বেদাদিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেরতরকে বিধিপূর্বক সস্ত্রদান নিষিদ্ধ, কিন্তু শাক্যাদিস্মৃতিমধ্যে তাহাই জ্ঞাঘার বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। শম-দমাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব বেদবহির্ভূত শাক্যাদি স্মৃতি প্রমাণ নহে।

বার্তিকমধ্যে “অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্” এই সূত্রে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। হোলাক (হোলি উৎসব) প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতি-বিহিত নহে, এবং স্মৃতিকারগণও নিবদ্ধ করিয়া যান নাই অথচ শিষ্টগণ অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যবাদী মহাজনগণ সেই সকলের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই সমস্ত শিষ্টাচার প্রমাণ কি না, এইরূপ সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষরূপে যদি বলা হয় যে, শিষ্টাচার সকল সংখ্যাবদ্ধ এবং ব্যবস্থিত নহে বলিয়া এবং বহু শিষ্ট ব্যক্তিগণও বহু অকর্ম করিয়াছেন বলিয়া শিষ্টাচার প্রমাণ নহে—তাহা হইলে বলিব, “কারণাগ্রহণে” অর্থাৎ শিষ্টাচারের মূলে যদি কার্যক্রোধাদি কারণ না থাকে, তাহা হইলে, “প্রযুক্তানি” অর্থাৎ স্মৃতিরূপে নিবদ্ধ না থাকিলেও যে সমস্ত কর্ম শিষ্টগণ কর্তৃক আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহা “প্রতীয়েরন্” অর্থাৎ ধর্মরূপে প্রতীত হইবে, “তেষু অদর্শনাৎ বিরোধন্ত”—যেহেতু তাহার মধ্যে কোনও শাস্ত্রবিরোধ দৃষ্ট হয় না। হুতরাং শিষ্টগণ ধর্মবুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তাহাও ধর্মে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। তবে এতাদৃশ শিষ্টাচার দেশভেদে,

১৬২

মীমাংসা-দর্শনম্

[১ম অঃ

বিষয়ে স্মৃতিগত বিরোধ, তাহার মধ্যে একটিকে প্রবল এবং অপরটিকে দুর্বল বলিবার কোনও হেতু নাই; কারণ, অর্থবোধ করানই শব্দের প্রয়োজন। আর তাহা অর্থ্য ও স্লেচ্ছ উভয়ের প্রয়োগ হইতেই সিদ্ধ হয়। অতএব এই স্মৃতিদ্বয় সমবল। স্মৃতরাং ঐ সমস্ত শব্দ হইতে উভয় প্রকার অর্থই গ্রহণীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্ত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অম্বলার্থ। “শাস্ত্রস্থা”—শাস্ত্রস্থিত অর্থ্যাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রতিপত্তি (অর্থবোধকতা), “বা”—(এব) অবশ্যই (গ্রহণীয়), “তন্নিমিত্ত্বাৎ”—তাহার অর্থ্যাৎ ধর্মজ্ঞানের নিমিত্ততা অর্থ্যাৎ হেতুতা আছে বলিয়া। যেহেতু শাস্ত্রই ধর্মজ্ঞানের হেতু, সেই কারণে আর্ধ্যগণ-পরিগৃহীত শাস্ত্রবোধিত অর্থই গ্রহণীয়।

কুলভেদে এবং গ্রাম-জনপদাদিভেদে বহু বলিয়া গ্রহণবিস্তৃতিভয়ে স্মৃতিকারগণ বিশেষভাবে নিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সামান্ততঃ শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়াছেন। যথা—

“বেদোহধিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্,” ; “আত্মনশুষ্টিরেব চ” (মনু)— অর্থ্যাৎ সমগ্র বেদ ধর্ম প্রমাণ আর বেদবিদগণের স্মৃতি ও শীল অর্থ্যাৎ আচার এবং আত্মশুষ্টি ধর্ম প্রমাণ। এইরূপ

“ঋতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মান্বনঃ।

সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥” (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

অর্থ্যাৎ ঋতি, স্মৃতি, সদাচার, নিজের প্রিয় অর্থ্যাৎ আত্মশুষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্কল্পমূলক কামনা এইগুলি ধর্ম প্রমাণ। অতএব স্মৃতির স্থায় শিষ্টাচারও প্রমাণ।

শিষ্টাচারও যে প্রমাণ, তাহা এই প্রকার অনুমান দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, যথা— হোলাক প্রভৃতি আচার প্রমাণ—(প্রতিজ্ঞা) ;

যেহেতু সেইগুলি ধর্মবুদ্ধিতে শিষ্টগণ (বৈদিকগণ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়—(হেতু) ; যেমন অষ্টকা প্রভৃতির অনুষ্ঠান—(উদাহরণ)।

আর শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিলে কোনও কোনও স্থলে শিষ্টগণ অকর্মণ্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাও প্রমাণ হইয়া পড়িবে—এই প্রকার আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, সেই সেই স্থলে তাঁহারা তাহা ধর্মবুদ্ধিতে করেন না। অতএব অবিশীত শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলা উচিত। বিস্তৃত বিবরণ তত্ত্ববাস্তিকমন্থে দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় এই যে, আর্ধ্য-গণের প্রসিদ্ধিই বলবতী। কারণ, যদি কেবলমাত্র লৌকিক অর্থবোধ করানই শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তাহা আর্ধ্য বা শ্লেচ্ছ সকলের প্রয়োগ হইতেই সাধিত হইতে পারে বলিয়া উহাদের বলাবল অনবধারিতই থাকিত। কিন্তু ধর্মাববোধই যখন শব্দের প্রয়োজন, আর একমাত্র শব্দ হইতেই যখন ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন শব্দার্থের অল্পমাত্রও বিপ্লুতি ঘটিলে ধর্ম হইতে পারে না বলিয়া আর্ধ্যগণ অতি সাবধানে নিগম-নিরুক্তাদি দ্বারা শব্দার্থের বিপ্লব পরিহার করিয়া যথাযথ অর্থ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে শ্লেচ্ছগণের শব্দার্থের বিপর্যয় পরিহার করিবার কোনও কারণ নাই বলিয়া তাহার বিপর্যয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই কারণে শ্লেচ্ছ-ব্যবহৃত বিপর্যয় অর্থস্মৃতি অপেক্ষা আর্ধ্যগণের অবিপ্লুত অর্থস্মরণই বলবৎ। আরও, একই শব্দের একাধিক অর্থ স্বীকার করিলে বিকল্পপ্রসঙ্গ হয়। আর বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত। এই কারণে তাহা পরিহার করা উচিত। অপিচ, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইলে প্রত্যেকটি অর্থের প্রতি শব্দের বাচকতা শক্তি কল্পনা করিতে হয়, অজ্ঞাথা অর্থবোধ হইতে পারে না। এইরূপে অনেক অদৃষ্টশক্তি কল্পনা করিতে হয় বলিয়াও একটি শব্দের অনেক অর্থ স্বীকার করা উচিত নহে। তবে 'হ্রি' প্রভৃতি শব্দে গতান্তর নাই বলিয়া অনেকার্থ স্বীকার করা হয়। অতএব যব, গীলু প্রভৃতি শব্দের অর্থে দীর্ঘশূক এবং বৃক্ষবিশেষ প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধপদার্থপ্রামাণ্যাদিকরণ। *

* বার্তিককার এখানে প্রকারান্তরে অধিকরণ আরচিত করিয়া স্থিতি ও আচারের বিরোধে বলাবল নিরূপণ করিয়াছেন। দেশভেদে এমন কতকগুলি আচার আছে—বাহা স্থিতিবচনের বিরুদ্ধ। তদায় স্থিতি ও আচারকে তুল্যবল ধরিয়া বিকল্প হইবে কি স্থিতি দ্বারা আচার বাধিত হইবে, এই প্রকার সংশয়ে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এই যে, আচারের দ্বারা স্থিতির অনুমান এবং স্থিতির দ্বারা ঋতির অনুমান করিতে হয়—যেহেতু স্থিতি যেমন স্বয়ং বিধায়ক, আচার সেইরূপ স্বয়ং বিধায়ক নহে। হুতরাং ঋতির সহিত আচারের সম্বন্ধ বিপ্রকৃষ্ট, কিন্তু স্থিতির সম্বন্ধ সন্নিহিত। এই কারণে আচার যতক্ষণ স্থিতি দ্বারা ঋতি কল্পনা করিয়া বিধায়ক হইবে, তাহার পূর্বেই ঋতিকল্পনা পূর্বক স্থিতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। এই কারণে আচার ও স্থিতির প্রামাণ্য তুল্যবল না হওয়ায় (যেহেতু আচারের প্রামাণ্য দ্বান্তরিত, কিন্তু স্থিতির প্রামাণ্য একান্তরিত) উভয়ের বিকল্প হইতে পারে না, কিন্তু স্থিতির দ্বারা আচারের বাধই হইয়া থাকে। হুতরাং দক্ষিণদেশে মাতুল-কন্ডার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি আচার

চোদিতং তু প্রতীয়েতাবিরোধাৎ প্রমাণেন ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “চোদিতং”—শ্লেচ্ছগণ কর্তৃক অর্থবিশেষে প্রযুক্ত অর্থাৎ ব্যবহৃত শব্দজাত, “তু”—কিন্তু, “প্রতীয়েত”—প্রতীত হয় অর্থাৎ সেই পদার্থের বাচকরূপে প্রতীত হয়, “অবিরোধাৎ প্রমাণেন”—প্রমাণের সহিত বিরোধ নাই বলিয়া। যে সমস্ত বৈদিক শব্দ আর্য্যগণ অর্থবিশেষে ব্যবহার করেন না, সেইগুলিকে শ্লেচ্ছগণ যে অর্থে প্রয়োগ করে, তাহাদের সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু তথায় শ্লেচ্ছগণের ব্যবহার আর্য্য-ব্যবহারের বিরোধী নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকারণে শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা আর্য্যপ্রসিদ্ধি যে অধিক বলশালী, তাহা বলা হইয়াছে। তদনুসারে সন্দেহ হয় এই যে, বেদাদি শাস্ত্রে পিক, তামরস, ক্লোম প্রভৃতি এমন কতকগুলি শব্দ আছে—যেগুলির কোন বিশেষ অর্থ আর্য্যগণের স্মৃতিমধ্যে প্রসিদ্ধ নাই অথচ শ্লেচ্ছগণ সেইগুলিকে যথাক্রমে কোকিল, পদ্ম, দেহের অভ্যন্তরস্থ অবয়ববিশেষ প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। সেই শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণীয় কি না? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, পূর্ব-অধিকরণে শ্লেচ্ছ-প্রসিদ্ধিকে যখন অশাস্ত্রত্ব হেতু অনাদরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তখন এস্থলেও সেই কারণে শ্লেচ্ছপ্রয়োগ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, আর্য্য-প্রসিদ্ধির সহিত শ্লেচ্ছ-ব্যবহারের বিরোধ থাকিলে উহাই নিয়ম বটে। কিন্তু এস্থলে আর্য্যগণের মধ্যে যখন ঐ সমস্ত শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ নাই, তখন শ্লেচ্ছ-প্রসিদ্ধিই আদরণীয়। কিন্তু এস্থলে নিকৃষ্টাদির দ্বারা

“মাতুলস্ত মৃতান্।.....ত্যন্ত্। চান্দ্রাণং চরেৎ” এই স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া অনাদরণীয়। এইরূপ পূর্বাধিকারপ্রত্যয়, স্বামি-স্ত্রীর সহভোজন প্রভৃতি আচারও স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ। (দাক্ষিণাত্যে যে মাতুলকন্যাপরিণয় প্রচলিত আছে—তৎস্বপক্ষে তাহারা যে সমস্ত যুক্তি দেন, তাহা জানিতে হইলে ভাট্টদীপিকার শ্রীমৎ বাহুধরবাক্যকৃত ভাট্টচিন্তামণি টীকায় প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ অধিকরণ এবং স্থায়মুখ্য প্রভৃতি নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। ভাট্টকৌস্তভ নামক গ্রন্থে সেই সমস্তেরই সমালোচনা আছে)।

অল্প অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। কারণ, প্রথমতঃ বৌগিক অর্থ অপেক্ষা রুচি অর্থাৎ প্রসিদ্ধি বলবতী, দ্বিতীয় কথা, নিরুক্ত দ্বারা একই শব্দের অনেক রকম অর্থ কল্পিত হইতে পারে বলিয়া কোনটি গ্রহণীয়, তাহার ব্যবস্থা হয় না। তৃতীয়তঃ পশুপক্ষী প্রভৃতির পোষণে, বৃক্ষ, পুষ্প প্রভৃতির বর্ধনে এবং পশু প্রভৃতির ছেদনভেদনাদি কার্যে শ্লেচ্ছগণ আর্ধ্যগণ অপেক্ষা বিশেষ অভ্যস্ত থাকায় তাহার তদ্বিষয়ে অভিযুক্ত বলিয়া পিক, তামরস, ক্লেম প্রভৃতি বৈদিক শব্দের অর্থ তাহাদিগের মধ্যে বাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই গ্রহণীয়। অতএব আর্ধ্যপ্রসিদ্ধির সহিত বিরোধ নাই বলিয়া এতাদৃশ স্থলে শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিই বলবতী। এ স্থলে শ্লেচ্ছ শব্দের অর্থ বর্জন নহে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অপভাষাতাবী প্রাকৃত লোক। ইতি শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ-পদার্থপ্রামাণ্যাদিকরণ।

প্রয়োগশাস্ত্রমিতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রয়োগশাস্ত্রম্”—কল্পস্থত্রাদি বক্তপ্রয়োগ শাস্ত্র স্বতন্ত্র-ভাবেই প্রমাণ অর্থাৎ অপৌরুষেয়, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। কেহ হয় ত পূর্বপক্ষ করিতে পারেন যে, কল্পস্থত্রাদি বক্তপ্রয়োগশাস্ত্র অপৌরুষেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কল্পস্থত্রাদি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ কি না অর্থাৎ অপৌরুষেয় কি না, তাহা বিচার করা বাইতেছে। যে গ্রন্থে বক্ত পরিপাটি—বক্তের প্রয়োগ-কৌশল কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম কল্প। আর বাহা সংজ্ঞা এবং পরিভাষা দ্বারা বক্তের প্রয়োগ সূচনা করে, তাহাই সূত্র। কল্প এবং সূত্র কল্পসূত্র। *

* যদিও শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র এবং ধর্মসূত্র এই তিনটিকে এক কথায় কল্পসূত্র বলা হয়, তথাপি এখানে শ্রৌতসূত্র অর্থে কল্পসূত্র বলা হইয়াছে। যে গ্রন্থে প্রত্যক্ষবেদবিধিবোধিত যজ্ঞাদি কর্মের পরিপাটি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে শ্রৌতসূত্র বলা হয়। বাহাতে অপ্রত্যক্ষবেদবিধিবোধিত (বেদমন্ত্রাদির দ্বারা অনুমিত যে বিধি তদ্বারা বোধিত) সংস্কারাদি কর্মের প্রয়োগ বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম গৃহসূত্র, তদ্বিত্ত্রিয়ারপ্রতিপাদক শাস্ত্র ধর্মসূত্র। এই অনুসারে শ্রৌতসূত্রোক্ত কর্মসকলকে শ্রৌতকর্ম আর তদ্বিত্ত্রিয়ার কর্ম-কলাপকে দ্বার্তকর্ম বলা হয়।

কাত্যায়ন, আখ্যায়ন, শাট্যায়ন প্রভৃতি যে সমস্ত কল্পসূত্র আছে, তাহা বেদেরই জ্ঞায় স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ, যে হেতু বেদ না দেখিয়াও ব্যক্তিকগণ কেবলমাত্র কল্পসূত্রের সাহায্যে যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু কল্পসূত্রকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা যায় না। আরও “ষড়ঙ্গমেকে” এই প্রসিদ্ধি হইতেও কল্পসূত্রকে বেদ বলা যায়। অতএব কল্পসূত্ররূপ প্রয়োগশাস্ত্রও বেদের জ্ঞায় অপৌরুষেয় এবং তাহা স্বতন্ত্রভাবেই প্রমাণ। ইতি পূর্বপক্ষ।

নাসন্নিয়মাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অসন্ন্যায়ার্থ। “ন”—না, কল্পসূত্র অপৌরুষেয় নহে, “অসন্নিয়মাৎ”—অসতের অর্থাৎ পূর্বে অবিদ্যমান গ্রন্থের, নিয়মাৎ অর্থাৎ নির্মাণ বা রচনা হইয়াছে বলিয়া। অথবা অসৎ অর্থাৎ পূর্বে অবিদ্যমান অর্থাৎ পরবর্তিকালীন কাত্যায়ন প্রভৃতি মহর্বিগণ কর্তৃক নিয়মিত অর্থাৎ নিবদ্ধ বা রচিত হইয়াছে বলিয়া। কল্পসূত্রাদি প্রয়োগশাস্ত্র অপৌরুষেয় নহে, যে হেতু তাহা পূর্বে ছিল না, কিন্তু কাত্যায়নাদি মহর্বিগণ তাহার রচনা করিয়াছেন। (ইতি সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হয় যে, কল্পসূত্রাদি অপৌরুষেয় নহে; কিন্তু পৌরুষেয়, যে হেতু কাত্যায়নাদি মহর্বিগণ তাহা রচনা করিয়াছেন, ইহা সমাখ্যাসিদ্ধ—কাত্যায়নীয়, শ্যাট্যায়নীয়, আখ্যায়নীয় এই প্রকার সমাখ্যা হইতে ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, এস্থলে কাত্যায়ন কর্তৃক প্রণীত এইরূপ অর্থেই তদ্বিত প্রত্যয় হইয়া কাত্যায়নীয় ইত্যাদি পদ হইয়াছে। আর “সমাখ্যা প্রবচনাৎ” (জৈঃ সূঃ—১।১।৩০) এই সূত্রে মীমাংসকগণ যেমন কাঠক, কালাপক প্রভৃতি সমাখ্যাকে প্রবচননিমিত্তক বলিয়াছেন, এস্থলে সেরূপ বলা যায় না, কারণ, বেদের রচয়িতা পুরুষ অন্বর্ত্যমাণ বলিয়া কাঠক প্রভৃতি স্থলে প্রবচনই সমাখ্যার নিমিত্ত। কিন্তু এ স্থলে কাত্যায়ন, শ্যাট্যায়ন প্রভৃতি মহর্বিগণকে যখন রচয়িতা বলিয়া শিষ্টগণ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন, তখন আর বেদের জ্ঞায় প্রবচনকে এখানে সমাখ্যার হেতু বলা যায় না।

ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন, বেদের মধ্যে স্বরপাঠ লক্ষিত হয়, কিন্তু কল্পস্থত্রাদিতে স্বরনিয়ম না থাকায় তাহা অপৌরুষেয় নহে। বার্তিককার বলেন, ভাষ্যকারের এই যুক্তিটি তত দৃঢ় নহে, যে হেতু সামবেদাদির অনেক স্থলে স্বরনিয়ম নাই। *

অবাক্যশেষাচ্চ ॥ ১৩ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অবাক্যশেষাৎ চ”—বাক্যশেষ অর্থাৎ অর্থবাদ নাই বলিয়া (কল্পস্থত্রাদি অপৌরুষেয় নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। কল্পস্থত্রাদি যে অপৌরুষেয় নহে, তাহার আরও কারণ এই যে, বেদমধ্যে যেমন বিধি থাকিলে তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ অর্থবাদ থাকে, কল্পস্থত্রমধ্যে যেখানে বিধি আছে, সেখানে সেক্ষেপ কোনও অর্থবাদ নাই। অধিক কি, কল্পস্থত্রমধ্যে—“ঋত্বিজো বৃণীতে,” “বৃত্তা যজন্তি,” “দেবযজ্ঞনমধ্যবশন্তি” ইত্যাদি স্থলে বিধিবাচক কোনও লিঙাদি বিভক্তিই নাই। কিন্তু কেবলমাত্র ক্রিয়াবোধক লটলকারেরই প্রয়োগ আছে। বেদে যেমন ‘যজন্তি’ প্রভৃতিস্থলে বিধিবাচক পঞ্চম লকার (‘লেট্’) স্বীকার করা হয়, এস্থলেও তাহাই ইহাবে একরূপ বলা সম্ভব নহে। কারণ, কেবলমাত্র মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেই লট্‌সদৃশাকার বিধিবাচক পঞ্চম লকার লেট্‌ স্বীকৃত হয়, অন্ত্র নহে। কিন্তু কল্পস্থত্র মন্ত্রও নহে এবং ব্রাহ্মণও নহে। এই কারণে ইহাতে ‘লেট্’ নামক পঞ্চমলকার স্বীকার করা যায় না। আর “বড়ঙ্গমেকে” এই বচনে বলা হইয়াছে যে, ‘কেহ কেহ বড়ঙ্গকেও অপৌরুষেয় বলেন’। কিন্তু ইহা সকলের মত নহে। এই কারণে ইহা আদরণীয় নহে।

সর্বত্র চ প্রয়োগাৎ সন্নিধানশাস্ত্রাচ্চ ॥ ১৪ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “সর্বত্র”—কল্পস্থত্রমধ্যে সর্বত্র অর্থাৎ সকল তিথিতে, “চ”—এবং, “প্রয়োগাৎ”—দর্শ-যাগের প্রয়োগ অভিহিত হইয়াছে বলিয়া,

* বার্তিককার এই সমস্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা বেদের অপৌরুষেয় স্থাপিত হয়, শাখাদি স্মৃতিকে সেই সমস্ত যুক্তি দ্বারা অপৌরুষেয় বলা যায় না। কিন্তু দৃঢ়তরভাবে বর্জ্যস্মরণ থাকায় তাহার পৌরুষেয়ত্ব, হুতরাং লৌকিক প্রমাণের অযোগ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অপ্ৰামাণ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৬৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[১ম অঃ

“সন্নিধানশাস্ত্রাৎ চ”—অথচ সন্নিহিত শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন, অমাবস্তা তিথিতে দর্শবাগ কর্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সন্নিধানশাস্ত্র অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-পঠিত শ্রুতির সহিত কল্পস্থত্রোপদিষ্ট পদার্থের বিরোধ আছে বলিয়াও কল্পস্থত্র অপৌরুষেয় নহে। যেমন কল্পস্থত্রকারের মতে সমস্ত তিথিতে দর্শবাগ করা যায়; কিন্তু ইহা “পৌর্ণমাস্তাং পৌর্ণমাস্তা যজ্ঞেত অমাবস্তায়ামমাবস্তয়া” অর্থাৎ “পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্ণমাসবাগ করিবে এবং অমাবস্তা তিথিতে অমাবস্তাবাগ অর্থাৎ দর্শবাগ করিবে” এই প্রত্যক্ষশ্রুতির বিরুদ্ধ। এইরূপ কল্পস্থত্রকার বলেন, “সমস্ত হবির্জব্যের পর্য্যায়িকরণ (অগ্নিদ্বারা সংস্কারবিশেষ) করিবে”; অথচ শ্রুতিমধ্যে কেবলমাত্র “পুরোডাশের পর্য্যায়িকরণ কর্তব্য” বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কল্পস্থত্র-সকল অপৌরুষেয় নহে বলিয়া স্বতঃপ্রমাণ নহে। সুতরাং শ্রুতিমূলকতাই কল্পস্থত্রাদির প্রামাণ্যের হেতু বলিয়া প্রত্যক্ষ-শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে যতক্ষণ না কল্পস্থত্রাদির বিরুদ্ধ বিষয়ের মূলীভূত শ্রুতি দেখা যায়, ততক্ষণ সেই সেই স্থলের অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যই হইবে। আর মূলীভূত শ্রুতির প্রত্যক্ষ হইলে তাহার বিরুদ্ধ হইবে। ইতি কল্পস্থত্রাধিকরণ।

অনুমানব্যবস্থানাং তৎসংযুক্তং প্রমাণং স্মৃতি ॥ ১৫ ॥ (পৃঃ)

অঙ্কুরার্থ। “অনুমানব্যবস্থানাং”—অনুমানের (যাহা দ্বারা অনুমিত হয় তাহার অর্থাৎ স্মৃতি ও শ্রুতির অনুমিতির লিঙ্গ বা কারণ-স্বরূপ মহাজন-পরিগৃহীত দেশাচারের), ব্যবস্থানাং অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে বলিয়া, “প্রমাণম্”—আচারের মূলীভূত অনুমিত শ্রুতিরূপ প্রমাণ, “তৎসংযুক্তং”—সেই ব্যবস্থা অর্থাৎ দেশাদিসংযুক্ত, “স্মৃতি”—হইবে। যেহেতু দেশবিশেষে আবদ্ধ শিষ্টাচারের দ্বারাই তাহার মূলীভূত শ্রুতিরূপ প্রমাণ অনুমিত হয়, সেই কারণে সেই প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতিও দেশ-সংযুক্তই হইবে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আচার কেবলমাত্র সেই সেই দেশেই কর্তব্য, অতএব নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্মৃতিশাস্ত্র (ধর্মসূত্র ও গৃহসূত্র) এবং দেশাচার সম্বন্ধে এই রকম একটা নিয়ম শুনা যায় যে—সামবেদিগণ গোঁতম ধর্মসূত্র এবং গোভিল গৃহসূত্র বহুচরণ অর্থাৎ স্বাধেদিগণ বশিষ্ঠপ্রোক্ত স্মৃতি, বাজসনেয়িগণ অর্থাৎ শুক্লাজুর্বেদিগণ শঙ্খ এবং লিখিত-প্রোক্ত স্মৃতি, এবং তৈত্তিরীয়গণ অর্থাৎ কৃষ্ণজুর্বেদিগণ আপস্তম্ব ও বোধায়ন-রচিত স্মৃতি অনুসারে চলেন। এইরূপ, পূর্বদেশীয়গণ ‘হোলাক’ উৎসব করিবেন, ‘আহীনৈবুক’ প্রভৃতি আচার দাক্ষিণাত্যদেশীয়ের কর্তব্য, ‘উদ্বৃষভবজ্জ’ প্রভৃতি উদীয় অর্থাৎ উত্তরদেশীয়গণের অন্তর্গত—এইপ্রকার ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। * সুতরাং এই সমস্ত শিষ্টাচার হইতে যে ঋতি অনুমিত হয়, তাহাও ঐ প্রকার বিশিষ্টভাবেই প্রমাণ হইবে অর্থাৎ মূলীভূত ঋতিই ঐ প্রকারে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে কর্তব্য বিশেষ বিশেষ আচারের উপদেশ দিতেছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, আচারের দ্বারা যখন ঋতির অনুমান করা হয়—আচারই যখন ঋতির অনুমিতির লিঙ্গ বা হেতু, তখন সাধ্য বা অনুমেয় ঋতি হেতুবিশিষ্টই হইবে; কারণ, যেখানে হেতু থাকে, সেইখানেই সাধ্য থাকে, ইহাই নিয়ম; যেমন যেখানে ধূম, সেইখানেই বহ্নির অনুমান হয়। আর তাহা হইলে ঐ প্রকার আচারগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণেরই কর্তব্য হইয়া থাকে—তাহা অত্রের কর্তব্য নহে। অতএব গোঁতমাদি স্মৃতি সামবেদী প্রভৃতি ছাড়া অপরের অনুসরণীয় নহে এবং হোলাকাদি আচার পূর্বদেশীয় প্রভৃতি ভিন্ন অপরের কর্তব্য নহে; যে হেতু মূলীভূত ঋতি-মধ্যে এইরূপই বিধি থাকা উচিত। ইহার উদাহরণ যেমন রাজস্বয়বজ্জ কজ্জিয়ারই কর্তব্য এবং বৈশ্বস্তোম একমাত্র বৈশ্বজাতিরই অন্তর্গত। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা সর্বধর্ম্যঃ শ্রাৎ তন্ম্যায়ত্নাৎ বিধানশ্চ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা” পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “সর্বধর্ম্যঃ শ্রাৎ”—সকলেরই ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য হইবে, “বিধানশ্চ”—বিধানের অর্থাৎ

* হোলি উৎসবকে ‘হোলাক’ বলা হয়। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ নিজ নিজ কুলাচার অনুসারে—করঞ্জ, অর্ক প্রভৃতি বৃক্ষরূপ স্থাবর দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ইহাকে ‘আহীনৈবুক’ বলা হয়। উত্তরাপথের লোকেরা জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার বহু বৃষের পূজা করিয়া তাহাদিগকে দোড় করান। ইহারই নাম ‘উদ্বৃষভ’।

(যাহার দ্বারা বিহিত হয় তাহা বিধান) আচারবিধায়ক শাস্ত্রের বা মূলীভূত অনুমের ঋতির, “তন্মায়ত্বাৎ”—যে হেতু তাদৃশ ত্রায় অর্থাৎ প্রাচ্যাदि দেশ-বিশিষ্টতাভাব-রূপ তর্ক রহিয়াছে। হোলাকাदि আচার দেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা সকলেরই অনুষ্ঠেয়; যে হেতু ঋতির অনুমানে দেশবিশিষ্টতাভাবরূপ তর্ক রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বকথিত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তরূপে বলা যাইতেছে এই যে, হোলাকাदि আচার দেশ-বিশেষে নিবদ্ধ নহে, কিন্তু উহা সকলেই করিতে পারে। কারণ, ঋতির দ্বারা উহা স্থল-বিশেষে সম্প্রদায়-বিশেষে কর্তব্যরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে, এই প্রকার কল্পনা বা অনুমান করিতে পারা যায় না। যে হেতু উহার সর্বধর্মতার অনুকূল ত্রায় বা তর্ক রহিয়াছে। যাহার দ্বারা বিবক্ষিত অর্থ নীত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম ত্রায়। যেমন ধূমদর্শনে যে বহ্নি অনুমান হয়, তথায় ‘ধূম যদি বহ্নিব্যুতচারী (বহ্নিশূন্যস্থানে স্থিত) হয়, তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্মও হইতে পারে না,’ এইপ্রকার তর্কই অনুমিতির পোষক; সেইরূপ এ স্থলেও আচারের মূলীভূত যে ঋতির অনুমিতি হইবে, তাহা যদি প্রাচ্যদেশাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে কোনও হানি হয় না, এইপ্রকার তর্ক থাকায় হোলাকাদি আচারকে দেশবিশেষে আবদ্ধ বলিয়া ঋতি-অনুমান করা যায় না। আর পূর্বপক্ষবাদী রাজন্য প্রভৃতি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি অধিকারীর বিশেষণ হয়, এই প্রকার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, প্রাচ্য, দক্ষিণাত্য প্রভৃতি এমন কোনও জাতি নাই, যাহা প্রতীচ্য বা উদীচ্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ হইতে পারে। কিন্তু মনুয্য, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি আছে, তাহা প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রভৃতি সর্বস্থলেই সমান। এইরূপ প্রাচ্যত্বাদি ব্যক্তিব্যচক হইলে তাহা দেবদত্তাদির ত্রায় একজনকেই বুঝাইবে, কিন্তু অপরকে বুঝাইবে না। আর তাহা হইলে উহা অনেকের কর্তব্য হইতে পারে না। অতএব প্রাচ্য বা প্রতীচ্য ব্যক্তিব্যচক বা আকৃতিব্যচক হইতে পারে না বলিয়া বিধায়ক শব্দও তদ্বিশিষ্টরূপে আচারের বিধান করিতে পারে না অর্থাৎ প্রাচ্য প্রভৃতি অধিকারীর বিশেষণ হইতে পার না। কিন্তু রাজন্য বা বৈশ্যভোম প্রভৃতি স্থলে রাজত্ব (ক্ষত্রিয়ত্ব) বা বৈশ্যত্বরূপ জাতি অধিকারীর বিশেষণ হইয়া থাকে, যে হেতু, সর্বক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মধ্যে অনুগত ক্ষত্রিয়ত্ব, এবং বৈশ্য জাতি ব্যবস্থিত আছে।

দর্শনাদ্‌ বিনিয়োগঃ স্মৃৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। “দর্শনাৎ”—শিখাকর্ম্মে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় বলিয়া, “বিনিয়োগঃ স্মৃৎ”—বিনিয়োগ অর্থাৎ বিশেষ নিয়োগ বা নিয়ম হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, শিখাকর্ম্ম যেমন গোত্রবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিবদ্ধ—কেহ একশিখ, কেহ ত্রিশিখ, কেহ বা পঞ্চশিখ। এই শিখাকর্ম্ম যেমন সকলের সমানভাবে কর্তব্য নহে, সেইরূপ হোলাকাদিও সকলের কর্তব্য নহে—তাহা হইলে বলিব, শিখাকর্ম্ম গোত্রচিহ্ন—অমুক গোত্রে এইরূপ শিখা রাখিবে, এইপ্রকার নিয়ম আছে। আর সেই নিয়ম অনুসারে ভৃগুগোত্রীয়ের পঞ্চ অবদান অর্থাৎ চক্ৰ প্রভৃতির বিধিবিহিত সংস্কারস্বক ঋণকরণ—প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নির্বাহ হয়। কিন্তু হোলাক প্রভৃতির তাদৃশ অস্ত্র কোনও বিনিয়োগ নাই। এই কারণে তাহা সকলেরই কর্তব্য।

লিঙ্গাভাবাচ্চ নিত্যস্ত ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গাভাবাৎ”—লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন নাই বলিয়া, “চ”—এবং, “নিত্যস্ত”—নিত্য অধিকারীর। যাহারা নিয়মিতভাবে হোলাকাদি কর্ম্মের অধিকারী, তাদৃশ কর্তার কোনও নিয়মিত বা পৃথক্ভাবে অবধারিত চিহ্ন নাই বলিয়া হোলাকাদি দেশবিশেষে আবদ্ধ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। ‘এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট লোকেরা এই কর্ম্ম করিয়া থাকে—যেমন শ্রামবর্ণ বৃহৎকায় লোহিতবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট লোকেরা আহীনৈবুক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে’—এইরূপে যদি হোলাকাদি আচারকে দেশ-বিশেষে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, দেশান্তরস্থিত তাদৃশলক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার অনুষ্ঠান করে না বলিয়া লক্ষণটির অব্যাপ্তি ঘটে। আবার ইহার অতিব্যাপ্তিও ঘটে, যে হেতু যাহারা তাদৃশলক্ষণবিশিষ্ট নহে, এমন অনেক লোকেও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আখ্যা হি দেশসংযোগাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। “আখ্যা”—সমাখ্যা অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য, প্রাচ্য প্রভৃতি প্রকৃতিপ্রত্যয়নিপ্পন্ন শব্দমূলক সংজ্ঞা, “ই”—যেহেতু, “দেশসংযোগাৎ”—দেশের সম্বন্ধ অনুসারে হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য, প্রাচ্য প্রভৃতি সংজ্ঞা দেশ-সম্বন্ধ অনুসারেই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা কর্তার বিশেষণ হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন যে, যাহারা দাক্ষিণাত্য এই সমাখ্যায় অভিহিত হয়, তাহারা আত্মনৈবুক প্রভৃতির আচরণ করিবে, যাহারা প্রাচ্য এই সংজ্ঞায় কথিত হয়, তাহারা হোলাক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে এবং যাহারা উদীচ্য এই নামে সমাখ্যাত হয়, তাহারা উদ্বৃষভ যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদন করিবে—তাহা হইলে ইহা সমীচীন হইবে না। কারণ, সমাখ্যা দেশসংযোগনিমিত্তক বলিয়া যে ব্যক্তি দক্ষিণদেশ হইতে চলিয়া গিয়া উত্তরাখণ্ডে অথবা পূর্বদেশে বাস করিতে থাকে, সেও আত্মনৈবুক প্রভৃতির আচরণ করিয়াই থাকে, অথচ তাহাকে তখন দাক্ষিণাত্য বলা যায় না, কিন্তু সে উদীচ্য বা প্রাচ্যই হয়। এইরূপ প্রাচ্যদেশীয় বা উদীচ্যদেশীয় ব্যক্তির অজ্ঞদেশে গিয়াও হোলাক বা উদ্বৃষভ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াই থাকে। অথচ তাহাদিগকে তখন প্রাচ্য বা উদীচ্য বলা যায় না। সুতরাং সমাখ্যা দ্বারা হোলাকাদি আচারকে দেশবিশেষেই আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় না।

ন স্মাদ্ দেশান্তরেষ্টিতি চেৎ ॥ ২০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “ন স্মাৎ”—হইবে না, “দেশান্তরেষ্টি”—অজ্ঞদেশে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বল।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, দাক্ষিণাত্যাদি দেশবাসী লোক পূর্বদেশাদিতে গিয়া বাস করিলেই যদি প্রাচ্য ইত্যাদি সংজ্ঞার বাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে তখনও সেই প্রাচ্যদেশের লোকে যে ‘দাক্ষিণাত্য’

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

১৭৩

বলিয়া আহ্বান করে, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব বলিতে হয় যে, প্রাচ্যাদিদেশে গিয়া বাস করিলেই প্রাচ্য হয় না। যেমন মথুরা দেশের লোক যদি বঙ্গদেশে যায়, তথাপি তাহাকে ‘মাথুর’ এই নামেই অভিহিত করা হয়। সুতরাং সিদ্ধান্তী যে বলিতেছেন, অত্রদেশে বাইয়া বাস করিলে সেই দেশের সংযোগে তাহার সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়, ইহা সমীচীন নহে। অতএব দাক্ষিণাত্য, প্রাচ্য ইত্যাদি সমাখ্যার দ্বারাই হোলাকাদি আচার দেশবিশেষে ব্যবস্থিত হইবে।

শ্রাদ্ যোগাখ্যা হি মাথুরবৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “শ্রাৎ হি”—অবশ্যই হয়, “যোগাখ্যা”—প্রকৃতপ্রত্যয়-জনিত সংজ্ঞা, “মাথুরবৎ”—মাথুর শব্দের ত্রায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান বলিতেছেন “শ্রাৎ” ইত্যাদি। মথুরাবাসী ব্যক্তি যখন মথুরাদেশেই বাস করে, তখন যে অর্থে তাহাকে ‘মাথুর’ বলা হয়, সে যখন পূর্বদেশে গিয়া বাস করিতে থাকে, তখন সেই অর্থে তাহাকে ‘মাথুর’ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় না, যে হেতু “তত্র ভবঃ” অর্থাৎ ‘সেইখানে উৎপন্ন’ এই অর্থে যেমন তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, সেইরূপ “তত আগতঃ” অর্থাৎ ‘সেই স্থান হইতে আগত’ এই অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাহাকে “মাথুরায়াঃ আগতঃ” অর্থাৎ ‘মথুরাদেশ হইতে আগত’ এই অর্থেই ‘মাথুর’ বলা হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। অতএব ‘দাক্ষিণাত্য’ প্রভৃতি সমাখ্যাবলে আচারের দেশব্যবস্থা হইতে পারে না।

কর্ম্মধর্ম্মো বা প্রবণবৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “কর্ম্মধর্ম্মঃ”—দেশবিশেষ কর্ম্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশেষণ, “বা”—আশঙ্কার্থক, “প্রবণবৎ”—প্রাচীনপ্রবণ ইত্যাদির ত্রায়।

ভাষ্যভাবার্থ। দেশাদি সম্বন্ধের দ্বারা কর্ত্তার বিশেষ ব্যবস্থা না হইলেও দেশাদি সংযোগকে কর্ম্মের বিশেষণ করিয়া হোলাকাদিকর্ম্মকে দেশবিশেষেই আবদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষী বলিতেছেন “প্রাচীনপ্রবণে

দেশে বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ ‘যে স্থান প্রাচীনপ্রবণ অর্থাৎ যেখানে পূর্বদিকে জল গড়ায়, সেই রকম জায়গার বৈশ্বদেব যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রাকপ্রবণদেশ প্রভৃতি কর্মের বিশেষণ বলিয়া সেই কর্ম অগ্রত্ব করণীয় নহে, সেইরূপ যে দেশের মৃত্তিকা প্রায়শই কৃষ্ণবর্ণ, সেই দেশের লোকেরা ‘আহীনৈবুক’ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে, এইপ্রকারে দেশব্যবস্থা করা যায়। আর তাহা হইলে তাহা সেই বিশেষ দেশ ছাড়া অগ্র কোথাও আচরিত হইতে পারিবে না।

তুল্যং তু কর্তৃধর্ম্মেণ ॥ ২৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অর্থঃ। “তু”—আশঙ্কা নিরাসার্থক, “কর্তৃধর্ম্মেণ তুল্যম্”—কর্তৃবিশেষণের সদৃশ। দেশাদিকে কর্তার ধর্ম্ম বলা এবং কর্মের ধর্ম্ম বলা একই প্রকার, কারণ, উহাকে কর্তৃধর্ম্ম বলিলে যে দোষ হয়, কর্মধর্ম্ম বলিলেও সেই দোষ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। গ্রামবর্ণ বৃহৎকায় লোহিতাক্ষ ব্যক্তির আহীনৈবুক প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকে, ইহা বলিলে যেমন তাহা অব্যভিচারী হয় না, সেইরূপ যে দেশের মৃত্তিকা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, তদ্রূপ লোকেরা আহীনৈবুক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে, ইহা বলাও অনেকান্ত। কারণ, যে স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ নহে, এতাদৃশ অগ্র স্থানের লোকেরাও উহা করিয়া থাকে। আবার যেখানকার মৃত্তিকা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, এমন অগ্র জায়গার লোকেরা উহা করে না। অতএব দেশাদিকে কর্মের বিশেষণ বলা—সঙ্গত নহে। সুতরাং হোলাকাদি কেবলমাত্র সেই সেই দেশে কর্তব্য—অগ্রত্ব করণীয় নহে, ইহা বলা সঙ্গত নহে। এইরূপ গোঁতমীয়াদিস্মৃতি যে কেবলমাত্র সামবেদীয় প্রভৃতিগণেরই অবলম্বনীয়, তাহা নহে। তবে প্রণেতা গোঁতমস্বয়ং স্বয়ং সামবেদীয় এবং তাঁহার শিষ্য-পরম্পরাও হয় ত প্রায়শঃ সামবেদীয় ছিলেন, এই কারণে এইরূপ কিংবদন্তী হইয়া গিয়াছে যে গোঁতমীয় স্মৃতি সামবেদীয়গণের অনুসরণীয় ইত্যাদি। আর বৈশ্বদেবযজ্ঞের যে প্রাচীনপ্রবণতার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে প্রযোজ্য নহে, যে হেতু বৈশ্বদেবযজ্ঞের প্রাচীনপ্রবণতা সাক্ষাৎ ঋতির দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ইতি হোলাকাধিকরণ।

প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ শব্দেষু ন

ব্যবস্থা স্মৃৎ ॥ ২৪ ॥ (পৃঃ)

অক্ষম্ভাবার্থ। “প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ”—প্রয়োগোৎপত্তির অর্থাৎ গো শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু গাবী, গোণ্ডি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ চলিবে না, এইপ্রকার সাধুশব্দ প্রয়োগের নিয়ম বিষয়ে কোনও শাস্ত্র (বেদবচন) নাই বলিয়া, “শব্দেষু ন ব্যবস্থা”—সাধুশব্দ এবং অপভ্রংশ শব্দের কোনও ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম হইতে পারে না।

ভাব্যভাবার্থ। একটি শব্দের অনেক অর্থ স্বীকার করা উচিত নহে, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অনেক শব্দ একটি অর্থের বাচক হইতে পারে কি না, তাহার নিরূপণ পূর্বক তৎপ্রসঙ্গে ব্যাকরণ স্মৃতি কি না এবং তাহা প্রমাণ কি না, তাহারই বিচার করা হইবে। একই অর্থের বাচক গো, গাবী, গোণ্ডি প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ আছে, তাহাদের সকলগুলিই কি গলকম্বাদিবিশিষ্ট প্রাণিবিশেষরূপে অর্থে প্রমাণ অথবা উহাদের মধ্যে একটি অর্থাৎ গো-শব্দটিই তদ্বার্থে প্রমাণ? ইহার নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা ঠিক করা আবশ্যক যে, গো, গাবী, গোণ্ডি প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটি অর্থাৎ গো-শব্দটিই কি অনাদিবাচক এবং অপরগুলি তাহার অপভ্রংশ অথবা সকল শব্দগুলিই অনাদি। এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, দেশভেদে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতভেদে সকলেরই নিকট যখন গো, গাবী, গোণ্ডি প্রভৃতি সকল শব্দ হইতেই সাম্প্রদিকিবিশিষ্ট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, তখন সবগুলিই উক্ত অর্থের বাচক। আর কোন্ সময় হইতে উহারা অর্থবোধ করাইয়া আসিতেছে, তাহার নিশ্চয় হয় না বলিয়া, ঐ শব্দগুলি সকলই অনাদি। কারণ, বর্তমান সময়ে যেমন গাবী বা গোণ্ডি প্রভৃতি শব্দ হইতে অর্থবোধের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঐগুলি হইতে অতীত সকল সময়েই যে সেইরূপই অর্থবোধের বোধ হইত, তাহা স্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। অতএব গো শব্দের আর গাবী বা গোণ্ডি প্রভৃতি শব্দও সাধু, কোনটিই অপভ্রংশ নহে। আর সাধু পদার্থটি কি, তাহা কোনও প্রমাণের সাহায্যে নিরূপিত হয় না বলিয়া ‘ইহা সাধু’, ‘ইহা অসাধু’ এই প্রকার প্রভেদ করাও চলে না। যদি বলা হয়

যে, ব্যাকরণ হইতে সাধু, অসাধু অর্থাৎ শুদ্ধ বা অপভ্রংশ নির্ণীত হইবে, তাহা হইলে বলিব যে, ব্যাকরণের প্রামাণ্য ঋতিবোধিত নহে বলিয়া, এবং ব্যাকরণ সম্প্রদায়মধ্যে সূত্রকার বার্তিককার ও ভাষ্যকারের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া * ব্যাকরণ প্রমাণ নহে। আর ব্যাকরণের মূলীভূত কোনও ঋতি নাই বলিয়া এবং তাহা কোনও কর্মের বিধায়ক নহে বলিয়া ব্যাকরণকে স্মৃতি বলা যায় না। অতএব স্মৃতিরূপেও ব্যাকরণ প্রমাণ নহে। আর সেই কারণে গো, গাবী, গোণা প্রভৃতি সকল শব্দই সকলে সকল সময়ে (যজ্ঞাদিস্থলেও) প্রয়োগ করিতে পারে, তাহাতে কোনও দোষ নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

শব্দে প্রযত্ননিষ্পত্তেরপরাধস্ত ভাগিত্বম্ ॥ ২৫ ॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। “শব্দে অপরাধস্ত ভাগিত্বম্”—শব্দে অপরাধভাগিতা অর্থাৎ দৃষ্টতা হয়, “প্রযত্ননিষ্পত্তেঃ”—যে হেতু প্রযত্ন সহকারে তাহার উচ্চারণ করিতে হয়। যে হেতু শব্দের উচ্চারণ প্রযত্নসাপেক্ষ, সেই কারণে শব্দে অপরাধভাগিতা অর্থাৎ দৃষ্টতা সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, গো শব্দের জ্ঞায় গাবী, গোণা প্রভৃতি শব্দও অনাদিবাচক, ইহা ‘অন্তথা ব্যবহারের উপপত্তি হয় না’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্যবহারের অন্তথা উপপত্তি হইতে পারে। শব্দ সাধুভাবে উচ্চারণ করিতে হইলে বিশেষ প্রযত্ন আবশ্যক; কারণ, নাভি হইতে উদ্ভিত, বক্ষঃস্থলে বিস্তারপ্রাপ্ত শব্দকে (নাদকে) কণ্ঠাদিস্থলের সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত করিতে সমধিক প্রযত্ন আবশ্যক হয়। তাহাতে যদি ঈষৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলেই শব্দও দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ একপ্রকারে উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অন্তপ্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই কারণে একটি শব্দই অনাদিকাল হইতে চলিয়া

* সূত্রকারের মতে মুশব্দ-নিষ্পত্তিই ব্যাকরণের প্রয়োজন। বার্তিককার পূজাপাদ কাত্যায়ন বলেন, যদি ব্যাকরণসংস্কৃতপদজ্ঞানপূর্বক যজ্ঞাদি কর্মের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) করা হয়, তবেই পারলৌকিক ফল সিদ্ধ হয়। আর ভাষ্যকার ভগবৎপাদ পতঞ্জলি বলেন, ব্যাকরণসংস্কৃত পদসকলের সম্যক জ্ঞান হইলে স্বর্গ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের সূত্রকার, বার্তিককার এবং ভাষ্যকারের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে।

আসিতেছে; আর বহুবিশেষের উচ্চারণের দোষে তাহাতে বিকৃতি ঘটায় তাহা অন্তপ্রকারে উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহাকেও আবার বাহারা তাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিল, তাহারা এবং তৎসম্প্রদায়ের অপরাপর লোকেরা সেই বিকৃতভাবেই প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। এইপ্রকার উপপত্তি বখন দৃষ্টবিকল্প নহে, তখন অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে সবগুলি শব্দকেই যে সাধু বলা হইতেছিল, তাহা আর সঙ্গত হয় না। যেহেতু অন্তথা উপপত্তি হইলে অর্থাপত্তি স্বীকার করা হয় না। অতএব-গো, গাবী, গোণী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটিই অনাদি বলিয়া সাধু, আর বাকীগুলি অনাদি না হওয়ায় অপভ্রংশ বা অসাধু। *

অন্তায়শ্চানেকশব্দত্বম্ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্তায়ঃ”—অন্তায় বা অন্তুচিত, “চ”—যে হেতু, “অনেকশব্দত্বম্”—অনেকশব্দতা অর্থাৎ অনেকশব্দবাচ্যতা। একই অর্থের অনেকশব্দবাচ্যতা অন্তুচিত অর্থাৎ একটি অর্থের একাধিক বাচক স্বীকার করা উচিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, একটি শব্দকে সাধু এবং বাকীগুলি অসাধু বলিবার কারণ কি, সবগুলিকেই একই অর্থের বাচক বলা হউক না কেন? তাহা কিন্তু সঙ্গত হইবে না, যেহেতু, একই অর্থের অনেকশব্দবাচ্যতা স্বীকার করা অন্তায়—অর্থাৎ অনেক শব্দ হইতে একটি অর্থ প্রতীত হইবে, ইহা

* ভগবৎপাদ পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যমধ্যে বলিয়াছেন,—“একৈকস্ত শব্দস্ত বহবঃ অপভ্রংশাঃ। তদ্বৎ—গৌরিত্যস্ত গাবী, গোণী, গোতা গোপোতলিকা ইত্যেবমাদয়ঃ অপভ্রংশাঃ” অর্থাৎ ‘এক একটি শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক; যেমন ‘গোঃ’ এই শব্দটির গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ।’ প্রাচীন আচার্য্যগণের এই সমস্ত উক্তি এবং শব্দ ও অর্থের অনাদি বাচ্যবাচকতাবিবক পুরোক্ত (প্রথমপাদে বর্ণিত) যুক্তি অনুসারে ইহাই অবধারিত হয় যে, একটি শব্দ সাধু এবং তাহা অনাদি। কেহ বা কাহারো মিলিয়া তাহার সংস্কার করিয়া দিয়াছে বলিয়া যে তাহা সংস্কৃত—সাধু হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু অনাদিবাচক একটি সাধু শব্দই মনুয্যজনমূলক অশক্তিবশতঃ বহু আকারে বিবর্জিত হইয়াছে এবং সেইগুলি প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার স্বানলাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রাকৃত প্রভৃতি কথিত ভাষাই যে সাধু (সংস্কৃত) ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা বলা যুক্তিযুক্ত ও সাম্প্রদায়ানুমোদিত নহে।

স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ, ইহাতে শব্দের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি যখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান করে, তখন 'ইহা গো-শব্দেরই বাচ্য, অথ শব্দের বাচ্য নহে' ইত্যাদিরূপ নিয়ম পূর্বকই তাহার ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পর যখন সে বুঝে যে, ইহা গো, গোণা বা গাভী প্রভৃতি সকল শব্দেরই বাচ্য, তখন সেই পূর্বাভাগত নিয়মটি বাধিত হইয়া যায়। আর 'নিয়মকে' বাধিত অর্থাৎ অপ্রমাণ করিয়া দিলে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির শব্দ হইতে অর্থবোধ হইতে পারে না। আরও গো শব্দ যে অর্থবিশেষের বাচক, তাহা 'গো আন' এই প্রকার গো শব্দ গুনিবার পর কেহ যখন গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট প্রাণিরূপ অর্থ বিশেষ লইয়া ব্যবহার করে, তখন সেইখানে অল্প অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অর্থাপত্তি প্রমাণবলে বুঝিয়া লয় যে, গো শব্দमध्ये গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থবোধ করাইবার সামর্থ্য বা শক্তি আছে। এই প্রকারে একটি শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হয়, তথায় অনেক সামর্থ্য অর্থাৎ অনেকের শক্তি কল্পনা করা যায় না, কারণ, তাহাতে অর্থাপত্তি বাধিত হয়। আরও একাধিক শব্দকে একই অর্থের বাচক বলিলে বিকল্পপ্রসঙ্গ হয়। আর বিকল্প স্বীকার করিলে সকলেরই প্রামাণ্য পক্ষে বাধিত হইয়া থাকে। এই কারণে সম্ভবপক্ষে অল্পথা উপপত্তি হইলে বিকল্প স্বীকার করা উচিত নহে। তবে কর, হস্ত প্রভৃতির স্থলে একটি অর্থকে অনেক শব্দের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু তথায় গতাস্তর নাই। অতএব গো, গাভী, গোণা প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটি শব্দই সাধু আর অবশিষ্টগুলি অসাধু বা অপভ্রংশ, তাহা বক্তার উচ্চারণের অশক্তি হেতুই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তত্র তত্ত্বমভিযোগবিশেষাৎ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ শব্দে, "তত্ত্বম্"—(তৎ+ত্বম্, 'তত্ত্ব' অর্থ তাহার অর্থাৎ সাধুর ভাব) সাধুতা, "অভিযোগবিশেষাৎ স্যাৎ"—অভিযোগবিশেষনিবন্ধনই হইয়া থাকে। কোন্ শব্দটি যে সাধু, তাহার জ্ঞান অভিযোগবিশেষনিবন্ধনই হয় অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের অনুশীলন-জনিত সংস্কারবিশেষ হইতেই জন্মিয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর মত নিরাস করিয়া বলা হইয়াছে যে, গো, গাভী, গোণা প্রভৃতি একার্থবাচক অনেক শব্দের মধ্যে একটি সাধু এবং

অপরগুলি অসাধু। ইহাতে সংশয় হয় যে, কোনটি সাধু এবং কোনটি অসাধু, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, 'তত্র তদ্ব্যম্' ইত্যাদি। কোন শব্দটি সাধু এবং কোনটি অসাধু, তাহার জ্ঞান অভিযোগবিশেষ হইতে জন্মে। অভিযোগ শব্দের অর্থ পটুতা এবং বিশেষ শব্দের অর্থ লক্ষণ। শব্দ অনন্ত; সুতরাং প্রত্যেকটি ধরিয়া সাধুতা অসাধুতা জানা যায় না; আর শব্দ সকলের স্বরূপ সমগ্রভাবে নিঃসন্দেহে অবগত হইবার কোনও লৌকিক উপায়ও নাই। কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রে এমন সমস্ত নিয়ম করিয়া দেওয়া আছে—বাহার দ্বারা একটি পদের জ্ঞান হইলে তৎসদৃশ আরও অনেক পদের জ্ঞান হইতে পারে। এই কারণে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অল্পগ্রহেই নিখিল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় বলিয়া তাহার প্রামাণ্য অবশ্যই সকলের গ্রহণীয়। আর ব্যাকরণ প্রমাণ বলিয়াই তাহার মধ্যে যে সকল শব্দকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই সাধু বলিয়া গ্রহণীয় এবং অবশিষ্টগুলি অসাধু বা অপভ্রংশ বলিয়া ত্যাজ্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি স্থলে ব্যবহার্য্য নহে। সুতরাং শব্দের সাধুত্ব যে অসিদ্ধ, তাহা নহে।

এ স্থলে বার্তিককার দেখাইয়াছেন যে, শব্দের সাধুত্ব প্রত্যক্ষাদি ছয়টি প্রমাণের সাহায্যেই অবধারিত হয়। আর ব্যাকরণ ঋতিমূলক নহে এবং স্মৃতিও নহে বলিয়া প্রমাণ নহে এইপ্রকার বাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, শব্দপ্রয়োগের ব্যবস্থা করাই ব্যাকরণ স্মৃতির প্রয়োজন। যে হেতু "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন শ্লেচ্ছিতর্থে নাপভাবিতর্থে শ্লেচ্ছ হ বা এষ বদপশব্দঃ" অর্থাৎ "অতএব ব্রাহ্মণ শ্লেচ্ছ (অব্যক্ত) বলিবে না কিংবা অপশব্দের প্রয়োগ করিবে না, এই যে অপশব্দ ইহাই শ্লেচ্ছ অর্থাৎ অব্যক্ত (অসম্যক্) উচ্চারণ" এইপ্রকার নিবেদ এবং তাহার— "অথ তে অনুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্কন্তুঃ পরাবভূবুঃ" অর্থাৎ "অনন্তর সেই অনুরগণ "হেলয়ো হেলয়ঃ" এই করিয়া ('হে অরয়ঃ' অর্থাৎ হে অরিগণ! হে অরিগণ—এরূপ না বলিয়া 'হে অলয়ঃ' এইপ্রকার অপশব্দ উচ্চারণ করায়) পরাজিত হইয়াছিল"—এইরূপ অর্থবাদ থাকায় ঋতি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন যে, ব্যাকরণ অল্পসারে সাধু শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। "তস্মাদিত্যং ব্যাকৃত্য বাগ্ভতে" (তৈ: সং ৬।৪।১।৩) অর্থাৎ "সেই কারণে এই ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিরূপ যুক্ত পদের প্রয়োগ করা হয়" ইত্যাদি ঋতিও স্পষ্টভাবে ব্যাকরণের প্রামাণ্য জানাইয়া দিতেছেন। আর ব্যাকরণ সাধু প্রয়োগের বিধান করিয়া থাকে বলিয়া ইহা স্মৃতিও বটে। আর সকল স্মৃতিই যে এক রকম হইবে— কেবলমাত্র বাগাদিরূপ কর্ত্ত্বই প্রতিপাদন করিবে, এমন কোনও নিয়ম নাই।

১৮০

নীমাংসা-দর্শনম্

[১ম অঃ

অতএব ব্যাকরণও স্মৃতি হওয়ায় তাহা বেদমূলক বলিয়া এবং ব্যাকরণাবগত সাধুপদের প্রয়োগ করিবার ঋতিবচন থাকায় ব্যাকরণের প্রামাণ্যের অপলাপ করা যায় না। অতএব ব্যাকরণও প্রমাণ।

তদশক্তিশ্চানুরূপত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। “তদশক্তিঃ”—তাহার অর্থাৎ ‘গো’ এই শব্দ উচ্চারণ করিবার অশক্তি অর্থাৎ অক্ষমতা, “চ”—এবং, “অনুরূপত্বাৎ”—অনুরূপ অর্থাৎ গো শব্দের অনুরূপ বলিয়া। গোশব্দ উচ্চারণ করিবার অসামর্থ্য বশতঃ অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি হেতু গোশব্দ বিকৃত হইয়া গাবী প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, আর তাহা গোশব্দের অনুরূপ বলিয়া ইঙ্গিতাদি দ্বারা গলকষলাদি অর্থবোধও হইয়াছিল।

একদেশত্বাচ্চ বিভক্তিব্যত্যয়ে স্ত্রাৎ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। “একদেশত্বাৎ”—একদেশতা হেতু অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও তাহা অল্প অবিকৃত অংশেরই একদেশ বলিয়া, “চ”—এবং, ও, “বিভক্তিপ্রত্যয়ে স্ত্রাৎ”—বিভক্তির ব্যত্যয় হইলেও অর্থবোধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শুদ্ধ শব্দটি বিস্তৃতভাবে উচ্চারিত হইলেও তাহা হইতেই সাদৃশ্যবশতঃ অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। এই কারণেই “অশ্বকৈঃ আগচ্ছামি” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলেও “অশ্বকৈভ্যঃ আগচ্ছামি” অর্থাৎ অশ্বকদেশ হইতে আসিতেছি, এইরূপ অর্থবোধ হয়। এ স্থলে “অশ্বকৈভ্যঃ” এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি না দিয়া “অশ্বকৈঃ” এইপ্রকারে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ স্থলে বিভক্তির ব্যতিক্রম হওয়ায় অর্থবোধ না হওয়াই উচিত; কিন্তু তথাপি সাদৃশ্য নিবন্ধন অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব পূর্বে কোনও সময়ে কাহারও গো-শব্দ উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও যদিও অসাধবানে গাভী গাবী প্রভৃতি উচ্চারণ হইয়াছিল, তথাপি তাহা হইতে অর্থবোধের কোনও অনুরূপপত্তি হয় নাই। এই কারণে গো শব্দটিই সাধু, আর

অপরগুলি অসাধু। আর সাধুপদেরই প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, বজ্ঞাদিতে অসাধু পদ ব্যবহার করিলে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে। ইতি ব্যাকরণ-প্রামাণ্যাধিকরণ।

প্রয়োগচোদনাভাবাদর্থৈকত্বমবিভাগাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অসম্ভবার্থ। “প্রয়োগচোদনাভাবাৎ”—প্রয়োগচোদনার অর্থাৎ প্রোক্ষণ প্রভৃতি উপদিষ্ট কর্ণের ‘অভাবাৎ’ অর্থাৎ অসম্ভবতা হয় বলিয়া (ব্যক্তিই শব্দের বাচ্য অর্থ), “অর্থৈকত্বম্”—কেবলমাত্র ব্যক্তিই যদি বাচ্য হয়, তবেই সর্বত্র অভিধেয়ের একতা থাকে, “অবিভাগাৎ”—ব্যক্তি হইতে জ্ঞাতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ নাই বলিয়া (ব্যক্তির প্রতীতি হইলে জ্ঞাতিরও প্রতীতি হইয়া থাকে)। ব্যক্তিই শব্দের বাচ্য অর্থ, কিন্তু জ্ঞাতি তাহার অভিধেয় হইতে পারে না, যে হেতু তাহা হইলে বিধিবিহিত প্রোক্ষণাদি কৰ্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর ব্যক্তি অভিধেয় হইলে সর্বত্র অর্থের ঐক্যও হয়। তবে জ্ঞাতি ব্যক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্যক্তির প্রতীতি হইলে জ্ঞাতিরও জ্ঞান হইয়া থাকে। অথবা, “প্রয়োগচোদনাভাবাৎ” যে হেতু প্রয়োগচোদনার অর্থাৎ বিধিবাক্যের অথবা প্রয়োগের অর্থাৎ বাক্যের চোদনার অর্থাৎ উচ্চারণ দ্বারা অর্থপ্রতীতির অভাবাৎ অর্থাৎ অপ্রামাণ্য হয়, “অর্থৈকত্বম্”—লৌকিক এবং বৈদিক অর্থের একতা অর্থাৎ অভিন্নতাই আছে, “অবিভাগাৎ” বিভাগ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য নাই বলিয়া। লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং তাহাদের অর্থ অভিন্ন, যে হেতু লৌকিক এবং বৈদিক শব্দের অভিন্নতা রহিয়াছে; আর তাহা না হইলে বিধিবাক্যের অথবা বেদবাক্যোচ্চারণের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, সাধু পদেরই প্রয়োগ করা উচিত, আর পদের সাধুতা কেবলমাত্র ব্যাকরণ হইতেই জানা যায়। এক্ষণে এই প্রকার শব্দনিরূপণের প্রসঙ্গে বিচার করা যাইতেছে যে,

বাচক শব্দের বাচ্য কি ? কারণ, শব্দের বাচ্য কি, তাহা না জানিলে কেহ পদের সাধুতা বা অসাধুতা অবধারণ করিতে পারে না। এই জন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—“ন হি বাচ্যমবিজ্ঞায় সাধুদ্ব্যমবধারণাথে।” কিন্তু শব্দের বাচ্য অর্থ কি, তাহা লইয়া মতভেদ আছে।

কেহ (বৈয়াকরণগণ) বলেন, ব্যক্তিই শব্দের বাচ্য, কেহ (মীমাংসক এবং বেদান্তিগণ) বলেন, জাতিই শব্দের অভিধেয়, আবার কেহ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন, জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের অর্থ। এই প্রকার মতভেদ থাকায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে বিচার করা যাইতেছে যে, বৈদিক শব্দেরও বাচ্য কি। বৈদিক শব্দের অভিধেয় অর্থ কি, ইহা বিচার করিবার পূর্বে লৌকিক এবং বৈদিক শব্দ এবং তাহাদের অর্থ ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। কারণ, বৈদিক শব্দ এবং তাহার অর্থ যদি লৌকিক শব্দ ও তাহার অর্থ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর এই বাচ্যবাচকতা নিরূপণ অধিকরণটি আরদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, বৈদিক শব্দ সকলের অর্থ অপূর্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরের সাহায্যে জানিবার অযোগ্য হওয়ায় জাতিই কি বৈদিক শব্দের বাচ্য অথবা ব্যক্তিই বৈদিক শব্দের অভিধেয়, ইহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং তাহাদের অর্থ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে এই অধিকরণটি আরদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু বুদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দার্থের সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জাতি বা ব্যক্তির বাচ্যতা নিশ্চয় করিবার প্রয়াস সফল হইয়া থাকে।

লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং তাহাদের অর্থ ভিন্ন কি অভিন্ন, এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, উহা অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ, লৌকিক শব্দের রূপ এক প্রকার আর বৈদিক শব্দের রূপ অল্প প্রকার। যেমন ‘দেবৈঃ’, ‘ব্রাহ্মণাঃ’, ‘আত্মনা’ প্রভৃতিগুলি লৌকিক শব্দের রূপ। আর বেদে ঐগুলির ‘দেবেভিঃ’, ‘ব্রাহ্মণাসঃ’, ‘অত্মনা’ ইত্যাদি প্রকার রূপ হইয়া থাকে। অতএব লৌকিক এবং বৈদিক শব্দের রূপ ভিন্ন বলিয়া তাহার অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ উভয় স্থলে অর্থগত পার্থক্যও আছে। যেমন,—বেদে কথিত হইয়াছে “উত্তানা বৈ দেবগবা বহন্তি” অর্থাৎ দেবলোকের গো-সকল উত্তানবাহী অর্থাৎ চিৎ হইয়া চলে, “হিরণ্যপর্ণো বৈ দেববনস্পতিঃ” অর্থাৎ দেবলোকের বৃক্ষের পত্র হিরণ্যম্ ইত্যাদি। এইরূপ বেদে “এতদ্ বৈ দৈব্যং মধু যদ্ যতম্” অর্থাৎ “এই যে যত, ইহা দেবগণের মধু” এইরূপে যতকে মধু বলা

হইয়াছে। ইত্যাদি প্রকারে লৌকিক পদপদার্থ হইতে বৈদিক শব্দার্থের ভিন্নতাই লক্ষিত হয়। অতএব লৌকিক এবং বৈদিক শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন নহে, কিন্তু বিভিন্ন।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অর্থবাহুঃ” লৌকিক এবং বৈদিক শব্দের অর্থের একত্ব—অভিন্নতাই আছে। এই জন্ত ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“য এবং লৌকিকাঃ শব্দান্ত এবং বৈদিকান্ত এবং এবামর্থীঃ” অর্থাৎ ‘বাহা লৌকিক শব্দ, তাহাই বৈদিক শব্দ এবং বাহা সেই সেই শব্দের লোকসিদ্ধ অর্থ, তাহাই বৈদিক অর্থ’। কারণ, “প্রয়োগচোদনা-ভাবাৎ”—এইরূপ হইলেই প্রয়োগচোদনা অর্থাৎ কর্ত্ত্ববিধি সম্ভব হয় অথবা বেদবাক্যের উচ্চারণ সফল হয়। যদি বৈদিক শব্দার্থ বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্কেতগ্রহ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে পারে না বলিয়া বেদের কর্ত্ত্ববিধি ব্যর্থ হইয়া যায়। অথবা অর্থাববোধের জন্তই শব্দোচ্চারণ করা হয়, কিন্তু বৈদিক শব্দ এবং অর্থ বিভিন্ন হইলে তাহা অপূৰ্ণ অর্থাৎ প্রমাণান্তরের সাহায্যে অজ্ঞেয় হওয়ার তাহার অর্থবোধই হইতে পারে না। আর অর্থবোধ না হইলে তাহা অপ্রমাণই হইয়া পড়ে। অতএব লোকে এবং বেদে শব্দার্থ অভিন্ন। এইজন্ত কথিত আছে—

“লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দো বেদেহপি বোধকঃ”

অর্থাৎ ‘বুদ্ধব্যবহারের দ্বারা যে শব্দের সামর্থ্য অবগত হওয়া যায়, তাহা বেদার্থেরও বোধক হইয়া থাকে।’ লৌকিক শব্দ এবং বৈদিক শব্দ যে অভিন্ন, তাহার হেতু বলিতেছেন—“অবিভাগাৎ” অর্থাৎ যেহেতু প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ নাই। ফলিতার্থ এই যে, লৌকিক ও বৈদিক শব্দের অভিন্নতা যখন দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধ, তখন তাহাকে কিরূপে ভিন্ন বলা যায়? অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় যেমন বর্ণ-সকলের অভিন্নতাই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ লৌকিক ও বৈদিক শব্দের মধ্যেও অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় তাহার ভেদ হইতে পারে না। অতএব বৈদিক গো প্রভৃতি শব্দ লৌকিক গবাদি শব্দ হইতে বিভিন্ন নহে।

আর বেদে গরুকে যে উত্তানবাহী বলা হইয়াছে, তাহাও বিব্রত্ব নহে—কারণ, তাদৃশ স্থলে গোহাদি বিধেয় নহে, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ গোহাদির উত্তানবাহিত্বই বিহিত হইয়াছে। মর্ত্যালোকে গরু নামে যে প্রসিদ্ধ প্রাণী আছে, তাহা দেবলোকে উত্তানবাহী। এইরূপ, লোকপ্রসিদ্ধ বৃক্ষের উদ্দেশ্যে সুবর্ণময়পত্র বিহিত হইয়াছে। এরূপ বলিবার হেতু কি, তাহা বাস্তবিককার স্পষ্ট করিয়া

দিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে তাহা নিবন্ধ করা হইল না। আর বুদ্ধব্যবহারসিদ্ধান্তের উত্তর মোদনতা (আনন্দজনকতা) সাদৃশ্যে মধুস্ব আরাপিত হইয়াছে। আর 'দেবেতি', 'ব্রাহ্মণাসঃ' প্রভৃতি স্থলে কথঞ্চিৎ রূপগত পার্থক্য আছে। বলিয়াই যে শব্দও ভিন্ন হইবে, ইহা বলা সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা হইলে একই ব্যক্তি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহাকেও ভিন্ন বলিতে হয়। কিন্তু সে স্থলে যেমন রূপভেদ হইলেও ব্যক্তির ভেদ হয় না, যেহেতু তথায় "স এবায়ম্" (ইনি সেই ব্যক্তি) ইত্যাকার অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে, সেইরূপ বৈদিক শব্দ সকলের মধ্যেও কুত্রচিৎ কথঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও অভেদপ্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া তাহা ভিন্ন নহে। অতএব লৌকিক এবং বৈদিক শব্দ বিভিন্ন নহে, কিন্তু অভিন্ন।

এস্থলে বাস্তবিককার বলিয়াছেন সূত্রে 'শব্দৈকত্ব' না বলিয়া 'অর্থৈকত্ব' এইরূপ বলিবার হেতু এই যে, অর্থৈকত্ব বলিলে 'শব্দৈকত্ব' অর্থসিদ্ধ হইয়া পড়ে (স্বতই আসিয়া পড়ে)। এই ভ্রান্ত লাঘব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া সূত্রকার ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিককার এখান দেখাইয়াছেন যে, সূত্রের 'অবিভাগাৎ' এই অংশটির পাঁচ প্রকার হেতুবিকল্প হইতে পারে, যথা—(১) প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যয়ের অবিভাগ হেতু, (২) জায়মান বৈদিক ও লৌকিক উভয় প্রমেয়ের রূপগত অবিভাগ হেতু, (৩) বাক্য ও বাক্যরাশির হেতুস্বরূপ পদ ও বর্ণের বিষয়স্থ ব্যপদেশের অবিভাগ হেতু, (৪) উচ্চারণিতার স্থান এবং ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির অবিভাগ হেতু এবং (৫) বহুতর প্রমেয়ের অনুগমনবিষয়ক অবিভাগ হেতু, বৈদিক ও লৌকিক শব্দ এবং তাহার অর্থ অভিন্ন।

লোকব্যবহার এবং বেদব্যবহারে শব্দার্থ অভিন্ন, ইহা অবধারিত হইলে, জাতিই কি শব্দের বাচ্য অর্থ, অথবা ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয়, ইহার বিচার করা যাইতেছে। পূর্বপক্ষী বলেন, ব্যক্তিই শব্দের অর্থ, কারণ, "প্রয়োগ-চোদনাভাবাৎ"—যেহেতু তাহা না হইলে বেদবিধি সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু জাতিই যদি গোশব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ক্রিয়া, গুণ প্রভৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, 'গৌশ্চরতি, গৌর্নশ্চতি,' ও 'গৌঃ শুক্লঃ' অর্থাৎ 'গরু চরিতেছে,' 'গরু মরিতেছে,' 'গরু শুক্ল' ইত্যাদি প্রকার ব্যপদেশ (উল্লেখ) হইতে পারে না; যেহেতু জাতি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল গোব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া তাহার 'চরা' হইতে পারে না, জাতি নিত্য বলিয়া তাহার নাশ হইতে পারে না এবং

জাতি অমূর্ত (মূর্তিবিহীন) এবং অনাশ্রয় বলিয়া গুরুত্বাদিশৃঙ্খলের আশ্রয় হইতে পারে না। বা তাহার দ্বারা উপরক্তও হইতে পারে না। এই কারণে বেদের “ত্রীহীন প্রোক্ষতি” অর্থাৎ ‘ত্রীহির প্রোক্ষণ করিবে’, “কপিঞ্জলান্ আলভেত” অর্থাৎ ‘কপিঞ্জল (তিস্তির-জাতীয় পক্ষিবিশেষকে) যজ্ঞবিশেষে বধ করিবে’ ইত্যাদি প্রয়োগচোদনাসকল অর্থাৎ বিধি সকল অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া জাতি শব্দের অভিধেয় হইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয় ; কারণ, একটি গরু বা কতকগুলি গরু চরিতেছে, অল্প গরু মরিতেছে, কোন গরু গুরু, কোনটি বা কৃষ্ণবর্ণ হয় বলিয়া এই প্রকারে গুণ, ক্রিয়াদির সহিত তাহার অবয়ব হইতে পারে। যদি বলা হয়, যেখানে জাতিকে অভিধেয় বলিলে দোষ হয়, তথায় ব্যক্তিকেই শব্দের বাচ্য বলা উচিত আর যেখানে কোনও দোষ নাই, তথায় জাতিকেই শব্দের অর্থ বলা হউক, তাহা হইলে বলিব, এই পক্ষে অনেকার্থতা হইয়া পড়ে। কিন্তু একটি শব্দের অনেকার্থতা স্বীকার করা উচিত নহে। ইহা পূর্বে আধ্যাত্মিকপ্রসিদ্ধি অধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্ত সূত্রকার এখানে বলিয়াছেন—“অর্থৈকত্বম্” অর্থাৎ শব্দের অর্থ একটিই হইবে। ইহাতে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, জাতির প্রতীতি হইবে কিরূপে ? তাহা হইলে বলিব ‘অবিভাগাৎ’—জাতি ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে ; এই কারণে উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায় ব্যক্তির প্রতীতিকালে জাতিরও বোধ হইয়া থাকে। কেহ কেহ (নৈসর্গিকগণ) বলেন, ব্যক্তিশক্তি স্বীকার করিলে অর্থাৎ ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলিলে অনন্ত শক্তি কল্পনা করিতে হয়। এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের বাচ্য।

অদ্রব্যশব্দত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অঙ্গব্যবহার্য্য। “অদ্রব্যশব্দত্বাৎ”—দ্রব্যশব্দ অর্থাৎ দ্রব্যাপ্রতিত গুণাদি শব্দের অবয়ব হয় না বলিয়া (জাতি অভিধেয় নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। জাতিকে অভিধেয় বলিলে গুণবাচক গুরু এবং ঘট প্রভৃতি শব্দের অবয়ব হয় না। কারণ, জাতি গুণাদির আশ্রয় নহে, কিন্তু দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তিই লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতির আশ্রয়। অতএব “অরুণয়া পিত্তাক্ষ্যা” অর্থাৎ ‘অরুণবর্ণ, পিত্তাক্ষী গরুর দ্বারা সোমত্ব করিবে’ ইত্যাদি স্থলে অরুণাদিবর্ণ এবং “একা দেয়া” “বড় দেয়াঃ” অর্থাৎ ‘একটি গরু, ছয়টি গরু দক্ষিণারূপে দেয়’

ইত্যাদি স্থলে সংখ্যা, “পশুনা যজ্ঞেত” অর্থাৎ ‘পশু দ্বারা বাগ করিবে’ ইত্যাদি স্থলে (পশুগতপুংস্বাদি) লিঙ্গের অবয়ব হইতে পারে না বলিয়া জাতি অভিধেয় নহে। *

অন্তদর্শনাচ্চ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্তদর্শনাৎ”—‘অন্ত’ এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বলিয়া, “চ”—ও।

ভাষ্যভাবার্থ। জাতি যে বাচ্য হইতে পারে না, পূর্বপক্ষী তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অন্তদর্শনাচ্চ”। বেদে বিধি আছে—“যদি পশুরূপাকৃতঃ পলায়েত অন্তঃ তদ্বর্ণং তদ্বয়সমালভেত” অর্থাৎ ‘যে পশুর উপাকরণ (সংস্কার-বিশেষ) করা হইয়াছে, তাহা যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে সেই রঙের সেই বয়সের অন্ত একটি পশুকে উপাকৃত করিয়া বধ করিবে।’ এ স্থলে বেদে ‘অন্তঃ’ এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জাতি শব্দের অর্থ নহে, কিন্তু ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয়। কারণ, জাতি এক বলিয়া তাহা অন্ত হইতে পারে না। আর তাহার আলম্ব্যাদিও সম্ভব নহে—ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

আকৃতিস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “আকৃতিঃ”—আকৃতি অর্থাৎ জাতি, “তু”—পূর্বপক্ষ-নিবারক, “ক্রিয়ার্থত্বাৎ” যেহেতু ক্রিয়ার্থতা অর্থাৎ কর্মসম্পাদনরূপ প্রয়োজন (রহিয়াছে)। স্থলে স্থলে কর্মসম্পাদনরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়া (এবং ব্যক্তি শব্দের অভিধেয় হইলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া) আকৃতি অর্থাৎ জাতিই শব্দের বাচ্য অর্থ।

* বার্তিককার বলেন—ভাষ্যকার ‘অদ্রব্যশব্দাৎ’ এই শব্দের অর্থে যে গুণাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অতি ক্লিষ্ট (কষ্টকল্পনা) এবং তাহাতে নঞ-এর অসমর্থ সমাস স্বীকার করিতে হয়। তাহার মতে, ‘অদ্রব্যশব্দাৎ’ ইহার অর্থ—যে হেতু জাতি দ্রব্য নহে, এই কারণে তাহার সহিত লিঙ্গ, সংখ্যা, গুণাদির অবয়ব হইতে পারে না, কারণ “গুণাদি-নিগুণক্রিয়ঃ” অর্থাৎ গুণ, কর্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ এবং সমবায়, এই পাঁচটি গুণও ক্রিয়াদিশূন্য। এই কারণে জাতি শব্দের অভিধেয় হইতে পারে না—এই প্রকার অর্থই স্পষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলিয়া উপসংহার করিলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“আকৃতিস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ”। এ স্থলে ‘তু’ শব্দটির দ্বারা পূর্বপক্ষের ব্যাবৃতি করা হইয়াছে। মীমাংসকগণের মতে আকৃতিই শব্দের বাচ্য অর্থ। নৈয়ায়িকগণ বলেন, আকৃতিশব্দের অর্থ অবয়ব-সংস্থান (সন্নিবেশ)। মীমাংসকগণ সে অর্থে আকৃতি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এই জন্ত শ্লোকবার্ত্তিকমধ্যে আকৃতিবাদে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“জ্ঞাতিমেবাকৃতিং প্রাহব্যাঞ্জিরাক্রিয়তে বয়া”

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জ্ঞাতিকেই আকৃতি নামে অভিহিত করেন, যেহেতু তাহার দ্বারাই ব্যক্তি আকৃত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়া থাকে। অবয়বসংস্থান যে আকৃতি নহে, তাহা অত্রত্য তত্ত্ববার্ত্তিকমধ্যে পরমতনিরাস-পূর্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং আকৃতি অর্থ জ্ঞাতি। ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে “শ্বেনচিৎ চিহ্নীত” (তৈঃ সং ৫।৪।১১) ইত্যাদি বচন অনর্থক হইয়া পড়ে; যে হেতু এই ক্ষতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, ‘চয়নক্রিয়া (অগ্নিস্থাপনরূপ বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ) দ্বারা ইষ্টকা দ্বারা চীষমান শ্বেনসদৃশ স্থণ্ডিল (হোমবেদি) বিশেষ সম্পাদন করিবে।’ এ স্থলে ‘শ্বেন’ শব্দের অর্থ শ্বেনসদৃশ। যদি ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয় হয়, তাহা হইলে শ্বেন শব্দের দ্বারা সমস্ত শ্বেন ব্যক্তির সাদৃশ্য অথবা যে কোন একটি শ্বেনব্যক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকল শ্বেনব্যক্তির সাদৃশ্য এক জায়গায় হইতে পারে না বলিয়া এ স্থলে যে কোনও একটি শ্বেনব্যক্তিকে লইয়াই সাদৃশ্য করিতে হইবে। আর যে কোনও একটি শ্বেনব্যক্তির সাদৃশ্যই যদি বেদবচনের তাৎপর্য্যের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই কৰ্ম্মকালে সাদৃশ্যের জন্ত গৃহীত শ্বেনটির নাশ হইলে ঐ চয়ন ক্রিয়াটির লোপই হইয়া পড়িবে, কারণ, ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয় বলিয়া একটি ব্যক্তির সাদৃশ্যই যখন “শ্বেনচিৎ চিহ্নীত” এই বেদবচনের তাৎপর্য্যের বিষয়, তখন তাহার নাশ হইলে অত্র শ্বেনব্যক্তির সাদৃশ্য আর গ্রহণীয় হইতে পারে না। কিন্তু যদি জ্ঞাতিকে শব্দের বাচ্য বলা হয়, তাহা হইলে শ্বেনজ্ঞাতির আশ্রয় যে শ্বেন, তাহার সাদৃশ্যই বিবক্ষিত হয়, আর তাহা হইলে একটি শ্বেনের নাশ হইলেও অত্র শ্বেনের সাদৃশ্যের দ্বারা ক্রিয়া নির্বাহ হইতে পারে, যে হেতু, সকল শ্বেন ব্যক্তিই শ্বেনজ্ঞাতির আশ্রয়। অতএব ব্যক্তিকে অভিধেয় বলিলে বেদবিহিত ক্রিয়ার লোপ হয় বলিয়া ব্যক্তি শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু আকৃতি অর্থাৎ জ্ঞাতিই শব্দের অর্থ।

ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, আকৃতি অভিধেয় হইলে “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” ইত্যাদি বিধি উপপন্ন হয় না, যে হেতু আকৃতির প্রোক্ষণ প্রভৃতি সংস্কার হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব, আকৃতি বাচ্য হইলেও তাহা ব্যক্তির লক্ষক অর্থাৎ তাহা হইতে লক্ষণা দ্বারা ব্যক্তির উপস্থিতি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রীহি প্রভৃতির প্রোক্ষণাদি হইতে পারিবে না কেন? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, আমরা (ব্যক্তিশক্তিবাদিগণ) ব্যক্তিতে শব্দের শক্তি (বাচ্যতা) স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহাতে উপলক্ষণরূপে জ্ঞাতিরও প্রতীতি হইয়া থাকে। উপলক্ষণ অর্থ অনন্বয়ী বিশেষণ অর্থাৎ যে বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত অধিত হয় না, অথচ বিশেষ্যের স্বতন্ত্রতা বুঝাইয়া দেয়। যেমন—“ঐ যে ব্যক্তি পটবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, উনি দেবদত্ত” অথবা “ঐ যে বাড়ীতে কাক উড়িতেছে, উহা দেবদত্তের গৃহ।” এ স্থলে ‘পটবস্ত্র’ বা ‘কাক’ দেবদত্তের বা গৃহের উপলক্ষণ। এ স্থলে পটবস্ত্র বা কাক দেবদত্তের বা গৃহের স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করিয়া দিলেও তাহা বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু শুধু দেবদত্ত বা গৃহই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ শব্দ হইতে উপলক্ষণরূপে জ্ঞাতির বোধ হইলেও জ্ঞাতি শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু শুদ্ধ ব্যক্তিই শব্দের অভিধেয়। সুতরাং এ স্থলে ব্যক্তি স্বয়ং অভিধেয় হইলেও জ্ঞাতি তাহার উপলক্ষণ হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞাতিশক্তিবাদীর মতে জ্ঞাতিকে অভিধেয় বলিয়া উপলক্ষণরূপে ব্যক্তির যে প্রতীতি স্বীকার করা হয় এবং ব্যক্তি-শক্তিবাদীর মতে ব্যক্তিকে বাচ্য বলিয়া জ্ঞাতিকে যে উপলক্ষণ করিয়া বোধ করান হয়—এই দুইটি মতের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, এই প্রকার জিজ্ঞাসা উদ্ভিত হইলে বলিব, জ্ঞাতিশক্তিবাদই গ্রহণীয়; কারণ, আকৃতিকে অভিধেয় বলিলেই লাঘব হইয়া থাকে; কিন্তু যদি ব্যক্তিতে শব্দের বাচ্যতা শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অনন্ত ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তি কল্পনা করিতে হয় বলিয়া কল্পনাগৌরবই হইয়া থাকে। এই কারণে লাঘব তর্ক অনুসারে জ্ঞাতিই শব্দের অভিধেয়। আরও যদি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিকালে যে ব্যক্তিতে শক্তি গৃহীত (জ্ঞাত) হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য ব্যক্তিতে শক্তি গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি নিঃসামান্তবিশেষ—যাহা সামান্ত এবং বিশেষবিহীন, তাহাই ব্যক্তি। এই কারণে সামান্তবিশেষবিহীন গো-ব্যক্তিতে শক্তি গৃহীত হইলে তদ্বলে যদি অত্যন্ত ভিন্ন অন্য গোব্যক্তিরও বোধ হয়, তাহা হইলে অর্থ-ব্যক্তিরই বা বোধ হইবে না কেন, যে হেতু গোব্যক্তির ত্রায় অর্থব্যক্তিও সামান্ত-বিশেষবিহীনমুক্তই হইতেছে। কিন্তু জ্ঞাতিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোশব্দ

হইতে জাত, জনিষ্যমাণ সকল গো-ব্যক্তিরই প্রতীতি হইতে পারে, যে হেতু, ব্যক্তি এবং জাতি অভ্যন্ত ভিন্ন নহে। অতএব জাতিতে শক্তি স্বীকার করিলে কোনও অমুপপত্তি হয় না। আরও যে ব্যক্তিকে গুরুবর্ণ গরু দেখাইয়া গো-শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে, সে যখন কুরুবর্ণ গরু দেখিবে, তখন আর তাহার অর্থবোধ হইবে না, কারণ গুরুবর্ণ গোব্যক্তি অগ্নি এবং কুরু গোব্যক্তি অগ্নিই হইতেছে। এইরূপে ব্যভিচারদোষ হয় বলিয়াও ব্যক্তি শব্দের অভিধেয় হইতে পারে না। আবার ‘গরু আন’ এই শব্দ শুনিয়া সন্দেহও হয়—কিরূপ গরু আনিব। অথচ শব্দজ্ঞান সংশয়াকারে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নিশ্চয়াকারেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোব্যক্তিই যদি গোশব্দের অভিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু জাতি অভিধেয় হইলে গোশব্দ শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ গোজাতি-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই হইয়া থাকে; তাহার পরক্ষণেই বিশেষ স্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় সংশয় হয়—কি রকম গরু আনিব। এই কারণেও ব্যক্তি শব্দের বাচ্য নহে।

আর নৈয়ায়িকগণ যে বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করেন, তাহাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলা উচিত নহে, কারণ, তাদৃশ স্থলে ব্যক্তিটি হয় বিশেষ্য এবং জাতি হয় তাহার বিশেষণ। আর বিশেষণ জ্ঞান প্রথমে না হইলে বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, বস্তুপাণি কোনও মনুষ্যকে দেখিয়া প্রথমেই ‘ইনি দণ্ডী’ এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না; কিন্তু তাহার হাতে যে দণ্ড আছে, তাহার জ্ঞান প্রথমে হইলে তবেই দণ্ড, পুরুষ এবং উভয়ের সংসর্গবোধপূর্বক ‘এই লোকটি দণ্ডী’ এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতীতি হইতে হইলে প্রথমে জাতির জ্ঞান আবশ্যক। আর জাতিই যদি প্রথমে শব্দশক্তিবলে বোধগম্য হয়, তাহা হইলে অভিধান-ব্যাপার আর ব্যক্তিরূপ বিশেষ্যকে গ্রহণ কার্যতে পারে না, যেহেতু অমুভূতিসিদ্ধ একটি নিয়ম আছে—‘শব্দবুদ্ধিকর্ষণঃ বিরম্য ব্যাপারাত্যবঃ’ অর্থাৎ ‘শব্দ, বুদ্ধি (জ্ঞান) এবং কর্ষণ ইহাদের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আর তাহার প্রবৃত্তি হয় না।’ অতএব বিশিষ্ট প্রতীতি স্থলে ব্যক্তির বিশেষণ যে জাতি তাহাই শব্দের অভিধেয় হইলে শব্দের অভিধাশক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া তবিশিষ্ট ব্যক্তি আর শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এই জ্ঞান শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ ক্লীণশক্তিবিশেষণে”

অর্থাৎ ‘শব্দের অভিধাশক্তি জাতিরূপ বিশেষণকে বুঝাইয়া বিরতব্যাপার হয় বলিয়া ব্যক্তিরূপ বিশেষ্য আর তাহার বাচ্য হইতে পারে না।’ তবে

লক্ষণাশক্তিরূপ ব্যাপারদ্বারক ব্যাপারের দ্বারা শব্দ হইতে ব্যক্তিরও প্রতীতি হইতে বাধা নাই।

অপিচ, আকৃতির বাচ্যতা যে মীমাংসকগণের কেবল উৎপ্রেক্ষামাত্র, তাহা নহে, কিন্তু ইহা অস্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ। কারণ, গোশব্দ উচ্চারণ করিলে যে গোব্যক্তির প্রতীতি হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু এই যে ব্যক্তি-প্রতীতি, ইহা শব্দ হইতেই হয় কি আকৃতি হইতেই জন্মে, তাহা সন্দেহের বিষয়। অথচ এক্রপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দজ্ঞান না হইলেও যে লোক আকৃতি (জ্ঞাতি) অনুভব করে, সে তৎসঙ্গে ব্যক্তিরও অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু মানসিক দুর্বলতা প্রভৃতি কোনও কারণবশতঃ, আকৃতি বাহার জ্ঞানগোচর হয় নাই, সে লোক ব্যক্তিরও বোধ করিতে পারে না। সুতরাং অস্বয়ব্যতিরেক দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, আকৃতির জ্ঞান হইতেই ব্যক্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় না বলিয়া আকৃতিকেই শব্দের বাচ্য অর্থ বলা উচিত, যেহেতু শব্দ শ্রবণে আকৃতির বোধ হইলে তাহা হইতে ব্যক্তিরও জ্ঞান হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। কেবলমাত্র সার কথাটিই সংক্ষেপে কথিত হইল। এ বিষয়ের বিচারপ্রপঞ্চ তত্ত্ববাস্তবিক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য।

ন ক্রিয়া স্মাদিতি চেদর্থান্তরে বিধানং ন

দ্রব্যমিতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ)

অসম্বন্ধার্থ। “ক্রিয়া”—প্রোক্ষণাদিক্রিয়া, “ন স্মাৎ”—হইতে পারে না, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়, “অর্থান্তরে বিধানম্”—অন্ত অর্থের বিধান অর্থাৎ নষ্ট দ্রব্যের স্থানে অন্য দ্রব্যের বিধান (হইতে পারে না), “ন দ্রব্যম্”—(আকৃতি) দ্রব্য নহে (বলিয়া লিঙ্গ-সংখ্যাди গুণের অস্বয় হইতে পারে না), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্ঞাতি অভিধেয় হইলে যে সমস্ত দোষের সম্ভাবনা পূর্বে “প্রয়োগচোদনাতাবাৎ” “অন্তদর্শনাৎ” এবং “অদ্রব্যশব্দাৎ” এই তৃত্ত্বত্রয়ে কথিত হইয়াছে, পূর্বপক্ষী তাহাই স্বরণ করাইয়া দিয়া আশঙ্কা উঠাইতেছেন;

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

১৯১

কারণ সিদ্ধান্তী এখনও ঐ সকল অল্পপপত্তির সমাধান বলেন নাই। অথবা ইহা অল্পভাবণ সূত্র—সিদ্ধান্তী ইহার দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর মতের অল্পভাবণ (পুনরুল্লেখ) করিতেছেন মাত্র।

তদর্থত্বাৎ প্রয়োগস্তাবিভাগঃ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ সং)

অক্ষরার্থ। “তদর্থত্বাৎ”—তদর্থতা অর্থাৎ দ্রব্যের নিয়মার্থতা হেতু অর্থাৎ দ্রব্যকে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া (আকৃতিই শব্দের বাচ্য), “প্রয়োগস্ত”—প্রয়োগের অর্থাৎ প্রোক্ষণাদি ক্রিয়ার, “অবিভাগঃ”—দ্রব্য হইতে বিভাগ (বিচ্ছেদ নাই) অর্থাৎ দ্রব্যাদিরই প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শব্দের দ্বারা আকৃতির বিষয় বলা হয়। আর আকৃতি হইতে দ্রব্যের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ নাই বলিয়া প্রোক্ষণাদি ক্রিয়াও দ্রব্যেরই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না।

ভাব্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, জাতি শব্দের বাচ্য অর্থ হইলে কোনও অল্পপপত্তি হয় না, যেহেতু জাতি এবং দ্রব্যের অত্যন্তভেদ নাই, সেই কারণে দ্রব্যেরই প্রোক্ষণাদি হইবে। যদি বলা হয়, জাতিকে কেন বাচ্য বলা হয়? তাহা হইলে বলিব, “তদর্থত্বাৎ”—জাতি নির্দেশ পূর্বক দ্রব্য উল্লিখিত হইলে তাহার আর অস্ত্বা হইতে পারে না, এক জাতীয় দ্রব্যের স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক অন্য জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা যায় না, এবং “শ্চেনচিতং চিরীত” ইত্যাদি ক্রিয়ারও লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে অভিধান অর্থাৎ শব্দের দ্বারা দ্রব্যের নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য জাতিকেই অভিধেয় বলা হয়। সূত্রের “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” এ স্থলে প্রোক্ষণ ক্রিয়ার আশ্রয় যে ব্রীহি দ্রব্য, তাহাকেই শব্দাভিধেয় ব্রীহিত্ব জাতি বিশেষ করিয়া দিতেছে। এইরূপ “ষড়্‌দেয়াঃ” এই স্থলে সংখ্যারূপ গুণের আশ্রয় যে গো ব্যক্তি, তাহাকে গৌত্বজাতি বিশেষ করিয়া দিতেছে। এইরূপ “যদি পশুপ্তপাকৃতঃ পলায়েত তদা অস্ত্রং পশুমানভেত” এ স্থলেও পশুশব্দটির দ্বারা পশুত্বজাতি অভিহিত হইয়া বিনষ্ট পশুব্যক্তির যে অস্ত্র প্রতিনিধি হইবে,

তাহারই বিশেষ নির্দেশ করিয়া দিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং আকৃতি অর্থাৎ জাতি শব্দের অভিধেয় হইলেও ব্যক্তি তাহা হইতে অভিন্ন নহে বলিয়া অথবা লক্ষণা দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয় বলিয়া ব্যক্তিরূপ দ্রব্যই লিঙ্গ, সংখ্যা, কারক প্রভৃতির আশ্রয় হইয়া থাকে। আর তাহাতে লিঙ্গসংখ্যাতির সামানাধিকরণ্যরূপে অবস্থ্য হইবারও কোনও বাধাই থাকে না। অতএব আকৃতিই পদার্থ অর্থাৎ শব্দের বাচ্য অর্থ। ইতি আকৃত্যধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

উক্তং সমান্নায়ৈদমর্থ্যং তস্মাৎ সৰ্ব্বং

তদর্থং শ্রাৎ ॥১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উক্তং”—কথিত হইয়াছে, “সমান্নায়ৈদমর্থ্যং”—সমান্নায়ের অর্থ্যং বেদের ঐদমর্থ্যম্ অর্থ্যং প্রয়োজন (ইদম্ অর্থ্যং ইহা, অর্থ্য অর্থ্যং প্রয়োজন বাহার তাহা ইদমর্থ্য ; তাহার ভাব—ঐদমর্থ্য অর্থ্যং এই প্রয়োজন), “তস্মাৎ”—সেই হেতু, “সৰ্ব্বং”—সমস্ত বৈদিক পদ, “তদর্থং”—সেই প্রয়োজনবিশিষ্ট, “শ্রাৎ”—হইবে। সমগ্র বেদেরই প্রয়োজনবত্তা যখন কথিত হইয়াছে, তখন বিধিবাক্যস্থিত সমস্ত পদই সেই সমস্ত প্রয়োজনের যে কোন একটির দ্বারাও সার্থক হইবে। (অত্থা বেদবচনের আনর্থক্য হইয়া পড়ে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে “তদ্বৃত্তানাং ক্রিয়ার্থেন সমান্নায়ঃ” (মীঃ দঃ ১।১।২৫) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বেদভাগই ক্রিয়াপ্রতিপাদন-পূর্বক পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে। আর তদনুসারে দ্বিতীয় পাদে মন্ত্র এবং অর্থবাদেরও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অর্থবাদ সকল বিধেয় কৰ্ম্মের প্রশস্ততা নির্দেশপূর্বক বিধিবাক্যের সহিত শেষ (অঙ্গ)রূপে অধ্বিত হইয়া সফল হইয়া থাকে; আর মন্ত্রসকল বিধিবোধিত অঙ্গুষ্ঠের পদার্থ সমূহের অনুষ্ঠানকালে অর্থপ্রকাশ করিয়া এবং নিয়মবিধি বশতঃ অদৃষ্ট উৎপাদন করিয়া প্রয়োজনবান্ হইয়া থাকে। এক্ষণে “উদ্ভিদা যজ্ঞেত,” (তাঃ ব্রাঃ ১১।১।৩), “বলভিদা যজ্ঞেত” (তাঃ ব্রাঃ ১১।১।১), “বিশজিতা যজ্ঞেত” ইত্যাদি বিধিবাক্যে ‘উদ্ভিদ্’ ‘বলভিদ্’, ‘বিশজিত্’ প্রভৃতি যে সমস্ত পদ আছে, সেইগুলি কি ভাবে ক্রিয়ার সহিত অধ্বিত হইয়া সফল হয়, তাহারই বিচার করা হইতেছে। এইগুলি যখন সমান্নায় অর্থ্যং সম্প্রদায়লব্ধ প্রত্যক্ষ বেদবচন, তখন ইহারা নিরর্থক হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে বেদবিধির অপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐগুলিকে অবশ্যই প্রমাণ বলিতে হয়। আর ঐগুলি প্রমাণ হইলে বাক্যার্থে

উহাদের কি ভাবে অবয়ব হয়, তাহাও নির্দেশ করা উচিত। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, “উত্তিদ্ধা যজ্ঞেত” ইত্যাদি বিধিবাক্যে “উদ্ভিদ্” প্রভৃতি পদগুলি ‘গুণবিধি’রূপে অথবা ‘নামধেয়’রূপে অন্বিত হইতে পারে। বিধিবিহিত কৰ্ম্মের উদ্দেশ্যে দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতি যাহা বিহিত হয়, তাহার নাম গুণ। আর যে বাক্যে তাদৃশ দ্রব্য দেবতাদিরূপ গুণ বিহিত হয়, তাহাকে গুণবিধি বলা হয়। যেমন “দগ্না জুহোতি” এইটি গুণবিধি। পূর্বে “অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি” এই বাক্যে যে হোম বিহিত হইয়াছিল, এ স্থলে “দগ্না জুহোতি” এই বাক্যে সেই হোমের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সেই হোমে দগ্নি দ্রব্যরূপে গুণ বিহিত হইয়াছে। আর সামান্য বিহিত হইতে পারে না বলিয়া, (কারণ সামান্য অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না) যাগবিশেষই বিধির বিষয় হয়। আবার ‘নাম’ ব্যতীত বিশেষ নিরূপিত হয় না বলিয়া যাগের নামও আবশ্যক। যাগের যে নাম, তাহাকেই নামধেয় বলা হয়।

“উত্তিদ্ধা যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে “উদ্ভিদ্” প্রভৃতি শব্দগুলি কি গুণ অথবা নামধেয়, ইহাই সংশয়। এইরূপ সন্দেহ হইবার হেতু এই যে, উহার দুই প্রকারেই “যজ্ঞেত” এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইতে পারে। যেমন ইহাকে গুণবিধি ধরিলে—“উত্তিদ্ধা দ্রব্যেণ যাগমভিনিবর্ত্তয়েৎ” অর্থাৎ “উদ্ভিদ্ নামক দ্রব্যের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করিবে,” এইরূপ অবয়ব হয়। আর ইহাকে নামবিধি ধরিলে “উত্তিদ্ধা যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ” অর্থাৎ “উদ্ভিদ্ নামক যাগের দ্বারা ইষ্ট (অভিলষিত ফল) নিষ্পন্ন করিবে” এই প্রকার অবয়ব হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, “উদ্ভিদ্ধা যজ্ঞেত” ইহা গুণবিধিই হইবে। কারণ, ইহাকে অর্থবাদ বলা যায় না, যেহেতু ইহা কোনও বিধিবাক্যের প্রশংসা সূচনা করিতেছে না। আর ইহাকে মন্তব্য বলা চলে না; কারণ, ইহা কোনও অন্তর্ভুক্ত কৰ্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে না। আর মন্তব্য এবং অর্থবাদ না হইলে বাকি থাকে বিধি। সুতরাং “উত্তিদ্ধা যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যকে বিধি না বলিলে উহা বিফল হওয়ার অপ্রমাণই হইয়া পড়ে; যে হেতু বিধি, মন্তব্য এবং অর্থভাবরূপই বেদের ঐদমর্থ্য অর্থাৎ সপ্রয়োজনতা (প্রয়োজীয়তা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ঐ সমস্ত বাক্য বিধিবাক্য হইলেও উহা উৎপত্তিবিধি নহে, কিন্তু গুণবিধি। যে বেদ (শাস্ত্র) ঋক্য একেবারে অজানা কৰ্ম্মের বিষয় কর্তব্যরূপে জানাইয়া দেয়, তাহার নাম উৎপত্তিবিধি। আর যে বেদ (শাস্ত্র) বাক্য বচনান্তর দ্বারা বিহিত কৰ্ম্মে দ্রব্য দেবতাদিরূপ গুণের বিধান করে, তাহার

নাম গুণবিধি। এ স্থলে “উদ্ভিদা যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে “উদ্ভিদ” প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা বচনান্তরের দ্বারা বিহিত বাগে উদ্ভিদরূপ গুণেরই বিধান করিয়া দিতেছে, ইহা স্বীকার করিলে প্রসিদ্ধির অনুসরণ করা হয়। যেমন “দগ্না জুহোতি” অর্থাৎ ‘দগ্নি দ্বারা হোম করিবে’ এই স্থলে বচনান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হোমের উদ্দেশ্যে দগ্নিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ ‘উদ্ভিদ’-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে। আর ‘বাহা দ্বারা ভূমির উদ্ভেদ করা হয় তাহাই উদ্ভিদ’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘উদ্ভিদ’ শব্দের বৈয়াকিক অর্থ খনিজ। এ স্থলে বচনান্তরপ্রাপ্ত সর্বকলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞে পশুরূপ কলের জন্ত খনিজরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। অতএব “উদ্ভিদা যজ্ঞেত পশুকামঃ” ইত্যাদি স্থলে ‘উদ্ভিদ’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা গুণেরই বিধান করা হইয়াছে, এইরূপ অর্থ স্বীকার করাই জায্য, যে হেতু ঐ প্রকারেই উহাদের প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। আর উহাদের প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত না হইলে সমগ্র বেদভাগকে সার্থক—পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী বলা যায় না, কারণ, “উদ্ভিদা” ইত্যাদি বেদাংশ সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইতি পূর্বপক্ষ। *

* বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ এই সূত্রটিতে বতস্বর একটি অধিকরণ ধরিত্তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমগ্র প্রথম অধ্যায়ে প্রামাণ্যেরই বিচার হইতেছে। এই কারণে প্রথম অধ্যায়কে প্রমাণলক্ষণ বলা হয়। হতরাং এ স্থলে প্রামাণ্য বিচার না করিয়া যদি গুণবিধি বা নামধেয়ের বিচার করা হয়, তাহা হইলে এই অধিকরণটির অধ্যায়সঙ্গতি থাকে না। এই কারণে এই প্রথম সূত্রে উদ্ভিদাদি পদ ধর্ম্মে প্রমাণ কি অপ্রমাণ, তাহারই বিচার করা হইয়াছে। আর তাহাতে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে এই যে, “উদ্ভিদা যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যসকল বিধিরই অন্তর্গত বলিয়া “উদ্ভিদা” প্রভৃতি পদসকল বিধিবাক্যে কলের করণ (সাধন)। যে বাগ তাহার সহিত সামান্যাদিকরণো নামবেধরূপেই অবিত হইয়া থাকে। অতএব ‘উদ্ভিদা, ‘বলভিদা’ ‘বিখজিতা’ প্রভৃতি পদসমূহও ধর্ম্মে প্রমাণ। এ পক্ষে সূত্রটির অর্থ এইরূপ;—“উক্তঃ সমান্নায়ৈদমর্থ্যম্” অর্থাৎ সমান্নায়ের (বেদের) ঐদমর্থ্য অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদনই যে প্রয়োজন, যে হেতু তাহা না হইলে ‘ব্যাখ্যাবিধি উপপন্ন হয় না, তাহা অর্থবাদাধিকরণেই বলা হইয়াছে। “তস্মাৎ” অর্থাৎ সেই কারণে “সর্ব্বং” অর্থাৎ উদ্ভিদা প্রভৃতি সমস্ত পদসকলও “তদর্থঃ স্তাৎ” অর্থাৎ সেই ধর্ম্মপ্রতিপাদনরূপ প্রয়োজনের জন্তই হইবে।

অপি বা নামধেয়ং শ্রাদ্ যদুপাতাবপূর্ববমবিধায়কত্বাৎ ॥২॥(সিঃ)

অক্ষরার্থ । “অপি বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “নামধেয়ং শ্রাদ্”—উদ্ভিদ প্রভৃতি শব্দ নামধেয় হইবে, “যদুপাতো”—যাহার উৎপত্তিকালে অর্থাৎ প্রথম শ্রবণকালে “অপূর্বম্”—কোনও বিশেষ অর্থে রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধির জ্ঞান হয় না (তাহা নামধেয়ই হইবে), “অবিধায়কত্বাৎ”—যে হেতু তাহা বিধি অর্থাৎ গুণবিধি হইতে পারে না। “উদ্ভিদ” ইত্যাদি পদ নামধেয়ই হইবে, কারণ, যাহার প্রথম শ্রবণকালে রূঢ় অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহা নামধেয়ই হয়, যে হেতু তাহা গুণবিধি হইতে পারে না, (কারণ, তাহাতে মত্বর্থলক্ষণা হইয়া থাকে) ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সিদ্ধাস্তরূপে বলা হইতেছে “অপি বা” ইত্যাদি । এ স্থলে “অপি বা” এই পদদ্বয়ের দ্বারা পূর্বপক্ষ-নিরাস স্থচিত হইতেছে । “উদ্ভিদা যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে গুণবিধি হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে ‘মত্বর্থলক্ষণা’ করিতে হয় । আর মত্বর্থলক্ষণায় দোষই হইয়া থাকে । কারণ, শুদ্ধ শব্দ হইতে যদি ‘মতুপ্’ প্রত্যয়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মত্বর্থলক্ষণা হয় । অথচ সেইভাবে মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থে লক্ষণা করায় অপৌরুষেয়র বেদে স্বাতন্ত্র্য স্থান লাভ করে ; কিন্তু ইহা মোটেই সম্ভব নহে । তবে যে স্থলে মত্বর্থলক্ষণা না করিলে বেদবচনটির অর্থ না হওয়ার অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, তথায় স্বতঃপ্রমাণ বেদের অপ্রামাণ্য পরিহার করিবার নিমিত্ত ‘অগত্যা’ মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করা হয় । কিন্তু যেখানে মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার না করিলেও অর্থ হইতে পারে, তথায় তাহা স্বীকার করা উচিত নহে । এ স্থলে “উদ্ভিদা যজ্ঞেত” এই বাক্যকে গুণবিধি বলিলে “উদ্ভিদবতা যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ” অর্থাৎ ‘উদ্ভিদরূপ গুণবিশিষ্ট যাগের দ্বারা অভিলষিত ফল নিষ্পন্ন করিবে,’ এই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে । আর তাহাতে ‘উদ্ভিদা’ এই শুদ্ধ পদটিকে ‘উদ্ভিদ-বতা’ এই প্রকার মত্বর্থযুক্ত (মতুপ্-প্রত্যয় বা তদর্থযুক্ত) করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় । অথচ অন্যপ্রকারে ইহার অর্থ হইতে পারে । যদি ইহাকে

নামধেয় স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মত্বর্থলক্ষণার প্রসঙ্গ হয় না, অথচ শ্রোত অর্থেরই অনুসরণ করা হয়। কারণ, “পশুকামো যজ্ঞেত” অর্থাৎ ‘বাগের দ্বারা পশুরূপ ফল উৎপাদন করিবে’ এইরূপ বিধি শুনিলে ‘কি বাগের দ্বারা তাহা করিতে হইবে’ এইপ্রকার জিজ্ঞাসা উদ্ভিত হইয়া থাকে। যেহেতু বাগপদের অর্থ বাগসামান্য; আর সামান্য অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; এই কারণে অনুষ্ঠানের জন্ত তাহার বিশেষ রূপ জানিবার আকাজক্ষা হয়। আর তখন ‘উদ্ভিদ’ নামক বাগের দ্বারা পশুরূপ ফলের উৎপাদনা করিতে হইবে’ এইপ্রকারে নামের দ্বারা বাগের বিশেষত্ব শুনিলে পুরুষের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হওয়ায় বাগে প্রযুক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ‘উদ্ভিদা’ ইত্যাদি পদ বাগের নামধেয়। ‘যজ্ঞেত’ বলিলে ‘বাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ’ অর্থাৎ ‘বাগের দ্বারা অভিলষিত ফল উৎপাদন করিবে’ এইরূপ অর্থ বুঝায়। এ স্থলে ফল সাধ্য, আর বিধির সমানপদবর্ণিত ধাত্বর্থ ‘বাগ’ * সেই ফলের করণ হইয়া থাকে। আর ‘উদ্ভিদা’ ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তি-যুক্ত পদ সকল বাগের নামধেয়রূপে সামান্যিকরণে অধিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার অর্থ স্বীকার করিলে বিধির প্রবর্তকত্ব শক্তি অব্যাহত থাকে; তাহা না হইলে ‘যজ্ঞেত’ এই বিধির দ্বারা বিহিত বাগসামান্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব হয় বলিয়া ‘যজ্ঞেত’ এই বিধিটির প্রবর্তকতাই থাকিতে পারে না। আর উহাকে ‘উদ্ভিদা’ ইত্যাদি পদ সকলও মত্বর্থলক্ষণা ব্যতীতই ক্রিয়ার সহিত অধিত হইয়া সফল হইয়া থাকে। “দগ্না জুহোতি”, “ব্রীহিভির্বজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে ‘দধি’ প্রভৃতি শব্দ দ্রব্যবিশেষে রূঢ় অর্থাৎ খুব বেশীভাবে প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহা বাগের নামধেয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে প্রসিদ্ধিবাধ হইয়া থাকে; এই কারণে বচনান্তর বিহিত কর্ত্তে দধি প্রভৃতি দ্রব্যরূপ গুণের বিধান হইতে পারে। আবার ‘সোমেন যজ্ঞেত’ ইত্যাদি স্থলে অপ্রসিদ্ধার্থ নামধেয় কল্পনা করা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বাচ্য মত্বর্থলক্ষণা করা বরং ভাল। কিন্তু ‘উদ্ভিদ’ শব্দের

* বর্গকামো যজ্ঞেত ইত্যাদি স্থলে বর্গ পুরুষার্থ—পুরুষের অভিলষিত ফল বলিয়া সাধ্য; আর ‘যজ্ঞেত’ এই পদের প্রকৃত্যাংশ (বজ্, ধাতুর অর্থ) যে বাগ, তাহা ইহার করণ হইয়া থাকে; ‘বজ্’ ধাতু এবং ‘জ্ঞেত’ প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়া একটি পদ হইয়াছে বলিয়া ‘বজ্, ধাতুর অর্থ যে বাগ, উহা বিধিপ্রত্যয়ের সমানপদবর্ণিত। আর উহা প্রকৃত্যাংশ বলিয়া অন্তান্ত পদ অপেক্ষা অন্তরঙ্গই হইতেছে। এই কারণে ধাত্বই বিধিপ্রত্যয়বাচ্য ফলভাবনার করণ হইয়া থাকে। ইহা অগ্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণ প্রভৃতি স্থলে বর্ণিত হইবে।

অর্থ যে বাগীর দ্রব্যবিশেষ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে। আর 'বাহা দ্বারা উদ্ভিন্ন হয়, তাহাই উদ্ভিদ' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে লব্ধ খনিজরূপ গুণেরও বিধান হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে খনিজরূপ গুণটি বাগের করণ হয় বলিয়া বাগের সহিত সামানাধিকরণ্যে অবয়লাভ করিতে পারে না। যেহেতু উহাকে গুণবিধি বলিলে "উদ্ভিদা (খনিজ্রেণ) সাধ্যাঃ যঃ বাগঃ তেন ইষ্টং ভারয়েৎ" অর্থাৎ 'উদ্ভিদ (খনিজ) দ্বারা সাধ্য যে বাগ, তাহার দ্বারা ইষ্ট ফলের উৎপাদন করিবে' এই প্রকারে ব্যাধিকরণভাবে অবয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 'বাহার দ্বারা পশুরূপ ফল উদ্ভিন্ন অর্থাৎ লব্ধ হয়, তাহার নাম উদ্ভিদ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উদ্ভিদ প্রভৃতি শব্দকে নামধেয় স্বীকার করিলে 'উদ্ভিদ নামক বাগের দ্বারা অভিলষিত পশুরূপ ফল উৎপাদন করিবে' এই প্রকারে সামানাধিকরণ্যে অবয় হইতে পারে, এবং ইহাতে কোন অপ্রসিদ্ধ কল্পনাও নাই। অতএব "উদ্ভিদা" ইত্যাদি পদসকল নামধেয়রূপেই অস্থিত হইবে।

এ স্থলে উদ্ভিদ প্রভৃতি নামধেয়গুলি অনুবাদ। "বাহার দ্বারা ফলবিশেষ উদ্ভিন্ন হয়" ইত্যাদি প্রকারে প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য বৌগিক অর্থেরই ইহা অনুবাদ। এইরূপ "বাহার দ্বারা আভিমুখ্যে জয় করা যায় তাহা অভিজিৎ", "বাহার দ্বারা বিশ্ব জয় করা যায় তাহা বিশ্বজিৎ" ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অভিজিৎ' 'বিশ্বজিৎ' প্রভৃতি পদগুলিও নামধেয় বুঝিতে হইবে।

নামধেয় বিচার করিবার প্রয়োজন এই যে, ইহার দ্বারা বাগে ঋজিক প্রভৃতির বরণকালে 'অমুক বাগ করিব', 'অমুক বাগে আমি আপনাকে বরণ করিতেছি' ইত্যাদি প্রকারে বরণ বা সঙ্কল্প প্রভৃতির সৌকর্য সাধিত হয়। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে নামধেয়ভেদে কর্ণেরও ভেদ হয়, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইবে, তাহাও এই নামধেয় বিচারসাপেক্ষ—এই কারণেও এ স্থলে "উদ্ভিদ" প্রভৃতি পদের নামধেয়তা প্রতিপাদন করা আবশ্যিক। এই স্তম্ভ এ স্থলে নামধেয়ের বিচার করা হইয়াছে। ইতি উদ্ভিদধিকরণ (উদ্ভিদাদিশব্দের বাগনামধেয়তাদিকরণ)।

যস্মিন্ গুণোপদেশঃ প্রধানতোহভিসম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

অঙ্গবাক্যার্থ। "যস্মিন্"—বাহাতে অর্থাৎ নামধেয় কি গুণবিধি এইরূপ সংশয়ের বিষয় যে বাক্যে, "গুণোপদেশঃ" (রূচি অনুসারে)

অনেক (একাধিক) গুণের উপদেশ অর্থাৎ বেদবচন (প্রতীত হয়) অথবা যাহার ফলে বাক্যভেদ হয়, তাদৃশ গুণের উপদেশ প্রতীত হয়, “প্রধানতঃ অভিসম্বন্ধঃ”—(তাহা গুণবিধি নহে কিন্তু) তাহার প্রধান অর্থাৎ ধাত্বর্থের সহিত অভিসম্বন্ধ অর্থাৎ নামধেয়রূপে সম্বন্ধ বা অবয় হয়। “চিত্রয়া যজ্ঞেত” ইত্যাদিরূপ যে স্থলে একাধিক গুণের উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা গুণবিধি নহে, কিন্তু নামধেয়রূপেই ধাত্বর্থ যাগের সহিত তাহার অভিসম্বন্ধ অর্থাৎ অবয় ইহয়া থাকে অর্থাৎ তাদৃশ পদকেও নামধেয় বলিতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। “চিত্রয়া যজ্ঞেত” (তৈঃ সং ২০।১।২) “পঞ্চদশাঙ্গা-জানি”, (তাঃ ব্রাঃ ১১।১।২) “সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি” (তাঃ ব্রাঃ ১১।১।১) ইত্যাদি স্থলে “চিত্রা”, “বহিষ্পবমান”, “আজ্য”, এবং “পৃষ্ঠ” প্রভৃতি শব্দ গুণ কি নামধেয় ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব অধিকরণে উদ্ভিদ প্রভৃতি বৌগিক শব্দের কর্তৃনামধেয়তা স্থাপিত হইয়াছে। তাদৃশ স্থলে বৌগিক বৃত্তি অনুসারে উদ্ভিদ প্রভৃতি শব্দ কর্ত্ত্বের নামধেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু দধি প্রভৃতি শব্দের জ্ঞায় চিত্রা প্রভৃতি শব্দগুলিও রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থক বলিয়া পূর্বের জ্ঞায় ইহাদিগকে নামধেয় বলা যায় না। আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে “চিত্রয়া যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যকে গুণবিধিই বলিতে হয়। “চিত্রয়া যজ্ঞেত” এ স্থলে এই বাক্যের দ্বারা চিত্রারূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে। আর “যজ্ঞেত” এই অংশটিতে পূর্ব যাগের অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালাভেত” অর্থাৎ “অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ করিবে” এই বাক্যে যে পশুবাগ বিহিত হইয়াছে, সেই বাগীয় পশুটি কিরূপ হইবে, তাহাই “চিত্রয়া যজ্ঞেত” এই বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। “চিত্রা” শব্দের মধ্যে চিত্রত্ব (বিচিত্রত্ব) এবং টাপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা স্ত্রীত্ব—এই দুই রকম অর্থ রূঢ় অনুসারে পাওয়া যায়। সুতরাং “চিত্রয়া যজ্ঞেত” এইটি গুণবিধি হইলে ইহার দ্বারা অগ্নীষোমীয় পশুর চিত্রত্ব এবং স্ত্রীত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে যে পশুটি বধ করা হইবে, তাহা চিত্রবর্ণ এবং স্ত্রী-পশু হওয়া আবশ্যক, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদীর ঐ প্রকার উক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“যস্মিন্ গুণোপদেশঃ” ইত্যাদি। “চিত্রয়া যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে চিত্রা প্রভৃতি গুণের

বিধান হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, 'চিত্রা' শব্দের দ্বারা 'চিত্রত্ব' এবং 'জ্যৈত্ব' এই দুইটি গুণের বিধান করিতে হয়; কিন্তু দুইটি বাক্য কল্পনা না করিলে দুইটি গুণের বিধান হইতে পারে না। আর 'চিত্রয়া' যজ্ঞেত" এই একটি বাক্যকে যদি দুইটি বাক্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর ইহা না বলিয়া যদি চিত্রত্ব এবং জ্যৈত্বরূপ গুণদ্বয়বিশিষ্ট পশুদ্রব্যরূপ করণকারকের বিধান করা হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গৌরব হইয়া থাকে, যে হেতু ইহাতে করণ-কারকের দুইটি ধর্ম (চিত্রত্ব এবং জ্যৈত্ব) স্বীকার করিতে হয়। অতএব বাক্যভেদ এবং গৌরবদোষ পরিহার করিবার জন্ত 'চিত্রা' প্রভৃতি শব্দকে উদ্ভিদাদি শব্দের ত্রায় কর্মের নামধেয় বলিতে হয়, যে হেতু তাহা হইলে ঐগুলি যাগের সহিত সামান্যধিকরণ্যপূর্বক অস্থিত হইতে পারে। আর 'চিত্রা' এইরূপ নামধেয় হইবার কারণ কি, এইপ্রকার প্রশ্ন করা হইলে বলিব, উক্ত যাগে 'দধি, মধু, ঘৃত, অপ্ (জল), ধান্য (ভূষ্ট যব), তণুল এবং সংস্ফট প্রাজাপত্য অর্থাৎ ঐ সমস্ত দধি প্রভৃতি দ্রব্যযুক্ত প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে কর্তব্য কর্ম' এইপ্রকার বিচিত্র দ্রব্যের দ্বারা সাধ্য হওয়ার উহাকে 'চিত্রা' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আরও পূর্বপক্ষীর মতানুসারে যদি "চিত্রয়া যজ্ঞেত" ইত্যাদি বাক্যকে গুণবিধি বলিয়া বিহিত অগ্নিষোমীয় পশুর চিত্রত্ব এবং জ্যৈত্বরূপ গুণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে কৃতহান ও অকৃতভাগ্যগম নামক দোষ হইয়া থাকে। কারণ, দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটি যাগের রূপ। আর "দধি মধু পয়ো ঘৃতং ধানান্তণুলা উদকং তৎসংস্ফটং প্রাজাপত্যম্" এই বাক্যে 'দধি, মধু, পয়ঃ, ঘৃত, ধান্য, তণুল ও উদকরূপ দ্রব্য' এবং 'প্রজাপতিরূপ দেবতা' এই দুইটিরই উপদেশ থাকায় ইহার দ্বারা যে যাগের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তাহারই প্রকরণে "চিত্রয়া যজ্ঞেত পশুকামঃ" এই বাক্যের দ্বারা কর্মের ফলসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। এই কারণে "দধি মধু ঘৃতম্" ইত্যাদি বাক্যে যে কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ফল কি, তাহা অল্প কোনও বাক্য হইতে জানা যায় না বলিয়া সন্নিহিত "চিত্রয়া যজ্ঞেত" এই বাক্যটিকে প্রকরণ হইতে সরাইয়া দিলে 'বিশজিৎ ত্রায়ে' ফলের কল্পনা করিতে হয়। আর চিত্রা বাক্য প্রকরণত্যাক্ত হইলে কৃতহান এবং অপ্রাপ্ত অগ্নিষোমীর প্রকরণে প্রবিষ্ট হওয়ার অকৃতভাগ্যগম হইয়া থাকে। এই সমস্ত দোষ পরিহার করিতে হইলে 'চিত্রা'—ইহাকে কর্মেরই নামই বলিতে হয়। বহিষ্পবমান, আজ্য, পৃষ্ঠ প্রভৃতি শব্দও ঐ ভাবে কর্মের নামধেয়। ইতি চিত্রাজ্যধিকরণ।

তৎপ্রথ্যং চান্দ্ৰশাস্ত্রম্ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎপ্রথ্যং”—তাহার অর্থাৎ যে গুণ বিধান করিবার ইচ্ছা করা হইবে তাহার, প্রথ্য অর্থাৎ প্রথ্যাপক বা জ্ঞাপক, “চ” এবং, “অন্দ্ৰশাস্ত্রম্”—অন্দ্ৰ বচন (যে স্থলে আছে তাহাও কর্ণের নামধেয়।) যে স্থলে বিধিস্থিত (বিধান করিতে অভিপ্রেত) গুণের প্রথ্যাপক অন্দ্ৰ শাস্ত্র অর্থাৎ বচন আছে, তথায় তাহাও (সেই গুণবাচক শব্দও) নামধেয় হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে স্থলে মত্বর্থলক্ষণা কিংবা বাক্যভেদের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বাক্যাবস্থিত পদবিশেষ, গুণ কি কর্ণনামধেয়, তাহার বিচার করা হইতেছে। যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি স্বর্গকামঃ” (তৈঃ সং—১।৫।৯) অর্থাৎ ‘স্বর্গকামনার অগ্নিহোত্র হোম করিবে,’ “অঘারম্ আঘারয়তি” (তৈঃ ব্রাঃ—৩।৩।৭) “সমিধা যজতি” (তৈঃ সং—২।৬।১) ইত্যাদি বাক্যে “অগ্নিহোত্রং” “আঘারম্” “সমিধা” ইত্যাদি পদের দ্বারা কি গুণ বিশেষ বিহিত হইয়াছে, অথবা উহা কর্ণের নামধেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—যে “অগ্নিহোত্রং” এই শব্দটিকে কর্ণের নামধেয় বলা যায় না, কারণ, ইহাকে কর্ণের নামধেয় বলিলে বাগের স্বরূপই সিদ্ধ হইতে পারে না; যে হেতু দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটি বাগের রূপ হইতেছে। তন্মধ্যে এ স্থলে “অগ্নিহোত্রং” এই শব্দের দ্বারা অগ্নিদেবতারূপ গুণের বিধান হইতে পারে; আর তাহা হইলে কর্ণের স্বরূপ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাকে কর্ণনামধেয় বলিলে দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটির কোন একটিও থাকে না বলিয়া কর্ণটির স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। অতএব “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইহা গুণবিধি।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, “যদ্ব্যপ্যে চ প্রজাপত্যে চ সায়ং জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিসমুচ্চিত প্রজাপতিদেবতারূপ গুণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে গুণবিধি বলা যায় না। অতএব তৎপ্রথ্য (বিধিস্থিতগুণের প্রাপক) অন্দ্ৰ শাস্ত্র (বচনাস্তর) রহিয়াছে বলিয়া “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইহা গুণবিধি নহে, কিন্তু কর্ণনামধেয়। আর ‘বাহাতে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে হোত্র অর্থাৎ হোম হয়, তাহা অগ্নিহোত্র’ এই প্রকার ষোগিক অর্থ হইয়া থাকে বলিয়া তদনুসারে

‘অগ্নিহোত্র’ শব্দকে কর্মের নামধেয় বলিলে অপ্রসিদ্ধ কল্পনা হয় না। “আধারম্ আধারয়তি”, “সমিধো যজ্ঞতি” ইত্যাদি স্থলে ‘আধার,’ ‘সমিধ্’ প্রভৃতি শব্দও এইভাবে কর্মেরই নামধেয়। ইতি তৎপ্রখ্যাধিকরণ।

তদব্যপদেশং চ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “তদব্যপদেশম্”—তাহার অর্থাৎ বিধিৎসিত (বাহার বিধান করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে তাদৃশ) গুণের, ব্যপদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্য (বাহাতে আছে তাহা), “চ”—ও। যে গুণের বিধান করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহার সাদৃশ্য বাহাতে আছে, তাদৃশ ‘শ্বেন’ প্রভৃতি পদও কর্মের নামধেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যে সমস্ত শব্দ রূঢ় অর্থাৎ অর্থবিশেষে প্রসিদ্ধ, অথচ যে স্থলে বাক্যভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যাহার উপমান্যুচক অর্থবাদও আছে, তাদৃশ শব্দ লইয়া নামধেয়ের বিচার করা হইতেছে। যেমন, “শ্বেনেনাভিচরন্ যজ্ঞত” “সন্দংশেনাভিচরন্ যজ্ঞত,” “গবো অভিচরন্ যজ্ঞত” ইত্যাদি বাক্যে যে ‘শ্বেন,’ ‘সন্দংশ,’ ‘গো’ প্রভৃতি শব্দ আছে, উহাদের দ্বারা কি গুণের বিধান করা হইয়াছে অথবা ঐগুলি বিশেষ বিশেষ কর্মের নামধেয় ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, “শ্বেনেনাভিচরন্ যজ্ঞত” এই বাক্যে ‘শ্বেন’রূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। কারণ, ইহাকে কর্মের নামধেয় বলিলে দ্রব্য এবং দেবতা এই দুয়ের একটিও না থাকায় যাগের স্বরূপই সিদ্ধ হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, যাগবিশেষে শ্বেনপক্ষিরূপ গুণ যদি বিহিত হয়, তাহা হইলে—“যথা বৈ শ্বেনো নিপত্যাদন্তে এবময়ং দ্বিবস্তং ভ্রাতৃব্যং নিপত্যাদন্তে বমভিচরতি শ্বেনেন” অর্থাৎ “শ্বেন পক্ষী যেমন নিপতিত হইয়া (মৎস্যাদিকে) গ্রহণ করে, ঠিক সেই ভাবেই এই যজ্ঞমান ‘শ্বেনের’ দ্বারা যাহার অভিচার করে, তাহাকে নিপতিত হইয়া গ্রহণ করে”—এই বাক্যে যে একই শোনকে উপমান এবং উপমেয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। এই কারণে উপমান শ্যোনপক্ষীর যে গুণ (নিপতিত হইয়া গ্রহণ করা), তাহা এ স্থলে উপমেয় কর্মের মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া তদনুসারে এই কর্মটিরও নাম ‘শ্বেন’ হইয়াছে। যদি বলা হয়, ‘অনন্য’ অলঙ্কারে একই ব্যক্তিতে যেমন উপমানোপমেয় ভাব

থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ একই শ্যেনরূপ বিধীয়মান গুণের মধ্যে উপমানতা ও উপমেয়তা থাকিবে, তাহা হইলে বলিব “যথা বৈ শ্যেনঃ” ইত্যাদি বাক্যটিতে ‘অনন্বয়’ অলঙ্কার হইতে পারে না—কিন্তু ইহা পূর্ণোপমা অলঙ্কার। * অতএব ‘শ্যেন’ শব্দটি কর্ণ নামধেয়। ‘সন্দংশ’, ‘গো’ প্রভৃতি শব্দও এইভাবে তদ্ব্যপদেশ শাস্ত আছে বলিয়া কর্ণনামধেয়। ইতি তদ্ব্যপদেশাধিকরণ।

নামধেয়ে গুণশ্রুতঃ শ্রাদ্ধ বিধানমিতি চেৎ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অসম্ভাব্যার্থ। “নামধেয়ে”—নামধেয়রূপে যাহাদের অবয়ব হইতে পারে তাদৃশ ‘বাজপেয়’ প্রভৃতি শব্দে, “গুণশ্রুতঃ”—(দ্রব্যদেবতারূপ) গুণ শ্রুত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, “শ্রাদ্ধ বিধানম্”—বিধি অর্থাৎ সেই শ্রয়মাণ গুণের বিধি হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। কেহ এইরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, “বাজপেয়” প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দের নামধেয়রূপে অবয়ব হইতে পারে, তাহার দ্বারা গুণের উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া গুণেরই বিধান হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ভাব্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত” অর্থাৎ “স্বারাজ্যরূপ কলের কামনায় ‘বাজপেয়’ দ্বারা যাগ করিবে”। এ স্থলে ‘বাজপেয়েন’ ইহার দ্বারা কি গুণবিশেষের বিধান করা হইয়াছে

* আলঙ্কারিকগণের মতে “উপমানোপমেয়ভ্রমেকশ্চৈবেত্যনন্বয়ঃ” অর্থাৎ ‘যে বাক্যে একই বস্তুর মধ্যে উপমানতা এবং উপমেয়তা কল্পনা করিয়া বর্ণনা করা হয়, তথায় অনন্বয় নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যেমন “গগনং গগনাকারং সাগরং সাগরোপমঃ। রামরাবণয়োর্বুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।” অর্থাৎ “আকাশ আকাশেরই সদৃশ, সাগর সাগরেরই সমান এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের তুল্য।” (ইহাদের আর অন্ত উপমান অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই) ইত্যাদি বাক্য অনন্বয় অলঙ্কারের উদাহরণ। আর যে স্থলে উপমান, উপমেয়, সামান্যত্ব এবং উপমাবাচক ‘ইব’ প্রভৃতি শব্দ বাচ্য থাকে, অর্থাৎ তদ্বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তথায় পূর্ণোপমা নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে গুণবিধি বলা যায় না। এ স্থলে অনন্বয় অলঙ্কার হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা খণ্ডদেবকৃত ভট্টপাদদীপিকা এবং তাহার বাঙ্কস্থর যজ্ঞকৃত ভাট্টচিন্তামণিনামক টীকার মধ্যে এবং শাস্ত্রদীপিকার টীকায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

অথবা উহা কর্ত্তবিশেষের নামধেয়, ইহাই সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, “বাজপেয়েন” ইহার দ্বারা গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। কারণ, ‘বাজ’ শব্দের অর্থ অন্ন; আর পেয় অর্থ পানীয় দ্রব্য। সুতরাং বাজপেয়ের অর্থ যবাগু (বাউ) প্রভৃতি অন্ন। এইরূপে দ্রব্যবিশেষ বুঝাইতেছে বলিয়া “বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত” এই বাক্যে বাজপেয়রূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করা উচিত। যদি বলা হয়, ইহাতে “বাজপেয়েন” ইত্যাদি বাক্যকে গুণবিধি বলিলে “বাজপেয়গুণবতা যাগেন স্বারাজ্যং ভাবয়েৎ” অর্থাৎ ‘বাজপেয়রূপ গুণবিশিষ্ট যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফল উৎপাদন করিবে’ এইরূপ অর্থ লব্ধ হয় বলিয়া মত্বর্থলক্ষণা হইয়া থাকে। তাহা হইলে বলিব, “যজ্ঞেত” এই পদের আখ্যাত অর্থাৎ ‘ঈত’ প্রত্যয়বাচ্য ক্রিয়াটি বাজপেয়রূপ গুণ এবং স্বারাজ্যরূপ ফল—এই উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ করিবে। আর এ স্থলে কেবল-মাত্র সম্বন্ধই কথিত হইতেছে বলিয়া তদ্বত্তা অনুসারে ইহা কর্ত্ত্ব এবং করণ উভয়েরই মধ্যে সাধারণভাবে সম্বন্ধ রাখিতে পারে। আর তাহা হইলে ‘বাজপেয়-দ্রব্যরূপ গুণের দ্বারা যাগ উৎপাদন করিবে এবং যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফল উৎপাদন করিবে’ এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হয় বলিয়া মত্বর্থলক্ষণা হইতে পারে না; এবং ইহাতে বাক্যভেদও দোষাবহ নহে, কারণ, এ স্থলে কর্ত্ত্ব এবং করণ উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ প্রকাশই ‘যজ্ঞেত’ এই পদবাচ্য আখ্যাতের (ক্রিয়ার) সামর্থ্য। অতএব ‘বাজপেয়েন’ ইহার দ্বারা গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

তুল্যত্বাৎ ক্রিয়য়োর্ন ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তুল্যত্বাৎ”—তুল্যতা হয় বলিয়া, “ক্রিয়য়োঃ”—(দর্শপূর্ণমাস এবং বাজপেয় এই) ক্রিয়াদ্বয়ের, “ন”—(ইহা গুণবিধি) হইতে পারে না। “বাজপেয়েন” ইত্যাদি বাক্যকে গুণবিধি বলিলে দর্শপূর্ণমাস এবং বাজপেয় এই দুইটি ক্রিয়াই তুল্য হইয়া যায় বলিয়া এ স্থলে গুণবিধি হইতে পারে না। (সিদ্ধান্ত)

ভাব্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বাজপেয়েন” ইহার দ্বারা গুণের বিধান হইতে পারে না। কারণ, বাজপেয়কে গুণ বলিলে তাহা জাতীয় শস্ত্রপক বস্তুই হইবে। ব.৬.১৮ আর শস্ত্রপক অর্থাৎ ওষধি

দ্রব্যনিষ্পন্ন গুণ বাহাতে থাকে, তাহা দর্শপূর্ণমাসেরই অনুরূপ হয়। কারণ, বজ্র সকল ইষ্টি, পশু ও সোম এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের দ্রব্যাদি এবং ইতিকর্তব্যতাও পরস্পর হইতে ভিন্ন। আর শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে, বাজপেয় 'সোমজাতীয়' বজ্র, যেহেতু 'সোমবাগে'র বিধি অনুসারে ইহার কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ওষধিসম্ভ্রাত যবাগুরূপ গুণের বিধান করা হইলে ইহা দর্শপূর্ণমাসের সমান অর্থাৎ 'ইষ্টি' জাতীয় বজ্র হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অজ্ঞাত বচনের সহিত এই গুণবিধির বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব 'বাজপেয়েন' ইহার দ্বারা গুণের বিধান হইতে পারে না।

ঐকশব্দ্যে পরার্থবৎ ॥ ৮ ॥

অঙ্কন্যার্থ। "ঐকশব্দ্যে"—একশব্দতা হইলে অর্থাৎ একবারমাত্র উচ্চারিত দ্ব্যর্থ যুগপৎ কর্ম ও করণরূপে অস্থিত হইলে, "পরার্থবৎ"—পরার্থ অর্থাৎ গুণের অর্থের বিধানের দ্বারা অনুবাদও হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সঙ্ক্ষে বাগের অর্থ স্বীকার করিলে বিধ্যনুবাদ দোষের প্রসঙ্গ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর মতে আরও দোষ এই যে, এ স্থলে গুণের বিধান করা হইয়াছে স্বীকার করিলে বিধ্যনুবাদ দোষ হইয়া থাকে। বাহা একই সময়ে বিধীয়মান এবং অনুভূত হয়, তথায় পরস্পরবিরুদ্ধ বিধি ও অনুবাদের যুগপৎ প্রবৃত্তি হওয়ার বিধ্যনুবাদ দোষ হইয়া থাকে। বিধ্যনুবাদকে দোষ বলিবার হেতু এই যে, বিধি এবং অনুবাদের ধর্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। বাহা বিধীয়মান হয়, তাহাতে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব এই তিনটি ধর্ম থাকে। আর বাহার অনুবাদ করা হয়, তাহাতে উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাত্ব এবং মুখ্যত্ব (প্রধানত্ব) এই তিনটি ধর্ম থাকে। বিধেয়গত—উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব ও গুণত্ব এই তিনটি ধর্ম এবং উদ্দেশ্যগত উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাত্ব ও মুখ্যত্ব (প্রধানত্ব) এই তিনটি ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার একই ধর্মীতে উহাদের যুগপৎ সমাবেশ হইতে পারে না। এই কারণে বাহা বচন বিধেয়, তাহাই তৎকালে অনুবাদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহাতে যে দোষ হয়, তাহাকেই 'বিধ্যনুবাদ' দোষ বলা হয়।

এস্থলে "বাজপেয়েন যজ্ঞেত" এই বাক্যে "যজ্ঞেত" এই পদের দ্বারা যদি বাজপেয়রূপ গুণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে বিধি প্রত্যয়টি পরার্থের বিধান করে।

কারণ, “যজ্ঞত” এই পদটি ‘যজ্’ ধাতু এবং ‘ঈত’ প্রত্যয়ের যোগেই নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ‘ঈত’ প্রত্যয়ের দ্বারা যে বিধি বুঝাইতেছে, ‘যজ্’ ধাতু তাহার স্বার্থ; কারণ যজ্’ ধাতু এবং ‘ঈত’ প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়া একটি পদ হয়। আর ‘বাজপেয়েন’ এই শব্দটি ‘ঈত’ প্রত্যয়ের স্বার্থ নহে, কিন্তু পরার্থ অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত পদের অর্থ। আর স্বার্থের সহিত প্রথমেই সম্বন্ধ হয় বলিয়া ‘ঈত’ প্রত্যয়রূপ আখ্যাতের দ্বারা প্রথমতঃ স্বার্থেরই অর্থাৎ যজ্’ ধাতুর অর্থ যে যাগ তাহারই বিধান হইয়া থাকে। তবে যদি ধাত্বর্থ অত্র বিধির দ্বারা পূর্বে প্রাপ্ত অর্থাৎ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিহিতের পুনর্বিধান হইতে পারে না বলিয়া বিধিপ্রত্যয় স্বার্থ ছাড়িয়া অত্র পদার্থের বিধান করিয়া থাকে। “বাজপেয়েন যজ্ঞত” এ স্থলে স্বার্থ অর্থাৎ যজ্’ ধাতুর অর্থ যে যাগ তাহা অত্র বচনের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ বিহিত হয় নাই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পরার্থ অর্থাৎ অত্র পদের অর্থ যে বাজপেয়রূপ গুণ, তাহার বিধান হইতে পারে না। সুতরাং বিধি প্রত্যয়ের দ্বারা পরার্থ-বিধানের দ্বায় স্বার্থেরও বিধান করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে ধাত্বর্থ যাগ একই সময়ে বিধেয় এবং অনুবান্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু পরার্থের বিধান করিতে হইলে ধাত্বর্থের অনুবাদ করিতেই হয়। আর তাহা হইলে বিধাত্মবাদ দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকেই অপর কথায় “বিরুদ্ধত্রিকল্পসমাবেশ” বলা হয়। কারণ, যৎকালে যাগের বিধান করা হয়, তখন ফল উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং স্বারাজ্যরূপ ফলের উদ্দেশ্যে যাগ উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয় হয়, ফলের অনুবাদ করিয়া যাগ বিধীয়মান অর্থাৎ বিধেয় হয় এবং ফল মুখ্য বা প্রধান ও যাগ গুণ অর্থাৎ গোণ বা উপসর্জন অর্থাৎ অপ্রধান হইয়া থাকে। আবার গুণের বিধান করা হইলে যাগের উদ্দেশ্যে বাজপেয়রূপ গুণ উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয় হয় বলিয়া যাগ উদ্দেশ্য, যাগের অনুবাদ করিয়া ফল বিধীয়মান অর্থাৎ বিধেয় হয় বলিয়া যাগ অনুবান্ধ এবং যাগ মুখ্য বা প্রধান ও বাজপেয় গুণ অর্থাৎ গোণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে। অতএব তদ্ব্যবশ্যে ‘যজ্’ ধাতুকে কর্তৃ ও করণ উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিলে পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিকল্পের একত্র সমাবেশ হয় বলিয়া ঐ পদটি সমীচীন নহে।

আর যদি তদ্ব্যবশ্যে ত্যাগ করিয়া গুণবিধি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে, কারণ, তাহা হইলে “বাজপেয়দ্রব্যেণ যাগং ভাবয়েৎ” অর্থাৎ “বাজপেয়রূপ দ্রব্যের দ্বারা যাগ করিবে” এবং “যাগেন স্বারাজ্য ভাবয়েৎ” অর্থাৎ “যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফল উৎপাদন করিবে” এই

প্রকার দুইটি বাক্য স্বীকার করিয়া দুইটি বিধি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ঋতিমধ্যে দুইটি বাক্য নাই, আছে কেবল—“বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত” এই একটি বাক্য। অতএব “বাজপেয়েন” ইহার দ্বারা গুণের বিধান করা হয় নাই, কিন্তু ইহাও ‘তৎপ্রথ্য’ জ্ঞানে অগ্নিহোত্রশব্দের জ্ঞায় কর্ণের নামধেয়। বাজ অর্থাৎ অন্তরূপ পেরুদ্রব্য বাহাতে (যে যজ্ঞে) আছে, তাহা বাজপেয়, এই প্রকার বৌগিক অর্থ অনুসারে ‘বাজপেয়’ শব্দটিকে কর্ণের নামধেয় স্বীকার করা হয়। ইতি বাজপেয়াধিকরণ।

তদুগুণাস্তু বিধীয়েন্নবিভাগাদ্ বিধানার্থে

ন চেদন্তেন শিষ্টাঃ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তদুগুণাঃ”—তৎ অর্থ তাহা অর্থাৎ কর্ণ এবং “গুণাঃ” অর্থ দ্রব্য দেবতারূপ গুণ, “তু” কিন্তু, “বিধীয়েন্ন”—বিধীয়মান (বিহিত) হইয়া থাকে, “বিধানার্থে”—বিধির অর্থ অর্থাৎ বিধি বাচ্য লিঙ্ প্রত্যয়ে, “অবিভাগাৎ”—বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ কেবলমাত্র যাগেরই অথবা দ্রব্যেরই অথবা দেবতারই বিধান করিতে হইবে—এই প্রকার কোনও বিশেষ নিয়ম নাই বলিয়া, “ন চেৎ অন্তেন শিষ্টাঃ”—(তাহারা অর্থাৎ কর্ণ, দ্রব্য এবং দেবতা) ‘চেৎ’ অর্থ যদি, ‘অন্তেন’ অর্থ অন্তবিধির দ্বারা, ‘ন শিষ্টাঃ’ অর্থ উপদিষ্ট অর্থাৎ বিহিত না হয়। যদি যাগ রূপ কর্ণ, এবং দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণ এই সকল অন্ত কোনও বিধির দ্বারা বিহিত না হয়, তাহা হইলে যাগাদিরূপ কর্ণ এবং দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণ সকলের বিধান হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ‘বাজপেয়’ শব্দটি তৎপ্রথ্যজ্ঞায় অনুসারে কর্ণের নামধেয়। তদনুসারে “যদায়েষোহষ্টীকপালোহ-

মাবাস্ত্রায়াং পৌর্ণমাস্ত্রাচ্চ্যুতো ভবতি" (তৈঃ সং ২।৬।৩) এই বাক্যের "আগ্নেয়ঃ" এই শব্দটি কর্ণের নামধেয় হইতে পারে কি না, তাহারই বিচার করা হইতেছে। পূৰ্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, 'অগ্নিহোত্র' এই শব্দটিকে যেমন—'বাহাতে অর্থাৎ যে কর্ণে অগ্নির উদ্দেশ্যে হোত্র অর্থাৎ হোম করা হয়, তাহা অগ্নিহোত্র' এই প্রকার যৌগিক অর্থ অনুসারে কর্ণের নামধেয় বলা হইয়াছে, সেইরূপ "আগ্নেয়" এই শব্দটিকে 'বাহাতে অগ্নির সম্বন্ধ আছে' এই প্রকার যৌগিক অর্থ অনুসারে কর্ণের নামধেয় বলা উচিত। কারণ, 'অগ্নি' শব্দের উত্তর 'তন্তু ইদম্' এই অর্থে 'ক্ষেয়' প্রত্যয় করিয়া আগ্নেয় এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"যদাগ্নেয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যের 'আগ্নেয়ঃ' এই শব্দটিকে যদি কর্ণের নামধেয় বলা হয়, তাহা হইলে কর্ণটি দেবতাবিহীন হইয়া যায়। আর দেবতাবিহীন হইলে উহা যাগই হইতে পারে না, যে হেতু দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যাদিত্যাগ, তাহারই নাম যাগ। কিন্তু "আগ্নিহোত্রঃ জুহোতি" এ স্থলে বচনান্তরের দ্বারা দেবতার প্রাপ্তি হয় বলিয়া তথায় 'অগ্নিহোত্র' শব্দকে নামধেয় না বলিলে উহার অর্থ হইতে পারে না। এ স্থলে "যদাগ্নেয়ঃ" ইত্যাদি বাক্য ছাড়া এমন অস্ত্র কোনও বচন নাই, বাহা হইতে দেবতার প্রাপ্তি হইতে পারে। এই কারণে "আগ্নেয়ঃ" এই শব্দটি 'অগ্নিঃ দেবতা অস্ত্র' অর্থাৎ অগ্নি বাহার দেবতা' এই প্রকার অর্থে অগ্নি শব্দের উত্তর তদ্ধিত (ক্ষেয়) প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা বিধীয়মান কর্ণে দেবতারও বিধান করিতেছে। আর "অষ্টাকপালঃ" এই শব্দটির দ্বারা দ্রব্যেরও বিধান করা হইয়াছে; কারণ, "অষ্টমু কপালেসু সংস্কৃতঃ" অর্থাৎ 'বাহা আটটি কপালে (শরায়) সংস্কৃত' তাদৃশ দ্রব্য (পুরোডাশাদি) অষ্টাকপাল' এই প্রকার প্রত্যয়সম্বৃত যৌগিক অর্থ হইতে দ্রব্যেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর এ স্থলে বিধীয়মান কর্ণটি বচনান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বলিয়া ইহা অগ্নিদেবতা এবং অষ্টাকপাল দ্রব্য এই প্রকার গুণদ্বয়বিশিষ্টরূপে একটি বাক্যের দ্বারাই বিহিত হয় বলিয়া এতাদৃশ স্থলে বাক্যভেদ হইতে পারে না। এই জন্ত সূত্রকার বলিয়াছেন, "ন চেৎ অন্তেন শিষ্টাঃ।" প্রাপ্ত অর্থাৎ বচনান্তরের দ্বারা বিহিত কর্ণে একটির অধিক গুণের বিধান করা যাইতে পারে না, কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রাপ্ত অর্থাৎ বচনান্তরের দ্বারা অবিহিত কর্ণে একাধিক গুণের বিধান হইলেও কোনও দোষই হইতে পারে না। কারণ, এতাদৃশ স্থলে বিশিষ্টের বিধান করা হইয়া থাকে। আর বিশেষণ বিহিত না হইলে বিশিষ্টের বিধান উপপন্ন হয় না বলিয়া বিশেষণগুলি অর্থাপত্তিবলে বিহিত হইয়া থাকে। আর বাহা

অর্থাপত্তিবলে বিহিত হইয়া যায় ; তাহার জন্ত বাক্যের আবৃত্তি করিতে হয় না বলিয়া বাক্যভেদও হইতে পারে না । পক্ষান্তরে প্রাপ্ত কর্ণে বিশিষ্ট বিধি নাই বলিয়া একাধিক গুণের বিধান হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে প্রত্যেকটির জন্ত বিভিন্ন শ্রবণ আবশ্যক হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া থাকে । এই জন্ত কথিত আছে—

“প্রাপ্ত কর্ণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ ।

অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহুবোহপ্যেকবত্নতঃ ।” ইতি আগ্নেয়াধিকরণ ।

বহির্রাজ্যেয়োরসংস্কারে শব্দলাভাদতচ্ছবঃ ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ । “বহির্রাজ্যেয়ঃ”—বহিঃ এবং আজ্য এই দুইটি শব্দের, “অসংস্কারে”—সংস্কারশূন্য স্থলেও, “শব্দলাভাৎ” শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বলিয়া, “অতচ্ছবঃ”—উহার তচ্ছব (তৎশব্দ) অর্থাৎ সংস্কারবাচক শব্দ নহে । ‘বহিঃ’ এবং ‘আজ্য’ এই দুইটি শব্দ সংস্কারবাচক নহে, কিন্তু জাতিবাচক, যে হেতু সংস্কারশূন্য বহিঃ এবং আজ্যেও ঐ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।

ভাষ্যভাবার্থ । কর্ণের নামধের বিচারের প্রসঙ্গে কয়েকটি দ্রব্যেরও নামধের সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে । ‘বহিঃ’ এবং ‘আজ্য’ এই শব্দ দুইটিকে বাস্তবিকগণ বধাক্রমে সংস্কৃত অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ দ্বারা অথবা যজ্ঞীয় সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত কুশ এবং ঘূতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । আর সাধারণ লোকেরা ইহাকে যে কোনও কুশ এবং ঘূতে প্রয়োগ করে । এই জন্ত সংশয় হয় যে বহিঃ, আজ্য প্রভৃতি শব্দগুলি কি সংস্কারবাচক অথবা জাতিবাচক । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, স্নেহপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা আর্ধ্যপ্রসিদ্ধি যখন বলবতী (ইহা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের পঞ্চম অধিকরণে ৮ম, ৯ম সূত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে), তখন বহিঃ, আজ্য এবং এইরূপ অগণ্য শব্দ (যেমন পুরোডাশ প্রভৃতি) বাস্তবিকগণের প্রয়োগ অনুসারে সংস্কৃত (সংস্কারযুক্ত) কুশ, ঘূত প্রভৃতি অর্ধেরই বাচক ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, জাতিই যখন শব্দের বাচ্য (ইহা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দশম অধিকরণে ৩০-৩৫ সূত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে), তখন

বহিষ্ট, আজ্য প্রভৃতি জাতিই বহিঃ, আজ্য প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ সেই সেই অর্থে ব্যবহারের হেতু। আর জাতিই যদি শব্দ-প্রবৃত্তির নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে বহিঃ, আজ্য প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত সকল প্রকার কুশ, যুত প্রভৃতিকেই বুঝাইবে; কারণ, সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত সকল প্রকার কুশেই বহিষ্ট-জাতি বিद्यমান রহিয়াছে। এই বিচারের প্রয়োজন এই যে, যজ্ঞমধ্যে “বহিষা যুপাবটমবজ্জগাতি” প্রভৃতি কোন কোন স্থলে বহিঃশব্দের প্রয়োগ থাকিলেও অসংস্কৃত বহিঃ দ্বারা ইহা কর্তব্য সমাধা করা যাইবে। ইতি ৭ম বহিঃরাজ্যাধিকরণ।

প্রোক্ষণীষর্থসংযোগাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রোক্ষণীষু”—প্রোক্ষণী প্রভৃতি শব্দে, “অর্থসংযোগাৎ”—অর্থের অর্থাৎ যৌগিক অর্থের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া (তাহা জাতিনিমিত্তক নহে, কিন্তু যৌগিক অর্থেরই বাচক)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “প্রোক্ষণীরাসাদয়” (তৈঃ ব্রাঃ—৩২।৯) এই প্রকার একটি বচন আছে। এস্থলে ‘প্রোক্ষণী’ এই শব্দটি কি সংস্কারবাচক অথবা জাতিবাচক কিংবা যৌগিক অর্থবাচক ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে যে ‘প্রোক্ষণী’ এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও, বেদে সকল স্থলেই সংস্কৃত জল অর্থে প্রয়োগ হয় বলিয়া, সংস্কারবাচক। অথবা ইহা রুঢ়ি বশতঃ জাতিবাচক হইবে। এই প্রকার আগন্তি হইলে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, ‘প্রোক্ষণী’ শব্দটি সংস্কার-বাচক হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অন্তোগ্রাশ্রয় দোষ হয়। কারণ, বিহিত সংস্কার করা হইলে তবে তাহাকে প্রোক্ষণী বলা যাইবে, নচেৎ নহে। এই কারণে প্রোক্ষণী শব্দের প্রয়োগ সংস্কারসাপেক্ষ। আবার প্রোক্ষণী শব্দ পূর্ব হইতে সিদ্ধ না হইলে তদ্বৎকণ্ঠে সংস্কার বিহিত হইতে পারে না; এই জ্ঞান সংস্কারবিধান পূর্বসিদ্ধ প্রোক্ষণী সাপেক্ষ। এইরূপে উভয়েরই প্রবৃত্তি (উৎপত্তি) পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় অন্তোগ্রাশ্রয় নামক দোষ হইয়া থাকে। আর প্রোক্ষণী শব্দ যে পূর্ব হইতেই ঋত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধব্যবহারে প্রসিদ্ধ, এরূপ বলা যায় না; কারণ, ‘বাহার দ্বারা প্রোক্ষণ করা যায় তাহাই প্রোক্ষণী’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ যৌগিক অর্থ হইতেই বৃদ্ধব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ কল্পনা করাই, সম্ভব; যে হেতু এতাদৃশ স্থলে যৌগিক অর্থ হইতেই রুঢ়ির উৎপত্তি হয়। আর ইহা যদি যৌগিক হয়, তাহা হইলে

জাতিবাচক নহে। আর যদি জাতিবাচক না হয়, তাহা হইলে যৌগিক অর্থ অনুসারে আবশ্যকমতে যুত প্রভৃতির বিশেষণরূপে 'প্রোক্ষণ' ইত্যাদি আকারে পরিবর্তিত করিয়া প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। কিন্তু জাতিবাচক হইলে তাহা করা চলিবে না—'প্রোক্ষণী' এই প্রকারেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই বিচারের প্রয়োজন। ইতি প্রোক্ষণী-অধিকরণ।

তথা নিম'স্থ্যে ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ প্রোক্ষণী শব্দের স্থায়, "নিম'স্থ্যে"—নিম'স্থ্য এই শব্দে (যৌগিক অর্থ গ্রহণীয়)। প্রোক্ষণী শব্দের স্থায় 'নিম'স্থ্য' শব্দটিতেও যৌগিক অর্থ গ্রহণীয়।

ভাব্যভাবার্থ। শাস্ত্রে অগ্নিচয়নপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "নিম'স্থ্যে-নেষ্টকাঃ পচন্তি" অর্থাৎ 'নিম'স্থ্যের দ্বারা ইষ্টকা পাক করিবে'। এস্থলে এই 'নিম'স্থ্য' শব্দটিও সংস্কারনিমিত্তক কিংবা জাতিনিমিত্তক নহে, কিন্তু ইহা যৌগিক অর্থেরই বাচক। ইহার প্রয়োজন এই যে, নিম'স্থ্য শব্দটি সংস্কারনিমিত্তক হইলে সংস্কৃত নিম'স্থ্য (অরশিমথন-সম্ভাত) অগ্নির দ্বারাই ইষ্টকা পাক কর্তব্য; জাতি-নিমিত্তক হইলে যে কোনও নিম'স্থ্য অগ্নির দ্বারা তাহা করণীয়; আর যৌগিক (যোগরূঢ়ি) হইলে 'নাবনীত' শব্দের স্থায় অচিরনিম'স্থিত অগ্নির বাচক হয় বলিয়া লৌকিক মথনের দ্বারা সম্পাদিত অচিরনিম'স্থিত অগ্নির দ্বারাই ইষ্টকা পাক করিতে হয়। * সুতরাং পুরাতন যুত এবং নূতন যুত দুইটিই নবনীতসম্ভাত হইলেও, 'নাবনীত' বলিলে যেমন নূতন অর্থাৎ সম্ভাতকৃত যুতই অভিহিত হয়,

* শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, কতকগুলি (৭২০ খানি) ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া তাহা অচিরনিম'স্থিত, অদূরনিম'স্থিত এবং অনন্তকর্তৃক নির্ম্মিত 'নিম'স্থ্য' অগ্নির দ্বারা পাক করিতে হয় (পোড়াইতে হয়)। আর সেই অচিরনিম'স্থ্য ইষ্টকগুলি দিয়া স্ত্রেন পক্ষীর আকারে চিতি (অগ্নিহোপনস্থান) প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা "নিম'স্থ্যেনেষ্টকাঃ পচন্তি" এবং "স্ত্রেনচিতিং চিরীত" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।১।১; ৮।১।১, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৪।১১ প্রভৃতি শ্রুতিমধ্যে চয়ন প্রকরণে বিস্তৃত-ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বর্মীতে "বা ইষ্টকা মাভতীৰ্য্য যথা বা" (কঃ উঃ—১।১।১৫) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে ইহার আভাস আছে।

এস্থলেও সেইরূপ “নির্মধ্যতে অনেন” অর্থাৎ ‘বাহার দ্বারা নির্মথিত হয়, তাহাই নির্মধ্য তৎসম্ভাতনির্মধ্য’ এই প্রকারে এই নির্মধ্যশব্দ অতিরনির্মথিত অগ্নিরই বাচক। ইতি নির্মধ্যাধিকরণ।

বৈশ্বদেবে বিকল্প ইতি চেৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “বৈশ্বদেবে”—‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দে (দেবতা বিহিত হইয়াছে বলিয়া), “বিকল্পঃ”—(তৎপূর্ববচনসিদ্ধ অগ্নি প্রভৃতির দেবতার) বিকল্প (হইবে), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। ‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দটির দ্বারা বিশ্বদেব নামক দেবতা বিহিত হইয়াছে বলিয়া তৎসম্বন্ধিত বচনান্তর বিহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিকল্প হইবে—এই প্রকার পূর্বপক্ষ উথিত হইতে পারে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে চাতুর্মাস্ত্যনামক একটি যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। সেই চাতুর্মাস্ত্র যজ্ঞের আবার বৈশ্বদেব, বরুণপ্রধাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়—এই চারিটি পর্ব অর্থাৎ ভাগ আছে। তন্মধ্যে বৈশ্বদেব নামক যে প্রথমপর্ব, তাহাতে আটটি বাগ বিহিত হইয়াছে, যথা—“আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্কপতি। সৌম্যং চক্ৰম্। সার্বিত্রং দ্বাদশকপালম্। সারস্বতং চক্ৰম্। পৌষ্কং চক্ৰম্। মরুতং সপ্তকপালম্। বৈশ্বদেবীম্ আমিক্ষাম্। দ্যাবাপৃথিব্যম্ এককপালম্।” অর্থাৎ “অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল (আটটি কপালে অর্থাৎ শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য) নিরুপ্ত অর্থাৎ নিবেদিত করিবার জন্ত গ্রহণ করিবে। সৌমদেবতার চক্ৰ, সবিতৃদেবতার দ্বাদশকপাল, সরস্বতী দেবতার চক্ৰ, পূষা-দেবতার চক্ৰ, মরুৎ দেবতার সপ্তকপাল, বিশ্বদেবনামক দেবতার আমিক্ষা (ছানা), ও দ্যাবাপৃথিবী দেবতার এককপাল নিরুপ্ত অর্থাৎ নিবেদিত করিবার জন্ত গ্রহণ করিবে।” এই প্রকারে বচনে যে আটটি বাগ বিহিত হইয়াছে, তাহারই সমীপে “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” (তৈঃ ব্রাঃ—১।৪।১০) এই ঋতি বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। এস্থলের “বৈশ্বদেবেন” এই পদটি নামধেয় কি গুণবিধি, ইহাই সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” এই বাক্যটিতে ‘যজ্ঞেত’ এই পদের দ্বারা পূর্ববচনবিহিত আগ্নেয় প্রভৃতি বাগের অনুবাদ করিয়া ‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দের দ্বারা ‘বিশ্বদেব’ নামক দেবতারূপ গুণ বিহিত হইয়াছে,

এইরূপ কল্পনা করাই সম্ভব ; কারণ, ইহাকে নামধেয় বলিলে ইহাতে কোন দ্রব্য অথবা দেবতা উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া ইহার দ্বারা কেবলমাত্র বাগসামান্যই অভিহিত হয়। আর বাগসামান্য অনুষ্ঠানের অবোধ্য বলিয়া বিধিটি অনর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহা গুণবিধি। যদি বলা হয়, “বৈশ্বদেবীম্ আমিক্ষাম্” এই বচনে বিশ্বদেব নামক দেবতা যখন বিহিত হইয়াছে, তখন তাহার পুনর্বিধান অনর্থক, তাহা হইলে বলিব “বৈশ্বদেবে বিকল্পঃ।” এস্থলে “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” ইহার দ্বারা আগ্নেয় প্রভৃতি অপর সাতটি বাগে বিশ্বদেব নামক দেবতার প্রাপ্তি নির্দেশ করা হইয়াছে। আর তথায় অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও বিশ্বদেব নামক দেবতার সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিকল্প হইবে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকেও উদ্দেশ্যীভূত করা যাইতে পারিবে এবং বিশ্বদেব নামক দেবতাও উদ্দেশ্য হইতে পারিবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বা প্রকরণাৎ প্রত্যক্ষবিধানাচ্চ ন হি

প্রকরণং দ্রব্যশ্চ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন বা”—(নৈব) তাহা হইতেই পারে না, “প্রকরণাৎ”—যেহেতু গুণবিধি প্রকরণ হইতে হয়, “চ”—কিন্তু, “প্রত্যক্ষবিধানং”—(অগ্নি প্রভৃতি দেবতার) প্রত্যক্ষ বিধান অর্থাৎ তদ্বিত্ত ঋতির দ্বারা বিধান আছে, “হি”—যে হেতু, “প্রকরণং”—প্রকরণ, “দ্রব্যশ্চ”—দ্রব্যের অর্থাৎ দেবতারূপ বস্তুর, “ন”—(বাধক) হইতে পারে না। “বৈশ্বদেবেন” এস্থলে দেবতারূপ গুণের বিধান হইতে পারে না, কারণ, “আগ্নেয়ম্ অষ্টাকপালম্” ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্ষ তদ্বিত্তপ্রত্যয়রূপ ঋতির দ্বারা দেবতা বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু গুণবিধি প্রকরণ হইতে সিদ্ধ হয়। আর প্রকরণ ঋতিবিহিত দেবতারূপ বস্তুর বাধক হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর মতে ‘বিশ্বদেব’ নামক দেবতার সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিকল্প হইবে। ইহা কিন্তু সম্ভব নহে। কারণ, “প্রকরণাৎ” এ স্থলে বিশ্বদেব নামক দেবতা অস্ত্র বাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহা

প্রকরণবলে প্রাপ্ত। কিন্তু ‘অগ্নি’ প্রভৃতি দেবতা তদ্বিতপ্রত্যয়রূপ ঋতির দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ইহাই সূত্রে “প্রত্যক্ষবিধানাং চ” এই অংশে উক্ত হইয়াছে। আর প্রকরণ ও ঋতির মধ্যে ঋতিই বলবতী। এই কারণে ঋতির দ্বারাই প্রকরণের বাধ হয়, কিন্তু প্রকরণের দ্বারা ঋতির বাধ হইতে পারে না—ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সপ্তম অধিকরণ প্রভৃতি স্থলে প্রতিপাদিত হইবে। আরও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা ‘উৎপত্তিশিষ্ট’; কিন্তু বিশ্বদেব নামক দেবতা ‘উৎপন্ন-শিষ্ট’। কর্মবিধায়ক বাক্যের দ্বারা বাহা বিহিত হয়, তাহাকে উৎপত্তিশিষ্ট বলে, আর কর্মোৎপত্তিজ্ঞাপক বাক্য ছাড়া অল্প বাক্যের দ্বারা বাহা বিহিত হয়, তাহাকে উৎপন্নশিষ্ট বলে। উৎপত্তিশিষ্ট এবং উৎপন্নশিষ্টের মধ্যে উৎপত্তিশিষ্টই প্রবল; কারণ, উৎপত্তিবাক্যে (কর্মবিধায়ক বাক্যে) যে কর্ম বিহিত হয়, তাহার দ্রব্য এবং দেবতা প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা যদি তাহা হইতেই নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তৎপূরণের জন্য অল্প বাক্য অপেক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু উৎপত্তি বাক্য হইতেই যদি দ্রব্যদেবতার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়, তবে অল্প বাক্যের প্রতি অপেক্ষা কিসের? সুতরাং উৎপন্নশিষ্ট অপেক্ষা উৎপত্তিশিষ্ট বলবান্ হইয়া থাকে। আর এস্থলে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা উৎপত্তিশিষ্ট বলিয়া তাহা উৎপন্নশিষ্ট বিশ্বদেব নামক দেবতা অপেক্ষা প্রবল। আর দুর্বলের দ্বারা প্রবলের বাধা হইতে পারে না বলিয়া উৎপন্নশিষ্ট বিশ্বদেব নামক দেবতার দ্বারা উৎপত্তিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বাধ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বিকল্প স্বীকার করা সম্ভব নহে। যেহেতু বিকল্প স্বীকার করিলে বিশ্বদেব নামক দেবতার প্রাপ্তিকালে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বাধই হইয়া থাকে। ইহা সূত্রের “ন হি প্রকরণং দ্রব্যম্” এই অংশে সূচিত হইয়াছে।

মিথশ্চানর্থসম্বন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “মিথঃ”—পরস্পর অর্থাৎ যুগপৎ বা একই কালে, “চ”—এবং বা আর, “অনর্থসম্বন্ধঃ”—(ন অর্থসম্বন্ধঃ) অর্থদ্বয়ের অর্থাৎ নামবিধি এবং গুণবিধিরূপ দুইটি অর্থের সম্বন্ধ হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দটিকে নামধের স্বীকার করিয়া ইহার দ্বারা লক্ষণাবলে আগ্নেয় প্রভৃতি আটটি বাগের সমষ্টি প্রতিপাদিত হইবে অর্থাৎ ‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দটি ‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি আটটি

বাগকে বুঝাইবে এবং বিশ্বদেব নামক দেবতারূপ গুণেরও বিধান নির্দেশ করিবে, তাহা হইলে বলিব “মিথঃ চ অনর্থসম্বন্ধঃ”—একই কালে নামবিধি এবং গুণবিধি-রূপ দুইটি অর্থের সহিত বিধি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না ; কারণ, ইহাতে বাগকে বুঝাইবে এবং ‘বিশ্বদেব’ নামক দেবতারূপ গুণেরও বিধান নির্দেশ করিবে বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া থাকে। কারণ, ‘বৈশ্বদেব’ এই শব্দটিকে আবৃত্তি না করিলে ঐ প্রকার দুইটি অর্থ সিদ্ধ হয় না। যে হেতু একটি বৈশ্বদেব শব্দ বিশ্বদেব নামক দেবতা এবং বৈশ্বদেব নামক বাগ এই দুইটি অর্থের বোধক হইতে পারে না। আর ইহাতে ‘বিদ্যাম্বাদ’ নামক দোষও হইয়া থাকে। অতএব ‘বৈশ্বদেবেন’ ইহা গুণবিধি নহে, কিন্তু কর্মের নামধের।

পরার্থত্বাৎগুণানাম্ ॥ ১৬ ॥

অস্বক্সার্থ। “পরার্থত্বাৎ”—পরার্থতা আছে বলিয়া (পর অর্থ প্রধান ; বাহা তাহার জন্ত তাহা পরার্থ ; তাহার ভাব পরার্থত্ব, সেই হেতু), “গুণানাম্”—গুণ অর্থাৎ অঙ্গ সকলের। গুণ সকলের পরার্থতা অর্থাৎ প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করাই প্রয়োজনীয়তা বলিয়া গুণের অমুরোধে প্রধানের আবৃত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বমুদ্রে বলা হইয়াছে যে, ‘বৈশ্বদেব’ শব্দটির দ্বারা লক্ষণাবলে আগ্নেয়াদি বাগ-সমূহের প্রতিপাদন এবং বিশ্বদেব নামক দেবতার বিধান হইলে বাক্যভেদ দোষ হয়, কারণ, বৈশ্বদেবেন ইত্যাদি বাক্যটিকে দুইটিতে পরিণত না করিলে ঐ প্রকার দুইটি অর্থ হইতে পারে না। এক্ষণে যদি কেহ বাক্যভেদ স্বীকার করিয়া পূর্বপক্ষীর মতের সমর্থন করেন, সেই জন্ত বলিতেছেন যে, এ স্থলে বাক্যের আবৃত্তি করাও সম্ভব হইবে না ; কারণ—“পরার্থত্বাৎ গুণানাম্”। প্রধানের ভেদ অমুসারে গুণের ভেদ হইতে পারে, যে হেতু প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই গুণ সকল চরিতার্থ হয়। কিন্তু গুণ সকলের অমুরোধে প্রধানের আবৃত্তি অর্থাৎ ভেদ হইতে পারে না, কারণ, গুণ সকল স্বতঃ নিষ্ফল বলিয়া তাহাদের জন্ত প্রধানের আবৃত্তি করাও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ স্থলে বিশ্বদেব নামক দেবতা বাগের গুণস্বরূপ বলিয়া তাহার অমুরোধে বিধায়ক বাক্যের আবৃত্তি করা সম্ভব হয় না।

অতএব বাক্যভেদ স্বীকার করাও সম্ভব নহে। সুতরাং “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” এই বাক্যে তৎপ্রথ্যাভায়ে (মীঃ দঃ অঃ ১ পাঃ ৪ অধি ৪) “আগ্নেয়াদি” বাক্য বিহিত আটটি যাগের অনুবাদ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে “বৈশ্বদেব” এই সংজ্ঞার অর্থাৎ নামধেয়ের বিধান করা হইয়াছে; অর্থাৎ “যাহাতে বিশ্বদেবগণ পূজিত হন অথবা বিশ্বদেবগণ যাগ করেন”, এই প্রকার নিরুক্তি অনুসারে “বৈশ্বদেব” বলিতে আগ্নেয়াদি বাক্যবিহিত আটটি যাগের সমষ্টিকেই বুঝাইবে। বিশ্বদেবগণ যে যাগ করিয়াছিলেন, তাহা “যদ্ বিশ্বে দেবাঃ সমযজন্ত তদ্ বৈশ্বদেবন্ত বৈশ্বদেবত্বম্” এই ব্রাহ্মণবাক্যে কথিত হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন এই যে, “বসন্তে বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত”, “প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে “বৈশ্বদেব” শব্দে আগ্নেয়াদি বাক্যবিহিত আটটি যাগের সমষ্টিই অভিহিত হইবে। ইতি বৈশ্বদেবাধিকরণ।

পূর্ববন্তোহবিধানার্থান্তঃসামর্থ্যং সমান্নায়ে ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “পূর্ববন্তঃ”—যাহা পূর্ববৎ অর্থাৎ পূর্বে বচনান্তরের দ্বারা বিহিত হইয়াছে অথবা উৎপত্তিশিষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ দেবতাাদি গুণ সকল, “অবিধানার্থাঃ”—বিধানার্থ অর্থাৎ বিধানরূপ প্রয়োজনযুক্ত না হউক (কিন্তু), “সমান্নায়ে”—বেদবচনে অর্থাৎ অত্র স্থলে যেখানে পূর্বপ্রাপ্তি নাই তথায়, “তৎসামর্থ্যম্”—গুণবিধানের সামর্থ্য (থাকিবে)। “বৈশ্বদেব” প্রভৃতি শব্দের বিধিসিদ্ধি বিশ্বদেব নামক দেবতারূপ গুণসমূহের পূর্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ তদতিরিক্ত অত্র বিধায়ক বাক্য আছে বলিয়া বৈশ্বদেব প্রভৃতি শব্দ সকলে গুণবিধানের প্রয়োজন না থাকুক, কিন্তু যে সমস্ত বেদবচন তাদৃশ পূর্ববৎ নহে, সেইগুলির দ্বারা গুণের বিধান হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে “বৈশ্বদেব” শব্দের নামধেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎসদৃশ অথচ কথঞ্চিৎ ভেদযুক্ত অত্র যে সমস্ত ক্রতি-বচন আছে, তাহাও কি কর্ত্ত্বের নামধেয়তা প্রতিপাদন করিতেছে অথবা তাহার অর্থ অন্তরূপ, তাহারই বিচার করিবার জন্য পূর্বপক্ষরূপে বলিতেছেন “পূর্ববন্তঃ” ইত্যাদি। “বৈশ্বানরঃ স্বাদশকপালং নির্কপেৎ পুত্র জাতে।

যদষ্টাকপালো ভবতি গায়ত্র্যৈবনং ব্রহ্মবর্চসেন পূনাতি । যদ্বকপালস্ত্রিযুতৈ-
বাশ্মিস্তেজো দধাতি । যদশকপালো বির্যৈজ্বাশ্মিন্নান্নাং দধাতি । যদেকাদশ-
কপালস্ত্রিষ্টুভৈবাশ্মিন্নিস্রিয়ং দধাতি । যদ্বাদশকপালো জগতৈ্যবাশ্মিন্ পশুন্
দধাতি । যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নিবর্পতি পুত্ৰ এব স তেজস্বান্নাদ-ইন্দ্রিয়াবী
পশুমান্ ভবতি ।" (তৈঃ সং—২।২।৫) অর্থাৎ "পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার
উদ্দেশ্যে দ্বাদশকপাল (দ্বাদশটি কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রভৃতি) নিরুপ্ত
করিবে । যে অষ্টাকপালের নিবর্পণ করা হয়, তাহাতে গায়ত্রী হৃন্দের দ্বারা
ইহাকে (জাত বালককে) ব্রহ্মবর্চসের দ্বারা পবিত্র করা হয় । যে নবকপালের
নিবর্পণ করা হয়, তাহাতে ত্রিযুৎ নামক স্তোমের দ্বারা ইহার মধ্যে তেজঃ
আধান করা হয় । যে দশকপালের নিবর্পণ করা হয়, তাহাতে বির্যি
হৃন্দের দ্বারা ইহার অন্নাত্ত (শস্তাদি খাত্তদ্রব্যের) বিধান করা হয় । যে
একাদশকপালের নিবর্পণ করা হয়, তাহাতে ত্রিষ্টুপ্ হৃন্দের দ্বারা ইহার মধ্যে
ইন্দ্রিয় ধারণ করা হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে স্থপটু করা হয় । যে দ্বাদশ-
কপালের নিবর্পণ করা হয়, তাহাতে জগতী হৃন্দের দ্বারা ইহার জন্ত (গবাদি)
পশুর বিধান করা হয় । যে পুত্র জন্মিলে পিতা এই যজ্ঞের নিবর্পণ
(দেবতার উদ্দেশ্যে চক্ৰ প্রভৃতির জন্ত তণ্ডুলাদির গ্রহণ) করেন, সে অবশ্যই
পুত্ৰ, তেজস্বী, অন্নাদ (অন্নবান্), ইন্দ্রিয়াবী (সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত) এবং পশুমান্
অর্থাৎ গবাদি পশুযুক্ত হইয়া থাকে ।" এ স্থলে প্রথমতঃ দ্বাদশকপাল ইষ্টির
বিষয় বলিয়া তদনন্তর যে অষ্টাকপাল, নবকপাল, দশকপাল, একাদশকপাল,
এবং দ্বাদশকপালের বিষয় বলা হইয়াছে, সেইগুলিও কি পূর্বাধিকরণে প্রতিপাদিত
'বৈশ্বদেব' শব্দের ভ্রায় কর্শ্বের নামধেয় অথবা ঐগুলি অর্থবাদ, ইহাই সংশয় ।

ইহাতে কেহ বলিতেছেন যে, ঐ 'অষ্টাকপাল' প্রভৃতি শব্দগুলিও অগ্নিহোত্র,
'বৈশ্বদেব' প্রভৃতি শব্দের ভ্রায় কর্শ্বনামধেয়ই হইবে । কারণ, প্রথমে যে দ্বাদশ-
কপাল নামক যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, অষ্টত্ব, নবত্ব, দশত্ব, একাদশত্ব
এবং দ্বাদশত্ব এই সংখ্যাগুলি প্রথমোপদিষ্ট দ্বাদশকপাল নামক ইষ্টির সংখ্যার
অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ সংখ্যাগুলির পুনরায় বিধান হইতে পারে না । এই জন্ত
'অষ্টাকপাল' প্রভৃতির মধ্যে সেই সেই সংখ্যা আছে বলিয়া তৎপ্রথ্যাভায়ে
ঐগুলিও কর্শ্বের নামধেয় । ইহাতে যদি বলা হয় যে, এ স্থলে অষ্টত্বাদি সংখ্যা-
বাচক নহে, কিন্তু পুরোডাশাদি দ্রব্যবাচক । আর একটি দ্রব্য অপর একটি দ্রব্যের
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া অষ্টত্বাদি দ্বাদশকপালের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা

হইলে বলিব “পূর্ববস্ত্তঃ অবিধানার্থঃ”—যে স্থলে উৎপত্তিবাক্যে দেবতা প্রভৃতি গুণ বিহিত হইয়াছে, তথায় (যেমন “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে) অল্প বচন সকলে গুণবিধানের সামর্থ্য না থাকুক, “তৎসামর্থ্যং সমান্নায়ে” অত্র “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যে গুণবিধানের সামর্থ্য থাকিবে অর্থাৎ তাহা গুণবিধিই হইবে। স্ততরাং অষ্টাকপালাদি বাক্যে পুরোডাশ দ্রব্যরূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। আর এ স্থলে ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি স্বতন্ত্র ফলের উপদেশ থাকায় অষ্টাকপাল, নবকপাল প্রভৃতি পুরোডাশরূপগুণ ব্রহ্মবর্চসাদিরূপ সেই সেই ফলের জ্ঞান বিহিত হইয়াছে। অতএব “যং অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্য “ফলায় গুণবিধি” (গুণফলবিধি)। ইহাকে অর্থবাদ বলা যাইতে পারে না। কারণ, “এ স্থলে গায়ত্র্যা এব এনম্” ইত্যাদি বাক্যে অষ্টাকপাল প্রভৃতিরই প্রশংসা ক্রম হইতেছে। কিন্তু প্রথম পঠিত দ্বাদশকপালের প্রশংসা নাই। আর দ্বাদশকপালই যখন বিধেয় এবং বিধেয়ের যখন স্ততি নাই, তখন ইহাকে অর্থবাদ বলা যায় না। কারণ, অস্ত্রের বিধান এবং অপরের প্রশংসা করিলে সামঞ্জস্য থাকে না। অতএব অষ্টাকপালঃ ইত্যাদি বচনগুলি গুণবিধি। ইতি পূর্বপক্ষ।

গুণস্ত তু বিধানার্থেহতদগুণাঃ প্রয়োগে

স্মরনর্থকা ন হি তং প্রত্যর্থবভাস্তি ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “গুণস্ত”—গুণের, তু—পূর্বপক্ষনিবারণক, “বিধানার্থে”—বিধান করিবার প্রয়োজন যুক্ত হইলে, “অতদগুণাঃ”—যেগুলি তাহার অর্থাৎ দ্বাদশকপাল কর্মের গুণ নহে সেই অষ্টাকপালত্ব প্রভৃতি গুলি, “প্রয়োগে”—অনুষ্ঠানে, “অনর্থকাঃ স্মাঃ”—অনর্থক অর্থাৎ অনুপযুক্ত হয়, “হি”—যেহেতু, “তং প্রতি”—সেই কর্মে, “অর্থবত্তা”—সার্থকতা, “ন”—এ স্থলে নাই। যদি অষ্টাকপালত্ব প্রভৃতি গুণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে সেইগুলি প্রধান কর্ম যে দ্বাদশকপাল বৈশ্বানর যাগ, তাহার গুণ হইতে পারে না। আর সেইগুলি স্বতন্ত্রভাবে অল্প যাগেরও বিধান করিতে পারে না বলিয়া প্রয়োগের অর্থাৎ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত নহে।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২১৯

হওয়ায় সেই প্রধান কর্মে অষ্টাকপালত্ব প্রভৃতি গুণগুলির সার্থকতা থাকে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে ‘অষ্টাকপালত্ব’ প্রভৃতি কর্মনামধেয় নহে ; কারণ, এখানে “অষ্টাকপালম্” ইত্যাদি বাক্যে কোনও দেবতা উপদিষ্ট হয় নাই। আর ঐগুলিকে গুণবিধিও বলা যায় না, কারণ, কর্মোৎপত্তি বাক্যেই দ্বাদশকপালরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে বলিয়া অষ্টাকপালাদি বাক্যপঠিত গুণ উৎপন্নশিষ্ট হওয়ায় তাহা প্রকরণ সহকারে তাহাতে আশ্রয়লাভ করিতে পারে না। এই জ্ঞান সূত্রকার বলিয়াছেন “ন হি তং প্রতি অর্থবত্তা অস্তি”। সূত্ররূপ ইহা যখন কর্ম নামধেয়ও নহে এবং “দ্বাদশকপাল বৈশ্বনরযোগের” গুণও নহে, তথাপি ইহাকে গুণবিধি বলিলে সেই গুণ কোনও অল্পষ্ঠানের উপযুক্তই হয় না বলিয়া অনর্থকই হয়। এই জ্ঞান সূত্রকার বলিয়াছেন “অতদগুণাঃ প্রয়োগে স্মরনর্থকাঃ।” কিন্তু অষ্টাকপালত্বাদি অর্থবাদ-রূপে বৈশ্বানর যোগের সহিত অধিত হইয়া সার্থক হইতে পারে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তচ্ছেযো নোপপত্ততে ॥ ১৯ ॥ (আঃ)

অঙ্কুরার্থ। “তচ্ছেযঃ”—তাহার শেষ অর্থাৎ প্রধান কর্ম যে বৈশ্বানর যোগ তদ্বিধায়ক বাক্যের অঙ্গ, “ন উপপদ্যতে”—উপপন্ন হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত উনিয়া পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন “তচ্ছেযঃ ন উপপত্ততে” অর্থাৎ “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যগুলিকে “বৈশ্বানরঃ দ্বাদশকপালম্” এই বিধির শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বা অর্থবাদও ত বলা যায় না। কারণ, ইহার দ্বারা দ্বাদশকপালের প্রশংসা করা হয় নাই, কিন্তু অষ্টাকপালত্ব প্রভৃতিরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

অবিভাগাদ্ বিধানার্থে স্তুত্যর্থেনোপপদ্যেরন ॥ ২০ ॥

(আঃ পঃ)

অঙ্কুরার্থ। “বিধানার্থে”—বিধায়ক বাক্যের কপালগত দ্বাদশ সংখ্যায়, “অবিভাগাৎ”—বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ নহে বলিয়া, “স্তুত্যর্থেন”—স্তুতি

অর্থাৎ প্রশংসা করিবার জন্ত, “উপপদ্যোরন” — উপপন্ন (বুক্তিবুক্ত) হয়। প্রধানবাক্যে যে দ্বাদশকপালের উপদেশ আছে, তাহার কপালগত দ্বাদশ সংখ্যা হইতে অষ্টত্বাদি সংখ্যা বিভক্ত নহে বলিয়া তাহাদের প্রশংসায় দ্বাদশ সংখ্যারই প্রশংসা হয়। সুতরাং অষ্টত্বাদি বাক্যকে অর্থবাদ বলা উপপন্ন হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যাহা বিধেয়, তাহারই প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু এখানে তাহা করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। একজ্ঞ ইহাকে দ্বাদশকপালবিধির অর্থবাদ বলা উচিত হয় না। অথচ এখানে প্রশংসার্থবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারেও প্রামাণ্য থাকে না। এ কারণে “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যও অর্থবাদ। আর যদিও ইহার দ্বারা অষ্টত্বাদিরই প্রশংসা কথিত হইয়াছে, তথাপি অষ্টত্ব, নবত্ব, দশত্ব এবং একাদশত্ব এইগুলি সমস্তই দ্বাদশত্বেরও অংশ হওয়ায় তাহা হইতে বিভক্ত নহে। এই জ্ঞাত্যুত্তরে বলা হইয়াছে “অবিভাগাৎ।” সুতরাং অষ্টকপালত্বাদির প্রশংসা করা হইলে অংশী দ্বাদশকপালত্বের অংশেরই প্রশংসা করা হয়। আর অংশের স্তুতি অংশীরই প্রশংসাজনক বলিয়া ফলতঃ উহাদের দ্বারা বিধেয় দ্বাদশকপালেরই প্রশংসা করা হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত্যুত্তরে বলা হইয়াছে “বিধানার্থে স্তুত্যর্থেনোপপত্তোরন।” এ স্থলে প্রশংসার তাৎপর্য এইরূপ,—এই দ্বাদশকপাল বস্তুটি এমনই সৌভাগ্যপ্রদ যে, ইহার অনুষ্ঠানে অষ্টাকপাল প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান প্রসঙ্গক্রমে সিদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি ফলেরও প্রাপ্তি ঘটে। অতএব অংশবাচক অষ্টাকপালাদি বাক্য লক্ষণাবলে দ্বাদশকপালরূপ অংশীরই স্তাবক।

কারণং শ্রাদ্ধিতি চেৎ ॥ ২১ ॥ (অঃ)

অক্ষরার্থ। “কারণং শ্রাৎ”—কারণ হইবে অর্থাৎ “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি ফল অষ্টাকপালত্ব প্রভৃতি গুণের কারণ অর্থাৎ প্রয়োজন হইবে ; “ইতি চেৎ”—এই প্রকার যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, “কারণং শ্রাৎ” অর্থাৎ “অষ্টাকপালঃ” প্রভৃতি গুলি নামধেয় অথবা

শুদ্ধ গুণবিধি না হউক, উহার। ‘বৈধানরং দ্বাদশকপালম্’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত যে কর্ম, তাহাতে ‘ব্রহ্মবর্চস’ প্রভৃতি ফলের উদ্দেশ্যে অষ্টাকপালবাদি দ্রব্যরূপ গুণের বিধান করিবে। “গোদোহনেন পশুকামত্” অর্থাৎ পশুরূপ ফলের কামনায় গোদোহনের দ্বারা ‘অপ্. প্রণয়ন’ করিবে” ইত্যাদি স্থলে যেমন গোদোহনক্রিয়াক্রম গুণের বিধান আছে, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। অতএব “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যগুলি “ফলায় গুণবিধি” (গুণফলবিধি)। আর ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি ফলই সেই গুণের কারণ অর্থাৎ প্রয়োজক।

আনর্থক্যাদিকারণং কর্তুর্হি কারণানি গুণার্থো হি
বিধীয়তে ॥ ২২ ॥ (আঃ পঃ)

অস্বক্সার্থ। “আনর্থক্যং”—বাক্যের অনর্থকতা হয় বলিয়া, “অকারণম্”—ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি ফল অষ্টকাদি গুণের ফল নহে, “হি”—যেহেতু, “কর্তুঃ”—কর্তার অর্থাৎ যাগকর্তার, “কারণানি”—কারণ হয় অর্থাৎ ফল যাগকর্তারই কারণ অর্থাৎ প্রয়োজক হয় (যে হেতু সে স্বয়ং ফলভোগ করিবে), “গুণার্থঃ”—গুণের জ্ঞাত্ব অর্থাৎ স্তিতিরূপ প্রয়োজন, “হি”—(এব) অবশ্য, “বিধীয়তে”—তাৎপর্যের বিষয় হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “আনর্থক্যং অকারণং” অষ্টাকপাল প্রভৃতিকে গুণফলবিধি বলিলে আনর্থক্য হয় বলিয়া ব্রহ্মবর্চস, পূত্ব প্রভৃতি অষ্টাকপালবাদির কারণ অর্থাৎ প্রয়োজক হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মবর্চসাদি ফলের জ্ঞাত্ব অষ্টাকপালাদি গুণের বিধান হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, গুণফলবিধি স্থলে গুণসকল যাগ কর্তারই ফলবিশেষের জনক হইয়া থাকে। যেমন “গোদোহনেন পশুকামত্” ইত্যাদি স্থলে গোদোহনক্রিয়াক্রম গুণ বিহিত হইয়া কর্মকর্তারই পশুরূপ ফলের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং ফলবিশেষের উদ্দেশ্যে গুণবিশেষে কর্তার প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ফলই কর্তার কারণ অর্থাৎ গুণবিশেষে প্রয়োজক বা প্রবৃত্তির হেতু। এই জ্ঞাত্ব সূত্রে বলা হইয়াছে “কর্তুর্হি কারণানি।” এ স্থলে অষ্টকপালবাদি গুণের দ্বারা পূত্ব প্রভৃতি যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা বৈধানর ইষ্টির কর্তার সহিত সমবেত

নহে, কিন্তু তাহা জাত কুমারের সহিতই সংবদ্ধ। এই জন্ত ‘গোদোহন’ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাদিগকে ফলবিধি বলা যায় না।

আরও ফলবিধি বলিলে এখানে বাক্যভেদ অপরিহার্য হইয়া উঠে। কারণ, বিভিন্ন ফলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুণের বিধান করিতে হইলে বিধায়ক বাক্যেরও বিভিন্নতা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এ স্থলে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, “বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালম্” ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া “যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নিৰ্বপতি স পূত এব তেজস্বান্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবতি” এই পর্য্যন্ত অংশের মধ্যে একবাক্যতাই রহিয়াছে। কারণ, “বৈশ্বানরম্ দ্বাদশকপালম্” ইত্যাদি বাক্যে যে ইষ্টির বিধান করিবার উপক্রম করা হইয়াছে, “যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নিৰ্বপতি” এই বাক্যে তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে। যে হেতু এ স্থলে “এতাম্ ইষ্টিম্” এই অংশে ‘এতদ্’ শব্দের দ্বারা বৈশ্বানর ইষ্টিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই উপক্রম এবং উপসংহারের মধ্যে পঠিত “অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যগুলি যদি তাহার সহিত একবাক্যতায়ুক্ত না হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব উপক্রম উপসংহারভঙ্গরূপ দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অষ্টাকপালাদি বাক্যকে স্বতন্ত্র বলা যায় না। আর স্বতন্ত্র বলা যায় না বলিয়া ঐগুলিকে অর্থবাদই বলিতে হয়, যেহেতু তাহা না হইলে বিধিবাক্যের সহিত উহাদের অম্বয় হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি ফল অষ্টবাদি গুণের কারণ অর্থাৎ প্রয়োজক নহে, কিন্তু এ স্থলে গুণার্থ অর্থাৎ প্রশংসা প্রয়োজনেই বাক্যের তাৎপর্য। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে—“গুণার্থো হি বিধীয়তে।” অতএব অংশী দ্বাদশষেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। ইতি বৈশ্বানর-ইষ্টি-অধিকরণ।

তৎসিদ্ধিজাতিসারূপ্যপ্রশংসাতুমলিঙ্গসমবায়।

ইতি গুণাশ্রয়াঃ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎসিদ্ধি-জাতি-সারূপ্য-প্রশংসা-তুম-লিঙ্গসমবায়ঃ”—তৎসিদ্ধি, জাতি (জন্ম), সারূপ্য (সাদৃশ্য), প্রশংসা, তুমা (বাহুল্য) এবং লিঙ্গসমবায় অর্থাৎ কোনও অর্থবিশেষজ্ঞাপক শব্দের সন্নিধানে পাঠ বা স্থিতি, “ইতি গুণাশ্রয়াঃ”—এইগুলি গুণের অর্থাৎ গোণী বৃত্তির বা গোণ অর্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিমিত্ত হইয়া থাকে। ‘তৎসিদ্ধি’—তাহার অর্থাৎ

যজ্ঞমানের কার্যের সিদ্ধি অর্থাৎ সাধন করায় “যজ্ঞমানঃ প্রস্তুতঃ” এস্থলে প্রস্তুতকে (কুশল্যুটিকে) যজ্ঞমান বলা হয়, ‘জাতি’—জন্ম অর্থাৎ একই স্থান হইতে জন্ম হওয়ায় “অগ্নিবৈ ব্রাহ্মণঃ” এই স্থলে ব্রাহ্মণকে ‘অগ্নি’ বলা হইয়াছে, ‘সারূপ্যম্’—সারূপ্য অর্থাৎ তেজস্বিত্ব (উজ্জলতা)—রূপ সাদৃশ্য থাকায় “আদিত্যো যূপঃ” এইস্থলে যূপকে আদিত্য বলা হইয়াছে, ‘প্রশংসা’—গুরু এবং অশ্বের ‘প্রশংসা’ করিবার জন্য “অপশবো বা অশ্বে গোহৃষ্যেভ্যঃ” এই বাক্যে গুরু এবং অশ্ব ছাড়া অশ্ব পশুকে অপশু (পশুর মধ্যে গণ্য নহে এইরূপ) বলা হইয়াছে, ‘ভূমা’—ভূমা অর্থাৎ আধিক্য বা বাহুল্য থাকায় “সৃষ্টীরূপদধাতি” এই স্থলে যে সমস্ত মন্ত্র ‘সৃষ্টি’ শব্দযুক্ত নহে, তাহাদিগকেও সৃষ্টিশব্দযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (যেহেতু তথায় বেশীর ভাগ মন্ত্রই ‘সৃষ্টি’ শব্দযুক্ত), ‘লিঙ্গসমবায়ঃ’—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপকের সমবায় অর্থাৎ সান্নিধ্য, অর্থাৎ ‘প্রাণভূত উপদধাতি’ এই স্থলে প্রাণশব্দবিহীন মন্ত্রকেও ‘প্রাণভূত’ (প্রাণশব্দযুক্ত) বলা হইয়াছে, কারণ, এখানে প্রথমেই প্রাণশব্দযুক্ত মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। এই জন্য তাহার সন্নিধানে স্থিত অপরাপর মন্ত্র সকল প্রাণশব্দবিহীন হইলেও ‘প্রাণভূত’ নামে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে বলা হইল যে তৎসিদ্ধি, জাতি, সারূপ্য, প্রশংসা, ভূমা এবং লিঙ্গসমবায় এই ছয়টি কারণে শব্দের গোণার্থ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত কারণ বশতঃ শব্দের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গোণ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ স্থলে তৎসিদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি কারণের এক একটি লইয়াই এক একটি অধিকরণ রচিত হইয়া থাকে। যদিও সূত্রে একসঙ্গেই সবগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি ব্যাখ্যা করিবার সৌকর্য্য হয় বলিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার এবং পূজ্যপাদ বার্তিককার প্রভৃতি মনীষিগণ এক একটি হেতু লইয়াই এক একটি অধিকরণ বর্ণনা করিয়াছেন।

তৎসিদ্ধিঃ ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ‘অষ্টাকপালত্ব’ প্রভৃতি বাক্যে অংশের দ্বারা অংশীর (যাহার অংশ তাহার) প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, তথায় স্তুতি (অর্থবাদ) সম্ভব হইলেও “যজমানঃ প্রস্তরঃ” (তৈঃ সং—২।৬।৫) ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত নিয়মে অর্থবাদ হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে অষ্টাকপাল এবং দ্বাদশকপালের দ্বারা অংশাংশিভাব নাই। আর “বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি বাক্যকে যেমন অর্থবাদ বলা যায়, এ স্থলে সেরূপ বলা চলে না, যেহেতু “বায়ুর্বে” ইত্যাদি স্থলে উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে কোনও উৎকর্ষ অভিহিত হয় নাই। অতএব “যজমানঃ প্রস্তরঃ” ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ নহে। কিন্তু এস্থলে “প্রস্তর” শব্দটি যজমানের নামধেয়; কারণ, “উদ্ভিদা বাগেন” ইত্যাদির দ্বারা এ স্থলেও সামান্যাদিকরণ্য রহিয়াছে। অথবা এস্থলে গুণবিধিও হইতে পারে। তন্মধ্যে পূর্বপ্রাপ্ত যজমানে ‘প্রস্তর’ দ্রব্যরূপ গুণের বিধান হইতে পারে না, যেহেতু অচেতন প্রস্তর (দর্ভমুষ্টি অর্থাৎ এক গোছা কুশ) যজমানের কার্য্য যে জপ প্রভৃতি, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। অতএব বচনান্তরপ্রাপ্ত প্রস্তরকার্য্যে যজমানরূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। কারণ, যজমান প্রস্তরের কার্য্যে সমর্থ। ‘ক্ষব’ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) প্রভৃতির ধারণ করা প্রস্তরের কার্য্য, যেহেতু আন্তৃত প্রস্তরের (কুশগুচ্ছর) উপর ‘ক্ষক্’ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র স্থাপন করা হয়। আর যজমানও হস্তের দ্বারা ‘ক্ষক্’ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র ধারণ করিতে সমর্থ। অতএব “যজমানঃ প্রস্তরঃ” ইহা নানধেয় অথবা গুণবিধি।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন এই যে, ইহাকে নামধেয় বলা যায় না, কারণ, যজমান এবং প্রস্তর এই দুইটি শব্দের অর্থ ই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। গো, মহিষ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যে সমস্ত শব্দের অর্থ নিরূঢ় অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তাহাদিগকে নামধেয় বলা যায় না—ইহা পূর্বে বলিয়া আসা হইয়াছে। আর ইহাকে গুণবিধিও বলা চলে না; কারণ, গুণবিধি বলিতে হইলে প্রস্তর কার্য্যে যজমানরূপ গুণের বিধান করিতে হয়। আর ক্ষক্-ধারণ প্রভৃতি যেমন প্রস্তরের কার্য্য, অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত (আহত) হওয়াও সেইরূপ প্রস্তরের কার্য্য; যে হেতু শাস্ত্রে আছে ‘যজ্ঞবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি’ (কাঃ শ্রীঃ—৩।১।৩১) অর্থাৎ “যজ্ঞবাকের দ্বারা (যজ্ঞবিশেষের দ্বারা) প্রস্তরের (দর্ভমুষ্টির) প্রহার (হোম) করিবে।” সুতরাং প্রস্তরের কার্য্যে

৩র্থ পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

২২৫

যজমান বিহিত হইলে তাহাকেও অগ্নিতে আহুত হইতে হয়। আর তাহা হইলে আসল কৰ্ম্মটির লোপ হইয়া যায়। অতএব ইহাকে গুণবিধি বলা যায় না। অথচ ইহাকে অপ্রমাণও বলা যায় না, যেহেতু ইহা বেদবাক্য। এই কারণে “যজমানঃ প্রস্তরঃ” এই বাক্যটি—কৰ্ম্মমধ্যে বিধেয় যে প্রস্তর (দৰ্ভমুষ্টি), তাহারই প্রশংসা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অর্থবাদ। যজমানের কার্য যে ষাগসম্পাদন করা, প্রস্তরও (দৰ্ভমুষ্টিও) স্ফুৰ্ধারণ প্রভৃতির দ্বারা তাহা সম্পাদন করিতেছে বলিয়া গুণবৃত্তি অনুসারে তাহাকেই (প্রস্তরকেই) যজমান বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। “সিংহঃ দেবদত্তঃ” অর্থাৎ ‘দেবদত্ত (একজনের নাম) সিংহ,’ “অগ্নিঃ মাণবকঃ” অর্থাৎ ‘মাণবক (উপনের বা উপনীত বালক) অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে সিংহগত শৌর্য্য, ক্রৌর্য্য অথবা অগ্নিগত পিঙ্গলতা বা তেজস্বিতারূপ সাদৃশ্য থাকায় যেমন গুণবৃত্তি অনুসারে দেবদত্তকে সিংহ এবং মাণবককে অগ্নি বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ যজমানের ধৰ্ম্ম যে ক্রিয়াসম্পাদন করা তৎসাদৃশ্যে প্রস্তরকে যজমান বলা হইয়াছে।

এ স্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা যায় না; কারণ, শক্য (অভিধান্তিবোধ্য) অর্থাৎ বাচ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থান্তর, বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অথবা রুচি প্রসিদ্ধি বা বুদ্ধপ্রয়োগ বশতঃ বোধিত হয়, তাহার নাম লক্ষণা। যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি”, “যষ্টীঃ প্রবেশয়”, “গজায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদি। এস্থলে যষ্টিশব্দ যষ্টিসম্বন্ধযুক্ত যষ্টিধারী পুরুষকে বুঝাইতেছে, ‘মঞ্চ’ (মাচা) এই শব্দটি মঞ্চস্থিত লোকসকলকে বুঝাইতেছে এবং ‘গজা’ শব্দটি গজার সহিত সম্বন্ধযুক্ত গজাতীয়েকে বুঝাইতেছে। কিন্তু গোণ অর্থের স্থলে লক্ষণাবলে প্রথমতঃ শব্দের ধৰ্ম্মবিশেষ বোধিত হয়; তাহার পর তৎসাদৃশ্য অনুসারে অর্থবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। এই ক্ষম্ত বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“অভিধেয়াবিনাভূতে প্রবৃত্তিলক্ষণেব্যভেদে।

লক্ষ্যমাণগুণৈর্ঘোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গোণত।”

অর্থাৎ অভিধেয় (বাচ্য) অর্থের সহিত নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট যে অর্থান্তর, বাহা হইতে তাহার প্রতীতি হয়, তাহা লক্ষণাবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়; আর যে বৃত্তি লক্ষণা দ্বারা বোধিত ধৰ্ম্মবিশেষের সাদৃশ্য অনুসারে অর্থান্তরের জ্ঞান জন্মায়, তাহার নাম গোণী বৃত্তি। যেমন “সিংহো দেবদত্তঃ”, “অগ্নিমাণবকঃ” ইত্যাদি। এ স্থলে “তৎসিদ্ধি” অর্থাৎ তাহার (মুখ্য অর্থের) সিদ্ধি (সাধকতা শক্তি) অনুসারে

‘প্রস্তুতক’ বজ্রমান বলা হইয়াছে। “বজ্রমানঃ এককপালঃ” ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জাতিঃ ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে আছে—“আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ” (তৈঃ সং ২।৬।৩) অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণ আগ্নেয়—অগ্নিসম্বন্ধযুক্ত’। এ স্থলেও পূর্বের স্থান নামধেয় এবং গুণবিধি সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ইহাও অর্থবাদ। তবে এ স্থলে ‘তৎসিদ্ধি’ অনুসারে গোণ অর্থ হইতে পারে না, কিন্তু ‘জাতি’ (জন্ম) অনুসারে গোণ অর্থ। ঋতিমধ্যে কথিত আছে—“প্রজাপতির কাময়ত প্রজাঃ সৃজেরমিতি। স মুখতন্ত্রিবৃত্তং নিরমীমীত। তমগ্নিদেবতা অবসৃজ্যত। গায়ত্রীছন্দঃ রথস্তুরং সাম ব্রাহ্মণো মনুয্যাণামজঃ পশুনাম্। তস্মাৎ তে মুখ্যাঃ। মুখতো হৃৎসৃজ্যন্তু” ইত্যাদি (তৈঃ সং—২।৬।৩)। অর্থাৎ ‘প্রজাপতি কামনা করিলেন, প্রজা সৃষ্টি করি। তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ (স্তোম—বেদমন্ত্রবিশেষ) নির্মাণ করিলেন, তাহার পর অগ্নিদেবতা (তাহার মুখ হইতে) সৃষ্ট হইলেন। গায়ত্রী ছন্দঃ, রথস্তুর নামক সাম এবং মনুয্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও পশুগণের মধ্যে অজ (মুখ হইতে) সৃষ্ট হইল। এই কারণে তাহারা মুখ্য (তাহাদিগকে ‘মুখ্য’ বলা হয়), যে হেতু তাহারা (ত্রিবৃৎ, অগ্নি, গায়ত্রীছন্দঃ, রথস্তুর নামক সাম, ব্রাহ্মণ এবং অজ ইহারা) মুখ হইতে অর্থাৎ প্রজাপতির মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল।’ এ স্থলে ঋতি অনুসারে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি উভয়ের জাতি অর্থাৎ জন্ম সদৃশ অর্থাৎ একস্থানসম্বৃত। এই কারণে ‘জাতি’ (জন্ম) অনুসারে ব্রাহ্মণকে ‘আগ্নেয়’ বলা হইয়াছে। “ঐন্দ্রো রাজজ্ঞঃ বৈশ্বো বৈশ্বদেবঃ” (তৈঃ সং—২।৬।৩) ইত্যাদি স্থলেও এপ্রকারে ‘জাতি’ অনুসারে ক্ষত্রিয়কে ‘ঐন্দ্র’ এবং বৈশ্বকে ‘বৈশ্বদেব’ বলা হইয়াছে। *

* বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিলভটপাদ বলেন, এ স্থলে “আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ” এই উদাহরণ অপেক্ষা “অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ” (তৈঃ সং—৫।২।৮) এই উদাহরণটিই অধিক সম্ভব। কারণ, ‘আগ্নেয়’ এই শব্দটি তদ্ভিত্যন্ত বনিয়া প্রকারান্তরে উহার উপপাদন হইতে পারে। কিন্তু “অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণকে যে অগ্নি বলা হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র জাতি (জন্ম) স্থানগত সাদৃশ্যই গোণী বৃত্তির মূল। আর “প্রজাপতির কাময়ত” ইত্যাদি ঋতিই সেই জাতির (জন্মের) জ্ঞাপক।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২২৭

সারূপ্যম্ ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে—“বজ্রমানো যুগঃ, আদিত্যো যুগঃ” (তৈঃ ব্রাঃ—২।১।৫) অর্থাৎ ‘যুগই বজ্রমান, যুগই আদিত্য’ ইত্যাদি। এ স্থলে ‘তৎসিদ্ধি’ অথবা ‘জ্ঞাতি’ অনুসারে গোণ অর্থ হয় না বটে, কিন্তু ‘সারূপ্য’ অর্থাৎ ‘চক্ষুর দ্বারা গ্রহণীয় সাদৃশ্য’ আছে। বজ্রমানের যে উচ্ছ্রতা আছে কিংবা আদিত্যের যে তেজস্বিতা আছে, যুগেরও (যজ্ঞীয় পশুবন্ধনকার্ত্তবিশেষের) সেইপ্রকার উচ্ছ্রতা এবং তেজস্বিতা অর্থাৎ স্মৃতাди সংযোগে উজ্জলতা আছে। ইহা চক্ষুর দ্বারাই দেখা যায়। এই কারণে এই প্রকার ‘চক্ষুর্গ্রাহ্য সাদৃশ্য’ অনুসারে যুগকেই ‘যজমান’ এবং ‘আদিত্য’ বলা হইয়াছে। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্বোক্ত জয়স্থানগত সাদৃশ্য অদৃশ্য—উহা শাস্ত্রৈকসমধিগম্য। কিন্তু এখানে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইতেছে, তাহা চক্ষুর্গ্রাহ্য। এই কারণে এই প্রকার ভেদ থাকায় পৃথকভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে।

প্রশংসা।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে—“অপশবো বা অশ্বে গোহিষৈভ্যঃ পশবো গো অশ্বাঃ” (তৈঃ সং—৫।২।৯) অর্থাৎ “গরু এবং অশ্ব ছাড়া (অশ্ব, মেঘ প্রভৃতি) অশ্ব পশুগুলি অপশ্ব অর্থাৎ পশু নহে। এ স্থলে অপশ্ব শব্দের পশু পদটি লক্ষণার দ্বারা পশুগত প্রশস্ত্যের বোধক। আর নঞের দ্বারা সেই প্রশস্ত্যের অভাবরূপ ‘গুণ’ বুঝাইতেছে। এই কারণে ইহাও গুণবাদ। গো এবং অশ্বের ‘প্রশংসা’ করাই এই গুণবাদের হেতু। এইরূপ “অবজ্ঞো বা এব বোহিসামা” অর্থাৎ “যে বজ্জে সাম (গেয়মন্ত্র) নাই, তাহা ‘অবজ্ঞ’।” এবং “অসত্রঃ বা এতদ্ বদচ্ছন্দোমম্” অর্থাৎ “যে সত্রে (যজ্ঞবিশেষে) ‘ছন্দোম’ অর্থাৎ স্তোম (বিশিষ্ট-সংখ্যক গেয় ঋকমন্ত্রবিশেষ) নাই, তাহা ‘অসত্র’।”—ইত্যাদি স্থলে ‘সাম’ এবং ‘ছন্দোম’ প্রভৃতির প্রশংসা করিবার জন্য তত্রহিত বজ্জকে ‘অবজ্ঞ’ এবং ‘অসত্র’ বলা হইয়াছে। যেমন, সাধারণ লোকব্যবহারেও এইরূপ কথিত হয়—‘যে ভোজনে সূত নাই, তাহা ভোজনই নয়’, ‘যে বস্ত্র মলিন, তাহা বস্ত্রই নয়’। এতাদৃশ স্থলে সূতযুক্ত ভোজন এবং পরিষ্কৃত বস্ত্রের প্রশংসা করিবার জন্যই সূতশূন্য ভোজনকে অভোজন এবং মলিন বস্ত্রকে অবস্ত্র বলা হইয়াছে। এ স্থলেও অর্থবাদে লক্ষণামূলক গুণবৃত্তি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভূমা ।

ভাষ্যভাবার্থ। ‘অগ্নিচয়ন’ প্রকরণে ইষ্টকা-উপধানবিধি স্থলে ঋতি উপদেশ দিতেছেন—“সৃষ্টীকপদধাতি” (তৈঃ সং—৫।৩।৪) । এস্থলে “একয়া স্ববতে” (তৈঃ সং—৪।৩।১০) ইত্যাদি সতরটি মস্ত্রে সতরটি ইষ্টকার উপধান (স্থাপন) করিবার বিধি আছে । উহাদিগকে ‘সৃষ্টি’ বলা হয়, কারণ, উহাদের মধ্যে সৃষ্টি শব্দের মূলীভূত ‘সৃজ্’ ধাতুর প্রয়োগ আছে । এ স্থলে “সৃষ্টীকপদধাতি” ইত্যাদি বাক্য গুণবিধি কি অর্থবাদ, এই প্রকার সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, উহা গুণবিধি ! ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—উহা গুণবিধি হইতে পারে না, কিন্তু অর্থবাদই হইবে ; কারণ, উহারা ‘চয়ন’ প্রকরণে পঠিত বলিয়া চয়নের সহিত উহাদের সম্বন্ধ পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত আছে । আর যাহা পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত আছে, তাহার বিধি হইতে পারে না । কিন্তু সেই পূর্বপ্রাপ্ত ‘সৃষ্টি’ মস্ত্রের অনুবাদ করিয়া ‘ইষ্টকাউপধানের’ই বিধান করা হইয়াছে । আর এ স্থলে ‘সৃষ্টি’ শব্দটি গোণী বৃত্তি অনুসারে সেই প্রকরণ-পঠিত সৃজ্ ধাতুযুক্ত এবং সৃজ্ ধাতুবিহীন সকল মস্ত্রেরই প্রকাশক । সেই প্রকরণে যে সমস্ত মস্ত্র পঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ মস্ত্রই সৃজি ধাতুযুক্ত বলিয়া সবগুলিকেই ‘সৃষ্টি’ বলা হইয়াছে । সুতরাং ‘ভূমা’ অর্থাৎ আধিক্য বা বাহুল্যই সে স্থলে গোণী বৃত্তির নিমিত্ত ।

লিঙ্গসমবায়ঃ ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“প্রাণভূত উপদধাতি” (তৈঃ সং—৫।২।১০) অর্থাৎ “প্রাণভূত (‘প্রাণ’ শব্দযুক্ত) মস্ত্রের দ্বারা ‘ইষ্টকা উপধান’ করিবে” । এ স্থলে পূর্বের জ্ঞায় ভূমা (বাহুল্য) না থাকিলেও ‘লিঙ্গ-সমবায়’ আছে বলিয়া সেই প্রকরণে যে সমস্ত মস্ত্র পঠিত হইয়াছে, প্রথম প্রস্তারে পঞ্চাশটি, দ্বিতীয় প্রস্তারে পাঁচটি এবং তৃতীয় প্রস্তারে যে দশটি মস্ত্র আছে, তন্মধ্যে বাক্রমে তিনটি একটি এবং একটি মস্ত্রে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ থাকার অধিকাংশ মস্ত্রেই ‘প্রাণ’ শব্দের প্রয়োগ নাই । অতএব সেইগুলিকেও ‘প্রাণভূত’ বলা হইয়াছে । সে স্থলে প্রথমটি ‘প্রাণ’ শব্দযুক্ত বলিয়া তদনুসারে সকলকেই ‘ছত্রিষ্ঠারে’ প্রাণভূত বলা হইয়াছে । সুতরাং সে স্থলে প্রাণ শব্দটি লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক । অতএব এতাদৃশ স্থলে লিঙ্গের সমবায় অর্থাৎ সমবধানই গোণী বৃত্তির হেতু । এই প্রকারে

তৎসিদ্ধি, জাতি, সাক্ষ্য, প্রশংসা, ভূমা এবং লিঙ্গসমবায়—এই ছয়টিকে গোণী
বৃত্তির কারণ বলা হইল। পূর্বে দ্বিতীয় পাদে “রূপাৎ প্রাশ্নাৎ” (১১২।১১),
“দূরভূত্বাৎ” (১১২।১২) ইত্যাদি সূত্রে এই অধিকরণের বীজ উপস্থাপিত হইয়া-
ছিল। এক্ষণে এ স্থলে তাহাকে অঙ্কুরিত এবং সফল করা হইল। ইতি
তৎসিদ্ধিপেটিকা ।

সন্ধিগ্ধেবু বাক্যশেষাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যম্ । “সন্ধিগ্ধেবু”—সন্ধিগ্ধ স্থলসমূহে অর্থাৎ যে সমস্ত স্থলে
বিধির অর্থ সন্দেহযুক্ত হইবে তথায়, “বাক্যশেষাৎ”—বাক্যশেষ হইতে
অর্থাৎ অর্থবাদ হইতে অর্থের নিরূপণ হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ । অর্থবাদ-নিরূপণ প্রসঙ্গে অর্থবাদ সকলের অন্ত
প্রকার উপযোগিতা দেখাইতেছেন । ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “অজ্ঞাঃ শর্কর
উপদধাতি” (তৈঃ ব্রা—৩।১২।৫) অর্থাৎ ‘অজ্ঞা (অভ্যঞ্জনকৃত অর্থাৎ স্নেহজ্জব্য-
সিক্ত) শর্করা (কঙ্করজাতীয় মৃত্তিকা) উপধান (স্থাপন) করিবে’ । ইহার
পরেই অর্থবাদে বলা হইয়াছে “তেজো বৈ যতম্” (তৈঃ ব্রা—৩।১২।৫) অর্থাৎ
“যতই তেজঃ” । এ স্থলে সন্দেহ এই যে, “অজ্ঞাঃ শর্করাঃ” ইত্যাদি বিধিবাক্যে
শর্করার (কঙ্করজাতীয় মৃত্তিকার) যে অভ্যঞ্জন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা
কি যত, তৈল, বসা প্রভৃতি যে কোনও স্নেহজ্জব্যের দ্বারা করিতে হইবে অথবা
কোনও বিশেষ স্নেহজ্জব্যের দ্বারা অর্থাৎ অর্থবাদবোধিত যতের দ্বারা করিতে হইবে ?
পূর্বপক্ষবাদী ইহাতে বলেন যে, যত, তৈল, বসা প্রভৃতি যে কোনও স্নেহজ্জব্যই
এ স্থলে গ্রহণীয় । কারণ, বিধিবাক্যে কেবল অভ্যঞ্জননের কথাই বলা হইয়াছে,
তথায় কোনও বিশেষ স্নেহজ্জব্যের উল্লেখ নাই । আর অর্থবাদ অপেক্ষা বিধিরই
প্রাবল্য স্বীকৃত হয় বলিয়া উক্ত কর্ত্তে অর্থবাদবোধিত যতের গ্রহণ করা যায় না,
যেহেতু তাহা হইলে অর্থবাদের দ্বারা বোধিত বিষয় বাধিত হইয়া পড়ে । কিন্তু
ইহা ভ্রান্ত্য নহে । কারণ, বিধি মুখ্যার্থক, অসম্ভাববিরোধী এবং অজ্ঞাতজ্ঞাপক
বলিয়া প্রবল । আর অর্থবাদ বিধির স্তাবক বলিয়া মুখ্য নহে, কিন্তু গোণ, আর
তাহা পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা বোধিত হওয়ার অসম্ভাববিরোধী নহে, কিন্তু সম্ভাব-
বিরোধী (কারণ, বাহা পূর্ব হইতে থাকে, তাহার স্থিতিকালে অন্ত কাহারও

উপস্থিতি না থাকায় তাহার বিরোধীর উদ্ভব হয় নাই ; কিন্তু বাহা পরে আসে, পূর্বকাল হইতে উপস্থিত বিষয়টি তাহার বিরোধী হইয়া বর্তমান থাকে বলিয়া তাহা সঞ্জাতবিরোধী। এ স্থলে বিধিবাক্য প্রথম শ্রুত বলিয়া অসঞ্জাতবিরোধী, আর অর্থবাদ পশ্চাৎপাঠিত বলিয়া সঞ্জাতবিরোধী)। আর অর্থবাদ বিধিবোধিত বিষয়েরই স্তাবক বলিয়া তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক নহে, কিন্তু প্রাপ্ত অর্থেরই বোধক। এই কারণে অর্থবাদ বিধি অপেক্ষা দুর্বল। আর দুর্বলের দ্বারা প্রবলের বাধ হইতে পারে না। এই কারণে অর্থবাদবোধিত ঘৃতের দ্বারা বিধিবোধিত স্নেহ-দ্রব্যসামান্যের বাধ স্বীকার করা উচিত নহে। সুতরাং ঘৃত, তৈল, বসা প্রভৃতি যে কোনও স্নেহদ্রব্যের দ্বারা শর্করার অভ্যঞ্জন করা যাইতে পারে, ঘৃতের দ্বারাই যে করিতে হইবে, এরূপ নহে। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সন্দিক্কেবু বাক্যশেষাৎ—সামান্য ক্রিয়ার যোগ্য নহে বলিয়া অভ্যঞ্জনবিধিবলে কোনও একটি বিশেষ স্নেহদ্রব্যেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঘৃত, তৈল, বাসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্নেহদ্রব্যের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, তাহার নিশ্চয় করিবার কোনও হেতু না থাকায় বিধিটি সন্দিক্ধ হইয়া থাকে। আর সন্দেহ থাকিলে বিধির বিধায়কত্ব হইতে পারে না, কারণ, তাহা সংশয়ান্বিত অপ্রামাণ্যযুক্ত হইতেছে। অথচ বেদবিধিকে অপ্রমাণ বলা যাইতে পারে না। আবার দ্বিতীয় পাদের প্রথম অধিকরণ অনুসারে জানা যায় যে, বিধি এবং অর্থবাদ পরস্পর সাপেক্ষ। এই কারণে এ স্থলে অর্থবাদের দ্বারা বিধির প্রামাণ্য রক্ষিত হইতে পারে কি না, তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। তদনুসারে দেখা যায় যে, অর্থবাদমধ্যে ‘ঘৃতকে তেজঃ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তাহাতে, “বাহার প্রশংসা করা যায়, তাহাই বিধেয় হয়” এই নিয়ম অনুসারে এ স্থলে ঘৃতের বিধান বিধিবাক্যের তাৎপর্য, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ঘৃতের দ্বারাই অভ্যঞ্জন কর্তব্য।

আর অর্থবাদবোধিত ঘৃতের দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলে বিধির বাধ হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, বিরোধ থাকিলে তবেই বাধ হইয়া থাকে ; কিন্তু এ স্থলে বিধ্যর্থের সহিত অর্থবাদের কোনও বিরোধ নাই, যে হেতু কেবলমাত্র অভ্যঞ্জনই বিধির বিষয়। আর তদর্থে ঘৃত গ্রহণ করিলেও বিধিবোধিত অভ্যঞ্জন সূচু সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কারণে এ স্থলে অর্থবাদই বিধ্যর্থবিষয়ক সন্দেহের নিবারক।

এ স্থলে ভাট্টদীপিকার ভাট্টচিন্তামণি নামক টীকায় বলা হইয়াছে যে,

পরসূত্রের “একদেশত্বাৎ” এই অংশটির এস্থলে অপকর্ষ করিয়া সূত্রের অর্থ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে সূত্রটির অর্থ হইবে—সন্দিগ্ধ বিষয়বর্ষের স্থলে বাক্যশেষ (অর্থবাদ) হইতে অর্থের নির্ণয় করিতে হইবে, যে হেতু তাহা (অর্থবাদ) বিধি-বাক্যেরই একদেশ (অংশ) হইতেছে। ইতি অজ্ঞাতিকরণ।

অর্থাদ্বা কল্পনৈকদেশত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “অর্থ্যাৎ বা”—(অর্থ্যাৎ এব) অর্থ হইতেই অর্থ্যাৎ বস্তুবিশেষের কার্য্যকারিতা সামর্থ্য হইতেই, “কল্পনা”—বিধির ব্যবহৃত-বিষয়ত্ব কল্পনা (করিতে হয়), “একদেশত্বাৎ”—যে হেতু তাহা অর্থ্যাৎ সামর্থ্যকল্পিত শব্দও একদেশ অর্থ্যাৎ বিধিরই অংশ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—“ক্ষবেণাবত্ৰতি”, “স্বধিতিনা-বত্ৰতি”, “হস্তেনাবত্ৰতি” ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ ক্ষবের (বাহার দ্বারা হোম করা হয় তাদৃশ দ্রব্যবিশেষ) দ্বারা, স্বধিতির (অঙ্গবিশেষ) দ্বারা, হস্তের দ্বারা অবদান (খণ্ড) করিবে ইত্যাদি। কোন্ দ্রব্য ‘ক্ষবের’ দ্বারা, কোন্ বস্তু ‘স্বধিতি’র দ্বারা এবং কোন্ পদার্থই বা হস্তের দ্বারা খণ্ড করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থাপক কোনও বিশেষ শাস্ত্র না থাকায় যে কোনটির দ্বারাই হোমীয় দ্রব্য খণ্ড করা হইতে পারে—এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থ্যাৎ বা কল্পনা”—যে বস্তু খণ্ড করিতে বাহার সামর্থ্য আছে অর্থ্যাৎ যে বস্তু বাহার দ্বারা খণ্ড করিবার সুবিধা, তাহার দ্বারাই তাহার অবদান (খণ্ড) করা উচিত। এই কারণে ক্ষবের দ্বারাই আজ্য প্রভৃতি দ্রব্য দ্রব্যের অবদান কর্তব্য, মাংস প্রভৃতি ছেদনীয় দ্রব্য স্বধিতি প্রভৃতির দ্বারাই ছেদন করা উচিত এবং পুরোডাশ প্রভৃতি সংহত দ্রব্য হস্তের দ্বারাই টুকরা করা সম্ভব। যেমন অঞ্জলি শব্দের অর্থ অবকাশ-বিহীন ভাবে হস্তদ্বয়ের সংযোগ হইলেও “অঞ্জলিনা শক্ত্যুন্মুহোতি” অর্থ্যাৎ “অঞ্জলি করিয়া শক্ত্যু-হোম করিবে” এস্থলে হস্তদ্বয়ের নিরবকাশ সংযোগ বিবক্ষিত নহে; যেহেতু, তাহা হইলে শক্ত্যু গ্রহণ করাই সম্ভব হয় না। এই কারণে এস্থলে সামর্থ্য অর্থ্যাৎ শক্তি অনুসারেই বস্তু গ্রহণীয়। এই জ্ঞান কথিত আছে—“আখ্যা-তানামর্থং ব্রবতাং শক্তিঃ সহকারিণী” অর্থ্যাৎ শক্তিকে সহায় করিয়াই আখ্যাত

সকল স্বার্থ প্রাপ্তিপাদন করিয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ স্থলে বিশেষ শাস্ত্র না থাকিলেও সামর্থ্য বা শক্তিই অর্থবিশেষের ব্যবস্থা বিধান করিয়া থাকে। “একদেশত্বাৎ” যে হেতু শক্তিকল্পিত ‘স্রব’, ‘স্বধিতি’ প্রভৃতি শব্দও বিধিরই একদেশ হইয়া বিধেয় পদার্থের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

এস্থলে পূর্বসূত্রের “সন্ধিক্ষেপু” এই শব্দটির অনুযজ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রটির অর্থ হইবে—যে সমস্ত স্থলে বিধির অর্থ সন্ধিক্ষেপ, তথায় সামর্থ্য অনুসারেই কার্যসাধক বস্তুবাচক পদের কল্পনা করিতে হয়, যেহেতু, তাহাও বিধির একদেশ। ইহা হইতে ইহাও বোধিত হয় যে—সন্দেহবিহীন স্থলে সামর্থ্য অনুসারে কল্পনা করা নিস্ত্রয়োজন। ইতি সামর্থ্যাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়েহধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ।

ভাবার্থাঃ কৰ্মশব্দান্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েতৈষ হর্থো
বিধীয়তে ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অঙ্কনার্থ।—“ভাবার্থাঃ”—ভাবনাপ্রতিপাদক (বাহারা প্রত্যয়রূপ
অংশের দ্বারা ভাবনারূপ অর্থ প্রতিপাদন করে), অথবা, ভাব অর্থাৎ ভাবনা
প্রতিপাদন করা বাহাদের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন, “কৰ্মশব্দাঃ”—কৰ্মপ্রতি-
পাদক শব্দ সকল (বাহারা প্রকৃত্যাংশে কৰ্ম প্রতিপাদন করে, তাদৃশ যে
সকল শব্দ আছে), “তেভ্যঃ”—তাহাদিগ হইতে, “ক্রিয়া”—কার্য অর্থাৎ
‘অপূৰ্ণ’, “প্রতীয়েত”—প্রতীত হয়, (এষ হর্থঃ=এষঃ হি অর্থঃ) “হি”—
যে হেতু, “এষঃ অর্থঃ”—এই অর্থই অর্থাৎ ধাত্বর্থই, “বিধীয়তে”—
বিহিত হয় অর্থাৎ ফলভাবনার করণরূপে বিহিত হইয়া থাকে । যে সমস্ত
শব্দ (পদ) স্বীয় প্রত্যয়াংশের দ্বারা ভাবনা প্রতিপাদন করে এবং
প্রকৃত্যাংশের দ্বারা কৰ্ম প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাদিগ হইতেই
ক্রিয়া অর্থাৎ অপূৰ্ণের প্রতীতি হইয়া থাকে, যে হেতু এই ধাত্বর্থই
বিহিত হইয়া থাকে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূৰ্ণ-অধ্যায়ে ধর্মের প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে ।
আর তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চোদনা, অর্থবাদ, মন্ত্র, নামধেয়, স্মৃতি, আচার,
বাক্যশেষ এবং সামর্থ্য এইগুলি ধর্ম নিরূপণের হেতু অর্থাৎ কারণ ; যেহেতু উহাদের
সাহায্যেই ধর্মের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে । এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই
ধর্মের স্বরূপ এবং তাহার ভেদ প্রতিপাদিত হইবে । আর ‘শব্দান্তর’, ‘অভ্যাস’,
‘সংখ্যা’, ‘নামধেয়’, ‘গুণ’ এবং ‘প্রকরণ’ এই ছয়টি কারণ বশতঃ যে ধর্মের
স্বরূপের ভেদ হয়, তাহা প্রতিপাদন করিয়া ধর্মের স্বরূপ বর্ণিত হইবে ।

পূর্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, একমাত্র শব্দই ধর্ম প্রমাণ। আর সেই শব্দ বাক্যাত্মক। বাক্য আবার কতকগুলি পদের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং সকল পদগুলিই স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম প্রতিপাদন করে কিংবা কোনও একটি বিশেষ পদই ধর্ম প্রতিপাদন করে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, কোন পদটি ‘অপূর্ব’ প্রতিপাদন করিবে, তাহার বিনিগমক কোনও হেতু না থাকায় ‘বিনিগমনা’ বিরহ হেতু সকল পদই অপূর্বের প্রতিপাদক। আরও ‘অপূর্ব’ যখন ফল, আর ফলের সহিত যখন সকল পদেরই অস্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে, তখন সকল পদগুলিই অপূর্বের প্রতিপাদক।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অপূর্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নহে, কিন্তু তাহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা কল্পনীয়, আর কল্পনীয় বস্তুর স্থলে যদি ফলাধিক্য না থাকে, তাহা হইলে লাঘবকল্পনাই অবলম্বনীয়। যদি বিধিবাক্যস্থ প্রত্যেক পদকে অপূর্বের প্রাদিপাদক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অনেক পদে অনেক (একাধিক) অদৃষ্ট (অপূর্ব) কল্পনা করিতে হয়। অথচ অনেক অদৃষ্ট (অপূর্ব) কল্পনা করিয়া কোনও অধিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অতএব অনেক পদকে অদৃষ্টপ্রতিপাদক বলিলে কল্পনা-গাঁরব নামক দোষ হয় বলিয়া একটি পদকেই অপূর্বের প্রতিপাদক অর্থাৎ অপূর্ব নামক ফলের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে অস্থিত (অস্বয়যুক্ত) বলিতে হয়। আর অগ্গাশ্র পদ সকল তাহারই—অপূর্বের সহিত সাক্ষাৎভাবে অস্বয়ী সেই একটি পদেরই শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বা সহায় হইয়া থাকে। আর একটি পদকে অপূর্ব-প্রতিপাদক বলিলে ‘বিনিগমনা-বিরহ’ নামক দোষের প্রসঙ্গ হয়, এইরূপ বাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, এ স্থলে কল্পনালাঘবই বিনিগমক হইতেছে। অতএব বিধিবাক্যের একটি পদই ‘অপূর্ব’ প্রতিপাদক।

যদি বলা হয়, ধর্মবিচার প্রসঙ্গে অপূর্বের বিচার করিবার ফল কি? তাহা হইলে বলিব, বাগাদিরূপ ধর্ম অপূর্ব দ্বারাই ফলের জনক হইয়া থাকে বলিয়া বাগাদিরূপ ধর্মের ফলসাধনতাসিদ্ধির জন্ত অপূর্বও বিচারণীয়। অপূর্ব দ্বারা বাগাদিরূপ ধর্মের ফলসাধনতা সিদ্ধ হইলে ধর্মের স্বরূপভেদ বিচার করা সফল হয়। স্ত্রীমালাকার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য ঞ্জয়মালা প্রভু বলিয়াছেন—“অপূর্ব-শ্রুত্ব ধর্মস্বাৎ” অর্থাৎ “অপূর্বই ধর্ম বলিয়া অপূর্বের বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।” এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পরবর্তী অধিকরণটির সঙ্গতি রাখিবার জন্ত

১ম পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

২৩৫

ভগবান্ ভাষ্যকার এই উৎসৃষ্ট (স্বার্থবহির্ভূত) অধিকরণটি আরচিত করিয়া-
ছেন। ইতি প্রতিপদাধিকরণ।

বিধিবাক্যান্তর্গত একটি পদই অপূর্বপ্রতিপাদক, এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে
এক্ষণে সন্দেহ হয় যে, বিধিবাক্যস্থ দ্রব্যবাচক, গুণবাচক এবং কর্তৃবাচক শব্দ হইতেই
কি অপূর্বের প্রতীতি হইবে অথবা ভাবার্থক (ভাবনা-প্রতিপাদক) শব্দ হইতেই
অপূর্বের বোধ হইবে? যেমন “সোমেন যজ্ঞেত”, “হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি”—এ
স্থলে ‘সোম’ এবং ‘হিরণ্য’ এই দুইটি শব্দ দ্রব্যবাচক। “তন্মাংসং স্তবর্ণং হিরণ্যং
ধার্যম্”—এ স্থলে ‘স্তবর্ণ’ শব্দটি গুণবাচক। “শ্বেনেনাভিচরন্ যজ্ঞেত”, “চিত্রয়া
যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে ‘শ্বেন’, ‘চিত্রা’ প্রভৃতি শব্দ কর্তৃবাচক।

পূর্বপক্ষীর মতে এই সমস্ত দ্রব্যাদিবাচক শব্দ হইতেই অপূর্বের প্রতীতি
হওয়া উচিত। কারণ, অপূর্ব ফল বা সাধ্য। আর সিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই সাধ্য
সাধিত হইতে পারে বলিয়া—সিদ্ধ পদার্থেরই করণতা সম্ভব হয় বলিয়া, দ্রব্যাদি
বাচক শব্দই অপূর্বের প্রতিপাদক। পক্ষান্তরে, ‘যজ্ঞতি’, ‘দদাতি’ প্রভৃতি শব্দ
ক্রিয়াবাচক। আর ক্রিয়া সাধ্য হওয়ার স্বয়ং সিদ্ধ নহে। আর ক্রিয়া সিদ্ধ
নহে বলিয়াই তাহা অপরের সাধন হইতে পারে না; কারণ, বাহার নিজের
(স্বরূপের) সিদ্ধিই পরাধীন, সে কখনও অপরের সাধন হইতে পারে না।
অতএব দ্রব্যাদিই অপূর্বের সাধন হইতে পারে বলিয়া দ্রব্যাদিবাচক শব্দ
হইতেই অপূর্ব প্রতীত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ভাবার্থঃ কর্তৃশব্দান্তেভ্যঃ ক্রিয়া
প্রতীয়েত” যে সমস্ত কর্তৃশব্দ—কর্তৃপ্রতিপাদক শব্দ ভাবার্থ অর্থাৎ ‘ভাবনা’
প্রতিপাদন করে, তাহা হইতেই ক্রিয়া অর্থাৎ অপূর্ব প্রতীত হইয়া থাকে।
‘শ্বেন’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ কর্তৃপ্রতিপাদক বটে, কিন্তু সেগুলি ভাবার্থ
নহে, অর্থাৎ ‘ভাবনা’ প্রতিপাদন করে না। আবার ভবন, ভাব, ভূতি
প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভাবার্থ বটে, কিন্তু সেগুলি কর্তৃ শব্দ নহে। এই কারণে
নৃত্তে “ভাবার্থা কর্তৃশব্দাঃ” এইরূপ বলিয়া ভাবনা বা প্রতিপাদক কর্তৃবাচক শব্দের
নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ‘যজ্ঞতি’, ‘জুহোতি’, ‘দদাতি’ প্রভৃতি শব্দই
‘ভাবার্থ কর্তৃশব্দ’ কারণ, ঐ সমস্ত শব্দগুলি ‘ভাবনা’ ‘কর্তৃ’ উভয়ই
প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যে হেতু ‘যজ্ঞেত’ বলিলে ইহাই বুঝায় যে ‘বাগের
দ্বারা ভাবনা (ফলের উৎপাদন) করিবে’ অর্থাৎ সেইরূপ ভাবে যাগ করিবে,
যাহাতে ফল উৎপন্ন হয়।

‘যজ্ঞেত’ এই পদটির মধ্যে দুইটি অংশ আছে—‘যজ্’ ধাতু এবং ‘ঈত’ প্রত্যয়। ‘ঈত’ প্রত্যয়ের মধ্যে আবার দুইটি অংশ আছে—লিঙ্‌ এবং আখ্যাতত্ব। ‘ঈত’ প্রত্যয়টি ‘লিঙ্’ লকারের বিভক্তি বলিয়া ইহার মধ্যে লিঙ্‌ আছে। আর দশ লকারের সবগুলিই ক্রিয়াবোধক বলিয়া লিঙ্‌ লকারও ক্রিয়াবোধক। ক্রিয়াকেই অপর কথায় ‘আখ্যাত’ বলা হয়। সুতরাং লিঙ্‌ লকারের মধ্যেও দশলকারসাধারণ আখ্যাতত্ব আছে। এ স্থলে ‘ঈত’ প্রত্যয়ের আখ্যাভাংশে ‘ভাবনা’ই অভিহিত হইতেছে। ভাবনা, ব্যাপার, উৎপাদনা এবং ক্রিয়া এইগুলি একার্থক। এই জন্ত কথিত আছে—

“ব্যাপারো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈব চ ক্রিয়া।”

শিভন্ত ‘ভূ’ ধাতুর উত্তর ‘যুচ্’ (অন) প্রত্যয় করিয়া ‘ভাবনা’ এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া উহার অর্থ প্রয়োজকব্যাপার বা হওয়ান। যাগাদি হইতে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়; আর যাগকর্ত্তা যাগক্রিয়া করিয়া স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার করিয়া থাকেন; কারণ, কর্ত্তা যাগের দ্বারা তাদৃশ অনুকূল ব্যাপার না করিলে ফলের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই কারণে ‘যজ্ঞেত’ অর্থ ‘যাগেন ভাবয়েৎ’—যাগের দ্বারা সেইরূপ করিতে হইবে বাহাতে ফল উৎপন্ন হইবে। সুতরাং ‘যজ্ঞেত’ এই স্থলে যে আখ্যাত আছে, তাহার দ্বারা ‘অর্থের’ অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফলের ‘ভাবনা’—ভবনের (উৎপত্তির) অনুকূল প্রয়োজকের (কর্ত্তার) ব্যাপারই অভিহিত হয়। এই কারণে ইহাকে অর্থভাবনা বলা হয়। অতএব আখ্যাতের দ্বারা অর্থী ভাবনা (অর্থভাবনা) অভিহিত হইয়া থাকে। আর লিঙ্‌, লোট্‌ প্রভৃতি বিধিবাচক লকারের দ্বারা ‘শব্দভাবনা’ উক্ত হয়। যেমন—কেহ ‘কর’ বলিলে ক্রিয়াবিশেষে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ ‘যজ্ঞেত’ ইত্যাদি লিঙ্‌ লকার প্রভৃতি শ্রবণেও যাগাদিতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়াবিশেষে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই ‘কর’ ইত্যাদি প্রকার নিয়োগের ফল। তবে লৌকিক স্থলে নিয়োগকর্ত্তা যে বক্তা, তাহার অভিপ্রায় অনুসারেই পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে বলিয়া লৌকিক নিয়োগে শব্দশক্তি নিয়োগের হেতু নহে, কিন্তু বক্তার অভিপ্রায় বা বক্তার ব্যাপারই তাহার কারণ। যে হেতু বক্তার আদেশ শুনিতে নিয়োজ্য ব্যক্তি বুঝিয়া থাকে যে, ‘মৎপ্রবৃত্ত্যানুকূলব্যাপার-বানয়ম্’ অর্থাৎ এই ব্যক্তির মধ্যে আমার কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুকূল-ব্যাপার আছে—অর্থাৎ কার্য্যে বাহাতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে, এই ব্যক্তি সেইরূপ ব্যাপার করিতেছে।

কিন্তু বৈদিক বিধিস্থলে এরূপ বলা যায় না, যে হেতু বেদ আপোক্তব্দের বলিয়া—
বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষ নাই বলিয়া, বেদবিধির স্থলে শব্দেরই একটি শক্তি-
বিশেষ অর্থাৎ ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়। লৌকিক নিয়োগস্থলে ‘কর’
বলিলে যেমন কার্যে প্রবৃত্তি হয়, বৈদিক ‘যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বিধি শুনিলেও পুরুষের
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এ স্থলে শব্দেরই মাহাত্ম্যে পুরুষের প্রবৃত্তি ভয়ে বলিয়া
ইহাকে ‘শাকী ভাবনা’ (শব্দভাবনা) বলা হয়। ইহাও ভাবনা, যে হেতু
ইহাও বাগাদি ক্রিয়ায় পুরুষের প্রবৃত্তির উৎপত্তির অনুকূলতা করিয়া থাকে।
সুতরাং অর্থভাবনা স্থলে যেমন কর্তার ব্যাপারকে ভাবনা বলা হয়, এ স্থলেও
(শব্দভাবনাও) সেইরূপ শব্দের ব্যাপারকে ভাবনা বলা হয়। অর্থভাবনা
স্থলে স্বর্গরূপ ফল উৎপত্তমান আর কর্তা তাহার প্রয়োজক; সুতরাং কর্তার
ব্যাপার বা প্রয়োজকব্যাপারই ভাবনা। শব্দভাবনা স্থলেও সেইরূপ শব্দের ব্যাপার
পুরুষপ্রবৃত্তির উৎপত্তির হেতু বলিয়া শব্দ তাহার প্রয়োজক; সুতরাং শব্দ-
ভাবনাও প্রয়োজকব্যাপার।

শব্দভাবনা এবং অর্থভাবনা উভয়েরই ‘ভাব্য,’ ‘করণ’ এবং ‘ইতিকর্তব্যতা’
এই তিনটি করিয়া অংশ আছে। কারণ, ‘পাচ্য’ অর্থাৎ ‘পাক করিবে’ বলিলে—
যেমন ‘কি পাক করিবে’ ‘কিসের দ্বারা পাক করিবে’ এবং ‘কি প্রকারে পাক
করিবে’—এই তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হয়। আর সেইগুলি বথাক্রমে
—‘অন্ন পাক করিবে,’ ‘অগ্নির দ্বারা পাক করিবে’ এবং ‘অগ্নি প্রজ্বালন, অগ্নির
উপরে স্থালী (পাকপাত্র) স্থাপন, জলপ্রয়োগ, দর্বার দ্বারা ঘটন প্রভৃতি ইতি-
কর্তব্যতার দ্বারা পাক করিবে’—এই তিনটির দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ
‘ভাবয়েৎ’ অর্থাৎ ‘উৎপাদন করিবে’ বলিলে—‘কি’ অর্থাৎ ‘কি উৎপাদন করিবে,’
‘কেন’ অর্থাৎ ‘কিসের দ্বারা উৎপাদন করিবে’ এবং ‘কথম্’ অর্থাৎ ‘কিরূপে
উৎপাদন করিবে’ এই তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হইয়া থাকে;
ইহাদিগকেই বথাক্রমে ‘ভাব্য,’ ‘করণ’ এবং ‘ইতিকর্তব্যতা’ বলা হয়।
তন্মধ্যে সমগ্র অর্থভাবনা শব্দভাবনার ভাব্য অর্থাৎ উৎপাদ্য হয়; যে হেতু শব্দ-
ভাবনার দ্বারা অর্থভাবনা (বাগাদিতে পুরুষের প্রবৃত্তি) উৎপাদিত হইয়া থাকে;
লিঙাদিজ্ঞান তাহার করণ, যে হেতু ‘লিঙ্’ প্রভৃতির জ্ঞান হইতেই পুরুষের
প্রবৃত্তি হয়; আর অর্থবাদজ্ঞাপ্য প্রশস্ততাই তাহার ইতিকর্তব্যতা। এইরূপ
আর্থী ভাবনার স্থলে স্বর্গাদি ফল হয় ভাব্য বা মাধ্য, বাগাদি ক্রিয়া হয় তাহার
করণ, এবং প্রবাজ, অনুমাজ প্রভৃতি অঙ্গকলাপ হয় তাহার ইতিকর্তব্যতা।

সুতরাং অর্থভাবনাবাচক আখ্যাত হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। আর ধাত্বর্থ তাহার করণ হইয়া থাকে। “যজ্ঞেত” এ স্থলে ‘যজ্’ ধাতু এবং ‘ঈত’ প্রত্যয়—এই দুইটি মিলিয়া একটি পদ হইয়াছে বলিয়া ‘ঈত’ প্রত্যয়ের ‘আখ্যাতা’শের দ্বারা যে ‘ভাবনা’ অভিহিত হয়, ধাত্বর্থ (যজ্ ধাতুর অর্থ) যে বাগ, তাহাই তাহার (সেই ভাবনার) প্রত্যাসন্ন। এই কারণে তাহার প্রতিই প্রথমে আকাজ্ঞা হয়। তবে তাহা নিকটস্থ হইলেও যদি প্রয়োজনসাধনের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া অপরের প্রতিই আকাজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু ধাত্বর্থ বাগ স্বর্গাদি ফলের সাধন হইবার যোগ্য বলিয়া আখ্যাতবাচ্য ভাবনা প্রথমপ্রাপ্ত একপদোপান্ত (যজ্ ধাতু এবং ‘ঈত’ প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়া একটি পদ হইয়াছে বলিয়া যজ্ ধাতু আখ্যাতে একপদোপান্ত) বাগকেই স্বীয় ফলের করণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি বলা যায়, ক্রিয়ান্বক হওয়ায় বাগ সাধ্য বলিয়া করণ হইবার অযোগ্য; এই কারণে দ্রব্যাদিকেই করণ বলা উচিত। তাহা হইলে বলিব, দ্রব্যাদিও ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিলে করণ হইতে পারে না বলিয়া ক্রিয়া অবশ্য অপেক্ষিত। আর দ্রব্যাদির দ্বারা বাগক্রিয়ারই উপকার হয় অর্থাৎ বাগক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। সুতরাং দ্রব্যাদি হইতে যে অপূর্ব হইবে, তাহা বলা চলে না। আর বাগ সাধ্যস্বরূপ হইলেও দ্রব্যাদি দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া ফলের সাধন হইতে পারে। আর সমানপদোপান্ত ধাত্বর্থ বাগ যদি ভাবনার কারণ হইতে পারে তাহা হইলে পদান্তরবোধিত দ্রব্যাদির প্রতি ভাবনার কারণাকাজ্ঞা হইতে পারে, না, যে হেতু বাগ অন্তরঙ্গ হইতেছে বলিয়া তাহাই প্রথমতঃ অপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে ধাত্বর্থই অর্থভাবনার করণ। এই জ্ঞান পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

“ধাত্বর্থঃ করণং তন্ত্ৰাং সমানপদবর্ণিতঃ”

আরও “চিত্রয়া যজ্ঞেত,” “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে তৃতীয়া-শ্রুতির দ্বারা প্রকৃত্যর্থ (ধাত্বর্থ) সাগাদিরই করণতা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। অতএব আখ্যাত প্রত্যয়যুক্ত যে ভাবনাবাচক কর্তৃশব্দ, তাহা হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। আর তাহাই বিধির বিষয় হয় অর্থাৎ ফলের সাধনরূপে বেদবিধির দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানই নৃত্যকার বলিয়াছেন—“এষ হ্যর্থো বিধীয়তে।” অপি চ “যজ্ঞেত” ইত্যাদি ভাবার্থ কর্তৃবাচক পদসকল সাকাজ্ঞ; কারণ, ‘যজ্ঞেত’ বলিলে ‘কিং’ ‘কেন’ এবং ‘কথম্’ এই তিন প্রকার আকাজ্ঞা

হইয়া থাকে। আর তাহাতে ‘ভাব্য’ (সাধ্য), ‘করণ’ এবং ‘ইতিকর্তব্যতা’ পূরণ করিবার নিমিত্ত প্রকরণপাঠিত সমস্ত শব্দসন্দর্ভই ভাবনা দ্বারা ফলের (অপূর্বের) সহিত অধিত হইতে পারে। কিন্তু দ্রব্যাদি শব্দ হইতে অপূর্বের প্রতীতি হয় বলিলে প্রকরণপাঠিত সমস্ত শব্দসন্দর্ভের অপূর্বের সহিত অধ্বয় ঘটান হুঁচি হয়; কারণ, দ্রব্য গুণাদি সিদ্ধ স্বরূপ বলিয়া তাহাদের শ্রবণে ‘কিং,’ ‘কেন’ ‘কথম্’ এই তিন প্রকার আকাজ্জার উদয় হয় না। এই কারণে ‘ভাবার্থ কৰ্ম্ম শব্দ’ হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। তাহাও আবার অপূর্বের বাচক নহে, কিন্তু বোধক বা জ্ঞাপক; কারণ, অপূর্ব ‘অর্থাপত্তি’ সিদ্ধ, শব্দবাচ্য নহে। ইহা পরবর্তী অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে।

এই বিচারের প্রয়োজন এই যে—পূর্বপক্ষের মত গ্রহণ করিলে বজ্রীয় দ্রব্যাদির অপচারে (নাশে) প্রতিনিধি দেওয়া যায় না, কিন্তু সিদ্ধান্তীয় মতানুসারে প্রতিনিধি দ্বারাও কার্য্য নির্বাহ হইতে পারিবে।

সর্ব্বেষাং ভাবোহর্থ ইতি চেৎ ॥ ২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্ব্বেষাং”—(বিধিবাক্যহ্) সমস্ত পদের, “ভাবঃ অর্থঃ”—ভাবনাই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন বা প্রতিপাদ্য, “ইতি চেৎ”—এইরূপ যদি বলা হয়। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, সমস্ত পদই ভাবনা প্রতিপাদন করিয়া থাকে (সুতরাং ভাবার্থ কৰ্ম্ম শব্দ হইতেই যে অপূর্বের প্রতীতি হইবে, তাহা নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। ‘ভাবার্থ কৰ্ম্মশব্দ’ হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, ভাবনায়ুক্ত ধাত্বর্থ হইতে যেমন অপূর্ব প্রতীতি হয়, সেইরূপ ‘স্বর্গকামঃ দর্শপূর্ণ-মাসাভ্যাং যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বাক্যে ‘স্বর্গকামঃ,’ ‘দর্শপূর্ণমাসঃ’ প্রভৃতি পদসকল হইতেও অপূর্ব প্রতীতি হইবে; কারণ, ধাত্বর্থের জ্ঞায় ঐ সকল পদগুলিও ভাবনার সহিতই অধিত হইয়া থাকে। আর ভাবনার সহিত অধিত হইলে ধাত্বর্থের জ্ঞায় অন্ত্যস্ত পদগুলিও অপূর্ব প্রতিপাদন করিবে। আর সবগুলিই যখন ভাবনার সহিত অধিত হইয়া অপূর্ব প্রতিপাদন করিতে পারে, তখন ‘বিনিগমনা’র

হেতু না থাকায় 'ভাবার্থ কর্মশব্দ'ই অর্থাৎ ভাবনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ধাতুই যে অপূর্বের প্রতিপাদক, কিন্তু দ্রব্যাদি শব্দ অপূর্বের প্রতিপাদক নহে, এক্রপ বলা সম্ভব হয় না।

যেষামুৎপত্তৌ স্যে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি
তস্মাৎ তেভ্যঃ পরাকাজ্জ্ঞা ভূতত্বাৎ স্যে প্রয়োগে ॥ ৩ ॥

অঙ্গক্কার্থ। “উৎপত্তৌ”—(সোমেন যজ্ঞেত ইত্যাদি) কর্মোৎপত্তি-
বাক্যে, “স্যে প্রয়োগে”—নিজ প্রয়োগের সময় অর্থাৎ সোমেন যজ্ঞেত
ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের (উচ্চারণের) সময়ে, “যেষাং”—যাহাদের অর্থাৎ
যে সমস্ত পদের বাচ্য সোমাদি দ্রব্যের, “রূপোপলব্ধিঃ”—রূপের উপলব্ধি
অর্থাৎ স্বরূপের প্রতীতি হয়, “তানি নামানি”—সেই গুলি নাম (নামপদ)
অর্থাৎ সেইগুলিকে ‘নাম’ বলা হয়, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, অর্থাৎ যে হেতু
দ্রব্য সকল সিদ্ধস্বরূপ (কেন না তদ্ব্যচক শব্দের উচ্চারণ-কালে তাহার
স্বরূপের উপলব্ধি হয়) সেই হেতু, “তেভ্যঃ”—সেই দ্রব্যাদিব্যচক পদসকল
হইতে, “পরাকাজ্জ্ঞা (ন)” —পরের—অন্তের অর্থাৎ প্রধানের (ভাবনার)
আকাজ্জ্ঞা হয় না (এস্থলে ‘ন’ এই পদটির অধ্যাহার অথবা পরবর্তী সূত্র
হইতে অপকর্ষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে), “ভূতত্বাৎ”—যে হেতু সেই-
গুলি ভূত অর্থাৎ সিদ্ধস্বরূপ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তর দিবার জন্ত ‘নাম’
এবং ‘আখ্যাত’ ইহাদের লক্ষণ নির্দেশ-পূর্বক বৈষম্য দেখাইতেছেন। এই
সূত্রটিতে ‘নাম’ পদের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, নামপদসকল
সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া তাহাদের ষোৎপত্তির জন্ত ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। স্মৃতরাস
ক্রিয়া পদের দ্বারা নামপদের কোনও দৃষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে না।
অতএব নামপদ ক্রিয়াপদের সহিত অধিত হইয়া অদৃষ্টই প্রতিপাদন করিবে।
আর তাহা হইলে বস্তুগুলি নামপদ থাকিবে, ততগুলি অদৃষ্টেরই কল্পনা করিতে

হইবে, কারণ, সকলেই যখন তুল্যবল, তখন একটি হইতে অদৃষ্ট জন্মিবে আর অষ্টটি হইতে জন্মিবে না, এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আর এই প্রকারে অনেকগুলি অদৃষ্ট কল্পনার কোনও ফলাধিক্যও নাই। স্বতরাং নামপদও ‘অপূর্ব’ প্রতিপাদন করিয়া থাকে—এইরূপ বলিলে বিনা কারণে অনেক অদৃষ্টকল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অষ্ট প্রকারে যদি এই বহু অদৃষ্টকল্পনা দোষের পরিহার হয় এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই বহু অদৃষ্টকল্পনা পক্ষ স্বীকার করা উচিত নহে। এই জন্ত অত্রত্য তত্ত্ববাস্তবিকমধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“বহুদৃষ্টপ্রসঙ্গাচ্চি ধর্মো নেষ্টঃ পদে পদে”

অর্থাৎ বহু অদৃষ্ট কল্পনা করিবার প্রসঙ্গ হয় বলিয়া বিধিবাক্যস্থ প্রত্যেকটি পদ ‘অপূর্ব’-প্রতিপাদক নহে।

যেথাং তুংপত্তাবর্থে স্বে প্রয়োগো ন বিদ্যতে তান্মাখ্যাতানি
তস্মান্তেভ্যঃ প্রতীয়েতাপ্রিতত্বাৎ প্রয়োগস্ত ॥ ৪ ॥

অঙ্গকল্পার্থ। “যেথাং”—যে সমস্ত পদের, “তুং”—কিন্তু, “উংপত্তো”—উৎপত্তিবিধিমধ্যে অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিমধ্যে যে সমস্ত পদের প্রয়োগে, “স্বে অর্থে”—নিজ অর্থে, “প্রয়োগঃ”—প্রয়োগ অর্থাৎ সত্তা, “ন বিদ্যতে”—নাই, “তানি আখ্যাতানি”—সেইগুলি আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়া, “তস্মাৎ”—সেই হেতু (যে হেতু শব্দপ্রয়োগকালে তাহাদের স্বরূপ অসিদ্ধ সেই হেতু), “তেভ্যঃ”—সেই সমস্ত আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াপদ হইতে, “প্রতীয়েত”—(অপূর্ব) প্রতীত হইবে, “আপ্রিতত্বাৎ প্রয়োগস্ত”—যে হেতু প্রয়োগ অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি আশ্রিত অর্থাৎ পুরুষাশ্রিত। যে সময়ে ক্রিয়াবাচক পদের উচ্চারণ করা হয়, তৎকালে তাহার (ক্রিয়ার) স্বরূপ থাকে না বলিয়া তাহা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া দ্রব্যাদির দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে; এই জন্ত তাহাই (ক্রিয়াবাচক পদই) অপূর্বপ্রতিপাদক।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রিয়াপদই যে অপূর্বের প্রতিপাদক, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত ক্রিয়াপদের লক্ষণ বলিতেছেন “যেবাং তু” ইত্যাদি। যদি ক্রিয়াপদকে অপূর্বের প্রতিপাদক বলা হয়, তাহা হইলে কল্পনালাঘব হয়; কারণ, ক্রিয়া সাধ্য, আর দ্রব্যাদি সেই ক্রিয়ারই সাধন করিয়া থাকে—ইহা কল্পনা নহে, কিন্তু দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ সিদ্ধ)। এই জন্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

“দ্রব্যাত্ম্যপকৃতিদৃষ্টা ধাত্বর্থোৎপাদনাস্থিকা”

অর্থাৎ ধাত্বর্থ যাগাদি ক্রিয়ার উৎপাদন করাই দ্রব্যাদির উপকার; ইহা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব নামপদ হইতে অপূর্বের প্রতীতি স্বীকার করা যায় না। আর তাহা হইলে একমাত্র ‘আখ্যাত’ই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাই অপূর্ব-প্রতিপাদক। আর এরূপ হইলে ‘বিনিগমনাবিরহে’র প্রসঙ্গই থাকে না; যে হেতু বিবাদান্দীভূত একাধিক পক্ষের প্রসঙ্গ হইলে যদি একতর পক্ষপাতিনী (বাহার দ্বারা একটি পক্ষেরই সমর্থন হয় তাদৃশী) যুক্তি না থাকে, তবেই ‘বিনিগমনাবিরহ’ হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে যখন একাধিক পক্ষের প্রসঙ্গই নাই, তখন বিনিগমনাভাবের কথাই উঠিতে পারে না। আর যদিই বা বিবাদান্দীভূত একাধিক পক্ষ থাকে, তথাপি ধাত্বর্থে ‘ভাবনা’র করণ বলিলে বলবত্তর একপদশ্রুতির প্রাধান্ত রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে দ্রব্যাদিকে ‘ভাবনা’র করণ বলিলে বাক্যার্থের বিধায়কতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু বাক্য অপেক্ষা শ্রুতির প্রাবল্য অধিক বলিয়া একপদশ্রুতিলভ্য ধাত্বর্থকেই ‘ভাবনা’র করণ বলিতে হয়। এই জন্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

“ধাত্বর্থঃ করণং তন্তাং সমানপদবর্ণিতঃ”

অর্থাৎ সমানপদবর্ণিত (একপদলব্ধ) ধাত্বর্থই সেই ‘ভাবনা’র করণ হইয়া থাকে। অতএব কল্পনালাঘবরূপ যুক্তি এবং একপদশ্রুতিই এ স্থলে বিনিগমক হইতেছে। ইতি ১ম ভাবার্থাধিকরণ।

চোদনা পুনরারম্ভঃ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনা”—অপূর্ব (বাহা চোদিত অর্থাৎ কল্পিত হয় —এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে চোদনা শব্দের অর্থ অপূর্ব),

“পুনঃ”—যে হেতু, “আরম্ভঃ”—উৎপত্তি অর্থাৎ ফলের উৎপত্তি (শ্রুত হয়) ।
অপূর্ব আছে, যে হেতু কণ্ঠের উৎপত্তি শ্রুত (শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট) হইয়াছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ‘ভাবার্থ কৰ্ম্মশব্দ’ হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে ; কারণ, দ্রব্যগুণাদিবাচক পদকে অপূর্বের প্রতিপাদক বলিলে বহু অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয় । ইহাতে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, অপূর্বনামক কোনও পদার্থই যখন প্রমাণসিদ্ধ নহে, তখন তাহার কল্পনালাঘব বা কল্পনাগৌরব চিন্তা বুঝা ।

এই প্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে সূত্রকার বলিতেছেন “চোদনা পুনরাবম্ভঃ ।” শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—“দর্শপূর্ণমাসাত্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” । এই বিধিবাচ্যে ‘দর্শপূর্ণমাসাত্যাং’ এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি আছে বলিয়া দর্শপূর্ণমাসনামক বাধু যে স্বর্গরূপ ফলের সাধন, তাহা বুঝা যাইতেছে । যে হেতু, করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় ; আর বাহ্য সাধকতম অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রধান সাধন, তাহাই করণ । কিন্তু বাগ ক্রিয়া-বিশেষ ; ক্রিয়া আবার ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অথচ বাগক্রিয়ার ফল যে স্বর্গ, তাহা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয় না, কিন্তু বহুকাল পরেই হইয়া থাকে—বাগকর্ত্তার দেহান্তে স্বর্গলাভ হয় । সুতরাং বাগ হইতে কিরূপে স্বর্গাদি ফল হইতে পারে ? কারণ, সাধন (বাহ্য ফল উৎপাদন করে তাহা) ফলের অব্যবহিত পূর্বেই বর্ত্তমান থাকে । অথচ শ্রুতি-বিজ্ঞাপিত বাগাদির ফলসাধনতা স্বীকার করা যায় না, কারণ, তাহা হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে । এই কারণে ক্ষণিক বাগাদি কৰ্ম্ম হইতে বাহ্যতে ফলের উৎপত্তি উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয়, সেইরূপ কল্পনা করিতে হয় । আর সেই কারণেই ‘অপূর্ব’ নামক একটি পদার্থ স্বীকার করা হয় । আর শ্রুতার্থাপত্তিই ‘অপূর্ব’ নামক পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ । অতএব অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে ‘অপূর্ব’ নামক পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে ।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ‘অপূর্ব’ একটা অপূর্ব পদার্থ নহে । কিন্তু প্রধানকৰ্ম্ম ও অঙ্গকৰ্ম্মের অমুষ্ঠানের পূর্বে যথাক্রমে অমুষ্ঠাতা পুরুষ স্বর্গপ্রাপ্তির অযোগ্য থাকে এবং ক্রতুসকলও স্বর্গরূপ কার্য (ফল) জন্মাইবার অযোগ্য থাকে । প্রধানকৰ্ম্ম এবং অঙ্গকৰ্ম্ম অমুষ্ঠিত হইলে অমুষ্ঠাতাপুরুষগত এবং অমুষ্ঠের কৰ্ম্মগত হই প্রকার অযোগ্যতাই দূরীকৃত হয় এবং তাহাদের যোগ্যতা আপাদিত হইয়া থাকে—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, তাহা না হইলে

বেদবিধিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে—যে হেতু যোগ্যতা না জন্মিলে অযোগ্য পুরুষ এবং অযোগ্য কৰ্ম্ম উভয়ই ব্যর্থ; এই জন্ত সূত্রকার বলিয়াছেন, “চোদনা পুনরারম্ভঃ”। অমুষ্ঠাতৃ পুরুষগত এবং অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মগত এই যে যোগ্যতা, ইহাকেই এই শাস্ত্রে ‘অপূৰ্ব্ব’ নামে অভিহিত করা হয়। এই জন্ত বার্তিককার ক্রীমং কুমারিল ভট্টপাদ অত্রত্য তন্তুবার্তিকমধ্যে বলিয়াছেন—

“কৰ্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্ত কৰ্ম্মণঃ পুরুষস্ত বা ।

যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা বা পরা সা-পূৰ্ব্বমিব্যতে ॥”

অর্থাৎ অঙ্গকৰ্ম্ম সকলের সাকল্যে অমুষ্ঠানের পূৰ্ব্বে প্রধানকৰ্ম্ম ফলদানে অযোগ্য এবং অমুষ্ঠাতা পুরুষও ফললাভের অযোগ্য থাকে। পরে উভয়ের মধ্যে যে যোগ্যতা আহিত হয়, তাহাই অপূৰ্ব্ব। সেই যোগ্যতাটি শাস্ত্রগম্য।

যদি বলা হয়, ‘অপূৰ্ব্ব’ই যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ফলের জনক, তখন যাগের আর ফলসাধনতা থাকে না—যাগকে আর ফলের সাধন বলা যায় না; তাহা হইলে বলিব, অপূৰ্ব্ব যাগাদিরই ব্যাপার-বিশেষ। আর ব্যাপার ব্যাপারীর (বাহার ব্যাপার তাহার অর্থাৎ করণের) ব্যবধায়ক হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে করণত্বের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে; যে হেতু সর্বত্রই করণ ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া থাকে; কারণ, করণেরই ক্রিয়াবিশেষকে ব্যাপার বলা হয়। ইহাতে যদি বলা হয় যে, করণের নাশে তাহার ব্যাপার নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। তাহা হইলে অপূৰ্ব্বকে স্বর্গাদি ফলের সাধন যে যাগাদি, তাহার ব্যাপার না বলিয়া শক্তিবিশেষ বলিব। আর শক্তি অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই কল্পিত হয় বলিয়া অপূৰ্ব্বও অর্থাপত্তিসিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন, অগ্নি নির্কাপিত হইলেও সেই অগ্নির দ্বারা উত্তাপিত যে জল, তাহাতে তাহার দাহিকা শক্তি বহুকণ অম্লবর্ডন করে, সেইরূপ যাগাদি ক্রিয়া বিনষ্ট হইলেও ‘অপূৰ্ব্ব’ নামক যাগ-জ্ঞাতা শক্তি যাগকর্তার আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ফলের অব্যবহিত পূৰ্ব্বক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতএব ‘অপূৰ্ব্ব’ নামক পদার্থ অপ্রামাণিক নহে।

এই অপূৰ্ব্ব আবার ‘অঙ্গাপূৰ্ব্ব’, ‘উৎপত্ত্যপূৰ্ব্ব’ (উৎপত্তি-অপূৰ্ব্ব), ‘সমুদায়াপূৰ্ব্ব’ (সমুদায়-অপূৰ্ব্ব), ‘পরমাপূৰ্ব্ব’ বা ‘ফলাপূৰ্ব্ব’ প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। দর্শপূর্ণমাস নামক বাগটি অমাবস্তায় এবং পূর্ণিমায় অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অমাবস্তায় ষেটুকু অমুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে আবার তিনটি ভাগ (বাগ) আছে এবং পূর্ণিমায় যে অংশটি অমুষ্ঠিত হয়, তাহারও তিনটি ভাগ (বাগ) আছে।

এই যে তিনটি তিনটি ভাগ, ইহাদের প্রত্যেকটি আবার কতকগুলি অঙ্গক্রিয়ার দ্বারা নিপন্ন হয়। ঐগুলির সমস্তই ক্রিয়া বলিয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে প্রত্যেকটি অঙ্গক্রিয়া হইতে এক একটি ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হইয়া অঙ্গক্রিয়াগুলির সংহতি সাধন করিয়া থাকে। অঙ্গক্রিয়া জ্ঞাত এই অপূর্বকে ‘অঙ্গাপূর্ব’ বলা হয়। আবার দর্শের তিনটি এবং পূর্ণমাসের তিনটি ভাগ হইতে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে ‘উৎপত্ত্যপূর্ব’ বলে। ‘দর্শের’ তিনটি ভাগ হইতে যে তিনটি অপূর্ব জন্মে, তাহা হইতে অপর একটি অপূর্ব জন্মিয়া থাকে এবং ‘পূর্ণমাসের’ তিনটি ভাগ হইতে যে তিনটি অপূর্ব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেও অপর একটি অপূর্ব জন্মিয়া থাকে। এই দুইটিকে ‘সমুদায়াপূর্ব’ বলা হয়। এই দুইটি ‘সমুদায়াপূর্ব’ ছাড়া অপর একটি অপূর্ব কল্পনা করা হয়; ইহার নাম ‘পরমাপূর্ব’ বা ‘ফলাপূর্ব’। ইহাই ফলোৎপত্তির পূর্বরূপ পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া ফলের উৎপত্তিক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ‘পরমাপূর্ব’ অর্থাৎ ‘ফলাপূর্ব’ বিনা বাগের ফলজনকতা উপপন্ন হয় না। এই কারণে ‘পরমাপূর্ব’ কল্পনীয়। আবার অবাস্তব অপূর্ব ব্যতীত পরমাপূর্বটি উপপন্ন হয় না বলিয়া তাহাও কল্পনীয়। সুতরাং ‘পরমাপূর্ব’, ‘সমুদায়াপূর্ব’, ‘উৎপত্ত্যপূর্ব’ এবং ‘অঙ্গাপূর্ব’—ইহাদের পূর্বপূর্বটির উপপাদনের জ্ঞাত পরপরটি অবশ্য কল্পনীয়। আর ইহাতে কল্পনা-গৌরব হয় না; যে হেতু ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নহে। এই জ্ঞাত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টগাদ বলিয়াছেন,—

“প্রমাণবস্তুদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহুশ্চ।

অদৃষ্টতভাগোহপি ন কল্প্যে নিশ্চয়মণকঃ।”

প্রমুখবাহ্য ভয়ে এ সম্বন্ধে অধিক বিবরণ উপস্থাপন করা হইল না। ইতি ২য় অপূর্বাধিকরণ।

তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্গক্রমার্থ। “তানি”—সেই আখ্যাতসকল, “গুণপ্রধানভূতানি”—

গুণভূত অর্থাৎ গুণ কর্মের বোধক এবং প্রধানভূত অর্থাৎ মুখ্য (প্রধান) কর্মের বোধক, “দ্বৈধং”—দ্বিধা বা দুইভাগে বিভক্ত। আখ্যাত সকল গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার কর্মের বোধক বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ভাবনাবাটী আখ্যাত হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, আখ্যাতই যখন অপূর্বের প্রতিপাদক, তখন “অগ্নিহোত্র জুহোতি,” “সোমেন যজ্ঞেত” ইত্যাদির দ্বায় “ব্রীহীন্ অবহন্তি,” “তঙুলান্ পিনষ্টি” ইত্যাদি হইতেও অপূর্বের প্রতীতি হইবে, যে হেতু, এস্থলেও “অবহন্তি,” “পিনষ্টি” প্রভৃতি পদ সকলও ‘ভাবার্থ কর্মশব্দ’ই হইতেছে। আর ঐগুলি হইতে যদি অপূর্বের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে ঐগুলি প্রধান কর্মই হইবে; কিন্তু গুণকর্ম বা সংস্কারকর্ম হইবে না। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“তানি দ্বৈধং গুণপ্রধান-ভূতানি”—আখ্যাত হইতেই অপূর্বের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু সেই আখ্যাত সকল গুণকর্ম এবং মুখ্যকর্ম অর্থাৎ প্রধান কর্মের বোধক বলিয়া দ্বিপ্রকার। আর মুখ্য অর্থাৎ প্রধান কর্মের বোধক আখ্যাতই অপূর্বের প্রতিপাদক, কিন্তু গোণ অর্থাৎ গুণকর্মের বোধক আখ্যাত অপূর্বের বোধক নহে। সুতরাং যে সকল আখ্যাত প্রধান, সেইগুলি হইতেই ফলরূপে অপূর্বের প্রতীতি হইবে।

যৈস্ত দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্ত

গুণভূতত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্গকল্পার্থ। “যৈঃ”—যে সমস্ত আখ্যাত-যুক্ত কর্মের দ্বারা, “তু”—কিন্তু, “দ্রব্যং”—দ্রব্য, “ন চিকীর্ষ্যতে”—উৎপাদন বা সংস্কার করিবার জন্য অভিপ্রেত হয় না, “তানি প্রধানানি”—সেই সমস্ত আখ্যাত অর্থাৎ আখ্যাত-যুক্ত কর্ম প্রধান কর্ম, “দ্রব্যস্ত গুণভূতত্বাৎ”—যে হেতু তথায় দ্রব্য গুণভূত অর্থাৎ গোণ হইয়া থাকে। যে স্থলে আখ্যাতযুক্ত কর্মবাচক পদ দ্রব্যের উৎপাদন অথবা সংস্কার করিবার জন্য অল্পাঙ্কিত হয় না, তথায় আখ্যাতটি প্রধান অর্থাৎ আখ্যাতযুক্ত কর্মটি প্রধান কর্ম, যে হেতু দ্রব্যটি সেখানে গুণভূত অর্থাৎ গোণ।

ভাষ্যভাবার্থ। “ব্রীহীন্ অবহন্তি,” “তঙুলান্ পিনষ্টি” ইত্যাদি বাক্যবিহিত কর্মসকল প্রধান কর্ম নহে, কিন্তু গুণকর্ম; কারণ, এ স্থলে দ্রব্যটি

গোণ, যে হেতু উহার দ্বারা অল্প কর্মের পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে। আর ব্রীহি প্রভৃতির দ্বারা যে কর্মের পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহার সমাপ্তিই ঐঙ্গিততম অর্থাৎ সর্কাপেক্ষা অধিক ঐঙ্গিত (অভিপ্রেত) বলিয়া তাহাই প্রধান। সুতরাং ব্রীহি প্রভৃতি অপ্রধান বা গোণ। অতএব “সোমেন যজ্ঞেত”, “অগ্নিহোজং জুহোতি”, “বহির্বিজতি”, “ঈড়ো যজতি”, “পঞ্চ প্রযাজা ইজ্যন্তে” ইত্যাদি বাকাবিহিত কর্মগুলিই প্রধান কর্ম। আর এতাদৃশ স্থলে “যজ্ঞেত” ইত্যাদি আখ্যাত সকলই অপূর্ব-প্রতিপাদক। ফলিতার্থ এই যে, প্রধান কর্ম দৃষ্টার্থ নহে, কিন্তু অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ অপূর্বজনকই হইয়া থাকে।

যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়তে তন্ত্ৰ

দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। “যৈঃ”—যে সমস্ত কর্মের দ্বারা, “তু”—কিন্তু, “দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে”—দ্রব্যের উৎপাদন বা সংস্কার করা অভিপ্রেত হয়, “তত্র”—সে স্থলে, “গুণঃ প্রতীয়তে”—গুণের প্রতীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা গুণকর্ম, “তন্ত্ৰ দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু সেই কর্মটি দ্রব্যপ্রধান (দ্রব্য প্রধান বাহ্য)। আর যে স্থলে আখ্যাতবৃত্ত কর্ম দ্রব্যের উৎপাদন বা সংস্কার করিবার নিমিত্ত অমুষ্ঠিত হয়, তাহা গুণকর্ম, যেহেতু, দ্রব্যই তথায় প্রধান।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রধানকর্মের বিষয় বলিয়া গুণকর্মের বিষয় বলিতেছেন। “ব্রীহীন অবহন্তি”, “তত্বলান পিনষ্টি” ইত্যাদি স্থলে ব্রীহি এবং তত্বলের সংস্কার করিবার জন্তই ‘অবঘাত’ এবং ‘পেষণ’ করা হইয়া থাকে। এইরূপ “যুগ্ম তক্ষতি”, “আহবনীয়মুপদধাতি” ইত্যাদি স্থলে যুগ্ম এবং আহবনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্তই অভিলাষ করা হয়। সুতরাং এ স্থলে দ্রব্যই প্রধান, কর্ম অপ্রধান—সেই দ্রব্যের গুণভূত। অতএব এ স্থলে আখ্যাত অপূর্বপ্রতিপাদক নহে। ফলিতার্থ এই যে, বাহ্য দৃষ্টার্থক—বাহ্য হইতে ফলরূপে অপূর্ব জন্মে না, তাহা গুণকর্মই হইয়া থাকে। এই কারণে “ব্রীহীন অবহন্তি” তত্বলান পিনষ্টি” ইত্যাদি বিধিবিহিত কর্মগুলি গুণকর্ম! কারণ, “ব্রীহির অবঘাত” ‘তত্বলের পেষণ’ প্রভৃতি করিলে স্বতন্ত্র ‘অপূর্ব’ হইবে না, কারণ, ফলের জন্তই অপূর্ব

কল্পনা করা হয়। স্ততরাং অবঘাতাদি হইতে তুষ-বিমোচন প্রভৃতি দৃষ্ট ফল যখন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন আবার অপূর্বকে তাহার ফল বলিয়া কল্পনা করা উচিত নহে। তই জ্ঞাত কথিত আছে—

“লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টপায়িকল্পনা”

অর্থাৎ দৃষ্টফল পাওয়া গেলে অদৃষ্টকে ফলরূপে কল্পনা করা উচিত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া অবঘাত, পেষণ প্রভৃতি কৰ্ম্মগুলি পরিত্যাগও করা যাইবে না; যেহেতু, অবঘাতহীন ব্রীহি বা পেষণরহিত তণ্ডুল যজ্ঞীয় হইবে না। এই জ্ঞাত এ স্থলে ‘নিয়মবিধি’ স্বীকার করা হয়। কারণ, যদি অবঘাত-নিষ্পন্ন ব্রীহির দ্বারা এবং পেষণ-সংস্কৃত তণ্ডুলের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাহা হইলেই তাহার দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে যজ্ঞীয় অপূর্ব জন্মিবে। অতএব অবঘাত বা পেষণ দ্রব্যপরতন্ত্র হওয়ার, ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যে তুষবিমোচনাদি দৃষ্টফল সম্পাদন করে বলিয়া তাহা স্বয়ং স্বতন্ত্র অপূর্বের জনক না হইলেও এস্থলে “অবঘাতেন এষ কুৰ্য্যাৎ” অর্থাৎ ‘অবঘাতের দ্বারাই তুষ-বিমোচন করিবে’ এই প্রকার যে নিয়ম-বিধি স্বীকার করা হয়, তাহার ফলে একটি অবাস্তব অপূর্ব জন্মিবে। ইহাকে ‘নিয়মাপূর্ব’ বলা হয়। এই জ্ঞাত গ্রায়মালামধ্যে পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—
“নিয়মাপূর্বকৃৎ বচঃ” অর্থাৎ বিধিটি অর্থাৎ নিয়মবিধিটি নিয়মাপূর্বকৃৎ।

যদি বলা হয়, একবার বলা হইল অবঘাতাদি হইতে অপূর্ব জন্মে না, আবার বলা হইতেছে নিয়মাপূর্ব হয়, ইহা ত বিরুদ্ধ কথা! তাহা হইলে বলিব, এ স্থলে যে ‘নিয়মাপূর্ব’ জন্মে, তাহা অবঘাতাদি ক্রিয়ার ফল যে তুষবিমোচনাদি, তাহার অল্পনিষ্পাদী অর্থাৎ প্রসঙ্গসিদ্ধ। আর ইহা প্রসঙ্গসিদ্ধ বলিয়া ফলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। আর ফলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বলিয়াই দৃষ্টফলের সহিত ইহার কোনও বিরোধ নাই। যদি বলা হয়, এরূপ অপূর্ব স্বীকার না করিলেও চলে। তাহা হইলে বলিব ‘নিয়মাপূর্ব’ স্বীকার না করিলে অবঘাতাদিতে যে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়, তাহা বার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, অবঘাত করিলে যদি কোনও অতিরিক্ত ‘অতিশয়’ না জন্মে, তাহা হইলে অবঘাতই যে করিতে হইবে, তাহার নিয়ামক কি? এই কারণে বাঁহারা অপূর্বকে অবঘাতের ফল বলেন, তাঁহাদিগকে অবঘাত জ্ঞাত অপূর্ব এবং নিয়মবিধিজ্ঞাত অপূর্বও স্বীকার করিতে হয় বলিয়া দুইটি অপূর্ব কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে দৃষ্ট তুষবিমোচনাদিই অবঘাতের ফল বলিয়া অবঘাত জ্ঞাত অপূর্ব স্বীকৃত হয় না, কেবলমাত্র ‘নিয়মাপূর্ব’ই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর এই নিয়মাপূর্ব ফল নহে বলিয়া কল্পনাগৌরবাঙ্গি দোষেরও

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৪৯

প্রসঙ্গ নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শাস্ত্রাদৌপিকার সোমনাথ-প্রণীত মনুখমালিকা নামক ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। ইতি ৩য় তানির্দেশাধিকরণ (কর্মসকলের গুণপ্রধান ভাববিভাগাধিকরণ)।

ধর্মমাত্রে তু কর্ম সাদানিবৃত্তেঃ প্রযাজবৎ ॥ ৯ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “ধর্মমাত্রে”—যে কর্ম কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থক তথায়, (যে সমস্ত ধর্ম—সম্মার্গ প্রভৃতি সংস্কার দৃষ্টার্থশূন্য তথায়) “তু”—আশঙ্ক্য অর্থে, “কর্ম স্যাৎ”—কর্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম হইবে, “অনিবৃত্তেঃ”—যে হেতু তথায় দৃষ্ট ফল নিবৃত্ত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হয় নাই, “প্রযাজবৎ”—প্রযাজের তায়। ‘প্রযাজ’ প্রভৃতি যেমন দৃষ্ট উপকার নাই বলিয়া প্রধান কর্ম, সেইরূপ ‘সম্মার্গ’ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম দৃষ্ট উপকারশূন্য, সেইগুলিও প্রধান কর্মই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে “বৈশ্ব জব্যং চিকীর্ষ্যতে” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ‘অবঘাত’ প্রভৃতি গুণকর্ম, কারণ, উহা হইতে অপূর্ব হয় না। এক্ষণে তাহারই ব্যতিক্রম দেখাইয়া পূর্বপক্ষ করা হইতেছে। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “ক্ষুঃ সংমাপ্তিঃ,” “পুরোডাশং পর্যায়ীকরোতি” (তৈঃ ব্রাঃ—৩৩।১) অর্থাৎ ‘ক্ষুএর (হোম করিবার পাত্রবিশেষের) সম্মার্গ (কুশের দ্বারা বাড়া) করিবে, পুরোডাশের পর্যায়ীকরণ (অগ্নির দ্বারা সংস্কারবিশেষ) করিবে’ ইত্যাদি বাক্যে যে ‘সম্মার্গ’ প্রভৃতি কর্ম বিহিত হইয়াছে, সেইগুলি প্রধান কর্ম। কারণ, ইহাকে গুণকর্ম বলিলে ত্রীহির অবঘাতের তায় ইহারও কোনও দৃষ্ট ফল থাকিত, যে হেতু বাহার দৃষ্ট ফল না থাকে, বাহা অদৃষ্টার্থক অর্থাৎ বাহা হইতে অপূর্ব জন্মে, তাহা প্রধান কর্ম, ইহা পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে। সূত্রেরা তুর্বাধিমনোচন যেমন অবঘাতের দৃষ্ট ফল, এ স্থলে সম্মার্গ প্রভৃতির সেরূপ কোনও দৃষ্ট ফল নাই। অতএব উহা প্রধান কর্ম। ইতি পূর্বপক্ষ।

তুল্যশ্রুতিত্বাদ্বেতরৈঃ সমধর্মঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তুল্যশ্রুতিত্বাৎ”—যে হেতু তুল্যশ্রুতি অর্থাৎ অবঘাতীয় ত্রীহির সহিত সমান বিভক্তি রহিয়াছে, “বা”—পূর্বপক্ষনিবারক,

“ইতরৈঃ সধর্মঃ”—অপরের অর্থাৎ অবধাত প্রভৃতির সধর্ম অর্থাৎ সমান, “শ্রাৎ”—হইবে। ‘ব্রীহীন্ অবহন্তি’ ইত্যাদি স্থলের শ্রায় ‘ক্ষচঃ সংযাষ্টি’ ইত্যাদিতে সমান বিভক্তি আছে বলিয়া ইহাও তাহারই শ্রায় হইবে অর্থাৎ গুণকর্মই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দে ‘বা’ শব্দটির দ্বারা পূর্বপক্ষের ব্যাবৃতি বুঝাইতেছে। পূর্বপক্ষী বাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব নহে, কিন্তু ইহা (সম্মার্গ) “ইতরৈঃ সধর্মঃ শ্রাৎ”—অপরের সমানধর্মী অর্থাৎ ব্রীহিগত অবধাতের শ্রায়ই গুণভূত হইবে। “ব্রীহীন্ অবহন্তি” এ স্থলে যেমন অবধাত প্রধান নহে, কিন্তু ব্রীহিই প্রধান, সেইরূপ “ক্ষচঃ সংযাষ্টি” এ স্থলেও ‘সম্মার্গ’ প্রধান নহে, কিন্তু ‘ক্ষক্’ই প্রধান। কারণ, “তুল্যশ্রুতিত্বাৎ”—যেহেতু “ব্রীহীন্” ইহাতে যেমন দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, “ক্ষচঃ” এই পদটিতেও সেইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তিই রহিয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্মকারকে হয়। আর কর্তার বাহা ঈপ্সিততম—সর্বাপেক্ষা অধিক ঈপ্সিত (অভিপ্রেত) তাহাই কর্ম হইয়া থাকে। কর্ম ঈপ্সিততম বলিয়াই প্রধান। অতএব এ স্থলে ‘ক্ষক্’ই প্রধান আর সম্মার্গ তাহার গুণ। স্তূতরাং সম্মার্গ গুণকর্ম।

দ্রব্যোপদেশ ইতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “দ্রব্যোপদেশঃ”—(গুণরূপেও কর্মকারকে) দ্রব্যের উপদেশ দৃষ্ট হয়, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বল। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া যদি বলেন যে, কোন কোন স্থলে কর্মকারকে প্রযুক্ত দ্রব্যেরও ত উপদেশ (বিধি) আছে, অথচ তাহা প্রধান নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে বলিয়া ‘ক্ষক্’ই প্রধান। পূর্বপক্ষী ইহার ব্যতিক্রম দেখাইতেছেন। শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “শক্ত্ব্ণ জুহোতি।” এ স্থলে ‘শক্ত্ব্ণ’তে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে বটে, কিন্তু শক্ত্ব্ণ প্রধান নহে, হোমই প্রধান। “ক্ষচঃ সংযাষ্টি” এ স্থলেও সেইরূপ হইবে।

ন তদর্থত্বাল্লোকবৎ তস্ম চ শেষভূতত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, “তদর্থত্বাৎ”—হোমার্থতা আছে বলিয়া, “লোকবৎ”—লৌকিক প্রয়োগের ত্রায়, “তস্ম”—তাহার অর্থাৎ ঋক্ প্রভৃতি দ্রব্যের, “চ”—কিন্তু, “শেষভূতত্বাৎ”—যজ্ঞের শেষভূতত্ব অর্থাৎ অন্তিমরূপতা আছে বলিয়া। এ স্থলে গৌণভাবে দ্রব্যের উপদেশ হইতে পারে না, তবে শক্ত স্থলে লৌকিক প্রয়োগ অনুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইলেও হোমই প্রধান। আর এ স্থলে ঋক্ প্রভৃতি দ্রব্যও ক্রিয়াসম্পাদক বলিয়া শক্ত হইয়া নহে। অথবা, “ন”—না (গুণীভূত অর্থাৎ অপ্রধান বিষয়ে দ্বিতীয়া হয় না), “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু দ্বিতীয়া তদর্থ অর্থাৎ কর্মার্থ অর্থাৎ কর্মেই দ্বিতীয়া হয়, “লোকবৎ”—লৌকিক প্রয়োগের ত্রায়, “তস্ম”—তাহার অর্থাৎ ঋক্ দ্রব্যের, “চ”—আর, “শেষভূতত্বাৎ”—শেষ-ভূততা অর্থাৎ কর্মাক্রান্ততা আছে বলিয়া। অপ্রধান বিষয়ে দ্বিতীয়া হয় না, যে হেতু, কর্মেই দ্বিতীয়া হয় (আর বাহ্য ঈঙ্গিততম—প্রধান, তাহাই কর্ম) এ স্থলে ঋক্ প্রভৃতি দ্রব্য শেষভূত অর্থাৎ কর্মাক্রান্ত বলিয়া—তাহার দ্বারা পরে কর্মের সাক্ষ্যতা সাধিত হইবে বলিয়া তাহাও ঈঙ্গিততম অর্থাৎ প্রধান হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। হোম করিলে শক্ত ভস্ম হইয়া যায় বলিয়া পরে আর তাহার দ্বারা কোনও প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়া হোমকে শক্ত বস্তু বলিলে হোম প্রয়োজন-বিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে এ স্থলে লক্ষণা করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে দ্বিতীয়া স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ এ স্থলেও দ্বিতীয়া প্রাধান্যরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে প্রাধান্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বিরোধ হয় বলিয়া লক্ষণাবলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে দ্বিতীয়া স্বীকার করা হয়। “তত্বান্ ওদনং পচতি” ইত্যাদি স্থলেও তত্বলগত প্রাধান্য বিবক্ষিত বলিয়া তাহাই কর্তার ঈঙ্গিততম; এই জন্ত তাহাতে দ্বিতীয়া হইয়াছে। তাহা না হইলে—

“তত্বলৈঃ ওদনং পচতি” এইরূপ তৃতীয়ান্ত প্রয়োগ হইত। সুতরাং ‘ঘটং কৰোতি’, ‘ব্রীহীন্ অবহন্তি’ ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগ হইতে ইহাই অবধারিত হয় যে, কর্মে দ্বিতীয়া হয়; আর কর্ম ঈশ্বিততম বলিয়া প্রধান। ইহা সূত্রের “তদর্থত্বাৎ লোকব্যং” এই অংশে অভিহিত হইয়াছে। অতএব “ক্ষচঃ সংমাপ্তি” এ স্থলে ক্ষক্ই প্রধান, তাহা শক্তুর জ্ঞায় অপ্রধান নহে; কারণ, ক্ষকের সম্মার্গ (সম্মার্জ্জন) রূপ সংস্কার সাধিত হইলে তাহার প্রয়োজন শেষ হয় না, যে হেতু তাহা পরে হোমীয় হবির ধারণ কর্মে ব্যবহৃত হয়। ইহাই সূত্রের “তন্ত চ শেষভূতত্বাৎ” এই অংশে উক্ত হইয়াছে। আর এ স্থলে ক্ষকের যে সম্মার্জ্জন করা হয়, তাহার কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন না থাকায় অদৃষ্ট সংস্কারই তাহার প্রয়োজন। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, সম্মার্গের (সম্মার্জ্জনের) দ্বারা সংস্কৃত ক্ষক্ই বজ্রীয় অপূর্বের সাধক হয়, যে কোনও ক্ষক্ হয় না। ফলিতার্থ এই যে, গুণকর্ম হইলেই যে অদৃষ্ট (অপূর্ব) হয় না, তাহা নহে, কিন্তু যে স্থলে দৃষ্ট ফল নাই, তথায় গুণকর্মও অপূর্বের জনক হইয়া থাকে।

এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, গুণকর্ম চারি প্রকার—উৎপাত্ত, বিকার্য, সংস্কার্য এবং প্রাপ্য। তন্মধ্যে পূর্ব অধিকরণে উৎপাত্ত এবং বিকার্য কর্ম লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে আর এই অধিকরণে সংস্কার্য এবং প্রাপ্য কর্মের বিষয় আলোচিত হইল। উৎপাত্ত এবং বিকার্য কর্মের দৃষ্ট ফল আছে বলিয়া তাহা হইতে সাধারণতঃ অপূর্ব স্বীকার করা হয় না। এইরূপ সংস্কার্য এবং প্রাপ্য কর্মের যদি দৃষ্ট ফল না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে অপূর্ব স্বীকার করা হয়। অত্যা তাহা বিফল হয় বলিয়া করা বা না করা উভয়ই সমান হইয়া পড়ে।

দুইটি অধিকরণের সারার্থ এই যে, গুণকর্ম এবং প্রধান কর্মভেদে কর্ম দুই প্রকার। ইহাদিগকেই অপর কথায় ‘সন্নিপত্যোপকারক’ এবং ‘আরাহুপকারক’ বলা হয়। প্রধান কর্মের অঙ্গস্বরূপ দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম বিহিত হয়, তাহা গুণকর্ম। ইহা উৎপাত্ত, বিকার্য, সংস্কার্য এবং প্রাপ্য এই চারি প্রকার। ইহা দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ এবং দৃষ্টাদৃষ্টার্থ ভেদেও আবার ত্রিবিধ। যেগুলির প্রয়োজন (ফল) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইগুলি দৃষ্টার্থ গুণকর্ম; যেমন “ব্রীহীন্ অবহন্তি” ইত্যাদি। ব্রীহির অবঘাত করিলে যে তুববিমোচনরূপ ফল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। যেগুলির প্রয়োজন (ফল) দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, সেইগুলি অদৃষ্টার্থক; যেমন “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি”, “ক্ষচঃ সংমাপ্তি” ইত্যাদি। এ স্থলে ব্রীহির প্রোক্ষণ বা ক্ষকের সম্মার্গ (সম্মার্জ্জন) করিবার প্রয়োজন (ফল) প্রত্যক্ষ হয় না।

আর পশু, পুরোডাশ প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্টার্থক; কারণ, ইহার দেবতাস্বরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন আছে; আবার দ্রব্য ত্যাগ করার অদৃষ্টও হয়। এই গুণকর্মকেই 'আশ্রয়ি কর্ম' বা 'সমবায়ি কর্ম' প্রভৃতি সংজ্ঞার অভিহিত করা হয়। যে সমস্ত কর্ম দ্রব্য, দেবতাদির উদ্দেশ্য বিনাই বিহিত হয়, তাহার নাম 'আরাহুপকারক'। অথবা যে সমস্ত কর্ম 'আত্মসমবেত অপূর্বের জনক', তাহার নাম আরাহুপকারক। যেমন 'প্রযাজ' প্রভৃতি। ইহারই অপর নাম অর্থকর্ম বা প্রধান কর্ম।

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, "বৈশ্ব দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে" ইত্যাদি ষষ্ঠ সূত্রের এবং "বৈশ্ব দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে" ইত্যাদি ৭ম সূত্রের আপাতলভ্য অর্থ অনুসারে পূর্বপক্ষ-বাদী এই মনে করিয়া পূর্বপক্ষ করিয়াছেন যে, যাহা দৃষ্টার্থক নহে, কিন্তু অদৃষ্টার্থক অর্থাৎ অপূর্বজনক, তাহাই প্রধান কর্ম। আর যাহা গুণকর্ম, তাহা দৃষ্টার্থকই হয়— তাহা হইতে কৃত্রাপি অপূর্ব জন্মে না। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে স্রকের যে সম্মার্জন বিহিত হইয়াছে, তাহা গুণকর্ম হইতে পারে না, যেহেতু তাহা দৃষ্টার্থক নহে, যেহেতু তাহা হইতে অপূর্ব হইয়া থাকে। অথচ সিদ্ধান্তীর মতে উহা গুণকর্ম। অতএব এ স্থলে গুণকর্মের লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষদৃষ্ট। এইরূপ প্রধান কর্মের লক্ষণটিও অতিব্যাপ্তি দোষদৃষ্ট; কারণ, যাহা অদৃষ্টার্থক, তাহাই প্রধান। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে 'সম্মার্জন' অদৃষ্টার্থক অথচ প্রধান কর্ম নহে, কিন্তু গুণকর্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এস্থলে সূত্রে গুণকর্ম বা প্রধান কর্মের লক্ষণ নির্দেশ করা হয় নাই যে, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু পূর্ব অধিকরণে (অপূর্বাধিকরণে) যে বলা হইয়াছে 'ভাবার্থ কর্মশব্দ' হইতে অপূর্ব প্রতীত হয়, এই 'তানি দৈর্ঘ্যধিকরণে' তাহারই অপবাদ (ব্যতিক্রম) দেখান হইতেছে। কোন কোন স্থলে 'ভাবার্থ কর্মশব্দ' হইতেও অপূর্বের প্রতীতি হয় না। ইহারই জন্ম গুণকর্ম এবং প্রধান কর্মের বিষয় উত্থাপন করা হইয়াছে; কিন্তু এ স্থলে সূত্রে উহাদের লক্ষণ বলা হয় নাই। যে স্থলে দৃষ্ট উপকার আছে, তথায় 'ভাবার্থকর্মশব্দ' হইতে অপূর্ব প্রতীত হইবে না। আর যে স্থলে দৃষ্ট উপকার নাই, তথায় 'ভাবার্থকর্মশব্দ' হইতে অপূর্ব প্রতীত হইবে, ইহাই তানি দৈর্ঘ্যধিকরণে বলা হইয়াছে। যাহা আত্মসমবেত অদৃষ্টের জনক, তাহাই প্রধান কর্ম। আর কর্মের অঙ্গ যে দ্রব্যাদি তাহার উদ্দেশ্য যে কর্ম বিহিত হয়, তাহা গুণকর্ম—ইহাই প্রধান কর্ম এবং গুণকর্মের লক্ষণ। সুতরাং-সম্মার্গ কর্ম্মাজ দ্রব্যের উদ্দেশ্যে বিহিত হওয়ায় গুণকর্মই হইতেছে বলিয়া আর কোনও দোষ হইতে পারে না। ইতি ৪র্থ সম্মার্গাধিকরণ।

স্তুতশস্ত্রয়োস্ত সংস্কারো যাজ্যাবদ্

দেবতাভিধানত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “স্তুতশস্ত্রয়োঃ”—স্তোত্র এবং শস্ত্রে, “তু”—সংশয়ে, “সংস্কারঃ”—(দেবতা স্মরণের দ্বারা দেবতার) সংস্কার অর্থাৎ ইহা গুণকর্ম, “যাজ্যাবৎ”—যাজ্যের স্থায় অর্থাৎ ‘যাজ্য’ মন্ত্রের স্থায়, “দেবতাভিধানত্বাৎ”—যে হেতু, দেবতার অভিধান অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। ‘যাজ্য’ মন্ত্রের দ্বারা যেমন দেবতার স্মরণ হয়, স্তোত্র এবং শস্ত্র—এই উভয় মন্ত্রের দ্বারাও সেইরূপ দেবতার সংস্কার অর্থাৎ স্মৃতির দ্বারা সংস্কার হইবে অর্থাৎ স্তোত্র এবং শস্ত্র—এই দুইটি গুণকর্ম হইবে, যে হেতু, উহাদের দ্বারা দেবতার অভিধান অর্থাৎ প্রকাশ বা স্মরণ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে—“প্রউগং শংসতি।” নিষ্কেবল্যং শংসতি। আত্মৈঃ স্তবতে। পৃষ্ঠৈঃ স্তবতে” “অর্থাৎ ‘প্রউগ’ নামক মন্ত্র, ‘নিষ্কেবল্য’ নামক মন্ত্র শস্ত্র। ‘আত্ম্য’ নামক মন্ত্র এবং ‘পৃষ্ঠ’ নামক মন্ত্র স্তোত্র। ইহাদের পাঠ করিতে হইবে।” স্তোত্র এবং শস্ত্র উভয়ের দ্বারা স্তব করিতে হয়। প্রগীত (গেয়) মন্ত্রসাধ্য যে স্তব, তাহার নাম স্তোত্র; আর অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য যে স্তব, তাহার নাম শস্ত্র। “প্রউগং শংসতি,” “আত্মৈঃ স্তবতে” ইত্যাদি বচনে যে স্তোত্র এবং শস্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই স্তোত্র-শস্ত্র পাঠ গুণকর্ম কি প্রধান কর্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “স্তুতশস্ত্রয়োস্ত সংস্কারো যাজ্যাবৎ দেবতাভিধানত্বাৎ” ‘যাজ্য’ প্রভৃতি নামক মন্ত্রপাঠের দ্বারা যেমন দেবতাস্মৃতি হয়, এ স্থলেও স্তোত্রশস্ত্র পাঠের দ্বারা সেইরূপ দেবতাস্মরণ হইবে। আর স্মরণের দ্বারা দেবতার সংস্কার হইয়া থাকে। অতএব “বৈম্ব জব্যাং চিকীর্ষ্যতে” ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে ইহা গুণকর্ম। ইতি পূর্বপক্ষ।

অর্থেন ত্বপকুষ্যেত দেবতানামচোদনার্থস্ত

গুণভূতত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থেন”—কার্যের (প্রয়োজনের) জন্ত (অনুরোধে),

“তু”—পূর্বপক্ষনিবারক, “অপকর্ষোতে”—অপকর্ষ অর্থাৎ স্বস্থান হইতে প্রচ্যাবিত করিতে হইবে, “দেবতানামচোদনার্থস্ত”—দেবতাস্বরূপ কার্যের, “গুণভূতত্বাৎ”—গুণভূত বলিয়া। স্তোত্র এবং শব্দকে গুণকর্ম বলিলে প্রয়োজনের বা কার্যের অনুরোধে ঐ মন্ত্রগুলিকে উৎকর্ষ করিতে হয় অর্থাৎ স্বীয় স্থান হইতে সরাইয়া লইতে হয়, যে হেতু উহার দেবতা-স্বরূপ কার্যের নিমিত্তই পঠিত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে স্তোত্র এবং শব্দকে গুণকর্ম বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে ঐ মন্ত্রগুলিকে স্বীয় স্থান হইতে সরাইয়া লইতে হয়। কারণ, দেবতাস্বরূপ করাই যখন ঐ মন্ত্রের প্রয়োজন, তখন ঐ মন্ত্রে যে দেবতার প্রকাশ (স্বরূপ) হইবে, সেই দেবতার প্রকরণেই উহার পাঠ হওয়া উচিত। আমরা দেখিতে পাই যে, স্তোত্র এবং শব্দ মন্ত্রগুলি ‘মাহেন্দ্র গ্রহ’ বাগের সন্নিধানে পঠিত হইয়াছে। অতএ, ঐ স্থলে পাঠ্য “অভিহা শূর” ইত্যাদি মন্ত্র-গুলি ঐন্দ্র ‘প্রগাথ’ অর্থাৎ ঐন্দ্রদেবতাস্বকীয় ‘প্রগাথ’ চরণ (ঋকমন্ত্রাংশ) সন্নিবেশ-বিশেষ অনুসারে যে মন্ত্রপাঠবিশেষ, তাহার নাম ‘প্রগাথ’ ইহাকে অপর কথায় ‘প্রগ্রথন’ বলা হয়। সুতরাং স্তোত্র-শব্দ-পাঠকে গুণকর্ম বলিলে মন্ত্রগুলি ‘মাহেন্দ্র’ দেবতার গ্রহবাগ-সমীপে পঠিত থাকিলেও তাহাদের অর্থের অনুরোধে উহাদিগকে স্থানান্তরে সরাইয়া লইয়া বাইতে হয়, কারণ, উহার ঐন্দ্র-দেবতারই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। আর ঐন্দ্রদেবতা এবং মাহেন্দ্রদেবতা এক নহে। অতএব সন্নিবিবাহ হয় বলিয়া উহা গুণকর্ম নহে, কিন্তু অর্থকর্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম।

বশাবদ্ধা গুণার্থে স্তাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “বশাবৎ”—বশার শ্রায়, “বা” আশঙ্কানুচক, “গুণার্থে স্তাৎ”—গুণার্থ অর্থাৎ অস্ত্রের গুণপ্রকাশক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীয় কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, ঐন্দ্রদেবতার স্থানে প্রগাথের অপকর্ষ করিতে হইবে, এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, ঐন্দ্র এবং মাহেন্দ্র বিভিন্ন দেবতা নহে। কিন্তু মহারাজ,

মহাব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দের আয় ইন্দ্র ই মহত্ব গুণযোগে মহেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন ঋতিমধ্যে অন্ত্র—“সা বা এষা সর্কদেবত্যা যদজা বশা। বায়ব্যমালভেত” অর্থাৎ “এই যে বশা (বক্ষ্য) অজা ইহা সমস্ত দেবতারই ভোগ্য। বায়ব্য (বায়ু দেবতার উদ্দেশ্যে) শ্বেতবর্ণ (অজা) বধ করিবে” এই প্রকার বলিয়া, পরে “ছাগন্ত বপায়াঃ” অর্থাৎ “ছাগের বপার (বসার)” ইত্যাদিতে বশা অর্থাৎ বক্ষ্যাদ্ব্যগুণবিশিষ্ট অজা না বলিয়া কেবল নিগুণ ছাগ শব্দের প্রয়োগ করিয়া নিগম (উপসংহার) করা হইয়াছে। এ স্থলেও ‘সেইরূপ ইন্দ্র শব্দকে প্রথমে নিগুণ ভাবে বলিয়া পরে মহত্বগুণবিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, “মহান বা অয়মভূদ্ যো ব্রহ্মববীৎ” এই ঋতিতে বস্না হইয়াছে যে, ইন্দ্র ব্রহ্ম বধ করিয়া মহান অর্থাৎ মহেন্দ্র হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র এক বা অভিন্ন দেবতা বলিয়া এস্থলে গুণকর্ম বলিলেও ‘প্রগাথের’ উৎকর্ষ করিতে হইবে না। ইতি আশঙ্ক।

ন ঋতিসমবায়িত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, ঐরূপ বলিলে প্রগাথের স্থানত্যাগ হইবে না যে তাহা নহে, “ঋতিসমবায়িত্বাৎ”—যে হেতু মন্ত্রটি ঋতির অর্থাৎ ইন্দ্রপদ ঋতির সহিত সমবেত হইয়া আছে অথবা ঋতির সহিত অর্থাৎ দেবতাবাচক তদ্ধিত ঋতির (প্রত্যয়ের) সহিত সমবেত হইয়া রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, “ঋতিসমবায়িত্বাৎ” ঋতিতে আছে ‘ঐন্দ্র প্রগাথ।’ ‘ঐন্দ্র’ এই পদটি ইন্দ্রশব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ‘ইন্দ্র’ শব্দটি যদি ‘মহৎ’ এই পদান্তরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে উহার উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে পারে না। আর যদি উহার উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে ‘মহৎ’ এই পদের সহিত উহার সাপেক্ষতা থাকিতে পারে না এবং সমাসও হইতে পারে না। কারণ, “সমর্থঃ পদবিধিঃ” (পাণিনি—২।১।১) এবং “সাপেক্ষ হ্রসমর্থঃ” এই প্রাচীন (শবর স্বামী) উক্তি অনুসারে সাপেক্ষপদ অসমর্থ বলিয়া উহাদের সমাস হয় না বা তাহাদের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ও হইতে পারে না। সুতরাং ‘ঐন্দ্র’ এই পদটি তদ্ধিতান্ত হওয়ার উদ্ভা. বিভিন্ন দেবতারই প্রকাশক। তবে যে ঋতিতে

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৫৭

ইন্দ্রকেই বৃত্ত বধের জন্ত মহেন্দ্র বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। অতএব ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র এক নহে, কিন্তু ইহার বিভিন্ন দেবতা। আর ইহার বিভিন্ন দেবতা হইলে মহেন্দ্র গ্রহবাগ-সন্নিধানে পঠিত ইন্দ্র-প্রকাশক 'প্রগাথ'টির স্থান ত্যাগ না করাইলে উহাকে গুণকর্তৃ বলা যায় না। সুতরাং পূর্বপক্ষে দোষ সমানই থাকিয়া যায়। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

ব্যপদেশভেদোচ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। “ব্যপদেশভেদাৎ”—যে হেতু ব্যপদেশভেদ আছে অর্থাৎ ঋতিমধ্যে ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ আছে, সেই কারণে, “চ”—ও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র দেবতা যে অভিন্ন নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “ব্যপদেশভেদাৎ চ” ঋতিমধ্যে উহাদের পৃথক্ ভাবে নির্দেশ আছে। “বহু হৃদ্বীন্দ্রায় দেবেভ্যো হবিঃ” এবং “বহু হৃদ্বি মহেন্দ্রায় দেবেভ্যো হবিঃ” এই ঋতি মধ্যে ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে স্বতন্ত্র ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র অভিন্ন হইত, তাহা হইলে এই প্রকারে পৃথক্ ভাবে নির্দেশ করা সঙ্গত হইত না।

গুণশ্চানর্থকঃ স্মৃৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। “গুণঃ”—গুণ, “চ”—ও, “অনর্থকঃ”—অনর্থক অর্থাৎ নিশ্চয়োজন, “স্মৃৎ”—হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র অভিন্ন হয়, তাহা হইলে এ স্থলে ‘মহৎ’ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রের গুণ প্রকাশ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ, কোন বৈশিষ্ট্য বিধান করিবার জন্তই গুণস্থাপন করা হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষীর মতে ইন্দ্রের স্মরণ বা স্বরূপ প্রকাশ করাই বখন স্তোত্রশব্দের প্রয়োজন, তখন ইন্দ্র শব্দের দ্বারাই তাহা নির্বাহ হয়; সুতরাং ‘মহৎ’ শব্দ দেওয়া অনর্থক।

তথা যাজ্ঞ্যাপুরোরুচোঃ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা”—আরও, “যাজ্ঞ্যাপুরোরুচোঃ”—যাজ্ঞ্য এবং

পুরোক্ত অর্থাৎ পুরোক্তবাক্য নামক মন্তব্যে (যে পৃথক্ ভাবে নির্দেশ আছে তাহাও বিফল হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র যে বিভিন্ন দেবতা, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “তথা বাজ্যাপুরোক্তোঃ”। দর্শপূর্ণমাসের হৌত্র কাণ্ডে “ইন্দ্র সানসিং রয়িম্” (তৈঃ সং—৩।৪।১১) এই বাজ্যামন্ত্রে ইন্দ্রের উল্লেখ করা হইয়াছে আর “মহী ইন্দ্রো য ওজসা” (ঋঃ সং—৫।৮।৯) এই পুরোক্তবাক্যামন্ত্রে মহেন্দ্রের পৃথক্ ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র যদি বিভিন্ন না হয়, তাহা হইলে ইহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বশায়ামর্থসমবায়াত্ ॥ ২০ ॥

অমন্ত্রার্থ। “বশায়াম্”—বশাতে, অর্থাৎ পূর্বোদাহৃত বশা (বক্ষ্য) ছাগীতে, “অর্থ সমবায়াত্”—অর্থের অর্থাৎ বাচ্য পদার্থের (বক্ষ্যাত্ত্বের) সমবায় অর্থাৎ সমবেততা বা অভিন্নতা (প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং তাহা এ স্থলের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী পূর্বে যে ‘অজা বশা’র দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন “বশায়ামর্থসমবায়াত্”। শব্দৈকসমধিগম্য বিষয়ে প্রত্যক্ষবিষয়কে দৃষ্টান্ত করিয়া অন্তথা কল্পনা করা উচিত নহে, কিন্তু শব্দের আনুগত্যই কল্পনা করা শ্রাব্য। বশা (বক্ষ্য) অজা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলিয়া অজার (ছাগীর) সহিত বশাত্ত্বের অর্থাৎ বক্ষ্যাত্ত্বের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই কারণে পূর্বে ‘বশা অজা’ বলিয়া পরে কেবলমাত্র ‘ছাগ’ এইরূপ উল্লেখ করিয়া নিগম অর্থাৎ উপসংহার থাকিলেও সেই ছাগী যে বশা হইতে অভিন্ন, তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু দেবতাতত্ত্ব—সেই সেই বাগের সহিত সেই সেই দেবতার সম্বন্ধ শব্দৈকসমধিগম্য—কেবলমাত্র বেদ হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রত্যক্ষাদি অন্ত কোনও প্রমাণের দ্বারা তাহা জানা বাইতে পারে না। সুতরাং সেই বেদমধ্যে স্বরূপ নির্দেশ আছে, তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত,—যে কথ্যে যে ভাবে যে নামে যে দেবতার সম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে, তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত; তাহার কিস্কিন্মাত্র ব্যতিক্রম করিলে আর তাহা বেদবিজ্ঞাপিত হইবে না। আর বেদবিজ্ঞাপিত না হইলে তাহা প্রমাণও হইবে

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৫৯

না ; যে হেতু কোন্ কর্ণে কোন্ দেবতার কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অলৌকিক বলিয়া বেদাতিরিক্ত অল্প কোনও প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারা যায় না। এই অল্প অল্প তত্ত্ববাস্তবিকমধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“অর্থোহপি বাদুশো বজ্র দেবতাত্মেন চোদিতঃ ।

মনাগপি ততোহন্যত্রে দেবতেতি ন গম্যতে ।”

অর্থাৎ “যে স্থলে দেবতার সহিত যেরূপ অর্থ (প্রয়োজন) বেদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার যদি অতি অল্পমাত্রায়ও অন্তথা হয়, তাহা হইলে আর তাহা দেবতা বলিয়া বুঝা যাইবে না”। এই কারণে ‘মহেন্দ্র’ না বলিয়া ‘মহৎ’ শব্দের স্থানে যদি তৎসমার্থক ‘বৃহৎ’ শব্দ দিয়া ‘বৃহদিন্দ্র’ বলা হয়, তাহা হইলে আর তাহা সেইস্থানে—ঋতিমধ্যে যেখানে মহেন্দ্রকে দেবতা বলা হইয়াছে সেইখানে, দেবতা হইবে না। সুতরাং মহেন্দ্রকে যদি ইন্দ্র বলা হয়, তাহা হইলে ‘মহৎ’ শব্দ পরিভাষ্য করায় ন্যূনতা হওয়ার তাহা যে কোনরূপেই দেবতা হইতে পরিবে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? সুতরাং যদিও ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র স্বরূপতঃ একই দেবতা হয়, তথাপি ‘মহেন্দ্র গ্রহবাগে’ মহেন্দ্র শব্দের দ্বারা যদি উল্লেখ করা হয়, তবেই তাহা দেবতা হইবে, ইন্দ্র শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিলে আর তাহা তথায় দেবতা হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ অধিকরণে ৬—১০ সূত্রে এবং দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ত্রয়োদশ অধিকরণে ২৩২৪ সূত্রে আলোচিত হইবে। অতএব ‘বশা’ দৃষ্টান্তে ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে অভিন্ন দেবতা বলিয়া পূর্বপক্ষী স্বসিদ্ধান্তের দোষ পরিহার করিতে পারেন না।

যত্রোতি বার্ষবজ্রাৎ স্ত্রাৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ)

অস্বক্সার্থ। “যত্র ইতি”—যেখানে ইন্দ্র দেবতা আছে সেইখানে, “বা”—আশঙ্কার্থক, “অর্থবজ্রাৎ”—ইন্দ্রস্বরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়া, “স্ত্রাৎ”—হইবে অর্থাৎ উৎকর্ষ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী প্রাকারান্তরে স্বমত স্থাপনের জন্য বলিতেছেন “যত্রোতি বা স্ত্রাৎ”—যেখানে ইন্দ্র দেবতা আছে, সেইখানে ‘প্রগাথের’ উৎকর্ষ হয় হউক। কারণ, “অর্থবজ্রাৎ” অর্থবজ্র অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা হইতেছে

২৬০

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

বলবৎ। মন্ত্ৰের লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্য আছে ইন্দ্রপ্রকাশ করিতে ; সুতরাং ইন্দ্র-প্রকাশ করিয়াই তাহা সার্থক হয়। অতএব যেখানে ইন্দ্র দেবতা আছে, সেইখানে তাহার উৎকর্ষ হয় হউক। যদি বলা হয়, ইহাতে ক্রম এবং সন্নিধির বাধ হয়, তাহা হইলে বলিব, লিঙ্গ (সামর্থ্য) ক্রম এবং সন্নিধি অপেক্ষাও প্রবল (ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অষ্টম অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে)। সুতরাং লিঙ্গের অনুরোধে যদি ক্রম এবং সন্নিধির বাধ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? অতএব স্ততশস্ত্র প্রধান কর্তব্য নহে, কিন্তু গুণকর্তব্য। ইতি আশঙ্কা।

ন ত্বান্নাতেষু ॥ ২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন তু”—না (অর্থবত্তা নাই), “আন্নাতেষু”—আন্নাতে অর্থাৎ বেদোপদিষ্ট অপরাপন্ন মন্ত্ৰে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন অর্থবত্ত্বের অনুরোধে প্রগাথের উৎকর্ষ করা অসম্ভব নহে—তাহা কিন্তু সমীচীন নহে; কারণ, ইন্দ্র-প্রকাশক মন্ত্রগুলির উৎকর্ষ করিলে ইন্দ্রপ্রকাশ করিয়া সেইগুলি সার্থক হয় বটে, “ন তু আন্নাতেষু”—কিন্তু ষমদেবতাসম্বন্ধীয়, শিপিবিষ্ট দেবতা-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত আন্নাতে অর্থাৎ বেদমধ্যে উপদিষ্ট মন্ত্র আছে, সেগুলিরও উৎকর্ষ হইতে পারে না, কারণ, তাহাতে কোনও সার্থকতা নাই। সুতরাং সেগুলিকে ঐ মাহেন্দ্রগ্রহযোগেই পাঠ করিতে হইবে; আর তাহার ফলে ‘অদৃষ্ট’ হইবে, ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই সহিত পঠিত যে ‘প্রগাথ’ তাহারও পাঠে ‘অদৃষ্ট’ জন্মিবে, ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি কেন? প্রক্রমানুরোধে ইহাই স্বীকার করাই উচিত। আর উহা যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রধান কর্তব্য বলা হয়। ইতি আশঙ্কানির্বাস।

দৃশ্যতে ॥ ২৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “দৃশ্যতে”—দেখা যায় অর্থাৎ ষমদেবতাসম্বন্ধীয় এবং অপরাপন্ন ঋক্‌মন্ত্ৰের উৎকর্ষ করিলেও অর্থবত্তা দেখা যায়। ইতি আশঙ্কা।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন “দৃশ্যতে”—যমদেবতা-সম্বন্ধীয়, শিপিবিষ্ট দেবতা-সম্বন্ধীয় বা অপরাপর ঋক্ মন্ত্রেরও উৎকর্ষ করা চলে এবং তাহার সার্থকতাও আছে। কারণ, যে কর্ণে যম প্রভৃতি দেবতা, সে কর্ণে ‘যাম্য’ প্রভৃতি ঋক্মন্ত্র পাঠ করিলে দেবতা স্মরণ করাইয়া তাহা সফল হয়। এইরূপ অপরাপর মন্ত্রেরও সার্থকতা আছে। তবে যে স্থানে দৃষ্টার্থতা নাই, তথায় অগত্যা বেদবচনানুরোধে ‘অদৃষ্ট’ স্বীকার করা হয়। কিন্তু কোনও স্থলে অদৃষ্টার্থতা স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া যে সর্বত্র তাহা করিতে হইবে, এরূপ বলা যুক্তিবিহীন। ইতি আশঙ্কা।

অপি বা ঋতिसंयोगात् प्रकरणे स्तोतिशंसती
क्रियांपन्तिं विदध्याताम् ॥ २४ ॥ (आः निः)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষনিবৃত্তিসূচক, “ঋতिसंयोगात्”—ঋতिसंযোগ অর্থাৎ সপ্তমী, দ্বিতীয়া এবং ষষ্ঠী বিভক্তি-রূপ ঋতির সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “প্রकरणे”—প্রকৃত (আরক্ত) মাহেন্দ্রগ্রহবাগে, “স্তোতিशंसती”—স্ততশব্দ, “क्रियांपन्तिं”—অপূর্ব, “विदध्याताम्”—বিধান করিবে। পূর্বোক্ত স্ততশব্দ প্রকৃত (আরক্ত) মাহেন্দ্রগ্রহ বাগেই অপূর্ব প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ উহার প্রধান কর্মই হইবে, যেহেতু সপ্তমী, দ্বিতীয়া এবং ষষ্ঠী বিভক্তি-রূপ ঋতির সহিত ইহাদের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর সহিত বাদপ্রতিবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন—“স্তোতিशंसती প্রकरणे क्रियांपन्तिं विदध्याताम्”—পূর্বোদাহৃত বচনে যে স্তত এবং শব্দ বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রकरणে অর্থাৎ মাহেন্দ্রগ্রহবাগে অপূর্ব বিধান করিবে অর্থাৎ তাহা প্রধান কর্ম হইবে; “ঋतिसंयोगात्” যে হেতু, তাহা সপ্তমী, দ্বিতীয়া এবং ষষ্ঠী বিভক্তি ঋতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। যে স্থলে দেবতা কেবলমাত্র প্রকাশ্য (স্বরণীয়) হয়, তথায় প্রথমা বিভক্তিই থাকে, যেমন “ইন্দ্রো বাতোহবসিতশ্চ রাজা” (ঋ:

সং ১১২।৩৮) অর্থাৎ ‘ইন্দ্র জঙ্গম এবং স্বাবয়ের রাজা’। এ স্থলে মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র দেবতা প্রকাশ্য (স্বরণীয়) বলিয়া ইন্দ্র শব্দটি প্রথমা বিভক্তিসু্যুক্ত রহিয়াছে। “অগ্নি মৃদ্ধা দিবঃ” ইত্যাদি স্থলেও দেবতা প্রকাশ্য বা (স্বরণীয়) বলিয়া “অগ্নি” ইত্যাদি পদে প্রথমাই হইয়াছে। কিন্তু বিহিত স্তব এবং শাস্ত্রের মধ্যে “ইন্দ্রশ্চ নু বীৰ্য্যাণি প্রবোচম্” এই যে ইন্দ্রপ্রকাশক মন্ত্রটি আছে, তাহাতে ‘ইন্দ্রশ্চ’ এই পদে বগী বিভক্তিই প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা ইন্দ্র দেবতা প্রকাশ্য (স্বরণীয়) নহে। এইরূপ—“কবতীষু স্তবতে শিপিবিষ্টবতীষু স্তবতে” ইত্যাদি বচনে ‘কবতীষু’, ‘শিপিবিষ্টবতীষু’ ইত্যাদি পদে সপ্তমী বিভক্তিই ঋত হইয়াছে। এইরূপ—“প্রউগং শংসতি, নিক্ষেবল্যং শংসতি” এই বচনে ‘প্রউগং’ এবং ‘নিক্ষেবল্যং’ এই পদদ্বয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তিই পঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে যদি ইন্দ্রাদি দেবতা প্রকাশ্য (স্বরণীয়) হইত, তাহা হইলে “কবতীষু” ইত্যাদি পদে করণে তৃতীয়া বিভক্তিই হইত, কারণ, উহাদের দ্বারাই দেবতা প্রকাশনীয়।

আর পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, মন্ত্রের উৎকর্ষ করিলে তাহা সার্থক হয়, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, যদি প্রয়োজন পূর্ব হইতে কণ্ড থাকে, তাহা হইলে উৎকর্ষ করা দোষাবহ নহে। কিন্তু এ স্থলে উৎকর্ষ করিয়া পরে প্রয়োজন কল্পনা করিতে হয়; এই কারণে উৎকর্ষ করা সঙ্গত নহে। আরও, উৎকর্ষ করিলেও মন্ত্রের বিনিয়োগ হইতে পারে না বলিয়াও তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে এবং সকল মন্ত্রগুলিকেই অদৃষ্টার্থক বলিতে হয়। আর ইহাতে ধাতুর মুখ্য অর্থের বিনা কারণে বাধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—“প্রউগং শংসতি” ইত্যাদি বচনে যে স্ততিভাবনা বিহিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধান বলিলে ধাতুর মুখ্য অর্থ রক্ষিত হয় এবং দৃষ্টার্থ লাভও হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে ধাত্বর্থ করণ হয় এবং অপরাপর কারকগুলি ধাত্বর্থেরই (স্ততিরই) নিষ্পাদক হইয়া থাকে। কারণ, স্ততি বলিলে গুণসম্বন্ধ প্রকাশ বুঝায়; তাহাই স্বধাতুর মুখ্য অর্থ। যেমন ‘দেবদত্ত চতুর্বেদাভিজ্ঞ’ এই কথা বলিলে দেবদত্তের গুণসম্বন্ধ প্রকাশ করায় স্ততি বুঝায়। কিন্তু যদি গুণদ্বারা অনুস্বরণীয় দেবতার স্বরূপ প্রকাশ করা এই মন্ত্রের অর্থ হয় তাহা হইলে আর ধাতুর মুখ্য অর্থ থাকে না, যে হেতু তাহাতে স্ততির (গুণসম্বন্ধ প্রকাশের) প্রাধান্য নাই। যেমন ‘যে চতুর্বেদজ্ঞ তাহাকে আন’ এইরূপ বলিলে ব্যক্তিরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া চতুর্বেদজ্ঞতার গুণের প্রাধান্য থাকে না, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ধাতুর মুখ্যার্থ রাখিতে হইলে এস্থলে স্ততিকে প্রধান কর্তব্য বলিতে হয়। তাহাতেই

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৬৩

ধাতুক্রতি অব্যাহিত থাকে। আর স্ততির ফলে ‘অদৃষ্ট’ (অপূর্ব!) হইয়া থাকে। অতএব স্ততশব্দ প্রধান কর্তৃ। তত্ত্ববাস্তবিক অল্পসারে সারাংশমাত্র উক্ত হইল; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ তত্ত্ববাস্তবিকমধ্যে দ্রষ্টব্য।

শব্দপৃথক্ভাচ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। “শব্দপৃথক্ভাচ”—শব্দগত (সংখ্যাগত) পার্থক্য আছে বলিয়া, “চ”—ও।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে প্রধান কর্তৃ অর্থাৎ অপূর্ব উপাদক, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “শব্দপৃথক্ভাচ চ।” শাস্ত্রে আছে “দ্বাদশস্তোত্রশব্দঃ অগ্নিষ্টোমঃ” অর্থাৎ “অগ্নিষ্টোমে দ্বাদশটি স্তোত্র এবং শব্দ (পাঠ্য) আছে।” ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে এই যে, দ্বাদশটি স্তোত্রশব্দ হইতে দ্বাদশটি ‘অপূর্ব’ হইবে। কিন্তু ইহা যদি দেবতাপ্রকাশক হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার (অপূর্বের) সংখ্যা-নিয়ম থাকিতে পারে না, যে হেতু, প্রত্যেক ঋকেই বিভিন্ন (পৃথক্ পৃথক্) স্মরণ হয় বলিয়া ঋকের সংখ্যা অল্পসারেই অপূর্ব হইবে, কিন্তু দ্বাদশটিই হইবে না। অতএব ইহা গুণকর্তৃ নহে, কিন্তু প্রধান কর্তৃ।

অনর্থকং চ তদ্বচনম্ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। “অনর্থকং”—অনর্থক, “চ”—এবং বা আরও, ‘তদ্বচনম্’ তাহার অর্থাৎ স্তোত্র শব্দের উপদেশ। আর ইহাতে স্তোত্রশব্দের বচন (উপদেশ) অনর্থক হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্তোত্রশব্দকে গুণকর্তৃ বলিলে “আগ্নেয়ীষু স্তবন্তি”, “আগ্নেয়ীষু শংসন্তি” ইত্যাদি বচনে যে স্তোত্র এবং শব্দের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া যায়; কারণ, “আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তি” এই বাক্যেই আগ্নেয়ী ঋক্ সকলের স্ততি-সাধনতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং, “অনর্থকং তদ্বচনম্”—“আগ্নেয়ীষু স্তবন্তি” ইত্যাদি বচন (উপদেশ) নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অন্ত্যশ্চার্থঃ প্রতীয়তে ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্ত্যঃ অর্থঃ”—অন্ত্য অর্থ অর্থাৎ স্তোত্র এবং শব্দের

সম্বন্ধ, “চ”—ও অথবা যেহেতু, “প্রতীয়তে”—প্রতীত হয়। যে হেতু স্তোত্র এবং শব্দের সম্বন্ধরূপ অত্র অর্থ প্রতীত হয়, সেই কারণে উহার। গুণকর্ম্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে প্রধান কর্ম্ম, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অত্রাচার্থঃ প্রতীয়তে।” শাস্ত্রে “সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশব্দে” এই বচনে স্তোত্র এবং শব্দকে সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত বলা হইয়াছে। আর যাহারা পরস্পর স্বরূপতঃ এবং কলতঃ ভিন্ন, তাহাদেরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু অভিন্নের, সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি স্তোত্র এবং শব্দকে দেবতাপ্রকাশার্থক বলা হয়, তাহা হইলে তাহাদের ফলগত কোনও ভেদ থাকে না বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধও হইতে পারে না। আর তাহা হইলে “সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশব্দে” এই শাস্ত্রবচনটি বাধিত হইয়া যায়। কিন্তু স্তোত্র ও শব্দকে প্রধান কর্ম্ম বলিলে ইহাদের দুইটি হইতে যে পৃথক্ পৃথক্ অপূর্ব জন্মে, তাহার। অত্যন্ত ভিন্ন। আর স্তোত্র এবং শব্দের অপূর্বরূপ ফল অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় তাহার পার্থক্য এবং সম্বন্ধ দুইই সিদ্ধ হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষীর মত স্বীকার করিলে স্তোত্র এবং শব্দ উভয়ই অভিন্ন হইয়া পড়ে, যে হেতু তাহাদের ফল অভিন্নই হইতেছে।

অভিধানং চ কর্ম্মবৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। “অভিধানং”—উক্তি, “চ”,—ও অথবা যে হেতু, “কর্ম্মবৎ”—প্রধানকর্ম্মের ত্রায়। যেহেতু, প্রধানকর্ম্মের ত্রায় অভিধান অর্থাৎ উপদেশ (শাস্ত্রনির্দেশ) আছে, সেই কারণেও উহা প্রধান কর্ম্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। স্তোত্র এবং শব্দ যে প্রধান কর্ম্ম, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অভিধানং চ কর্ম্মবৎ।” শব্দবিষয়ক বচনে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় তাহা যে প্রধান কর্ম্ম, ইহা বুঝিতে পারা যায়। “প্রউগং শংসতি, নিষ্কেবল্যং শংসতি” এই বচনে “প্রউগং, নিষ্কেবল্যং” এ স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। আর কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, এবং যাহা ঈঙ্গিততম, তাহাই কর্ম্ম হয়। আর প্রধান কর্ম্মই কোন না কোন আকারে ঈঙ্গিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে “অগ্নিহোত্র জুহোতি”, “আধারমাধারয়তি” ইত্যাদি বচনবিহিত দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত ‘অগ্নিহোত্র’ এবং ‘আধার’ প্রভৃতিগুলি যেমন প্রধান কর্ম্ম, সেইরূপ এস্থলেও ‘স্তোত্র’ এবং ‘শব্দ’ প্রধান কর্ম্ম।

ফলনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “ফলনিবৃত্তিঃ”—ফলের উৎপত্তি (কথিত আছে) “চ”—যে হেতু স্তোত্র এবং শস্ত্রের ফলোৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই কারণেও উহার প্রধান কর্ম ।

ভাষ্যভাবার্থ। স্তোত্র এবং শস্ত্র যে প্রধান কর্ম, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “ফলনিবৃত্তিঃ চ।” “ইন্দ্রবস্তো বনামহে ধুকীমহি প্রজ্ঞারিষং সা মে সত্যানীৰ্বজ্ঞশ্চ ভূয়াৎ” (তৈঃ সং ৩।২।৭) ইত্যাদি বচনে (মন্ত্রে) ফলানী অর্থাৎ ফলাংশ বা ফলপ্রার্থনা রহিয়াছে। স্তোত্র এবং শস্ত্র যদি প্রধান কর্ম হয়, তবেই এই ফলপ্রার্থনা সঙ্গত হয়; কারণ, প্রধান কর্ম নিষ্পন্ন করিয়াই ফল প্রার্থনা করা হয়—যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গকর্ম্ম অর্থাৎ গুণকর্ম্ম করিয়া ফলাংশসা করা হয় না। অথবা যদি দেবতা প্রকাশ করাই ইহার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে দেবতার নিকট ফলপ্রার্থনা করা হইত; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। কেহ কেহ বলেন—“এষ বৈ স্তূত-শস্ত্রয়োদেহঃ” ইত্যাদি বচনে যে ‘দোহ’কে স্তূত শস্ত্রের ফল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা মোটেই সঙ্গত হয় না, যদি উহা প্রধান কর্ম না হয়। এই অধিকরণের প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে স্তূতশস্ত্রের উৎকর্ষ হইবে, কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে তাহা হইবে না। পূর্ব অধিকরণের সহি এই অধিকরণের আপবাদিকী সঙ্গতি—ইহা পূর্বাধিকরণোক্ত গুণকর্ম্মের অপবাদ বা ব্যতিক্রম—ইহা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণটি উখিত হইয়াছে। ইতি ৫ম স্তূতশস্ত্রাধিকরণ

বিধিমন্ত্রয়োতৈকার্থ্যমৈকশব্দ্যাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “বিধিমন্ত্রয়োঃ”—বিধি (ব্রাহ্মণবাক্য) এবং মন্ত্রের (আখ্যাভের), “ঐকার্থ্যম্”—একই প্রয়োজন, “ঐকশব্দ্যাৎ”—যে হেতু (উভয় স্থলেই) একজাতীয় শব্দ রহিয়াছে। বিধিবাক্য (ব্রাহ্মণবাক্য) এবং মন্ত্র ইহাদের মধ্যে যেআখ্যাভ আছে, তাহাদের উভয়েরই বিধায়ক-রূপ একই প্রয়োজন, যে হেতু, উভয় স্থলেই একজাতীয় শব্দই রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আখ্যাত কোন কোন স্থানে গুণকর্মবিধায়ক এবং কোন কোন স্থলে প্রধানকর্মবিধায়ক। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে আখ্যাতের অভিধায়কত্ব অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মারকস্বরূপ তৃতীয় প্রকার দেখাইতেছেন। ঋতিমধ্যে “দেবাংশ্চ যাতির্বিজ্ঞতে দদাতি চ” (তৈঃ ব্রাঃ—২।৪।৬) ইত্যাদি যে সমস্ত মন্ত্র আছে, সেইগুলিও বিধিবাক্যের গ্রাম্য গুণকর্ম অথবা প্রধান কর্মের বিধায়ক কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “বিধিমন্ত্রয়োঃ ঐকার্থ্যম্”—বিধি এবং মন্ত্রের প্রয়োজন এক বা তুল্যপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থাৎ বিধিবাক্যের আখ্যাতের যেমন কর্মবিধায়কত্ব স্বীকার করা হয়, মন্ত্রগত আখ্যাতেরও সেইরূপ বিধায়কতা স্বীকার করা উচিত। কারণ, “ঐকশব্দ্যাৎ”—যে হেতু উভয় স্থলেই একজাতীয় শব্দ অর্থাৎ আখ্যাত রহিয়াছে। উভয় স্থলেই যখন আখ্যাতাংশে কোনও পার্থক্য নাই, তখন ব্রাহ্মণবাক্যগত (বিধিবাক্যস্থিত) আখ্যাতই বিধায়ক হইবে আর মন্ত্রমধ্যস্থিত আখ্যাত অনুবাদক হইবে, এই প্রকার বৈষম্য স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা প্রয়োগসামর্থ্যান্মন্ত্রোহভিধানবাচী ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তি-সূচক, “প্রয়োগ-সামর্থ্যাৎ”—প্রয়োগকালে অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে সামর্থ্য অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ বিষয়ে সামর্থ্য আছে বলিয়া, “মন্ত্রঃ অভিধান-বাচী”—মন্ত্র অর্থপ্রকাশই করিয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, মন্ত্রেরও বিধায়কত্ব আছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, প্রায়শই মন্ত্র ‘যৎ’ শব্দবিশিষ্ট অথবা ‘উত্তম পুরুষাস্ত ক্রিয়া’, ‘প্রৈষ’ প্রভৃতি পদার্থযুক্ত হইয়া থাকে—ইহা অগ্রিম অধিকরণে বর্ণিত হইবে। আর যে বাক্য ‘যৎ’ শব্দবটিত, তাহার ক্রিয়া অনুবাদকই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা বিধায়ক হইতে পারে না। এইরূপ উত্তমপুরুষাস্ত ক্রিয়া থাকে বলিয়াও বিধায়কত্ব থাকিতে পারে না, যেহেতু, নিজেকে নিজেকে বিধান করিতে পারে না। অপরূপ স্থলেও এই প্রকার যুক্তি বৃদ্ধিতে হইবে। সুতরাং মন্ত্রগত আখ্যাত বিধায়ক নহে। তবে বিধায়ক না হইলেও তাহা যে নিম্প্রয়োজন, তাহাও নহে, কিন্তু “মন্ত্রঃ অভিধানবাচী”—মন্ত্র অর্থ প্রকাশই করিয়া থাকে। এই

জন্তু তাহার অভিধায়কত্ব অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের প্রকাশ : বা স্মরণ করানই প্রয়োজন। কারণ, “প্রয়োগসামর্থ্যাৎ”—কর্ণের অনুষ্ঠান-কালে কেহ অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারে না। আর স্মরণ করিতে হইলে ক্রমাদির স্মারক কোনও কিছু আবশ্যক। সুতরাং, অনুষ্ঠেয় পদার্থ সকল স্মারক-সাপেক্ষ; আবার মন্ত্র প্রয়োজনসাপেক্ষ। এই কারণে ‘নষ্টাশ্বদন্ধরথ’ ভায়ে ইহাদের পরস্পর উপকার্যোপকারকতা হইয়া থাকে—মন্ত্রকেই অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মারক বলা হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, কল্পসূত্রাদিগ্রন্থের সূত্র প্রভৃতিকেও ত অনুষ্ঠেয় বিষয়ের প্রকাশক (স্মারক) বলা চলে, তাহা হইলে বলিব, যদি মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ করিয়া কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা অনুষ্ঠেয় (বস্ত্তীয় অপূর্বের) জনক হইবে, নচেৎ নহে—এই প্রকার নিয়মবিধি স্বীকৃত হওয়ায় অনুষ্ঠানকালে মন্ত্রই উচ্চারণীয় এবং তদ্বারাই অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করা উচিত, কারণ, ইহাতে ‘নিয়মাপূর্ব’ জন্মে। অতএব মন্ত্র (মন্ত্রগত আখ্যাত) বিধায়ক নহে, কিন্তু অভিধায়ক অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের প্রকাশক বা স্মারক এবং তদ্বারা যদি অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ করা হয়, তবেই তাহা নিয়মাপূর্বের জনক হইবে অর্থাৎ এই নিয়মবিধির ফলে একটি ‘নিয়মাপূর্ব’ জন্মিবে বাহা বস্ত্তীয় অপূর্বের পরিপোষক হইবে। ইতি ভূমিকার বিধায়কত্বাধিকরণ। *

তচ্চোদকেষু মন্ত্ৰাখ্যা ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অম্বুস্তার্থ। “তচ্চোদকেষু”—তাহা অর্থাৎ অভিধান (অনুষ্ঠেয় পদার্থ প্রকাশ) চোদক অর্থাৎ প্রয়োজক বাহাদের সেই সমস্ত বাক্যে, “মন্ত্ৰাখ্যা”—মন্ত্র এই আখ্যা অর্থাৎ নাম। যে সমস্ত বেদবাক্য অভিধানের দ্বারা অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থ প্রকাশের দ্বারা প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের জন্ত বাহাদের প্রয়োগ হয়, সেইগুলিরই নাম মন্ত্র।

* বার্তিককার বলেন, কেবল মন্ত্রগত আখ্যাতই যে বিধায়ক, তাহা নহে, কিন্তু স্থলে স্থলে ব্রাহ্মণবাক্যগত আখ্যাতও বিধায়ক হইয়া থাকে। যেমন “বস্ত্তোভ্যং হবির্বার্ত্তি মাচ্ছৎ” (তৈঃ ব্রাঃ—৩।৭।১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য ‘বৎ’শব্দাদিষু বিলিঙ্গ্য বিধায়ক নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রগত ভাবশব্দ অর্থাৎ আখ্যাত বিধায়ক কি না, তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রের লক্ষণ বলিতেছেন। বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্রাত্মক ও ব্রাহ্মণাত্মক। ইহা—“অহে বৃষ্ণি মন্ত্রং মে গোপায়” (তৈঃ ব্রাঃ—১।২।১) এবং “এতন্ ব্রাহ্মণাত্মেব পঞ্চ হবীংষি” (তৈঃ ব্রাঃ—১।৭।১) ইত্যাদি বেদবচনের দ্বারা এবং “মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্” এই আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা-সূত্রেও কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মন্ত্রের লক্ষণ কি, তাহাই বলিতেছেন “তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা।” ভাষ্যমধ্যে ইহার “তন্ত্ৰ (অভিধানন্ত্ৰ) চোদকেষু” এই প্রকারে যষ্টি সমাসের বিগ্রহ দেখান হইয়াছে। বার্তিককার বলেন, প্রথম (জিজ্ঞাসা) সূত্রের “ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা” ইত্যাদি ভাষ্যের শ্রায় এস্থলেও উহা সমাস নিরূপণ করিবার বাক্য নহে, কিন্তু উহা অর্থপ্রদর্শন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এস্থলে “তং (অভিধানং) চোদকং যেষাম্” এই প্রকারে বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহ করিতে হইবে। বাহা অভিধানের অর্থাৎ অমুর্ন্তের পদার্থ প্রকাশের (স্মরণের) হেতু, তাহার নাম মন্ত্র।

বস্তুতঃ পক্ষে মন্ত্রের এই লক্ষণটি অব্যভিচারী নহে। এই কারণে ভগবান্ ভাষ্য-কার বৃত্তিকারের মতানুসারে অল্প প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বার্তিককার তাহা এইভাবে শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—

“বৃত্তৌ লক্ষণমেতেবামন্তস্তদ্বাস্তরূপত।

আশিষঃ স্ততিসংখ্যে চ প্রলপ্তঃ পরিদেবিতম্।

প্রৈবাসেষণপৃষ্ঠাখ্যানানুযজ্ঞপ্রয়োগিতাঃ।

সামর্থ্যং চেতি মন্ত্রাণাং বিস্তরঃ প্রায়িকো মতঃ।”

অশ্রুতঃ—বেদে যে সমস্ত বাক্যের শেষে ‘অসি’ বা ‘ত্বা’ এইরূপ শব্দ আছে, তাহা মন্ত্র; যেমন “মোহোহসি” “ইবে ত্বা” ইত্যাদি। বাহার মধ্যে ‘আশীঃ’ অর্থাৎ আশংসা (প্রার্থনাদি) আছে, তাহাও মন্ত্র; যেমন “আমুদা অসি”। ইত্যাদি বাহার দ্বারা ‘স্ততি’ কথিত হইয়াছে, তাহাও মন্ত্র—যেমন “অগ্নিমুর্দ্ধা”। বাহার মধ্যে ‘সংখ্যা’ প্রকাশিত হয়, তাহাও মন্ত্র; যথা—“একো মম” ইত্যাদি। ‘প্রলপিত’-বোধক বেদবাক্যও মন্ত্র; যেমন—“অক্ষী তে ইন্দ্র পিঙ্গলে ডুলেরিব” ইত্যাদি। ‘পরিদেবিত’ (বিলাপ) হৃচক “অশ্বৈ অশ্বিকে অশ্বালিকে” ইত্যাদি বাক্যও মন্ত্র। বাহা ‘প্রৈব’ (নিয়োগ) বোধক তাহাও মন্ত্র যথা—“অদীগ্রীন্ বিহর” ইত্যাদি। ‘অেষেণ’ (অনুসন্ধান) বোধক বাক্য ও মন্ত্র; যথা “কোহসি কতমোহসি” ইত্যাদি। ‘পৃষ্ঠ’ (প্রশ্ন) হৃচক বাক্যও মন্ত্র; যথা, “পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি। ‘আখ্যান’ অর্থাৎ উপাখ্যান হৃচকবাক্যও মন্ত্র; যথা—“ইয়ং বেদিঃ

পৃথিবী” ইত্যাদি। বাহাতে ‘অনুযজ্ঞ’ করিতে হয়, তাদৃশ বেদবাক্যও মন্ত্র ; যথা—
“অহ্নিধ্রেণ পবিত্রেণ” ইত্যাদি। ‘প্রয়োগবোধক’ বাক্যও মন্ত্র ; যথা—“ত্বৈশ্বৰ্য্যং
চাতুঃস্বৰ্য্যম্” ইত্যাদি। এইরূপ যে সমস্ত বেদবাক্য ‘সামর্থ্য্যকারক’ অর্থাৎ অভি-
ধানশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়পদার্থস্বরূপকারক, তাহাও মন্ত্র।

বস্তুতঃপক্ষে উপরে মন্ত্রের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইল, তাহাও প্রায়িক—
প্রায়শই ঐরূপ বাক্য মন্ত্র হয় বলিয়া ঐ প্রকার বলা হইল। কিন্তু ইহারও
ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে। এই কারণে মীমাংসকগণ বলেন যে, “অভিযুক্ত
অর্থাৎ শিষ্টগণ (সম্প্রদায়রক্ষকগণ) বেদের যে অংশকে মন্ত্র বলিয়া স্বরণ করিয়া
আসিতেছেন—মন্ত্র বলিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই মন্ত্র।”
ইতি ৭ম মন্ত্র লক্ষণাধিকরণ।

শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ ॥ ৩৩ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “শেষে”—মন্ত্রাতিরিক্ত যে বেদভাগ তাহাতে,
“ব্রাহ্মণশব্দঃ”—‘ব্রাহ্মণ’ এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়। মন্ত্রাতিরিক্ত যে
বেদভাগ, তাহার নাম ব্রাহ্মণ।

ভাষ্যভাবার্থ। বেদের মন্ত্রভাগের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তৎপ্রসঙ্গে
ব্রাহ্মণভাগেরও লক্ষণ বলিতেছেন “শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ”—মন্ত্রাতিরিক্ত বেদভাগের নাম
ব্রাহ্মণ। ভগবান্ ভাষ্যকার বৃত্তিকারের মতানুসারে ব্রাহ্মণের পরিচয়ার্থে মন্ত্রাতিরিক্ত
কতকগুলি বেদভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—“হেতুনুচক” বেদভাগ “শূর্ণেণ
জুহোতি, তেন হুয়ং ক্রিয়তে” ইত্যাদি। ‘নির্বচনবোধক’ বেদভাগ যথা,—“তদগ্নৌ
দধিভূম্” ইত্যাদি। ‘নিন্দানুচক’ বেদাংশ যথা,—“অমেধ্যা বৈ মাষাঃ” ইত্যাদি।
‘প্রশংসাজ্ঞাপক’ বেদভাগ যথা,—“বায়ুবে” ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি। ‘সংশয়নুচক’
বেদভাগ যথা,—“হোতব্যং গার্হপত্যে ন হোতব্যম্”, “তদ্ ব্যচিকিংসজ্জ্ জুহবানি,
মাহৌবম্” ইত্যাদি। ‘বিধিবোধক’ বেদভাগ যথা,—“যজ্ঞমানেন সন্নিতোহুহবী”
ইত্যাদি। ‘পরক্রিয়া’ (পরকৃতি) যথা,—“মাসান্ যে পচতে” ইত্যাদি। ‘পুরাকল্প’-
নির্দেশক বেদভাগ যথা,—“উন্মুকৈর্হ স সমাজগুঃ,” “গুরা ব্রাহ্মণা অভৈবুঃ”
ইত্যাদি।*

* যে উপাখ্যান একপুরুষকর্তৃক, তাহার নাম ‘পরকৃতি,’ আর যে উপাখ্যান
বহুকর্তৃক, তাহার নামক ‘পুরাকল্প’। যে স্থলে অন্ত্য প্রতীকমান অর্থকে উপক্রমাদির

২৭০

মৌমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

‘ব্যবধারণ-কল্পনা’ জ্ঞাপক বেদভাগ যথা—“যাবতোহস্থান প্রতিগৃহীয়াৎ” ইত্যাদি। ভগবান্ ভাব্যকার এইগুলি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা,—

“হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।

পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণ-কল্পনা।

উপমানং দর্শিতে তু বিষয়ো ব্রাহ্মণস্ত তু।

এতৎ শ্রাৎ সর্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্।”

উপরি-উদ্ধৃত হেতুপ্রভৃতিবোধক বেদভাগগুলি ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃপক্ষে এই লক্ষণও প্রায়িক—ইহা ব্রাহ্মণের অব্যাভিচারী লক্ষণ নহে। তবে তাদৃশ অর্থযুক্ত বেদভাগ সকল প্রায়শই ‘ব্রাহ্মণ’ হইয়া থাকে। শিষ্যগণের বুদ্ধিবৈশিষ্ট্যের (বিকাশের) জন্যই এইপ্রকারে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরিচয় দেওয়া হইল। “অভিযুক্তগণ (শিষ্টগণ) অথবা বাল্লিকগণ সম্প্রদায়ক্রমে যে বেদভাগকে মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন—অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই মন্ত্র এবং তদ্বিত্ত বেদভাগ ব্রাহ্মণ, ইহাই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অদ্বৈত লক্ষণ।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অল্প ভাগ নাই, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই “শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ” এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। কারণ, মন্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করার তদবশিষ্ট বেদ-ভাগ যে ব্রাহ্মণ, ইহা ব্রাহ্মণের লক্ষণ না করিলেও বুঝা যায়। এই কারণে ব্রাহ্মণের লক্ষণবোধক সূত্রটি অনর্থক হইয়া পড়ে। এই জন্য কার্ত্তিককার উহার ঐ প্রকার প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন। ইতি চম ব্রাহ্মণলক্ষণাধিকরণ।

অনান্নাতেষমন্ত্রত্মান্নাতেষু হি বিভাগঃ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অনান্নাতেষু”—যেগুলি আন্নাত অর্থাৎ শ্রতিবাক্য-মধ্যে প্রত্যক্ষ পঠিত নহে, সেই সমস্ত অংশে, “অমন্ত্রত্ম”—মন্ত্রত্ব নাই, “হি”—যে হেতু, “আন্নাতেষু”—শ্রতিমধ্যে প্রত্যক্ষ পঠিত শব্দে, “বিভাগঃ”—মন্ত্র এবং

অনুরোধে অল্প প্রকারে পরিণত করিয়া দেওয়া হয়, তথায় তাদৃশ অর্থাস্থাপকরণকে ‘ব্যবধারণকল্পনা’ বলা হয়। যেমন ‘যাবতঃ অস্থান প্রতিগৃহীয়াৎ’ এই শ্রতিবাক্যের ‘প্রতিগৃহীয়াৎ’ এই অণিভুক্ত পদটিকে ‘প্রতিগ্রাহয়েৎ’ এই প্রকারে বিভক্তে পরিণত করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা অগ্রে (৩৪ ৩৪; ৩৭ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইবে।

ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিভাগ রহিয়াছে। মন্ত্রমধ্যে পাঠ্য উহ, প্রবর এবং নামধেয় এই অংশগুলি অনান্নাত অর্থাৎ ঋতিমধ্যে প্রত্যক্ষপরিপাঠিত নহে বলিয়া এইগুলি মন্ত্র নহে। যেহেতু আন্নাত অর্থাৎ ঋতিমধ্যে প্রত্যক্ষ পরিপাঠিত শব্দেরই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই প্রকার বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে মন্ত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে বিচার করা হইয়াছে যে, কর্তৃকালে মন্ত্রের সহিত উচ্চার্যমাণ উহ, প্রবর এবং নামধেয়ও মন্ত্র কি না। ঋতিমধ্যে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে নির্বাপ (হবিঃ-গ্রহণ) স্থলে “অগ্নয়ে জুষ্টং নিবপামি” এই মন্ত্র আছে। স্বর্ধ্যদেবতার উদ্দেশ্যে নির্বাপ (হবিঃ-গ্রহণ) করিতে হইলে ঐ মন্ত্রের সেই কর্ত্ত্ব ‘অগ্নয়ে’ এই অসমবেতার্থ্য পদটিকে তুলিয়া দিয়া ‘স্বর্ধ্যায়’ এই পদটির প্রয়োগ করিতে হয়। এই প্রকারের যে পদান্তর-প্রক্ষেপ, ইহারই নাম উহ। সুতরাং ‘স্বর্ধ্যায় জুষ্টং নির্বপামি’ এই বাক্যটির ‘স্বর্ধ্যায়’ এই পদটি আন্নাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঋতিপাঠিত নহে বলিয়া ঐ বাক্যটি মন্ত্র হইবে কি না, ইহাই সংশয়। এইরূপ কর্ত্ত্ববিশেষে মন্ত্রবিশেষের সহিত যজমানের (বাগকর্ত্তার) যে আবেশ অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের উল্লেখ করিতে হয় এবং অমূকের পৌত্র, অমূকের পুত্র ইত্যাদি প্রকারে যজমানের যে নাম উল্লেখ করিতে হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ ঋতিপাঠিত নহে। সুতরাং, তৎসংসৃষ্ট বৈদিক মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, ঐগুলি যখন কর্ত্ত্বকালে মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হয়, তখন ঐগুলিও মন্ত্র।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন “অনান্নাতেষু অমন্ত্রত্বম্”—উহ, প্রবর এবং নামধেয়-গুলিকে—মন্ত্র বলা যায় না, কারণ, ঐগুলি মন্ত্র বলিয়া আন্নাত অর্থাৎ গুরুশিষ্য-সম্প্রদায়ক্রমে মন্ত্রবৎ বলিয়া গৃহীত অর্থাৎ অধীত বা অধ্যাপিত হয় না। তাই বলিয়া যে ঐগুলি অবৈদিক, তাহাও নহে। ঐ জন্ম সূত্রে ‘আন্নাত’ এবং ‘অনান্নাত’ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষঋত বেদভাগকে ‘আন্নাত’ বলা হয়। আর উহাদি অপ্রত্যক্ষ বেদভাগকে ‘অনান্নাত’ বলা হইয়া থাকে। সুতরাং “আন্নাতেষু বিভাগঃ”—ঋতিমধ্যে প্রত্যক্ষ পরিপাঠিত শব্দেরই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিভাগ আছে। ইতি ১ম উহাদির অমন্ত্রত্বাধিকরণ।

তেষামৃগ্ যজ্ঞার্থবশেন পাদব্যবস্থা ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তেষাং”—সেই মন্ত্র সকলের মধ্যে, “ঋক্”—তাহার

২৭২

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

নাম ঋক্, “যজ্ঞ”—বাহাতে, “অর্থবশেন”—অর্থ অনুসারে অর্থাৎ এক একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ অনুসারে, “পাদব্যবস্থা”—পাদেব অর্থাৎ ছন্দোশাস্ত্রের নিয়মানুসারে (পদ্যের) চরণের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে। সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে যে সকল মন্ত্র এক একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক এবং পাদবদ্ধ ও ছন্দোনিবদ্ধ, তাহার নাম ঋক্।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অহে বৃষ্ণির মন্ত্রঃ মে গোপায়। যমুবর-জ্ঞরীবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজ্ঞাষি।” ইত্যাদি বাক্যে মন্ত্রসকলের ঋক্, সাম এবং যজু এই তিন নামের উল্লেখ হইয়াছে। তাহাদের কোনটির কি লক্ষণ, তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বিচার করিতেছেন। পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এবং এক একটি অর্থের প্রকাশক যে মন্ত্র, তাহার নাম ঋক্। এই কারণে “অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুজ্জিষ্ম। হোতারং রত্নধাতমম্॥” এই পর্য্যন্ত মন্ত্র একটি ঋক্, যে হেতু ইহা পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এবং একটি সমগ্র অর্থের প্রকাশক। এ স্থলে তিনটি চরণেই একটি ঋক্ হইয়াছে, কারণ, উহার মধ্যেই একটি সমগ্র অর্থ কথিত হইয়াছে। এই কারণে উহার পরবর্তী মন্ত্রের “অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ” এই একটি চরণ উহার সহিত যুক্ত হইবে না। অর্থাৎ উহা চারি চরণের হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনটি চরণেই একটি ঋক্ হইল। ইতি ১৯ম ঋক্ লক্ষণাধিকরণ।

গীতিষু সামাখ্যা ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “গীতিষু”—গেয় মন্ত্রের, “সামাখ্যা”—‘সাম’ এই নাম।

ভাষ্যভাবার্থ। যে সমস্ত মন্ত্র গেয় অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতি স্বরের সংযোগে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে ‘সাম’ বলা হয়। স্মৃতরাগ, প্রগীত মন্ত্র-বাক্যের নাম সাম।

শেষে যজুঃশব্দঃ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শেষে”—ঋক্ এবং সাম ব্যতিরিক্ত যে মন্ত্র, তাহাতে, “যজুঃশব্দঃ”—‘যজুঃ’ এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৭৩

ভাষ্যভাবার্থ। ঋক্ এবং সাম ভিন্ন যে মন্ত্র, তাহার নাম যজুঃ। ‘প্রলিষ্টপাঠ’ মন্ত্র অর্থাৎ যে সমস্ত মন্ত্রের পদ সকল ছেদ-বিরহিত—নদীশ্রোতের স্থায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে অধ্যয়নকালে গৃহীত হয়, তাহার নাম ‘যজুঃ’। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঋক্ এবং সামের লক্ষণ নির্দেশ করায় তদ্ব্যতিরিক্ত মন্ত্র যে যজুঃ, তাহা বিনা লক্ষণেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি “শেষে যজুঃশব্দঃ” এইরূপ লক্ষণ করিয়া সূত্রকার ইহাই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঋক্, সাম এবং যজুঃ ছাড়া মন্ত্রের অন্য কোনও ভাগ নাই। ইতি ১২শ যজুঃলক্ষণাধিকরণ।

নিগদো বা চতুর্থঃ শ্রাদ্ধশ্রবণশেষাৎ ॥ ৩৮ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “নিগদঃ”—নিগদ, “বা”—পূর্বপক্ষসূচক, “চতুর্থঃ শ্রাবৎ”—চতুর্থ হইবে, “ধর্মবিশেষাৎ”—যেহেতু ইহার বিশেষ ধর্ম রহিয়াছে। নিগদ নামক ভাগটি চতুর্থ হইবে, যেহেতু, ঋক্, সাম এবং যজুঃ হইতে তাহার ভিন্ন ধর্ম রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋক্, সাম এবং যজুর লক্ষণ বলা হইয়াছে। যে সূত্রে যজুর লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিন রকম ছাড়া চতুর্থ প্রকার মন্ত্র নাই। ইহাতে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া পূর্বপক্ষ করিতেছেন “নিগদো বা চতুর্থঃ শ্রাবৎ”—নিগদ নামে এক প্রকার মন্ত্র রহিয়াছে, বাহা ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া চতুর্থ প্রকার। কারণ, “ধর্মবিশেষাৎ”—ইহার বিশেষ অর্থাৎ ঋক্, সাম এবং যজুঃ হইতে স্বতন্ত্রপ্রকার ধর্ম রহিয়াছে। “প্রোক্ষণীরাগাদয়” অর্থাৎ ‘প্রোক্ষণী গ্রহণ কর’, “ইক্ষারহিরূপসাদয়” অর্থাৎ ‘কাঠ এবং কুশ অগ্নে আন,’ “অগ্নীদগ্নীন বিহর” অর্থাৎ ‘হে অগ্নীৎ, অগ্নিসকলকে বিদূত কর’, ‘বহিস্তৃণাহি’ অর্থাৎ ‘কুশ বিছাও’। “ইন্দ্র আগচ্ছ” অর্থাৎ ‘ইন্দ্র এস’ ইত্যাদি প্রকার পরপ্রত্যয়নার্থ (সম্বোধনসূচক) মন্ত্রের নাম নিগদ, অর্থাৎ যে সকল মন্ত্রের দ্বারা অপরের প্রত্যয় উৎপাদন করা হয়, অর্থাৎ কর্মবিশেষে জ্ঞানবিশেষের উদ্বোধন করিয়া দেওয়া হয়, সেই সকল মন্ত্রকে নিগদ বলে। সেইগুলি পাদবদ্ধ নহে বলিয়া ঋক্ পদবাচ্য হইতে পারে না; আর গেয়মন্ত্র নহে বলিয়া তাহাদিগকে সামও

বলা যায় না। তাহাদিগকে যে যজুঃ বলা হইবে, তাহারও উপায় নাই, যেহেতু, যজুর আয় নিগদেরও প্রলিষ্ট পাঠ থাকিলেও যজুঃ এবং নিগদের গুণ (ধর্ম)-গত পার্থক্য ক্রটিমধ্যে কথিত হইয়াছে। “উপাংগু যজুবা। উচ্চৈর্নিগদেন” অর্থাৎ “যজুঃ নামক মন্ত্র উপাংগু (অনুচ্চ স্বরে) উচ্চারণ করিতে হয়, আর নিগদ নামক মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া কর্ম করিতে হয়। অতএব যজুঃ এবং নিগদের ধর্মগত পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া নিগদ যজুঃ নহে, কিন্তু উহা চতুর্থ প্রকার মন্ত্র।

ব্যপদেশোচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। “ব্যপদেশাৎ চ”—(ভিন্ননামে) ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়াও নিগদ যজুর অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। নিগদ যে যজুঃ নহে, তাহার আরও হেতু এই যে, “যজুবি বর্তন্তে ন নিগদাঃ। নিগদা বর্তন্তে ন যজুবি” অর্থাৎ ‘যজুঃ সকল রহিয়াছে কিন্তু নিগদ নাই এবং নিগদ সকল রহিয়াছে, কিন্তু যজুঃ নাই’—এই প্রকারে ভিন্ন নামে উল্লেখ আছে, এই কারণেও নিগদ যজুঃ নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

যজুংবি বা তদ্রূপত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “যজুংবি”—যজুঃ, “বা”—পক্ষপরিবর্তনস্থচক, “তদ্রূপত্বাৎ”—যেহেতু তদ্রূপ অর্থাৎ যজুর লক্ষণযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বকথিত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন “যজুংবি বা”—নিগদসকল যজুর্মন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত, “তদ্রূপত্বাৎ”—যে হেতু উহার মধ্যে যজুরই লক্ষণ রহিয়াছে। ‘প্রলিষ্টপাঠ’ হইতেছে যজুর লক্ষণ; ইহা ঋক্ এবং সামের মধ্যে নাই। কিন্তু নিগদের মধ্যে ঐ লক্ষণটি আছে। এই কারণে নিগদ যজুঃ হইতে ভিন্ন নহে। আরও নিগদ যখন মন্ত্র ছাড়া অগ্নি কিছু নহে এবং “অহে বুধির” ইত্যাদি ক্রতি অনুসারে মন্ত্র সকলের যখন ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি ছাড়া অগ্নি ভাগ নাই, তখন ইহাকে ঐ তিনেরই অন্তর্ভুক্ত

১ম পাঃ]

শ্রীমাংসা-দর্শনম্

২৭৫ .

বলিতে হয়। ইহার মধ্যে ঋক্ ও সামের লক্ষণ নাই, কিন্তু যজুর ধর্ম আছে, এইজন্ত উহা যজুঃ হইতে স্বতন্ত্র নহে।

বচনাদ্বন্দ্ববিশেষঃ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ”—বচন হেতু অর্থাৎ পরপ্রত্যায়নরূপ সামর্থ্য আছে বলিয়া, “ধর্মবিশেষঃ”—বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ অপরের জ্ঞানেন্দ্র উদ্বোধ করা বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠিত হওয়া ইহা বিশেষ ধর্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, নিগদসকলের মধ্যে প্রলিষ্টপাঠরূপ যজুর লক্ষণ থাকিলেও উহার যখন পরপ্রত্যায়ন এবং উচ্চৈঃপাঠ্যমানরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম রহিয়াছে, তখন উহাকে কিরূপে যজুঃ বলা যায়? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, প্রলিষ্টপাঠরূপ ধর্ম রহিয়াছে বলিয়া নিগদ সকলকে যজুই বলিতে হইবে। তবে যে পরপ্রত্যায়নরূপ ধর্মবিশেষ তাহা “বচনাৎ”—এ প্রকার সামর্থ্য আছে বলিয়া উহা যজুরই ধর্মবিশেষ। বিশেষ বচন আছে বলিয়া পরপ্রত্যায়নরূপ স্বতন্ত্র ধর্মও স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অর্থচ্চ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। “অর্থ্যাৎ চ”—অর্থ হেতুও অর্থ্যাৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। নিগদসকল যখন উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়, তখন উহার স্বতন্ত্র হইবে না কেন? এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, বচনানুসারে পরপ্রত্যায়নরূপ স্বতন্ত্র ধর্মটি যখন অবশ্য স্বীকার্য, তখন নিগদের উচ্চৈঃপাঠ্যমানত্ব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, যে হেতু তাহা না হইলে পরপ্রত্যায়নরূপ প্রয়োজনটি সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ, যজুঃ যদি অল্পক্ষণে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে অল্প ব্যক্তি তাহা শুনিতে পার না বলিয়া তাহা হইতে তাহার কর্মবিষয়ে জ্ঞানবিশেষের উদ্বোধ হইতে পারে না। এই কারণে পরপ্রত্যায়নরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত নিগদসকল উচ্চৈঃস্বরেই পাঠ করিতে

২৭৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

হয়। আরও কতকগুলি বজুঃ উচ্চৈঃশ্বরে পঠিত হয় বলিয়াই ত তাহাদিগকে 'নিগদ' এই স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, 'নি' শব্দের অর্থ প্রকর্ষ, আর 'গদ' শব্দের অর্থ পাঠ। সুতরাং 'নিগদ' শব্দের অর্থ প্রকর্ষ সহকারে অর্থাৎ উচ্চৈঃশ্বরে পাঠ। আরও পরপ্রত্যায়ন বজুর গুণবিশেষ। বাহার প্রভাবে কার্যবিশেষ সম্পাদিত হয়, তাহাকে গুণ বলে। বজুর দ্বারা নিগদও যদি অনুল্লস্বরে পঠিত হয়, তাহা হইলে পরপ্রত্যায়ন হইতে পারে না বলিয়া উচ্চৈঃশ্বরে পাঠই উহা যে বজুর গুণবিশেষ, তাহার ত্রোতক।

গুণার্থো ব্যপদেশঃ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণার্থঃ"—গুণের জন্ত অর্থাৎ ঐ প্রকার বিশেষ গুণ আছে বলিয়া, "ব্যপদেশঃ"—পৃথকভাবে ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—'ইহা বজুঃ, নিগদ নহে' এক 'ইহা নিগদ বজুঃ নহে' এই প্রকারে পৃথকভাবে উল্লেখ থাকায় নিগদ বজুর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "গুণার্থঃ ব্যপদেশঃ"—পূর্বোক্ত প্রকার উচ্চৈঃশ্বরে পঠ্যমানরূপ বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন 'ব্রাহ্মণগণকে বাহিরে বসাইয়া ভোজন করাও আর পরিব্রাজকগণকে ভিতরে বসাত', এই প্রকারে ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকের পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়; বস্তুতঃপক্ষে পরিব্রাজকও ব্রাহ্মণ, (যেহেতু, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের সন্ন্যাসে অধিকার নাই)। তবে সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাহার পরিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) রূপ বিশেষ গুণ আছে এইমাত্র। এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব নিগদ বজুঃ হইতে ভিন্ন নহে।

সর্বেষামিতি চেৎ ॥ ৪৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্বেষাম্"—সকলেরই অর্থাৎ ঋক্ প্রভৃতিরও নিগদ নাম হইতে পারে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উচ্চৈঃস্বরে পঠ্যমানধ্বরূপ গুণ আছে বলিয়া বজ্রমৃদ্ধকে নিগদ বলা হয়, এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হইলে উচ্চৈঃস্বরে পঠ্যমান ঋক্ প্রভৃতিকেই বা নিগদ বলা হইবে না কেন? স্ততরাং, সিদ্ধান্তীয় মত গ্রহণ করিলে উচ্চৈঃস্বরে পঠ্যমান ঋক্ প্রভৃতিকেও নিগদ বলিতে হয়; ইহাই পূর্বাঙ্গকার আশঙ্কা।

ন ঋগ্ ব্যপদেশভেদাৎ ॥ ৪৫ ॥ (আ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “ন ঋক্”—না, ঋক্ প্রভৃতিকেও নিগদ বলা যাইবে না, “ব্যপদেশভেদাৎ”—যেহেতু, ঋক্ এই প্রকার ব্যপদেশভেদ রহিয়াছে অর্থাৎ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর আকাজ্জা ভিত্তিহীন। কারণ, “অযাজ্য্য বৈ নিগদাঃ। যস্মাদৃঢ়ৈব যজন্তি” অর্থাৎ নিগদ সকল যাজ্য (যাগে প্রয়োজ্য) নহে, কিন্তু ‘ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই যাগ করিবে’ এই প্রকার ব্যপদেশের দ্বারা ঋক্ হইতে নিগদকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঋক্ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইলেও নিগদপদবাচ্য হইবে না। আরও, গদ ধাতু, বাহা পাদবদ্ধ (ছন্দোবদ্ধ) নহে, তাদৃশ অপাদবদ্ধ বাক্যরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; যেহেতু, অপাদবদ্ধ বাক্যকেই গদ বলা হয়। কিন্তু ঋক্ সকল পাদবদ্ধ। এই কারণে তাহা নিগদ হইতে পারে না। ইতি ১৩শ নিগদাধিকরণ।

অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাজ্জং চেদ্ বিভাগে

শ্রাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অর্থৈকত্বাৎ”—একটি সমগ্র অর্থ থাকিলে অর্থাৎ বাহা একটি সমগ্র অর্থ প্রকাশ করে, “একং বাক্যং”—তাহাই একটি বাক্য, “বিভাগে”—বিভক্ত করিলে, “চেৎ”—যদি, “সাকাজ্জং শ্রাৎ”—সাকাজ্জ অর্থাৎ পদের সহিত আকাজ্জাবুক্ত হয়। বাহা একটি সমগ্র অর্থ

প্রকাশ করে, অথচ বিভক্ত করিয়া দিলে সাকাজ্ঞ হয়, অর্থাৎ অন্নয়নাভের জন্ত পদান্তরের আকাজ্ঞা করে তাহা একটি বাক্য ।

ভাষ্যভাবার্থ। যজুর্লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, প্রলিষ্টপাঠযুক্ত বেদের মন্ত্রভাগ যজুঃ । ইহাতে স্বভাবতই প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, এক একটি যজুর পরিমাণ কি, অর্থাৎ কতটুকু অংশে এক একটি যজুর পরিসমাপ্তি হয় ? তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থৈকত্বাৎ” ইত্যাদি । এক একটি বাক্যই এক একটি যজুঃ । আর যে পদসমষ্টি একটি সমগ্র অর্থ প্রকাশ করে—একটি প্রয়োজন নির্বাহ করে, অথচ তাহার মধ্যে বিভাগ করিলে অর্থাৎ ছেদ দিয়া পৃথক্ করিয়া দিলে তাহার পদসমষ্টির আকাজ্ঞাযুক্ত হয়, তাহাই এক একটি বাক্য । যেমন “দেবশ্ব ভা সবিভুঃ প্রসবে, অধিনোর্বাহিত্যাং, পুষো হস্তাভ্যাম্, অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি” এই মন্ত্রটি একটি যজুঃ ; কারণ, ইহার দ্বারা একটি অর্থ প্রকাশিত হইতেছে, এবং ইহার “অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি” এই অংশটিকে যদি পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে “দেবশ্ব ভা” ইত্যাদি পদসমূহ সাকাজ্ঞ হইয়া পড়ে । সুতরাং ঐ সমস্ত অংশটি একটি যজুঃ । যজুঃ পদের ব্যুৎপত্তি হইতেও ইহা লব্ধ হয় ; কারণ, ‘যে পরিমাণ পদসমূহের দ্বারা বাগ করা হয় অর্থাৎ অল্পষ্ঠের অর্থ প্রকাশের দ্বারা বাগের উপকার হয়, তাহারই নাম যজুঃ’—ইহাই যজুঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি । আর যে পরিমাণ পদসমষ্টির দ্বারা ক্রিয়ার অর্থাৎ অল্পষ্ঠের কর্মের অর্থ স্মরণের দ্বারা উপকার সাধিত হয়, তাহাই এক একটি বাক্য ; যে হেতু তাহাই সে স্থলে বক্তব্য । এই জন্ত নৃত্রকার বলিয়াছেন “অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্ ।” ভাট্টদীপিকা নামক গ্রন্থে পূজ্যপাদ খণ্ডদেব ‘অর্থৈকত্ব’ পদের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির হেতুস্বরূপ যে অনেক (একাধিক) মুখ্যবিশেষ্য, তাহা না থাকা ; অর্থাৎ বাহাতে অনেক (একাধিক) ভাবনার প্রতীতি হয় না, কিন্তু একটি ভাবনারই বোধ হইয়া থাকে, তাহাই একার্থ, যে হেতু ভাবনাই বাক্যার্থবোধে মুখ্য বিশেষ্য হইয়া থাকে । ফল কথা এক একটি বাক্যই এক একটি যজুঃ । আর বাক্য কাহাকে বলে, তাহা “অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্” ইত্যাদি নৃত্রেই আর্থিকভাবে উক্ত হইয়াছে ।

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, কেবলমাত্র “অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্” এইটুকু বলিলে “ভগো বাঃ বিভজতু, পূবা বাঃ বিভজতু” ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যগুলিও একটি বাক্য হইয়া পড়ে, কারণ, উহার সকলেই বিভজনরূপ একটি অর্থই প্রকাশ করিতেছে । কিন্তু “সাকাজ্ঞং চেৎ” ইত্যাদি অংশটি থাকিলে আর উহাদের এক

বাক্যতাপ্রসঙ্গ হইতে পারে না, যেহেতু উহারা পরস্পরসাকাজক নহে। আবার কেবল “সাকাজকং চেষ্ট বিভাগে স্তাৎ” এই অংশটিকে একবাক্যাতার লক্ষণ বলিলে “স্তোনং তে সদনং কুণোমি ঘৃতন্ত ধারয়া স্নশেবং কল্পয়ামি তন্মিন্ সীদামুতে প্রতিষ্ঠিত ব্রীহীনাং মেধ স্মনস্তমানঃ” এই সমগ্র অংশটিও একটি বাক্য হইয়া পড়ে; যেহেতু, “স্তোনং তে” হইতে “কল্পয়ামি” পর্যন্ত অংশটিকে পৃথক্ করিয়া লইলে পরবর্তী অংশটি ইহার সহিত সাকাজক হইয়া থাকে, কারণ, উহা ‘তদ্’ শব্দ দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। অথচ “স্তোনং” হইতে “কল্পয়ামি” পর্যন্ত অংশটি একটি অর্থ প্রকাশ করিতেছে এবং ‘তন্মিন্’ ইত্যাদি পরবর্তী অংশটি অন্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এ স্থলে পূর্ব অংশটির অর্থ ‘সদন (স্থান) করা’ আর পরবর্তী অংশটির অর্থ সাদন (স্থাপন) করা। সুতরাং “স্তোনং তে” ইত্যাদি স্থলের অর্থৈকত্ব না থাকিলেও পাছে সমগ্র অংশে একটি বাক্য হইয়া পড়ে, যে হেতু তাহারা পরস্পরসাকাজক হইতেছে, এই কারণে “অর্থৈকত্বাৎ” এই বিশেষণটি অবশ্য যোজনীয়।

এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, “দেবন্ত্বা বা সবিতুঃ প্রসবে অধিনোর্বাহভ্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যাং অগ্নয়ে জুষ্ঠং নির্বপামি” এই মন্ত্রে “নির্বপামি” এই ক্রিয়াটি যদি গোপ হইত আর “দেবন্ত্বা বা” ইত্যাদি অংশগুলি যদি মূখ্য বা প্রধান হইত, তাহা হইলে ক্রিয়ার অনুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন অনেক বাক্য হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে বলিয়া—“নির্বপামি” এই ভাবার্থ কর্তৃ শব্দই (ক্রিয়াই) প্রধান বলিয়া, “দেবন্ত্বা বা” ইত্যাদি গুণের অমুরোধে প্রধানের আবৃত্তি হইতে পারে না। এই কারণে এ স্থলে “ভগো বাঃ বিভজতু পূষা বাঃ বিভজতু” ইত্যাদির স্তায় একার্থক ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের একটি যজুঃ হইবার প্রসঙ্গ নাই।

এই অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, প্রয়োগকালে কর্ম্মমধ্যে মন্ত্রোচ্চারণকালে যে পরিমাণ অংশে একটি যজুঃ, তাৎপরিমাণ মন্ত্র একেবারে পাঠ করিতে হইবে, ঐ নিকটা পড়িলে চলিবে না। ইতি ১৪শ যজুঃ পরিমাণাধিকরণ।

সমেষু বাক্যভেদঃ স্তাৎ ॥ ৪৭ ॥

অস্কন্ধার্থ। “সমেষু”—সম অর্থাৎ পরস্পর আকাজ্জারহিত হওয়ার তুল্য প্রকার যজুর্মন্ত্র সকলে, “বাক্যভেদঃ স্তাৎ”—বাক্যভেদ হইবে। পরস্পর আকাজ্জাহীন যজুর্মন্ত্র সকলে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বজ্রমস্ত্রের একবাক্যতার বিষয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে কোথায় বাক্যভেদ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। শ্রুতিমধ্যে “ইষে ঙ্গেজ্জৈ ত্বা” ইত্যাদি (তৈঃ সং—১১১১) এবং “আয়ুর্ধ্বজেন কল্পতাং প্রাণো যজেন কল্পতাম্” (তৈঃ সং—১১৭৯) ইত্যাদি যে সকল মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে কি একবাক্যতা আছে অথবা তথায় বিভিন্ন বিভিন্ন বাক্য আছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এতাদৃশ স্থলে একবাক্যতাই হইবে; কারণ, “ইষে ত্বা” এবং “উজ্জৈ ত্বা” এই দুইটিকে দুইটি পৃথক্ বাক্য বলিলে যে কোনরূপ অন্তর্ভুক্ত পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা নহে। এই কারণে উহাকে অদৃষ্টার্থক বলিতে হয় অর্থাৎ কল্পান্তর্ধানকালে উহার পাঠ করিলে অদৃষ্টবিশেষ (অপূর্ব) জন্মে। আর অদৃষ্টকল্পনাপথে লাঘব-পক্ষই আশ্রয়ণীয়। কিন্তু যদি “ইষে ত্বা” এবং “উজ্জৈ ত্বা” এই দুইটিকে দুইটি স্বতন্ত্র বাক্য বলা হয়, তাহা হইলে দুইটি অদৃষ্টকল্পনা করিতে হয়। ইহাতে কল্পনাগোরব নামক দোষ হইয়া থাকে। অতএব “ইষে ত্বা” এবং “উজ্জৈ ত্বা” এই দুইটি পৃথক্ বাক্য নহে। এইরূপ “আয়ুর্ধ্বজেন কল্পতাম্” এবং “প্রাণো যজেন কল্পতাম্” ইত্যাদি প্রকার বজ্রমস্ত্রগুলিও পৃথক্ বাক্য নহে; যে হেতু, পূর্ব অধিকরণে উদাহৃত “অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি” এবং “দেবশ্ব ত্বা সবিতুঃ প্রসবে” ইত্যাদি মন্ত্রের আয় ইহারাত্ত একার্থকই হইতেছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন যে, “ইষে ত্বা” এবং “উজ্জৈ ত্বা” ইহাদের মধ্যে ভিন্নার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া এ স্থলে একবাক্যতা হইতে পারে না, কিন্তু বাক্যভেদই হইবে। কারণ “সমেযু বাক্যভেদঃ শ্রুতঃ”—যে স্থানে সকল বাক্যগুলিই সম অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ, অথচ ভিন্নার্থক, তথায় বাক্য সকল পরস্পর ভিন্নই হইয়া থাকে। আর কেবলমাত্র “ইষে ত্বা” এবং “উজ্জৈ ত্বা” এই মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত পদার্থের স্মরণ না হইলেও “ইষে ত্বৈতি ছিনত্তি উজ্জৈ ত্বৈতি অনুমাজ্জি” অর্থাৎ “ইষে ত্বা” এই বলিয়া পলাশশাখা ছেদন করিবে এবং “উজ্জৈ ত্বা” এই বলিয়া অনুমাজ্জন করিবে—এই প্রকার বিনিয়োগ বচন থাকায় “ছিনত্তি” এবং “অনুমাজ্জি” এই দুইটি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিলে মন্ত্রদ্বয় দুইটি বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত পদার্থেরই স্মরণ করাইয়া থাকে। কারণ, “ইষে ত্বা ছিনত্তি” এবং “উজ্জৈ ত্বানুমাজ্জি” বলিয়া মন্ত্রদ্বয়ের পাঠ করিলে উহাদের যে অর্থ হয়, তাহা এইরূপ,—“হে পলাশশাখে, আমি ‘ইষে’ অর্থাৎ ইয়মাণ (অভিলষিত) অগ্নের নিমিত্ত তোমায় ছেদন করিতেছি” এবং “উজ্জৈ” অর্থাৎ রসের নিমিত্ত অথবা বলের নিমিত্ত তোমায় অনুমাজ্জন

করিতেছি।” এই প্রকারে ছেদন এবং অনুমার্জনরূপ দুইটি বিভিন্ন অর্থের বাচক বলিয়া উহাদের মধ্যে একবাক্যতা নাই, কিন্তু উহার বিভিন্ন বাক্যই হইতেছে। এইরূপ “আনুর্ঘ্যজেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্” ইত্যাদি স্থলে “কপ্তীর্বাচরতি” অর্থাৎ ‘কপ্ত্’ ধাতুযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে” এই প্রকার বচন থাকায় উহাদের অর্থৈক্য থাকিলেও উহাদিগকে পৃথক পৃথক বাক্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, “কপ্তীর্বাচরতি” এই বিনিয়োগবাক্যে বহু বচন থাকায় ‘কপ্ত্’ ধাতুযুক্ত মন্ত্র যে অনেক, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু “আনুর্ঘ্যজেন কল্পতাম্ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্” ইত্যাদি মন্ত্রকে যদি একটি বাক্য বলা হয়, তাহা হইলে উহা একটি মন্ত্র হইয়া পড়ে। অথচ বিনিয়োগবাক্যে ‘কপ্ত্’ ধাতুযুক্ত বহু মন্ত্রই পাঠ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই কারণে বচনের সামর্থ্যে এ স্থলে বাক্যভেদ অর্থাৎ মন্ত্রভেদ বা যজুর্ভেদ স্বীকার করিতে হয়। এই অধিকরণের প্রয়োজন এবং পূর্ব অধিকরণের প্রয়োজন একই। * ইতি ১৫শ বাক্যভেদাধিকরণ।

অনুষঙ্গে বাক্যসমাপ্তিঃ সর্বেষু তুল্যযোগিত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “অনুষঙ্গঃ”—অনুষঙ্গ অর্থাৎ অধিত পদের পুনরবয়,
 “বাক্যসমাপ্তিঃ”—বাক্যের অর্থাৎ সন্নিহিত সাকাজ্জ বাক্যের সমাপক,
 “সর্বেষু”—সমস্ত শেষী অর্থাৎ প্রধান বাক্যের সহিত, “তুল্যযোগিত্বাৎ”—
 (সেই শেষ অর্থাৎ বাক্যশেষ অর্থাৎ যে পদের অনুষঙ্গ করা হইবে তাহার)
 তুল্যযোগিতা অর্থাৎ যুগপৎ অবয়ব হয় বলিয়া। যে স্থলে পরস্পর-সন্নিহিত
 বহু প্রধান বাক্য একই বাক্যশেষের সাকাজ্জ, তথায় বাক্যশেষের

* বস্তুতঃ পক্ষে এই অধিকরণটি পূর্বাধিকরণের অপবাদস্বরূপ হওয়ার ইহার আর প্রয়োজন পৃথক বক্তব্য নহে; যে হেতু—“আক্ষেপেষপবাদে প্রাপ্ত্যা লক্ষণকর্মণি। প্রয়োজনং ন বক্তব্যং যচ্চ কুদ্বা প্রবর্ততে।” অর্থাৎ “আক্ষেপ স্থলে, (আপত্তি উত্থাপন স্থলে), অপবাদস্থলে, আপত্তিস্থলে, লক্ষণকর্মণে অর্থাৎ কোনও কিছু লক্ষণ বলিতে হইলে এবং ‘কৃৎসিত্তা’ স্থলে (কোনও কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া কিছু বলিবার সময়) প্রয়োজন বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, পূর্বপ্রয়োজনই তথাকার প্রয়োজন।

অনুযুক্তই সেই প্রধান বাক্যগুলির সমাপক, কারণ, সকল বাক্যশেষগুলিই তথায় প্রধান বাক্যের সহিত যুগপৎ (একই সময়ে) অধিত হইতে পারে ।

ভাষ্যভাবার্থ। যজুঃপরিমাণের বিচারের মধ্যে ইহাও বিচার্য যে, যে স্থলে বাক্যশেষসাপেক্ষ পরস্পর সন্নিহিত অনেকগুলি বাক্য আছে, অথচ বাক্যশেষটি একটি বাক্যের অনন্তর একবার মাত্র পঠিত হইয়াছে, তথায় বাক্যশেষটি সবগুলি বাক্যের সহিত অধিত হইয়া বাক্যসমাপ্তি করিবে কি না। যেমন “যা তে অগ্নেহয়াশয়া তনুর্ব্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রংবচো অপাবধীং ভেষং বচো অপাবধীং স্বাহা। যা তে অগ্নে রজাশয়। যা তে অগ্নে হরাশয়া” তৈঃ সং—১।২।১১)। এ স্থলে “যা তে অগ্নেরজাশয়া” “যা তে অগ্নে অয়াশয়া” এবং “যা তে হরাশয়া” এই তিনটি শেষী অর্থাৎ প্রধান বাক্য। আর “তনুর্ব্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং ভেষং বচোঅপাবধীং স্বাহা” এই অংশটি বাক্যশেষ; এবং ইহা “যা তেহগ্নেহয়াশয়া” এই প্রথম বাক্যটির অনন্তর পঠিত হইয়াছে। এ স্থলে সন্দেহ এই যে, উক্ত বাক্যটিকে কি অপর দুইটি সাকাক্ষ বাক্যের সহিত অনুযুক্ত করিয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইবে অথবা কোনও লৌকিক বাক্য শেষের অধ্যাহার করিয়া উহাদের পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে? যে পদ একবার পদান্তরের সহিত অধিত হইয়া নিরাকাক্ষ হইয়াছে, তাহার যে পুনর্ব্বার অস্বয়, তাহার নাম অনুযুক্ত; আর অজ্ঞত পদের যে কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষা সমাপ্তি করা হয়, তাহার নাম অধ্যাহার। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, এ স্থলে “তনুর্ব্বিষ্ঠা” ইত্যাদি “স্বাহা” ইত্যন্ত বাক্যশেষটি “যা তে অগ্নেহয়াশয়া” এই বাক্যের সহিত অধিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বাক্য হইয়াছে। আর প্রথম বাক্যের অনন্তর পঠিত হইয়াছে বলিয়া “তনুর্ব্বিষ্ঠা” ইত্যাদি অংশ তাহারই শেষ হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্য দুইটি সাকাক্ষ হইলেও তাহার সহিত উহার অস্বয় হইতে পারে না, যে হেতু উহা তাহাদের অনন্তর পঠিত হয় নাই। সুতরাং লৌকিক বাক্যশেষের অধ্যাহার করিয়া উক্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যদুইটির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা উচিত।

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে “অনুযুক্তো বাক্যসমাপ্তিঃ” ইত্যাদি। এস্থলে অনুযুক্ত করিয়া সাকাক্ষ-প্রধান বাক্যের আকাঙ্ক্ষাপূরণ করিতে হইবে। ঐ বাক্যশেষটি অল্প বাক্যগুলির সহিতও অধিত হইতে পারে বলিয়া বৈদিকবাক্যে সম্ভবপক্ষে বৈদিক পদেরই অনুযুক্ত করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণ

করিতে হয়, কিন্তু অধ্যাহৃত লৌকিক পদের দ্বারা তাহার পূরণ করিতে নাই। এই জন্ত শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—“বেদেন লৌকিকঃ শেবো ন যুগ্যো নিম্প্রমাণকঃ” অর্থাৎ বৈদিক বাক্যশেষের দ্বারা বৈদিক বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব হইলে লৌকিক বাক্যশেষ (পদের অধ্যাহার) যে বেদবাক্যে গৃহীত হইবে, তাহা হইতে পারিবে না, যে হেতু তাদৃশ লৌকিক বাক্যশেষ গ্রহণ প্রমাণহীন। তবে যে স্থলে আকাঙ্ক্ষা পূরণের যোগ্য বৈদিক বাক্যশেষ কোন প্রকারেও—প্রকরণাদি হইতেও পাওয়া যায় না, তখন তথায় লৌকিক বাক্যশেষের দ্বারাই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হয়। আর প্রথম বাক্যের অনন্তর পঠিত বলিয়া তাহা পরবাক্যের সহিত অধিত হইতে পারে না—পূর্ব-পক্ষীর এই প্রকার যুক্তি অত্যন্ত অসার। কারণ, অনন্তর-পঠিত বা আনন্তর্য্য-পদসকলের অর্থের হেতু নহে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি এবং যোগ্যতাই অর্থের কারণ হইয়া থাকে। এ স্থলে আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আছে বলিয়া এবং ঐ বাক্যশেষটি বুদ্ধি হওয়ায় আধ্যাহার্য পদ অপেক্ষা সন্নিহিত বলিয়া উহা দ্বারাই এ স্থলে পরবর্তী বাক্যের আকাঙ্ক্ষাপূরণ করিয়া সমাপ্তি সাধন করিতে হয়।

এই অধিকরণে বর্ণকান্তর আরচিত করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাও বিচার করিয়াছেন, যে স্থলে প্রধান বাক্যসকল নিরাকাক্ষ অথচ তাহাদের একটির শেষে একটি বাক্যশেষ পঠিত হইয়াছে, তাদৃশ স্থলেও সেই বাক্যশেষটির অনুবঙ্গ করিয়া অন্তান্ত প্রধান বাক্যের সহিত তাহাকে অধিত করিতে হইবে। যেমন—“চিৎপতিত্বা পুনাতু, বাক্পতিত্বা পুনাতু দেবত্বা সবিভা পুনাতুচ্ছিন্নেণ পবিত্রেণ বসোঃ সৃধ্যন্ত রশ্মিভিঃ” (তৈঃ সঃ—১২।১)। এ স্থলে “অচ্ছিন্নেণ পবিত্রেণ বসোঃ সৃধ্যন্ত রশ্মিভিঃ” এই বাক্যশেষটি “দেবত্বা সবিভা পুনাতু” এই প্রধান বাক্যের অনন্তর পঠিত হইলেও পূর্ববর্তী “চিৎপতিত্বা পুনাতু” এবং বাক্পতিত্বা পুনাতু” এই দুইটি বাক্যের সহিতও অনুবঙ্গ করিয়া উহার অর্থ করিতে হইবে। কারণ, এ স্থলে শেষী অর্থাৎ প্রধান বাক্যগুলির আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও “অচ্ছিন্নেণ পবিত্রেণ” ইত্যাদি শেষ বাক্যটিতে করণবিভক্তির প্রাধান্য থাকায় তাহা ক্রিয়া-সাপেক্ষ হইতেছে। আর প্রধান বাক্যস্থ “পুনাতু” এই ক্রিয়া দ্বারা ঐ করণ-বিভক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। অথচ পূর্ববর্তী তিনটি বাক্যেই “পুনাতু” এই একই ক্রিয়া রহিয়াছে। এই কারণে “অচ্ছিন্নেণ পবিত্রেণ” ইত্যাদি বাক্য-শেষটিকে “দেবত্বা সবিভা পুনাতু” এই বাক্যের দ্বারা অন্ত বাক্য দুইটিতেও অনুবঙ্গ করিয়া অর্থ করিতে হইবে; কারণ, উক্ত তিনটি বাক্যেরই “পুনাতু” এই ক্রিয়ার

সহিত করণ বিভক্তিসম্বন্ধিত বাক্যশেষটির যুগপৎ অর্থ হয় হইতে পারে। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “সর্ব্বেষু তুল্যযোগিত্বাৎ”। ইতি ১৬শ অনুবঙ্গাধিকরণ।

ব্যবায়ান্নানুবজ্যতে ॥ ৪৯ ॥ (সিঃ)

অপেক্ষার্থ। “ব্যবায়ং”—ব্যবধান আছে বলিয়া, “ন অনুবজ্যতে”—অনুবঙ্গ করা হয় না। “সং তে বায়ুর্বাতেন গচ্ছতাম্” ইত্যাদি স্থলবিশেষে অনুবঙ্গ করা হয় না, যেহেতু তথায় ব্যবধান রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণের অপবাদরূপে (ব্যতিক্রমরূপে) বিচার করা যাইতেছে—“সং তে বায়ুর্বাতেন গচ্ছতাম্ সমঙ্গানি যজ্ঞত্রৈঃ সংযজ্ঞপতিরাশিষা” (তৈঃ সং—১৩৮) অর্থাৎ “হে পশু ! তোমার প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুর সহিত সঙ্গত হউক; তোমার (হৃদয়াদি) অঙ্গসকল বাগ-বিশেষের সহিত সঙ্গত হউক, এবং যজ্ঞপতি আশীঃসংযুক্ত হউক” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথম বাক্যে পঠিত “গচ্ছতাম্” এই ক্রিয়াটি “সংযজ্ঞপতিরাশিষা” এই অন্তিম বাক্যে অনুবঙ্গ পূর্ব্বক অর্থিত হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে এস্থলেও অনুবঙ্গপূর্ব্বক অর্থ হয় হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন “ন অনুবজ্যতে”—এ স্থলে “গচ্ছতাম্” এই পদটির তৃতীয় বাক্যে অনুবঙ্গ হইতে পারে না; কারণ,—“ব্যবায়ং”—এ স্থলে ব্যবধান রহিয়াছে। এস্থলে দ্বিতীয় বাক্যে “অঙ্গানি” এই কর্তৃপদটি বহুবচনান্ত থাকায় ক্রিয়াপদটিকে বিপরিণাম করিয়া “গচ্ছন্তাম্” এই প্রকারে বহুবচনান্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। আর ঐ “গচ্ছন্তাম্” ক্রিয়াটি বহুবচনান্ত ক্রিয়ার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার বুদ্ধি দ্বারা সন্নিহিত হয় না। আর সেই কারণে উহা পরবাক্যে অনুবঙ্গপূর্ব্বক অর্থিত হইতে পারিবে না; কিন্তু এ স্থলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে উপযুক্ত বাক্যশেষের অধ্যাহার করিতে হইবে। ইতি ১৭শ ব্যবতান্নানুবঙ্গাধিকরণ।

ইতি মীমাংসা-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

শব্দান্তরে কৰ্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “শব্দান্তরে”—ধাতুভেদে, “কৰ্মভেদঃ”—কৰ্মভেদ অর্থাৎ ভাবনার ভেদ হয়, “কৃতানুবন্ধত্বাৎ”—যেহেতু (ধাত্বর্থের দ্বারা ভাবনার) অনুবন্ধ অর্থাৎ অবচ্ছেদ করা হইয়াছে। অপৰ্য্যায়ধাতুভেদ শ্রুত হইলে তদ্বারা ভাবনার ভেদ হইয়া থাকে, যেহেতু ধাত্বর্থের দ্বারা ভাবনার অবচ্ছেদ (ইয়ত্তানির্দেশ) করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমের ধর্মের বিষয় বস্তব্য হইতেছে। আর ধর্মের স্বরূপভেদ ভাবনাভেদের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই কারণে ধর্মের স্বরূপভেদ নিরূপণ করিতে হইলে ভাবনাভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। যদিও এই অধ্যায়ের প্রথম পাদ হইতেই ভাবনাভেদ নিরূপণ করা উচিত ছিল, তথাপি অপূর্বের ভেদই ভাবনাভেদের ফল বলিয়া প্রথমতঃ অপূর্বের স্বরূপাদি প্রতিপাদন করা উচিত। এই কারণে প্রথমপাদে অপূর্বের স্বরূপ এবং ভেদ প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে ও অনুপ্রসঙ্গে অপরাপর বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। এইবার ভাবনার ভেদ অর্থাৎ ধর্মের (বাগাদি কর্মের) ভেদ বলা হইতেছে।

শ্রুতিমধ্যে একই প্রকরণে অপৰ্য্যায়-ধাতুনিষ্পন্ন অর্থাৎ যে সমস্ত ধাতু অর্থতঃ ও স্বরূপতঃ বিভিন্ন, তাহাদের উত্তর বিহিত যে সমস্ত আখ্যাত আছে, তাহাই এ স্থলে উদাহরণ। যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে—“সোমেন যজ্ঞেত,” “দাক্ষিণানি জুহোতি,” “হিরণ্যমাক্রেয়ায় দদাতি” ইত্যাদি বাক্যে ‘যজ্ঞেত’, ‘জুহোতি’ এবং ‘দদাতি’ প্রভৃতি স্থলে যজ্., হু, দা প্রভৃতি অপৰ্য্যায় ধাতুর উত্তর যে সমস্ত আখ্যাত আছে, সেইগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবনার বাচক কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এ স্থলে ‘যজ্.’, ‘হু’ এবং ‘দা’ প্রভৃতি ধাতু ভিন্ন হইলেও সবগুলিরই উপর যে আখ্যাত (ভিত্ত

বিভক্তি) শ্রুত হইতেছে, তাহা অভিন্ন বলিয়া প্রতি ধাতুতে ভাবনাভেদ হইতে পারে না, কারণ, ধাত্বর্থ ভাবনার বাচক নহে, কিন্তু আখ্যাতই ভাবনার বাচক। অতএব এস্থলে তিনটি ভাবনা হইতে একটি অপূর্ব হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“শব্দান্তরে কস্মভেদঃ”—এ স্থলে ‘যজ্ঞেত’, ‘জুহোতি’ এবং ‘দদাতি’ প্রভৃতি শব্দের (ধাতুর) ভেদ থাকায় ভাবনারও ভেদ অবশ্যই হইবে; কারণ—“কৃতানুবন্ধত্বাৎ”—ধাত্বর্থের দ্বারাই ভাবনার অনুবন্ধ অর্থাৎ অবচ্ছেদ করা হইয়াছে—ধাত্বর্থই ভাবনার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ ধাত্বর্থের দ্বারাই ভাবনা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) হইয়া থাকে। আর এ স্থলে ধাত্বর্থ বিভিন্নই হইতেছে। আখ্যাত অভিন্ন বলিয়া ভাবনাভেদ হইতে পারে না, এই প্রকার উক্তি যুক্তিসহ নহে; কারণ, অনেক ধাতুর উত্তর যে একটি আখ্যাত প্রত্যয় একবারমাত্র প্রযুক্ত হইবে, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা ব্যাকরণের নিয়ম নহে। সুতরাং প্রত্যেক ধাতুর উত্তর স্বতন্ত্র ভাবের এক একটি আখ্যাত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় বলিয়া এক একটি বিশেষ বিশেষ ধাতুর দ্বারা উপরক্ত হওয়ার উহার অভিন্নই হইতেছে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধাত্বর্থের দ্বারা উপরক্ত বিভিন্ন আখ্যাত হইতে বিভিন্ন ভাবনারই প্রতীতি হইবে। অতএব এ স্থলে যাগ, দান এবং হোমের ভাবনা পরস্পর বিভিন্নই হইতেছে বলিয়া সবগুলি হইতে যে কেবলমাত্র একটি অপূর্ব জন্মিবে, তাহা নহে, কিন্তু তিনটি অপূর্বই জন্মিবে। ইতি ১ম শব্দান্তরাধিকরণ (অঙ্গাপূর্বভেদাধিকরণ)।

একশ্রেণং পুনশ্রুতির বিশেষাদনর্থকং হি স্মৃৎ ॥২॥ (সিঃ)

অঙ্গান্তরার্থ। “একশ্রু”—একই ধাতুর, “পুনঃশ্রুতিঃ”—শ্রুতিমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ, “এবং”—এইরূপ অর্থাৎ ‘শব্দান্তরের’ দ্বারা “স্মৃৎ”—হয় অর্থাৎ ভাবনাভেদ প্রকাশক হয়, “অবিশেষাৎ”—যেহেতু (তাহাতে ‘দগ্না জুহোতি’ ইত্যাদি স্থলের দধি প্রভৃতির দ্বারা বিধেয়গত কোনও) বিশেষত্ব নাই, “অনর্থকং হি”—অতথা তাহা অনর্থকই হয়।

ভাব্যভাবার্থ। যে স্থলে একই প্রকরণে শ্রুত ধাত্বর্থের ভেদ নাই, অথচ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, তথায় পূর্ব অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে ভাবনার

ভেদ হইতে পারে না। এই জন্য তাহারও বিচার করিয়া বলিতেছেন যে, তাদৃশ স্থলেও ভাবনার ভেদ হইবে। যেমন দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে “সমিধো যজতি, তনুনপাতং যজতি, ইড়ো যজতি, বর্হিযজতি, স্বাহাকারং যজতি” (তৈঃ সং—২।৬।১) ইত্যাদি স্থলে একই ‘যজি’ ধাতু আখ্যাতযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এখানে যখন ধাতুভেদ নাই এবং প্রত্যয়ও অভিন্ন, তখন ভাবনাভেদও হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “একত্র পুনঃশ্রুতিঃ এবং শ্রাৎ”—একই ধাতু যখন আখ্যাতযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়াছে, তখন এ স্থলেও অবশ্যই ভাবনার ভেদ হইবে; কারণ,—“অনর্থকং হি”—তাহা না হইলে পুনঃ পুনঃ পঠিত শব্দগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাতে পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, অশ্রুত বাক্যগুলির দ্বারা পূর্বপ্রাপ্ত বাগের অনুবাদপূর্বক ‘তনুনপাতং’ প্রভৃতি দেবতা অথবা দ্রব্যরূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া একই ধাতু পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলেও নিরর্থক হইবে না, যেহেতু, তাহা দেবতাবিধিরূপ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে; তাহা হইলে বলিব, এস্থলে দেবতার বিধান হইতে পারে না, যে হেতু চতুর্থীবিভক্তি কিংবা তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা দেবতার বিধান হয়; কিন্তু এখানে তাহার কোনটিই নাই। আর দ্রব্যের বিধান যে হইবে, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এস্থলে তৃতীয়া বিভক্তিয়ুক্ত কোনও পদ শ্রুত হয় না, যে হেতু “দগ্না জুহোতি” ইত্যাদি স্থলে তৃতীয়ান্তপদের দ্বারাই দ্রব্যরূপ গুণের বিধান করা হইয়া থাকে। আরও এখানে ‘যজতি’ পদের বিধিষ ‘ঈত’ প্রত্যয়শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া তাহা শ্রোত, কিন্তু উহার অনুবাদত্ব প্রকরণলভ্য বা সন্নিধিসিদ্ধ। আর শ্রুতি প্রকরণ অথবা সন্নিধি অপেক্ষা প্রবল বলিয়া এস্থলে অনুবাদ হইতে পারে না। অতএব “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদির শ্রায় “সমিধো যজতি, তনুনপাতং যজতি” প্রভৃতি বাক্যবিহিত ‘সমিধ্’, ‘তনুনপাতং’ প্রভৃতি গুলি বিভিন্ন কর্মেরই নামধেয়। আর যজতি পদের অভ্যাস হইতে এখানে কর্মভেদ বা ভাবনাভেদই প্রকটিত হইতেছে। ইতি ২য় অভ্যাসাধিকরণ (সমিদাতপূর্বভেদাধিকরণ)।

প্রকরণং তু পৌর্ণমাস্তাং রূপাবচনাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ—“পৌর্ণমাস্তাং”—পৌর্ণমাসীশব্দোপলক্ষিত বিঘ্নদ্ব্যাক্যে (য এবং বিধান ইত্যাদি বাক্যে), “প্রকরণং তু”—প্রকৃত (আরম্ভ) কর্ম-

২৮৮

মৌমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

সমূহই হইবে, “রূপাবচনাৎ”—যে হেতু (তথায় যাগের) রূপ অর্থাৎ দ্রব্য এবং দেবতার বচন (উল্লেখ) নাই। “য এবং বিদ্বান্” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত (পূর্বোপদিষ্ট) কণ্ঠেরই বিষয় বলা হইয়াছে, কিন্তু কোনও যাগের বিষয় বলা হয় নাই, যে হেতু তথায় যাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা, তাহার উল্লেখ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়ার অভ্যাসে (আবৃত্তিতে) অপূর্বের (কণ্ঠের) ভেদ হয়। এক্ষণে তাহার অপবাদ অর্থাৎ ব্যতিক্রম দেখাইতেছেন। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে—“যদাগ্নেয়োহষ্টাকপালোহমাস্ত্রায় পৌর্ণমাসাং চাচ্যতো ভবতি। তাবক্রতামগ্নীষোমাবাজ্যন্তৈব নাবুপাংশু পৌর্ণমাসাং যজ্ঞন্। তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে প্রাষছৎ। ঐন্দ্রং দধ্যমাবাস্ত্রায়মৈন্দ্রং পরয়োহমাবাস্ত্রায়াম্” এই বচনে ‘আগ্নেয়’, ‘উপাংশুযাজ’, ‘অগ্নীষোমীয়’, ‘আগ্নেয়’, ‘ঐন্দ্রদধি’ এবং ‘ঐন্দ্রপয়ঃ’ এই ছয়টি যাগের বিধান করিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে—“য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজ্ঞতে, য এবং বিদ্বানমাবাস্ত্রাং যজ্ঞতে” (তৈঃ সং—২।৬।৯) অর্থাৎ ‘যে এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসী যাগ করে, যে এইরূপ জানিয়া অমাবস্তা যাগ করে।’ এস্থলে সংশয় এই যে, পূর্বঅধিকরণের দ্বারা এখানেও কি “পৌর্ণমাসীং যজ্ঞতে” এবং “অমাবাস্ত্রাং যজ্ঞতে” এই বচনের দ্বারা বিভিন্ন কণ্ঠের বিধান করা হইয়াছে অথবা “য এবং বিদ্বান্” ইত্যাদি দুইটি বাক্যে “যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বচন বিহিত ছয়টি যাগেরই অনুবাদ করা হইয়াছে ?

এই প্রকার সংশয় হইলে সিদ্ধান্তবাদীর মত উল্লেখ করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে “প্রকরণং তু পৌর্ণমাস্ত্রাম্” ইত্যাদি। এ স্থলে “য এবং বিদ্বান্” ইত্যাদি বিদ্বদ্বাক্যে (বিদ্বন্ শব্দঘটিত বাক্যে) পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তাসংযুক্ত প্রকরণপ্রতিপাদ আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগেরই অনুবাদ করা হইতেছে ; কিন্তু কোনও নূতন যাগের বিধান করা হয় নাই। কারণ, “রূপাবচনাৎ”—এস্থলে যাগের রূপ উল্লিখিত হয় নাই। আর রূপবিহীন যাগের বিধান স্বীকার করিলে বিধিটি অনর্থক হইয়া পড়ে, যে হেতু দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটি যাগের রূপ। আর দ্রব্য এবং দেবতা না থাকিলে যাগ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কারণ, দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগই যাগ বলিয়া দ্রব্য এবং দেবতা না থাকিলে যাগ হইতে

২য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

২৮৯

পারে না। সুতরাং ইহা প্রকৃত (প্রকরণপ্রতিপাদ্য) ছয়টি বাগের অনুবাদ। আর 'পৌর্ণমাসী' এবং 'অমাবস্তা' এই দুইটি শব্দ যথাক্রমে 'আগ্নের', 'অগ্নীষোম' ও 'উপাস্ত' এবং 'আগ্নের', 'ঐন্দ্রদধি' ও 'ঐন্দ্রপয়ঃ' এই তিনটি তিনটি বাগের সমুদায়ের (সমষ্টির) অনুবাদবচন বলিয়া উহাদের উত্তর বিহিত একবচনের বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে।

বিশেষদর্শনাচ্চ সর্বেষাং সমেষু হ্যপ্রবৃত্তিঃ স্মৃতাঃ ॥৪॥

অক্ষরার্থ। “বিশেষদর্শনাৎ চ”—বিশেষদর্শন আছে বলিয়াও, “সর্বেষাম্”—ইহা পূর্বোপদিষ্ট সকল যাগগুলিরই অনুবাদ, “সমেষু” সকল-গুলি যদি সম অর্থাৎ প্রধান হয় (তাহা হইলে), “অপ্রবৃত্তিঃ স্মৃতাঃ”—অপ্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ অতিদেশের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে অনুবাদ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“বিশেষদর্শনাৎ চ সর্বেষাম্”—বিশেষ দৃষ্ট হয় বলিয়াও ইহা পূর্বোপদিষ্ট সকল যাগগুলির অনুবাদ। যদি বলা হয়, অনুবাদ না হইলে দোষ কি? তাহা হইলে বলিব—“সমেষু হি অপ্রবৃত্তিঃ স্মৃতাঃ”—এই দুটি যদি স্বতন্ত্র কর্ত্ত্ব হয়, তাহা হইলে সন্নিধি পঠিত ‘আবার’, ‘আজ্যভাগ’ প্রভৃতি সকলগুলিই সমানভাবে প্রধান হইয়া পড়ে। আর সকলগুলিই যদি সম অর্থাৎ সমান হয়, তাহা হইলে তাহা ইতিকর্ত্তব্যতা নহে বলিয়া তাহার অতিদেশ হইতে পারে না; অথচ “প্রযাজে প্রযাজে কৃষ্ণলং জুহোতি” ইত্যাদি বচনের দ্বারা সৌর্যাদি বিকৃতি স্থলে প্রযাজের অতিদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাহা প্রধান অর্থাৎ সাধন হয়, তাহার অতিদেশ হইতে পারে না। যে হেতু বিকৃতিস্থলে কথস্তাবের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতারই অতিদেশ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহা প্রধান—বাহা সাধন, তাহা দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না বলিয়া—তাহার অতিদেশ হইতে পারে না। অতএব সন্নিধি পঠিত প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতিগুলি প্রধান নহে

গুণস্তু শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “গুণঃ”—গুণ অর্থাৎ দ্রব্যদেবতারূপ গুণ, “তু” পক্ষপরিবর্তনহৃচক, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শব্দের সহিত

সংযোগ (সম্বন্ধ) আছে বলিয়া। যে হেতু পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শব্দের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া “বদাঘ্নেয়ঃ” এই বাক্যবিহিত গুণ লব্ধ হয়, এই কারণে “য এবং বিধান” ইত্যাদি বাক্যে স্বতন্ত্র দুইটি কণ্ঠের বিধান করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর মতানুসারে ‘পৌর্ণমাসী’ এবং ‘অমাবস্তা’ এই শব্দ দুইটিকে অনুবাদ বলিয়া স্থির করা হইলে কেহ পূর্বপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, উহা অনুবাদ নহে, কিন্তু বিধি। আর রূপ (দ্রব্য দেবতা) নাই বলিয়া বিধি হইতে পারে না, এই প্রকার আপত্তি অকিঞ্চিৎকর, কারণ—“গুণস্ত জ্ঞাতি-সংযোগাৎ”—এস্থলে “বদাঘ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” এই বাক্যান্তরের দ্বারা অগ্নি নামক দেবতা এবং অষ্টাকপালরূপ (আটটি কপালে সংস্কৃত পুরোডাশরূপ) দ্রব্য এই দুই প্রকার গুণ পাওয়া যাইতেছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

চোদনা বা গুণানাং যুগপচ্ছাভ্রাচ্ছোদিতো হি তদর্থত্বান্তস্ত
তস্তোপদিশ্যেত ॥ ৬ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনা”—কর্শোৎপত্তিবিধি, “বা”—পূর্বপক্ষনিরা-
সার্থক, “গুণানাং যুগপচ্ছাভ্রাৎ”—গুণসকলের যুগপৎ শাস্ত্র (শাসন অর্থাৎ
উপদেশ) আছে বলিয়া অর্থাৎ একটি বচনের দ্বারা অনেক গুণের বিধান
করা হইয়াছে বলিয়া, “হি”—যে হেতু, “চোদিতো”—পূর্ব উপদিষ্ট অর্থাৎ
প্রাপ্তকর্মে, “তদর্থত্বাৎ”—(গুণসকল) তদর্থ অর্থাৎ প্রধানের জ্ঞাত বলিয়া,
“তস্ত তস্ত”—প্রত্যেক গুণের বিষয়, “উপদিশ্যেত”—পৃথক্ পৃথক্ বাক্যের
দ্বারা উপদিষ্ট হইত। “আঘ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যে গুণের উপদেশ
করা হয় নাই, কিন্তু উহা অপূর্ববিধি (কর্শোৎপত্তিবিধি), যে হেতু অনেক-
গুণ যুগপৎ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি গুণবিধি হইত, তাহা হইলে
প্রত্যেক গুণের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিধির দ্বারা উপদেশ থাকিত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, “যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি বাক্যান্তরের দ্বারা দ্রব্যদেবতারূপ গুণের বিধান থাকায় “য এবং বিধান” ইত্যাদি বিদ্বদ্বাক্য অনুবাদ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র কর্ণেরই বিধায়ক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “চোদনা” বা—“যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি প্রতিবাক্য কর্ণচোদনা অর্থাৎ উহার দ্বারা আগ্নেয় প্রভৃতি অপূর্ব (পূর্বে অপ্রাপ্ত অনুপদিষ্ট) কর্ণের বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু “যৎ আগ্নেয়ঃ” ইত্যাদি বাক্য গুণবিধি নহে। কারণ—“গুণানাং যুগপৎ শাস্ত্রাৎ”—যেহেতু একসঙ্গে বহু গুণের শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাপ্তি হইতেছে। আর যে কর্ণ বচনান্তরের দ্বারা বিহিত, তাহাতে অল্প বচনের দ্বারা একসঙ্গে অনেক (একাধিক) গুণের বিধান হইতে পারিবে না; কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যে স্থলে অপ্রাপ্ত কর্ণ বচনের দ্বারা বিহিত হয়, তথায় অনেক (একাধিক) গুণবিশিষ্ট একটি ভাবনাই বিহিত হইয়া থাকে। আর বিশেষণের বিধান বিনা বিশিষ্টের বিধি উপপন্ন হয় না বলিয়া দ্রব্যগুণাদি বিশেষণগুলি অনেক (একাধিক) হইলেও একই প্রবৃত্তে অর্থাপত্তিবলে তাহাদের বিধি সিদ্ধ হয়। কিন্তু তথায় প্রত্যেক গুণের বিধানের জন্য বাক্যের আবৃত্তি করিতে হয় না। এই কারণে অপ্রাপ্ত কর্ণে অনেক (একাধিক) গুণের বিধান দোষাবহ নহে। এই জন্য অত্রত্য তদ্ব্যবস্তিকমধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—“অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহুবোহপ্যেকষত্বতঃ।” পক্ষান্তরে—প্রাপ্তকর্ণে যদি অনেক গুণের বিধান করা হয় অর্থাৎ যে স্থলে প্রধান কর্ণ বচনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত আর অল্প বচনের দ্বারা তাহাতে গুণের বিধান করা হয়, তথায় অনেক (একাধিক) গুণের বিধান হইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ স্থলে ভাবনা বিহিত হইতেছে না, যে হেতু তাহা পূর্বেই অল্প বচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু তথায় গুণেরই বিধান করা হইতেছে। আর কেবলমাত্র গুণেরই বিধান করা হইতেছে বলিয়া সেখানে বিশিষ্ট বিধি নাই। আর বিশিষ্ট বিধি নাই বলিয়া বিশেষণগুলির যে অর্থাপত্তিবলেই বিধি হইবে, তাহাও হইতে পারে না। সুতরাং এক একটি গুণের বিধানের জন্য এক একটি বাক্য কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে বাক্যভেদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ, তথায় একটি বিধায়ক বাক্যই শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে স্থলে গুণসকল যে পরস্পরবিশিষ্ট হইয়া বিহিত হইবে, ইহাও বলা যায় না; যে হেতু, গুণসমূহ একটি প্রধানেরই বিশেষণ হয়—একটি প্রধানই অনেক (একাধিক) গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়, কিন্তু গুণসকল পরস্পর বিশিষ্ট হইতে পারে না। ইহা অগ্রে “গুণানাং চ পরার্থত্বাৎ

অসম্বন্ধঃ সম্বন্ধঃ" (৩।১।২২ হু) এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব বাক্যভেদ হয় বলিয়া প্রাপ্ত কর্ণে অনেক (একাধিক) গুণের বিধান হইতে পারে না। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ বাক্যের দ্বারা এক একটি গুণের উপদেশ করিতে হয়। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে—“চৌদ্বিধে হি তদর্থহাং তস্ত তস্ত উপদিগ্ধেত।” এইজন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—“প্রাপ্তে কর্ণনি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ”। সুতরাং “বদাগ্নেয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অগ্নি দেবতা এবং অষ্টাকপাল পুরোডাশ দ্রব্য—এই দুইটি গুণের বিধান হইবে, তাহা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব বাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা, তাহা না থাকায় এস্থলে বিদ্বৎবাক্যবোধিত পৌর্নমাসী এবং অমাবস্তা নামক কর্ণের বিধান হইতে পারে না। ইতি আপত্তির উত্তর।

ব্যপদেশশ্চ তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। “তদ্বৎ”—প্রধানবৎ অর্থাৎ প্রধানের ত্রায়, “ব্যপদেশঃ চ”—ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখও (আছে)। আগ্নেয়াদি গুণ হইতে পারে না, যে হেতু শাস্ত্রে ঐগুলির অর্থাৎ আগ্নেয়াদি তিনটির প্রধানের ত্রায় উল্লেখ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয়াদি বাক্যে যে গুণবিধি হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন। “উপ্রাণি হ বা এতানি হবীংবি, অমাবস্তায়ঃ সন্নিয়ন্তে, আগ্নেয়ঃ প্রথমঃ; ঐন্দ্রে উত্তরে” এই ঋতিবাক্যে আগ্নেয়াদিগুলিকে (তিনটিকে) উগ্র অর্থাৎ প্রধান বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কল্পনা অনুসারে গুণবিধি স্বীকার করিলে এই প্রত্যক্ষঋতিবোধিত প্রধানতা বাধিত হয়। আরও, আগ্নেয়াদিগুলি যদি গুণবিধি হয়, তাহা হইলে উহাদের বিকল্প হইয়া পড়ে। আর বিকল্প হইলে পক্ষে অপ্রাপ্তিই ঘটয়া থাকে। অথচ ঋতিমধ্যে “আগ্নেয়ঃ প্রথমঃ ঐন্দ্রে উত্তরে ঘে” এই প্রকারে পৌর্কপার্শ্বের ব্যপদেশ (উল্লেখ) রহিয়াছে বলিয়া উহাদের পক্ষে অপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ উহাদের বিকল্প হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প হইলে পক্ষে অপ্রাপ্ত হয় বলিয়া পূর্কপার্শ্বভাবে আর অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কারণেও আগ্নেয়াদি বাক্যে গুণবিধি হইতে পারে না।

২য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

২৯৩

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যেহেতু (সমুচ্চয়বোধক) লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন দৃষ্ট হয়, “চ”—এবং বা আর।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয়াদি বাক্যে গুণের বিধান হইলে বিকল্প হইয়া পড়ে। অথচ “চতুর্দশ”পৌর্ণমাস্যামাহতরো হুয়ন্তে জ্যৈষ্ঠদশমাবশ্যাম্” এই ঋতিবচনে দ্রব্যাহতির সমুচ্চয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আগ্নেয়াদি বাক্যে গুণের বিধান হইতে পারে না। সূত্ররঃ “য এবং বিধান” ইত্যাদি বাক্যে অপূর্ব (অপ্রাপ্ত) কর্ণের বিধান হইতে পারে না, কিন্তু উহা পূর্বোপদিষ্ট কর্ণেরই অনুবাদ। ইতি ৩য় পৌর্ণমাস্যবিকরণ (আঘারাদি এবং আগ্নেয়াদির অঙ্গাদিভাববিকরণ)।

পৌর্ণমাসীবহুপাংশুযাজঃ স্তাৎ ॥ ৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “পৌর্ণমাসীবৎ”—পৌর্ণমাসীর স্তায় অর্থাৎ পূর্বাধিকরণোক্ত বিবদবাক্যের ‘পৌর্ণমাসীম্’ এই পদের স্তায়, “উপাংশুযাজঃ স্তাৎ”—উপাংশুযাজ হইবে অর্থাৎ “উপাংশুযাজমন্তরা যজতি” এই ঋতিবাক্যে যে উপাংশুযাজ নামক যাগ প্রতীত হইতেছে, তাহাও পৌর্ণমাসী যাগের স্তায় হইবে অর্থাৎ পৌর্ণমাসী যাগের স্তায় তাহাও স্বতন্ত্র যাগ নহে, কিন্তু অনুবাদ মাত্র। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে সমুদারানুবাদ দেখান হইয়াছে। এক্ষণে পর পর তিনটি অধিকরণে তাহারই অপবাদ (অন্তথাভাব) দেখাইতেছেন। প্রথমমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “জামি বা এতদ্ যজন্ত ক্রিয়তে বদয়কৌ পুরোডাশাবুপাংশুযাজমন্তরা যজতি। বিষ্ণুকপাংশু যষ্টব্যোহজামিষায়। প্রজাপতিরূপাংশু যষ্টব্যোহজামিষায়। অগ্নীবোমাবুপাংশু যষ্টব্যবজামিষায়” (তৈঃ সঃ—২।৬।৬) অর্থাৎ ইহা যজ্ঞে জামি অর্থাৎ আলম্রকর হইয়া থাকে। যে হেতু পরপর নিরন্তরভাবে দুইটি পুরোডাশ (সাধ্যকর্ম) করা হয়। অতএব মধ্যে উপাংশুযাজ করিবে। অজামিতার জন্ত অর্থাৎ বাহাতে জামিতা (আলম্র) না হয়,

তজ্জন্ত উপাংশু অর্থাৎ নিঃশব্দে বিষ্ণুর বাগ (পূজা) করিতে হয়, অজ্ঞামিতার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপতির বাগ করিতে হয় এবং অজ্ঞামিতার জন্ত অগ্নীবোম দেবতার বাগ করিতে হয়—এইরূপ একটি বাক্য পাঠিত হইয়াছে। এস্থলেও কি, ‘যজতি’র দ্বারা একবার এবং ‘যষ্টব্যে’র দ্বারা তিনবার মোট চারিবার ধাত্বর্থের অভ্যাস ইওয়ার চারিটি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম হইবে অথবা এস্থলের “উপাংশুভাজম্ অন্তরা যজতি” এই বাক্যবোধিত “উপাংশুভাজ” নামক কর্মটি পূর্বাধিকরণের ‘পৌর্ণমাসী’ নামক কর্মের জ্ঞায় অনুবাদ হইবে এবং “বিষ্ণুরূপাংশু যষ্টব্যঃ” ইত্যাদি তিনটি বাক্যে তিনটি বাগের বিধান হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“পৌর্ণমাসীবৎ উপাংশুভাজঃ শ্রাৎ” অর্থাৎ “উপাংশুভাজম্ অন্তরা যজতি” এই বাক্যের ‘উপাংশুভাজ’টি স্বতন্ত্র কর্ম নহে, কিন্তু পূর্বাধিকরণোক্ত ‘পৌর্ণমাসী’ পদ যেমন অনুবাদ, ইহাও সেইরূপ অনুবাদ। আরও উপাংশুভাজ এই শব্দটি নামধেয়ের জ্ঞায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্ত ইহা অনুবাদ। অপি চ—পৌর্ণমাসীশব্দ যেমন অনুবাদ, উহাও সেইরূপ পরবর্তী “বিষ্ণুরূপাংশু যষ্টব্যঃ” ইত্যাদি তিনটি বাক্যে যে তিনটি বাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাদেরই সমুদায়ের অনুবাদ। কারণ, এখানে দ্রব্য এবং দেবতা না থাকায় বাগটি রূপহীন হইয়া পড়িতেছে। আরও “উপাংশুভাজমন্তরা যজতি” এই বাক্যে বিধায়ক আখ্যাতও নাই; যেহেতু ‘যজতি’ পদটি লটলকারের বলিয়া উহার দ্বারা বিধি বোধিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে পরবর্তী তিনটি বাক্যে ‘যষ্টব্য’ এই পদে ‘তব্য’ প্রত্যয় থাকায় তাহার বিধায়কত্ব বুঝাইতেছে; কারণ, লিটলকারের জ্ঞায় ‘তব্য’ প্রত্যয়ও বিধি বুঝাইয়া থাকে। ইতি পূর্বপক্ষ।

চৌদনা বাহপ্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (সিঃ

অক্ষরার্থ। “চৌদনা”—কর্মোৎপত্তিবিধি, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিবারণক, “অপ্রকৃতত্বাৎ”—প্রকৃত অর্থাৎ পূর্ববোধিত বাগ নাই বলিয়া। উপাংশুভাজবাক্য কর্মোৎপত্তিবিধি—অর্থাৎ উহার দ্বারা ‘উপাংশুভাজ’ নামক একটি স্বতন্ত্র কর্মেরই বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু উহা অনুবাদ নহে, যে হেতু, পূর্বে কোনও কর্মের বিধান নাই (বাহার অনুবাদ হইতে পারে)। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে-
 ছেন—“চোদনা বা”—বিষয়বাক্যপঠিত পৌর্ণমাসী শব্দের দ্বারা “উপাংগুবাঙ্গমস্তরা
 বজ্জতি” এই বাক্যের “উপাংগুবাঙ্গ” অনুবাদ হইতে পারে না, কিন্তু উহাকে
 অপূর্ব (অপ্রাপ্ত) কর্তৃই বলিতে হয়। কারণ,—“অপ্রকৃতত্বাৎ”—এখানে
 কোনও প্রকৃত কর্তৃ নাই অর্থাৎ এস্থলে পূর্বে কোনও অপ্রাপ্ত কর্তৃ বচনান্তরের
 দ্বারা বিহিত হয় নাই, ইহা যাহার অনুবাদ হইতে পারে। “বিষ্করুপাংগু যষ্টব্যঃ”
 ইত্যাদি বাক্য যদি বিধি হইত, তাহা হইলে অন্তরাবাক্যকে (‘উপাংগুবাঙ্গমস্তরা
 বজ্জতি’ এই বাক্যকে) অনুবাদ বলা যাইত। কিন্তু “বিষ্করুপাংগু” ইত্যাদি বাক্য
 বিধি নহে। কারণ, আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে কৃত) এবং অগ্নীষোমীর
 (অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশ্যে কৃত) দুইটি পুরোডাশ যদি নিরন্তরভাবে করা
 হয়, তাহা হইলে একই ক্রিয়া নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া জামিতা
 (আলস্ত্র বা একঘেরেমি) হইতে পারে, ইহা বাক্যের আরম্ভেই “জামি বা
 এতৎ” ইত্যাদি অংশে বলা হইয়াছে। আর তাহারই পরিহারের জন্য মাঝখানে অত্র
 একটি কর্তৃর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহা হইলে আর নৈরন্তর্য্যদোষ হইবে না।
 আর উপাংগু বাজ্জতি সেই অন্তরালে অনুষ্ঠের বলিয়া অন্তরালগুণ-বিশিষ্ট কর্তৃ।
 কিন্তু “বিষ্করুপাংগু” ইত্যাদি বাক্য অন্তরালগুণবিশিষ্ট নহে বলিয়া তদ্বারা অত্র
 কর্তৃর বিধান হইতে পারে না; যেহেতু, তাদৃশ কর্তৃর দ্বারা জামিতাদোষের
 প্রতিকার হইতে পারে না। এই কারণে, ‘অন্তরা বাক্যটি’ কেই বিধি বলিতে হয়
 অর্থাৎ উপাংগুবাঙ্গই বিষয়ের অপূর্ব কর্তৃ। আর এ স্থলে “বজ্জতি” এই যে
 আখ্যাত, ইহা লট লকার নহে, কিন্তু ‘লেট্’ নামক পঞ্চম লকার;—উহা
 লিঙেরই সমানার্থক। এই কারণে এ স্থলে বিধিবিভক্তি নাই বলিয়া
 উপাংগু বাঙ্গ বিষয়ের নহে, এরূপ আপত্তি সমীচীন নহে। অতএব “উপাংগু-
 বাঙ্গমস্তরা বজ্জতি” এই বাক্যটি অর্থবাদ নহে, কিন্তু বিধি। আর ‘অন্তরা বাক্য’টি
 যদি বিধি হয়—উহার দ্বারা যদি অন্তরালগুণ এবং উপাংগুযবিশিষ্ট একটি অপূর্ব
 কর্তৃ বিহিত হয়, তাহা হইলে “বিষ্করুপাংগু” ইত্যাদিকে অর্থবাদই বলিতে হয়।

যদি বলা হয়, উহাদিগের দ্বারা ‘বিষ্কু’ প্রভৃতি দেবতারূপ গুণের বিধান করা
 হইয়াছে, এরূপও ত বলা চলে, আর তাহা বলিলে উহাদের অর্থবাদতা স্বীকার
 করিতে হয় না; তাহা হইলে বলিব, “জামি বা এতদ্ বজ্জন্ত ক্রিয়তে” ইত্যাদি
 হইতে আরম্ভ করিয়া “অগ্নীষোমাবুপাংগু যষ্টব্যাবজ্জামিষায়”—এই পর্য্যন্ত সমগ্র
 অংশটি একটি মহাবাক্য;—কারণ, দুইটি পুরোডাশ নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যে

জামিতা (একঘেয়েমি) হয়, তাহার প্রতীকার করিবার জন্তই এই বাক্যের উপক্রম বা প্রবৃত্তি। আর “অগ্নীবোমৌ উপাংশু যষ্টব্যো অজামিতায়” এই অন্তিম বাক্য পর্যন্ত অংশে সেই জামিতাদোষেরই বিষয় বলা হইয়াছে। এই কারণে ঐ সমগ্র অংশটির মধ্যে একবাক্যতা রহিয়াছে। আর উহাদের মধ্যে একবাক্যতা রহিয়াছে বলিয়াই (অনেকগুলি) বিধেয় উহার বিষয় হইতে পারে না অর্থাৎ উহার দ্বারা একটির অধিক কর্ম বিহিত হইতে পারে না, যেহেতু, তাহাতে বাক্য-ভেদ দোষ হইয়া পড়ে। অথচ ‘অন্তরা’বাক্যের দ্বারা অন্তরালঙ্ঘ এবং উপাংশুবিশিষ্ট যে একটি কর্মের বিধান করা হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সব অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং “বিষ্ণুরূপাংশু” ইত্যাদি বাক্যকেই অর্থবাদ বলিতে হয়। আর এ স্থলে অর্থবাদের দ্বারা—“উপাংশুবাজ এমন প্রশস্ত যে, ইহাতে বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নীবোম দেবতার পূজা (বাগ) করা হয়”—এই প্রকার প্রশংসা কথিত হইয়াছে। এ স্থলে উপাংশু যাজে দ্রব্য দেবতারূপ গুণ না থাকার উহা রূপহীন হইতেছে বলিয়া উহার বিধান হইতে পারে না, এই প্রকার আপত্তি করা সম্ভব হইবে না; কারণ, এ স্থলে উপাংশু যাজে শাখাভেদে বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নীবোম এই তিন জনের যে কোন একজন দেবতা এবং ‘ব্রোব’ অর্থাৎ ঋবায় (হোমসাধন পাত্র বিশেষে) গ্রহীত্ব হইবে দ্রব্য।

গুণোপবন্ধাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। “গুণোপবন্ধাৎ”—গুণের উপবন্ধ অর্থাৎ নির্দেশ আছে বলিয়া (ইহা নাম)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ‘উপাংশুবাজ’ এইটি কর্মের নামধেয় হইল কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন—“গুণোপবন্ধাৎ”—“উপাংশু পৌর্ণমাস্তাং যজ্ঞন” এই বাক্যে উপাংশুবাক্য গুণের নির্দেশ করা আছে বলিয়া ‘তৎপ্রখ্যাত্যায়’ উহা কর্মের নামধেয়।

প্রায়ে বচনাচ্ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রায়ে”—প্রায়ে অর্থাৎ প্রধানের পংক্তিতে, “বচনাৎ”—বচন অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়া, “চ”—ও।

ভাষ্যভাবার্থ। অজ্ঞাত প্রধান কর্ণের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াও উপাংশুবাচ্য অপূর্ণ কর্ণ। “তত্ত্ব বা এতত্ত্ব আগ্নেয় এবং শিরঃ হৃদয়-নুপাংশুবাচ্যঃ পাদাবয়্বোমৌষধীঃ” ইত্যাদি বাক্যে আগ্নেয় এবং অগ্নীষৌমীর প্রভৃতি প্রধান কর্ণের সহিত পঠিত থাকায় উপাংশুবাচ্যও প্রধান কর্ণ অর্থাৎ স্বতন্ত্র অপ্রাপ্ত কর্ণ; এই কারণেও উহা অর্থবাদ হইতে পারে না।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে বিষ্ণু, প্রজাপতি এবং অগ্নীষৌম, এই তিনটি দেবতার উদ্দেশ্যে তিনটি বাগের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান কর্তব্য আর সিদ্ধান্তীর মতে বিকল্পে যে কোনও একটি অনুষ্ঠেয়। এ স্থলে শাখাভেদে ব্যবস্থিত বিকল্প। ইতি ৪র্থ উপাংশুবাজাপূর্বতাদিকরণ।

আধারাগ্নিহোত্রমরূপত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “আধারাগ্নিহোত্রম্”—আধারবাক্য এবং অগ্নি-হোত্রবাক্য (অনুবাদ), “অরূপত্বাৎ”—যেহেতু, এ স্থলে বাগের রূপ (দ্রব্য বা দেবতা ঋত হয়) নাই। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“আধার-মাধারয়তি।” ইহার সন্নিধানে “উর্দ্ধমাধারয়তি,” “ঋজুমাধারয়তি,” এবং “সম্ভূত-মাধারয়তি” (তৈঃ সং—২।৫।১১) এই বাক্যগুলিও পঠিত হইয়াছে। এইরূপ অন্তস্থলেও উপদিষ্ট হইয়াছে—“অগ্নিহোত্রং জুহোতি।” তাহার সমীপে “দগ্ধা জুহোতি, পয়সা জুহোতি” (তৈঃ সং—১।৫।১২) ইহাও পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ এই যে, এ স্থলে “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এবং “আধারমাধারয়তি” এই দুইটি বাক্য কি বিধি অথবা অনুবাদ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এই বাক্যটি “দগ্ধা জুহোতি” ও “পয়সা জুহোতি” এই সমুদায় অংশের অনুবাদ এবং “আধারমাধারয়তি” এই বাক্যটিও “উর্দ্ধমাধারয়তি” ইত্যাদি সমুদয় অংশের অনুবাদ, কিন্তু ইহার অপূর্ণ কর্ণের বিধায়ক নহে। কারণ? “অরূপত্বাৎ”—“অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এবং “আধারমাধারয়তি” এই দুইটি বাক্য বিধি হইতে পারে না, যেহেতু, এখানে বাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা তাহার উল্লেখ বা প্রাপ্তি নাই।

সংজ্ঞোপবন্ধাৎ ॥ ১৪ ॥

অস্বভাবার্থ। “সংজ্ঞোপবন্ধাৎ”—সংজ্ঞার (নামের) উপবন্ধ অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়াও (উহার বিধি হইতে পারে না) ।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিহোত্র বাক্য এবং আঘারবাক্য যে বিধি নহে, পূর্বপক্ষী তাহার আরও হেতু দেখাইতেছেন “সংজ্ঞোপবন্ধাৎ” । অগ্নিহোত্র ও আঘার বাক্যকে বিধি বলিলে অগ্নিহোত্র এবং আঘার নামক দুইটি কর্ণের বিধি হয় । কিন্তু ইহাদের রূপ না থাকায় বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যায় না ; আর বৈশিষ্ট্য না থাকিলে সামান্ত্যকার হয় বলিয়া নামও হইতে পারে না ; যেহেতু, বৈশিষ্ট্যই নাম এবং নামই বৈশিষ্ট্য । আর তাহা হইলে বিধেয়ও হইতে পারে না, যেহেতু সামান্ত্য অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । আর ইহাদের বিশেষ আকার জানা জাইতেছে না, কিন্তু অগ্নিহোত্র এবং আঘার যে হোম এই সামান্ত্য আকারটিই কেবল অবগত হওয়া যাইতেছে । আবার যদি উহাদের সামান্ত্য আকারই জ্ঞেয় হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে বিধি বলা যায় না কিন্তু অনুবাদই বলিতে হয় ; কারণ, সামান্ত্য পূর্ব হইতেই জ্ঞাত হইয়া থাকে । আর বাহা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত হইয়া আছে, তাহা বিধেয় হইতে পারে না ।

অপ্রকৃতত্বাচ্চ ॥ ১৫ ॥

অস্বভাবার্থ। “অপ্রকৃতত্বাচ্চ”—ইহাদের প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণ পঠিত বা সমীপবর্তী দ্রব্যাদেবতাপ্রকাশক বাক্য নাই বলিয়া, “চ”—ও, (ইহার অপূর্ণ কর্ণের বিধি নহে) ।

ভাষ্যভাবার্থ। ‘আঘার’ বাক্য এবং ‘অগ্নিহোত্র’ বাক্য যে অপূর্ণ-কর্ণের বিধায়ক নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অপ্রকৃতত্বাচ্চ ।” আঘার বাক্যে এবং অগ্নিহোত্র বাক্যে যাগের রূপ শ্রুত (উপদিষ্ট) না হইলেও উহাদিগকে অপূর্ণ কর্ণের বিধায়ক বলা যাইত, যদি উহাদের সমীপে অল্প কোনও প্রকরণ-পঠিত বাক্যের দ্বারা দ্রব্য এবং দেবতার উপদেশ থাকিত । কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন উহাদিগকে বিধি বলা যায় না—পরন্তু অনুবাদই বলিতে হয় । সুতরাং

“দগ্না জুহোতি” এবং “উর্দ্ধমাধারয়তি” ইত্যাদি বাক্যেই কর্মের বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

চোদনা বা শব্দার্থস্ত প্রয়োগভূতত্বাৎ তৎসন্নিধে গুণার্থেন
পুনঃ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনা”—কর্মোৎপত্তিবিধি, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিবারণক, “শব্দার্থস্ত প্রয়োগভূতত্বাৎ”—(আধারাদি) শব্দের অর্থ প্রয়োগ-বোধক বলিয়া, “তৎসন্নিধেঃ”—তাহাদের সন্নিধানে আছে বলিয়া, “পুনঃ শ্রুতিঃ”—‘আধারয়তি’ এবং ‘জুহোতি’ এই আখ্যাত্বয়ের পুনরুল্লেখ, “গুণার্থেন”—গুণের বিধানের জন্ত। “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এবং “আধারমাধারয়তি” এই দুইটি বাক্যই বিধায়ক, যে হেতু উহাদের অর্থ প্রয়োগ-বোধক। আর “দগ্না জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যে যে আখ্যাত্বের পুনরুল্লেখ দেখা যাইতেছে, গুণের বিধান করাই তাহার অর্থ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। আধার বাক্য এবং অগ্নিহোত্রবাক্য বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদ। এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “চোদনা বা”—আধার বাক্য এবং অগ্নিহোত্র বাক্য অনুবাদ নহে, কিন্তু উহা বিধি; কারণ, “শব্দার্থস্ত প্রয়োগভূতত্বাৎ”—হোমের এবং আধারের প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই উক্ত বাক্যব্যয়ের অর্থ। পক্ষান্তরে “উর্দ্ধমাধারয়তি” এবং “দগ্না জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যকে উৎপত্তিবিধি বলা যায় না, যে হেতু ইহাদের দ্বারা আধারের অথবা হোমের বিধান করা হয় নাই; কিন্তু “গুণার্থেন পুনঃশ্রুতিঃ”—আধারের এবং হোমের সহিত উর্দ্ধ এবং দধিরূপ গুণের সম্বন্ধ করিতে হইবে, ইহাই উহাদের অর্থ। আর আধার এবং হোম যদি পূর্ব হইতে বচনান্তরের দ্বারা বিহিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে উর্দ্ধ এবং দধিরূপ গুণের সম্বন্ধ করা যাইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, “উর্দ্ধম্ আধারয়তি” এবং “দগ্না জুহোতি” এই দুইটি বাক্যে গুণবিশিষ্ট কর্মের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া বচনান্তরের দ্বারা কর্মের বিধানের আবশ্যক নাই। তাহা হইলে বলিব, এই পক্ষ স্বীকার করিলে বিশিষ্টের বিধি স্বীকার করিতে হয়;

আর তাহাতে গৌরব দোষ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উপায়ান্তর থাকে, তাহা হইলে গৌরব দোষ স্বীকার করা উচিত নহে। এ স্থলে অগ্নিহোত্র বাক্য এবং আঘার বাক্যকে বিধায়ক বলিলে আর দধ্যাদিবাক্যে বিশিষ্ট বিধি স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া গৌরব দোষও হয় না। এই কারণে অগ্নিহোত্রবাক্য এবং আঘার বাক্যকেই উৎপত্তিবিধি এবং দধ্যাদিবাক্যকে গুণবিধি বলা উচিত।

যদি বলা হয়, দধ্যাদিরূপ যে গুণ, তাহা সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া তাহা বিধি হইতে পারে না। আর “আঘারয়তি” এবং “জুহোতি” এই দুইটি আখ্যাত বচন পূর্বেই বিধান করিয়াছে, তখন তাহা আর দ্বিতীয় বার বিধান করিতে পারে না, যে হেতু, তাহার বিশিষ্ট ক্ষীণ হওয়ায় অনুবাদী হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বলিব যে, এ স্থলে “জুহোতি” এবং “আঘারয়তি” এই দুইটি আখ্যাতের যে প্রকৃত্যাংশ ধাত্বর্থ, তাহাই অনুবাদী আর উহাদের যে প্রত্যয়াংশ বাহার মধ্যে বিশিষ্ট (বিধায়কত্ব) রহিয়াছে, তাহা অনুবাদী নহে, কিন্তু তাহা গুণে সংক্রমিত হইয়া দধি এবং উর্দ্ধত্বরূপ গুণের বিধান করিতেছে। এই জ্ঞান শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“সর্বত্রাখ্যাতসম্বন্ধে শ্রয়মাণে পদান্তরে।

বিশিষ্ট্যুপসংক্রান্তে: শ্রাদ্ধাতোরনুবাদতা।”

অর্থাৎ আখ্যাতসংশ্লিষ্ট প্রধানবিধিবোধিত যাগাদিবাচক পদ ছাড়া তাদৃশ অন্ত পদ যদি শ্রুতিবোধিত হয়, তাহা হইলে সেই পদের প্রকৃত্যাংশ যে ধাতু, তাহা বিধেয় না হইয়া অনুবাদ হইবে। কারণ, একবার তাহা প্রধানবিধির দ্বারা বিহিত হইয়াছে; আর সেই দ্বিতীয় পদের যে বিশিষ্ট্যুপসংক্রান্ত—বিধায়কতা তাহা গুণে সংক্রমিত হয় অর্থাৎ গুণেরই বিধান করিয়া থাকে।

আর অগ্নিহোত্রাদি বাক্যে যাগের রূপ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া তাহা সামান্ত্রিকার হইতেছে; এবং সামান্ত্র অননুষ্ঠেয় বলিয়া তাহার বিধিও হইতে পারে না—এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, উহার বচন বিধি রহিয়াছে, তখন উহা সামান্ত্রকে অতিক্রম করিয়া অন্ত্র অবিহিত হোমবিশেষকেই গ্রহণ করিবে। বস্তুতঃ পক্ষে এ স্থলে যাগের রূপ নাই যে তাহা নহে, যে হেতু মাস্ত্রবর্ণিকী (মন্ত্রবর্ণ হইতে প্রাপ্ত) দেবতা এবং দধ্যাদিরূপ দ্রব্য বচন সন্নিহিত বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে, তখন কিরূপে ইহাকে রূপহীন বলা যায়? আর রূপহীন না হইলে—দ্রব্যদেবতাস্বক রূপ থাকিলে, ইহাকে সামান্ত্রিকার বলা যায় না।

কিন্তু ইহা বাগবিশেষই হইয়া থাকে। অতএব আচার বাক্য এবং অগ্নিহোত্র বাক্য অনুবাদ নহে, কিন্তু তাহা বিধি। এই অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে দধ্যাদিবিশিষ্ট কৰ্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান, আর সিদ্ধান্তীর মতানুসারে উহার গুণ বলিয়া উহাদের বিকল্পে অনুষ্ঠান কর্তব্য। ইতি ৫ম আচারান্তপূর্বভাষিকরণ।

দ্রব্যসংযোগাচ্চোদনা পশুসোময়োঃ প্রকরণে হনর্থকো
দ্রব্যসংযোগো ন হি তস্ম গুণার্থেন ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পশুসোময়োঃ”—পশু এবং সোমপদযুক্ত বাক্যদ্বয়ে, “চোদনা”—অপূর্ব কৰ্মের উপদেশ, “দ্রব্যসংযোগাৎ”—যে হেতু (পশু এবং সোমরূপ) দ্রব্যের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, “হি”—যে হেতু, “প্রকরণে”—প্রকরণে অর্থাৎ প্রকৃত হৃদয়াদি বাক্যে এবং ঐন্দ্র-বারবাদি বাক্যে বাগ বিহিত হইলে, “দ্রব্যসংযোগঃ”—পশুসোমপদযুক্ত বাক্যদ্বয়ে উপদিষ্ট দ্রব্যের সংযোগ, “অনর্থকঃ”—অনর্থক হয়—(কারণ, তাহাতে অর্থাৎ পশুশব্দ এবং সোমশব্দে, লক্ষণা করিতে হয়), “হি”—যে হেতু, “তস্ম”—তাহার অর্থাৎ হৃদয়াদিবাক্য বিহিত যাগের, “গুণার্থেন ন”—গুণের জ্ঞাত হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে “যো দীক্ষিতো বদগ্নীবোমীয়ং পশুমালাভেত” অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি যজ্ঞে দীক্ষিত, তিনি যে অগ্নীবোমীয় পশু বধ করেন’ এই বাক্যের সন্নিধান “হৃদয়ত্যাগেহবত্তত্যাগ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ” (তৈঃ সং—৬।৩।১০) অর্থাৎ ‘প্রথমে (পশুর) হৃদয়ের অংশ অবদান (টুকরা) করিবে, পরে জিহ্বার অংশ এবং তৎপরে বক্ষের অংশ’ এই বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। এইরূপ—“সোমেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ ‘সোমবাগ করিবে’ এই ক্রতির সমীপে “ঐন্দ্রবারব্যং গৃহ্নাতি,” “মৈত্রাবরুণং গৃহ্নাতি” অর্থাৎ ‘ইন্দ্রবায়ু দেবতার উদ্দেশে সোম গ্রহণ করিবে’ এবং ‘মিত্রাবরুণ দেবতার উদ্দেশে সোম গ্রহণ করিবে’

এই বাক্যদ্বয় উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, “হৃদয়স্ত অগ্রে অবজ্ঞতি” ইত্যাদি বাক্যে এবং “ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্নাতি” ইত্যাদি বাক্যে যে যাগ বিহিত হইয়াছে, “অগ্নীবোমীরম্ পশুমালাভেত” এবং “সোমেন যজ্ঞেত” এই বাক্যদ্বয়ে তাহারই কি অনুবাদ করা হইয়াছে অথবা “অগ্নীবোমীরম্” ইত্যাদি দুইটি বাক্য অনুবাদ নহে, কিন্তু উহাদের দ্বারাই যাগের বিধান করা হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, “হৃদয়স্ত অগ্রে অবজ্ঞতি” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই হৃদয়াদি দ্রব্যবিশিষ্ট কতকগুলি যাগের বিধান করা হইয়াছে আর “অগ্নীবোমীরম্” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহাদেরই অনুবাদ করিয়া অগ্নীবোমনামক দেবতার বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ “ঐন্দ্রবায়বং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই কতকগুলি যাগের বিধান করা হইয়াছে; কারণ, এ স্থলে ‘ইন্দ্রবায়ু’ প্রাতিপদিক হইতে দেবতা এবং তাহার (ইন্দ্রবায়ু প্রভৃতি প্রাতিপদিকের) উত্তর বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে সোমরসরূপ দ্রব্যের প্রতীতি হইতেছে। আর “সোমেন যজ্ঞেত” এই বাক্যে উহাদেরই সমুদয়ের অনুবাদ করা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“চোদনা পশুসোময়োঃ”—পশু এবং সোমপদযুক্ত বাক্য দ্বারাই অপূর্ব-কর্মের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে অগ্নীবোমীর বাক্যটি এবং “সোমেন যজ্ঞেত” এই বাক্যটি অনুবাদ হইতে পারে না। হৃদয়াদি বাক্যে এবং ঐন্দ্রবায়বাদি বাক্যে যে যাগ বিহিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অনুবাদ হইবে, এ কথা বলা যায় না। কারণ, “দ্রব্যসংযোগাৎ”—পশু এবং সোমরূপ অপূর্ব দ্রব্যের সম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, পশুপদ হৃদয়াদির বাচক নহে বলিয়া তদ্বারা হৃদয়াদি যাগের অনুবাদ হইতে পারে না, যে হেতু হৃদয়াদিই পশু নহে, কিন্তু ঐগুলি পশুর বিকার বা অবয়ব-বিশেষ; এইরূপ সোমপদটি রসের অভিধায়ক নহে বলিয়া তাহা প্রদেয় নহে। আর প্রদেয় নহে বলিয়া তাহা ঐন্দ্রবায়বাদি বাক্যবিহিত যাগের অনুবাদ হইতে পারে না। আর ঐন্দ্রবায়বাদি বাক্যবিহিত যাগে যে সোমলতারূপ গুণের বিধান হইবে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, “অথ্যা ধারয়া” ইত্যাদি বাক্যে যে রসের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ‘ঐন্দ্রবায়ব’ এই পদের তদ্ধিত প্রত্যয় ক্রতির দ্বারা তাহাই বিহিত হয় বলিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া সোমলতার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব পশুপদ এবং সোমপদ প্রকৃত (প্রকরণপ্রতিপাদিত) হৃদয়াদির এবং রসদ্রব্যের বাচক না হওয়ার তাহার আনর্থক্য প্রসঙ্গ হয় বলিয়া

ইহা অনুবাদ নহে, কিন্তু বিধি। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে, “প্রকরণে হনর্থকো দ্রব্যসংযোগঃ”।

অচোদকাশ্চ সংস্কারাঃ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অচোদকাঃ”—চোদক নহে অর্থাৎ অপূর্বকর্মের বিধি নহে, “চ”—কিন্তু, “সংস্কারাঃ”—গ্রহণ সংস্কার।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে অভ্যুপগমবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত বাগ থাকিলেও অনুবাদ হইতে পারে না; এক্ষণে দেখান বাইতেছে যে, পূর্বে পুরোবাদরূপে কোনও যাগের উল্লেখই নাই। আর পুরোবাদ না থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না। “হৃদয়শ্চ” ইত্যাদি বাক্যবোধিত অবদান (খণ্ডীকরণ) এবং “ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্মতি” ইত্যাদি বাক্যবিহিত গ্রহণ “অচোদকাঃ”—বাগ নহে, কিন্তু উহা “সংস্কারাঃ”—সংস্কার মাত্র। বিশসন, অবদান এবং শূলভেদন প্রভৃতির দ্বারা পণ্ডর সংস্কার হয় এবং গ্রহণের দ্বারা সোমরসেরও সংস্কার হইয়া থাকে। আর তাহার সহিত যে দেবতাস্মরণ করা হয়, তাহাও অদৃষ্টের (অপূর্বের) হেতু হইয়া থাকে।

তদভেদাৎ কর্মণোহভ্যাসো দ্রব্যপৃথক্ত্বাদনর্থকং

হি শ্রাদ্ভেদো দ্রব্যগুণীভাবাৎ ॥ ১৯ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “তদভেদাৎ”—দেবতার সম্বন্ধের ভেদ আছে বলিয়া, “কর্মণঃ অভ্যাসঃ”—বিহিত গ্রহণরূপ কর্মের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হয়, “দ্রব্যপৃথক্ত্বাৎ”—গ্রহণের দ্বারা সংস্কার্য দ্রব্যের অর্থাৎ সোমের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ ভেদ আছে বলিয়া, “হি”—যে হেতু, “অনর্থকং”—সংযোগান্তরের (দ্রব্যান্তরসম্বন্ধের) যে শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে উল্লেখ আছে, তদনুসারে অনুষ্ঠান না হইলে তাহা অনর্থক হয়, “শ্রাৎ ভেদঃ”—ভেদ হইবে অর্থাৎ গ্রহণের ভেদ হইবে, “দ্রব্যগুণীভাবাৎ”—যে হেতু দ্রব্যের প্রতি গুণীভাব অর্থাৎ অঙ্গর রহিয়াছে অর্থাৎ যে হেতু সংস্কার্য দ্রব্যের প্রতি গ্রহণের গুণীভাব রহিয়াছে অর্থাৎ যে হেতু গ্রহণ সংস্কার্য দ্রব্যের গুণী-

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিতে পারেন যে, “সোমেন যজ্ঞেত” এই বাক্যটিকে বিধি বলিলে ইহার দ্বারা একটি বাগেরই বিধান করা হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে ঐ বাগে ঐন্দ্রব্যের প্রভৃতি অনেক (একাধিক) দেবতার যে সম্বন্ধ ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় না; যে হেতু একটি বাগে একাধিক বাক্যে একাধিক দেবতার বিধি থাকিলে দেবতাগুলির সমুচ্চয় হইতে পারে না, কিন্তু বিকল্পই হইয়া থাকে। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, “তদভেদাৎ কস্মিৎ অভ্যাসঃ”—এ স্থলে দেবতার ভেদ থাকায় বিহিত সোম গ্রহণরূপ কস্মিটর অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা একাধিকবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, ‘দ্রব্যপৃথক্ত্বাৎ’ সোম-দ্রব্যের পৃথক্ আছে, যে হেতু দশ মুষ্টি সোম গ্রহণের বিধি আছে। আর সেই গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেবতা বিহিত হইয়াছে। এই কারণে প্রত্যেকটি গ্রহণে এক একটি দেবতার সঙ্কল্প করিতে হয় বলিয়া প্রত্যেকটি দেবতাই থাকিবেন। তাহা না হইলে “অনর্থকং শ্রাৎ”—ঐ প্রকারে দেবতার সহিত সম্বন্ধ উপদেশ অনর্থক হয়। অতএব দেবতার সমুচ্চয় হইবে। সুতরাং আর বিকল্প হইতেছে না বলিয়া সকল দেবতার সহিতই বাগটির সম্বন্ধ থাকিতেছে।

সংস্কারস্ত ন ভিত্তেত পরার্থত্বাদ্ দ্রব্যশ্চ গুণভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “সংস্কারঃ তু”—পশুবন্ধনরূপ সংস্কার কিন্তু, “ন ভিত্তেত”—ভিন্ন ভিন্ন হয় না, “দ্রব্যশ্চ”—যূপরূপ দ্রব্যের, “পরার্থত্বাৎ”—পরার্থত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ যূপবন্ধনসম্পাদনের জন্ত বলিয়া, “গুণভূতত্বাৎ”—যে হেতু গুণভূতই হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, “খাদিরে বগ্নাতি”, “পালাশে বগ্নাতি” অর্থাৎ “খাদিরকার্ঠের যূপে বাধিবে, পলাশকার্ঠের যূপে বাধিবে” ইত্যাদি স্থলে যেমন খাদিরাদির বিকল্প হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবতারও বিকল্প হইবে, তাহা হইলে বলিব “সংস্কারস্ত ন ভিত্তেত”—এতাদৃশ স্থলে পশুবন্ধনরূপসংস্কারের ভেদ অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠান হইবে না। কারণ—“দ্রব্যশ্চ পরার্থত্বাৎ গুণভূতত্বাৎ”—দ্রব্য যূপবন্ধনরূপ সংস্কার নিষ্পাদনের জন্ত বলিয়া, যে কোন একটি যূপের দ্বারাই বন্ধনরূপ সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর যূপরূপ দ্রব্য সংস্কারের অঙ্গ বলিয়া অঙ্গের অনুরোধে যে সংস্কাররূপ প্রধানের

২য় পাতা]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩০৫

আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) হইবে, তাহাও হইতে পারে না। এই কারণে যুগেরই বিকল্প হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রহের (সোমপাক্ষের) ইচ্ছা, বায়ু-প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতা ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা বাগসম্পাদনের জন্ত উপদিষ্ট হয় নাই। এই কারণে যুগের ত্রায় তাহাদের বিকল্প হইবে না। কিন্তু ঐগুলি গ্রহের দেবতা; আর গ্রহ অনেকগুলি এবং সবগুলিতেই সোম গ্রহণও করিতে হয়। এই জন্ত উহাদের সমুচ্চরই হইবে। ইতি ষষ্ঠ পশুসোমাদিকরণ।

পৃথক্ত্বনিবেশাৎ সংখ্যায়া কৰ্মভেদঃ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পৃথক্ত্বনিবেশাৎ”—পৃথক্ত্বের সহিত তদাশ্রয় দ্রব্য (অবদানসম্বন্ধীয় একাদশ প্রভৃতি সংখ্যার)-অনয় হয় বলিয়া, “সংখ্যায়া কৰ্মভেদঃ”—সংখ্যা বশতও কর্মের ভেদ হইয়া থাকে

ভাষ্যভাবার্থ। ধাতুর অভ্যাসে আখ্যাতির ভেদ থাকায় কর্মের ভেদ হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আর তাহার পর প্রত্যবস্থানসজ্জিতক্রমে চারিটি অধিকরণ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারই প্রত্যুদাহরণরূপে কেহ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন যে, বাজপেয় প্রকরণে “সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূনালভেত” (তৈঃ ব্রা—১৩৩৪) অর্থাৎ ‘প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে সতরটি পশু বধ করিয়া তদ্বারা বাগ করিবে’, এই যে বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, ইহাতে ধাত্বর্থের অভ্যাস না থাকায় আখ্যাতির ভেদ নিবন্ধন যে কর্মভেদ হইবে—সপ্তদশটি কর্ম হইবে, তাহা বলা চলে না। যে হেতু এ স্থলে পশুরূপ দ্রব্য এবং প্রজাপতি নামক দেবতা সকল স্থলেই অভিন্ন অর্থাৎ একরূপ। এই জন্ত সর্বত্র একই দ্রব্য এবং একই দেবতা থাকায় বাগের রূপভেদ হয় নাই বলিয়া সতরটি পশুর দ্বারা একটিই বাগ নিষ্পন্ন হইবে। কারণ, সপ্তদশ সংখ্যাটি পশুদ্রব্যগত; আর পশু বাগের শরীর হইতেছে। যদি “তিস্রঃ আহতীজুহোতি” এই বাক্যবিহিত কর্মের ত্রায় এস্থলে সংখ্যাটি ক্রিয়াগামিনী হইত, তাহা হইলে সংখ্যার ভেদ অনুসারে কর্মেরও ভেদ হইতে পারিত বটে। কিন্তু এস্থলে ঋয়মাণ সংখ্যা ক্রিয়াগত না হইয়া দ্রব্যগত বলিয়া তাহার জন্ত কর্মের ভেদ হইতে পারে না। আরও এ স্থলে কর্মভেদ স্বীকার করিলে অপ্ৰামাণিক বহু অদৃষ্ট (অপূর্ব) কল্পনা করিতে হয় বলিয়া,

কল্পনা-গৌরব দোষও হইয়া থাকে। কিন্তু লাঘব সম্ভব হইলে কল্পনাগৌরব স্বীকার করা উচিত নহে। অতএব এস্থলে কর্ণভেদ নাই, কিন্তু ইহা সপ্তদশপদগণক অর্থাৎ সতরটি পদ্র সমষ্টিসাধ্য একটি কর্ণমাত্র।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সংখ্যা কর্ণভেদঃ” অর্থাৎ সংখ্যা অনুসারে এতাদৃশ স্থলে কর্ণের ভেদই হইবে। কারণ, এস্থলে সংখ্যার সহিত অদ্বিত হওয়া অপেক্ষা দেবতা প্রকাশ করা অধিক আবশ্যিক; যে হেতু, দেবতা না হইলে বাগের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না। আর তদনুসারে ‘প্রজাপতি দেবতা বাহার’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ‘প্রাজাপত্য’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, তাহারই সহিত প্রথমতঃ পদ্রপদের অদ্বয় হয়, তৎপশ্চাৎ কর্ণকারক এবং তাহার পরে সপ্তদশ সংখ্যার সহিত পদ্রপদের অদ্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং ‘প্রাজাপত্য পদ্র’ বলিলে ‘প্রজাপতিরূপ দেবতারিষিষ্ট এবং একটি পদ্র দ্বারা সাধ্য বাগ’ বুঝায়। আর তদনন্তর সপ্তদশ সংখ্যার সহিত অদ্বিত হইলে তাদৃশ সতেরটি বাগ অভিহিত হইয়া থাকে। এই কারণে এ স্থলে একটি বাগ হইতে পারে না, কিন্তু সংখ্যাভেদে বাগের ভেদ হইয়া থাকে।

সংখ্যাভেদে যে বাগের ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহার আরও হেতু এই যে, অভিদেশবিধি হইতে জানা যায় যে, এই পদ্রবাগে একাদশটি অবদান (খণ্ড) করিয়া হোম করিতে হয়। আর একাদশটি খণ্ড একটি পদ্রকে এগার টুকরা করিলেও পাওয়া যায় অথবা যদি প্রত্যেক পদ্র হইতে এক একটি অবদান গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও এগারটি পদ্র হইতে। এগারটি টুকরা পাওয়া যায়। ফলে বোলটি অথবা ছয়টি পদ্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। অথচ ঋতির দ্বারা উপদিষ্ট হত পদ্রগুলি যে নিরর্থক হইবে—তাহাদের দেহাংশ হইতে যে কোন হবির আহুতি হইবে না, ইহা স্বীকার করা যায় না। আর যদি বলা হয়, অপদ্রগুলি অদৃষ্টার্থক হইবে—অপদ্রগুলির বধে বাগীয় অপূর্ব জন্মিবে, তাহা হইলে বলিব, ওরূপ বলা চলে না; কারণ, ইহাতে ঋতিমধ্যে পদ্রগুলির মধ্যে যে ‘প্রাজাপত্য’ কথিত হইয়াছে, তাহা বাধিত হয়; যে হেতু পদ্র অঙ্গ প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি না দিলে তাহা প্রাজাপত্য হইতে পারে না। এই কারণে এ স্থলে সপ্তদশ সংখ্যা অনুসারে প্রাজাপত্য পদ্রবিষিষ্ট সতরটি বাগ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে প্রত্যেক পদ্র দ্বারা যেমন পৃথকভাবে এক একটি বাগ নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ পৃথক্বের আশ্রয় যে পদ্র, তন্মধ্যে একাদশ সংখ্যাও নির্বিষ্ট হইয়া থাকে। ফলে প্রত্যেক পদ্র হইতেই এগারটি করিয়া অবদান

নিষ্পন্ন হইতে পারে! আর তাহা হইলে কোনটিরই নিরর্থকতা প্রসঙ্গ হয় না। এই ক্ষেত্রে সূত্রে বলা হইয়াছে “পৃথক্ত্বনিবেশাৎ”। ‘আর পূর্বপক্ষী যে অদৃষ্টকল্পনা-গৌববদোষের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; যে হেতু ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নহে। প্রমাণের দ্বারা কৰ্ম্মভেদ যখন অবধারিত, তখন তদনুসারে যে বহু অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, তাহাও প্রামাণিক।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে পশুগণের উপাধিকরণাদি যে সমস্ত সংস্কার করা হয়, সেগুলির এক একটি সংস্কার সত্তেরটি পশুতে ক্রমিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ সত্তেরটি পশুতে পর পর উপাধিকরণ সংস্কার করিতে হয় বলিয়া যদি মধ্যস্থলে একটি পশু নষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎস্থানে অন্য পশু আনিয়া গোড়া হইতে সবগুলির সংস্কার আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে এক একটি পশুতে অন্তনিরপেক্ষভাবে সবগুলি সংস্কার করিতে হয় বলিয়া যে পশুটি নষ্ট হইবে, তৎস্থানে অন্য পশু আনিয়া কেবলমাত্র তাহারই সংস্কার করিতে হইবে, অতের নহে। ইতি ৭ম সংখ্যাকৃত কৰ্ম্মভেদাধিকরণ।

সংজ্ঞা চোৎপত্তিসংযোগাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সংজ্ঞা চ”—সংজ্ঞাও (কৰ্ম্মভেদের হেতু), “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—যে হেতু, উৎপত্তি বাক্যের সহিত অর্থাৎ কৰ্ম্ম-বিধায়ক বাক্যের সহিত সংযোগ আছে (বলিয়া তাহাও পূর্ববৎ পৃথক্ত্ব-নিবেশী হইতেছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “অথৈব জ্যোতিঃ। অথৈব বিশ্বজ্যোতিঃ। অথৈব সৰ্ব্বজ্যোতিঃ। এতেন সহস্রদক্ষিণেন যজ্ঞেত” এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। এ স্থলে “জ্যোতিঃ;”, “বিশ্বজ্যোতিঃ” এবং “সৰ্ব্বজ্যোতিঃ” এই তিনটি শব্দের দ্বারা কি পূর্ববার্ণত জ্যোতিষ্টোমেরই অনুবাদ করিয়া তাহাতে ‘সহস্রদক্ষিণ’ রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে, অথবা ঐগুলি স্বতন্ত্র কৰ্ম্মের বিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ‘জ্যোতিঃ’, ‘বিশ্বজ্যোতিঃ’ প্রভৃতি জ্যোতিষ্টোমেরই সংজ্ঞা (নাম) বলিয়া এবং ‘এবঃ’ এই পদে ‘এতদ’ শব্দের দ্বারা সন্নিহিত প্রকৃত (বাহ্যার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই) বিষয়েরই পরামর্শ (নির্দেশ হয় বলিয়া এ স্থলে ‘জ্যোতিঃ’

প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রস্তুতমান জ্যোতিষ্টোমেরই অনুবাদ করিয়া তাহাতে ‘সহস্র দক্ষিণা’রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, “সংজ্ঞা চ”—সংজ্ঞাও কৰ্ম্মভেদের হেতু। “অতএব অর্থৈষ জ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে তিনটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা (নাম) আছে বলিয়া এ স্থলে সংজ্ঞার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে। আর এখানে যাগের সহিত সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া ‘জ্যোতিঃ’ প্রভৃতি শব্দগুলি সংজ্ঞা অর্থাৎ নামধেয়। আর এ স্থলে ‘অর্থ’ শব্দ থাকায় ‘জ্যোতিঃ’ প্রভৃতি শব্দ পূর্বপ্রকৃত জ্যোতিষ্টোম হইতে যে পৃথক্, তাহা বোধিত হইতেছে। যদি এস্থলে উৎপত্তিসংযোগ না থাকিত অর্থাৎ উৎপত্তিবিধির সহিত সম্বন্ধ না থাকিত, কিন্তু উৎপন্নসংযোগ অর্থাৎ বচনান্তর-বিহিত কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বোধিত হইত, তাহা হইলে গুণবিধি হইতে পারিত। কিন্তু এস্থলে উৎপত্তিসংযোগ রহিয়াছে বলিয়া ইহা অপূর্বকৰ্ম্মেরই বিধি। এইজন্য নৃত্তে হেতুরূপে বলা হইয়াছে—“উৎপত্তিসংযোগাৎ”। আরও যদি এ স্থলে গুণবিধি বলা হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকল্প অষ্টদোষগ্ৰস্ত বলিয়া সম্ভবপক্ষে তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। আর জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দ যে জ্যোতিষ্টোমের বাচক, তাহাও নহে; কারণ, ঐগুলি জ্যোতিষ্টোমের অবয়ব (অংশ) নহে, কিন্তু উহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমুদায় অর্থাৎ সংজ্ঞা। এ স্থলে এতদৃশ্যের প্রয়োগ থাকায় যে পূর্বের সন্নিহিত জ্যোতিষ্টোম অভিহিত হইবে, তাহাও বলা চলে না; কারণ, ‘এতদ্’ শব্দের দ্বারা অতীত স... হিতের জ্ঞান আগামী সন্নিহিতও অভিহিত হয়। এইজন্য অপূর্ব কৰ্ম্মের বিধান স্বীকার করিলেও ‘এতদ্’ শব্দের প্রয়োগের কোনও অসামঞ্জস্য ঘটে না। ইতি চম সংজ্ঞাধিকরণ (সংজ্ঞাকৃত কৰ্ম্মভেদাধিকরণ)।

গুণশ্চাপূর্বসংযোগে বাক্যয়োঃ সমত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপূর্বসংযোগে”—পূর্বসংযোগ না হইলে অর্থাৎ পূর্বকৰ্ম্মে নিবেশ না হইলে, “গুণঃ চ”—গুণ ও কৰ্ম্মের ভেদ প্রকাশ করে, “বাক্যয়োঃ সমত্বাৎ”—যে হেতু তাদৃশ স্থলে দুইটি বাক্যের সমতা অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে চাতুর্শ্রীত প্রকরণে বৈশ্বদেব নামক প্রথম পর্বে উপদিষ্ট হইয়াছে—“তপ্তে পরসি দধ্যানয়তি । সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা । বাজিত্যো বাজিনম্ ।” অর্থাৎ ‘তপ্তত্বকে দধি দিবে । তাহাতে সেই যে আমিক্ষা (ছানা) হইবে, তাহা বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেব নামক দেবতার) । বাজিন অর্থাৎ ছানার জলটি বাজী দেবতার হইবে’ । এ স্থলে “বাজিত্যো বাজিনম্” এই যে বাক্যটি আছে, ইহা কি আমিক্ষাশ্লগযুক্ত কর্ত্তে গুণবিধি অথবা বাজিনশ্লগযুক্ত অপূর্ব কর্ত্তের বিধি, ইহাই সন্দেহ । পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, অন্ত্যতঃ বিশ্বদেব নামক দেবতা এবং বাজিনামক দেবতা ভিন্ন নহে বলিয়া এ স্থলে পূর্বোপদিষ্ট কর্ত্তে ‘বাজিন’ রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে । আর সেই বাজিনরূপ গুণটি আমিক্ষাদ্রব্যের সহিত সমুচ্চিত ভাবেই হউক অথবা বিকলিত ভাবেই হউক, প্রকৃত কর্ত্তে স্থানলাভ করিবে । বাজ অর্থে অন্ন ; তাহা যাহার আছে, সেই দেবতাকে বাজী বলা হয় । এ স্থলে বিশ্বদেব নামক দেবতার উদ্দেশে আমিক্ষা-রূপ বাজ অর্থাৎ অন্ন নিবেদন করা হয় বলিয়া বিশ্বদেবনামক দেবতাই ‘বাজী’ এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে । অতএব একই দেবতার উদ্দেশে বাজিন-রূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে কর্ত্তভেদ হইতে পারে না ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “গুণশ্চ অপূর্বসংযোগে”—নূতন দেবতার নির্দেশ থাকিলে তাহার সহিত সযক্ গুণও কর্ত্তভেদের হেতু হইবে । এখানে বৈশ্বদেব যোগে যে বাজিন গুণের বিধান করা হইয়াছে, তাহা বলা চলে না, কারণ, এ স্থলে প্রকৃত কর্ত্তে ‘আমিক্ষা’ দ্রব্যরূপ গুণ উৎপত্তি বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা ‘উৎপত্তিবিশিষ্ট’ । আর অন্ত বাক্যে ‘বাজিন’ গুণের বিধান হয় বলিয়া তাহা উৎপন্নশিষ্ট । আর উৎপত্তিশিষ্ট এবং উৎপন্নশিষ্টের মধ্যে বিকল হইতে পারে না বলিয়া (কারণ, উৎপত্তিশিষ্ট গুণ উৎপন্নশিষ্ট গুণ অপেক্ষা প্রবল, ইহা পূর্বে উপপাদিত হইয়াছে) এ স্থলে ‘আমিক্ষা’ ও ‘বাজিন’ এই দুইটি গুণের বিকল হইতে পারে না আর ঐ কারণেই উহাদের সমুচ্চয়ও সম্ভব নহে । সুতরাং বাজিন দ্রব্যটি প্রকৃত কর্ত্তে প্রবেশলাভ করিতে পারে না বলিয়া ইহার প্রভাবে ‘বাজী’ নামক দেবতাটি যে পূর্বোক্ত বিশ্বদেব নামক দেবতা হইতে স্বতন্ত্র, তাহাও প্রতীত হইয়া থাকে । আর শব্দগত ঙ্গং পার্থক্য থাকিলেও যখন দেবতার ভেদ হইয়া যায়, ইহা স্ততশব্দাধিকরণে (২১।৫ অধিকরণে ১৩-২৯ সূত্রে ইন্দ্র এবং মহেন্দ্র দেবতার আলোচনার বিবৃত হইয়াছে) তখন এ স্থলে অত্যন্ত পৃথক্ বাজী শব্দ যে ভিন্ন দেবতার বাচক

তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ স্থলে দ্রব্য ও দেবতার ভেদ থাকায় কর্মেরও ভেদ হইতেছে। সূত্রায় এ স্থলে বাজিরূপ দেবতাই কর্মভেদের হেতু। অতএব এখানে গুণকৃত কর্মভেদ অবশ্য স্বীকার্য।

অগুণে তু কর্মশব্দে গুণস্তত্র প্রতীয়তে ॥ ২৪ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “কর্মশব্দে অগুণে (সতি) তু”—কিন্তু কর্মশব্দ অর্থাৎ কর্মোৎপত্তিবিধি যদি অগুণ অর্থাৎ গুণরহিত হয়, “গুণঃ তত্র প্রতীয়তে”—(তাহা হইলে) তাহাতে অর্থাৎ সেই কর্মে গুণের প্রতীতি (বিধান) হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, “দক্ষা জুহোতি,” “পয়সা জুহোতি” এই দুইটি বাক্যের দ্বারা যেমন “অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি” এই বাক্যবিহিত কর্মে দুইটি গুণের বিকল্পে বিধান হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ ‘আমিষ্কা’ এবং ‘বাজিন’ দ্রব্যরূপ দুইটি গুণ বিকল্পে বিহিত হইবে। তাহা হইলে বলিব, “অগুণে তু কর্মশব্দে গুণস্তত্র প্রতীয়তে”—অগ্নিহোত্র বাক্যে যে কর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা গুণরহিত বলিয়া পরবর্তী দুইটি বাক্যে তাহার গুণের বিধান করা হইয়া থাকে। আর সেই দুইটি বাক্যবিহিত দুইটি গুণই উৎপন্নশিষ্ট হওয়ার তুল্যবল বলিয়া তাহাদের বিকল্প হইতে পারে। কিন্তু এখানে ‘আমিষ্কা’ উৎপন্নশিষ্ট এবং ‘বাজিন’ উৎপন্নশিষ্ট হওয়ার সম্বল নহে। এই কারণে তাহাদের বিকল্প হইতে পারে না। ইতি ১ম গুণাধিকরণ (গুণকৃতকর্মভেদাধিকরণ)।

এই সূত্রটিকে ভগবান্ ভাষ্যকার পূর্বোদাহরণের প্রত্যুদাহরণরূপে অধিকরণান্তর-রূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “দক্ষা জুহোতি” এবং “পয়সা জুহোতি” এই দুইটি বাক্যেও পূর্বের দ্বারা গুণভেদ বশতঃ কর্মভেদ হইবে, এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তরূপে বলা হইতেছে “অগুণে তু কর্মশব্দে গুণস্তত্র প্রতীয়তে”—পূর্বাধিকরণোক্ত গুণ হইতে এই দুই বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট গুণের প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে; যে হেতু, এ স্থলে দুইটি গুণই উৎপন্নশিষ্ট, কিন্তু পূর্বাধিকরণের দুইটি গুণের মধ্যে একটি উৎপন্নশিষ্ট এবং অপরটি উৎপন্নশিষ্ট হইতেছে। এই কারণে পূর্বাধিকরণের দ্বারা এ স্থলে গুণকৃত কর্মভেদ হইতে পারে না।

২য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩১১

কিন্তু “অগ্নিহোত্র জুহোতি” এই বাক্যে যে নিগূণ কৰ্মের বিধান করা হইয়াছে, “দগ্না জুহোতি” এবং “পরসা জুহোতি” এই দুইটি বাক্যে তাহারই দ্রব্যরূপ গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর দধি এবং পরোজব্যরূপ দুইটি গুণই উৎপন্নশিষ্ট হওয়ার তুল্যবল হইতেছে বলিয়া তাহাদের বিকল্পই হইবে, কিন্তু সমুচ্চর হইবে না, যে হেতু একটি গুণের দ্বারাই যাগ নিষ্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া গুণাকাজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর সেই জন্ত অপর গুণটি নিরর্থকই হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্মী এবং যবের দ্বারা ইহাদের বিকল্পই হইবে। পূর্বাধিকরণের প্রত্যাধারণরূপে এই অধিকরণটির প্রবৃ্ত্তি হইয়াছে। ইতি ১০ম গুণপ্রত্যাধারণাধিকরণ।

ফলশ্রুতেন্ত কৰ্ম্ম শ্রাৎ ফলশ্রু কৰ্ম্মবোগিহাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “ফলশ্রুতঃ”—ফলশ্রুতি অর্থাৎ ফলের উল্লেখ আছে বলিয়া, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “কৰ্ম্ম শ্রাৎ”—অপূর্ব কৰ্ম্ম হইবে, “ফলশ্রু কৰ্ম্মবোগিহাৎ”—যে হেতু ফল কৰ্ম্মযোগী অর্থাৎ অপূর্ব কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। “দগ্না ইন্দ্রিয়কামশ্র জুহুয়াৎ” এই বাক্যে অপূর্ব কৰ্ম্মেরই বিধান করা হইয়াছে, কারণ, এস্থলে ফলশ্রুতি রহিয়াছে; আর অপূর্ব-কৰ্ম্মই ফলসংযুক্ত হইয়া থাকে

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রটিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “দগ্না ইন্দ্রিয়কামশ্র জুহুয়াৎ” অর্থাৎ ‘ইন্দ্রিয়কামী ব্যক্তির জন্ত দধি দ্বারা হোম করিবে।’ ইহা গুণবিধি কি অপূর্ব বিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, পূর্বের “দগ্না জুহোতি”, “পরসা জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যে যে গুণবিধি সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহা সেইরূপই বটে, কিন্তু “দগ্না ইন্দ্রিয়কামশ্র জুহুয়াৎ” ইহা গুণ হইতে পারে না; কিন্তু ইহা “কৰ্ম্ম শ্রাৎ”—ইহা অপূর্ব বিধিই হইবে; কারণ, “ফলশ্রুতঃ”—এ স্থলে ইন্দ্রিয়রূপ ফল উল্লিখিত হইয়াছে। আর যে স্থলে ফলের নির্দেশ থাকে, তথায় গুণবিধি হইতে পারে না, কারণ, “ফলশ্রু কৰ্ম্মবোগিহাৎ”—কেবলমাত্র দ্রব্যাত্মক গুণ হইতে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু ক্রিয়া হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া ফল কৰ্ম্মযোগী অর্থাৎ অপূর্ব কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব “দগ্না ইন্দ্রিয়কামশ্র জুহুয়াৎ” ইহা অপূর্ব কৰ্ম্মেও বিধি। ইতি পূর্বপক্ষ

অতুল্যত্বাৎ তু বাক্যয়োঃ গুণে তস্ত প্রতীয়েত ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বাক্যয়োঃ অতুল্যত্বাৎ”—(উৎপত্তিবিধি এবং গুণ-বিধির) দুইটি বাক্য তুল্য নহে বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তস্ত”—তাহার অর্থাৎ হোমের, “গুণে প্রতীয়েত”—গুণে (ফলসম্বন্ধ) প্রতীত হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ফলসম্বন্ধ থাকিলেই যে অপূর্ব কর্ম হয়, তাহা নহে। কারণ, “অতুল্যত্বাৎ তু বাক্যয়োঃ”—“অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি স্বর্গকামঃ” এই বাক্যেও ফলশ্রুতি আছে এবং “দগ্ধা ইন্দ্রিয়কামস্ত জুহুয়াৎ” এই বাক্যেও ফলশ্রুতি রহিয়াছে; অথচ এই দুইটি বাক্য সমান নহে। যে হেতু, অগ্নিহোত্রবাক্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শুদ্ধ কর্ম হইতে ফল লাভ হয়; আর “দগ্ধা” ইত্যাদি বাক্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ স্থলে গুণ হইতে ফলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। অতএব “গুণে তস্ত প্রতীয়েত”—“দগ্ধা ইন্দ্রিয়কামস্ত” এই বাক্যে পূর্বোপদিষ্ট কর্মেরই গুণে ফলসম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে বলিয়া ইহা অপূর্ব কর্ম নহে, কিন্তু গুণফলবিধি—ফলের উদ্দেশ্যে দধিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। যদি বলা হয়, গুণ অক্রিয়াত্মক বলিয়া অর্থাৎ উহা ক্রিয়াস্বরূপ নহে বলিয়া উহা হইতে ফল জন্মিতে পারে না, তাহা হইলে বলিব, হোমরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া দধিভব্যরূপ গুণও উপদিষ্ট ফলের জনক হইবে। সুতরাং এ স্থলে ফলের উদ্দেশ্যে গুণের বিধান করা হইয়াছে। যদি বলা হয়, “দগ্ধা জুহোতি” এই বাক্যে পূর্ব হইতেই গুণের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া তাহা প্রাপ্ত। এই কারণে এ স্থলে পুনরায় দধির বিধি হইতে পারে না, যেহেতু অপ্রাপ্তেরই বিধি হয়, কিন্তু প্রাপ্তের বিধান হয় না। তাহা হইলে বলিব, দধিরূপ গুণ যে ইন্দ্রিয়রূপ ফলের জনক, তাহা অজ্ঞাত বলিয়া এ স্থলে ইন্দ্রিয়রূপ ফলের সহিত দধিরূপ গুণের সম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে অপূর্ব কর্মের বিধি বলিলে মত্বর্থলক্ষণা অথবা গৌরবদোষ হইয়া থাকে, যে হেতু তাহাতে “দধিমতা হোমেন ইন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ” এই প্রকার বাক্য হইয়া থাকে।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে যে কোনও সময়ে হোম করা যায়, কারণ, ইহা ফলের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। আর সিদ্ধান্তীর মতে অগ্নিহোত্রের

সময় যে সায়াংকাল এবং প্রাতঃকাল, সেই সময়েই নিত্য হোমে দধির প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতি ১১শ ইঞ্জির কামাধিকরণ (দধ্যাদি জ্যেথের সকল দ্বাদশিকরণ) ।

সমেযু কর্ম্মযুক্তং শ্রাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্গবাক্যার্থ। “সমেযু”—সম স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে গুণ ক্রিয়ার সদৃশ বলিয়া ক্রিয়ার আশ্রিত নহে তাদৃশ স্থলে, “কর্ম্মযুক্তং শ্রাৎ”—কর্ম্মযুক্ত হইবে অর্থাৎ ফলটি গুণের সহিত সম্বন্ধ নহে, কিন্তু কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ। ফলিতার্থ এই যে, তাদৃশ স্থলে গুণবিধি নহে, কিন্তু অপূর্ব কর্ম্মবিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বর্ণিত বিচারের অপবাদ (ব্যতিক্রম) দেখাইয়া অত্র একটি অধিকরণ রচিত হইতেছে। ঋতিমধ্যে—“ত্রিবৃৎগ্নিষ্টং দগ্নি-ষ্টোমস্তস্য বায়ব্যাস্থক্বেকবিশমগ্নিষ্টোম সাম কৃৎষা ব্রহ্মবর্চসকামো যজ্ঞেত” (তৈঃ সং—৭।১।১০) এইরূপ একটি বাক্য আছে। ইহারই সমীপে “এতশ্চৈব রেবতীযু বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোম সাম কৃৎষা পশুকামো হ্যেতেন যজ্ঞেত” (তৈঃ সং—১।৮।১৮) এই বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—“ত্রিবৃৎ অগ্নিষ্টং অগ্নিষ্টোমঃ” এই বাক্যে যে ‘অগ্নিষ্টং’ শব্দটি আছে, তাহা অগ্নিষ্টোমনামক বাগের বিকৃতিভূত একাহসাধ্য একটি বাগের নাম। তাহাকেই গুণবিশেষবশতঃ ‘ত্রিবৃৎ’ এই নামে অভিহিত করা হয়; আবার ‘অগ্নিষ্টোম’ তাহারই গোঁপ নাম। ঐ বিকৃতিভূত ‘অগ্নিষ্টং’ বাগের প্রকৃতিভূত যে ‘অগ্নিষ্টোম’ বাগ, তাহাতে যে সাম গীত হয়, তাহাকে গুণবশতঃ ‘অগ্নিষ্টোম’ বলা হয়। আর সেই সামটি “বজ্রা-বজ্রা বো অন্নয়ঃ” ইত্যাদি আগ্নেয় (অগ্নিসম্বন্ধীয়) স্বকে ‘একবিশমস্তোম’ (সামবিশেষ) যুক্ত করিয়া গীত হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে “স্তস্য বায়ব্যাস্থ একবিশম্ অগ্নিষ্টোম সাম কৃৎষা ব্রহ্মবর্চসকামো যজ্ঞেত” এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ঐ ‘অগ্নিষ্টং’ নামক যজ্ঞে, ব্রহ্মবর্চস কামনা থাকিলে, অগ্নিষ্টোমনামক সামযজ্ঞকে আগ্নেয়ী স্বক্‌সমূহে গান না করিয়া, “উপহা জাময়ো গিরঃ” ইত্যাদি বায়ব্য (বায়ুদেবতাসম্বন্ধীয়) স্বক্‌সমূহে একবিশম স্তোমযুক্ত করিয়া গান করিতে হইবে। আর ঐ বাক্যেরই সমীপে পঠিত “এতশ্চৈব রেবতীযু বারবন্তীয়ম্ অগ্নিষ্টোম সাম কৃৎষা পশুকামঃ হি এতেন যজ্ঞেত” এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, পশুরূপ ফলের কামনা হইলে রেবতী

নামক ঋকসমূহে অর্থাৎ ‘রেবতী’ এই শব্দযুক্ত “রেবতীনঃ সধমাদঃ” ইত্যাদি ঋকসমূহে ‘বারবন্তীয়’ নামক সাম গান করিতে হইবে; আর তাহাতেই অগ্নিষ্টোম সামের গান হইয়া যাইবে।

এস্থলে সংশয় এই যে, “এতশ্চৈব রেবতীষু” ইত্যাদি বাক্যে যে পশুস্বরূপ ফলের জ্ঞাত যে রেবতীনামক ঋকসমূহে বারবন্তীয় নামক সামের বিধান করা হইয়াছে, তাহা কি ‘অগ্নিষ্টুং’ যাগে ‘গুণফলবিধি’ অথবা তাহা অপূর্ব কর্ষের বিধি? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব অধিকরণে “দয়া ইন্দ্রিয়কামস্ত” ইত্যাদি বাক্যকে যেমন গুণফলবিধি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এস্থলে “এতশ্চৈব রেবতীষু” ইত্যাদি বাক্যও সেইরূপ গুণফলবিধিই হইবে। এস্থলে ‘এতশ্চৈব’ এই পদদ্বয়ের ‘এতদ্’ এবং ‘এব’ এই দুইটি শব্দের দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয়। কারণ, এতদ্ শব্দটি প্রকৃতপরামর্শী অর্থাৎ প্রকৃতির—বাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহারই বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে; আর ‘এব’ শব্দটি অন্তবোগ-ব্যবচ্ছেদার্থক হওয়ায় ইহার দ্বারা অন্তের সম্বন্ধ নিবারণিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ইহা গুণফলবিধি হইতে পারে না; যে হেতু, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, ইহাতে একই বাক্যের দ্বারা —‘অগ্নিষ্টুং’ যাগে রেবতী ঋকসমূহে বারবন্তীয় সামের সম্বন্ধ এবং তাহা হইতে পশুস্বরূপ ফলের সম্বন্ধ বোধিত হইতে পারে না বলিয়া বাক্যভেদ স্বীকার করিতে হয়। যদি ‘অগ্নিষ্টুং’ যাগে রেবতী ঋকের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে প্রাপ্ত থাকিত, তাহা হইলে এই বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র রেবতী ঋকের সহিত বারবন্তীয় সামের সম্বন্ধ বোধিত হইতে পারিত। কিন্তু অগ্নিষ্টুংযাগে রেবতী ঋকের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে প্রাপ্ত নহে বলিয়া ইহার দ্বারা গুণফলের বিধান হইতে পারে না পক্ষান্তরে, হোমের সহিত দধির সম্বন্ধ লোকতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহা শাস্ত্রের বিষয় নহে; কিন্তু কেবলমাত্র দধি ও ফলের সম্বন্ধবোধ করানই শাস্ত্রের বিষয়। এই কারণে তথায় বাক্যভেদ হয় না। আর বাক্যভেদ হয় না বলিয়া গুণফলবিধি বলিতে কোনও দোষ নাই। সুতরাং “এতশ্চৈব রেবতীষু” ইত্যাদি বাক্যকে গুণফলবিধি বলা যায় না, কিন্তু ইহাকে গুণবিশিষ্ট অপূর্ব কর্ষেরই বিধি বলিতে হয়। আর ‘এতদ্’ ও ‘এব’ এই দুইটি শব্দকে প্রকৃতপরামর্শী না বলিয়া প্রক্রিয়মাণ (বিধীয়মান) কর্ষবিষয়ক বলিলেও কোন দোষ হয় না। ইতি ১২শ রেবত্যধিকরণ (বারবন্তীয়াদির কর্ষাস্তরতাধিকরণ)।

২য় পাঃ]

স্রীমাংসা-দর্শনম্

৩১৫

সৌভরে পুরুষশ্রুতেনিধনং কামসংযোগঃ ॥ ২৮ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “সৌভরে”—সৌভর নামক সামে, (“সৌভর” নামক সামে আশ্রিত ‘হীষ’ ইত্যাদি ‘নিধনে’), “পুরুষশ্রুতেঃ”—পুরুষসংযোগ আছে বলিয়া অর্থাৎ কামনাবান্ অধিকারী পুরুষের উল্লেখ আছে বলিয়া, “নিধনং”—নিধন—অর্থাৎ সামের অংশবিশেষ, “কামসংযোগঃ”—কামসংযোগ—কল-সংযোগ অর্থাৎ কলান্তরজনকতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে “যো বৃষ্টিকামো যোহন্নাত্তকামো বঃ স্বর্গকামঃ স সৌভরেন স্তবীত। সর্বৈ বৈ কামাঃ সৌভরে” (তাঃ মঃ ব্রাঃ—৮৮) অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি বৃষ্টিকামী, যে অন্নাত্তকামী এবং যে স্বর্গকামী, সে সৌভরের দ্বারা স্তব করিবে’ এইরূপ একটি বিধি আছে। ইহারই পরে শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন “হীষিতি বৃষ্টিকামায় নিধনং কুর্য্যাৎ। উর্গিত্যন্নাত্তকামায়। উ ইতি স্বর্গকামায়” অর্থাৎ “বৃষ্টিকামনায় ‘হীষ্’ এই ‘নিধন’ (সামাংশবিশেষ) করিবে। অন্নাত্তকামনায় ‘উর্ক্’ এই ‘নিধন’ করিবে। স্বর্গকামনায় ‘উ’ এই নিধন করিবে।” এস্থলে যে ‘সৌভর’ শব্দটি আছে, উহা সামবিশেষের নাম। ‘নিধন’ অর্থ সামের অংশবিশেষ। সাম বিবিধঃ—পাক্তভক্তিক এবং সাপ্তভক্তিক অর্থাৎ পাঁচটি বা সাতটি ভাগ (অংশ) যুক্ত। তাহাদের প্রত্যেক অংশটির ‘প্রস্তাব,’ ‘উদগীত’ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নাম আছে। তন্মধ্যে যে অস্তিম অংশ, তাহার নাম ‘নিধন।’ এস্থলে “যো বৃষ্টিকামঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সৌভরনামক সামের দ্বারা স্তোত্র করিতে বলা হইয়াছে; আর বৃষ্টি, অন্নাত্ত এবং স্বর্গ তাহার কলরূপে শ্রুত হইয়াছে। আর পরবর্তী শ্রুতিতেও ‘হীষ’ ‘উর্ক্’ এবং ‘উ’ এই তিনটি নিধনের বিষয় বলা হইয়াছে এবং তাহাদেরও ঐ পূর্বোক্ত বৃষ্টি প্রভৃতি কলই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় এই যে, ‘হীষ্’ ইত্যাদি নিধনে যে বৃষ্টি প্রভৃতি কলের উপদেশ আছে, তাহা কি সৌভর বাক্যোপদিষ্ট কল হইতে স্বতন্ত্র কল, অথবা ‘হীষ্’ ইত্যাদি বাক্যে সৌভরবাক্যোপদিষ্ট কলেরই অনুবাদ করিয়া ‘হীষ্’ ইত্যাদি নিধনের বিধান করা হইয়াছে? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, “নিধনং কামসংযোগঃ”—‘হীষ্’ ইত্যাদি বাক্যে, “হীষ্ ইতি বৃষ্টিকামায়

কুর্য্যাৎ” এই প্রকারই অবয়ব করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃষ্টিকামনার সহিতই ‘হীন্’ ইহার সম্বন্ধ হইবে। কারণ, “পুরুষশ্রুতঃ”—‘বৃষ্টিকামায়’ প্রভৃতি পদে তাদর্থ্যে চতুর্থী রহিয়াছে বলিয়া ‘হীন্’ প্রভৃতি নিধন বৃষ্টাদিকামী পুরুষের কামনার অঙ্গ হইতেছে। আর ‘হীন্’ প্রভৃতি ‘নিধন’ পুরুষের অভিলষিত বৃষ্টি প্রভৃতি ফলের বদি সাধন (হেতু বা নিষ্পাদক) হয়, তবেই তাহার কামনাবান পুরুষের অঙ্গ হইতে পারে। অতএব ‘হীন্’ ইত্যাদি বাক্যে যে বৃষ্টি প্রভৃতি ফল শ্রুত হইয়াছে, তাহা ‘হীন্’ প্রভৃতি নিধনের স্বতন্ত্র ফল। সুতরাং এস্থলে সৌভরের ফল বৃষ্টি; এবং ‘হীন্’ এই নিধনের ফলও বৃষ্টি—উভয়ে মিলিয়া প্রচুর বৃষ্টি হইবে, ইহাই স্মৃতি হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বশ্চ বোক্তকামত্বাৎ তস্মিন্ কামশ্রুতিঃ স্যাৎ

নিধনার্থা পুনঃ শ্রুতিঃ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষম্ভার্থ। “সর্বশ্চ”—সমগ্র সৌভর সামের, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “উক্তকামত্বাৎ”—কাম অর্থাৎ ফল উক্ত হইয়াছে বলিয়া, “তস্মিন্”—তাহাতেই অর্থাৎ ঐ সৌভর বাক্যেই, “কামশ্রুতিঃ স্যাৎ”—কামশ্রুতি অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, “নিধনার্থা”—নিধনের জ্ঞাত অর্থাৎ ‘নিধনে’র নিয়ম করিবার নিমিত্ত, “পুনঃশ্রুতিঃ”—(কামনার) পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ “হীন্”—ইত্যাদি বাক্যে হীন্ প্রভৃতি নিধনের নিয়মবিধি ব্যবস্থার জ্ঞাত ফলকীৰ্ত্তন অনুবাদ, কিন্তু সৌভর বাক্যেই ফলসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে ‘হীন্’ ইত্যাদি বাক্যের ফলশ্রুতিকে ফলান্তরবিধি বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব নহে; কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যে হেতু, একটি বাক্যের দ্বারা নিধনের সহিত ‘হীন্’ প্রভৃতির সম্বন্ধ এবং ফলের সহিত সম্বন্ধ বোধিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহার জ্ঞাত দুইটি বাক্য আবশ্যক। আর এস্থলে দ্বিতীয় বাক্য নাই বলিয়া একটি বাক্যকেই দুইটিতে পরিণত করিয়া তাদৃশ অর্থ করিতে হয়। এই কারণে বৃষ্টিকামনার সহিত ‘হীন্’ ইহার সম্বন্ধ

নাই; কিন্তু “হীব্” ইতি নিধনং সৌভর্যম্” এই প্রকারই অভিসম্বন্ধ হইবে। সুতরাং বৃষ্টি প্রভৃতি ‘হীব্’ প্রভৃতি নিধনের ফল নহে, কিন্তু তাহা পূর্বোপদিষ্ট সৌভর্যেরই ফল। আর “হীব্” ইত্যাদি বাক্যে তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। অতএব “হীব্” ইত্যাদি বাক্যের ফলটি পূর্বফল হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং ইহাতে নূতন ফলের কথা বলা হয় নাই। যদি বলা হয়, ‘হীব্’ প্রভৃতিকে ফলসংযুক্ত না বলিলে বিধি বিফল হয়, তাহা হইলে বলিব, এস্থলে ‘হীব্’ প্রভৃতির নিয়মের ক্ষণই বিধি রহিয়াছে; সুতরাং ‘হীব্’ ইত্যাদি নিয়মবিধি। বৃষ্টিরূপ ফলের উদ্দেশ্যে ‘হীব্’ এই প্রকারই ‘নিধন’ করিতে হইবে অত্র প্রকার নহে—এইরূপ নিয়মবিধানই ইহার উদ্দেশ্য; আর তাহাতে ‘বৃষ্টিকাম্য’ প্রভৃতি পদগুলি বৃষ্টিসাধন সৌভরে লক্ষণা করিয়া তত্বদ্ব্যে ‘হীব্’ প্রভৃতির বিধান করা হয়। সুতরাং “হীবিতি বৃষ্টিকাম্য” ইহার অর্থ ‘নিধন’ স্থানস্থিত হীব্ এই সৌভরে দ্বারাই বৃষ্টিরূপ ফলের ভাবনা (উৎপাদনা) করিবে।’ অষ্টাঙ্গগুলিরও অর্থ এই প্রকার বুঝিতে হইবে। ইতি ১৩শ সৌভরাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ

গুণস্ত ক্রতুসংযোগাৎ কৰ্ম্মান্তরং প্রয়োজয়েৎ

সংযোগস্তাশেষভূতত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “গুণঃ”—গুণ অর্থাৎ রথস্তর সাম প্রভৃতি গুণ,
“তু”—প্রত্যবস্থানে, “কৰ্ম্মান্তরং প্রয়োজয়েৎ”—অন্য কৰ্ম্মের অর্থাৎ অপূৰ্ণ
কৰ্ম্মের প্রয়োগ (বিধান) করিবে, “ক্রতুসংযোগাৎ”—ক্রতুর (যজ্ঞের)
সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “সংযোগস্ত অশেষভূতত্বাৎ”—যে
হেতু রথস্তর সামের সংযোগ সমগ্র ক্রতুকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপাদে কৰ্ম্মের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে;
আর এই পাদে প্রধানতঃ তাহারই ব্যতিক্রম দেখান হইবে। সুতরাং কোন্ কোন্
স্থলে কৰ্ম্মের ভেদ হয় না, তাহাই ভেদলক্ষণের এই পাদে প্রধান প্রতিপাদ্য।
শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে—“যদি রথস্তরসামা সোমঃ শ্রাৎ
ঐন্দ্রবায়বাগ্নান্ গ্রহান্ গৃহীয়াৎ। যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্নান্। যদি জগৎসামা
আগ্রয়ণাগ্নান্” অর্থাৎ “সোমে” (সোমলতাসাধ্য বাগে) যদি রথস্তর নামক সাম
(গেয়) হইয়া থাকে, তাহা হইলে ‘ঐন্দ্রবায়ব’ নামক ‘গ্রহ’কে অগ্নে করিয়া
অপরাপর গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে, যদি ‘বৃহৎ’ নামক সাম (গেয় হইয়া) থাকে,
তাহা হইলে ‘শুক্র’ নামক গ্রহকে অগ্নে করিয়া অপরাপর ‘গ্রহ’ গ্রহণ করিতে
হইবে, আর যদি ‘জগৎ’ নামক সাম (গেয় হইয়া) থাকে, তাহা হইলে ‘আগ্রয়ণ’
নামক গ্রহকে অগ্নে করিয়া অজ্ঞাত গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে।” সোমলতার দ্বারা
যে বাগ করা হয়, তাহাকেই এ স্থলে সোম বলা হইয়াছে। ‘রথস্তর,’ ‘বৃহৎ’,
এবং ‘জগৎ’ এই তিনটি তিন প্রকার সামের নাম। ঐগুলি সোমবাগে মাধ্যন্দিন
সবনে • পৃষ্ঠস্তোত্রে বিকল্পিতভাবে গেয়রূপে বিহিত হইয়াছে। ঐন্দ্রবায়ব,

* সোমবাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং অপরাহ্নকালে এক এক দফা করিয়া
মোট তিন দফা যাগ করিতে হয়। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রয়োগগত (অনুষ্ঠান

মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র, মধ্বি, আগ্রয়ণ, উক্ধ্য, ঋব ইত্যাদি গ্রহের নাম। ঐগুলি প্রাতঃসবনে গ্রহণ করিতে হয়। বেদাঙ্গময় পাত্রবিশেষে সোমরস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম গ্রহ। আবার হোমের জন্ত পাত্রে গৃহীত সোমরসকেও গ্রহ বলে। অতএব উক্ত ঋতিবাক্যটির তাৎপর্যার্থ এই যে, সোমবাগ যদি রথস্তুরসামযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতে যদি রথস্তুর সাম গেল হয়—বৃহৎ এবং জগৎ সাম না থাকে, তাহা হইলে ঐন্দ্রবায়ব নামক গ্রহটি প্রথমে গ্রহণীয়। এইরূপ ‘বৃহৎ’ অথবা “জগৎ” নামক সাম থাকিলে ‘শুক্র’ অথবা ‘আগ্রয়ণ’ নামক গ্রহ প্রথমে গ্রহণীয়।

উক্ত বাক্যে কি রথস্তুরাদি সামযুক্ত জ্যোতিষ্টোম্যতিরিক্ত অল্প অপূর্ব কর্মের বিধান করা হইয়াছে, অথবা উহার দ্বারা প্রস্তুত (বিভিন্নমাণ) জ্যোতিষ্টোমে গ্রহা-প্রতারণা গুণের উপদেশ করা হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—“গুণস্ত কৰ্ম্মাস্তুং প্রয়োজয়েৎ”—রথস্তুরাদিসাম অপূর্ব কর্মেরই প্রয়োগ (বিধান) করিতেছে। কারণ, “ক্রতুসংযোগাৎ”—সমগ্র ক্রতুর সহিত ইহার সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঋতিমধ্যে ‘রথস্তুরসামা’ এইরূপ উল্লেখ থাকায় ‘রথস্তুর’ নামক সামটি বহুব্রীহি সমাসে প্রবিষ্ট হইয়া সোমের বিশেষণ হইয়াছে। আর বাহা অসাধারণ, তাহাই বিশেষণ হইয়া থাকে। সুতরাং ‘রথস্তুরসামা’ এই অংশের ‘রথস্তুরই সাম বাহার’ এই প্রকার বিগ্রহ করিয়া বুঝা যায় যে, সোমে একমাত্র ‘রথস্তুর’ অথবা ‘বৃহৎ’ই বিকল্পিত ভাবে সাম হইতেছে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এস্থলে জ্যোতিষ্টোমে গ্রহাপ্রতারণা গুণ বিহিত হইতে পারে না; কারণ, জ্যোতিষ্টোমে একমাত্র ‘রথস্তুর’ই সাম নহে, কিন্তু তথায় ‘গায়ত্রী’ সাম প্রভৃতি অপরাপর সামও আছে। আর যে স্থলে অপরাপর সাম আছে, তথায় রথস্তুরসাম বিশেষণ হইতে পারে না, যে হেতু, তাহা তথায় অসাধারণ নহে। অতএব ঋতিমধ্যে ‘রথস্তুরসামা’ এই প্রকার নির্দেশ থাকায় ‘রথস্তুর’ সামকে বিশেষণ

বিবরে) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এই যে তিন দফা বাগ করা হয়, ইহাদের প্রত্যেকটিকে ‘সবন’ বলে। প্রত্যেকবারেই সোমলতা ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিতে হয়। উহারাই যথাক্রমে প্রাতঃসবন, সাধ্যান্নিন সবন এবং তৃতীয় সবন নামে অভিহিত হয়। এই তিনটি সবন মিলিয়া একটি কর্ণ—সোমবাগ হইয়া থাকে। ইহা অনেকটা ত্রিকালীন জগদ্ধাত্রীপূজার মত ব্যাপার।

সাধ্যান্নিনসেবনে সামবিশেষের দ্বারা গায়ত্রী চারিটি স্তবকে ‘গৃষ্টতোত্র’ বলা হয়।

না বলিবার উপায় নাই। কারণ, “সমর্থঃ পদবিধিঃ” এই পাণিনীয় সূত্র হইতে জানা যায় যে, ‘সামর্থ্য’ না থাকিলে সমাস হয় না। আর নৈরপেক্ষ্য (নিরপেক্ষতা) রূপে সামর্থ্য, তাহা বিশেষণেই থাকে। আবার বিশেষণ বিশেষ্যকে অল্প সজাতীয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই জন্য বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ এস্থলে বলিয়াছেন—

“সমাসঃ সতি সামর্থ্যে তচ্চাপীষ্টঃ বিশেষণে।

বিশেষণঃ ব্যবচ্ছেদন্তু জ্যোতিষ্টোমে চ নাস্তি তৎ।”

সুতরাং ‘রথন্তর’ নামক সাম সোমের বিশেষণ বলিয়া তাহা সমগ্র ক্রতুকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকায় তদযুক্ত সোম যে স্বতন্ত্র কর্ম, তাহা স্বীকার না করিলে উপায় নাই। তবে এ পক্ষে ‘যদি’ শব্দটির অর্থ অবিবক্ষিত হয় বটে। অথবা “যদি যোচেত” এই প্রকারে ক্রটির অধ্যাহার কল্পনা করিয়া ‘যদি’ শব্দের সার্থকতা রক্ষা করা যায় অথবা “যদি শালিং ভুঞ্জীত তত্র দধ্যুপসিঞ্চৎ” এই লৌকিক বাক্যে যেমন “যদি দধি উপসিঞ্চৎ, তদা শালিং ভুঞ্জীত” এই প্রকার ব্যত্যাস সহকারে যদি শব্দের অর্থ স্বীকার করা হয়, সেইরূপ এ স্থলেও “যদি ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহীয়াৎ রথন্তরসামা সোমঃ স্রাৎ” এই প্রকারে ব্যত্যাস (ব্যতিক্রম) করিয়া যদি শব্দের অর্থ করা যায়। আর “রথন্তরসামা সোমঃ স্রাৎ” এই যে অবাস্তব বাক্য, ইহাই এ স্থলে বিধায়ক। আর “ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহীয়াৎ” এই বাক্যে ‘গৃহীয়াৎ’ এই পদে ‘কামপ্রবেদন’ অর্থে (ইচ্ছার্থে) লিঙের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ “যদি ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহীয়াৎ—গ্রহীতুমিচ্ছৎ” অর্থাৎ “যদি ঐন্দ্রবায়ব গ্রহকে অগ্রে করিয়া অপরাপর গ্রহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।” অথবা এস্থলে “হেতুহেতুমতোলিঙঃ” এই সূত্র অনুসারে নিমিত্তনৈমিত্তিক অর্থে লিঙের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং ‘রথন্তরসামা’ এই সমস্ত (সমাসবদ্ধ) পদের দ্বারা রথন্তর সামের যে সমগ্র ক্রতুর সহিত সম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে ইহাকে কর্মাস্তরেরই বিধি বলিতে হয়। পক্ষান্তরে, গুণবিধি স্বীকার করিলে সমগ্র ক্রতুর সহিত সম্বন্ধ থাকে না; এবং গুণতাবাদী ‘যদি’ শব্দের দ্বারা যে নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব স্বীকার করিতেছেন, তাহাও সম্ভব হয় না; কারণ, সকল স্থলেই নিমিত্তটি পূর্বকালবর্তী এবং নৈমিত্তিকটি পরতাবী হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। কিন্তু এ স্থলে গুণবিধি স্বীকার করিলে তাহার অস্তিত্ব হইয়া পড়ে, যে হেতু, এ পক্ষে রথন্তরসামকে গ্রহাগ্রতা বিশেষের হেতু বলিতে হয়।

অথচ গ্রহাগ্রতাগ্রহণ নৈমিত্তিক হইলেও পূর্বকালবর্তী আর রথন্তরসাম পরবর্তী কালীনই হইতেছে; কারণ, কর্ম্মমধ্যে পূর্বেই প্রাতঃসবনকালে অগ্রতাবিশিষ্ট গ্রহ গ্রহণ করিবার বিধি আছে, আর পরে মাধান্নিন সবনে পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তরসাম গান করিবার উপদেশ আছে। আরও, গ্রহাগ্রতার গুণতাবাদীকে রথন্তরসামকেই গ্রহা-গ্রতা গ্রহণের নিমিত্ত বলিতে হইবে। কিন্তু এ স্থলে ‘রথন্তর’ শব্দটি বহুব্রীহিসমাসে প্রবিষ্ট হইয়া উপসর্জন (গুণীভূত) হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার সহিত ‘যদি’ শব্দের অম্বয় হইতে পারে না। আর উহার সহিত যদি শব্দের অম্বয় না হইলে উহাকে গ্রহাগ্রতার নিমিত্তও বলা যায় না, যে হেতু, ‘যদি’ শব্দের দ্বারাই এ স্থলে নিমিত্ততা সূচিত হইতেছে। আবার ‘যদি’ শব্দের সহিত উহার সম্বন্ধ থাকিলে উহা সমাসে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যে হেতু, “ঋতশ্চ রাজমাতঙ্গাঃ” ইত্যাদি সাপেক্ষ পদের সমাস হইতে পারে না। অতএব—“যদি রথন্তরসামা” ইত্যাদি বাক্য গুণবিধি নহে, কিন্তু উহা ঐন্দ্রবারবাগ্রহ এবং রথন্তররূপ গুণবিশিষ্ট কর্ণাস্তরেরই উপদেশ। ইতি পূর্বপক্ষ।

একশ্চ তু লিঙ্গভেদাৎ প্রয়োজনার্থমুচ্যেতৈকত্বং

গুণবাক্যত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একশ্চ”—এক জ্যোতিষ্টোমেরই, “তু”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “লিঙ্গভেদাৎ”—লিঙ্গের অর্থাৎ রথন্তরসাম এবং বৃহৎসামন্ত-রূপ বিশেষণের ভেদহেতু, “প্রয়োজনার্থম্”—প্রয়োজনের জন্ত অর্থাৎ গ্রহাগ্রতাবিধানরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত, “উচ্যেত”—উল্লিখিত হয়, “একত্বং”—(বস্তুতঃ এ স্থলে কর্ণের) একত্বই আছে, “গুণবাক্যত্বাৎ”—যে হেতু ইহা গুণবাক্য হইতেছে। (আর গুণবিধি স্থলে কর্ণের ভেদ হয় না)। সিদ্ধান্ত

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, “যদি রথন্তরসামা” ইত্যাদি কর্ণাস্তরবিধি, তাহা সঙ্গত নহে, কিন্তু ইহাকে গুণবিধিই বলিতে হয়। কারণ, পূর্বপক্ষীর মত স্বীকার করিলে ‘যদি’ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয় অথবা রুচি-অধ্যাহার করনা ও ব্যত্যস্তভাবে অম্বয় (দ্ব্যম্বয়) স্বীকার করিতে হয়

এবং প্রকরণ পরিভাগ ও অপ্রকৃত কল্পনাও করিতে হয়। কিন্তু গুণবিধি স্বীকার করিলে আর ঐ সমস্ত দোষের অবসর থাকে না। তবে যদি গুণবিধি কল্পনা করা অসম্ভব হয়, তখন অগত্যা ঐ সমস্ত দোষও স্বীকার করা যায়। কিন্তু এ স্থলে যখন গুণবিধি স্বীকার করা যায়, তখন ঐ সমস্ত দোষের সহিত কৰ্ম্মান্তরতা স্বীকার করা উচিত নহে। আর গুণবিধি স্বীকার করিলে রথস্তর সামের যে বিশেষণত্ব থাকে না, তাহাও নহে; কারণ, ইতরব্যাবর্তকত্ব অর্থাৎ অস্ত্র হইতে বৈশিষ্ট্যানির্দেশ করাই বিশেষণের ফল। এ স্থলে মাধ্যমিন সর্বনের পৃষ্ঠস্তোত্রে ‘রথস্তর’ ‘বৃহৎ’ এবং ‘জগৎ’ এই তিন প্রকার সাম বিকল্পে বিহিত আছে বলিয়া রথস্তরাদি বাক্যে উহাদের পরস্পরের ব্যাবৃত্তি (নিবৃত্তি) বিশেষণের দ্বারা বোধিত হইতেছে; যখন রথস্তর সাম গ্লেয় হইবে, তখন বৃহৎ এবং জগৎ নামক সাম আর গ্লেয় হইবে না— এইরূপে এস্থলে নিয়মবিধি থাকার রথস্তরের অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রাপ্তি নিবৃত্তি করাই বিশেষণের প্রয়োজন, আর তাহাতে ‘বৃহৎ’ আর ‘জগৎ’ নামক সামেরও ব্যাবৃত্তি অর্থ সিদ্ধ হইয়া যায়। আর পাক্ষিক অর্থাৎ বৈকল্পিক বস্তু স্বরূপসং ভাবেই বিশেষণ হইয়া থাকে বলিয়াও রথস্তরবিহীন যে জ্যোতিষ্টোম, তাহার ব্যবচ্ছেদ (ব্যাবৃত্তি) করাও বিশেষণের প্রয়োজন।

আর রথস্তর শব্দটি সমাসে প্রবিষ্ট বলিয়া ‘যদি’ শব্দের সহিত তাহার অসম্বন্ধ হইতে পারে না, এবং ‘যদি’ শব্দের সহিত অসম্বন্ধ না হইলে ‘যদি’ শব্দের দ্বারা রথস্তরের যে হেতুতা সূচিত হইতেছে, তাহাও সঙ্গত হয় না, এই প্রকার যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; কারণ, কেবলমাত্র রথস্তরকে ঐন্দ্রবায়বগ্রহাণ্ডতার হেতু বলা হয় না, কিন্তু রথস্তরবিশিষ্ট ক্রতুকেই গ্রহাণ্ডতার নিমিত্ত বলা হয়। আর ‘মলিনঃ স্নান্যৎ’ এই বাক্যে মলিনতাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে স্নান বিহিত হইলেও, এ স্থলে মলিনতা বিশেষণ হইলেও, যেমন স্নানের হেতু হয়, সেইরূপ রথস্তরযুক্ত ক্রতু গ্রহাণ্ডতার নিমিত্ত হইলেও ফলতঃ রথস্তরই ঐন্দ্রবায়ব গ্রহাণ্ডতাব হেতু হইয়া থাকে।

আর পরভাবী অনিষ্পন্ন বস্তু হেতু হইতে পারে না, এই প্রকার যে উক্তি, তাহাও এস্থলে সঙ্গত হয় না; কারণ, এস্থলে অনিষ্পন্ন পরকালভাবী রথস্তরের হেতুতা যখন বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনবোধিত, তখন লৌকিক দৃষ্টান্তে উহার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি চলিবে না, কিন্তু বচনে যেমন উল্লেখ আছে, সেইরূপই বুঝিতে হইবে। এই জগ্গ স্থানান্তরে (পূর্বে রেবত্যাধিকরণ প্রভৃতি স্থলে) ভগবান্ ভাব্যকার বলিয়াছেন—“কিমিব হি বচনং ন কুৰ্ব্ব্যাৎ নাস্তি বচনশ্রুতিভারঃ”

৩য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৬২৩

অর্থাৎ “শাস্ত্রবাক্য কোন বিষয়েরই বা বিধান না করিতে পারে এবং বচনের পক্ষে বিধান করিতে গুরুতর বিষয় কি আছে?” বস্তুতঃ পক্ষে ইহার যে লৌকিক দৃষ্টান্ত নাই, তাহাও নহে। যেমন ভোজনের জন্য স্থান মার্জনা করা হয়। ভোজন অনিশ্চিত, পরবর্তিকালীন হইলেও তাহা যেমন পূর্বকালীন স্থানমার্জনাদির হেতু হয়, এ স্থলেও সেইরূপ রথস্বর গ্রহাণুতার নিমিত্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে গ্রহাণুতারূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। আর ইহা গুণবাক্য বলিয়া ইহার দ্বারা যখন কর্ণের ভেদ প্রতিপাদিত হইতে পারে না, তখন প্রকৃত জ্যোতিষ্টোম এবং রথস্বরাদি বিশিষ্ট সোম যে একই কর্ণ, তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্য ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন, “একং গুণবাক্যং।” ইতি ১ম রথস্বরাধিকরণ।

অবেষ্টৌ যজ্ঞসংযোগাৎ ক্রতুপ্রধানমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গুস্বার্থ। “অবেষ্টৌ”—অবেষ্টিনামক যজ্ঞে, “ক্রতুপ্রধানং”—যজ্ঞপ্রধান অর্থাৎ প্রয়োগান্তর প্রধান, অর্থাৎ অশ্রু কর্ণের প্রাধান্য, “উচ্যতে”—শ্রুতির দ্বারা বোধিত হইতেছে, “যজ্ঞসংযোগাৎ”—যে হেতু, (কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়েরই) রাজস্বয় যজ্ঞে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা অধিকার আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে “রাজা রাজস্বয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞতঃ” অর্থাৎ “রাজা স্বারাজ্যকামনায় রাজস্বয় যজ্ঞ করিবে” এইরূপ বিধি আছে। এই প্রকরণেই—“আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেৎ হিরণ্যং দক্ষিণা। ঐন্দ্রমেকাদশ-কপালম্ ঋষভো দক্ষিণা। বৈশ্বদেবং চক্ৰং পিশঙ্গী প্রষ্ঠৌহী দক্ষিণা। মৈত্রাবরুণী মামিক্ষাং বশাদক্ষিণা। বারীষ্পত্যং চক্ৰং শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণা।”—এই বাক্যে অবেষ্টিনামক যজ্ঞেরও বিধি আছে। আর এই অবেষ্টি যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—“যদি ব্রাহ্মণো যজ্ঞতঃ বারীষ্পত্যং মধ্যে নিধায় আহতিং হুত্বা তমভিষারয়েৎ। যদি রাজস্বয় ঐন্দ্রং। যদি বৈশ্বো বৈশ্বদেবম্।” অর্থাৎ “যদি ব্রাহ্মণ ভাগ করেন, তাহা হইলে বারীষ্পত্য—অর্থাৎ বৃহস্পতিদেবতাক (বৃহস্পতি বাহার দেবতা) চক্ৰকে (উক্ত পাঁচপ্রকার) হবির মধ্যস্থানে করিয়া আহতি দিয়া তাহাকে

অভিধারণ করিবে। যদি রাজত্ব (ক্ষত্রিয়) বাগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ঐন্দ্র (ইন্দ্র বাহার দেবতা সেই) হবিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া অভিধারণ করিবে—আর যদি বৈশ্ব বাগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে বৈশ্বদেব (বিশ্বদেব বাহার দেবতা তাদৃশ) হবিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া অভিধারণ করিবে।”

ইহাতে সংশয় এই যে, পূর্ব্ব অধিকরণে যেমন ‘ঐন্দ্রবায়বাগ্রত্ব’ বিধান করিবার নিমিত্ত ‘যদি’ শব্দযুক্ত বাক্যের দ্বারা ‘ব্রথন্তর’ নামক সামকে তাহার নিমিত্তরূপে অনুবাদ করা হইয়াছিল, এস্থলেও সেইরূপ “অগ্নেয়মষ্টাকপালম্” ইত্যাদি বাক্যের পঞ্চম স্থানে পঠিত বার্ষ্পত্য (বৃহস্পতিদেবতাক) চক্রকে তৃতীয় স্থানে (মধ্যস্থানে) স্থাপন করিবার জন্তই কি “যদি ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি বাক্যে ‘যদি’ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিমিত্তরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে অথবা ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণাদির বাগসম্বন্ধ বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নূতন বাগের বিধান করা হইয়াছে। এই বিচারটির জন্ত ইহাও বিচার করা আবশ্যক যে, রাজন্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ব এই তিন বর্ণেরই কি অধিকার আছে, অথবা একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই ইহাতে অধিকার? ইহা নির্ণয় করিতে হইলে ইহাও নিরূপণ করা উচিত যে, ‘রাজা’ এই শব্দটি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ব এই তিন বর্ণেরই বাচক অথবা ইহা কেবল ক্ষত্রিয়েরই অভিধায়ক? এতদর্থে ইহাও বিচারিত হওয়া দরকার যে, রাজ্যকর্ত্তৃত্বই কি ‘রাজা’ এই শব্দটির প্রবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাচকতার কারণ অথবা ক্ষত্রিয়ত্ব জাতিই উহার প্রবৃত্তির হেতু?

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন এই যে,—রাজ্যকর্ত্তৃত্বই ‘রাজা’ এই শব্দটির প্রবৃত্তির নিমিত্ত কারণ, বাহার রাজ্য আছে, যিনি রাজ্যশাসন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্ব যে বর্ণেরই হউন না কেন, শিষ্টগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকেন। সুতরাং রাজ্যসম্বন্ধই—রাজ্যকর্ত্তৃত্বই ‘রাজা’ এই শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ব এই তিন বর্ণের লোকই রাজা হইতে পারে। আর তিন বর্ণেরই লোক যদি রাজা হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্ব যেই রাজা হইবে, সেই রাজন্য বজ্র করিতে পারিবে। আর তিন বর্ণেরই লোক যদি রাজন্যের অধিকারী হয়, তাহা হইলে অবেষ্টী নামক যজ্ঞে উহাদের সম্বন্ধ বা অধিকার অপ্রাপ্ত নাই, কিন্তু প্রাপ্তই হইতেছে। সুতরাং তাহার আর বিধান করিতে হইবে না। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে “যদি ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মান্তরের বিধান করা হয় নাই, কিন্তু উহার দ্বারা ব্রাহ্মণাদিকে নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদী উক্তপ্রকার মত প্রকাশ করিলে তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, “অবেষ্টৌ ক্রতুপ্রধানম্ উচ্যতে”—অবেষ্টি নামক যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ ক্রতুপ্রধান, —যজ্ঞে অপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের প্রাপ্তিই ইহার দ্বারা বোধিত হইয়াছে অর্থাৎ এই বচনের দ্বারা যে কৰ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্বপ্রাপ্ত নহে, কিন্তু একটি স্বতন্ত্র কৰ্ম, যে হেতু ‘রাজসূয়’ যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। “রাজা রাজসূয়েন যজ্ঞত” এই ঋতিবাক্যে যে রাজসূয় যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, তাহা রাজারই কর্তব্য। আর যাঁহার রাজ্য আছে, তিনি রাজা, এরূপ নহে, অর্থাৎ রাজ্য-কর্তৃক রাজসূয়ের প্রবৃত্তির নিমিত্ত নহে; প্রচ্যুত রাজশব্দ হইতেই রাজ্য শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। কারণ, ভগবান পাণিনি “তশ্চ কৰ্ম্মণি” এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া “পত্যন্তপুরোহিতাদিত্যো যক্” এই সূত্র রচনা করিয়া জানাইয়া দিতেছেন যে, “রাজঃ কৰ্ম্ম” অর্থাৎ ‘রাজার কৰ্ম্ম’ এইরূপ অর্থে ‘রাজন্’ শব্দের উত্তর ‘যক্’ প্রত্যয় করিয়া ‘রাজ্য’ এই শব্দটি নিস্পন্ন হইয়াছে (কারণ, রাজন্ শব্দটি সূত্রোক্ত পুরোহিতাদি গণের অন্তর্ভুক্ত)। সুতরাং ব্যাকরণ স্মৃতি হইতে জানা বাইতেছে যে, বর্ণলোপ পূর্বক রাজ্য শব্দ হইতে ‘রাজা’ এই শব্দটি উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু ‘রাজা’ (রাজন্) শব্দ হইতেই ‘রাজ্য’ পদটি নিস্পন্ন হইয়াছে। আবার “রাজানম্ অভিষেচয়েৎ” অর্থাৎ ‘রাজাকে অভিষিক্ত করিবে’ এই শাস্ত্রবাক্য হইতেও জানা যায় যে, অভিষেকের পূর্ব হইতেই (অভিষেক্য ব্যক্তি) রাজা থাকে। আবার অভিষেক না হইলে রাজ্যে অধিকার হয় না; এই জন্ত রাজ্য পাইয়াছে বলিয়া যে তাহাকে রাজা বলা হইবে, তাহাও শাস্ত্রসম্মত নহে। সুতরাং “রাজানম্ অভিষেচয়েৎ” এই শাস্ত্র-বাক্যে রাজা শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়। আবার মনু প্রভৃতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যে রাজ্যশাসন—প্রজাপালন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরই কৰ্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যাদি শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া রাজ্যশাসন করে, তাহাকেও রাজার (ক্ষত্রিয়ের) কৰ্ম্মের সাদৃশ্য-মুসারে রাজা বলা হয়; কিন্তু ইহা গোঁণ প্রয়োগ। এই জন্ত কোষকারও বলিয়াছেন—“রাজা যুগাক্ষে ক্ষত্রিয়ে নৃপে” অর্থাৎ ‘যুগাক্ষ (চন্দ্র) এবং ক্ষত্রিয় নৃপ রাজা শব্দের অর্থ’। এস্থলে ‘ক্ষত্রিয়ে নৃপে’ এইরূপ সামান্যাদিকরণ্য থাকায় ঐ প্রকার অর্থই সিদ্ধ হয়। সুতরাং রাজা শব্দ বখন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিরই বাচক, আর শাস্ত্রানুসারে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়েরই বখন অভিষেক, রাজ্যশাসন—প্রজাপালনাদি কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তখন “রাজা রাজসূয়েন যজ্ঞত” এই ঋতি-বাক্যে কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই রাজসূয় যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে; তাহাতে ব্রাহ্মণাদির প্রাপ্তি নাই।

আর সেই রাজহ্ময় প্রকরণে পঠিত অবেষ্টি নামক ইষ্টিও অন্তঃক্রতু অর্থাৎ রাজহ্ময় যজ্ঞের মধ্যেই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য; এই জন্ত ইহা ‘অন্তরবেষ্টি’। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা বৈশ্ব যদি বিশেষ কামনায়ুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা বহিঃক্রতু অর্থাৎ রাজহ্ময় যজ্ঞের বাহিরে—রাজহ্ময় যজ্ঞ বিনাই, পৃথকভাবে অবেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আর তাদৃশ অনুষ্ঠানের কি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা “যদি ব্রাহ্মণো যজ্ঞেত” ইত্যাদি বচনে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর এ পক্ষে যদি শব্দটি নিমিত্তবাচক নহে, কিন্তু ইহা তাৎপর্যগ্রাহক। অতএব এস্থলে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্ট স্বতন্ত্র কর্মেরই বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে ব্রাহ্মণাদি পূর্বাধিকরণোক্ত রথস্বরের জ্ঞায় নিমিত্ত নহে। আর “এতয়া অন্নাতকামং বাজয়েৎ” এই ঋতিবচনের দ্বারা ঐ ‘বহিঃক্রতু’ অবেষ্টির ফল বোধিত হইয়াছে। ইতি ২য় অবেষ্ট্যাধিকরণ।

আধানেহসর্ব্বশেষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “আধানে”—আধান বিষয়ে (‘বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীনাদধীত’ ইত্যাদি বসন্ত বাক্যই প্রাপক), “অসর্ব্বশেষত্বাৎ”—যে হেতু, আধান কাহারও অর্থাৎ কোনও যজ্ঞেরই শেষ অর্থাৎ অন্ত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “বসন্তে ব্রাহ্মণোহগ্নীনাদধীত, ঐদ্যে রাজতঃ, শরদি বৈশ্বঃ” (তৈঃ ব্রাঃ—১।১।২) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বসন্তে অগ্ন্যাধান করিবে, ক্ষত্রিয় ঐদ্যে এবং বৈশ্ব শরৎকালে।” এস্থলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে কি বসন্তকালীন আধানের নিমিত্তরূপে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইয়াছে, অথবা ব্রাহ্মণাদি বর্ণকর্তৃক (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ বাহার কর্তা তাদৃশ) আধানের বিধান করা হইয়াছে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্ব অধিকরণে ব্রাহ্মণাদির প্রাপ্তি ছিল না বলিয়া তথায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে নিমিত্ত বলা যায় না বটে, কিন্তু এস্থলে ব্রাহ্মণাদির অগ্ন্যাধান পরিপ্রাপ্ত বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে আধানসম্বন্ধীয় বসন্তাদি কালের নিমিত্ত বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আধান কিরূপে প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে বলিব, কামঋতির সামর্থ্যে অর্থাপত্তিবলে ব্রাহ্মণাদির আধানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ, “অগ্নিহোত্র জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ,” “দর্শপূর্ণমাসান্ত্যে স্বর্গকামো

যজ্ঞেত" ইত্যাদি ঋজিতে যে স্বর্গাদি কামনার উল্লেখ আছে, তাহার লক্ষ্য অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কর্তৃক বিহিত হইয়াছে। আর অগ্ন্যাধানি বিনা সেই সমস্ত কর্তৃক উপপন্ন হয় না বলিয়া, কারণ, আহুতির আধার অগ্নি না থাকিলে অগ্নিসাধ্য ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎপ্রাপ্তি প্রমাণের দ্বারা সেই সমস্ত কর্তৃক অগ্নি-আধানের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বেদাধ্যয়ন বিনা কি ভাবে কোন কর্তৃক করিতে হইবে, তাহাও জানা যায় না বলিয়া—বিভা ব্যতীতও সেই সেই কর্তৃক উপপন্ন হয় না বলিয়া বেদাধ্যয়নও কামাশ্রিত বলে অর্থাৎপ্রাপ্তি প্রমাণের দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে বলিয়া "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, ঐশ্বরে রাজস্বং, শরদি বৈশ্বম্" অর্থাৎ "বসন্তকালে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে, ঐশ্বর্যকালে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে বৈশ্যের" এই ঋতিবচনেও ব্রাহ্মণাদিকে উপনয়ন-সম্বন্ধীয় বসন্তাদি কালের নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব "বসন্তে ব্রাহ্মণোহয়ীনাদধীত" ইত্যাদি এবং "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" ইত্যাদি বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিমিত্তরূপেই অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ষ বসন্ত প্রভৃতি কালের নিমিত্ত নহে, কিন্তু উক্ত ঋতিবচন দুইটিতে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ষ বাহার কর্তা তাদৃশ) বসন্তাদিকালবিশিষ্ট আধান এবং উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। কারণ, কামাশ্রিতের দ্বারা শাস্ত্রীয় অগ্ন্যাধান এবং বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হইতে পারে না; যে হেতু, আধান কোনও ক্রিয়ার শেষ অর্থাৎ অন্ত নহে; কিন্তু অগ্নিই সকল কর্তৃকের অন্ত। আর লৌকিক অগ্নিতে হোম করিয়াও ক্রিয়া সমাধা করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং গুপ্তক পাঠ করিয়াও কর্তৃকের উপযোগী শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া অন্তথা উপপত্তি হওয়ার এখানে অর্থাৎপ্রাপ্তির প্রামাণ্য হইতে পারে না।

যদি বলা হয়, আধান যখন ত্রিবিধ যজ্ঞের অগ্নির উপায়, তখন আধান বিনা কিরূপে অগ্নির প্রাপ্তি হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, কোনও এক ব্যক্তি অগ্নি আধান করিয়া অপরাপর ব্যক্তিকে যদি দেয়, তাহা হইলে তাহার আধানসিদ্ধ অগ্নিই লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার যদি সেই অগ্নিতে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে কি তাহা সফল হইবে? যদি আধানকে অর্থাৎপ্রাপ্তিবলে প্রাপ্ত বলা যায়, তাহা হইলে অন্ত কর্তৃক আহিত অগ্নিতে কর্তৃক করিলেও তাহা সফল হইবে বলিতে হয়। অথচ "অগ্নীন আদধীত" এই বচনের "আদধীত" এই পদে আত্মনেপদের বিভক্তি থাকার বুঝা বাইতেছে যে, প্রত্যেক বাগকর্তা যদি স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং আধান করে, তবেই তাহা তাহার কর্তৃকের উপযোগী হইবে। কারণ, "স্বরিতক্রিান্তঃ কৰ্ত্তৃভিপ্রায়ে ক্রিয়াকলে"

এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে এখানে ‘ঞঃ’ ‘ধাঞ’ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদের বিভক্তি থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, অধান জ্ঞ ফল পাইতে হইলে—অগ্নিকে স্বীয় কর্মের উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে নিজে স্বত্ত্বভাবে আধান করিতে হইবে, পনের আহিত অগ্নি আনিলে চলিবে না। সুতরাং যে আধান করিবে, তদনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল সেই ব্যক্তিই পাইবে, অশ্চে নহে। অতএব কামশ্রুতির দ্বারা আধানের প্রাপ্তি হয় না। এইরূপ কামশ্রুতির দ্বারা কর্মোপযোগী বেদ-বিভ্যাসও প্রাপ্তি হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বারা শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রাপ্তি হইতে পারে। আর তজ্জন্ত তাহার উপনয়নপ্রসঙ্গও হইয়া পাড়ে। কিন্তু “বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই উপনয়নকাল উপদিষ্ট হইয়াছে; শূদ্রের উপনয়নবিধি নাই। অতএব স্বয়ং পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া যে কর্মোপযোগী বেদবিভ্যাস লাভ হইতে পারে এবং শূদ্রেরও যে বেদাধ্যয়নপ্রসঙ্গ হইতে পারে, তাহার নিবারণের জন্ত “ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” ইত্যাদি বাক্যকে ব্রাহ্মণাদি বিষয়ক উপনয়নের বিধি বলিতে হয়। সুতরাং “বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অয়ীন্ আদধীত” এবং “বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণাদিকে নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক বসন্তাদিকাল বিশিষ্ট আধান এবং উপনয়নেরই বিধান করা হইয়াছে। ইতি ঙ্ম বিশিষ্টাধানবিধেয়-স্বাধিকরণ।

অয়নেষু চোদনান্তরং সংজ্ঞোপবন্ধাৎ ॥ ৫ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “অয়নেষু”—দাক্ষায়ণাদি বাক্যে, “চোদনান্তরম্”—অন্ত চোদনা অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্মের বিধি (হইবে), “সংজ্ঞোপবন্ধাৎ”—যেহেতু, সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের উপবন্ধ অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“দাক্ষায়ণযজ্ঞেন যজ্ঞেত প্রজাকামঃ”। “সাকং প্রস্থায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকামঃ”। “সংক্রমযজ্ঞেন যজ্ঞেত অন্নাতকামঃ” (তৈঃ সং—২।৫।৪, ৬)। উক্ত শ্রুতিবাক্যে কি ‘দাক্ষায়ণযজ্ঞ’, ‘সাকং প্রস্থায়ী’ এবং ‘সংক্রমযজ্ঞ’ এই সমস্ত নামে প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্মের বিধান করা হইয়াছে অথবা ঐগুলি গুণফলবিধি এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অয়নেষু চোদনান্তরম্”—দাক্ষায়ণাদি বাক্য স্বতন্ত্র

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩২৯

স্বতন্ত্র চোদনা—এগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্মেরই বিধি। কারণ, “সংজ্ঞাপবদ্ধাৎ”—
এস্থলে সংজ্ঞার উল্লেখ আছে অর্থাৎ ‘দাক্ষায়ণ’, ‘সাকং প্রস্থায়ী’ এবং ‘সংক্রম’
নামে কোনও গুণ লোকপ্রসিদ্ধ নাই; অথচ “উদ্ভিদা যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলের
স্তায় এখানেও ‘যজ’ ধাতুর সহিত উহাদের সামান্যিকরণ্য রহিয়াছে।

অগুণা চ কর্মচোদনা ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “অগুণা”—গুণরহিত, “চ”—যেহেতু, “কর্মচোদনা”—
কর্মবিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন “অগুণা চ কর্ম-
চোদনা”—দাক্ষায়ণযজ্ঞ প্রভৃতি বাক্যে যদি কোনও দ্রব্যাদিরূপ গুণের উল্লেখ
থাকিত, তাহা হইলে সেই গুণের অনুরোধে ইহাকে গুণবিধি বলা চলিত; কিন্তু
তাহা বখন নাই, তখন ইহা গুণবিধি নহে। আর ইহা বখন গুণবিধি নহে, তখন
ইহাকে কর্মাস্তরবিধি না বলিলে বচনগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব উহা
কর্মাস্তরবিধি।

সমাপ্তং চ ফলে বাক্যম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। “চ”—যেহেতু, “বাক্যম্”—এ প্রতিবচন, “ফলে
সমাপ্তম্”—ফলে সমাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়া নিরাকাজ্ঞ
হইয়াছে (সেই কারণেও ইহা কর্মাস্তরবিধি)।

ভাষ্যভাবার্থ। দাক্ষায়ণাদি বাক্য যে গুণবিধি নহে, কিন্তু
কর্মাস্তরবিধি, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“সমাপ্তং চ ফলে বাক্যম্।”
“দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বাক্যে যেমন স্বর্গাদিরূপ ফলের জ্ঞাত
উপায়স্বরূপে দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বাগ বিহিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ প্রজা প্রভৃতি
ফলের উপায়স্বরূপে দাক্ষায়ণ প্রভৃতি বাগ “দাক্ষায়ণযজ্ঞেন যজ্ঞেত প্রজাকামঃ”
ইত্যাদি বচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এখানে শ্রুত প্রজা প্রভৃতি ফলের
উপায়স্বরূপে অত্র কোনও বাগের বিধি নাই বলিয়া দাক্ষায়ণ প্রভৃতিকেই প্রজা

৩৩০

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ]

প্রভৃতি ফলের উপায়স্বরূপ বাগ অর্থাৎ কর্মাস্তর (স্বতন্ত্র কর্ম) বিহিত হইয়াছে বলিতে হয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

বিকারো বা প্রকরণাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিকারঃ”—বিকার অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসেরই অবস্থাস্তর, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিহচক, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অমুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বিকারো বা প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অমুসারে ‘দাক্ষায়ণ’ প্রভৃতি দর্শপূর্ণমাসেরই বিকার অর্থাৎ অবস্থাস্তর; কারণ, দর্শপূর্ণমাসেরই প্রকরণে অর্থাৎ সন্নিধানে উক্ত বচন পঠিত হইয়াছে। উহাদিগকে কর্মাস্তর বলিলে প্রকরণ-বিচ্ছেদরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। প্রকরণ বশতঃ দর্শপূর্ণমাসের সহিত অভেদ প্রভাভিজ্ঞা আছে বলিয়াও ইহা কর্মাস্তর নহে। আর এস্থলে যে ‘প্রজা’ প্রভৃতি ফলের উল্লেখ আছে, তাহাও “দ্বয়া ইন্দ্রিয়কামস্ত জুহুয়াৎ” ইত্যাদি বাক্যবিহিত দধিরূপ গুণ যেমন ইন্দ্রিয়রূপ ফলের হেতু হয়, সেইরূপেই প্রজা প্রভৃতি ফলের কারণ হইবে। যদি বলা হয়, দাক্ষায়ণ প্রভৃতি যে গুণ, তাহা ত প্রসিদ্ধ নহে? তাহা হইলে বলিব, অত্র বাক্যে উহাদিগকে গুণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া দাক্ষায়ণ প্রভৃতির গুণত্বের লৌকিক প্রসিদ্ধি না থাকিলেও উক্ত প্রকরণে বৈদিক প্রসিদ্ধি আছে। আর “দ্বয়া ইন্দ্রিয়কামস্ত” ইত্যাদি স্থলে যেমন দধি ও দ্বাদ্বর্থের সামান্যিকরণে অম্বয় হয় না, কিন্তু বৈয়ধি-করণেই (ব্যতিকরণ ভাবেই) অম্বয় হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু লিঙ্গ অর্থাৎ ঋতিবাক্য বিজ্ঞাপিত জ্ঞাপক হেতু দৃষ্ট হয়, “চ”—এবং।

ভাষ্যভাবার্থ। দাক্ষায়ণ প্রভৃতি গুলি যে কর্মাস্তর নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“লিঙ্গদর্শনাৎ”। ঋতি বলিতেছেন “ত্রিংশতঃ বর্ষাণি দর্শপূর্ণমাসাত্মা বজ্জেত। যদি দাক্ষায়ণবাক্যী ত্রাৎ। অথো অগ্নি পঞ্চদশৈব

বর্ধাণি যজ্ঞেত । অত্র হ্বেব সা সম্পত্ততে । যে হি পৌর্ণমাস্তৌ যজ্ঞেত যে অমাবান্তৌ ।” অর্থাৎ “ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করিবে । যদি দাক্ষয়ণ যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলে পঞ্চদশ বৎসর যজ্ঞ করিবে । ইহাতেই তাহা (দর্শপূর্ণমাস) সম্পন্ন হইবে । দুইবার পৌর্ণমাসী যাগ এবং দুইবার অমাবান্তা যাগ করিবে ।” এই ঋতিতে ত্রিশ বৎসর দর্শপূর্ণমাস যাগ করিতে বলা হইয়াছে ; আর পনের বৎসর দাক্ষয়ণ যজ্ঞ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তাহা দুইবার করিতে হইবে । ফলতঃ দাক্ষয়ণ যজ্ঞও পনের বৎসর করিয়া দুইবার অমুষ্ঠিত হইলে ত্রিশ বৎসর ধরিয়াই অমুষ্ঠিত হয় । দাক্ষয়ণ যজ্ঞ এবং দর্শপূর্ণমাস যদি অভিন্ন হয়, তবেই দাক্ষয়ণ যজ্ঞের দুইবার অমুষ্ঠানের দ্বারা দর্শপূর্ণমাসের ত্রিশ বৎসরের পূর্তি হওয়া সম্ভব হয়, নচেৎ নহে ; যে হেতু, অস্ত্রের দ্বারা অপরের পূরণ হইতে পারে না । “আবার যে হি পৌর্ণমাস্তৌ যে অমাবান্তৌ” এই ঋতিবচনে যে দুইটি পৌর্ণমাসী এবং দুইটি অমাবান্তা যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয় না—যদি উহাদের অভিন্নতা না থাকে । অতএব দাক্ষয়ণ যজ্ঞ এবং দর্শপূর্ণমাস যাগ অভিন্ন ।

গুণাৎ সংজ্ঞোপবন্ধঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ । “গুণাৎ”—গুণ অনুসারে, “সংজ্ঞোপবন্ধঃ”—সংজ্ঞার উল্লেখ ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন—‘দাক্ষয়ণ’ শব্দ কোন প্রকারে দর্শপূর্ণমাসবাচক হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে সংজ্ঞাবিশেষ বলিতে হয় ; আর সংজ্ঞাবশতই ইহা কর্মাস্তর । ইহার উত্তরে বলিব, “গুণাৎ সংজ্ঞোপবন্ধঃ”—আবুত্তিরূপ গুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার ‘দাক্ষয়ণ’ এই নাম হইয়াছে । কারণ, দক্ষ অর্থাৎ নিপুণ যে যজ্ঞমান, তৎসম্বন্ধীয় ঋত্বিক প্রভৃতিকে ‘দাক্ষ’ বলা হয় । আর দাক্ষের অরন অর্থাৎ আবৃত্তি এই প্রকারে দাক্ষয়ণ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘সাক্ষ প্রস্থারীয়’ শব্দটিও ঐরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘সাক্ষ’ অর্থাৎ সহ প্রস্থান বাহাতে এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে সহপ্রস্থানরূপ গুণের সম্বন্ধে ঐরূপ নাম হইয়াছে । দর্শপূর্ণমাসীয় অমাবান্তা যাগে দোহন শেষ করিয়া দুইটি দুইটি করিয়া কুন্তী (কলস) লইয়া বাইতে হয় । ঐ প্রকারের দুইটি দুইটি কলসের সহগমন হয় বলিয়া তাদৃশ গুণানুসারে ঐরূপ উল্লেখ করা হইয়া থাকে ।

সমাপ্তিরবিশিষ্টা ॥ ১১ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “সমাপ্তিঃ”—ফলসম্বন্ধ বোধ করিয়া যে বাক্যসমাপ্তি তাহা, “অবিশিষ্টা”—কর্মান্তরবিধি এবং গুণবিধিতে অবিশিষ্ট অর্থাৎ একই প্রকার।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—ফলসম্বন্ধ বোধ করাইয়া বাক্য সমাপ্ত (নিরাকাজ্জ) হয় বলিয়া উহা কর্মান্তরবিধি, তাহাও ঐকান্তিক নহে; কারণ, গুণফলবিধি স্থলেও গুণের ও ফলের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপিত করিয়া বাক্য নিরাকাজ্জ হইয়া থাকে। তথায় যেমন স্বতন্ত্র কর্মের বিধি স্বীকার করা হয় না, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইতি ৪র্থ দাক্ষায়ণ যজ্ঞাধিকরণ।

সংস্কারশ্চাপ্রকরণেৎকর্মশব্দত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (পৃঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “অপ্রকরণে”—অনারভ্যশ্রুত বায়ব্য প্রভৃতি বাক্যে, “সংস্কারশ্চ” (সংস্কারঃ এব)—সংস্কারই অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসীয় সংস্কারেরই অনুবাদ করা হয়, কিন্তু নূতন কোনও যাগ বিহিত হয় না, “অকর্মশব্দত্বাৎ”—যে হেতু কর্মশব্দ (কর্মের অর্থাৎ যাগের শব্দ অর্থাৎ বিধি) নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে “বায়বাং ধেতমালভেত ভূতিকামঃ” (তৈঃ সং—২।১।১) “সৌর্য্যং চক্ৰং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চসকামঃ” এই দুইটি বাক্য পঠিত হইয়াছে। ইহা ‘অনারভ্য শ্রুত’ অর্থাৎ কাহারও (কোনও কর্মের) প্রকরণে পঠিত হয় নাই। আবার দর্শপূর্ণমাসমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “ঐবামালভেত”, “চতুরো মুঠীন নির্বপতি।” দর্শপূর্ণমাসের এই যে ঐবার * আলভন (স্পর্শ) এবং চতুর্মুষ্টিনির্বাণ (চারি মুষ্টি তণ্ডুলাদি গ্রহণ) বিহিত আছে, বায়ব্য বাক্যের দ্বারা

* দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে একটি শকট আবশ্যক। তাহাতে মন্ত্রপাঠপূর্বক চক্রারোহণ প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম করিবার বিধি আছে। লাক্ষলের দীর্ঘ দণ্ডের দ্বায় সেই শকটের একটি দীর্ঘ কাঠনির্মিত দণ্ড থাকে, তাহার নাম ঐবা। লাক্ষলের দণ্ডকেও ঐবা বলে।

কি আলম্বনের অনুবাদ করিয়া ঐ ঈবার শ্বেতত্ব গুণের বিধান করা হইয়াছে এবং সৌর্য্য বাক্যের দ্বারা কি ঐ মুষ্টিনির্বাপের অনুবাদ করিয়া তাহার গুণরূপে চক্রর বিধান করা হইয়াছে, অথবা উহার দ্বারা স্বতন্ত্র কর্ণের বিধান করা হইয়াছে ? যদি উহার দ্বারা স্বতন্ত্র কর্ণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে কি তাহা ঈবালম্বন হইতে স্বতন্ত্র আলম্ব্যক এবং মুষ্টিনির্বাপ হইতে স্বতন্ত্র নির্বাপ্যক কর্ণ, অথবা তাহা আলম্ব ও নির্বাপযুক্ত বাগাম্ব্যক কর্ণ, ইহাই সংশয় ।

ইহাতে প্রথম পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “সংস্কারশ্চ”—“বায়ব্যঃ শ্বেত-মালভেত” এবং “সৌর্য্যং চক্রং নির্বপেৎ” এই দুইটি বাক্যে দর্শপূর্ণমাসের আলম্ব্য এবং নির্বাপ এই দুইটি সংস্কারেরই অনুবাদ করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দুইটি বাক্যে সংস্কারের অনুবাদ করিয়া গুণের বিধান করা হইয়াছে ; কারণ, “অকর্ষশব্দাৎ” এ স্থলে অকর্ষ কর্ণের বিধায়ক কোনও শব্দ নাই । কারণ, প্রাপ্তের অর্থাৎ বিদিত বিষয়ের বিধি হয় না, কিন্তু অপ্রাপ্তেরই বিধি হইয়া থাকে । এই যে ঈবালম্বন এবং চক্র (স্থালী অর্থাৎ পাকপাত্রের) নির্বাপ, তাহা “ঈবামালভেত” ইত্যাদি বচনান্তের দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া বায়ব্য ও সৌর্য্য বাক্যে যে আলম্ব্য এবং নির্বাপ উক্ত হইয়াছে, তাহা অনুবাদ মাত্র । অতএব এ স্থলে ঈবার শ্বেতত্ব গুণ বিহিত হইয়াছে । আর শ্বেতকাষ্ঠরূপ ঐ যে ঈবা, তাহা বায়ুর দ্বারা স্পৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ‘বায়ব্য’ (বায়ুসম্বন্ধীয়) বলা অসম্ভব হয় না । এইরূপ এস্থলে নির্বাপের উদ্দেশে চক্র অব্যাক্রপ গুণ বিহিত হইয়াছে । চক্র শব্দটি এখানে লক্ষণা বলে স্থালী অর্থাৎ পাকপাত্রের বাচক । আর “সৌর্য্যম্ চক্রম্” ইত্যাদি বাক্যে চক্র শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । সুতরাং ‘চক্রং নির্বপেৎ’ অর্থাৎ চরো নির্বপেৎ’ অর্থাৎ স্থালীতে চারি মুষ্টি তণ্ডুলের নির্বাপ (গ্রহণ করিবে) । আর সূর্য্যের দ্বারা প্রভা আছে বলিয়া ইহাকে ‘সৌর্য্য’ বলা হইয়াছে । যদি বলা হয়, বায়ব্যবাক্যকে এবং সৌর্য্যবাক্যকে গুণবিধি বলিলে উহাতে যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা সম্ভব হয় না ; তাহা হইলে বলিব, সকল প্রকার কামনার উদ্দেশে দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ করা বায় বলিয়া শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে । আর এখানকার ভূতি ও ব্রহ্মবর্চসরূপ ফল সেই সর্বকামনার মধ্যে অন্ততম বলিয়া এস্থলে ফলসম্বন্ধ নুতন করিয়া বোধিত হয় নাই, কিন্তু তাহাও পূর্বসিদ্ধ ফলের অনুবাদমাত্র । অতএব ইহা গুণবিধি । ইতি প্রথম পূর্বপক্ষ ।

যাবদুক্তং বা কর্মণঃ শ্রুতিমূলত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। “যাবদুক্তং”—যে রূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম (বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে), ‘বা’—প্রথমপক্ষ নিরাসার্থক, “কর্মণঃ শ্রুতিমূলত্বাৎ”—যে হেতু কর্ম শ্রুতিমূলক অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত মতের উত্তর অস্ত্র এক বাদী দোবারোপ করিয়া বলিতেছেন যে, উহাকে গুণবিধি বলা যায় না, যে হেতু, তাহা হইলে বায়ব্য বাক্যে এবং সৌর্য বাক্যে যে ফল কীর্তিত হইয়াছে, তাহা নিত্য (নিয়ত) ফলের দ্বায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার পাক্ষিক অনুবাদ এবং আনর্থক্য হইয়া পড়ে। * এই কারণে বলিতে হয় যে, এস্থলে উক্ত বাক্যদ্বয়ে গুণফলবিশিষ্ট আলম্ভাত্মক এবং নির্দোষাত্মক স্বতন্ত্র কর্মই বিহিত হইয়াছে। ইতি দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

যজ্ঞতিস্ত দ্রব্যফলভোক্তৃসংযোগাদেতেবাং

কর্মসম্বন্ধাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “যজ্ঞতিঃ”—যাগ অর্থাৎ স্বতন্ত্র যাগ হইবে, “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “দ্রব্য-ফল-ভোক্তৃসংযোগাৎ”—যে হেতু দ্রব্য, ফল এবং ভোক্তা অর্থাৎ হবির্ভোক্তা দেবতার সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ, “এতেবাং প্রধান

* কারণ, যে কর্মের সহিত যে ফলের সম্বন্ধ বোধিত হয়, তাহা সেই কর্মের নিত্য অর্থাৎ নিয়ত ফল—সেই কর্ম হইতে সেই ফল সর্বদাই হইয়া থাকে। সেই জন্ত এখানে ‘ভূতি’ ও ‘ব্রহ্মবর্চস’ নিত্য বা নিয়ত ফল। আর সার্বকামিক কর্ম যে ফলের দ্বায় যখন অনুষ্ঠিত হয়, তৎকালে সেই প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে) কেবলমাত্র সেই ফলটিই হয়, অস্ত্র ফল হয় না। হতরাং অস্ত্র ফলগুলির তৎকালে অপ্রাপ্তি ঘটে। আবার অস্ত্র ফলগুলির একেবারেই যে অপ্রাপ্তি হয়, তাহাও নহে, কারণ, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই সেই ফলও জন্মে। এই কারণে সেই ফলগুলির পক্ষে (বিকল্পে) প্রাপ্তি ঘটে। আবার ফল উদ্দেশ্যভূত বলিয়া অনুবাদ। এই জন্ত তাহার পাক্ষিক অনুবাদ হইয়া পড়ে। আবার অনুবাদের প্রয়োজন নাই বলিয়া আনর্থক্য অর্থাৎ নিশ্চর্যজননতাও হয়।

সম্বন্ধাৎ”—যে হেতু প্রধান কর্মের সহিতই ইহাদের (দ্রব্য, ফল ও দেবতার) সম্বন্ধ থাকে ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদী এক্ষণে বলিতেছেন যে, ইহা দর্শপূর্ণ-মাসের আলম্ব্য এবং নির্বাপের গুণবিধি নহে, তাহা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া যে এ স্থলে স্বতন্ত্র আলম্ব্য এবং নির্বাপ বিহিত হইয়াছে, তাহাও নহে । কারণ, আলম্ব্য ও নির্বাপ স্বয়ং যাগ নহে । অথচ এখানে যাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । কারণ, তদ্বিতান্ত ‘বায়ব্য’ এবং ‘সৌর্য্য’ এই দুইটি পদের প্রকৃতি অংশ হইতে দেবতা এবং প্রত্যয়াংশ হইতে দ্রব্যের প্রাপ্তি হইতেছে । আর দ্রব্য এবং দেবতার উল্লেখ থাকিলেই অর্থাপত্তিবলে যাগ কল্পিত হইবে, যে হেতু, তাহাই যাগের রূপ । সুতরাং ‘যজ্’ ধাতুর প্রয়োগ না থাকিলেও ক্রটি নাই । কেবলমাত্র “পটং বয়” বলিলে যেমন কেবলমাত্র বয়নেরই কর্তব্যতা বুঝায়—পট ও বয়নের সম্বন্ধ বিধেয় হয়, এ স্থলে যদি কেবলমাত্র “স্বৈতমালভেত” এবং “চক্ৰং নির্বাপেৎ” এই প্রকার উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে ইহার দ্বারা আলম্ব্য ও নির্বাপ বিহিত হইয়াছে বলা চলিত ; কিন্তু “দীর্ঘং পটং বয়” বলিলে যেমন দীর্ঘ শব্দের প্রয়োগ থাকায় পটের দীর্ঘতাই বিহিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ “বায়ব্য” এবং “সৌর্য্য” এই পদদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় দ্রব্য ও দেবতার সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ স্বতন্ত্র যাগ বিহিত হইয়াছে । আর আলম্ব্য ও নির্বাপ ব্যতীত এ স্থলে যে যাগের বিষয় বিধান করা হইতেছে, তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া তাহা অর্থাপত্তিলভ্য । অর্থাপত্তিলভ্য সেই আলম্ব্য ও নির্বাপের অনুবাদ করিয়া তদযুক্ত স্বতন্ত্র যাগের বিধান করা হইয়াছে । আর যথোক্ত ভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং ব্রহ্মবর্চসই তাহার ফল । ইতি সিদ্ধান্ত ।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বাক্য দেখা যায় বলিয়াও (উহাদিগকে যাগ বলিতে হয়) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত নির্বাপাদি যে যাগ, তাহার আরও হেতু দেখাইতেছেন । অমন্ত্র “সৌমারোজং চক্ৰং নির্বাপেৎ” এই বাক্যে নির্বাপ বিধান

করিয়া উহারই প্রকরণে ঋতি বলিতেছেন—“পরিশ্রিতে বাজয়েৎ”এ স্থলে “বাজয়েৎ” এই পদে যজ্ঞধাতুর দ্বারা নির্বাপের কীর্তন করিয়া তদযুক্ত কৰ্ম্ম যে বাগ, নির্বাপাদি কৰ্ম্মের দ্বারা যে তদযুক্ত বাগেরই বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানাইয়া দিতেছেন।

এস্থলে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, এই নিয়ম অনুসারে অগ্নীষোমীয় বিধিরও বাগত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পশুসোমাপূর্ব্বতাদিকরণের (২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ৬ষ্ঠ অধিকরণ, ১৭-২০ শ্লোক) সহিত পুনরুক্তি হইয়াছে, তাহা নহে, যে হেতু, তথায় “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালাভেত” এই বাক্যটির বিধায়কত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর এস্থলে সেই কৰ্ম্মের স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। আলম্ব্য (বধ্য) পশু যে তাহার দ্রব্য এবং অগ্নীষোম যে তাহার দেবতা, তাহা এই অধিকরণের বিচারের দ্বারা নির্ণীত হয়। ইতি ৫ম দ্রব্যদেবতাসংযোগে যাগবিধায়কত্বাধিকরণ।

বিশয়ে প্রায়দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “বিশয়ে”—সংশয়ে অর্থাৎ যাগবিধি কি সংস্কারবিধি, এই প্রকার সংশয়স্থলে (যেরূপ নির্দেশ আছে, তাবন্মাত্র সংস্কারই বিধেয় হইবে), “প্রায়দর্শনাৎ”—প্রায়দর্শন অনুসারে অর্থাৎ দোহন প্রভৃতি সংস্কারের আধিক্য উল্লেখ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিহোত্রের গোদোহনাধিকারে “বৎসমালাভেত” (তৈঃ সং ২।১।৪) অর্থাৎ “বৎসের আলম্বন করিবে” এই ঋতিবাক্যটি পঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কি কেবলমাত্র স্পর্শই বিহিত হইয়াছে অথবা স্বতন্ত্র যাগেরই বিধান করা হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, প্রাণিসংযুক্ত যে আলম্ব্য, তাহা যাগই হইয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালাভেত”; “বায়ব্যাং শ্বেতমালাভেত” ইত্যাদি বাক্যবিহিত আলম্বনই ইহার নিদর্শন। তদনুসারে “বৎসমালাভেত” এই বাক্য-বিহিত আলম্বনও যে যাগই হইবে, তাহা অনায়াসে অনুমিত হয়। অনুমান বধা,—বিবাদস্পর্শীভূত বৎসালম্ব্য যাগ (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু ইহা প্রাণিদ্রব্য-বিষয়ক আলম্ব্য (হেতু); যেমন বায়ব্য পশুর আলম্বন (উদাহরণ)। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন যে, যাগাদি নিরূপণ অনুমানগম্য নহে, কিন্তু একমাত্র

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৩৭

শাস্ত্রগম্য। যে হেতু, তাদৃশ অনুমান ব্যভিচারী (অনৈকান্তিকই) হইয়া থাকে। আর অগ্নিবোমীর বাক্যে কিংবা বায়ব্য বাক্যে যে বাগবিধি, তাহা 'আলভতি' পদের শক্তির দ্বারা নির্ণীত হয় না, কিন্তু শ্রুত দ্রব্য ও দেবতার সম্বন্ধ অত্যাধা উপপন্ন হয় না বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তি বলেই উহা নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু "বৎসমালভেত" এই বাক্যে কোনও দেবতার উল্লেখ নাই বলিয়া দেবতার সম্বন্ধ না থাকায় বাগও কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং বচনে যেরূপ আছে, সেইরূপ অর্থই বিধেয় হইবে অর্থাৎ বৎসের আলম্বনই (স্পর্শই) বিহিত হইবে। আর এই যে স্পর্শ, ইহা সংস্কারকর্ম; কারণ, ইহা গোদোহনাদি সংস্কার কর্মের প্রাধান্তের মধ্যেই পঠিত হইয়াছে। আর যেহুয় দুগ্ধ প্রস্রবন (দুগ্ধ নামান) ইহার দৃষ্ট প্রয়োজন। কারণ, দুগ্ধদোহনের সময়ে বৎস নিকটে থাকিলেই গাভী প্রচুর দুগ্ধ প্রস্রবন করে।

আর বৎসালম্বের বাগদ্বয় প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষবাদী যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যনুমান এইভাবে প্রয়োগ করা যায়। যথা,—

"বৎসম্ আলভেত" এই বাক্যবিহিত যে বৎসালম্ব, ইহা অগ্নিহোত্রাজ সংস্কার—প্রতিজ্ঞা; যে হেতু ইহা সংস্কার কর্মের প্রাধান্তমধ্যে পঠিত হইয়াছে—হেতু; যেমন এই প্রকরণের অপরাপর কর্মগুলি সংস্কার কর্ম—উদাহরণ। এই অনুমানটি স্বত্বের "প্রায়দর্শনাৎ" এই হেতুভাগের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

অর্থবাদোপপত্তেঃ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থবাদোপপত্তেঃ চ"—অর্থবাদের উপপত্তি অর্থাৎ সমীচীনতা হয় বলিয়াও (উহা বৎসস্পর্শরূপ সংস্কারকর্ম)।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে বৎসের আলম্বন যে কেবলমাত্র স্পর্শ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন "অর্থবাদোপপত্তেঃ চ"। এই বিধির প্রসঙ্গে শাস্ত্রে "বৎস-নিকান্তা হি পশবঃ" অর্থাৎ "পশুসকল বৎসের উপর বড় স্নেহযুক্ত" এইরূপ একটি অর্থবাদ আছে। এ স্থলে বৎসের আলম্বন অর্থাৎ কেবলমাত্র স্পর্শই যদি বিহিত হয়, তবেই অর্থবাদটি সঙ্গত হয়। কারণ, পশুরা বড় বৎসপ্রিয়, সুতরাং বৎসের স্পর্শে—বৎসের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলে, তাহারাও স্বেষ্ট হইবে। আর স্বেষ্ট হইলে প্রচুর দুগ্ধ দিবে। এইরূপ অর্থই দুগ্ধদোহন-প্রসঙ্গে সঙ্গত হয়। কিন্তু যদি এ স্থলে বাগের বিধান করা হয়, তাহা হইলে বৎসটিকে বধ করিতে হইবে। আর

বৎসকে বধ করিলে খেয়ল কি সম্ভব হইবে, না প্রচুর দুধ দিবে ? সুতরাং এ পক্ষে ঐ অর্থবাদটি মোটেই সম্ভব হয় না। কারণ, যে হেতু পশুগণ বৎসপ্রিয়, অতএব তাহার বৎসকে বধ করিবে, আর তাহা হইলে সে প্রচুর দুধ প্রসবন করিবে—এরূপ অসংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। অতএব এস্থলে কেবলমাত্র আলঙ্কর অর্থাৎ স্পর্শই বিধেয়। ইহা পূর্বাধিকরণের বায়ব্য বাক্যের প্রত্যাধারণ। ইতি ৬ষ্ঠ দেবতা সংযোগাভাবে যাগবিধায়কত্বাধিকরণ। (বৎসালঙ্ক প্রভৃতির সংস্কারতাধিকরণ)।—

সংযুক্তস্বার্থশব্দেন তদর্থঃ ঋতিসংযোগাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্যবহার্য। “অর্থশব্দেন সংযুক্তঃ”—অর্থশব্দ অর্থাৎ কার্য-বাচক ‘উপদধাতি’ এই শব্দের সহিত সংযুক্ত (চক্র), “তু”—প্রত্যাধারণার্থক, “তদর্থঃ”—তদর্থ (তাহারই জন্ত অর্থাৎ ‘উপধানের’ই জন্ত, কিন্তু যাগের জন্ত নহে), “ঋতিসংযোগাৎ”—যে হেতু উহাতে শ্রৌত অর্থ অর্থাৎ বাক্যার্থ লাভ হয়।

ভাব্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে মহাগ্নিচয়ন প্রকরণে “নৈবারচক্র-ভবতি” (তৈঃ ব্রাঃ—১৩৩৭) অর্থাৎ “নীবার ধাত্তের চক্র হইবে” এই বাক্যটির পর “চক্রম্ উপদধাতি” অর্থাৎ “চক্র উপধান করিবে” এই বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, ইহা কি যাগবিধি অথবা উপধানবিধি অর্থাৎ বিশেষভাবে স্থাপন করিবার বিধি? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহার দ্বারা যাগেরই বিধান করা হইয়াছে। কারণ, যাগই চক্রপ্রসাধ্য কর্ম, কিন্তু উপধান চক্রর কার্য নহে। আরও এস্থলে নীবারনিষ্পাত চক্ররূপ দ্রব্য রহিয়াছে এবং “বৃহস্পতের্ব। এতদন্নং বদীবারাঃ” (তৈঃ ব্রাঃ—১৩৩৭) অর্থাৎ “এই যে নীবার (ধাত্তবিশেষ) ইহা বৃহস্পতিরই অন্ন”—এই বাক্যশেষের দ্বারা বৃহস্পতি নামক দেবতাও প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া ইহা যাগবিধি। তবে যে “চক্রম্ উপদধাতি” এই বাক্যে চক্র উপধান উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা প্রতিপত্তি কর্ম। অতএব দ্রব্য এবং দেবতার প্রাপ্তি থাকায় ইহা স্বতন্ত্র যাগেরই বিধি। সুতরাং চক্র দ্বারা যাগ করিয়া অবশিষ্ট চক্র উপধান করিয়া রাখিতে হইবে। আর এই যে উপধান অর্থাৎ বিশেষভাবে স্থাপন, ইহা উপযুক্ত সংস্কাররূপ প্রতিপত্তি কর্ম।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৩৯

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, “চক্ষুঃপদধাতি” এই বাক্য হইতে জানা যায়, উপদধাতিপদলভ্য উপধানের সহিতই চক্রর অত্যন্ত নৈকট্য থাকায় একবাক্যতা রহিয়াছে; সুতরাং উপধানের সহিত চক্রর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু বৃহস্পতির সহিত চক্রর সম্বন্ধ অনুমেয়। কারণ, চক্র যে বার্ষস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার জন্ত, তাহা প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। যদি তদ্বিত প্রত্যয়, চতুর্থী বিভক্তি কিংবা মস্তবর্ণের দ্বারা দেবতার বিধি হয়, তাহা হইলে তাহা ঋতিবোধিত—প্রত্যক্ষবোধিত হয়। কিন্তু এস্থলে তাহার একটিও নাই। এই কারণে “বৃহস্পতেবৈ” ইত্যাদি বচন হইতে চক্রর দেবতা সম্বন্ধের অনুমান করিতে হয়। আর “বার্ষস্পত্যো ভবতি” ইহা অর্থবাদ মাত্র। সুতরাং প্রত্যক্ষশ্রুত উপধানের সহিত অদ্বিত হইয়া চক্র নিরাকাক্ষ হয় বলিয়া অনুমেয় বৃহস্পতির সহিত আর তাহার অদ্বয় হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে দেবতা না থাকার জন্ত বাগও হইতে পারে না। অতএব “অর্থশব্দেন সংযুক্তঃ তদর্থঃ”—কার্য্যবাচক ‘উপদধাতি’ এই পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে চক্র, তাহা তদর্থ অর্থাৎ উপধান করিবার জন্তই বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উহা যাগের নিমিত্ত বিহিত হয় নাই। কারণ, “ঋতিসংযোগাৎ”—এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে ‘উপদধাতি’ এই পদের শকার্য্য অব্যাহত থাকে, অত্থা বিনা কারণে শকার্যের বাধ স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে সমস্ত চক্রই উপধান করিতে হইবে। ত্রায়-মালাকার পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলেন—এস্থলে অগ্নোক্তাশ্রয়দোষ হয় বলিয়া বাগবিধি হইতে পারে না। অতএব চক্র উপধানের জন্ত বলিয়া এস্থলে কেবলমাত্র উপধানই বিহিত হইয়াছে। ইতি ৭ম চক্রর উপধানার্থতাধিকরণ।

পাত্নীবতে তু পূর্ব্বত্বাদবচ্ছেদঃ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পাত্নীবতে”—পাত্নীবতবাক্যে (স্বাষ্ট্রং পাত্নীবতম্ ইত্যাদি বাক্যে), “তু”—প্রত্যুদাহরণে, “অবচ্ছেদঃ”—ইয়ত্তা নির্দেশ অর্থাৎ প্রকৃত কর্ম্মেরই ইয়ত্তানির্দেশ, অথবা “অবচ্ছেদঃ”—অর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ বিশসন (বধ) প্রভৃতি পরবর্ত্তী কর্ম্মের নিবৃত্তি, “পূর্ব্বত্বাৎ”—পূর্ব্বকর্ম্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “দ্ব্যষ্টং পাত্নীবত-
 মানভেত” অর্থাৎ ‘দ্ব্যষ্ট’দেবতা এবং ‘পাত্নীবৎ’ দেবতার উদ্দেশ্যে পশু-আলম্ভ
 করিবে। ইহারই প্রকরণে ঋতি পুনরায় বলিতেছেন “পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবত-
 যুৎসৃজন্তি” (তৈঃ সং—৬।৬।৬) অর্থাৎ “পর্য্যগ্নিকৃত পাত্নীবত (পাত্নীবৎ-দেবতা-
 সম্বন্ধীয়) পশুকে উৎসর্গ করিবে।” ইহা দ্বারা কি উৎসর্গবিশিষ্ট স্বতন্ত্র বাগের বিধান
 করা হইয়াছে, অথবা ইহা গুণবিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—
 ইহা উৎসর্গবিশিষ্ট বাগেরই বিধি। কারণ, এস্থলে “পর্য্যগ্নিকৃতং” এই পদটি
 পূর্বপ্রাপ্তের অনুবাদ, যে হেতু পর্য্যগ্নিকরণাদি যে সকল গুণের বিধান করা হইবে,
 অতিদেশবিধির দ্বারাই তাহাদের প্রাপ্তি ঘটে। আরও “তাত্র্যং পাত্নীবতম্” ইত্যাদি
 বাক্যে দুইটি দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু “পর্য্যগ্নিকৃতম্” ইত্যাদি বাক্যে একটি
 দেবতার নির্দেশ রহিয়াছে; আর তাহারই সহিত “পর্য্যগ্নিকৃতম্” এই পদটির সম্বন্ধ
 হইতেছে। সুতরাং ইহাকে পূর্ববাগের গুণবিধি বলিলে এস্থলে যে একটি দেবতার
 উল্লেখ আছে, তাহার উপপত্তি হয় না এবং ‘পর্য্যগ্নিকৃতং’ এই পদটিরও আনর্থক্য
 হয়। আরও গুণবিধি বলিলে ‘উৎসৃজন্তি’ ইহার সহিত “পর্য্যগ্নিকৃতং” ইহার
 সম্বন্ধ বলিতে হয়; আর তাহাতে ব্যবহিতাঘর (দূরাঘর) দোষ হইয়া থাকে;
 কারণ, অব্যবহিত “পাত্নীবতং” এই পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতে পারে।
 অতএব “পর্য্যগ্নিকৃতং” এই অংশের দ্বারা দ্রব্য এবং “পাত্নীবতম্” এই অংশের দ্বারা
 দেবতার সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে ‘উৎসৃজন্তি’ পদের দ্বারা উৎসর্গযুক্ত
 বাগেরই বিধি কল্পিত হয়।

উক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, “পাত্নীবতে তু অবচ্ছেদঃ”—
 ‘পাত্নীবতা’ বাক্যে পরবর্তী ক্রিয়াগুলির নিবৃত্তি হইবে; কারণ “পূর্বপূর্বদ্বাং”—একই
 প্রকরণে উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং ‘পাত্নীবত’ শব্দের দ্বারা পূর্ববিহিত
 পশুরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া এস্থলে পূর্ববিহিত বাগেরই প্রত্যভিজ্ঞা
 হইতেছে বলিয়া ইহা যাগান্তর নহে। আর “পাত্নীবতম্” এই পদের দ্বারা
 একটি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও ইহা দ্ব্যষ্টদেবতারও উপলক্ষণ। সুতরাং
 “পর্য্যগ্নিকৃতং” এই পদটির “উৎসৃজন্তি” এই পদের সহিত অঘর হইলেও তাহা দোষ
 নহে; যেহেতু, ‘পাত্নীবৎ’ এবং ‘দ্ব্যষ্ট’ উভয় দেবতারই এস্থলে অনুবাদ হইতেছে।
 অতএব কেবলমাত্র উৎসর্গরূপ সংস্কারই এস্থলে বিহিত। উৎসর্গের দ্বারা
 পূর্বনির্দিষ্ট কর্ণের (আলম্ভেরই) অবচ্ছেদ অর্থাৎ ইয়ত্তা অবধারিত হইয়াছে অর্থাৎ
 বিশেষ বচনের দ্বারা পশুটির বিশসন (মারণ) প্রভৃতি পরবর্তী কর্ণের নিবৃত্তি

হইতেছে। সুতরাং এস্থলে পণ্ডটিকে পর্যায়িকৃত (অগ্নিবৃত্ত কাঠখণ্ডের দ্বারা পরিবেষ্টনরূপ সংস্কারবিশেষের দ্বারা সংস্কৃত) করিয়া উৎসর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগই করিতে হইবে। ইতি ৮ম পাদ্বীত্যাধিকরণ।

অদ্রব্যত্বাৎ তু কেবলে কর্মশেষঃ স্রাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষন্নার্থ। “অদ্রব্যত্বাৎ”—দ্রব্য এবং দ্রব্যোপলক্ষিত দেবতার অপ্রাপ্তি হেতু, “তু”—(অধিকরণ) ব্যবচ্ছেদকার্থক, “কেবলে”—কেবল ‘গ্রহ’ ধাতুবিষয়ে, “কর্মশেষঃ স্রাৎ”—কর্মশেষ অর্থাৎ প্রধান যাগের, জ্যোতিষ্টোমের শেষ অর্থাৎ অঙ্গবিধি অর্থাৎ গুণবিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “এব বৈ হবিষা হবির্বজতে বোহদাত্য গৃহীত্বা সোমায় যজতে” এবং “পর্য বা এতশ্রায়ুঃ প্রাণ এতি বোহংসুঃ গৃহ্নাতি” (তৈঃ সং—৩৩৩৪) এই দুইটি অনারভ্যাবীত (যাহা কোনও কর্মের প্রকরণে পঠিত নহে তাদৃশ) বচন আছে। এস্থলে “অদাত্য গৃহীত্বা” এবং “অংসুঃ গৃহ্নাতি” এই দুইটি অংশে যে ‘অদাত্য’ এবং ‘অংসুঃ’র গ্রহণ উক্ত হইয়াছে, তাহা কি যাগান্তর, অথবা তাহা জ্যোতিষ্টোম যাগে গ্রহের বিধান অর্থাৎ তাহা গুণবিধি ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এই যে ‘অদাত্যগ্রহণ’ এবং ‘অংসুঃগ্রহণ’ উক্ত হইয়াছে, ইহা যাগান্তর; কারণ, এ স্থলে ‘অদাত্য’ এবং ‘অংসুঃ’ এই দুইটি পদের উল্লেখ রহিয়াছে। ‘অদাত্য’ এবং ‘অংসুঃ’ নামক কোনও গুণ লোকপ্রসিদ্ধ নাই বলিয়া ইহা “অর্থেষ জ্যোতিঃ” ইত্যাদি বচনের ‘জ্যোতিঃ’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নামধেয়। আর যেহেতু ইহা নামধেয় সেই কারণে, অন্তপ্রকারে ইহাদের অর্থ সম্ভব হয় না বলিয়া ইহাদিগকে যাগই বলিতে হয়। যদি বলা হয়, দ্রব্য এবং দেবতার উল্লেখ না থাকায় ইহা কিরূপে যাগ হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব “অদাত্য গৃহীত্বা যজতে” এই বচনে “যজতে” পদের দ্বারা প্রত্যক্ষত যখন যাগ অভিহিত হইতেছে, তখন তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। এই কারণে তাহার যাগত্ব রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রকৃতিভূত যে জ্যোতিষ্টোম, এ স্থলে তাহারই দ্রব্য এবং দেবতার প্রাপ্তি হইবে। আর বিকৃতিতে প্রকৃতির ধর্মেরই অতিদেশ হয় বলিয়া এবং ইহা জ্যোতিষ্টোমেরই বিকৃতি বলিয়া ইহাতে তদীয় দ্রব্য এবং দেবতার গ্রহণ অসম্ভব নহে। অতএব ইহা যাগান্তর বিধি।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, ‘অদাভ্য’ এবং ‘অংগু’ এই দুইটি শব্দ নামধেয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহার দ্বারা যাগান্তরের বিধি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, এখানে যাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা, তাহার প্রাপ্তি নাই অথচ ‘গ্রহ্’ ধাতুর সহিতই ইহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর প্রথম বাক্যটিতে ‘যজ্’ ধাতু আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত অদাভ্যের দূরায়ম্ব হইতেছে। আর দ্রব্যদেবতাস্বক রূপ না থাকিলে কেবলমাত্র যজ্ ধাতুর বলে রূপহীন যাগের বিধিও হইতে পারে না। আবার যজ্ ধাতুর দ্বারা যাগসামান্যই উক্ত হয়; কিন্তু সামান্য অনুষ্ঠানের অযোগ্য। এই কারণে যজ্ ধাতুর উল্লেখ থাকিলেও ইহা যাগ নহে। আর অদাভ্য এবং অংগু যে যাগের নাম, তাহাও নহে, কিন্তু উহা গ্রহের নাম। কারণ, ‘গ্রহ্’ ধাতুর সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই কারণে এস্থলে যে গ্রহণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা গ্রহণেরই বিধি। এই যে গ্রহণ, ইহা জ্যোতিষ্টোমগত সোমরসের সংস্কাররূপ গুণ হইতেছে। আর ‘অদাভ্য’ এবং ‘অংগু’ ইহারাও গ্রহণের সহিত সমভিব্যাহৃত হওয়ার বিশেষ বিশেষ গ্রহেরই (যজ্ঞপাত্রেরই) নাম বুঝিতে হইবে। অতএব ‘অংগু’ এবং ‘অদাভ্য’ এই দুইটি শব্দ জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গীভূত গ্রহবিশেষ বলিয়া এস্থলে তাহাদের গ্রহণরূপ গুণবিধিই হইতেছে। ইতি ১ম অংগু ও অদাভ্যানামক গ্রন্থের জ্যোতিষ্টোমাস্তাধিকরণ।

অগ্নিস্ত লিঙ্গদর্শনাৎ ক্রতুশব্দঃ প্রতীয়েত ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অঙ্কুরার্থ। “অগ্নিঃ”—(অগ্নিং অগ্নিষ্টোমেন অনুযজতি এই বাক্যের) অগ্নি শব্দটি, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “ক্রতুশব্দঃ প্রতীয়েত”—ক্রতু-শব্দ অর্থাৎ যাগের নাম বলিয়াই প্রতীত হইবে, “লিঙ্গদর্শনাৎ—যেহেতু সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ বেদবচনবিজ্ঞাপিত হেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “য এবং বিধানগ্নিং চিত্বতে” (তৈঃ সং—৫।৩৩) অর্থাৎ “যিনি এইরূপ অবগত হইয়া অগ্নিচয়ন করেন” এইরূপে অগ্নি-চয়নের বিধান করিয়া পুনরায় উপদিষ্ট হইয়াছে “অথাতোহগ্নিষ্টোমেনৈবান্ন যজতি, তমুকুথেন, তমতিরাভ্রেন, তং বোড়শিনা” ইত্যাদি।

এস্থলে, “অগ্নিঃ চিন্তুতে” এই বাক্যের অগ্নি শব্দটি বাগবিশেষের নাম বলিয়া উহার দ্বারা কি বাগান্তর বিহিত হইয়াছে, অথবা উহা দ্রব্যবিশেষের বাচক বলিয়া তাহার সংস্কাররূপ গুণ জ্যোতিষ্ঠোমে বিহিত হইয়াছে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “অগ্নিস্ত ক্রতুশব্দঃ প্রতীয়েত”—এই অগ্নি-শব্দটিকে বাগেরই নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এস্থলে “অগ্নিঃ চিন্তুতে” এই বচনের দ্বারা বাগান্তরের বিধান করা হইয়াছে। ইহা যে বাগের নাম, তাহার কারণ বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ”,—“অগ্নেঃ স্তোত্রম্”, “অগ্নেঃ শস্ত্রম্” অর্থাৎ “অগ্নির স্তোত্র, অগ্নির শস্ত্র (মন্ত্রবিশেষ)” এইপ্রকার জ্ঞাপক হইতে জানা যায় যে, উহা বাগেরই নাম; যেহেতু, অগ্নি বাগবিশেষ না হইলে তাহার স্তোত্র বা শস্ত্র হইতে পারে না, কারণ, একমাত্র যাগেতেই স্তোত্র এবং শস্ত্রের সম্বন্ধ হইতে পারে, যে হেতু যাগেতেই তাহা পাঠ্য। এইরূপ অপরূপ লিঙ্গও আছে বলিয়া অগ্নি শব্দটি বাগেরই নাম। অতএব “অগ্নিঃ চিন্তুতে” ইহার দ্বারা অগ্নিনামক বাগেরই বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

দ্রব্যং বা স্রাচ্চোদনায়ান্তদর্থত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দ্রব্যম্”—দ্রব্য অর্থাৎ অগ্নিশব্দটি উৎস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “স্রাৎ”—হইবে, “চোদনায়ঃ তদর্থত্বাৎ”—যেহেতু চোদনা অর্থাৎ বিধি-বিধেয় চয়নের তদর্থতা অর্থাৎ অগ্নির সংস্কাররূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, “দ্রব্যং বা স্রাৎ”—এস্থলে অগ্নি শব্দটি রুচিবশতঃ উৎস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষের অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিরই বাচক। কারণ, “চোদনায়ান্তদর্থত্বাৎ”—এস্থলে “চিন্তুতে” এই যে চোদনা অর্থাৎ বিধি, ইহা চয়নের জন্য অর্থাৎ ইহার দ্বারা চয়ন বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাগবাচক নহে। কারণ, ‘অগ্নি চয়ন করিবে’ ইহার অর্থ ‘চয়নের দ্বারা অগ্নির সংস্কার করিবে’—চিতির মধ্যে (বিশেষ আকারবিশিষ্ট অগ্নিস্থাপনের স্থান চিতা মধ্যে) অগ্নি স্থাপন করিবে। এই বাক্যের দ্বারা বিহিত চয়ন নিষ্পন্ন হইলে পরে অগ্নিষ্টোম বাগ করিতে হইবে। ইহা “অগ্নিম্ অগ্নিষ্টোমেন

অনুব্রজতি” এই বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। কারণ, “অনুব্রজতি” এস্থলে “অনু” শব্দটি কর্মপ্রবচনীয়; উহারই যোগে “অগ্নিম্” এস্থলে দ্বিতীয়া হইয়াছে। এইজন্ত ঐ বাক্যটির অর্থ এইরূপ—“অগ্নিম্ অনু অগ্নিষ্টোমেন ব্রজতি” অর্থাৎ অগ্নিচয়নের পর অগ্নিষ্টোম করিবে।

তৎসংযোগাৎ ক্রতুস্তদাখ্যঃ শ্রাৎ তেন ধর্মবিধানানি ॥২৩॥

অপেক্ষার্থ। “তৎসংযোগাৎ”—তাহার সহিত অর্থাৎ চিত্যাগ্নির (চয়নাগ্নির) সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “ক্রতুঃ”—জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু, “তদাখ্যঃ শ্রাৎ”—সেই অগ্নির নামের দ্বারা উক্ত হয়, “তেন ধর্মবিধানানি”—সেই কারণে (অগ্নেঃ স্তোত্রম্ ইত্যাদি বাক্যে) ধর্মের বিধান অর্থাৎ স্তোত্রাদির বিধান হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। লিঙ্গ দৃষ্ট হয় বলিয়া অগ্নিশব্দ যাগবাচক এই প্রকার যে আপত্তি উঠান হইয়াছিল, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; কারণ, “অগ্নেঃ স্তোত্রম্”, “অগ্নেঃ শব্দম্” ইত্যাদি স্থলে অগ্নি শব্দটি লক্ষণাবলে অগ্নিবিশিষ্ট যাগের বাচক। আর এক স্থানে অগ্নিশব্দে লক্ষণা করিয়া যাগার্থতা গ্রহণ করা হয় বলিয়া যে সর্বত্রই সেইরূপ হইবে, তাহা নহে। এই কারণে “য এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিন্তুতে” এই বাক্য অগ্নিশব্দকে যাগের নাম বলা যায় না। ইতি ১০ম চয়নাগ্নিসংস্কারত্বাধিকরণ।

প্রকরণান্তরে প্রয়োজনাত্ত্বম্ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অপেক্ষার্থ। “প্রকরণান্তরে”—পূর্বকর্মের অসম্মিধানে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কর্মের সম্মিধি (নৈকট্য) না থাকিলে, “প্রয়োজনাত্ত্বম্”—প্রয়োজনের অর্থাৎ ধাত্বর্থের অর্থাৎ কর্মের অন্তত্ব অর্থাৎ ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। গুণ-নিবন্ধন কর্মের ভেদ হয়, এই নিয়মের উদাহরণ প্রত্যাধারণাদি লইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের নবম অধিকরণে (২৩শ

সূত্র) হইতে এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল। এক্ষণে প্রকরণভেদে যে কৰ্ম্মের ভেদ হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। ‘কুণ্ডপায়িনাময়ন’ নামক সূত্রের (যজ্ঞ-বিশেষের) প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি”, “মাসং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেত” ইত্যাদি। এই প্রকার স্থলে কি গুণবিধি অথবা কৰ্ম্মাস্ত্রের উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, এই সমস্ত বচনের দ্বারা নিরত অর্থাৎ নিত্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মে মাসাদিরূপ কালেরই বিধান করা হইয়াছে বলিয়া ইহা গুণবিধি। কারণ, “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যে যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মেরই বিধান করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব স্থাপিত হইয়াছে। আর এক্ষণে এই বাক্যে সেই নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মে অপ্রাপ্ত মাসাদি কালরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “প্রকরণান্তরে প্রয়োজনাজ্ঞম্”—যে বাক্য প্রকরণান্তরে নিবদ্ধ, তাহা যাহার প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তাহারই বাচক হইবে। “মাসমগ্নিহোত্রম্” ইত্যাদি বাক্য অয়ন প্রকরণে পঠিত বলিয়া কৰ্ম্মাস্ত্রেরই বিধায়ক। আর বাক্যভেদ নামক দোষ হয় বলিয়া ইহাকে গুণবিধি বলা যায় না। কারণ, এস্থলে “উপসম্ভিচ্চরিষ্য অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এইরূপ বচন থাকায় কেবলমাত্র মাসরূপ গুণের বিধান হইতে পারে না, ‘কিন্তু ‘মাস’ এবং ‘উপসং’ (হোমবিশেষ) এই দুইটি গুণেরই বিধান করিতে হয়। কারণ, অগ্নিহোত্রে বা দর্শপূর্ণমাসে ‘উপসং’ গুণের প্রাপ্তি নাই। আর অস্ত্র বচনের দ্বারা বিহিত কৰ্ম্মে যুগপৎ অনেক (একাধিক) গুণের বিধান বাক্যভেদ বিনা সম্ভব হয় না। এই কারণে ইহা গুণবিধি নহে। ইহাতে বদি বলা হয় যে, গুণবিধি নাই হউক, কিন্তু ইহা যে স্বতন্ত্র কৰ্ম্ম, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব, ‘প্রকরণান্তরম্’ই এস্থলে কৰ্ম্মভেদের হেতু। কারণ, ইহা অগ্নিহোত্রাদির প্রকরণ নহে, কিন্তু অয়নেরই (যজ্ঞবিশেষের) প্রকরণ, যেহেতু, যেখানে অয়ন সম্বন্ধে আলোচনা আছে, ইহা সেই-খানেই উক্ত হইয়াছে। প্রকরণান্তর অর্থ পূর্ব্বকৰ্ম্মের অসম্মিধান। পূর্ব্বকৰ্ম্মের সম্মিধানে (সমীপে) কোনও কিছু উপদিষ্ট হইলে তথায় সম্মিধিবশে পূর্ব্বকৰ্ম্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। আর তাহাতে গুণবিধির প্রসঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে “মাসম্ অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি” ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বোক্ত (“অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদি বচনোক্ত) অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের সম্মিধানে উক্ত হয় নাই বলিয়া সম্মিধি না থাকায় পূর্ব্বকৰ্ম্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে পূর্ব্বকৰ্ম্মের সহিত অভিন্নতা বোধও হয় না। আর তাহা না হইলে প্রাপ্ত কৰ্ম্মে

গুণবিধিরও প্রসঙ্গ হইতে পারে না। অতএব এস্থলে প্রকরণান্তর হেতু কর্ত্তভেদ হইয়া থাকে।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতানুসারে অগ্নিহোত্রে বাবজ্জীবাদিকালের সহিত মাসাদি কালের বিকল্প এবং ‘কুণ্ডপায়িনাময়ন’ নামক কর্ত্তে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে বিকল্পও নাই এবং ‘কুণ্ডপায়িনাময়ন’ নামক কর্ত্তে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। ইতি ১১শ প্রকরণান্তরাধিকরণ।

ফলং চাকর্শ্মসন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ফলং চ”—ফল ও (কর্ত্তের ভেদক হয়), “অকর্শ্ম-সন্নিধৌ”—কর্ত্তের সন্নিধি না থাকিলে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে “আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেদ্রুক্কামঃ” অর্থাৎ “তেজস্বামী ব্যক্তি আগ্নেয় অষ্টাকপালের নির্বাপ করিবে” ইত্যাদিপ্রকার যে সমস্ত বাক্য আছে, তথায় কি প্রকৃতিভূত কর্ত্তের (দর্শপূর্ণমাসের) আগ্নেয়াদি ষাগে ফলের বিধান করা হইয়াছে অথবা তথায় প্রাকৃত কর্ত্ত অপেক্ষা স্বতন্ত্র কর্ত্তেরই বিধান করা হইয়াছে এইরূপ সংশয় হয়। তাহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, আগ্নেয়াদি কর্ত্ত পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া তাহাতে ফলেরই বিধান কবা হইয়াছে। মাস কালবিশেষ হওয়ায় অনুপাদেয় বলিয়া তাহা বিধেয় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বাধিকরণে মাসের বিধান অসম্ভব হওয়ায় গুণবিধি হইতে পারে না বটে, কিন্তু ফল যখন উপাদেয়—অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদ হইতে পারে, তখন এস্থলে তাহারই বিধান করা হইয়াছে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ফলং চ অকর্শ্মসন্নিধৌ”—মাসাদিকালের জায় ফলও উপাদেয় হইতে পারে না বলিয়া তাহার বিধান হইতে পারে না—কারণ, ফলের সাধন (উপায়—ষাগাদি) বিধেয় বলিয়া তাহা যেমন স্বয়ং ফল নহে, ফলকে বিধেয় বলিলে তাহাও সেইরূপ অফল হইয়া পড়ে। আর পুরুষের কামনা-উৎপাদনের জন্ত যে শাস্ত্রে ফলের বিধান থাকিবে, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ফলের স্মরণতাবোধে তাহাতে স্বভাবতই পুরুষের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া কামনা উৎপাদনের জন্তও ফল বিধেয়

নহে। অতএব এস্থলে কর্মাস্তরের সন্নিধি নাই অথচ যখন ফলের উল্লেখ আছে, তখন ফলায়ুসারে আগ্নেয়াদি কর্মাস্তরই হইবে, অত্থা ফলশ্রুতি অনর্থক হয়। এস্থলে কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ অর্থাপত্তিবলে বোধিত হইয়াছে, আর আগ্নেয়াদি কর্মেরই বিধান করা হইয়াছে। অতএব “আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেদ্ ব্রহ্মকামঃ” ইহা কর্মাস্তর-বিধায়ক বাক্য। “অগ্নীবোমীয়মেকাদশকপালং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্জসকামঃ,” “ঐন্দ্রায়মেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকামঃ” ইত্যাদি অপরাপর বাক্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে।

বার্ত্তিককার বলেন—ফল এবং সংস্কার্য উভয়েরই বিচার এই অধিকরণে হইয়াছে। তন্মধ্যে ফলের উদাহরণ ভাষ্যকার স্বয়ং লিখিয়াছেন। আর সংস্কার্যের উদাহরণস্বরূপে “জৈধাতবীয়াঃ দীক্ষণীয়াঃ” ইত্যাদি বাক্য গ্রহণীয়। এস্থলে এই বাক্যে যে সংস্কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও উদাহৃত ফলের স্মার কর্মাস্তরভেদের হেতু। ইতি ১২শ ফল এবং সংস্কার্যের কর্মভেদকতাধিকরণ।

সন্নিধৌ ত্রবিভাগাৎ ফলার্চেন পুনঃশ্রুতিঃ। ২৬ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সন্নিধৌ”—বিহিত কর্মের সন্নিধানে, “তু”—প্রত্যুদাহরণার্থক, “পুনঃশ্রুতিঃ”—পুনরুল্লেখ অর্থাৎ সেই কর্মের পুনর্বার নির্দেশ, “ফলার্চেন”—ফলের জন্ত অর্থাৎ ফল, নিমিত্ত, সংস্কার প্রভৃতির সহিত কর্মের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপনের জন্ত, “অবিভাগাৎ”—যে হেতু অবিভাগ অর্থাৎ অভেদপ্রতীতি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজস্বয় যজ্ঞের অঙ্গভূত অবেষ্টি নামক একটি যজ্ঞ আছে, ইহা পূর্বে অবেষ্টি-অধিকরণে (২।৩।২য় অধিকরণে ৩য় শ্লোকে) বলা হইয়াছে। সেই অবেষ্টি যজ্ঞের প্রকরণে “এতয়া অন্নাত্তকাম্য বাজয়েৎ” অর্থাৎ “অন্নাত্তকামী ব্যক্তি ইহার দ্বারা যজ্ঞ করিবে”—এই শ্রুতিবাক্যটি পাঠিত আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, ইহা কি অজ্ঞ একটি কর্মের বিধি অথবা ইহা দ্বারা অবেষ্টি নামক যজ্ঞেরই বিষয় উক্ত হইয়াছে? পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে—এই বাক্যে যখন “অন্নাত্তকাম্য” ইহার দ্বারা ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন ইহা অবেষ্টি-সন্নিধানে শ্রুত হইলেও পূর্ব অধিকরণোক্ত যুক্তি অনুসারে কর্মাস্তরেরই বিধি হইবে। অত্থা ফলের বিধি হইতে পারে না বলিয়া বাক্যটি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ইহাতে সিদ্ধান্তবাদী বলেন—“সন্নিধৌ তু ফলার্থেন পুনঃশ্রুতিঃ”—ইহা অবেষ্টির সন্নিধানে পঠিত বলিয়া অবেষ্টি নামক ইষ্টিরই পুনঃশ্রুতি অর্থাৎ পুনরুল্লেখ। উক্ত কর্মের ফলসম্বন্ধ বোধ করানই ইহার প্রয়োজন। যদি বলা হয়, ইহা যে অবেষ্টিরই পুনরুল্লেখ, ইহা যে কর্মান্তর নহে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব, “অবিভাগাৎ”—যে হেতু, প্রকৃত কর্মের সহিত ইহার অবিভাগ অর্থাৎ অভেদপ্রতীতি রহিয়াছে। এস্থলে যে “এতয়া” এই পদটি রহিয়াছে, ইহার দ্বারাই পূর্বকর্মের সহিত এই কর্মটির অভেদ প্রত্যয় হইতেছে; যে হেতু, ইহা সর্বনাম শব্দ; আর সর্বনাম শব্দ সন্নিহুটেরই বাচক। যদি বলা হয়, পুনরুল্লেখ করা হইল কেন? তাহা হইলে বলিব “ফলার্থেন পুনঃশ্রুতিঃ”—ফলের সহিত কর্মের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে ‘অন্যাত্ত’ই যে অবেষ্টি যজ্ঞের ফল, তাহা পূর্বে প্রাপ্ত ছিল না; তাহাই এই বাক্যের দ্বারা বোধিত হইয়াছে।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষের মতানুসারে ইহা বাগান্তর হইলে সোমাদি ইহার হবিঃ হইবে; আর সিদ্ধান্তীয় মতে “আগ্নেয়োহষ্টীকপালং পুরোডাশঃ ভবতি” ইত্যাদি অবেষ্টিবিধায়ক বচন অনুসারে আগ্নেয়াদি ইহার হবিঃ হইবে। পূর্ব অধিকরণের প্রত্যাধারণরূপে এই অধিকরণটি প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে—“সমে যজ্ঞেত” অর্থাৎ “সমানদেশে যাগ করিবে,” “পৌর্ণমাস্য যজ্ঞেত” অর্থাৎ “পৌর্ণমাসীতে যাগ করিবে,” “যাবজ্জীবং দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেত” অর্থাৎ “যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করিবে” ইত্যাদি বচনে যে দেশ, কাল এবং নিমিত্তের উল্লেখ আছে, তদ্বশতঃ অভ্যাস (পুনরুল্লেখ) হেতু যে কর্মের ভেদ হইবে, তাহা হইতে পারিবে না। কিন্তু এতাদৃশ স্থলেও উক্ত প্রকার বচনসমূহের দ্বারা পূর্ববিহিত কর্মের সহিত দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতির সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে। ইতি ১৩শ সন্নিধানে ফলাদির কর্মভেদকত্বাবাধিকরণ।

আগ্নেয়স্তুক্তহেতুত্বাদভ্যাসেন প্রতীয়েত ॥ ২৭ ॥ (পৃঃ)

অঙ্গবাক্যার্থ। “আগ্নেয়ঃ”—আগ্নেয় যাগ, “তু”—প্রত্যবস্থানার্থক,
“উক্তহেতুত্বাৎ”—যে হেতু ইহার হেতু উক্ত হইয়াছে সেই কারণে,
“অভ্যাসেন”—অভ্যাসরূপে অর্থাৎ কর্মের আবৃত্তিরূপে, “প্রতীয়েত”—
প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “আগ্নেয়োহষ্টাকপা-
লোহমাবান্তায়াং পৌর্ণমাসাঞ্চাচ্যুতো ভবতি” এই বাক্যের দ্বারা আগ্নেয় বাগ
বিহিত হইয়াছে। সেই প্রকরণেই পুনরায় “আগ্নেয়োহষ্টাকপালোহমাবান্তায়াং
ভবতি” অর্থাৎ—“অমাবস্তায় আগ্নেয় অষ্টাকপাল হইবে” এইরূপ বিধি আছে।
এস্থলে এই বচনটি থাকায় অমাবস্তায় কি দুইটি আগ্নেয় বাগ—দুইবার আগ্নেয়
বাগ করিতে হইবে, অথবা তাহা একবারই করিতে হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ধাত্বর্থে অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনরুল্লেখ
হইলে তথায় বাগান্তরেরই বিধি হইয়া থাকে, এই যে নিয়ম পূর্বে দ্বিতীয়
অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে দ্বিতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,
তদনুসারে এস্থলেও কর্মভেদ হইবে অর্থাৎ দর্শবাগমধ্যে দুইবার আগ্নেয় বাগের
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অবিভাগাতু কর্মণো দ্বিরুক্তেন বিধীয়তে ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। “অবিভাগাৎ”—অভেদপ্রতীতি আছে বলিয়া,
“তু”—পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তিবোধক, “কর্মণঃ দ্বিরুক্তেঃ”—যে হেতু একই কর্মের
দ্বিরুক্তি (দুইবার উক্তি) হইয়াছে সেই কারণে, “ন বিধীয়তে”—ইহার
দ্বারা অন্ত কর্মের বিধান করা হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর উক্তি শুনিয়া একদেশী সিদ্ধান্তী
বলিতেছেন যে, এস্থলে কর্মের অভ্যাস হইতে পারে না, যে হেতু, অভ্যাসের বোধক
কোনও শব্দ নাই। এস্থলে পূর্ববিহিত কর্মেরই পুনরুল্লেখ হইয়াছে বলিয়া
তাহার দ্বারা কর্মাস্তরতা প্রতিপাদিত হয় না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে
দশবার ‘গ’ শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটি গকার পরস্পর হইতে পৃথক্ বর্ণ হইয়া
বাইত। কিন্তু তাহা যেমন হয় না (ইহা শব্দনিত্যাদিকরণে প্রতিপাদিত
হইয়াছে), সেইরূপ এস্থলেও কর্মভেদ হইবে না, কিন্তু এই দুইটি বচনের দ্বারা
বিকল্পিতভাবে একই কর্মের বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ একবার প্রথমটি বিধায়ক
দ্বিতীয় বচনটি অনুবাদ আবার অন্ত্যবारे দ্বিতীয়টি বিধায়ক ও প্রথমটি অনুবাদ
হইবে। অথবা দুইটি বচনই একটি কর্ম প্রতিপাদন করিতে যুগপৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এই কারণে ইহাদের কোনটিরই বিশেষত্ব জ্ঞাত না হওয়ায় ইহাদের অধ্বপশ্চাৎ-ভাব অবগত হওয়া যায় না বলিয়া কোনটিকেই পুনরুক্ত বলা চলে না।

অন্ত্যার্থা বা পুনঃশ্রুতিঃ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বা”—পূর্বপক্ষনিবারণক, “পুনঃশ্রুতিঃ”—পুনরুক্তি, “অন্ত্যার্থা”—অন্ত প্রয়োজনের জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এস্থলে অন্ত প্রয়োজনের জন্ত একই কর্মের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এস্থলে অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা কর্মের একত্ব সিদ্ধ হয়। আর তাহা হইলে দ্বিতীয় বাক্যটিকে অনুবাদ বলা হয়। এই অনুবাদটি বিধেয় ‘ঐন্দ্রাগ্ন’বাগের প্রশংসার্থক। কেহ যদি আগ্নেয় বাগ করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন বাগটি না করে, এই জন্ত “আগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ অমাবশ্যায়াম্ ভবতি” ইহার দ্বারা জানান হইয়াছে এই যে, কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারা বাগটি সৃষ্ট হইবে না, কিন্তু ইন্দ্র এবং অগ্নি উভয়ের দ্বারাই সৃষ্টি হইবে। আর অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা আছে বলিয়া প্রযোজ্যদির সহিত ইহার তুলনা হইবে না, এবং তদনুসারে কর্মাসম্বন্ধতাও হইতে পারিবে না। ইতি ১৪শ আগ্নেয়ের পুনঃশ্রুতির স্তব্যর্থতা অধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ।

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

যাবজ্জীবিকোহভ্যাসঃ কর্মধর্মঃ প্রকরণাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “যাবজ্জীবিকঃ”—যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র বিধির ‘যাবজ্জীবন’ অংশটি, “অভ্যাসঃ”—কর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যাস অর্থাৎ পোনঃপুন্যঃ, “কর্ম্মধর্মঃ”—কর্ম্মের ধর্ম, “প্রকরণাৎ”—যে হেতু প্রকরণে পঠিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“যাবজ্জীবমগ্নিহোত্র জুহোতি,” “যাবজ্জীবঃ দর্শপূর্ণ্যমাসাভ্যাস যজ্ঞেত” অর্থাৎ “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” এবং “যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণ্যমাস যজ্ঞ করিবে।” এস্থলে এই যে যাবজ্জীবিকতা (যাবজ্জীবন করিতে হইবে এইরূপ মরণাবধি কালের উপদেশ), তাহা কি কর্ম্মের ধর্ম বলিয়া যাবজ্জীবন অর্থাৎ মরণাবধি কাল পর্যন্ত বহু অনুষ্ঠানের দ্বারা একটি প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, অথবা তাহা অনুষ্ঠাতা পুরুষের ধর্ম বলিয়া এক একবার অনুষ্ঠান করিলে একটি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে আর জীবন তাহার নিমিত্ত বহু বলিয়া প্রয়োগ (কর্ম্ম) হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, “যাবজ্জীবম্” ইত্যাদি বাক্যে “অগ্নিহোত্র জুহোতি স্বর্গ-কামঃ” এই বাক্য বিহিত কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুবাদ করিয়া সেই কর্ম্মে যাবজ্জীবনরূপ কালের সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে; কারণ, এই যাবজ্জীবনরূপ কালের সম্বন্ধ পূর্বে প্রাপ্ত ছিল না, তাহাই এস্থলে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং “যাবজ্জীবিকঃ অভ্যাসঃ কর্ম্মধর্মঃ শ্রাৎ”—যাবজ্জীবিকতা কর্ম্মের ধর্ম; কারণ, “প্রকরণাৎ”—ইহা কর্ম্মের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া পূর্বোপদিষ্ট কর্ম্মে যাবজ্জীবন কালই বিহিত হইয়াছে, যেহেতু এইরূপ বলিলে প্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হয়। এতএব যাবজ্জীবন কর্ম্মের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে তবে একটি অগ্নিহোত্র কর্ম্ম বা দর্শপূর্ণ্যমাস কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

কর্ত্তুর্বা শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “কর্ত্তুঃ”—(যাবজ্জীবিকতা) কর্তার অর্থাৎ অনুষ্ঠানকর্তার ধর্ম, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—

৩৫২

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

যে হেতু ঋতিসংযোগ অর্থাৎ শ্রৌত অর্থলাভ অর্থাৎ শস্যার্থের গ্রহণ হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “কর্তৃঃ বা”—“যাবজ্জীবম্” ইত্যাদি বাক্যে যাবৎশব্দ পূর্বক জীব্ ধাতুর উত্তর গমূল প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া ‘যাবজ্জীবম্’ ইহা কালবাচক নহে, কিন্তু সমগ্র জীবনবাচক। আর জীবন কর্মের ধর্মরূপে বিহিত হইতে পারে না, যে হেতু উহা পুরুষের ধর্ম। এইরূপে ইহাকে পুরুষের ধর্ম বলিলে শস্যার্থের গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কালবাচক বলিলে ইহা লক্ষ্যার্থ হয়—লক্ষণা করিয়া কাল এই অর্থ বোধিত হয়। কিন্তু শস্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা অজ্ঞায্য। এই কারণে উহা পুরুষেরই ধর্ম। এই জ্ঞাত্ব শূত্রে বলা হইয়াছে “ঋতিসংযোগাৎ।” আর উহা পুরুষের ধর্ম বলিয়া উহাকে এস্থলে অগ্নিহোত্রের নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব এস্থলে “অগ্নিহোত্র জুহ্বাৎ” এই বাক্যবিহিত কর্ম হইতে স্বতন্ত্র কর্মের বিধান করা হইয়াছে। আর জীবন ইহার নিমিত্ত বলিয়া এবং নিমিত্ত থাকিলে নৈমিত্তিককে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না বলিয়া প্রতিদিন সায়াংপ্রাতঃকাল কর্তব্য অনুষ্ঠানে এক একটি প্রয়োগ সম্পন্ন হইয়া যাইবে। আর প্রত্যেক পরদিবসে উক্ত অগ্নিহোত্রের নিমিত্তস্বরূপ যে জীবন, তাহা বর্তমান থাকার প্রত্যেক দিন নূতন করিয়া তাহা কর্তব্য হইবে আর জীবনবিচ্ছেদে অনুষ্ঠানেরও নিবৃত্তি হইবে। এইরূপে প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানে এক একটি প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ম সম্পন্ন হওয়ার “যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্র জুহ্বাতি” ইহার দ্বারা প্রয়োগভেদই উপদিষ্ট হইয়াছে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ কর্মধর্ম্মে হি প্রক্রমেণ

নিয়ম্যোত তত্রানর্থকমন্ত্যৎ স্মাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও, “হি”—যে হেতু, “কর্মধর্ম্মে”—ইহা যদি কর্মের ধর্ম হয়, তাহা হইলে, “প্রক্রমেণ নিয়ম্যোত”—প্রক্রমের দ্বারাই নিয়মিত অর্থাৎ যথাসময়ে কর্তব্য বলিয়া বোধিত হইবে, “তত্র”—তাহাতে, “অন্ত্যৎ”—প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি অন্ত বাক্য, “অনর্থকং স্মাৎ”—অনর্থক হয়।

৪র্থ পাতা:]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৫৩

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে কর্মের ধর্ম নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“লিঙ্গদর্শনাৎ চ।” ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস বস্ত্র করিয়া অমাবস্তা বা পূর্ণিমা অতিক্রম করে, সে স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়। যদি দর্শপূর্ণমাস যাবজ্জীবন অম্লষ্ঠেয় একটি কর্ম হইত, তাহা হইলে এই ঋতিটির অর্থ সঙ্গত হইত না, এই ঋতিমধ্যে যে প্রত্যবার বোধিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইত না; কারণ, মারা জীবন ধরিয়া প্রতি অমাবস্তা এবং পূর্ণিমাতে অম্লষ্ঠান করিয়া মরিলে তবেই যখন একটি দর্শপূর্ণমাস কর্ম সম্পন্ন হইবে, তখন তাহার পক্ষে মধ্যস্থলে কোন কোন অমাবস্তা বা পূর্ণিমার কর্মাদ্বিষ্টান বাদ দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে—“কর্মধর্ম্যে হি প্রক্ৰমেণ নিয়ম্যেত তত্র অগ্ন্যং অনর্থকং শ্রাৎ।” কিন্তু যাবজ্জীবিক দর্শপূর্ণমাস যদি পৃথক্ কর্ম হয়, তাহা হইলে আনুগত্যতঃ কেহ হয় ত দুই একটি অমাবস্তার অথবা পূর্ণিমার তাহা নাও করিতে পারে। এইজন্ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঋতি বলিতেছেন যে, কোন একটিও অমাবস্তা কিংবা পূর্ণিমা বাদ দিলে চলিবে না। এইরূপে যাবজ্জীবিক দর্শপূর্ণমাস যখন পৃথক্ কর্ম, তখন ইহাই যাবজ্জীবিক অগ্নিহোত্র যে পৃথক্ কর্ম তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ জাপক, কারণ, যাবজ্জীবিক অগ্নিহোত্রও ঠিক এইরূপই হইতেছে।

ব্যাপবর্গঞ্চ দর্শয়তি কালশ্চেৎ কর্মভেদঃ শ্রাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “ব্যাপবর্গং”—ক্রিয়াসমাপ্তি, “চ”—ও, “দর্শয়তি”—দেখাইতেছেন, “কালঃ চেৎ”—যদি কাল (সময়) থাকে, “কর্মভেদঃ শ্রাৎ”—(তাহা হইলে) কর্মের ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে স্বতন্ত্র কর্ম, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “ব্যাপবর্গঞ্চ দর্শয়তি।” অগ্ন্যত্র ঋতিমধ্যে কথিত হইয়াছে—“দর্শপূর্ণমাস যাগ করিয়া সোম যাগ করিবে।” এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দর্শপূর্ণমাস সমাপনান্তে সোম যাগ কর্তব্য, কিন্তু দর্শপূর্ণমাস যদি যাবজ্জীবিক হইত, তাহা হইলে এই বচনটি সঙ্গত হইত না, কারণ, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ দর্শপূর্ণমাস অম্লষ্ঠেয়। আর মৃত্যু হইলে দর্শপূর্ণমাসের সমাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু সোম যাগের আর অম্লষ্ঠান হয় না। পক্ষান্তরে যাবজ্জীবিক দর্শপূর্ণমাস যদি স্বতন্ত্র কর্ম হয়, তাহা

৩৫৪

মৌমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

হইলে অন্নকালব্যাপী কাম্য দর্শপূর্ণমাস অনুষ্ঠানের পরে সোম যাগের অনুষ্ঠান করা যায় বলিয়া এই শ্রুতিটিও সঙ্গত হয়। আর তাহা হইলে বাবজীবিক দর্শপূর্ণমাস স্বতন্ত্র কর্তব্য হয়। এই জন্ত নৃত্তে বলা হইয়াছে “কালশ্চেৎ কর্মভেদঃ শ্রাৎ।” আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বাবজীবিক অগ্নিহোত্রও যে স্বতন্ত্র কর্তব্য, তাহাতে বৈমত্য হইতে পারে না। ভগবান্ ভাষ্যকার এস্থলে ভাব্যমধ্যে আরও দুই একটি লিঙ্গ উদ্ধার করিয়া বাবজীবিক অগ্নিহোত্রাদির স্বতন্ত্রতা ও নিত্যত্ব দেখাইয়াছেন।

অনিত্যত্বাৎ নৈবং সাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “অনিত্যত্বাৎ তু”—অনিত্য বলিয়াও, “এবং ন শ্রাৎ”—এইরূপ হয় না অর্থাৎ নিত্যতাবোধক অস্ত্র শ্রুতিবচনও সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কাম্য অগ্নিহোত্রকে বাবজীবিক বলা হয়, তাহা হইলে আর অস্ত্র নিত্য অগ্নিহোত্র থাকে না। আর নিত্য অগ্নিহোত্রের প্রাপ্তি না হইলে “জরামর্যং বা এতৎ সজ্ঞ যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ। জরয়া বা এতাত্মাৎ নিযুচ্যতে মৃত্যুনা চ” অর্থাৎ “এই যে অগ্নিহোত্র এবং দর্শপূর্ণমাস নামক সজ্ঞ (দীর্ঘকালানুষ্ঠেয় যাগ) ইহা জরামর্য—জরা বা মরণ ইহার পর্য্যন্ত। জরা দ্বারা বা মৃত্যুর দ্বারা ইহা হইতে লোকে মুক্তি পায়” এই শ্রুতিতে যে মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্তব্য নিত্য অগ্নিহোত্র বিহিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, বাহা কাম্য, তাহা ইচ্ছা করিলে করা যায়, আবার কামনা না থাকিলে নাও করা যায়। সুতরাং তাহা আর নিত্য হয় না। অথচ উক্ত জরামর্যশ্রুতি অনুসারে ইহাকে নিত্যই বলিতে হয়।

বিরোধশ্চাপি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “বিরোধঃ অপি চ”—বিরোধও (হয়), “পূর্ববৎ”—পূর্বের শ্রাৎ।

ভাষ্যভাবার্থ। কাম্য অগ্নিহোত্রাদিকে বাবজীবিক বলিলে “দর্শপূর্ণমাগাত্মা ইষ্টা।” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত যেমন বিরোধ হয় পূর্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ অস্ত্র প্রকার বিরোধও হয়। দর্শপূর্ণমাস যদি বাবজীবিক হয়, তাহা হইলে

৪র্থ পাঃ ।

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৫৫

তাহার বিকৃতিভূত সৌখ্যাদি যাগকে যাবজ্জীবিক বলিতে হয় । কিন্তু তাহা তৎ-
প্রকরণে উক্ত হয় নাই বলিয়া প্রকরণবিরোধও হয় ; কিন্তু ইহা যদি স্বতন্ত্র কর্তব্য হয়,
তাহা হইলে কোনও বিরোধের সম্ভাবনাই নাই ।

কর্তৃত্ব ধর্মনিয়মাৎ কালশাস্ত্রং নিমিত্তং স্মৃৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। “তু”—অতএব, “কর্তুঃ ধর্মনিয়মাৎ”—কর্তার
(অনুষ্ঠাতা পুরুষের) ধর্মের নিয়ম উক্ত হওয়ায়, “কালশাস্ত্রং নিমিত্তং
স্মৃৎ”—কালবোধক শাস্ত্র নিমিত্তই হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। এই শ্লোকে প্রতিপাত্ত বিষয়ের নিগমন অর্থাৎ
উপসংহার করা হইয়াছে । যাবজ্জীবন কাল যখন কর্তারই ধর্ম, তখন তাহা
অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত হইবে । আর তাহা যদি অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত হয়, তখন
যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে । কারণ,
“সতি নিমিত্তে নৈমিত্তিকস্ত ত্যাগাবোগাৎ” অর্থাৎ নিমিত্ত থাকিলে নৈমি-
তিককে অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ বাহ্য করণীয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না ।
আর তাহা হইলে ফলতঃ উহা নিত্য কর্তব্য হইয়া পড়ে । যে হেতু নিত্য কর্তব্য
যেমন যাবজ্জীবন কর্তব্য, ইহাও সেইরূপ সারা জীবন অনুষ্ঠেয় । ইতি ১ম
যাবজ্জীব অধিকরণ ।

নাম-রূপ-ধর্মাবিশেষ-পুনরুক্তি-নিন্দাহাশক্তি-সমাপ্তিবচন-

প্রায়শ্চিত্তাহিত্যর্থদর্শনাচ্ছাখান্তরেষু কর্মভেদঃ স্মৃৎ ॥ ৮ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “নামরূপ-ধর্মাবিশেষ-পুনরুক্তি-নিন্দাহাশক্তি-সমাপ্তি বচন-
প্রায়শ্চিত্তাহিত্যর্থদর্শনাৎ”—নাম, রূপ, ধর্মাবিশেষ, পুনরুক্তি, নিন্দা,
অশক্তি, সমাপ্তিবচন, প্রায়শ্চিত্ত এবং অত্যাধর্শন আছে বলিয়া, “শাখা-
ন্তরেষু কর্মভেদঃ স্মৃৎ”—শাখান্তরে কর্মের ভেদ হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। এক এক বেদের কাঠক, কালাপক, পৈগ্নলাদ,
মাধ্যন্দিন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বহু শাখা আছে । সেই সমস্ত শাখার প্রত্যেকের
মধ্যেই অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে সশর

৩৫৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

হইতে পারে যে, শাখাগত ভেদ আছে বলিয়া প্রত্যেক শাখায় উপদিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্তৃক ভিন্ন কি অভিন্ন।

পূর্বপক্ষবাদী বলেন—বিভিন্ন শাখায় উপদিষ্ট একই নামের কর্তৃকসকল পরস্পর ভিন্নই হইবে; যেহেতু, কর্তৃভেদ হইবার নামভেদ, রূপভেদ প্রভৃতি বহু কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইগুলি কি, স্বাক্ষরমে তাহা বলা যাইতেছে।

অগ্নিহোত্রাদি কর্তৃকবিশেষের ধর্মবিশেষ নির্দেশ করিয়া শিষ্টগণকে সম্প্রদায়ক্রমে এইরূপ উল্লেখ করিতে শুনা যায়—‘ইহা কাঠক অগ্নিহোত্রে পঠিত হয়’, ‘ইহা তৈত্তিরীয় অগ্নিহোত্রে পঠিত হয়’ ইত্যাদি। এইরূপে প্রত্যেক শাখায় নাম অনুসারে তত্ত্ব্য কর্তৃকসকলেরও কাঠক, কালাপক প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে বলিয়া নামভেদ হেতু কর্তৃকের ভেদ হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একই কর্তৃকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ (দ্রব্যাদি) উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া রূপভেদ নিবন্ধনও কর্তৃকের ভেদ হইবে। যেমন একটি শাখায় অগ্নি-যোদীয়কে একাদশকপাল বলিয়া বিধি আছে; আবার অন্য শাখায় তাহার দ্বাদশকপালও উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব একই কর্তৃকে একাদশকপালত্ব এবং দ্বাদশকপালত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্মবস্তুর যুগপৎ সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া শাখাভেদে কর্তৃকের ভেদই হইয়া থাকে।

বিভিন্ন শাখা গ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্ম (আচরণ) অনুশীলিত হয় বলিয়াও তত্ত্ব্য শাখায় কর্তৃক শাখান্তরের কর্তৃক হইতে বিভিন্ন। যেমন তৈত্তিরীয় শাখিগণ কারীরী বাক্য (কারীরী নামক যজ্ঞবিষয়ক বেদভাগ) অধ্যয়নকালে ভূমিতে ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য শাখায় সেই অংশ অধ্যয়নকারী ব্যক্তিগণ তাহা করে না। এইরূপ অগ্নিগ্রন্থ (অগ্নিতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অংশবিশেষ) অধ্যয়নকালে কোন কোন শাখিগণ গুরুর জলকলস সংগ্রহ করে, কিন্তু অন্যান্য শাখিগণ তাহা করে না। এইরূপ অশ্বমেধগ্রন্থ অধ্যয়নকালে কোন কোন শাখিগণ অশ্বের ঘাস আহরণ করে, কিন্তু অন্য শাখিগণ তাহা করে না। ইহাই প্রত্যেক শাখায় কারীরী প্রভৃতি কর্তৃকের ধর্মবিশেষ অর্থাৎ ধর্মগত—আচারগত বৈশিষ্ট্য। ইহা আছে বলিয়াও শাখাভেদে কর্তৃকভেদ হয়। যদি বলা হয়, ইহার দ্বারা শাখাভেদে কর্তৃকের ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহা হইলে বলিব, শাখাভেদে এই যে ধর্মবিশেষ, ইহা পরিত্যাজ্য নহে; কারণ, উত্তরকালে কারীরী অশ্বমেধ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, সেইগুলিই এই সমস্ত ধর্মবিশেষের নিয়ামক—সেই সেই শাখায় ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ নিয়ম পালন

করিয়া বেদাধ্যয়ন করে, তবেই পরবর্তী কালে তাহারা এই সমস্ত যজ্ঞ করিলে, তাহা পূর্ণ হইবে—নচেৎ নহে। পক্ষান্তরে অগ্নি শাখার ব্যক্তিগণের পক্ষে এরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং শাখাভেদে কর্মভেদ না হইলে কোন শাখীর কর্ম যে এই প্রকার ধর্মবিশেষসাপেক্ষ, আবার কোন শাখীর নহে, তাহা হইতে পারে না।

পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ হয় বলিয়াও শাখাভেদে কর্মের ভেদ স্বীকার করা উচিত। একই কর্ম যদি বিভিন্ন শাখায় উপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে একটিকেই বিধি এবং অপরগুলিকে অনুবাদ বলিতে হয়। কিন্তু কোন্ শাখার বাক্যটি বিধি এবং কোন্ শাখার বাক্যটি অনুবাদ, তাহা অনবধারিত থাকিয়া যায়। আর একটি বাক্যকে বিধায়ক বলিলেই যখন ইষ্টসিদ্ধি হয়, তখন অপর শাখায় অপর বাক্যগুলি পুনরুক্তিমাাত্র। এই প্রকার পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্ত শাখাভেদে কর্মের ভেদই স্বীকার করিতে হয়। অতথা বেদবাক্যের আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

নিন্দাবচন আছে বলিয়াও শাখাভেদে কর্মের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কোন শাখায় অনুদিত হোমের (স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অগ্নিহোত্র হোম করার) নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কোন শাখায় উদিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। যদি বিভিন্ন শাখাস্থ অগ্নিহোত্র কর্ম অভিন্নই হয়, তাহা হইলে একই কর্মের একটি শাখায় প্রশংসা এবং অগ্নি শাখায় নিন্দা থাকিতে পারে না। অতএব নিন্দাবচন হেতুও শাখাভেদে কর্মভেদ স্বীকার্য।

অশক্তি অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবার অসামর্থ্যপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া শাখাভেদে কর্মের ভেদ হইয়া থাকে। কারণ, সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেই সেই শাখায় যে সমস্ত অনুষ্ঠানবৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে, তাহার সমাহার করিয়া অনুষ্ঠান করা অল্পায়ু মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, যে হেতু, তাহা মনুষ্যের সামর্থ্যে কুলায় না। কিন্তু প্রত্যেক শাখার কর্মকে পৃথক্ বলিলে শাখান্তরীয় গুণ সকলের উপসংহার করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

সমাপ্তিবচন হেতুও শাখাভেদে কর্মের ভেদ হইয়া থাকে। কেহ বলেন—‘এইখানে আমাদের অগ্নি সমাপ্ত হইল’ আবার অগ্নি ব্যক্তির অগ্নত্র অগ্নি-সমাপ্তি নির্দেশ করিয়া থাকেন। শাখাভেদে কর্মের ভেদ না হইলে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ, অভিন্ন কর্ম বিভিন্ন স্থানে সমাপ্ত হইতে পারে না। এই কারণে একই কর্ম বিভিন্ন স্থানে সমাপ্ত হয় বলিয়া শাখাভেদে কর্মের ভেদই হয়।

প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বলিয়াও শাখাভেদে কর্মের ভেদ হইয়া থাকে। কারণ, কোন কোন শাখায় অনুদিত হোমের ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত

হইয়াছে, আবার কোন কোন শাখায় উদিত হোমের ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদিত হোম করিয়াও প্রায়শ্চিত্ত এবং অনুদিত হোম করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে ছুইটিকেই ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, কোন পক্ষকে অবলম্বন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি নাই। আর ইহাতে হোমবিধায়ক ঋতিই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব একই কৰ্মের অনুষ্ঠানে বৈগুণ্যবশতঃ এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তবিধান যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়া শাখাভেদে কৰ্মের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য।

এইরূপ, “যদি পুরা দিদীক্ষাণাঃ” ইত্যাদি বাক্যে দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত —যে প্রথমে সোমযজ্ঞী—সোম যজ্ঞ করিয়াছে এবং যে প্রথমে সোমযজ্ঞ করে নাই, তাদৃশ উভয়প্রকার ব্যক্তির ‘দ্বাদশাহে’ (সত্ত্রনামক যজ্ঞবিধেয়ে) অধিকার উক্ত হইয়াছে। যদি শাখাভেদে কৰ্মভেদ হয়, তবেই ইহা উপপন্ন হয়; কারণ, যে শাখায় (তাণ্ড শাখায়) দ্বাদশাহ নামক যজ্ঞের পূর্বে জ্যোতিষ্টোম কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই জ্যোতিষ্টোম, সেই শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিরই কর্তব্য। একটি স্বতন্ত্র কৰ্ম বলিয়া অগ্ন শাখীর তাহা না করিলেও দ্বাদশাহ নামক যজ্ঞ করিতে পারে; যে হেতু তাহাদের পক্ষে সেই শাখাবিহিত সেই স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্টোমটি অবশ্য কর্তব্য নহে। কিন্তু শাখাভেদে কৰ্ম অভিন্ন হইলে আর ইহা বলা সম্ভব হয় না যে, অনিষ্টপ্রথমযজ্ঞ ব্যক্তিও দ্বাদশাহ যজ্ঞের অধিকারী। ইত্যাদি প্রকার অন্তর্গত দর্শন আছে বলিয়াও শাখাভেদে কৰ্মভেদ হইবে। পরিহারস্থত্র অনুসারে ভাব্যকার অন্তর্গতদর্শনের পাঁচটি উদাহরণ দিয়াছেন। বাহ্য্যভয়ে এ স্থলে সেগুলির উল্লেখ করা হইল না। পরিহার স্থত্রে সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করা হইবে। অগ্ন প্রয়োজন-বাধক বাক্য হইতে যে প্রসঙ্গক্রমে অগ্ন অর্থের সূচনা, তাহাকেই এখানে স্থত্রে অন্তর্গত দর্শন বলা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনা-খ্যাবিশেষাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “একং”—এক অর্থাৎ একই কৰ্ম, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “সংযোগ-রূপ-চোদনা-খ্যাবিশেষাৎ”—সংযোগ অর্থাৎ ফল সম্বন্ধ, রূপ অর্থাৎ দ্রব্য ও দেবতা, চোদনা অর্থাৎ পুরুষগ্রন্থ অথবা বিধি এবং আখ্যায় (নামের) বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “একং বা”—সর্বশাখা-প্রত্যয় এবং সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয় একটি কর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শাখাভেদ নিবন্ধন কর্মের ভেদ হইতে পারে না। কারণ, “সংযোগ-রূপ-চোদনাখ্যাবিশেষাৎ”—একই ফলের জন্ত যখন একটি কর্ম সকল শাখামধ্যেই বিহিত হইয়াছে, সর্বত্রই যখন কর্মের দ্রব্য, দেবতা ও নাম অভিন্ন এবং সকল স্থলেই যখন একই প্রকার প্রবৃত্তির দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয়, অথবা সর্বত্রই একই প্রকারের যখন বিধি রহিয়াছে—তখন এই সমস্ত কারণ থাকায় বিভিন্ন শাখায় উক্ত হইলেও তাহা যে অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু ‘ইহা সেই কর্ম’ ইত্যাকার অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে। সুতরাং সেই একই ফল, সেই একই রূপ, সেই একই চোদনা এবং সেই একই নাম রহিয়াছে বলিয়া শাখাভেদ হইলেও কর্মের ভেদ হইবে না। এই জন্ত বার্তিককার বলিয়াছেন—

“সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাং সংজ্ঞা-রূপ-গুণাদিভিঃ।

এককর্মত্ববিজ্ঞানং ন শাখাস্বপগচ্ছতি।”

অর্থাৎ সংজ্ঞা (নাম), রূপ এবং গুণাদিবশতঃ যখন অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও কর্মের যে একত্ব প্রতীতি হয়, তাহার অগ্রথা হইবে না। অতএব সর্বশাখাপ্রত্যয় এবং সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয় কর্ম একই। সর্বশাখা-প্রত্যয় অর্থ সর্বশাখাপ্রমাণ। একই শাখার ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এবং তাহাতে একই কর্ম পৃথকভাবে উল্লিখিত হইলেও কর্মের ভেদ হইবে না। এই কারণে ভগবান্ ভাষ্যকার ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ বলিয়াও পুনরায় ‘সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয়’ বলিয়াছেন। * ইতি সিদ্ধান্ত।

ন নান্না শ্রাদ্চোদনাভিধানত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। “ন”—না, “নান্না”—নাম” হেতু, “শ্রাৎ”—হইবে

* ভাষ্যকার যে ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ এবং ‘সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয়’ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ‘সর্বশাখাপ্রমাণ’ এইরূপ লিখিত হইল, যেহেতু বেদান্তদর্শনের সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াদি-করণে (বে: দ: ৩।৩।১) ভামতীরূপে ‘সর্ববেদান্তপ্রত্যয়’ অর্থে ‘সর্ববেদান্তপ্রমাণ’ এই-রূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩৬০

মীমাংসা-দর্শনম্

[২য় অঃ

অর্থাৎ কর্মভেদ হইবে, “অচোদনাভিধানত্বাৎ”—যে হেতু চোদনায় অর্থাৎ কর্মোৎপত্তিবাক্যে অভিধান অর্থাৎ তাহার (কাঠকাদি নামের) অভিধান অর্থাৎ উল্লেখ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বশূত্রে সিদ্ধান্ত বলিয়া এক্ষণে পূর্বপক্ষী যে সমস্ত আপত্তি দিয়াছিলেন, একে একে তাহার পরিহার বলিতেছেন। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—শাখাভেদে একই কর্মের ‘কাঠক’, ‘কালাপক’ প্রভৃতি নামগত ভেদ আছে বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম অভিন্ন নহে, কিন্তু বিভিন্ন, তাহা সমীচীন নহে; যে হেতু, ‘কাঠক’, ‘কালাপক’ ইত্যাদিগুলি কর্মের নাম নহে, কিন্তু গ্রন্থের নামানুসারে তদগ্রন্থীয় কর্মকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং “ন নাম্না ত্বাৎ”—কাঠক প্রভৃতি নাম হেতু কর্মের ভেদ হইবে না। কারণ, “অচোদনাভিধানত্বাৎ”—উহা চোদনা অর্থাৎ কর্মবিধায়ক বাক্য-বোধিত নাম নহে। যে হেতু কর্মোৎপত্তি বাক্যে যে সংজ্ঞাভেদ থাকে, অদম্বসারেই কর্মের ভেদ বোধিত হয়।

সর্বেষাং চৈককর্ম্যং ত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অঙ্গক্কার্থ। “সর্বেষাং চ”—সমস্ত কর্মেরই, “ঐককর্ম্যং ত্বাৎ”—এককর্মতা হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। শব্দের ভেদ থাকিলে যদি কর্মের ভেদ হইবে বলা হয়, তাহা হইলে বলিব “সর্বেষাং চ ঐককর্ম্যং ত্বাৎ”—শব্দের একতা নিবন্ধন অভেদও হউক। সুতরাং অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্বমাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্ন কর্মগুলিও অভিন্ন হইয়া পড়ে; যে হেতু, উহাদের সকলগুলিই ‘কাঠক’ অথবা ‘কালাপক’ ইত্যাদিরূপে একই নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহা বধন হয় না, তখন কাঠকাদি নামভেদও কর্মভেদের হেতু নহে।

বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, এই শূত্রে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বপক্ষীর আপত্তির পরিহার নহে, কিন্তু ইহা জাত্যন্তর—ইহা অর্থাৎপত্তিসমা নামক জাতি। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বপক্ষ যদি দুষ্ট হয়, তাহা হইলে জাত্যন্তর অর্থাৎ অসদ্ব্যবহার দেওয়া উচিত।

কৃতকং চাভিধানম্ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “কৃতকং”—কৃত্রিম, “চ”—আরও, “অভিধানম্”—
অভিধানটি—(সংজ্ঞাটি), “ভবেৎ”—হইয়া পড়ে ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ‘কাঠক’ প্রভৃতি সংজ্ঞাকে কর্ত্তভেদের হেতু
বলা হয়, তাহা হইলে নামটি কৃত্রিম হইয়া পড়ে । কারণ, ‘কাঠক’ ইত্যাদি আখ্যা
যে প্রবচননিমিত্তক, তাহা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
আর তাহা হইলে যখন হইতে কঠ প্রভৃতি ব্যক্তির প্রবচন (প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন
অধ্যাপন) প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতেই কাঠক প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রবৃতি
হইয়াছে বলিতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্বে সংজ্ঞা ছিল না । আর তাহাই যদি হয়,
তাহা হইলে প্রবচনের পূর্বে কাঠকাদি সংজ্ঞা ছিল না বলিয়া কর্ত্তের ভেদ ছিল না,
কিন্তু এক্ষণে ভেদ হইয়াছে, এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতে হয় । বেদান্তদর্শনের
সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াদিকরণে (বেঃ দঃ—৩৩১ অধিকরণে) ৩য় সূত্রের টীকায়
কল্পতরুকার এই দোষ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন “নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ চ
সংজ্ঞানাং ন বিভাজ্যভেদকত্বম্” অর্থাৎ ‘কাঠক’ প্রভৃতি সংজ্ঞাভেদে শাখাভেদে
বিভাজ্যভেদ (মীমাংসাদর্শনানুসারে কর্ত্তভেদ) স্বীকার করিলে ‘নিত্যানিত্যসংযোগ-
বিরোধ’ রূপ দোষ হয় । কারণ, বেদ অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া নিত্য ; আর
কাঠক প্রভৃতি সংজ্ঞা সমাখ্যাধীন অনিত্য । সুতরাং একই বিভাজ্য অথবা কর্ত্ত
যুগপৎ নিত্য এবং অনিত্য হইয়া পড়ে, যদি কাঠক প্রভৃতি সংজ্ঞাবশতঃ তাহাদের
ভেদ স্বীকার করা হয় ।

একত্বেহপি পরম্ ॥ ১৩ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “একত্বে অপি”—কর্ত্তের একত্ব থাকিলেও, “পরম্”—
পরম্বর্ত্তীটি অর্থাৎ রূপভেদ হইতে পারে ।

ভাষ্যভাবার্থ। একটি শাখায় অগ্নীবোমীরকে একাদশকপাল এবং
অন্তশাখায় দ্বাদশকপাল বলা হইয়াছে বলিয়া যে রূপভেদ নিবন্ধন (কপালসংখ্যা-
ভেদনিবন্ধন) কর্ত্তভেদ হইবে, তাহাও বলা চলে না ; কারণ, এস্থলে কর্ত্তের একত্ব
হইলেও বিশেষ বচন থাকার তাদৃশ রূপভেদ হইয়া থাকে । ফল কথা, এরূপ

স্থলে দ্রব্যের বিকল্পই হয়, কিন্তু তজ্জন্তু কর্ণের ভেদ হইতে পারে না। কারণ, নৃচতুর প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারাই শাখাভেদ হইলেও কর্ণের একত্ব হইয়া থাকে।

বিদ্যায়াং ধর্মশাস্ত্রম্ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কনার্থ। “ধর্মশাস্ত্রম্”—ধর্মের অর্থাৎ ভূমিতে ভোজন, কল-কুন্ত আহরণ, অশ্বধাসসংগ্রহ প্রভৃতি ধর্মের (আচরণের) শাস্ত্র, “বিদ্যায়াম্”—বিদ্যায় অর্থৎ বেদাধ্যয়নের অর্থাৎ ঐগুলি বেদাধ্যয়নের অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—শাখাভেদে বিশেষ বিশেষ কর্ণপ্রতিপাদক গ্রন্থগ্রহণকালে ভূমিতে ভোজন প্রভৃতি আচারের পার্থক্য থাকায় শাখাভেদে কর্ণভেদ হইবে, এই নৃত্তে তাহারই উত্তর দেওয়া হইতেছে। ভূমিতে ভোজন প্রভৃতি নিয়ম অধ্যয়নের অঙ্গ, কর্ণের অঙ্গ নহে। এই কারণে উহার জন্ত কর্ণের ভেদ হইতে পারে না। উহা যদি কর্ণপ্রযুক্ত হইত—উত্তরকালে করিষ্যমাণ কর্ণ যদি ঐ সমস্ত ধর্মের নিয়ামক হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বলিয়া যে সমস্ত ধর্ম উক্ত হইয়াছে, উহা কুলাচার অনুসারে কাহারও কাহারও পক্ষে সেই সমস্ত ধর্মের অন্ততম। অতএব উহা কর্ণভেদের প্রয়োজক নহে।

আগ্নেয়বৎ পুনর্বচনম্ ॥ ১৫ ॥

অঙ্কনার্থ। “পুনর্বচনম্”—পুনরুক্তি, “আগ্নেয়বৎ”—আগ্নেয়-বাক্যের স্থায় (অনুবাদমাত্র)।

ভাষ্যভাবার্থ। ভাষ্যকারের মতে এই নৃত্তে পূর্বপক্ষবাদীর উক্তির অনুভাবণ (পুনরুক্তি) করা হইয়াছে মাত্র। বার্তিককার ইহাকে পুনরুক্তিপরিহার-রূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে বার্তিককার মতে ব্যাখ্যা এইরূপ—পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—বিভিন্ন শাখায় একই কর্ণের উপদেশ থাকিলে পুনরুক্তি হয়, তাহারই পরিহার বলিতেছেন। এই অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আগ্নেয়াধিকরণে (১৪শ অধিকরণে ২৮শ ও ২৯শ নৃত্তে) বৈরূপ পরিহার বলা হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ

পরিহার বুঝিতে হইবে। আগ্নেয় বাক্য দুইটি থাকিলেও যেমন বিকল্পে উভয়েরই বিধায়ক স্বীকার করা হয় না, কিন্তু একটিকেই বিধি বলা হয়, সেইরূপ বিভিন্ন শাখায় একই কর্মের বিধি থাকিলেও বিকল্পে সকলগুলিরই বিধায়ক স্বীকার করা হয় না, কিন্তু একটি বিধি এবং অপরগুলি অন্ত্যর্থ—অন্তপ্রয়োজনের নিমিত্ত অর্থাৎ গুণ-বিশেষ বিধানের জন্ত অথবা প্রশস্ততা বিজ্ঞাপনের জন্ত পঠিত হয় বলিয়া অনুবাদ।

অদ্বির্বচনং বা শ্রুতিসংযোগবিশেষাৎ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গকল্পার্থ। “অদ্বির্বচনম্”—দুইবার (একাধিকবার) উল্লেখ হয় নাই, “বা”—নিশ্চয়ার্থক, অথবা পরিহারান্তরনিরাসার্থক, “শ্রুতিসংযোগ-বিশেষাৎ”—যে হেতু শ্রুতিসংযোগ অর্থাৎ সমস্ত ইতিকর্তব্যতাব্যুক্ত প্রধান কর্মের পুনরুল্লেখ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। বার্তিককার স্বমতে পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বেক্রপ বথাকথঞ্চিৎ পরিহার বলিয়াছেন, এই সূত্রে তাহার নিরাস করিয়া বথাবথ পরিহার বলা হইতেছে। যদি একই শাখায় একই কর্মের বিধি থাকে, তাহা হইলে তাহা পুনরুল্লেখ হয় আর আগ্নেয় বিধির জায় সেই পুনঃশ্রুতিকে ‘অন্ত্যর্থ’ বলা যায়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যখন একই সান্নোপাঙ্গ (অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সমেত) কর্মের বিধি দৃষ্ট হয়, তখন এতাদৃশ বিধিকে ‘অন্ত্যর্থ’ বলা যায় না। কিন্তু সেই সেই শাখা অনুসারে ইহা সক্রতুজ্ঞি। বার্তিককার ইহাকে এইরূপে বিশদ করিয়াছেন—যেমন একই শাখার কর্ম দেশান্তরে পুরুবাস্তবের দ্বারা পঠিত হইলেও পুনরুক্তি হয় না, সেই-রূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একই কর্ম উপদিষ্ট হইলেও পুনরুল্লেখ হয় না। কারণ, কেহ দুইটি শাখা অধ্যয়ন করে না; যে হেতু, একটি শাখাই—স্বশাখাই গ্রহণীয়। আর যখন সে নিজশাখা অধ্যয়ন করে, তখন তাহার নিকট শাখান্তরের বাক্য অজ্ঞাত থাকে বলিয়া স্বশাখার বাক্যটি অপ্রাপ্ত অপূর্ববিধিই হয়। তবে যদি কোন মেধাবী ব্যক্তি একাধিক শাখাও গ্রহণ করেন, তথাপি অল্প শাখা অধ্যয়নকালে তিনি স্বশাখায় উপদিষ্ট কর্মেরই উল্লেখ দেখিয়া বুঝিয়া থাকেন যে, ইহা এই শাখা-অধ্যয়নকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে বিধি। অতএব বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট যেমন একই শাখার একই কর্ম অনুবাদ হয় না, বিভিন্নশাখার নিকটেও সেইরূপ একই কর্ম পুনরুল্লিখিত হইতে পারে না। আরও বিধির অগ্রপশ্চাৎ ভাব থাকিলে

পরবর্তীটিকে পুনরুক্তি বলা চলে। কিন্তু অনাদি অপৌরুষেয় বেদের সকল শাখা-
গুলিই সেই সেই শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে যুগপৎ বিধিনির্দেশ করে বলিয়া
অগ্রপশ্চাৎভাব না থাকায় কোনটিরও পুনরুক্তি হয় না। এই জন্য বার্তিককার
বলিয়াছেন— “শাখানাং যুগপদ্বত্ত্বেন পুনঃশ্রুতি কল্পনা”

অতএব শাখাভেদেও কর্ম এক। *

অর্থাসম্মিদেশ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। “অর্থাসম্মিধে: চ”—অর্থের (প্রতিপাত্ত বিবয়ের)
অসম্মিধান হেতুও (শাখাভেদে বিধিবাক্যের পুনরুক্তি হয় না)।

ভাষ্যভাবার্থ। এক একটি বেদ এক একটি বৃক্ষস্থানীয়। নানা বেদ-
শাখা সেই বেদবৃক্ষের শাখাস্থানীয় এবং অঙ্গোপাঙ্গযুক্ত কর্মকলাপ তাহার ফলপত্র-
পুষ্পাদিস্থানীয়। একটি শাখার ফলপুষ্পাদি যেমন অপর শাখার সম্মিহিত নহে,
সেইরূপ বেদের এক একটি শাখার দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মসকল স্ব স্ব
সমগ্র গুণবিশেষের সহিত অল্প শাখার সম্মিহিত নহে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন
শাখার একই কর্মের বিধি থাকিলেও তাহা পুনরুল্লেখ নহে। এই জন্য বার্তিককার
বলিয়াছেন—

“একত্র বেদবৃক্ষস্ত কিঞ্চিৎ কর্মফলাশ্রয়াৎ।

এবং শাখাঃ প্রসিধ্যন্তি বহুশাখৈকবৃক্ষবৎ।”

* ইহার পর ভাষ্যকার “বাক্যাসমবায়ঃ” ১৮ ॥ এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করেন নাই ;
বার্তিককার বলেন, ইহা ব্যাখ্যাকালে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বার্তিককার ইহার যে ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—বাক্যের সমবায় হয় না বলিয়া অর্থাৎ একই ব্যক্তির নিকট
অল্প শাখার বাক্য সমবেত অর্থাৎ জাত বা গৃহীত হয় না বলিয়া শাখাভেদে একই কর্মের
উল্লেখ থাকিলেও তাহার পুনরুক্তি হয় না। কারণ, একজন ব্যক্তি একাধিক শাখা গ্রহণ
করে না। যে হেতু স্বশাখাগ্রহণই অধ্যয়নবিধির তাৎপর্য। একটি শাখা গ্রহণই—
কেবলমাত্র স্বশাখা গ্রহণই যে স্বাধ্যায়বিধির অর্থ, তাহা এই অধিকরণের নবম শ্লোকের
টীকায় বার্তিককার যুক্তিপূর্বক স্থাপন করিয়াছেন। তবে অল্পশাখা অধ্যয়ন যে নিষিদ্ধ,
তাহা নহে। কিন্তু প্রথমতঃ স্বশাখা অধ্যয়নই অবশ্য কর্তব্য। পশ্চাৎ অল্প শাখা
অধ্যয়ন করা যাইতে পারে।

৪র্থ পাঃ]

ত্ৰীমাংসা-দৰ্শনম্

৩৬৫

অৰ্থাৎ বেদ একটি বৃক্ষ। বেদের শাখা সকল সেই বৃক্ষের শাখাস্বরূপ; কৰ্মকলাপ তাহার ফল। এই কৰ্মরূপ ফলের অভিন্নতা অৰ্থাৎ একজাতীয়তা আছে বলিয়াই বহুশাখাবিশিষ্ট একটি বৃক্ষের জ্ঞায় বিভিন্ন শাখাসমূহিত বেদের একত্ব সিদ্ধ হয়। অত্যা শাখাভেদে বেদই ভিন্ন হইয়া বাইত। তবে শাখাভেদে কোন কোন স্থলে ইতিকৰ্ত্তব্যতার ভেদ হয় বটে।

ন চৈকং প্রতি শিষ্যতে ॥ ১৯ ॥

অক্ষৰ্ণার্থ। “চ”—আর, “একং প্রতি”—কেবলমাত্র একজনের প্রতি, “ন শিষ্যতে”—উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। রূপভেদহেতু কৰ্মের ভেদ হয়, এই প্রকার যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিহার বলিতেছেন “ন চ একং প্রতি শিষ্যতে।” বিভিন্ন শাখায় একই কৰ্ম উক্ত হইলেও কোথাও হয় ত কোন গুণের উল্লেখ হয় নাই, কোথাও বা ভিন্ন প্রকার গুণের উপদেশ আছে। ‘আর সেইগুলি যে কেবল একজনেরই—সেই শাখার ব্যক্তিরই জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু সকলের প্রতিই তাহার বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং অত্যা শাখায় যে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি স্বশাখোক্ত কৰ্মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্বশাখোক্ত কৰ্ম্মেতেই গুণগুলিরও উপসংহার (সমাহার অৰ্থাৎ সমুচ্চয়) করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আর যদি সেইগুলি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইবে। এই কারণে শাখাভেদে কৰ্মের ভেদ নাই।

সমাপ্তিবচন সম্প্রেক্ষা ॥ ২০ ॥

অক্ষৰ্ণার্থ। “সমাপ্তিবচন চ”—সমাপ্তির জ্ঞায়ও, “সম্প্রেক্ষা—উৎপ্রেক্ষা অৰ্থাৎ কল্পনা (করা হয়); বস্তুতঃ পক্ষে সমাপ্ত নহে।”

ভাষ্যভাবার্থ। ‘এইখানে আমাদের অগ্নি সমাপ্ত হইল’ এই প্রকার সমাপ্তি বচন আছে বলিয়া যে, শাখাভেদে কৰ্মের ভেদ হইবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, “মৈত্ৰায়ণীয়গণের অব্যাহাতি (মন্তব্যবিশেষে) অগ্নি

সমাপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের এখানে হয় না” এই প্রকার উক্তিও আছে বলিয়া কৰ্মের অভেদই বোধিত হয় ; যে হেতু, কৰ্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলে এরূপ উক্তি সম্ভব হয় না। কারণ, একই কৰ্মকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে বলিয়া থাকে যে, অমূকেরা ইহা এইখানে শেষ করে, কিন্তু আমাদের এই কৰ্মটি এখানে শেষ হয় না। এস্থলেও সেইরূপ, ‘মৈত্রায়ণীরদের অদ্বারোহমন্ত্ৰেই অগ্নি সমাপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের তথায় হয় না’ এই প্রকার উক্তিতে মহাশ্মিচয়ন কৰ্মের ভেদ না বুঝাইয়া অভেদই বোধিত হয়।

বার্ত্তিককার বলেন যে, এই মূত্রটিকে অকরাদি করিয়াও “অসমাপ্তিবৎ চ সম্প্রক্ষা” এইরূপ ধরিয়াও পাঠ করা যায়। অর্থাৎ মূত্রসকল সংহিতাকারে (পর পর সংলগ্ন করিয়া) নিবদ্ধ বলিয়া “সমাপ্তিবৎ” এই অংশটিকে “অসমাপ্তিবৎ” এই প্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আর পূর্ববর্ত্তী মূত্রের শেষে একার থাকায় এই মূত্রের ‘অ’কারটির লোপ হইয়াছে। এ পক্ষেও ব্যাখ্যা পূর্ববৎ।

একত্বেহপি পরাণি নিন্দাশক্তিসমাপ্তিবচনানি ॥ ২১ ॥

অপেক্ষার্থ। “পর্যণি নিন্দাশক্তিসমাপ্তিবচনানি”—অবশিষ্ট নিন্দা অশক্তি এবং সমাপ্তির উল্লেখ, “একত্বে অপি”,—কৰ্মের একত্ব (অভেদ) পক্ষেও সম্ভব হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উদিত হোম এবং অহুদিত হোম উভয়েরই নিন্দা থাকার জন্তও কৰ্মভেদ হইতে পারে না, যে হেতু, শাস্ত্রীয় নিন্দার নিন্দায় তাৎপর্য্য নাই। এই জন্ত ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ন হি নিন্দা নিন্দ্য নিন্দিতুং প্রযুক্ত্যতে। কিং তর্হি। নিন্দিতাদিতরং প্রশংসিতুম্। তত্র ন নিন্দিতস্ত প্রতিবেধো গম্যতে। কিং তু ইতরস্ত বিধিঃ” অর্থাৎ “নিন্দনীয় বিষয়ের নিন্দা করিবার জন্ত শাস্ত্রে নিন্দাবচন থাকিতে পারে না। তবে কি জন্ত থাকিবে? নিন্দিতারিক্ত (অনিন্দিত বিধের) বিষয়ের প্রশংসার জন্তই নিন্দাবচন।” আর সেরূপ স্থলে নিন্দিত বিষয়ের নিবেধ বোধিত হয় না, কিন্তু নিন্দিতারিক্তের বিধিই বিজ্ঞাপিত হয়। সুতরাং এস্থলে নিন্দার তাৎপর্য্য নাই বলিয়া অগ্নিহোত্রহোমে উদিত এবং অহুদিত উভয় কালই বিকল্পিত ভাবে বিহিত হইয়াছে। যে স্থলে অহুদিতের নিন্দা,

তথায় উদ্ভিতের প্রশংসাতেই তাৎপর্য—যেহেতু, উদ্ভিত হোমই তথায় বিহিত ।
আবার যেখানে উদ্ভিতের নিন্দা, তথায় অনুদ্ভিতের প্রশংসাই প্রতিপাত্ত ।

আর যে অশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও কৰ্ম্মভেদ হয় না । কারণ, যে
অসমর্থ, সে স্বশাখাবিহিত সকল কৰ্ম্মই অবৈধগুণ্য সহকারে অনুষ্ঠান করিতে পারে
না । আবার যে ব্যক্তি সমর্থ, সে অজ্ঞাত শাখা সংবাদে সমস্ত অঙ্গের সমাহার
করিয়াই অনুষ্ঠান করে । সুতরাং কাহার কতদূর শক্তি, তাহার বখন অবধারণ
নাই, তখন অশক্তি হেতু যে কৰ্ম্মভেদ হইবে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না, যে হেতু,
এক জনের অশক্তি থাকিলেও অল্প পাঁচ জনের শক্তি থাকিতে পারে ।

আর সমাপ্তিবচন সম্বন্ধেও কোন কৰ্ম্মের কোন একটি বিশেষ অংশ সমাপ্ত
হইলেই লোকে যেমন বলিয়া থাকে ‘এই কৰ্ম্মটি শেষ হইল,’ যেমন জ্যোতিষ্টোমের
আধ্বৰ্য্যাব (অধ্বৰ্যুসম্পাত্ত) কৰ্ম্ম সমাপ্ত হইলেই ‘জ্যোতিষ্টোম সমাপ্ত হইল’
এইরূপ বলা হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে । সুতরাং সমাপ্তিবচন কৰ্ম্মভেদের হেতু
নহে । আরও কৰ্ম্ম অভিন্ন না হইলে এই প্রকার উক্তিই সঙ্গত হয় না । যেহেতু
ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্মসম্বন্ধে কেহ এরূপ বলে না যে, ‘আমাদের এ কৰ্ম্ম এখানে শেষ
হয় আর অপরের অল্প স্থানে ।’

প্রায়শ্চিত্তং নিমিত্তেন ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। “নিমিত্তেন”—নিমিত্ত হেতু অর্থাৎ কালাতিক্রমরূপ
নিমিত্ত হেতু, “প্রায়শ্চিত্তং”—প্রায়শ্চিত্ত (কেন হয়) ?

ভাষ্যভাবার্থ। শাখাভেদে উদ্ভিত হোমের সময় অতিক্রান্ত হইলেও
প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে, আবার অনুদ্ভিত হোমের কালতিপাত্ত হইলেও প্রায়শ্চিত্তো-
পদেশ আছে । শাখাভেদে কৰ্ম্ম অভিন্ন হইলে ইহা ত সঙ্গত হয় না ; কিন্তু কৰ্ম্ম
বিভিন্ন হইলেই ইহা সমীচীন হয়, এই প্রকার যে আপত্তি, তাহারও পরিহার বলা
যাইতেছে । এই সূত্রটিতে পূর্বপক্ষীর মতের অনুভাবণ করা হইয়াছে ।

প্রক্রমাদ্বা নিয়োগেন ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রক্রমাৎ”—প্রক্রম অর্থাৎ প্রথম প্রয়োগ বা
আরম্ভ অনুসারে, “বা”—পক্ষপরিবর্তনার্থক, “নিয়োগেন”—নিয়োগহেতু

অর্থাৎ নিয়ম অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া (তাহার ব্যতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)।

ভাস্ম্যভাবার্থ। উদিত হোম এবং অনুদিত হোম উভয় স্থলেই যে কলাতিপাত হেতু প্রায়শ্চিত্ত, তাহা আরম্ভ অনুসারে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনুদিত হোমের সঙ্কল্প করিয়া আরম্ভ করে, তাহার পক্ষে উদিত হোম জ্ঞাত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে—সে যদি সূর্যোদয়ের পর হোম করে, তাহা হইলে তাহাকে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উদিত হোম সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ইহার কারণ এই যে, উদিত হোম এবং অনুদিত হোম বৈকল্পিক—ইচ্ছাবীন হইলেও যে ক্রম অবলম্বন করা হইয়াছে, পূর্বপুরুষগণ যে ক্রম অবলম্বন করিয়া হোম করিয়া আসিয়াছেন, আমাকেও তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। তাহার ব্যতিক্রম করিলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উদিত হোমানুসারী এবং অনুদিত হোমানুসারী উভয়ের পক্ষেই এই ব্যতিক্রম সমান দোষের। কিন্তু ইহার দ্বারা মূল কর্ণের কোনও পার্থক্য হয় না। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তবচন কর্ণভেদসাধক নহে।

সমাপ্তিঃ পূর্ববক্তাদ্ যথাজ্ঞাতে প্রতীয়েত ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “সমাপ্তিঃ”—সমাপ্তি অর্থাৎ সমাপনের উক্তি, “যথাজ্ঞাতে”—যথাদৃষ্ট অর্থাৎ যেমন দেখা যায় সেইরূপ বিষয়ে, “প্রতীয়েত”—প্রতীত হইবে, “পূর্ববক্তাৎ”—যেহেতু, তাহা আরম্ভসাপেক্ষ অথবা যেহেতু শব্দের প্রয়োগপ্রসিদ্ধিপূর্বক অথবা “পূর্ববক্তাৎ” অর্থ অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা আছে বলিয়া।

ভাস্ম্যভাবার্থ। সমাপ্তিবচন হেতু শাখাভেদে কর্ণের ভেদ হয়, এই প্রকার আপত্তির পরিহার “সমাপ্তিবচন সম্প্রেক্ষা” এই সূত্রে বলা হইলেও পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, সমাপ্তিবচন যখন কর্ণের ভেদের হেতু, আবার সম্প্রেক্ষা যখন কর্ণের অভেদের লিঙ্গ, তখন অভেদই সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যে পক্ষে যুক্তি আছে, তাহাই গ্রহণীয়। আর অভেদপ্রত্যভিজ্ঞা

৪র্থ পাতা:]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৬৯

প্রকৃতি যুক্তির দ্বারা যখন শাখাভেদ হইলেও কৰ্ম্মের অভেদই সিদ্ধ হয়, তখন এইখানে আমাদের অগ্নি সমাপ্ত হয়, এই প্রকারে সম্প্রেক্ষা—উৎপ্রেক্ষা স্থলে সমাপ্তি অভেদেরই লিঙ্গ হইয়া থাকে।

লিঙ্গমবিশিষ্টং সৰ্ব্বশেষত্বান্ন হি তত্র কৰ্ম্মচোদনা

তস্মাদ্ দ্বাদশাহস্তাহারব্যাপদেশঃ স্তাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গম্”—প্রথমতরূপ লিঙ্গ, “অবিশিষ্টং”—অবিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ উভয় স্থলেই একই রূপ, “সর্বশেষত্বাৎ”—যে হেতু (জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব) সর্বশেষ অর্থাৎ সকল কৰ্ম্মেরই অঙ্গ, “তত্র”—সেইখানে অর্থাৎ যেখানে জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব বিহিত হইয়াছে, “কৰ্ম্মচোদনা”—কৰ্ম্মের (জ্যোতিষ্টোমের) বিধি, “ন হি”—নাই, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “দ্বাদশাহস্তা”—দ্বাদশাহ নামক সত্ত্বের, “আহারব্যাপদেশঃ স্তাৎ”—প্রয়োগভেদ হইবে

ভাষ্যভাষ্যার্থ। পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন—শাখাস্তরে (তাণ্ড্যশাখায়) জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব বিহিত হইয়াছে—প্রথমে জ্যোতিষ্টোম না করিয়া অন্ন যজ্ঞ করা বাইবে না। কিন্তু শাখাস্তরে “যদি পুরা দিদীক্ষাণাঃ” ইত্যাদি বাক্যে অনিষ্ট-প্রথমযজ্ঞ ব্যক্তির (যে ব্যক্তি প্রথমকর্তব্য জ্যোতিষ্টোম করে নাই তাহার) পক্ষেও দ্বাদশাহ নামক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এই কারণে শাখাস্তরে জ্যোতিষ্টোমের পূর্বে দ্বাদশাহাদি যজ্ঞের নিষেধ আবার শাখাস্তরে জ্যোতিষ্টোমের প্রথমেই দ্বাদশাহের বিধান আছে বলিয়া দ্বাদশাহরূপ কৰ্ম্মটি সকল শাখায় অভিন্ন নহে, কিন্তু বিভিন্ন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষীর এই উক্তি যুক্তিযুক্ত হইত—যদি যে শাখায় জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব বিহিত হইয়াছে, তাহাতেই জ্যোতিষ্টোমের বিধি থাকিত। সামবেদের তাণ্ড্যশাখায় জ্যোতিষ্টোমের প্রাথম্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সামবেদে জ্যোতিষ্টোমের বিধি নাই। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “ন হি তত্র কৰ্ম্মচোদনা”। সুতরাং জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব যে সেই শাখার পক্ষে বিহিত, ইহা বলা যায় না। আবার জ্যোতিষ্টোমের প্রাথম্যবিধিটিকে নিরর্থকও

বলা যায় না। সুতরাং উহা সর্বশাখায় জ্যোতিষ্টোমেরই শেষ অর্থাৎ অঙ্গ হইবে। এই জ্ঞান সূত্রে বলা হইয়াছে “সর্বশেষত্বাৎ”। আর জ্যোতিষ্টোমের প্রাথম্য যদি সকল শাখারই বিধি হয়, তাহা হইলে যেখানে অনিষ্টপ্রথমযজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দ্বাদশাহসজ্ঞের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, সেখানেও জ্যোতিষ্টোমের প্রথমত্ব থাকিবে। কিন্তু একই ব্যক্তি প্রথমে জ্যোতিষ্টোম না করিয়াই দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করিবে আবার প্রথমে জ্যোতিষ্টোম সমাপন করিয়াই দ্বাদশাহ করিবে, এইরূপ বিধি বিরুদ্ধ হয় বলিয়া দ্বাদশাহের প্রয়োগভেদ স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ বিকল্প বলিতে হয়—প্রথমে জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিয়াও দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করা যায়, অথবা প্রথমে জ্যোতিষ্টোম না করিয়াও দ্বাদশাহ করা যায়, এই প্রকার বিকল্পই স্বীকার করিতে হয়। ইহাই সূত্রে “তস্মাৎ দ্বাদশাহস্ত আহারব্যাপদেশঃ স্ত্য” এই অংশে বলা হইয়াছে। আর বিকল্প স্বীকার করিলে প্রাথম্যবিধান শাখাভেদে দ্বাদশাহনামক কৰ্মের ভেদ থাকিলেও উপপন্ন হয় এবং কৰ্মের ভেদ না থাকিলেও উপপন্ন হয়। সুতরাং প্রাথম্যরূপ লিঙ্গটি পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়মতেই সমান। এই জ্ঞান সূত্রে বলা হইয়াছে “লিঙ্গমবিশিষ্টম্”। আর প্রাথম্যরূপলিঙ্গটি যখন সাধারণ, তখন উহার দ্বারা যে কৰ্মের ভেদই সিদ্ধ হইবে, তাহা বলা চলে না।

দ্রব্যে চাচোদিতত্বাদ্ বিধীনামব্যবস্থা স্মারিদেদশাদ্

ব্যবতিষ্ঠেত তস্মান্নিত্যানুবাদঃ স্ত্য ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। “দ্রব্যে”—অগ্নিচরনে, “অচোদিতত্বাৎ”—(বেদি-পরিমাণ) যদি চোদিত অর্থাৎ বিহিত না হয়, তাহা হইলে, “বিধীনাম্ অব্যবস্থা স্ত্যৎ”—পক্ষপরিমাণাদি বিধি অর্থাৎ বিধেয় সকলের অব্যবস্থা (পরস্পর বিরোধ) হইতে পারে বটে, “নির্দেশাৎ”—কিন্তু নির্দেশ অর্থাৎ স্থলবিশেষের উল্লেখ আছে বলিয়া, “ব্যবতিষ্ঠেত”—ব্যবস্থাসূক্ত হয়, “তস্মাৎ”—অতএব, “নিত্যানুবাদঃ স্ত্যৎ”—‘পক্ষপরিমাণ’ নিত্যানুবাদ অর্থাৎ সার্বকালিক অনুবাদ হইবে। অথবা মীমাংসাকৌস্তভগ্রন্থে যে তাবে স্ত্রাক্ষরার্থ বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে—“দ্রব্যে চ”

—অগ্নি প্রকরণে, “অচোদিতত্বাৎ”—অন্তরাল বিহিত হয় নাই বলিয়া, “বিধীনাম্ অব্যবস্থা”—রথাক্ষমাত্র অন্তরাল হইবে ইত্যাদি বিধি-সকলের ঐ প্রকরণের মধ্যে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ সন্নিবেশ বা প্রাপ্তি হইবে না, “নির্দেশাৎ ব্যবতিষ্ঠেত”—কিন্তু বেদিপরিমাণেরই নির্দেশ আছে বলিয়া তাহাই ঐ প্রকরণে অর্থাৎ অগ্নিপ্রকরণে যুগের পরিমাণ নিরূপণ বিষয়ে ব্যবস্থিত হইবে, “তস্মাৎ নিত্যানুবাদঃ স্তাৎ”—অতএব পক্ষসম্মানের যে নিন্দা, তাহা নিত্যানুবাদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, শাখাভেদে কর্ণভেদ না হইলে অগ্নি লিঙ্গের বিরোধ হয়। কারণ, শাখাবিশেষে মহাগ্নিচরন প্রকরণে একাদশ যুগের প্রত্যেকের মধ্যে যে পক্ষপরিমাণ (শ্রেনাকারে স্থাপিত অগ্নির পক্ষের সমান পরিমাণবিশিষ্ট) ব্যবধান স্থান, তাহার নিন্দা করিয়া বেদিপরিমাণ স্থান ব্যবধান থাকিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। আবার শাখাবিশেষে যুগসকলের মধ্যে রথাক্ষ-পরিমিত অন্তরালের বিধি আছে। এইরূপে ইহাদের মধ্যে বিরোধই হইতেছে। কিন্তু শাখাভেদে কর্ণভেদ স্বীকার করিলে এই বিরোধ থাকে না। পূর্বপক্ষবাদীর এই উক্তিও সৌমতীন নহে। কারণ, মহাগ্নিচরনে একাদশটি যুগ নাই বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরালের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তথায় একটি যুগ আছে; আর তাহা বেদিপরিমাণই হইবে। তবে যে স্থলে (বাচঃস্তোমে) একাদশ যুগের বিধান আছে, সেই স্থলেই তাহার প্রসঙ্গ হইবে—সেই স্থলেই রথাক্ষপরিমাণ ব্যবধান বিহিত হইবে। যদি বলা হয়, পক্ষসম্মিত পরিমাণের যে নিন্দা, তাহার সমীচীনতা থাকে কিরূপে? তাহা হইলে বলিব, উহা নিত্যানুবাদ। আর যুগের বেদিপরিমাণতার প্রশংসা করিবার জগ্গই এই ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে। আর এই যে প্রশংসাপূর্বক বেদপরিমাণবিধি, ইহারও ত বেদিপরিমাণ বিধান করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পঞ্চোদশমিনীতে (একাদশ পত্তযুক্ত ঋষিবেশে) যে একাদশটি যুগ আবশ্যক নহে, কিন্তু একটি যুগই কর্তব্য, এই প্রকারে যে যুগৈক্য বিহিত হইয়াছে, উহা তাহারই প্রশংসাবোধক—যুগের যে বেদিপরিমাণতা, তাহা পক্ষপরিমাণতা অপেক্ষা অতি প্রশস্ত হইলেও যুগের যে একত্ব বিহিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অপ্রশস্ত—এই প্রকার প্রশংসাই এখানে বিবক্ষিত। মীমাংসাকৌম্ভব গ্রন্থে এই ভাবেই ভাষ্যভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে।

বিহিতপ্রতিষেধাৎ পক্ষেহতিরেকঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “বিহিতপ্রতিষেধাৎ”—বিধি এবং নিষেধ থাকায়, “পক্ষে”—পাক্ষিক ভাবে অর্থাৎ বিকল্পিত ভাবে, “অতিরেকঃ স্যাৎ”—অতিরেক (অতিরিক্ত) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, একই কর্ণে কোন শাখায় দুইটি স্তোত্রীয়া অতিরিক্ত হইবে, এইপ্রকার বিরোধও কর্ণভেদের অপর লিঙ্গ হইবে, তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, অতিরিক্ত নামক যজ্ঞে শোড়শিনামক ঐহ ঐহণ করিবার বিধি এবং নিষেধ উভয়ই আছে বলিয়া উহা বিকল্পিত। যদি ঐহ ঐহণ করা হয়, তাহা হইলে তিনটি স্তোত্রীয়া অতিরিক্ত হইবে, আর যদি ঐহ ঐহণ করা না হয়, তাহা হইলে দুইটি অতিরিক্ত হইবে। এইরূপে বিকল্প অনুসারে ব্যবস্থা হয় বলিয়া এই অতিরেক লিঙ্গের দ্বারাও কর্ণভেদ সিদ্ধ হয় না।

সারস্বতে বিপ্রতিষেধাদ্ যদেতি স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “সারস্বতে”—সারস্বতসত্র নামক যজ্ঞে, “বিপ্রতিষেধাৎ”—বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় বলিয়া, “যদা ইতি স্যাৎ”—‘যদা’ এইরূপ হইবে অর্থাৎ ‘যদা’ এই পদটির অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সারস্বত সত্রে (যজ্ঞবিশেষে) “যে পুরোডাশিনস্তে উপবসন্তি যে সান্নায়িনস্তে বৎসান্ বারয়ন্তি” অর্থাৎ বাহারা পুরোডাশী (সোমবাগ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ প্রথমে করে নাই) তাহারা উপবাস করিবে আর বাহারা সান্নায়ী (সোমবাগ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ প্রথমে করিয়াছে) তাহারা বৎস বারণ করিবে” (সন্নিহিত দিবে) এইরূপে একই সারস্বতসত্রে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের দর্শন (সমাবেশ) কর্ণভেদ বিনা হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সঙ্গত হইবে না [যেহেতু,] “যে পুরোডাশিনঃ” ইত্যাদি বাক্যে ‘যদা’ এই পদটির অধ্যাহার করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, “এষ বাবপ্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাম্ যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ” ইত্যাদি

ঋতি হইতে জানা যায় যে, সোমবাজীর পক্ষে জ্যোতিষ্টোম প্রথমে অমুষ্ঠেয়। এই যে 'সারস্বত সত্ত্ব' ইহাও সোমবাগবিশেষ। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম স্বজ্ঞ করে নাই, তাহার ইহাতে অধিকারই হইতে পারে না। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঋতির "যে পুরোডাশিনঃ" ইত্যাদি উক্তিটি কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, "যে পুরোডাশিনঃ" ইত্যাদি ঋতিতে যে ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম করে নাই অথচ সারস্বতসত্ত্বের অমুষ্ঠান করিতেছে, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শাখাভেদে যদি কৰ্ম ভিন্ন হয়, তাহা হইলে কোন কোন শাখীর পক্ষে সেই শাখাবিহিত স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্টোম যে কোনও সোমবাগের পূর্বে প্রথমতঃ অবগত কর্তব্য, আবার কোন কোন শাখীর তাহার স্বশাখাবিহিত স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্টোমটি না করিলেও চলে। আর সে পক্ষে "যে পুরোডাশিনঃ" ইত্যাদি উল্লেখ সঙ্গত হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "যে পুরোডাশিনঃ" ইত্যাদি ঋতিবাক্যের অর্থ "যদা পুরোডাশিনঃ" অর্থাৎ "যখন পুরোডাশী হইবে বা যখন সান্নারী হইবে।" এস্থলে 'পুরোডাশী' এই শব্দটি পৌর্ণমাসী নামক কৰ্মের উপযোগী কালের জ্ঞাপক এবং 'সান্নারী' শব্দটি অমাবস্তা নামক কৰ্মের উপযোগী কালের জ্ঞাপক। কারণ, এই যে সারস্বত সত্ত্ব, ইহার প্রসঙ্গে "যথা অমাবস্তায়াম্ অভিরাত্রঃ ত্রাৎ তথা দীক্ষেরনু" ইত্যাদি বচনে ঋতি বাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাৎপর্ধ্য এই যে, সারস্বত সত্ত্বের অপর নাম "মিত্রাবরুণয়ো-রয়ন।" বৎসরাধিক কাল ধরিয়া অমুষ্ঠেয় যে সোমবাগবিশেষ, তাহাকে অয়ন বলে। এই সারস্বতসত্ত্বের অমুষ্ঠানে প্রতিমাসে অমাবস্তা এবং পৌর্ণমাসী নামে কৰ্ম এক একবার করিয়া কর্তব্য হয়। আর এই যে পৌর্ণমাসী কৰ্ম তাহা পুরোডাশ সাধ্য। এই পুরোডাশ সাধ্য পৌর্ণমাসী কৰ্ম যখন কর্তব্য হইবে, তখন উপবাস করিতে হইবে, ইহাই "যদা পুরোডাশিনঃ" ইত্যাকারে পরিবর্তিত বচনের অর্থ। আর ইহাতে অনিষ্টপ্রথমবজ্ঞ (যে জ্যোতিষ্টোম স্বজ্ঞ করে নাই তাদৃশ) ব্যক্তির প্রসঙ্গ নাই বলিয়া কোনও বিরোধই নাই। অতএব পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা অমূলক।

উপহব্যোহপ্রতিপ্রসবঃ ॥ ২৯ ॥

অসম্ভবার্থ। "উপহব্য"—উপহব্য নামক যজ্ঞে, "অপ্রতিপ্রসবঃ"—প্রতিপ্রসব অর্থাৎ বিশেষ বিধান নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। শাখাভেদে কর্মের ভেদ হইবে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতে পারেন—শাখাবিশেষে ‘উপহব্য’ নামক যজ্ঞে “উপহব্যোহনিক্রান্তে অগ্নিষ্টোমো যজ্ঞঃ রথন্তরসামা, অথঃ শ্চাবো দক্ষিণা” এই বাক্যে ‘রথন্তর’ নামক সামের উল্লেখ আছে। আবার অল্প শাখায় “উপহব্যোহনিক্রান্তঃ উক্থ্যো যজ্ঞো বৃহৎসামা অথঃ খেতো রুদ্রললাটো দক্ষিণা” এই বচনে ‘বৃহৎ’ নামক সামের নির্দেশ আছে। যদি ইহা একই কর্ম হয়, তাহা হইলে রথন্তর বৃহৎসামের বিকল্প হইবে। কিন্তু ঐ যজ্ঞের প্রকৃতিভূত যজ্ঞ হইতেই রথন্তর এবং বৃহৎ নামক সামদ্বয়ের পূর্ব হইতেই বিকল্পে প্রাপ্তি আছে বলিয়া ঐ বচন দুইটি অনর্থক হয়। কিন্তু শাখাভেদে কর্মভেদ স্বীকার করিলে ঐ দুইটি বচনের দ্বারা প্রকৃতি হইতে বিকল্পপ্রাপ্ত সামদ্বয়ের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে—ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ সেই সেই শাখায় বচনবিহিত বৃহৎ অথবা রথন্তরই গ্রহণীয় হইবে, এইরূপ নিয়ম হয়। সুতরাং এই প্রকার অত্মার্থদর্শন ও শাখাভেদে কর্মভেদের লিঙ্গ। পূর্বপক্ষবাদীর এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে; কারণ, “উপহব্যে অপ্রতিপ্রসবঃ”—এস্থলে যে বৃহৎ ও রথন্তরসামের পুনরুল্লেখ, প্রতিপ্রসব তাহার প্রয়োজন নহে, কিন্তু তাহার অল্প প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনটি কি, তাহা পরশূত্রে বলা হইবে। সুতরাং শাখাভেদে কর্ম অভিন্ন হইলেও কোনও দোষ হইবে না। ভাব্যাকারমতে এই শূত্রে পূর্বপক্ষীর মতের অনুভাষণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিককার ইহার পরিহারপন করিয়াও ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। তদনুসারে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইয়াছে।

গুণার্থা বা পুনঃশ্রুতিঃ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। “পুনঃশ্রুতিঃ”—বৃহৎ ও রথন্তরের পুনরুল্লেখ, “গুণার্থা”—গুণবিশেষের বিধান করিবার জন্ত, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক অথবা নিশ্চয়ার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বচনদ্বয়ের আনর্থক্য আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাও অমূলক। কারণ, উক্ত বচন দুইটির দ্বারা দক্ষিণা প্রভৃতি বিশেষ গুণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং উহা অনর্থক নহে। উহাতে বলা হইয়াছে এই যে, উপহব্য নামক যজ্ঞ রথন্তরসামযুক্ত হইলে শ্বেত অথ দক্ষিণা হইবে,

৪র্থ পর্বা:

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৭৫

আর বৃহৎ সাময়িক হইলে কল্পললাট অথ দক্ষিণা হইবে। বাস্তবিককার বলেন, সংস্থা ব্যবহার জন্তও এখানে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রত্যয়ং চাপি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “অপি চ”—আরও, “প্রত্যয়ং”—প্রমাণ, “দর্শয়তি”—দেখাইতেছে। সর্বশাখামধ্যে কর্ম যে এক, প্রতিই তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তি পরিহার করিয়া সর্বশাখামধ্যেই যে কর্ম এক, তাহার সাধক (প্রতিপাদক) লিঙ্গ (প্রমাণ) দেখাইতেছেন। মৈত্রায়ণী শাখায় সমিাদাদি প্রযাজ সকল উক্ত হয় নাই। অথচ তথায় “ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানীয় হোতব্যাঃ” এই বাক্যে শাখাস্তরবিহিত প্রযাজের অনুবাদ করিয়া তদ্বিবক্ষ্য গুণের বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ শাখাবিশেষে “কুটকরসি” এই মন্ত্রটি অশ্রাদানে (প্রস্তরগ্রহণরূপ কর্মবিশেষে) পঠিত হয় নাই। তথাপি তথায় বলা হইয়াছে—“কুজুটোহসীত্যশ্রাদানমুপাদন্তে কুটকরসীতি বা” অর্থাৎ “কুজুটোহসি” এই মন্ত্রে অশ্রাদান করিবে, “কুটকরসি” এই মন্ত্রেও গ্রহণ করিতে পারা যায়। শাখাভেদে কর্ম যদি অভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অন্য শাখায় বিহিত কর্মের অন্য শাখায় পঠিত মন্ত্র এই ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হইত না। অতএব সর্বশাখায় একই কর্ম উক্ত হইয়াছে।

অপি বা ক্রমসংযোগাদ্বিধিপৃথক্ত্বমেকস্তাং

ব্যবতিষ্ঠেত ॥ ৩২ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “অপি বা”—পক্ষপরিবর্তনসূচক, “ক্রমসংযোগাৎ”—ক্রমের অর্থাৎ অন্ত্যেই কর্মের (পারম্পর্যের) সংযোগ (শ্রুতান্তনিয়ম) আছে বলিয়া, “বিধিপৃথক্ত্বম্”—বিধির পৃথক্ হইবে অর্থাৎ শাখাভেদে কর্মের ভেদ হইবে, “একস্তাং ব্যবতিষ্ঠেত”—(আর তাহা) একটি শাখাতেই ব্যবস্থিত (পৃথকভাবে নিবদ্ধ) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে পূর্বপক্ষী পুনরায় প্রকারান্তরে শাখাভেদে কর্ম-ভেদ প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যে শাখার যে কর্ম বিহিত হইয়াছে, তথায় সেই কর্মের অঙ্গকলাপে অমুষ্ঠানের একটি ক্রম অর্থাৎ পৌর্বাগম্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শাখান্তরে সেই কর্মের অঙ্গসকলের অমুষ্ঠানক্রমের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং সর্বশাখাসম্বন্ধে একটি কর্মের অমুষ্ঠান করিতে হইলে স্বশাখোক্ত ক্রমের বাধ হইয়া থাকে। অন্তএব শাখাভেদে একই কর্মের ক্রমবৈষম্য থাকায় শাখাভেদে কর্মকেও ভিন্ন বলিতে হয়। অত্থা ঋতিবোধিত ক্রমের লঙ্ঘন হইয়া থাকে।

বিরোধিনাং ত্বসংযোগাদৈককর্ম্যে তৎসংযোগাদ্
বিধীনাং সর্বকর্ম্মপ্রত্যয়ঃ স্তাৎ ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গকলাপার্থ। “বিরোধিনাম্”—বিরোধী ক্রমসকলের, “ত্ব”—আশঙ্কানিবারক, “অসংযোগাৎ”—একটি অমুষ্ঠানে সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া, “ঐককর্ম্ম্যে”—সর্বশাখাস্থ কর্ম্মের একত্ব সিদ্ধ হইলে পর, “বিধীনাং তৎসংযোগাৎ”—বিধি সকলের অর্থাৎ সর্বশাখাপাঠিত অঙ্গবিধি-সকলের তৎসংযোগ অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “সর্বকর্ম্মপ্রত্যয়ঃ স্তাৎ”—সকল অঙ্গেরই একটি কর্ম্ম সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ক্রমের অমুরোধে পদার্থের (কর্ম্মাদির) অত্থা হইতে পারে না। পূর্বোক্ত যুক্তিনিচয়ের দ্বারা ইহা যখন দৃঢ়ভাবেই সিদ্ধান্তিত হয় যে, শাখাভেদেও কর্ম্ম অভিন্ন, তখন ক্রমের অমুরোধে তাহার ভেদ হইতে পারে না। কিন্তু উদিতামু-দিত হোমের স্তায় ক্রমেরই বিকল্প হইবে। অন্তএব সর্বশাখাপ্রত্যয় এবং সর্ব-ব্রাহ্মণপ্রত্যয় একই কর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে। ইতি ২য় শাখান্তরাদিকরণ।

(সর্বশাখাপ্রত্যয়েককর্ম্মতাদিকরণ)।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ।

অথাতঃ শেষলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অক্ষরার্থ। “অথ”—ভেদ নিরূপণের ‘অনন্তর’, “অতঃ”—যে হেতু শেষশেষিভাব ভেদনিরূপণের অধীন সেই জন্ত, “শেষলক্ষণম্”—শেষের লক্ষণ অর্থাৎ অধ্যায় আরম্ভ হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। ভেদলক্ষণ নামক পূর্ব অধ্যায়ে কর্ত্তভেদবিষয়ক বিচার হইয়াছে । এক্ষণে শেষলক্ষণ প্রারম্ভ হইতেছে । শেষ কাহাকে বলে, কি হেতু তাহা শেষ, কিরূপেই বা তাহার বিনিয়োগ হয় এবং তাহার বিনিয়োগের কারণ কি কি, তাহা এই অধ্যায়ে বিচারিত হইবে এবং তৎপ্রসঙ্গে অন্ত্যন্ত বিষয়ও আলোচিত হইবে । কর্ত্তের ভেদবিষয়ক বিচার নিষ্পন্ন হইলেই শেষশেষিভাবের বিচার সঙ্গত হয়, যে হেতু, শেষশেষিভাব কর্ত্তভেদসাপেক্ষ । এই কারণে ভেদলক্ষণের পর শেষ লক্ষণ আরম্ভ হইতেছে । শেষ অর্থ অঙ্গ এবং শেষী অর্থ অঙ্গী বা প্রধান কর্ত্ত । ইতি ১ম শেষ প্রতিজ্ঞাধিকরণ ।

শেষঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। “শেষঃ”—শেষ অর্থাৎ অঙ্গ, “পরার্থত্বাৎ—যে হেতু” পরার্থতা পরের (প্রধানের প্রয়োজননির্কাহকতা) আছে । যাহা পরার্থ, তাহার নাম শেষ ; যে হেতু তাহা পরার্থ এই জন্ত তাহা শেষ ।

ভাষ্যভাবার্থ। এই সূত্রে শেষের লক্ষণ এবং তাহার হেতু বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে হেতুটি শ্রোত এবং লক্ষণটি আধিক । কেহ কেহ বলেন—লক্ষণটিই শ্রোত, হেতুটি আধিক । যাহা পরার্থ অর্থাৎ পরেরই প্রয়োজন—উপকার নির্কাহ করে, তাহাই শেষ—ইহা শেষের লক্ষণ । যে হেতু, তাহা পরার্থ, এই জন্ত তাহা শেষ—ইহা শেষের হেতু । ইতি ২য় শেষঃ নির্বচনাধিকরণ (শেষলক্ষণাধিকরণ) ।

দ্রব্যগুণসংস্কারেষু বাদরিঃ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অম্বুত্রার্থ। “দ্রব্যগুণসংস্কারেষু”—দ্রব্য, গুণ এবং সংস্কারে (শেষ শব্দের প্রয়োগ), “বাদরিঃ”—বাদরি নামক আচার্য্য বলেন।

ভাষ্যভাবার্থ। শেষশব্দের প্রয়োগ নিরূপণ করিবার জন্ত আচার্য্যাস্তরের মত দেখাইতেছেন। বাদরি নামক আচার্য্যের মতে দ্রব্য, গুণ এবং সংস্কারেই শেষ শব্দের প্রয়োগ হয়। তাঁহার মতে বাগ অপরের উপকারী, তাহাই শেষ। আর কপালাদি দ্রব্য ক্রিয়ানিষ্পাদক বলিয়া তাহাকে শেষ বলিতে হয়। অরুণিমা প্রভৃতি গুণও তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা ক্রিয়ার উপকার করে। সুতরাং তাহাকেও শেষ বলা হয়। আর অবঘাত, প্রোক্ষণ প্রভৃতি সংস্কারও দ্রব্যের দোষাপনয়ন করিয়া কিংবা তন্মধ্যে গুণান্তর আধান করিয়া তাহাকে কর্মের উপযুক্ত করিয়া তুলে। সুতরাং তাগও পরের উপকার করে বলিয়া শেষপদবাচ্য। কিন্তু কর্ম, ফল এবং পুরুষ এইগুলি কাহারও উপকারক নহে বলিয়া উহাদিগকে শেষ বলা যায় না। বাগ পুরুষের কর্তব্য; তাহা নিষ্পাদিত হইলেই হইল। সুতরাং বাগ কাহারও উপকারে আসে না। এই জন্ত তাহা শেষ নহে। এইরূপ ফলও পুরুষের জন্ত উপদিষ্ট হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গফল কামনা করে, সে বাগ করিবে। ইহাই শাস্ত্রের বক্তব্য। এই কারণে ফল কাহারও উপকারক নহে বলিয়া শেষ নহে। এইরূপ পুরুষও স্বপ্রধান বলিয়া কাহারও শেষ নহে। অতএব দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটিই শেষ; বাগ, ফল এবং পুরুষ ইহারা শেষপদবাচ্য নহে।

কর্মাণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অম্বুত্রার্থ। “কর্মাণি অপি”—কর্মসকলকেও, “জৈমিনিঃ”—জৈমিনি আচার্য্য (শেষ বলেন), “ফলার্থত্বাৎ”—যেহেতু সেইগুলি (কর্মসকল) ফলার্থ অর্থাৎ ফলের জন্ত—ফলের উপকারী।

ভাষ্যভাবার্থ। পরমত বলিয়া শেষ সম্বন্ধে স্বমত বলিতেছেন, “কর্মাণি অপি”। কর্ম শেষপদবাচ্য নহে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, কর্ম ফলার্থ—ফলের জন্ত কর্ম করা হয়; বাগাদি কর্মের দ্বারা ফল সাধিত হয়। সুতরাং

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৭৯

ফল কর্ণের প্রয়োজন বলিয়া কর্ণও শেষ। যেহেতু, উপকারিত্বই শেষের লক্ষণ নহে, কারণ, তাহা অতিব্যাপ্তিদোষদৃষ্ট। কিন্তু পরার্থত্বই শেষত্ব। আর কর্ণ সকল ফল নিষ্পাদন করে বলিয়া পরার্থই হইতেছে।

ফলং চ পুরুষার্থত্বাৎ ॥ ৫ ॥

অঙ্গরূপার্থ। “ফলং চ”—ফলও (শেষ), “পুরুষার্থত্বাৎ”—যেহেতু, তাহা পুরুষার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ণের জায় ফলও শেষ, যেহেতু, তাহাতেও পরার্থতারূপ শেষলক্ষণ রহিয়াছে। এখানে পুরুষ ফল হইতে পর। আর সেই পুরুষের প্রয়োজন ফলে। এই কারণে ফল পরার্থ বলিয়া তাহাও শেষ। অমুষ্ঠাতা পুরুষ ফলের ভোক্তা বলিয়া ফল পুরুষের গুণভূত। ইহাই বিধিবিভক্তির আশ্রয়-পদ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই জন্ত বাগের দ্বারা ফল নিষ্পন্ন হইলেও তাহা যে স্বপ্রধান, তাহা নহে। সুতরাং ফল শেষ নহে, এমত স্বীকার করা যায় না।

পুরুষশ্চ কর্ম্মার্থত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অঙ্গরূপার্থ। “পুরুষঃ চ”—পুরুষও (শেষ), “কর্ম্মার্থত্বাৎ”—যেহেতু পুরুষও কর্ম্মার্থ অর্থাৎ ‘ঔদ্ব্যরীসম্মান’ প্রভৃতি কর্ণে গুণভূত বলিয়া স্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্থলবিশেষে পুরুষও যে শেষ হইয়া থাকে, তাহা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। “ঔদ্ব্যরী পুরুষসম্মিত অর্থাৎ পুরুষের পরিমাণবিশিষ্ট হইবে” ইত্যাদি স্থলে পুরুষও গুণভূত বলিয়া তাহাও পরার্থ। এই কারণে পুরুষও শেষ (অঙ্গ) হইয়া থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ এবং সংস্কারই যে শেষ, তাহা নহে, কিন্তু বাগ, ফল এবং পুরুষও শেষপদবাচ্য।

ভগবান্ ভাষ্যকার এস্থলে বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রব্য, গুণ এবং সংস্কার এইগুলি নিরপেক্ষ শেষ—অর্থাৎ এইগুলি

৩৮০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

সর্বদাই বাগের শেষ (অন্ত) হইয়া থাকে। আর বাগ, ফল এবং পুরুষের যে শেষত্ব, তাহা আপেক্ষিক—উহার কাহারও তুলনায় শেষ এবং কাহারও তুলনায় শেষী। ইতি ৩য় শেষত্বলক্ষ্য নির্দেশাধিকরণ।

তেষামর্থেন সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষত্রার্থ। “তেষাং—তাহাদের অর্থাৎ সংস্কার সকলের, “অর্থেন সম্বন্ধঃ”—অর্থের সহিত অর্থাৎ প্রয়োজনের সহিত অর্থাৎ দৃষ্টপ্রয়োজন অনুসারে সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। শেষ কাহাকে বলে এবং তাহার হেতু কি, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে কোথায় শেষের বিনিয়োগ হয়, তাহাই বলা হইবে। “দর্শপূর্ণমাসাত্য্যং যজ্ঞেত” এই বাক্যে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। সেই যজ্ঞে ধর্মবিশেষও উক্ত হইয়াছে। যেমন নির্বপণ, প্রোক্ষণ, অবহনন প্রভৃতি ঐষধধর্ম (ওষধিজাত দ্রব্যের ধর্ম) ; উৎপবন, বিলাপন, গ্রহণ, আসাদন (স্থাপন) প্রভৃতি আজ্যের ধর্ম ; পলাশশাখা আহরণ, গোপ্রস্থাপন, গোপ্রস্রাবন (দোহন) প্রভৃতি সান্নাধ্য ধর্ম (সান্নাধ্যের অর্থাৎ দৃষ্টরূপ হবির্বিশেষের ধর্ম)। এই সমস্ত ধর্মগুলি কি অবিশেষে সকল দ্রব্যেই ইচ্ছামত অনুষ্ঠেয় অথবা এইগুলি দ্রব্যবিশেষে ব্যবস্থিত, ইহাই সংশয়। এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষকে দৃঢ় করিবার জন্ত সিদ্ধান্তীয় মতানুবাদ পূর্বক বলা হইতেছে যে, যে সমস্ত ধর্ম যে যে দ্রব্যে অনুষ্ঠিত হইলে দৃষ্ট উপকার হয়, তাহাই তাহাতে অনুষ্ঠেয়। সুতরাং ওষধিজাত দ্রব্যে অবঘাতাদিই কর্তব্য, কারণ, ভুববিসোচন তাহার দৃষ্ট প্রয়োজন। এইরূপ বিলাপনাদি আজ্যের ধর্মরূপে অনুষ্ঠেয়। অস্ত্রাস্ত্র বিষয়েও এইরূপ জাতব্য।

বিহিতস্ত সর্বধর্ম্যঃ স্ত্যাং সংযোগতোহবিশেষাৎ

প্রকরণাবিশেষাচ্চ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষত্রার্থ। “বিহিতঃ”—শাস্ত্রবিহিত কর্ম, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “সর্বধর্ম্যঃ স্ত্যাং”—সকলেরই ধর্ম হইবে, “সংযোগতঃ অবিশেষাৎ”—যেহেতু,

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৮১

সাধ্যসাধন সম্বন্ধ সকলের মধ্যে (একরূপ) রহিয়াছে, “প্রকরণাবিশেষাৎ চ”—এবং প্রকরণেরও অবিশেষ রহিয়াছে অর্থাৎ বিশেষ বা ভেদ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“বিহিতস্ত সর্বধর্মঃ শ্রাৎ”—অর্থাৎ অবহনন, উৎপবন প্রভৃতি কর্মগুলি যখন শাস্ত্রবিহিত, তখন উহারা সমূল দ্রব্যেরই ধর্ম হইবে অর্থাৎ সকল দ্রব্যেই অবহনন উৎপবনাদি অবিশেষে অনুষ্ঠেয়। কারণ, “সংযোগতঃ অবিশেষাৎ”—দৃষ্টপ্রয়োজন নির্বাহ করিবার জন্য শাস্ত্রের বিধি নহে, কিন্তু অপূর্ব দ্বারা ফলসাধন করিবার জন্যই শাস্ত্রবিধি। আর ব্রীহি প্রভৃতি ওষধিজাতদ্রব্য এবং আজ্য, সান্নায্য প্রভৃতি সবগুলিই যখন পরমাপূর্বের সাধক, আর অবহনন, উৎপবনাদি যখন উহাদিগকে অপূর্বনিষ্পাদনেরই উপযোগী করিয়া থাকে, তখন অবহনন, উৎপবন প্রভৃতিগুলি সকল দ্রব্যেরই ধর্মরূপে অনুষ্ঠেয় হইবে। ঐগুলি যে সকল দ্রব্যেরই ধর্মরূপে অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও হেতু “প্রকরণাবিশেষাৎ”—একই প্রকরণে—দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে যখন ঐ অবহনন, উৎপবন প্রভৃতি ধর্ম অনুষ্ঠেয়রূপে উক্ত হইয়াছে, তখন ঐগুলি অবিশেষে সেই প্রকরণের সকল দ্রব্যের সহিতই অধিত হইবে। প্রকরণগত বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য থাকিলে দ্রব্যবিশেষে ধর্মবিশেষের নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা করা যাইত; কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন ঐগুলি সর্বদ্রব্যেরই ধর্ম। (ইতি পূর্বপক্ষ)

অর্থলোপাদকর্ম শ্রাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থলোপাৎ”—অর্থের অর্থাৎ দৃষ্ট প্রয়োজনের লোপাপত্তি হয় বলিয়া, “অকর্ম শ্রাৎ”—অকর্ম হইবে অর্থাৎ অবহনন, উৎপবনাদি সর্বধর্ম হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর মতের প্রতিবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থলোপাৎ অকর্ম শ্রাৎ”—অবহনন, উৎপবন প্রভৃতি সর্বধর্ম হইতে পারে না, যে হেতু, তাহা হইলে অবহননাদির দৃষ্টফলের লোপাপত্তি হয়। আর অদৃষ্টের অনুরোধে দৃষ্ট প্রয়োজনের লোপ স্বীকার করা শ্রাঘ্য নহে।

ফলং তু সহ চেষ্টয়া শব্দার্থোহভাবাদ্ বিপ্রয়োগে স্মৃৎ ॥১০॥

অস্বক্সার্থ। “ফলং তু সহ চেষ্টয়া”—কিন্তু চেষ্টা অর্থাৎ অবহননাদি ক্রিয়ার সহিত (তু্যবিমোচনাদি ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে), “বিপ্রয়োগে”—বিতু্যবীভাবাদি দৃষ্ট ফল না থাকিলে, “অভাবাৎ”—(প্রয়োজনের) অভাব হয় বলিয়া, “শব্দার্থঃ স্মৃৎ”—(আজ্যাদিতেও অবঘাতাদি) শব্দার্থ অর্থাৎ অনুষ্টেয় হইত।

ভাষ্যভাবার্থ। অবঘাতাদিকে সর্বধর্ম বলিলে তাহাদিগকে কেবলমাত্র অদৃষ্টের হেতু বলিতে হয়। কিন্তু ব্রীহি প্রভৃতিতে অবঘাতাদি করিলে তাহা তু্যবিমোচনাদিরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াই বাগীয় অপূর্বের উৎপাদক হয়। সুতরাং তু্যবিমোচনাদি দৃষ্ট ফল অবঘাতাদি ধর্মের সহিত দৃষ্ট হয় বলিয়া কেবলমাত্র অদৃষ্ট কল্পনা করা উচিত হয় না। যে হেতু, বিধির অন্তথা উৎপত্তি হয় না বলিয়াই অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়। কিন্তু নিয়মাপূর্ব স্বীকৃত হওয়ায় তু্যবিমোচনাদি দৃষ্ট ফলের দ্বারা যখন অদৃষ্ট সম্ভব হয়, তখন কেবলমাত্র অদৃষ্ট কল্পনীয় হইতে পারে না। আর তাহা হইলে অবঘাতাদিকে সর্বধর্ম বলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু ব্রীহি প্রভৃতি ওষাধজাত দ্রব্যেই অবঘাত হইবে, আজ্য প্রভৃতিতে হইবে না। এইরূপ উৎপবনাদি আজ্য প্রভৃতিতেই হইবে, ব্রীহি প্রভৃতিতে নহে।

আরও, অবঘাতাদি কিছু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ফলাপূর্বের হেতু নহে, কিন্তু অবঘাতাদি-নিষ্পন্ন তণ্ডুলাদি দ্বারা পুরোডাশ হইলে তৎসম্পাদিত আগ্নেয়াদি বাগ হইতে অবাস্তর অপূর্ব জন্মে, আবার তাহা হইতে শেষে ফলাপূর্ব হয়। সুতরাং ফলাপূর্বরূপ প্রয়োজন নির্বাহ করে বলিয়া যে অবঘাতাদি সর্বধর্ম হইবে, তাহাও বলা যায় না। যে হেতু ফলাপূর্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবঘাতাদির প্রয়োজক নহে। কিন্তু পুরোডাশদ্রব্য নিষ্পাত্ত যে আগ্নেয়াদি বাগ, তজ্জনিত অবাস্তর অপূর্বই অবঘাতাদির প্রয়োজক। এই কারণে যে দ্রব্যের দ্বারা যে বাগ নিষ্পন্ন হইলে অবাস্তর অপূর্ব হইতে পারে, যে ধর্মের দ্বারা সেই দ্রব্যের উপকার হয়, তাহাই তাহাতে অনুষ্টেয়। আর ব্রীহিতে অবঘাত না করিলে ব্রীহিজাততণ্ডুলনিষ্পন্নপুরোডাশসাধ্য বাগ হইতে অপূর্ব হইবে না, কিংবা আজ্যের উৎপবন, অবেক্ষণাদি না করা হইলে, তৎসম্পাদিত বাগ হইতে অবাস্তর অপূর্ব হয় না বলিয়া অবঘাতাদি ব্রীহিরই ধর্ম এবং উৎপবনাদি আজ্য প্রভৃতিরই ধর্ম।

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৩৮৩

আর প্রকরণবগতঃ অবঘাতাদি সর্বধর্ম ইহাবে, ইহাও বলা যায় না ; যে হেতু, “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” ইত্যাদি বাক্যের দ্বিতীয়া শ্রুতির দ্বারা প্রোক্ষণ, অবেক্ষণ প্রভৃতি যে ব্রীহি এবং আজ্ঞা প্রভৃতিরই ধর্ম, তাহা ব্যবস্থাপিত হয়। আর প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতির বলবত্তা অধিক বলিয়া (ইহা অগ্রে তৃতীয় পাদে প্রতিপাদিত হইবে) প্রোক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক ধর্মসকলও যখন প্রকরণবশে সর্বধর্ম ইহাতে পারে না, তখন দৃষ্টার্থক অবঘাত প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইতি ঋর্থ তেবামর্থ্যাদিকরণ (নির্কপণ প্রভৃতির ব্যবস্থিতবিষয়তাধিকরণ)।

দ্রব্যং চোৎপত্তিসংযোগান্তদর্থমেব চোদ্যেত ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গরূপার্থ। “দ্রব্যং চ”—(ক্ষ্য, কপাল প্রভৃতি) দ্রব্যও, “তদর্থম্ এব”—সেই কার্যেরই অঙ্গরূপে, “চোদ্যেত”—বিহিত হইয়া থাকে, “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—উৎপত্তিবাক্যে অর্থাৎ কর্মবিধায়ক বাক্যে, সংযোগ অর্থাৎ সাধ্যসাধনাদি সম্বন্ধ (বোধিত) হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অবঘাত, প্রোক্ষণ প্রভৃতি ধর্মের সাক্ষ্য অর্থাৎ সর্বধর্মতা স্বীকার করা হইলে, পরস্পরের ধর্ম পরস্পরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলে যে সাক্ষ্য হয়, তাহা নিরাকৃত হইলেও কর্মসম্পাদন বিষয়ে ক্ষ্য, কপাল প্রভৃতি দ্রব্যের সাক্ষ্যকে বাধা দেওয়া যাইবে না। কারণ, “ক্ষ্যচ্চ কপালানি চ” (তৈঃ সঃ—১৬।৭) ইত্যাদি শ্রুতিতে “এতানি বৈ দশ যজ্ঞায়ুধানি” এই বলিয়া ক্ষ্য কপাল প্রভৃতি সকল দ্রব্যকেই অবিশেষে যজ্ঞায়ুধ বলা হইয়াছে। আর ক্ষ্য প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যের দ্বারা যে কোন কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদের যজ্ঞায়ুধ (যজ্ঞসাধন) যে থাকিবে না, তাহা নহে। ক্ষ্য অর্থে খড়্গাকৃতি কাষ্ঠ-ফলকবিশেষ। এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তরূপে বলিতেছেন, “দ্রব্যং চ তদর্থম্ এব চোদ্যেত উৎপত্তিসংযোগাৎ”—উৎপত্তি বাক্যে যে কর্মের সহিত যে দ্রব্যের সাধ্যসাধনতা সম্বন্ধ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি শ্রুতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যই সেই কার্যের অঙ্গ অর্থাৎ সাধন হইবে। সুতরাং “ক্ষ্যেন উদ্বস্তি” এই বচন অনুসারে ‘ক্ষ্য’এর দ্বারা উদ্বনন, “কপালেন শ্রপয়তি” এই বাক্যবশে কপালের দ্বারা শ্রপণ (পাক করা), “উলুখলমুন্মলাভ্যামবহন্তি” এই বিধিবলে উলুখল এবং মুন্মলের দ্বারা অবঘাত, “দৃবহুপলাভ্যাং শিনষ্টি” এই নির্দেশ

মতে দৃব্য এবং উপলব্ধি দ্বারা পেষণই হইবে। অজ্ঞাত দ্রব্য সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। পূর্বপক্ষীর মতানুসারে প্রকরণ বশতঃ দ্রব্যাদির সাক্ষর্য্য হয় ; কিন্তু প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি বলবতী বলিয়া বিশেষ বচনের দ্বারা ক্ষ্য, কপালাদি দ্রব্যেরও কার্য্য ব্যবস্থিত। যদি বলা হয়, “ক্ষ্য কপালানি চ” ইত্যাদি বাক্যের দশা কি হইবে ? তাহা হইলে বলিব, উহা অনুবাদ মাত্র। যদি বলা হয়, অনুবাদ হইলে উহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে বলিব, “যজ্ঞানুধানি সম্ভবন্তি” এই বাক্যে যে “সম্ভার” বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র সকলের আসাদন বিহিত হইয়াছে, ইহা তাহাতেই উপযোগী হইবে না। অতএব “ক্ষ্য” ইত্যাদি বাক্য অনুবাদ হইলেও একেবারে নিরর্থক নহে। ইতি ৫ম দ্রব্যবিষয়ে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকতানিরূপণাধিকরণ (সংযোগানুসারে ক্ষ্য প্রভৃতির ব্যবস্থিতত্বাধিকরণ)।

অর্থৈকত্বে দ্রব্যগুণয়োঃ কৈককর্ম্মান্নিয়মঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অর্থকল্পার্থ। “অর্থৈকত্বে”—প্রয়োজনের একত্ব থাকিলে অর্থাৎ একই প্রয়োজন হইলে, “দ্রব্যগুণয়োঃ”—‘একহায়নী’ প্রভৃতি দ্রব্য এবং ‘অরুণা’ প্রভৃতি গুণের, “কৈককর্ম্মাৎ”—একই ক্রিয়ার সহিত অম্বয় থাকে বলিয়া, “নিয়মঃ স্যাৎ”—নিয়ম অর্থাৎ পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবে ব্যবস্থা হইবে। উভয়ের একই প্রয়োজন হইলে দ্রব্য এবং গুণ একই ক্রিয়ার সহিত অম্বিত হয় বলিয়া দ্রব্যটি গুণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া দ্রব্য-পরিচ্ছেদকরূপে গুণটি ক্রিয়ার সহিত অম্বিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “অরুণয়া পিজাক্ষ্য একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি” (তৈঃ সং—৬।১।৬) অর্থাৎ “অরুণা পিজাক্ষী একহায়নীগোর দ্বারা সোম ক্রয় করিবে”। এস্থলে অরুণা শব্দটি গুণবাচক, আর পিজাক্ষী এবং একহায়নী এই দুইটি শব্দ দ্রব্যবাচক। এস্থলে সংশয় এই যে, অরুণা এই পদটি কি ক্রয়ের সহিত অম্বিত হইবে অথবা ইহা প্রকরণ অনুসারে সকল দ্রব্যের সহিত অম্বয় লাভ করিবে ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন,—সত্য বটে “অরুণা” এই পদটি তৃতীয়ান্ত হওয়ায় ইহা যে সোমক্রয়রূপ ক্রিয়ার সাধন (করণ), তাহা বুঝা যাইতেছে, কিন্তু গুণ ক্রিয়ার সাধন হইতে পারে

না ; কারণ, মূর্তপদার্থ ক্রিয়ার সাধন হইয়া থাকে । কিন্তু গুণ অমূর্ত পদার্থ ; সুতরাং তাহা ক্রিয়ার সাধন নহে । আর উহা যদি ক্রিয়ার সাধন না হয়, তাহা হইলে উহার উত্তর সাধনতাবোধক যে তৃতীয়া ঞ্জতি, তাহার বিনিয়োজকতা নাই । আর ‘অরুণয়া’ এই পদের উত্তর বিহিত তৃতীয়া বিভক্তি ঞ্জতি যদি বিনিয়োজিকা না হয়, তাহা হইলে এস্থলে প্রকরণকেই বিনিয়োজক বলিতে হয় । আর প্রকরণ যদি বিনিয়োজক হয়, তাহা হইলে অরুণা গুণ গোত্রব্যের জ্ঞায় সেই প্রকরণে গ্রহ, চমসাদি সমস্ত দ্রব্যকেই আশ্রয় করিবে । অতএব কেবল-মাত্র ক্রয়ের সাধন গোহি যে অরুণা হইবে, তাহা নহে, কিন্তু গ্রহচমসাদি বাহা কিছু জ্যোতিষ্টোমের সাধন আছে, সেই সকল দ্রব্যই অরুণবর্ণ হইবে । আর এই কারণে উক্ত ঞ্জতির “অরুণয়া” এই অংশটিকে একটি পৃথক্ বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আর তাহা প্রকরণানুসারে সকল দ্রব্যেরই সহিত সম্বন্ধলাভ করিবে । অতএব পূর্ব অধিকরণদ্বয়ে দ্রব্য ও সংস্কারের অসঙ্গীর্ণতা স্থাপিত হইলেও এস্থলে গুণের ব্যবস্থা অর্থাৎ অসঙ্গীর্ণতা হইতে পারে না, কিন্তু তাহা অবিশেষে সকল দ্রব্যেরই সহিত সঙ্গীর্ণ (মিশ্রিত) হইয়া পড়ে ।

উক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অর্থৈকত্বে দ্রব্যগুণয়োঃ ঐককর্য্যান্নিরমঃ স্রাৎ ।” সত্য বটে, গুণ অমূর্ত বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত অধিত হইতে পারে না, তথাপি ‘একহারনী’ এবং ‘শিদ্ধাকী’ এই দুই স্থলের ‘হায়ন’ এবং ‘অক্ষি’ শব্দ দুইটি যেমন গো-রই অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষক, সেইরূপ আরুণ্য গুণও গো-র অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষক হইবে । আর গো দ্রব্য এখানে সোম-ক্রয়রূপ ক্রিয়ার সাধন । সুতরাং আরুণ্যগুণও দ্রব্যের দ্বারা ক্রিয়ার সাধন হইবে । এইরূপ স্বীকার করিলে কোনও দোষের প্রসঙ্গ হয় না । পক্ষান্তরে পূর্বপক্ষীর মত স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হইয়া থাকে ; কারণ, বাক্যভেদ বিনা একত্র ঞ্জত (উপদিষ্ট) গুণকে অন্তর্ভুক্ত অধিত করা যায় না । কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে অরুণাশব্দে অরুণিমা গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য লক্ষণা করিবারও প্রসঙ্গ নাই, বাক্যভেদ ত দূরের কথা । কারণ, ‘অরুণয়া’ এস্থলে তৃতীয়া ঞ্জতির দ্বারা অরুণিমা গুণেরই ক্রয়সাধনত্ব বুঝাইতেছে । আর গুণ দ্রব্যাস্রয় বিনা ক্রিয়ার সাধন হইতে পারে না বলিয়া তাহার সাধনতা—দ্রব্যাবচ্ছেদকতা অর্থাৎপতিসিদ্ধ । অতএব দ্রব্যের জ্ঞায় আরুণ্যগুণও প্রথমতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ক্রিয়ার সহিত অধিত হইয়া থাকে । পশ্চাৎ অর্থাৎপতি-বলে দ্রব্য ও গুণের পরস্পর অবচ্ছেক অবচ্ছেদকতারূপে অধর হয় । এরূপ স্থলে

গুণটি হয় দ্রব্যের অবচ্ছেদক এবং দ্রব্যটি হয় গুণের অবচ্ছেদক । অতএব সংস্কার এবং দ্রব্যের স্ফায় গুণও অসঙ্গীর্ণই থাকে । ইতি ৬ষ্ঠ অঙ্গুণাধিকরণ ।

একত্বযুক্তমেকশ্চ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “একত্বযুক্তম্”—একত্বসমভিব্যাহৃত (সম্মার্গ প্রভৃতি), “একশ্চ”—একটিরই হইবে, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—একত্ববাচকপদ-
যটিত বলিয়া ।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন—“দশা-
পবিত্রেণ গ্রহঃ সম্মাষ্টি” অর্থাৎ “দশাপবিত্রের দ্বারা (বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা) গ্রহের (যজ্ঞীয়
পাত্রবিশেষের) সম্মার্জন করিবে ।” এস্থলে “গ্রহম্” এই পদে যে একবচন আছে,
তাহা বিবক্ষিত কি অবিবক্ষিত, ইহাই বিচার্য । যদি একত্ব বিবক্ষিত হয়, তাহা
হইলে তত্রত্য ঐন্দ্রবায়ব প্রভৃতি যে দশটি গ্রহ আছে, তাহাদের যে কোনও একটির
সম্মার্জন করিলেই চলিবে ; আর যদি একত্ব অবিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে সকল
গ্রহগুলিরই সম্মার্জন করিতে হইবে । এস্থলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন এই যে, “পশুনা
যজ্ঞেত” অর্থাৎ “পশুর দ্বারা বাগ করিবে” ইত্যাদি স্থলে যেমন পশুর একত্ব এবং
পুংস্ব বিবক্ষিত বইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ “একত্বযুক্তম্”—গ্রহের একত্ব
বিবক্ষিত । কারণ, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—ধর্ম্মাধর্ম্ম যখন শব্দৈকসমধিগম্য, তখন
শব্দাত্মক শ্রুতিবচন হইতে যে অর্থ লব্ধ হয়, তাহার অগ্রথা করা উচিত নহে ।
অতএব ‘গ্রহম্’ এস্থলে যখন ‘পষ্টই একবচন শ্রুত হইতেছে, তখন “একশ্চ”—যে
কোনও একটি গ্রহের সম্মার্জন করিলেই চলিবে । ইতি পূর্বপক্ষ ।

সর্বেষাং বা লক্ষণত্বাদবিশিষ্টং হি লক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “সর্বেষাং”—সকলের অর্থাৎ সকলগুলি গ্রহের
সম্মার্জন কর্তব্য, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “লক্ষণত্বাৎ”—যে হেতু গ্রহ
প্রভৃতি পদ ব্যক্তির লক্ষক, “অবিশিষ্টং হি লক্ষণং”—আর লক্ষণ এস্থলে
অবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিধির দ্বারা ব্যক্তিবিশেষে ব্যবস্থিত নহে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, গ্রহগত একত্ব বিবক্ষিত নহে বলিয়া একটি গ্রহেরই সম্বার্জন্য কর্তব্য, তাহা সমীচীন নহে ; কারণ, আকৃত্যধিকরণোক্ত নিয়মামুসারে জানা যায় যে, গ্রহ পদটি গ্রহত্ব জাতির বাচক ; আর জাতির সংস্কার অসম্ভব হয় বলিয়া জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরই সংস্কার করিতে হয়। সুতরাং ‘গ্রহঃ’ এই পদটি এখানে জাত্যাশ্রয় ব্যক্তির লক্ষক। এই জন্ত নূত্রে বলা হইয়াছে “লক্ষণত্বাৎ”। আর সকল গ্রহ ব্যক্তিরই গ্রহত্ব জাতির আশ্রয় বলিয়া দশট গ্রহের মধ্যে একটির সংস্কার করিতে হইবে, অপরটির নহে, ইহা বলা চলে না। এইজন্ত নূত্রে বলা হইয়াছে “অবিশিষ্টঃ হি লক্ষণম্।” যদি বলা হয়, এখানে যখন এক বচন আছে, তখন তাহা হইতেই দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গ্রহের সংস্কারই যে কর্তব্য, তাহা ক্রিয়ুপে বুঝাইবে ? তাহা হইলে বলিব, একবচন একত্বের বাচক বটে, কিন্তু তাহা ত দ্বিতীয়াদির প্রতিবেদক নহে। কারণ, এস্থলে গ্রহের উদ্দেশ্যে সম্বার্জন্যই বিহিত হইয়াছে। কিন্তু সম্বার্জন্যের সহিত একত্বের সম্বন্ধও বিহিত হয় নাই। সুতরাং একত্ববিশিষ্ট একটি গ্রহের সম্বার্জন্য হইলে প্রত্যেক গ্রহটিরই সম্বার্জন্য আসিয়া পড়ে, কারণ, প্রত্যেক প্রধানের অনুরোধে গুণের অর্থাৎ অপের আবৃত্তি করিবার নিয়ম আছে। আর যদি একত্বকে বিবক্ষিত করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব “সর্বৈবাং বা”—সকলগুলি গ্রহেরই সম্বার্জন্য কর্তব্য।

চোদিতে তু পরার্থত্বাদ্ যথাশ্রুতি প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

অম্বক্ষার্মার্থ। “চোদিতে”—বিহিত (পশু প্রভৃতির স্থলে), “তু”—কিন্তু, “পরার্থত্বাৎ”—পরার্থতা হেতু অর্থাৎ যেহেতু বিধেয় বস্তুটি পরার্থ (পরের জন্ত) সেই কারণে, “যথাশ্রুতি”—যেমন শ্রুত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে, “প্রতীয়তে”—প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে “পশুনা যজ্ঞেত” এই বাক্যবিহিত পশুর একত্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, “চোদিতে যথাশ্রুতি প্রতীয়তে”—বিধেয় স্থলে লিঙ্গ এবং সংখ্যা প্রভৃতি শ্রুত বিষয়গুলিও বিবক্ষিত। সুতরাং এস্থলে পশু বিধেয় বলিয়া তাহার একত্ব বিবক্ষিত। কারণ, “পরার্থত্বাৎ”—ইহা পরার্থ অর্থাৎ পরের উপকারের জন্ত। এস্থলে পশুর দ্বারা বাগের উপকার

সাধিত হয় বলিয়া, পণ্ড এক কি অনেক এবং তাহা দ্বী কি পুরুষ, তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক, অত্থা তাহার দ্বারা বাণের উপকার হইতে পারে না। আর এস্থলে বিশিষ্ট বিধি হওয়ায় একত্ব ও পুঙ্খরূপ বিশেষণ অর্থাপত্তিবলে বিহিত হইয়া থাকে বলিয়া বাক্যভেদও হয় না। পক্ষান্তরে “গ্রহং সম্মাষ্টি” এস্থলে গ্রহ উদ্দেশ্য বলিয়া তাহার দ্বারা সম্মার্জনের কোনও উপকার সাধিত হইতে পারে না। এই কারণে গ্রহ এক কি অনেক, ইহা না জানিলেও সম্মার্জনের কোনও ক্ষতি হয় না। আবার গ্রহ উদ্দেশ্য হওয়ায় বিধেয় নহে বলিয়া, “গ্রহং সম্মাষ্টি” ইহা বিশিষ্ট বিধি নহে। আর বিশিষ্ট বিধি নহে বলিয়া গ্রহের একত্ব সম্বন্ধ বাক্যভেদ ব্যতীত বিহিত হইতে পারে না। অতএব সকল গ্রহেরই সম্মার্জন কর্তব্য।

এইরূপ, অগ্নিহোত্রপ্রকরণীয় “অগ্নেস্তুগাতপচিনোতি” এই বিধিস্থিত ‘অগ্নির’ এবং দর্শপূর্ণ্যমাসপ্রকরণের “পুরোডাশং পর্যায়িকরোতি” এই বিধিবাক্যস্থ ‘পুরোডাশের’ও একত্ব বিবক্ষিত নহে। ইতি ৭ম গ্রন্থেই কথ্যাদিকরণ।

সংস্কারাদ্ বা গুণানামব্যবস্থা স্মৃৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষ-ব্রাহ্মার্থ। “সংস্কারাৎ”—যেহেতু (সম্মার্জন প্রভৃতি) সংস্কার (অপূর্ব সাধননিবেশী) সেই কারণে, “বা”—প্রত্যবস্থানে, “গুণানাং”—গুণসকলের অর্থাৎ সম্মার্জন প্রভৃতির, “অব্যবস্থা স্মৃৎ”—অব্যবস্থা (চমসাদির সহিত সাধারণতা) হইবে অর্থাৎ গ্রহেরই সম্মার্জন কর্তব্য, কিন্তু চমস প্রভৃতির সম্মার্গ করিতে হইবে না, একরূপ বিধি হইতে পারে না।

ভাব্যভাবার্থ। পূর্বাদিকরণে “গ্রহং সম্মাষ্টি” এই বাক্যের ‘গ্রহং’ এই পদের প্রত্যয়াংশগত একত্ব লইয়া বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার প্রকৃত্যাংশ লইয়া বিচার করা হইতেছে। এস্থলে ‘গ্রহং’ এই পদের প্রকৃত্যাংশ (গ্রহত্ব) বিবক্ষিত কি না ইহাই সংশয়। যদি গ্রহের প্রকৃত্যাংশ (গ্রহত্ব) বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকরণের চমস প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রেরও সম্মার্জন করিতে হয়, অত্থা নহে। পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, গ্রহগত একত্ব যেমন বিবক্ষিত নহে, তাহার প্রকৃত্যাংশও (গ্রহত্বও) সেইরূপ বিবক্ষিত নহে। কারণ, সম্মার্জন সংস্কার-বিশেষ, তাহার ক্ষেত্রে অপূর্ব উৎপন্ন হয়—সম্মার্জনরহিত গ্রহের দ্বারা কার্য

করিলেও তাহা অপূর্বের জনক হয় না। সুতরাং গ্রহের সম্বাৰ্জন না করিলে তাহা যেমন অপূর্বের উপযোগী হয় না, চমস প্রভৃতিরও যদি সম্বাৰ্জন না করা হয়, তাহা হইলে তাহাও অপূর্বের উপযোগী হয় না। এই কারণে চমস প্রভৃতি পাত্রের সম্বাৰ্জন করিবার স্বতন্ত্র বচন না থাকিলেও এই বচনের দ্বারাই চমস প্রভৃতিরও সম্বাগ কর্তব্য। আর তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এখানে গ্রহের প্রকৃতাংশ বিবক্ষিত নহে, কিন্তু ‘গ্রহ’ এই শব্দটি লক্ষণাবলে তৎপ্রকরণীয় সমস্ত পাত্রেরই বোধক। সুতরাং “গুণানামব্যবস্থা”—সম্বাৰ্জন প্রভৃতি গুণ সকলের ব্যবস্থা—ব্যবস্থিতত্ব অর্থাৎ গ্রহেরই সম্বাৰ্জন কর্তব্য, অস্ত্রের নহে, এই প্রকার নিয়ম হইতে পারে না; কারণ, “সংস্কারাৎ”—সম্বাৰ্জন প্রভৃতি গুলি সংস্কার হইতেছে অর্থাৎ যেহেতু ঐগুলি অপূর্ব সাধনের হেতু হইতেছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ব্যবস্থা বার্থস্ত ঋতিসংযোগাৎ তস্ত শব্দ-

প্রমাণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষিপ্তার্থ। “ব্যবস্থা”—গ্রহাদির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ গ্রহেরই সম্বাৰ্জন এই প্রকার নিয়ম হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “অর্থস্ত ঋতিসংযোগাৎ”—যেহেতু এইরূপ অর্থের ঋতিসংযোগ রহিয়াছে অর্থাৎ গ্রহে শস্যার্থ বলিয়া তাহাই গ্রহণীয়, “তস্ত শব্দপ্রমাণত্বাৎ”—যেহেতু তাহা অর্থাৎ গ্রহের যে অপূর্বসাধনতা, তাহা শব্দপ্রমাণ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হয় “ব্যবস্থা বা”—গ্রহেরই সম্বাৰ্জন কর্তব্য, এই প্রকার ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম হইবে। সুতরাং গ্রহের প্রকৃতাংশ অবিবক্ষিত হইতে পারে না; কারণ, বাক্যভেদদোষ হয় বলিয়াই উদ্দেশ্য গ্রহাদির একত্বাদি বিবক্ষিত হইতে পারে না; কিন্তু গ্রহকে বিবক্ষিত করিলে কোনও দোষেরই প্রসঙ্গ হয় না। এই কারণে তাহা অবিবক্ষিত হইতে পারে না। যেহেতু—“অর্থস্ত ঋতিসংযোগাৎ”—গ্রহই গ্রহ শব্দের শস্য অর্থ। আর জাতি ব্যতীত ব্যক্তিও কৰ্মোপযোগী হইতে পারে না। এই কারণে গ্রহে বিবক্ষিত। সুতরাং চমসাদির সম্বাৰ্জন কর্তব্য নহে।

যদি বলা হয়, সম্ভার্জনরহিত চমসাদি অপূর্বের যোগ্য হইবে না, তাহা হইলে বলিব “তত্ত্ব শব্দপ্রমাণত্বাৎ”—অপূর্বের উপযোগী হওয়া না হওয়া একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাতব্য। আর শাস্ত্রেই যখন গ্রহপদে দ্বিতীয় বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া গ্রহের সংস্কার্যতা জানাইয়া দিতেছে, তখন শাস্ত্রানুসারে ইহাই অবধারিত হয় যে, সম্ভার্জন না করিলে গ্রহসম্পাদিত কর্মই অপূর্বোপযোগী হইবে না; কিন্তু তাহাতে চমসাদির অপূর্বযোগ্য না হইবার প্রশ্ন কি আছে? আর সম্ভার্জন-সংস্কৃত গ্রহাদি হইতেই যে পরমাপূর্ব জন্মে, তাহাও নহে, কিন্তু তাহার আবাস্তরাপূর্বেরই জনক। সুতরাং পরমাপূর্ব প্রযুক্ত নহে বলিয়াও চমসাদিতে সম্ভার্জন হইতে পারে না। ইতি চম চমসাধিকরণ।

আনর্থক্যাৎ তদঙ্গেষু ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “আনর্থক্যাৎ”—(সপ্তদশারত্নিষ বাজপেয়সে) আনর্থক্য হয় বলিয়া, “তদঙ্গেষু”—তাহার (বাজপেয়সের) অঙ্গে (সেইগুলি বিনিযুক্ত হইয়া থাকে)।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয় প্রকরণে “সপ্তদশারত্নিষ বাজপেয়স্য যুপো ভবতি” অর্থাৎ “বাজপেয়সের সপ্তদশ অরত্নিপ্রমাণ যুপ হইবে” এইরূপ ঋতিবাক্য আছে। এই যে সপ্তদশ অরত্নিপ্রমাণ, ইহা কি বাজপেয়সের উর্দ্ধ পাত্রেয় পরিমাণ অথবা বাজপেয়স যে পশুযাগ তাহার যুপের পরিমাণ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সপ্তদশারত্নিতা বাজপেয়সের খদিরময় ষোড়শী পাত্র নামক উর্দ্ধ পাত্রেয়ই পরিমাণ; কারণ, বাজপেয় স্বয়ং পশুযজ্ঞ নহে বলিয়া তাহাতে যুপ নাই। আর যুপ নাই বলিয়া সপ্তদশ অরত্নি যুপের পরিমাণ হইতে পারে না। এস্থলে যুপ শব্দটি লক্ষণাবলে উর্দ্ধ পাত্রেয় বোধক; আর ইহা উর্দ্ধপাত্রেয় গুণ হইলে প্রধান কর্ম যে বাজপেয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়। সুতরাং সপ্তদশারত্নিশব্দবোধিত এই যে উর্দ্ধপরিমাণ, ইহা বাজপেয়সেরই অঙ্গ; যেহেতু ‘সপ্তদশারত্নি’ এবং বাজপেয় এই দুইটি শব্দের যে আনন্তর্য্য ঋতিবাক্যে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে ইহা প্রতিপাদিত হয়। আরও এ পক্ষে প্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হয়। আর ইহাতে “বাজপেয়স্য” এই সম্বন্ধে বগ্নী বিভক্তিও উপপন্ন হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তরূপে শূত্রে বলা হইয়াছে যে, “সপ্তদশারত্নিযুপঃ” এই প্রকার সামান্যিকরণ্য থাকায় যুপের সহিতই সপ্তদশারত্নিতার সাক্ষাৎসম্বন্ধ রহিয়াছে। আর যুপ পণ্ডর অঙ্গ বলিয়া সপ্তদশারত্নি যুপ দ্বারা পণ্ডর অঙ্গ হইতেছে। বাজপেয়ে পণ্ড নাই বটে, কিন্তু পণ্ডবাগ বাজপেয়ের অঙ্গ। সুতরাং পণ্ড বাজপেয়ের অঙ্গ বলিয়া যুপ পণ্ড দ্বারা প্রধান কর্ত্ত্বেরই অঙ্গ হইতেছে। সুতরাং ‘সপ্তদশারত্নি’ এবং ‘বাজপেয়’ এই দুইটি শব্দের আনন্তর্য্য আছে বলিয়া যে সপ্তদশারত্নিতা বাজপেয়ের অঙ্গ হইবে, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ সপ্তদশারত্নিতা পণ্ডর অঙ্গ যে যুপ তদগামী হইলেও ফলতঃ তাহা বাজপেয়েরই উপকারী। আর এপক্ষে প্রকরণেরও কোনই বিরোধ থাকে না, যে হেতু যুপের এই সপ্তদশারত্নিতা বাজপেয় ছাড়া অন্য কোনও কর্ত্ত্বে যাইতেছে না। আর ‘বাজপেয়ন্ত’ এস্থলে সম্বন্ধসামাঞ্জ্যে বধী হইয়াছে; কিন্তু তাহা যে সাক্ষাৎসম্বন্ধই হইবে তাহার কোনও নিয়ম নাই; সুতরাং পরস্পরা সম্বন্ধ হইলেও বাজপেয়ের সহিতই সম্বন্ধ থাকে। আর শস্যার্থের অনুপপত্তি না হইলে লক্ষ্যার্থ গ্রহণীয় নহে বলিয়া এস্থলে যুপশব্দে লক্ষণা করাও শ্রাব্য নহে। অতএব “আনর্থক্যাৎ তদঙ্গেষু”—বাজপেয়ে যুপ নাই বলিয়া সপ্তদশারত্নিতা বাজপেয়ের অঙ্গ যে পণ্ডবাগ তাহাতে নিবিশিষ্ট হইবে—সেই পণ্ডবাগের যুপই উক্ত সপ্তদশা অরত্নি প্রমাণ হইবে। ইতি ৯ম আনর্থক্যতদঙ্গতাবিকরণ (সপ্তদশারত্নিতার পণ্ডধর্ম্মতাবিকরণে)

কর্ত্তৃগুণে তু কর্ম্মাসমবায়াদ্ বাক্যভেদঃ শ্রাৎ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অঙ্গন্তাবার্থ। “তু”—পক্ষান্তরসূচক, “কর্ম্মাসমবায়ঃ”—(অভিক্রমণ-হোমরূপ) কর্ত্ত্ব সমবেত হইবার অর্থাৎ অমিত হইবার যোগ্য নহে বলিয়া, “কর্ত্তৃগুণে”—(অভিক্রমণ) কর্ত্তার গুণ হইলে পর, “বাক্যভেদঃ শ্রাৎ”—বাক্যভেদ করিতে হইবে অর্থাৎ “জুহোতি” এই পদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অত্র তাহার অময় করিতে হইবে।

ভাষ্যতাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের প্রবাজ নামক অঙ্গ বাগের সমীপে ঋতিমধ্যে উপাধিষ্ট হইয়াছে—“অভিক্রাম্য জুহোতি” অর্থাৎ “পুনঃ পুনঃ অভিক্রমণ (সঞ্চরণ) করিতে করিতে হোম করিবে। হোমের সময় আহবনীর নামক অগ্নির সমীপে সঞ্চরণ করিতে হইবে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এই সঞ্চরণ

কি কেবলমাত্র প্রবাজকর্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অথবা দর্শপূর্ণমাসকর্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সমগ্র দর্শপূর্ণমাস কর্তার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস বাগীর সমস্ত হোমকর্তাদের সহিত সম্বন্ধ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “কর্তৃপ্তে তু বাক্যভেদঃ শ্রাৎ”—বাক্যভেদ হইবে অর্থাৎ বাক্যভেদ করিয়া অভিক্রমণকে সমগ্র দর্শপূর্ণমাসকর্তার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র প্রবাজ হোমের সহিত অর্থাৎ প্রবাজকর্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। কারণ—“কর্ম্মাসমবায়াত্”—হোম কর্ম্ম এবং অভিক্রমণও কর্ম্ম। আর কর্ম্মের (ক্রিয়ার) সহিত কর্ম্মের (ক্রিয়ার) অবয়ব হইতে পারে না, যে হেতু কারকেরই ক্রিয়ার সহিত অবয়ব হইয়া থাকে। অতএব প্রকরণানুসারে সমগ্র দর্শপূর্ণমাসকর্তার সহিত ইহার সম্বন্ধ বলিয়া সকলেই অভিক্রমণ পূর্বক হোম করিবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সাকাজ্জং ত্বেকবাক্যং শ্রাৎ অসমাপ্তং হি পূর্বেণ ॥২০॥সিঃ

অপেক্ষার্থ। “সাকাজ্জং”—যাহা সাকাজ্জ অর্থাৎ অবয়বের জন্ত অস্ত্র ক্রিয়াপদের সহিত আকাজ্জাবৃত্ত তাহা, “তু”—পূর্বপক্ষনিবর্তক, “একবাক্যং শ্রাৎ”—একবাক্য হইবে অর্থাৎ ক্ষয়মান ক্রিয়ার সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে না, “হি”—যে হেতু, “পূর্বেণ অসমাপ্তং”—পূর্বের দ্বারা সমাপ্ত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর মতটি সঙ্গত নহে; কারণ, ‘অভিক্রমম্’ এই পদটি গমূল প্রত্যয়ান্ত (অভি+ক্রম্+গমূল) বলিয়া ইহা অসমাপিকা ক্রিয়া। আর সমাপিকা ক্রিয়া না থাকিলে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা আকাজ্জার পূরণ হয় না। এই কারণে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে একটি সমাপিকা ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হয়। কিন্তু এখানে যখন ‘জুহোতি’ এই সমাপিকা ক্রিয়া ক্রত রহিয়াছে, তখন ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা অনুচিত। সুতরাং “সাকাজ্জং তু একবাক্যং শ্রাৎ”—অভিক্রম্য এই ক্রিয়াটি সাকাজ্জ বলিয়া ‘জুহোতি’ এই সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত ইহা একবাক্য হইবে অর্থাৎ ‘জুহোতি’ এই ক্রিয়ার সহিত অধিত হইবে। যে হেতু, “অসমাপ্তং হি পূর্বেণ”—পূর্ব গমূল প্রত্যয়ান্ত পদটির দ্বারা বাক্য পূর্ণ হয় না। আর ক্রিয়ার সহিত সাকাজ্জ অবয়ব না হইলেও

কর্তৃদ্বারা 'জুহোতি' ক্রিয়ার সহিত অথবা হইবারও কোন বাধা নাই। সুতরাং কর্তৃদ্বারা জুহোতি ক্রিয়ার সহিত অস্থিত হইয়া নিরাকাজ্ঞ হয় বলিয়া সমগ্র দর্শপূর্ণমাস ক্রিয়ার কর্তার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। যে হেতু হোম করিবার দুইটি উপায়—হয় দূর হইতে হাত বাড়াইয়া, না হয় অগ্নির নিকটে গিয়া। কিন্তু অভিক্রমণের দ্বারা অগ্নির নিকটস্থ হওয়া যায় বলিয়া অভিক্রমণ ক্রিয়া হোমের উপকারক। এই কারণে কর্তৃদ্বারা তাহারই সহিত অস্থিত হইবে। অতএব অভিক্রমণ কেবলমাত্র প্রবাজেরই অঙ্গ। ইতি ১০ম অভিক্রমণাধিকরণ। (অভিক্রমণাদির প্রবাজমাত্রাঙ্গতা অধিকরণ)। *

সন্ধিক্ষে তু ব্যায়াদ্ বাক্যভেদঃ শ্রাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “সন্ধিক্ষে”—সন্ধিক্ষে স্থলে অর্থাৎ মহাপ্রকরণ এবং অবাস্তুর প্রকরণের মধ্যে কোন্টি বিনিয়োজক, এই প্রকার সন্দেহের বিষয় উপবীত প্রভৃতি বাক্যে, “তু” পক্ষান্তরসূচক, “ব্যায়াৎ”—ব্যবধান আছে বলিয়া, “বাক্যভেদঃ শ্রাৎ”—বাক্যভেদ (কর্তব্য) হইবে অর্থাৎ উপবীত সন্নিধান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাপ্রকরণ অনুসারে সকল কর্মের অঙ্গ হইবে।

* বার্তিককার এস্থলে অষ্ট প্রকারে যুক্তি দিয়া পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ সমর্থন করেন। পূর্বপক্ষীর মতে প্রবাজের সন্নিধানে অভিক্রমণ পঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু, উহা দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণ। আর সন্নিধি অপেক্ষা প্রকরণ প্রবল। এই কারণে মহাপ্রকরণানুসারে উহা সমগ্র দর্শপূর্ণমাস হোমকর্তার সহিত সম্বন্ধ। আর সিদ্ধান্তী বলেন যে, মহাপ্রকরণ অপেক্ষা অবাস্তুর প্রকরণ প্রবল বলিয়া সন্দেহাত্মকে অভিক্রমণ প্রবাজেরই অঙ্গ হইবে অর্থাৎ প্রবাজ কর্তার সহিতই অভিক্রমণের সম্বন্ধ। যে হেতু অভিক্রমণবিধির পূর্বে এবং পরে প্রবাজবিষয়ক বাক্য আছে বলিয়া অগ্রপশ্চাত্ত্বিত প্রবাজবিষয়ক বাক্যাংশলি মধ্যপাতী অভিক্রমণকে সন্দেহ যেন উভয় ফলকের মধ্যস্থিত বস্তুকে ধরিয়া থাকে, সেইভাবে প্রবাজ কর্মের মধ্যেই আকর্ষণ করিবে। বস্তুতঃ এ স্থলে মহাপ্রকরণ ও অবাস্তুর প্রকরণের মধ্যে বিরোধই নাই, কারণ, অভিক্রমণ প্রবাজ দ্বারা দর্শপূর্ণমাসগামীই হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অবাস্তুর প্রকরণ এবং মহাপ্রকরণের মধ্যে কোনটি বিনিয়োজক, তাহারই বিচার করা হইতেছে। পদার্থস্বয়ের যে পরস্পর আকাজ্জা, তাহারই নাম প্রকরণ। তন্মধ্যে ফলভাবনার যে প্রকরণ, তাহাই মহাপ্রকরণ, অত্ৰুণ্ডলি অবাস্তুর প্রকরণ।

দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে সপ্তম এবং অষ্টম অনুবাকে সামিধেনী মন্ত্রের ব্রাহ্মণ, নবম অনুবাকে নিবিং নামক মন্ত্রের ব্রাহ্মণ এবং দশম অনুবাকে কাম্য সামিধেনী (এই কামনায় এতগুলি সামিধেনী মন্ত্র পাঠ্য এই প্রকার কামনা নির্দেশপূর্বক বিশিষ্ট সংখ্যায়ুক্ত সামিধেনী) পঠিত হইয়াছে। আর একাদশ অনুবাকে—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রচীনাবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানাম্” এই ঋতিবাক্যে উপবীত বিহিত হইয়াছে। এই যে উপবীত, ইহা কি অবাস্তুর প্রকরণ অনুসারে সামিধেনীর অঙ্গ অথবা মহাপ্রকরণ অনুসারে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ভাবনার অর্থাৎ প্রধান বিধির যে প্রকরণ—প্রধান কর্মের যে ইতিকর্তব্যতাকাজ্জা, তাহা মহা প্রকরণ। আর ফলভাবনার মধ্যে অঙ্গ-ভাবনার যে প্রকরণ অর্থাৎ অঙ্গবিধি প্রতিপাদ্য ভাবনার যে ইতিকর্তব্যতাকাজ্জা, তাহা অবাস্তুর প্রকরণ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সামিধেনী প্রকরণের পর নিবিংনামক মন্ত্রের প্রকরণ থাকিলেও তদনন্তর পুনর্ব্বার যখন কাম্য সামিধেনীর প্রকরণ রহিয়াছে, তখন সামিধেনীর প্রকরণ নিবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং প্রথম সামিধেনী বাক্যটি বুদ্ধিস্থ রহিয়াছে আর দ্বিতীয় কাম্যসামিধেনী বাক্যটি উপবীত বিধির নিকটস্থ রহিয়াছে বলিয়া উপবীত সামিধেনীরই অঙ্গ। অতএব ‘কি করিবার সময় উপবীত কর্তব্য’ এই প্রকার যে আকাজ্জা, তাহা বুদ্ধিস্থ সামিধেনী বাক্য এবং নিকটস্থ কাম্য সামিধেনী বাক্য উভয়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় বলিয়া উপবীত হইয়াই সামিধেনী পাঠ্য, এই প্রকার অর্থ পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং এস্থলেও পূর্বাধিকরণের সন্দেহভ্রার অনুসারে উপবীত সামিধেনীরই অঙ্গ। যে হেতু উপবীতের পূর্বে ও পরে সামিধেনীবিশয়ক বিধি রহিয়াছে। আর সামিধেনীর যে প্রকরণ তাহা অবাস্তুর প্রকরণই হইতেছে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—“সন্নিধে তু বাক্যভেদঃ শ্রাৎ”—এতাদৃশ সন্নিধি স্থলে কিন্তু বাক্যভেদ কর্তব্য হইবে অর্থাৎ সামিধেনী বাক্যের সহিত একবাক্যতার অভাব হইবে অর্থাৎ সামিধেনী বাক্যের সহিত অম্বিত হইবে না। ইহার কারণ কি? “ব্যবায়ং”—যেহেতু ইহা অত্ৰুণ্ডলি প্রকরণের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, সামিধেনী বাক্য বুদ্ধিস্থ আছে,

তাহা সম্ভব নহে; কারণ, পরে 'নিবিশ্ব' সংজ্ঞক মন্ত্ৰের প্রকরণ থাকায় সামিধেনীর প্রকরণ বিচ্ছিন্ন (শেষ) হইয়া গিয়াছে। আর বাহা শেষ হইয়া অগ্নি বিষয়ের দ্বারা ব্যবহিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিস্ব হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে সন্দংশ ত্রায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া, কারণ, যে স্থলে পূর্বে ও পরে বাচনিক গুণ নাই, তথায় সন্দংশ ত্রায় হয় না, আর সন্দংশ ত্রায় না থাকিলে প্রকরণ বিনিয়োজক হয় না বলিয়া সামিধেনীর অবাস্তব প্রকরণ উপবীতের বিনিয়োজক নহে বলিয়া উপবীত সামিধেনীর অঙ্গ নহে, কিন্তু দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হওয়ার মহাপ্রকরণবশে উপবীত দর্শপূর্ণমাসেরই অঙ্গ। অতএব দর্শপূর্ণমাসের তাবৎ কর্তব্যই উপবীতী হইয়া (বাম স্বন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া) কর্তব্য। ইতি ১১শ উপবীতের দর্শপূর্ণমাসান্নতা (প্রাকরণিকান্নতা) অধিকরণ।

গুণান্নাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ শ্রাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “গুণান্নাঃ”—গুণসকলের (বারণ, বৈকল্যত প্রভৃতি গুণসকলের), “পরার্থত্বাৎ”—পরার্থতা আছে বলিয়া অর্থাৎ গুণসকল প্রধানের প্রয়োজননির্কাহক হয় বলিয়া, “সমত্বাৎ”—যেহেতু তাহার পরস্পর সমান সেই কারণে, “অসম্বন্ধঃ শ্রাৎ”—অসম্বন্ধ হইবে অর্থাৎ তাহার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। গুণ সকল একই প্রধানের প্রয়োজননির্কাহক হওয়ার পরস্পর তুল্যস্বরূপ বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইবে না অর্থাৎ পরস্পরের সহিত অস্থিত হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে “আনর্থক্যাৎ তদঙ্গবু” (৩.১১৮ নং) এই শ্লোকে বাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই অপবাদ (ব্যতিক্রম) দেখাইতেছেন। অগ্ন্যাধান প্রকরণে হোমের জন্ত এবং যজ্ঞের জন্ত দাক্ষম্য পাত্র বিধানের নিমিত্ত ঋতি বলিতেছেন “তস্মাদ্ বারণো বৈ যজ্ঞাবচরঃ শ্রাৎ ন ত্বেকেন জুহ্ব্যাৎ। বৈকল্যতো যজ্ঞাবচরঃ শ্রাৎ। জুহ্বাদেতেন” অর্থাৎ “বারণ অর্থাৎ বরণ (যজ্ঞভূমুর) কাষ্ঠনির্মিত পাত্র এবং বৈকল্যত অর্থাৎ বিকল্যত (বৈচকাষ্ঠনির্মিত) পাত্র যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাহেতু বলিয়া বারণ পাত্রে হোম না করিয়া বৈকল্যত পাত্রে হোম করিবে”। এস্থলে যে বারণ এবং বৈকল্যত পাত্রের বিষয়

বলা হইয়াছে, তাহা কি পবমান নামক ইষ্টিতে অস্থিত হইবে অথবা দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি সকল বাগের সহিতই অস্থিত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা প্রকরণানুসারে আধানেই অস্থিত হইবার যোগ্য। কিন্তু আধান সাক্ষাৎ যজ্ঞ নহে বলিয়া “আনর্থক্যান্তদঙ্গেষু” (৩।১।১৮ সূঃ) এই নিয়ম অনুসারে সপ্তদশারত্নিতা যেমন বাজপেয়াজ পণ্ডর অঙ্গ যে যুগ তাহাতে অস্থিত হয়, সেইরূপ ইহাও আধানের অঙ্গ যে পবমানেষ্টি, তাহা যজ্ঞ বলিয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ পবমানেষ্টির পাত্রাদিই বারণ এবং বৈকল্য হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে “গুণানাম্ অসম্বন্ধঃ” অর্থাৎ গুণসকল পরস্পরের সহিত অস্থিত হইতে পারে না। ইহার কারণ কি? “সমত্বাৎ”—যে হেতু সেইগুলি সকলেই সমান। তাহার। যে পরস্পর সমান, তাহার হেতু কি? “পরার্থত্বাৎ”—যে হেতু সকল গুণগুলিই পরের অর্থাৎ প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না; যে হেতু গুণসকল স্বরূপতঃ নিষ্ফল, কিন্তু প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই তাহার। সার্থক বা সফল হয়। অভিপ্রায় এই যে, পরস্পরের সহিত অস্থিত হইতে গেলে একটি প্রধান এবং অপরটি গুণ বা অপ্রধান হইয়াই অস্থির লাভ করে; কিন্তু সকলেই যদি প্রধান অথবা অপ্রধান হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে না। এস্থলে আধান যেমন অগ্নির সংস্কারসাধন করে বলিয়া অগ্নির গুণ, পবমানেষ্টিও সেইরূপ অগ্নির সংস্কার সম্পাদন করে বলিয়া তাহাও অগ্নির গুণই হইতেছে। সুতরাং আধানের সহিত পবমানেষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই। আর আধান এবং পবমানেষ্টির পরস্পর সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহাদের মধ্যে গুণপ্রধান ভাব না থাকায় বারণাদি পাত্র পবমান হবির অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের দ্বারা দর্শপূর্ণমাসাদি সকল যজ্ঞেই বিনিযুক্ত হয় অর্থাৎ তাহা দর্শপূর্ণমাসাদি সকল যজ্ঞেরই অঙ্গ। ইতি ১২শ গুণসকলের পরস্পর অসম্বন্ধাধিকরণ।

মিথশ্চানর্থসম্বন্ধাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ । “মিথঃ”—পরস্পর অর্থাৎ যুগলাভক (মস্ত্রদ্বয়ের), “চ”—ও, “অনর্থসম্বন্ধাৎ” (অর্থসম্বন্ধাভাবাৎ)—প্রয়োজন নাই বলিয়া (প্রধানের সহিত সম্বন্ধ নাই)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “বাত্রী পৌর্ণমাসাত্মনূচেতে বুধষতী অমাবান্তারাম্” (তৈঃ সা ২।৫।২) অর্থাৎ “পৌর্ণমাসীতে বাত্রী নামক দুইটি ঋক্ পাঠ্য আর অমাবস্তায় বুধষতী নামক দুইটি ঋক্ পাঠনীয়।” ব্রতহননবিষয়ক “অগ্নিব্রত্ৰিণি জজ্বনৎ” ইত্যাদি দুইটি ঋক্ বাত্রী আর বুধ্ ধাতুযুক্ত “সোম গীর্ভিষ্টাবয়ং বধঁরামঃ” ইত্যাদি দুইটি ঋক্ বুধষতী। এই বাত্রী এবং বুধষতী নামক ঋক্ যুগলদ্বয় কি প্রধানভাগ দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ অথবা উহা আজ্যভাগদ্বয়ের (দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ বাগদ্বয়ের) অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা প্রধান যাগেরই অঙ্গ, কারণ, এস্থলে “বাত্রী পৌর্ণমাসাত্মা” এবং “বুধষতী অমাবান্তারাম্” এইরূপে পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তা নামক প্রধান যাগের সহিতই পঠিত হইয়াছে। আরও ঐ চারিটি মন্ত্রকে আজ্যভাগের অঙ্গ বলিলে ক্রমের বিনিয়োজকতা স্বীকার করা হয়। আর দর্শপূর্ণ মাসের অঙ্গ বলিলে বাক্যের বিনিয়োজকতা রক্ষিত হয়। কিন্তু ক্রম অপেক্ষা বাক্য বলবৎ বলিয়া বাক্যের দ্বারা উহার প্রধান যাগের অঙ্গরূপেই বিনিবৃত্ত হয়।

ইহাতে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, “মিথশ্চ অনর্থসম্বন্ধঃ”। এস্থলে—‘ন অর্থসম্বন্ধঃ অনর্থসম্বন্ধঃ’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনর্থসম্বন্ধ অর্থ প্রয়োজনভাব। যুগলাত্মক এই যে দুইটি ঋক্, ইহারা যদি প্রধানের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় ইহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, এস্থলে দুইটি অনুবাক্য রহিয়াছে। কিন্তু প্রধান যাগে একটি অনুবাক্যই বিহিত আছে। সুতরাং ইহাকে প্রধানের অঙ্গ বলিলে প্রধানের দ্বিত্ব এবং বাত্রীদ্বয় ও বুধষদ্বয় এই দুইয়ের বিধান করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হয়। কিন্তু আজ্যভাগদ্বয়ে দুইটি অনুবাক্য প্রাপ্ত বলিয়া (যে হেতু আজ্যভাগ দুইটি হওয়ায় তাহার অনুবাক্যও দুইটিই হইবে) তথায় কেবল বাত্রীদ্বয় ও বুধষদ্বয়ের বিধান হয়; আর তাহাতে বাক্যভেদ হইতে পারে না। আরও ইহাকে প্রধান যাগের অঙ্গ বলিলে লিঙ্গবিরোধ হয়; কারণ, বাত্রী ঋক্ যুগল অগ্নিপ্রকাশক বলিয়া তাহা আগ্নেয়যাগের অঙ্গ হইলেও বুধষতী নামক ঋক্ যুগল প্রধানের নিবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ইহা সোমদেবতাপ্রকাশক; অথচ প্রধান যাগে ‘অগ্নীষোম’ দেবতা আছে। কিন্তু অগ্নীষোমের মধ্যে সোম থাকিলেও এস্থলে অগ্নি ও সোম মিলিতভাবে একটি দেবতা বলিয়া অগ্নীষোম এবং সোম এক নহে। সুতরাং লিঙ্গবিরোধ হয় বলিয়া উহা প্রধানগামী নহে,

কিন্তু আজ্যভাগেরই অঙ্গ। আরও প্রযোজ্যের পর যেমন আজ্যভাগ কর্তব্য বলিয়া পঠিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রযোজ্য মন্তানুসারের অনন্তর এই অনুবাকদ্বয়ও পঠিত হইয়াছে। এই কারণে ক্রমানুসারেও ইহা আজ্যভাগের অঙ্গ, কিন্তু দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ নহে। ইতি ১৩শ বাক্ত্রী অধিকরণ।

আনন্তর্য্যমচোদনা ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “আনন্তর্য্যম্”—আনন্তর্য্য অর্থাৎ সান্নিধ্য, “অচোদনা”

অপ্রমাণ অর্থাৎ একবাক্যতার প্রমাণ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—
“মুষ্টি করোতি”, “বাক্য বদ্ধতি”, “দীক্ষিতমাবেদয়তি” অর্থাৎ “মুষ্টি করিবে (হাত মুঠা করিয়া থাকিবে), “বাক্য সংযত (বদ্ধ) করিবে”, “দীক্ষিতকে (অধ্বয়্যাকে) আবেদন করিবে।” তথায় আরও বলা হইয়াছে “হস্তাবনেজনে”, “উলপরাজি জ্বগতি” অর্থাৎ “হস্তদ্বয় অবনেজন (ধোত) করিবে”, “উলপরাজি আস্তীর্ণ করিবে।”
এস্থলে সংশয় এই যে, প্রথমোক্ত ‘মুষ্টিকরণ’ এবং ‘বাগ্‌যম’ (বাক্য বদ্ধ করা) কি আবেদনের অঙ্গ অথবা তৎপ্রকরণীয় সমস্ত কর্মেরই অঙ্গ ? এইরূপ হস্তাবনেজন (হস্তাবনে) কি উলপরাজির আস্তরনের অঙ্গ অথবা তৎপ্রকরণীয় সমস্ত কর্মেরই অঙ্গ ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্ব অধিকরণে যেমন ক্রমানুসারে বাক্ত্রী এবং বৃষতী আজ্যভাগের অঙ্গ হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ আনন্তর্য্য অনুসারে ‘বাগ্‌যম’ এবং ‘মুষ্টিকরণ’ আবেদনের অঙ্গ এবং ‘হস্তাবনেজন’ উলপরাজিস্তরনের অঙ্গ ; যে হেতু বাগ্‌যম এবং মুষ্টিকরণের অনন্তরই আবেদন কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে এবং হস্তাবনেজনের অনন্তরই উলপরাজিস্তরন বিহিত হইয়াছে। অতএব সান্নিধ্য অনুসারে বাগ্‌যম এবং মুষ্টিকরণ আবেদনের অঙ্গ এবং হস্তাবনেজন উপলরাজিস্তরনের অঙ্গ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—“আনন্তর্য্যম্ অচোদনা” অর্থাৎ আনন্তর্য্য বা সান্নিধ্য অঙ্গাসিভাবে কিংবা পরস্পর অঙ্গের হেতু নহে। কারণ, এস্থলে বাগ্‌যম এবং মুষ্টিকরণ যেমন স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হইয়াছে, আবেদনও সেইরূপ বিহিত হইয়াছে ; এবং হস্তাবনেজন যেমন বিহিত হইয়াছে, উলপরাজিস্তরনও সেইরূপ বিহিত হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেকটি বাক্য পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নই হইতেছে বলিয়া

ইহাদের পরস্পরের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। আনন্তর্য্য থাকিলেই যে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা বা একবাক্যতা হয়, তাহা নহে, কারণ, তাহা হইলে ‘জল পড়িতেছে’, ‘ভাত খাইতেছে,’ ইহাদেরও একবাক্যতা হইত। কিন্তু অর্থসম্বন্ধ এবং সাকাক্ষ্যতাই একবাক্যতার হেতু; তাহা না থাকিলে নিকটবর্তিতা থাকিলেও অম্বয় হয় না, আর তাহা থাকিলে দূরত্ব হইলেও অম্বয় হয়। এইজন্য কথিত আছে—

“বস্তু যেনার্থসম্বন্ধো দূরত্বেনাপি তস্মৈ সঃ।

অর্থতো হুসমর্থানামানন্তর্য্যামকারণম্ ॥”

অতএব আনন্তর্য্য একবাক্যতার কারণ নহে বলিয়া ইহাদের একবাক্যতা করিতে হইলে লিঙ্গ এবং প্রকরণ অনুসারে দর্শপূর্ণমাসের তাৎপৰ্য্য কর্ণেই হস্তাবনেজনের অঙ্গতা প্রমাণিত হয়, যে হেতু অবনেজনের দ্বারা হস্তদ্বয়ের সংস্কার হয়। আর হস্তদ্বয় সংস্কৃত হইলে সকল কর্ণেরই যোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং হস্তাবনেজন কেবল উলপরাঙ্গিস্তরণের অঙ্গ নহে।

এইরূপ বাগ্‌যম এবং মুষ্টিকরণ জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হওয়ায় লিঙ্গ অনুসারে উহার তৎপ্রকরণীয় সকল কর্ণেরই অঙ্গ; যে হেতু মুষ্টিকরণ এবং বাগ্‌যমের দ্বারা হস্ত ও জিহবার চাপল্য নিবারণিত হইলে মনের একাগ্রতা আসে। আর মনের একাগ্রতা যে কেবল আবেদনেই আবশ্যক, তাহা নহে, কিন্তু সকল কর্ণেই তাহা প্রয়োজনীয়। অতএব প্রবল লিঙ্গ ও প্রকরণের দ্বারা ক্রমের বাধ হয় বলিয়া মুষ্টিকরণ, বাগ্‌যম এবং হস্তাবনেজন প্রকরণপ্রতিপাদ্য সকল কর্ণেরই অঙ্গ।

বাক্যানাং চ সমাপ্তত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অঙ্গান্বার্থ। “চ”—আরও, “বাক্যানাং সমাপ্তত্বাৎ”—বাক্যসকল পরস্পর পরিসমাপ্ত বলিয়া (উহাদের একবাক্যতা নাই)।

ভাষ্যভাবার্থ। হস্তাবনেজন প্রভৃতির মধ্যে যদি একবাক্যতা থাকিত, তাহা হইলে উহাদের অঙ্গাঙ্গিতাব স্বীকার করা যাইত। কিন্তু উহাদের মধ্যে একবাক্যতা নাই। কারণ, যাহারা একই অর্থ প্রতিপাদন করে অথচ বিভক্ত হইলে পরস্পর সাকাক্ষ্য হয়, তাহাদের মধ্যেই একবাক্যতা থাকে। কিন্তু এখানে হস্তাবনেজন প্রভৃতি বাক্য প্রত্যেকপরিসমাপ্ত; বিভাগ করিলে উহাদের

সাকাক্ষতা থাকে না। এই কারণে উহাদের একবাক্যতা নাই। আর এক-
বাক্যতা নাই বলিয়া অঙ্গাদ্বিতাও থাকিতে পারে না। ইতি ১৪শ আনন্তর্য্যানি-
য়ামকতাধিকরণ।

শেষস্ত গুণসংযুক্তঃ সাধারণঃ প্রতীয়েত

মিথস্তেষামসম্বন্ধাৎ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “তু”—প্রত্যবস্থানে, “শেষঃ”—চতুর্ধাকরণ প্রভৃতি
গুণ, “গুণসংযুক্তঃ”—অগ্নি দেবতা প্রভৃতি গুণের সহিত সংযুক্ত হইলেও,
“সাধারণঃ প্রতীয়েত”—সাধারণ অর্থাৎ অন্তর্দেবতা কর্মের সহিত সাধারণ
বলিয়া প্রতীত হইবে, “মিথঃ”—পরস্পর, “তেষাম্”—তাহাদের অর্থাৎ
চতুর্ধাকরণ এবং অগ্নি প্রভৃতির, “অসম্বন্ধাৎ”—সম্বন্ধ নাই বলিয়া অর্থাৎ
অগ্নি প্রভৃতি উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—
“আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি”। এস্থলে ‘আগ্নেয়’ পদটি, ঐন্দ্রাণ এবং অগ্নীষোমীয়েয়ও
উপলক্ষণ কি না, ইহাই সংশয়। যদি আগ্নেয় পদটি ঐন্দ্রাণ এবং অগ্নীষোমীয়েয়
উপলক্ষণ হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়, অগ্নীষোমীয়েয় এবং ঐন্দ্রাণ—সকল পুরোডাশেরই
চতুর্ধাকরণ কর্তব্য; নচেৎ বচনানুসারে কেবলমাত্র আগ্নেয় পুরোডাশেরই চতুর্ধাকরণ
অনুষ্ঠেয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “শেষস্ত গুণসংযুক্তঃ সাধারণঃ প্রতীয়েত”—
অগ্নি দেবতারূপ গুণের সহিত সংযুক্ত এই যে চতুর্ধাকরণ নামক শেষ (অঙ্গকর্ম),
ইহা সাধারণ অর্থাৎ ঐন্দ্রাণি এবং অগ্নীষোম দেবতার পুরোডাশেও প্রযোজ্য। ইহার
কারণ কি? “মিথস্তেষাম্ অসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু অগ্নি প্রভৃতি এখানে উদ্দেশ্যতাব-
চ্ছেদক নহে। অগ্নীষোমীয়েয় এবং ঐন্দ্রাণ এই দুইটিতেও যখন অগ্নিসম্বন্ধ রহিয়াছে,
তখন ডিথ ও ডবিথ নামক দুই ব্যক্তির জননী এক বলিয়া ডিথের মাতা বলিলে
যেমন ডবিথেরও মাতাকে বুঝায়, সেইরূপ আগ্নেয় বলিলে ঐন্দ্রাণি এবং অগ্নী-
ষোমীয়েয়কেও বুঝাইবে। অতএব আগ্নেয় পদটি উপলক্ষণই হইবে। সুতরাং আগ্নেয়,
অগ্নীষোমীয়েয় এবং ঐন্দ্রাণ সকল পুরোডাশেরই চতুর্ধাকরণ কর্তব্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

ব্যবস্থা বার্থসংযোগাল্লিঙ্গস্যাথেন
সম্বন্ধাল্লিঙ্গার্থা গুণশ্রুতিঃ ॥২৭॥ (সিঃ)

অল্লিঙ্গার্থ। “ব্যবস্থা”—নিয়ম (আছে), “বা”—পূর্বপক্ষনিরা-
সার্থক, “অর্থসংযোগাৎ”—যে হেতু অর্থের সহিত অর্থীৎ দেবতারূপ
তদ্ধিতার্থের সহিত সংযোগ অর্থীৎ পুরোডাশের সম্বন্ধ রহিয়াছে, “লিঙ্গশ্চ”
—লিঙ্গের অর্থীৎ শব্দের দেবতাতত্ত্বপ্রকাশক সামর্থ্যের, “অর্থেন সম্বন্ধাৎ”—
(তত্ত্বদেবতারূপ) অর্থের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “গুণশ্রুতিঃ”—
(প্রাশিত্র অবদান প্রভৃতি অগ্রস্থলে কিন্তু) গুণশ্রুতি অর্থীৎ দেবতারূপ
গুণের উল্লেখ, “লিঙ্গার্থা”—উপলক্ষণের (পরিচয়ের) জন্ত। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত মতের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,
‘আগ্নেয়’ এস্থলে যদি সম্বন্ধমাত্রে তদ্ধিত প্রত্যয় হইত, তাহা হইলে পূর্বপক্ষীর মত
সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু এস্থলে দেবতাসম্বন্ধে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে।
আর অগ্নীষোমীয় এবং ঐন্দ্রাণ এই দুই স্থলে অগ্নিশব্দ থাকিলেও আগ্নেয় এস্থলে অগ্নি
যেমন নিরপেক্ষভাবে দেবতা অগ্নীষোমীয় এবং ঐন্দ্রাণ এই দুই স্থলে অগ্নি নিরপেক্ষ-
ভাবে দেবতা নহে, কিন্তু ব্যাসজ্যভাবেই (অনেকের উপর সমুদায় বৃত্তিতে অর্থীৎ
উভয়াস্বকভাবেই) দেবতা। এই কারণে এস্থলে ডিথ ডবিথের মাতার তুলনা
হইতে পারে না; যে হেতু এস্থলে মাতৃষ প্রত্যেকপরিসমাপ্ত বলিয়া বাসজ্যবৃত্তি
নহে। কারণ, ডবিথের জননী না হইলে যে ডিথের মাতা হইতে পারিবে না, তাহা
নহে। সুতরাং ‘আগ্নেয়’ এস্থলের অগ্নি এবং অগ্নীষোমীয় ও ঐন্দ্রাণ এস্থলের অগ্নি
এক নহে, কিন্তু ইন্দ্র এবং মহেশ্বের ন্যায় পৃথক্। আর ‘আগ্নেয়’ এই তদ্ধিতান্ত
পদের প্রকৃতি যে অগ্নি, তাহা অগ্নীষোমীয় ও ঐন্দ্রাণ এই দুইটি পদের একদেশও
হইতে পারে বলিয়া তাহার উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ‘আগ্নেয়’ এই পদটি নিষ্পন্ন
হইয়াছে বলিয়া “আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি” এই বচনের দ্বারা যে চতুর্ধাকরণ বিহিত
হইয়াছে, তাহা সকলেরই অঙ্গ একপ উক্তি যুক্তিসহ নহে; কারণ, তাদৃশ স্থলে অগ্নি
পদটি পদান্তরের একদেশ হওয়ার সাপেক্ষ হইতেছে। আর তাহা সাপেক্ষ বলিয়া
অসমর্থই হইতেছে। আর যাহা অসমর্থ, তাহার উত্তর তদ্ধিতাদি হইতে পারে না;

যে হেতু “সমর্থঃ পদবিধিঃ” এবং “সমর্থানাং প্রথমাদ্ বা” এই পাণিনীর সূত্রানুসারে সমর্থ (নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্তের সহিত আকাজকাবিহীন) পদের সহিতই সমাস এবং তদ্ধিতাদি বিহিত হইয়া থাকে। অতএব চতুর্থীকরণ কেবল অগ্নিদৈবত্যা পুরোডাশেরই অঙ্গরূপে ব্যবস্থিত হইবে। ইহা সূত্রের “ব্যবস্থা বা অর্থসংযোগাৎ লিঙ্গস্য অর্থেন সম্বন্ধাৎ” এই অংশে বলা হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় যদি বলেন যে, “আগ্নেয়ন্ত মন্তকং বিভজ্য প্রাশিত্রমবততি” এই বাক্যে যেমন আগ্নেয় পদ ঙ্গত হইলেও ‘প্রাশিত্র’ অবদান সকল হবিঃ (পুরোডাশ) হইতেই কর্তব্য, এস্থলেও সেইরূপ হইবে, তাহা হইলে বলিব “লক্ষণার্থা ঙ্গত্যাঃ”—এ স্থলে অগ্নিরূপ ঙ্গের উল্লেখ লক্ষণের জ্ঞাত্ব অর্থাৎ পুরোডাশের পরিচয়ের নিমিত্ত। অভিপ্রায় এই যে, এস্থলে “আগ্নেয়ন্ত অবততি” এরূপ অর্থ হইলে পূর্বপক্ষীর আপত্তি সঙ্গত হইত, কিন্তু এখানে “আগ্নেয়ন্ত মন্তকং বিভজ্য” এই অংশটি একটি বাক্য এবং “প্রাশিত্র মবততি” এই অংশটি অপর একটি বাক্য বলিয়া প্রাশিত্র অবদান সকলপুরোডাশেরই অঙ্গ। কিন্তু আগ্নেয় পুরোডাশের মন্তকের দিকে অবদান হইবে আর অন্ত পুরোডাশের যে কোন স্থান হইতে অবদান হইবে, এইরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় বলিয়া ‘আগ্নেয়’ ইহা মন্তকাবদেয় পুরোডাশের পরিচায়ক। অতএব চতুর্থীকরণ আগ্নেয়েরই কর্তব্য। ইতি ১৫শ চতুর্থীকরণাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদ।

অথ তৃতীয়েহধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

অর্থাভিধানসামর্থ্যান্মন্ত্রেষু শেষভাবঃ শ্রাৎ তস্মাদুৎপত্তি-
সম্বন্ধঃ অর্থেন নিত্যসংযোগাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “অর্থাভিধানসামর্থ্যাৎ”—অর্থপ্রত্যায়নের অর্থাৎ অমু-
ষ্ঠেয় কর্মের অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি আছে বলিয়া, “মন্ত্রেষু
শেষভাবঃ শ্রাৎ”—মন্ত্রসকলের মধ্যেও শেষভাব আছে অর্থাৎ মন্ত্রসকলও
যজ্ঞের অঙ্গ, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “উৎপত্তিসম্বন্ধঃ”—উৎপত্তি অর্থাৎ
উৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক মুখ্য অর্থের সহিতই (কর্মের) সম্বন্ধ হইবে,
“নিত্যসংযোগাৎ”—যেহেতু, সেই অর্থের সহিতই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ
রহিয়াছে। যেহেতু, মন্ত্রসকল অমুষ্ঠেয় কর্মের অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ,
সেই কারণে মন্ত্রসকল যজ্ঞের শেষ (অঙ্গ) বলিয়া মন্ত্রসকলের মুখ্য অর্থের
সহিতই কর্মের সম্বন্ধ হইবে, কারণ, মুখ্য অর্থের সহিতই শব্দের স্বাভাবিক
সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপাদে প্রধানতঃ ঋতিবিনিয়োগ বিচারিত
হইয়াছে। এই পাদে লিঙ্গের বিনিয়োগ বিচারিত হইবে। লিঙ্গ অর্থে মন্ত্রসকলের
অর্থপ্রত্যায়নসামর্থ্য। যেমন ঋতিমধ্যে “বর্হিদেবসদনং দামি” এইরূপ একটি মন্ত্র
উপনিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছেদনকালে প্রয়োজ্য; কারণ, ইহা লিঙ্গের (অর্থপ্রকাশন-
সামর্থ্যের) দ্বারা লবন অর্থাৎ ছেদনরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহার অর্থ—
“দেবগণের সদন অর্থাৎ আসন যে বর্হি: তাহা আমি ছেদন করিতেছি।” আর
লবিতব্য অর্থাৎ ছেদনীয় যে বর্হি: (কুশ) তাহা মুখ্য ও গোণভেদে দুই প্রকার।
কুশ, কাশ প্রভৃতি মুখ্য বর্হি:; আর তৎসদৃশ উলপ (উলু) প্রভৃতি তৃণবিশেষ
গোণ বর্হি:। “অগ্নির্মাণবকঃ” এ স্থলে যেমন গুণবত্তি অমুসারে মাণবকে অগ্নি শব্দের
প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ উলপ প্রভৃতি তৃণবিশেষও বিশেষ গুণানুসারে বর্হি: এই

শব্দটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং মুখ্য অর্থের আয় গোঁণ অর্থও যখন শব্দবোধ্য, তখন “বর্হির্দেবসদনং দামি” এই মন্ত্রটি লিঙ্গানুসারে কুশের ছেদন এবং তৎসদৃশ তৃণান্তরেরও ছেদনরূপ অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া তৃণান্তর ছেদনে উহা প্রয়োজ্য—কেহ হয় ত এইপ্রকার মত পোষণ করিতে পারেন।

ইহাতে সিদ্ধান্তবাদী বলেন,—

“গোঁণে সদপি সামর্থ্যং ন প্রমাণান্তরাদ্ বিনা।

আবির্ভবতি মুখ্যে তু শব্দাদেবাবিরস্তি তৎ।”

শব্দ হইতে মুখ্য অর্থের প্রতীতি শীঘ্রই হইয়া থাকে; কারণ, তাহা বাধবুদ্ধি এবং সাদৃশ্যজ্ঞানাদির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু গোঁণপ্রতীতি বিলম্বেই হয়, যেহেতু, তাহা বাধবুদ্ধি এবং গুণগতসাদৃশ্যাদির অপেক্ষা রাখে। এই কারণে মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিয়া মন্ত্রটির লিঙ্গ চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া তাহা আর বিলম্বিত গোঁণপ্রতীতির অপেক্ষা রাখে না। এই কারণে মুখ্য কুশাদির লবনেই (ছেদনেই) মন্ত্রটি বিনিয়োজ্য; কিন্তু তৃণান্তররূপ গোঁণ বর্হির ছেদনে উহার বিনিয়োগ হইবে না।

সংস্কারকত্বাদচোদিতো ন শ্রাৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। “সংস্কারকত্বাৎ”—যেহেতু মন্ত্রসকল সংস্কারক অর্থাৎ অর্থপ্রকাশাদি দ্বারা অনুষ্ঠেয় পদার্থের সংস্কারসাধক, সেই কারণে, “অচোদিতো”—যে স্থলে মন্ত্রপ্রকাশ দেবতা নাই, তাদৃশ কৰ্ম্মে অথবা কৰ্ম্মে অবিহিত পূবা প্রভৃতি দেবতা, “ন শ্রাৎ”—হইবে না অর্থাৎ অঙ্গ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, গোঁণ অর্থের স্থলেও মন্ত্রসকল অঙ্গ না হইলে স্থলে স্থলে মন্ত্রের উৎকর্ষ করিতে হয় অর্থাৎ প্রকরণ হইতে সরাইয়া অগ্নত্র লইয়া বাইতে হয়, যেহেতু, তাহা না হইলে মন্ত্রটি অসমবেতার্থ (অনর্থিতার্থ) হইয়া পড়ে। যেমন দর্শপূর্ণমাসে পূবা দেবতা নাই, অথচ পূবানুমন্ত্রণ মন্ত্র আছে। যদি গোঁণস্থলে মন্ত্র প্রয়োজ্য না হয়, তাহা হইলে দর্শপূর্ণমাসে পূবা দেবতা নাই বলিয়া যে স্থলে পূবা দেবতা আছে; মন্ত্রটিকে তথায় সরাইয়া লইয়া বাইতে হয়। কিন্তু গোঁণ অর্থের স্থলেও যদি মন্ত্র

পাঠ্য হয়, তাহা হইলে পুৰুষমন্ত্ৰণ মন্ত্ৰটির উৎকৰ্ষ করিতে হয় না, কিন্তু উহা দৰ্শপূৰ্ণ-মাসেই পঠিতব্য হইতে পারে, যেহেতু, তাহাতে অগ্নিদেবতা আছে; আর পুৰুষ শব্দটি গোণবৃত্তি অনুসারে অগ্নিরূপ অৰ্থেরও বাচক হইতে পারে। এইরূপ অগ্নি প্রভৃতি শব্দ সূর্য্যাদিরও বাচক হইতে পারে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, পূৰ্ব্বপক্ষী যে উৎকৰ্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ইষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত। মন্ত্ৰসকল অনুষ্ঠের বিষয়ের প্রকাশ করিয়া সংস্কারসাধক হয় বলিয়া, অসমবেতার্থ (অনন্বিতার্থ) স্থলে মন্ত্ৰের উৎকৰ্ষ করিতে হয়—যে স্থলে মন্ত্ৰটি সমবেতার্থ (অন্বর্থ) হয়, তথায় তাহাকে সরাসরি লইয়া বাইতে হয়, যেহেতু, তাহাতেই তাহা সার্থক হয়, অন্যথা সংস্কার্য না থাকিলে মন্ত্ৰের সংস্কারসাধকতা থাকে না বলিয়া তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে যে মন্ত্ৰের উৎকৰ্ষও সম্ভব হয় না, তথায় অগত্যা তাহাকে জপমাত্রোপযোগী বলা হয় অর্থাৎ তাহার উচ্চারণই সেই কৰ্ম্মের অপূৰ্ব্বজনক হইয়া সাক্ষ্যতা সাধিত করিয়া থাকে। ইতি ১ম মন্ত্ৰসকলের মুখ্যার্থবিনিয়োগাধিকরণ।

বচনাত্মকার্থ মৈত্রী শ্রাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অপেক্ষার্থ। “বচনাৎ”—বচনবলে, “তু”—অপবাদসূচক, “ঐন্দ্রী”—ইন্দ্রপ্রকাশক ঋক্, “অযথার্থম্”—অযথার্থ অর্থাৎ অসমবেতার্থ, “শ্রাৎ”—হইবে। ঐন্দ্রী (ইন্দ্রপ্রকাশক) ঋক্টি কিন্তু অযথার্থরূপে অর্থাৎ অনন্বিতার্থ করিয়াও পাঠ্য হইবে, যেহেতু, তাহার বিশেষ বচন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে যে নিয়ম বলা হইল, এক্ষণে তাহার অপবাদ অর্থাৎ ব্যতিক্রম দেখাইতেছেন। ঋতিমধ্যে অগ্নিচয়ন প্রকরণে “নিবেশনঃ সঙ্গমনো বহুনাং ইত্যৈন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ “নিবেশনঃ সঙ্গমনো বহুনাং” এই ঐন্দ্রী ঋকের দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান (পূজা) করিবে—এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ মন্ত্ৰটি ঐন্দ্র, যেহেতু উহার শেষ “ইন্দ্রো ন তর্হো” এই প্রকার ইন্দ্র-প্রকাশক লিঙ্গ আছে। এস্থলে সংশয় এই যে, এই মন্ত্ৰে কি ইন্দ্রের উপস্থান (অর্চনা) করিতে হইবে অথবা ইহার দ্বারা গার্হপত্যের উপস্থান কর্তব্য? ইহাতে পূর্বপক্ষ-

বাদী বলেন যে, পূর্ব্ব অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে মুখ্য অর্থেই বখন মস্ত্রে প্রয়োজ্য, কেন না, মুখ্য অর্থ শব্দ হইতে নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া শীঘ্র ভাবী, তখন ইহার দ্বারা গার্হপত্যের উপস্থান হইতে পারে না। কিন্তু লিঙ্গ (সামর্থ্য) অনুসারে ইঙ্গেরই উপস্থান কর্তব্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অযথার্থম্ ঐন্দ্রী শ্রুত্ব” — ঐন্দ্রী স্বক্ অযথার্থ অর্থাৎ অসমবেতার্থ হইবে অর্থাৎ অর্থ হইবে না — উহার দ্বারা ইঙ্গের উপস্থান কর্তব্য নহে, কিন্তু গার্হপত্য অগ্নিরই উপস্থান করিতে হইবে। কারণ, ? “বচনাৎ” — যেহেতু বিশেষ বচন আছে। আর যে অর্থ বচনবোধিত, তথায় জ্ঞানের (যুক্তির) অবসর নাই। এই জন্ত কথিত আছে “বাচনিকে অর্থে জ্ঞানবতারাৎ” অর্থাৎ বচনবিহিত বিষয়ে জ্ঞানের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। ভগবান্ ভাষ্যকারও তাই বলিয়াছেন — “কিমিব বচনং ন কুৰ্য্যাৎ নাস্তি বচনশ্রাভাবঃ।” যদি বলা হয় — “নিবেশনঃ সঙ্গমনঃ” ইত্যাদি অংশটি মন্ত্ৰ, “আর ঐন্দ্রী গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে” এইটি ব্রাহ্মণ; সুতরাং এ স্থলে মন্ত্ৰের গোণার্থকতা স্বীকার না করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যকেই গোণার্থক বলা হউক না কেন? তাহা হইলে বলিব, ব্রাহ্মণবাক্য বিধিস্বরূপ; আর বিধিতে লক্ষণা হইতে পারে না। এই জন্ত কথিত আছে, “ন বিধৌ পরঃ পরঃ শব্দার্থঃ” অর্থাৎ “বিধিবাক্যে শব্দার্থ গোণ হইবে না।” পক্ষান্তরে মন্ত্ৰ অনুষ্ঠের বিষয়ের স্মারক বলিয়া ব্রাহ্মণেরই অনুবাদ। সুতরাং মন্ত্ৰেরই গোণার্থকতা হওয়া উচিত — মন্ত্ৰেই লক্ষণা করিয়া ইন্দ্র শব্দের গার্হপত্যরূপ অর্থ করিতে হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাক্যে লক্ষণা হইবে না। এই জন্ত অন্ততঃ তত্ত্ববাস্তবিক মধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন —

“গোণং যত্র নাম শ্রুত্ব কচিদ ব্রাহ্মণমন্ত্রয়োঃ।

তত্রানুবাদরূপত্বান্নজ্ঞাণাং গোণতেব্যতে।”

অর্থাৎ যে কোন জায়গায় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্ৰের পরস্পরের জন্ত পরস্পরের গোণত্ব প্রসঙ্গ হয়, তথায় মন্ত্ৰসকলেরই গোণার্থতা স্বীকৃত হইয়া থাকে, যেহেতু, মন্ত্ৰ অনুবাদস্বরূপ — অর্থাৎ ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েরই প্রকাশক বলিয়া তৎপরতন্ত্র হওয়ায় তাহার বিরোধী হইতে পারে না বলিয়া অনুবাদী হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণবাক্য অত্যন্তপ্রাপ্তবিষয়ক বিধি বলিয়া, তাহা প্রথমপ্রাপ্ত বলিয়া এবং তদন্ত বিষয় প্রামাণ্যন্তরের অগম্য (অবিষয়) বলিয়া তাহারই মুখ্যার্থতা এবং মন্ত্ৰের গোণার্থতা হওয়া যুক্তিযুক্ত।

গুণাদ্ বাপ্যভিধানং ত্রাং সম্বন্ধশ্চাশাস্ত্রহেতুত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “গুণাৎ—গুণানুসারে অর্থাৎ শকার্যসম্বন্ধরূপ গৌণবৃত্তি অনুসারে, “অপি বা”—আশঙ্কা নিরাসার্থক, “অভিধানং ত্রাং”—অভিধান অর্থাৎ অগ্নিকে ইন্দ্র বলিয়া উল্লেখ হয়, “সম্বন্ধস্ত অশাস্ত্র-হেতুত্বাৎ”—যে হেতু, সম্বন্ধ শাস্ত্র জন্তু নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বচনবলে ঐন্দ্রী ঋক্-গার্গপত্য অগ্নির উপস্থানের অঙ্গ হইবে অর্থাৎ গার্গপত্য অগ্নিরূপ অর্থ প্রকাশ করিবে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে, শত সহস্র বচনেও অশকা অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে না। ‘অগ্নি দিয়া সিন্ধু করিতেছে’ বলিলে শত সহস্র বচনেও কোন সঙ্গত অর্থ প্রকাশিত হইবে না। সুতরাং বচনবলে কিরূপে ঐন্দ্রী গার্গপত্যার্থ প্রকাশ করিবে? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব “গুণাৎ বাঃ অপি অভিধানং ত্রাং সম্বন্ধস্ত অশাস্ত্রহেতুত্বাৎ।”—সত্য বটে, শব্দ ও অর্থের যে শক্তিরূপ সম্বন্ধ, তাহা শাস্ত্রজন্তু নহে, তথাপি গুণগত সাদৃশ্য অনুসারে যেমন মাণবককে অগ্নি বলা হয়, সেইরূপ এ স্থলেও গুণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গার্গপত্য অগ্নিকেও ইন্দ্র বলা যায়। ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের সাধন, গার্গপত্য অগ্নিও সেইরূপ যজ্ঞ-সম্পাদক, কিংবা ইন্দ্র যেমন ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন, কেন না, ঐশ্বর্য্যার্থক ইন্দি (ইন্দ্) ধাতু হইতে ইন্দ্র এই পদটি নিম্ন হইয়াছে, গার্গপত্য অগ্নিও সেইরূপ স্বকার্য্যে ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন হইতেছে। এই কারণে তাহাকেও ইন্দ্রশব্দে উল্লেখ করা যায়। অতএব সাদৃশ্য হেতু কিংবা ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু গার্গপত্য অগ্নি ও ইন্দ্রশব্দপ্রকাশ বলিয়া ইন্দ্রপ্রকাশক যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার উপস্থান বিধান অন্ত্যায়্য নহে। ইতি ২য় ঐন্দ্রী—অধিকরণ।

তথাহ্বানমপীতি চেৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “আহ্বানম্ অগ্নি”—আহ্বানমন্ত্রও, “তথা”—ঐরূপ অর্থাৎ ঐন্দ্রী ঋকের ত্রায় অবধার্থ (অসমবেতার্থ) হইবে, “ইতি

চেৎ—এইরূপ যদি বলা হয়। কেহ পূৰ্বপক্ষ কৰিতেছেন যে, “হবিষ্কদেহি” এই আহ্বানমন্ত্ৰও ঐরূপ অর্থার্থ হইবে। (পূৰ্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐতিমধ্যে দৰ্শপূৰ্ণমাসপ্রকরণে “হবিষ্কদেহি ইতি ত্ৰিষবল্পমাস্বয়তি” অর্থাৎ “হবিষ্কং আমুন” এই বলিয়া তিনবার অবঘাত কৰিতে কৰিতে আহ্বান কৰিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সন্দেহ এই যে, এই মন্ত্ৰটি কি গোণার্থক হইয়া অবঘাতের অঙ্গ হইবে, অথবা এ স্থলে অবঘাতই লক্ষণাবলে কালবোধক হইবে? ইহাতে পূৰ্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঐন্দ্রী ঋক্-যেমন গোণার্থক হইয়া গার্হপত্য অগ্নির অঙ্গ, এ স্থলের এই আহ্বান মন্ত্ৰটিও সেইরূপ অবঘাতের অঙ্গ হইবে, যেহেতু, এইরূপ হইলে ‘অবহন্তি’ ঐতিম অঙ্গুসরণ করা হয়। আর মন্ত্ৰে ‘এহি’ পদ থাকায় মন্ত্ৰের স্বরূপ হইতেই আহ্বান প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া আহ্বানবাচক ‘এহি’ এই পদটি লক্ষণাবলে অবঘাতকে বুকাইবে। আর ‘হবিষ্কং’ এই পদটিও লক্ষণাবলে অবঘাতকে বুকাইবে অর্থাৎ অবঘাতই মন্ত্ৰপ্রকাশ্য হবিষ্কং—হবিষ্করণের কৰ্ত্তা। সুতরাং এই মন্ত্ৰটির আহ্বানে বিনিয়োগ হইবে না, কিন্তু ইহা অবঘাতেই বিনিযুক্ত হইবে অর্থাৎ ইহা আহ্বানের অঙ্গ নহে, কিন্তু অবঘাতেরই অঙ্গ হইবে।

ন কালবিধিচ্চোদিতত্বাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্গুস্বার্থ। “ন”—না অর্থাৎ পূৰ্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে—আহ্বান অবঘাতের অঙ্গ নহে, “কালবিধিঃ—(ইহা) কালবিধি অর্থাৎ কালের বোধক, “চোদিতত্বাৎ”—যেহেতু, অবঘাত বাক্যাস্তরের দ্বারা চোদিত অর্থাৎ বোধিত হইয়াছে। (সিদ্ধান্তঃ)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূৰ্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, অবঘাতের উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰটি বিনিযুক্ত হইবে, তাহা সন্মত নহে, কিন্তু এ স্থলে “ত্ৰিঃ আহ্বয়তি” এই অংশে ত্ৰিষই বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহার দ্বারা অর্থাপত্তিবলে কাল বিহিত হইয়াছে, যেহেতু, ত্ৰিষ নিত্য প্রাপ্ত নহে; কারণ, কোন শাখায় একবার, কোন শাখায় দুইবার এবং কোন শাখায় বা তিনবার মন্ত্ৰপাঠ বিহিত আছে। এই কারণে ত্ৰিষ অনিয়ত বলিয়া তাহারই বিধান করা হইয়াছে। আর তিনবার আবৃত্তির বিধান থাকায়

একবার পাঠে যে সময় যায়, সেই সময়ের অধিক সময় ব্যতীত তিনবার পাঠ উপপন্ন হয় না বলিয়া অধিক সময়রূপ কাল অর্থাপত্তি দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে। আর এ স্থলে আহ্বান মন্ত্রসামর্থ্য বশতঃ (মন্ত্রের অর্থপ্রকাশকতা শক্তি অনুসারে) প্রাপ্ত বলিয়া তাহা বিধেয় নহে, কিন্তু অনুবাদ; কারণ, আহ্বান বিনা 'এহি' এই মন্ত্রের পাঠ সম্ভব হয় না। সুতরাং কাল এবং মন্ত্রের বিধি হওয়ায় যে বাক্যভেদ হইবে, তাহাও হইতে পারিবে না। এ স্থলে "ত্রিরব্রহ্মস্বয়তি" ইহার ফলিতার্থ এইরূপ—অবঘাতকালীন যে আহ্বান, তাহার তিনবার অভ্যাস (আবৃত্তি) করিতে হইবে। কারণ, 'অবঘ্নন' এই পদে শত্ৰুপ্রত্যয় রহিয়াছে। আর "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" অর্থাৎ 'ক্রিয়ার লক্ষণ (পরিচয়) অর্থে এবং হেতু অর্থে শত্ৰু প্রত্যয় হয়' এই পাণিনীর নিয়মানুসারে এখানে লক্ষণ অর্থে শত্ৰু প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া অবঘাত আহ্বানের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক।

গুণাভাবাৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণাভাবাৎ"—গুণ অর্থাৎ সাদৃশ্য নাই বলিয়া (অবহস্তিপদবাচ্য অবঘাত গোঁগবৃত্তি অনুসারে হবিষ্কৃৎ হইতে পারে না।)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অবঘাতও হবিঃ সম্পাদন করে বলিয়া তাহাকে গোঁগী বৃত্তি অনুসারে হবিষ্কৃৎ বলা যাইবে না কেন? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব যে, এ স্থলে গুণ নাই বলিয়া 'অবহস্তি' হবিষ্কৃৎ হইতে পারে না। কারণ, 'অবহস্তি' ক্রিয়া অচেতন বলিয়া তাহা মন্ত্রহ 'এহি' এই পদের বিষয় হয় না। আর তাহা হইলে মন্ত্রের 'এহি' পদগত আমন্ত্রণ বিভক্তি, প্রৈব এবং মধ্যমপুরুষ—এইগুলি সব ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই কারণে মন্ত্রটি অবঘাতপর নহে অর্থাৎ অবঘাতের অঙ্গ নহে। কিন্তু, যজ্ঞমানের পত্নীই হবিষ্কৃৎ।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গাৎ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জাগক হেতু আছে বলিয়া, "চ"—ও। লিঙ্গ অর্থাৎ জাগক হেতু আছে বলিয়াও যজ্ঞমানপত্নীই হবিষ্কৃৎ।

ভাষ্যভাবার্থ। অবধাত যে হবিষ্কৃৎ হইতে পারে না, কিন্তু যজ্ঞমান-পত্নীই যে হবিষ্কৃৎ, তাহার হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গাৎ চ”। ঋতি বলিতেছেন—“বাগ্ বৈ হবিষ্কৃৎ বাচমেবৈতদাহ্বয়তি” অর্থাৎ “বাকুই হবিষ্কৃৎ; বাকুকেই এইরূপে আহ্বান করা হয়।” এস্থলে ঋতিতে বাকুকে হবিষ্কৃৎ বলা হইয়াছে। যজ্ঞমান-পত্নীর সহিত বাকের সাদৃশ্য আছে; কারণ, বাক্ ও স্ত্রী এবং যজ্ঞমানপত্নীও স্ত্রী। কিন্তু ‘অবহস্তি’র সহিত বাকের কোনও সাদৃশ্য নাই; যে হেতু, ‘অবহস্তি’ ক্রিয়াপদ বলিয়া পুল্লিঙ্গও নহে, স্ত্রীলিঙ্গও নহে এবং নপুংসক লিঙ্গও নহে। অতএব অবহস্তি (অবধাত) গৌণবৃত্তি অত্বসারে হবিষ্কৃৎ হইতে পারে না।

বিধিকোপশ্চোপদেশে স্মৃৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “বিধিকোপঃ চ”—বিধির কোপ অর্থাৎ নির্বিষয়তা, “উপদেশে”—উপদেশ হইলে অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রটি অবধাত উদ্দেশ্যে বিহিত হইলে, “স্মৃৎ”—হয়। যদি “হবিষ্কৃদেহি” এই মন্ত্রটি অবধাতের উদ্দেশ্যে বিহিত হয়, তাহা হইলে অন্য বিধির বাধা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রটি যে অবধাতের অঙ্গ নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন। অভ্যস্তরে “অপহতং রক্ষ ইত্যবহস্তি” এবং “অপহতা বাতুধানা ইত্যবহস্তি” এই বলিয়া অবধাত মন্ত্রের বিধান করা হইয়াছে। আবার এস্থলেও অবধাতে মন্ত্রের বিধান করা হইয়াছে, এরূপ বলিলে অন্য ঋতিবিহিত মন্ত্রবিধিটির ব্যাকোপ অর্থাৎ বাধা হয়। কারণ, এরূপ হইলে বিকল্প অত্বসারে উভয়েরই বিধায়কতা স্বীকার করিতে হয়। আর বিকল্প স্বীকার করিলে পক্ষে অপ্রাপ্তি এবং বাধও হইয়া থাকে। আরও গতাস্তর থাকিলে বিকল্প স্বীকার করা উচিত নহে। যেহেতু, তাহা অষ্টদোষদৃষ্ট। এই কারণে এখানে ‘হবিষ্কৃৎ’ মন্ত্রটিকে আহ্বানান্ন বলিলে যখন কোনও বিরোধ হয় না, তখন ইহাকে অবধাতের অঙ্গ বলা উচিত নহে। ইতি ৩য় হবিষ্কৃৎ-মন্ত্রের বিনিয়োগাধিকরণ।

তথোত্থানবিসর্জনে ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্বাধিকরণোক্ত ‘অবহন্তু’

পদটি যেমন কাললক্ষক, সেইরূপ “উত্থানবিসৰ্জনে”—উত্থান এবং বিসৰ্জন অর্থাৎ বাক্যভাগ ও (কাললক্ষক)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঋতি বলিতেছেন—
 “উত্তিষ্ঠন্নবাহ অগ্নীদগ্নান্ বিহরেতি” (তৈঃ সং ৬।৩।১) অর্থাৎ “অগ্নীদগ্নান্ বিহর
 এই মন্ত্রটি দাঁড়াইয়া বলিবে”, এবং “ব্রতং কৃণুত ইতি বাচ্য বিসৃজতি” (তৈঃ সং
 ৬।২।৪) অর্থাৎ “ব্রতং কৃণুত” এই মন্ত্র বলিয়া বাক্য বিসৰ্জনে (বন্ধ) করিবে।
 এস্থলে উত্থান এবং বাক্যবিসৰ্জনের উদ্দেশ্যেই কি উক্ত মন্ত্র দুইটি বিহিত হইয়াছে,
 অথবা পূর্বাধিকরণের জায় এখানেও উত্থান এবং বিসৰ্জনে শব্দ দুইটি কাললক্ষক,
 এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে কাল বিধেয়, অথচ
 পূর্বাধিকরণের অবঘাতকাল যেমন অর্থতঃ প্রাপ্ত, এস্থলে সেরূপ অর্থাৎ প্রাপ্তি
 নাই। এই কারণে ইহা মন্ত্রবিধি; কারণ, কাল এস্থলে যদি বিধেয় হয়, তাহা
 হইলে বিধিতে লক্ষণা হইতে পারে না। সুতরাং উত্থান এবং বিসৰ্জনে যে
 কাললক্ষক হইবে, তাহা বলা সঙ্গত নহে। কিন্তু উক্ত দুইটি মন্ত্রের ‘অগ্নীৎ’ এবং
 ‘ব্রত’ এই দুইটি পদ উত্থান এবং বাক্যবিসৰ্জনে অর্থে লক্ষণা করিয়া উক্ত কর্ম্মভয়ের
 মন্ত্রদুইটির বিনিয়োগ স্বীকার করা উচিত। এইপ্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত
 বলা হইয়াছে “তথোত্থানবিসৰ্জনে।” ইহা অতিদেহশব্দ। এই কারণে
 পূর্বাধিকরণের যুক্তিনিচয় এস্থলেও অনুসরণীয়। অগ্নিবিহরণপ্রৈষ এবং পরঃগান
 ব্রতসম্পাদনে প্রৈষই মন্ত্রদুইটির অর্থ; কিন্তু উত্থান এবং বিসৰ্জনে উহার অর্থ নহে।
 এই কারণে মন্ত্রদুইটি উত্থান এবং বিসৰ্জনের অর্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়া
 উক্ত কর্ম্মে মন্ত্র দুইটির বিনিয়োগ হইতে পারে না। এই কারণে এস্থলে লক্ষণা
 করিয়া কালেরই বিধান করা হইয়াছে বলিতে হয়। ইতি ৪র্থ অগ্নিবিহরণাদিমন্ত্র-
 বিনিয়োগাধিকরণ।

সূক্তবাক্যে চ কালবিধিঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সূক্তবাক্যে”—সূক্তবাক্যশব্দযুক্ত বিধিবাক্যে,
 “চ”—ও, “কালবিধিঃ”—কালের বিধান করা হইয়াছে, “পরার্থত্বাৎ”—
 যেহেতু তাহা (সূক্তবাক্য) পরার্থ অর্থাৎ অন্ত্যর্থ-প্রকাশক।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ঋতি বলিতেছেন—“সুক্ত-
বাকেন প্রস্তরং প্রহারতি” অর্থাৎ “সুক্তবাকের দ্বারা (সুক্তবাকনামক মন্ত্রবিশেষের
দ্বারা) প্রস্তর প্রহার করিবে অর্থাৎ প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টি অগ্নিতে প্রহার অর্থাৎ
প্রক্ষেপ করিবে।” এস্থলে প্রস্তর প্রহারের উদ্দেশ্যেই কি সুক্তবাক বিহিত
হইয়াছে, অথবা কাল লক্ষিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী
বলিতেছেন “সুক্তবাকে চ কালবিধিঃ”—পূর্বোক্ত দুইটি অধিকরণের নিয়ম
অনুসারে সুক্তবাকবাক্যে ‘সুক্তবাকেন’ এই পদটিতে লক্ষণাবলে কালেরই বিধান
করা হইয়াছে। ষৎকালে হোতা সুক্তবাক মন্ত্রটি পাঠ করিতে থাকিবেন, তখন
অধ্বর্যু অগ্নিতে প্রস্তর প্রহার করিবেন অর্থাৎ কুশমুষ্টি নিক্ষেপ করিবেন—এইরূপে
লক্ষণাবলে কালের বিধি হইয়াছে। ইহার হেতু বলিতেছেন “পরার্থত্বাৎ”—যেহেতু
সুক্তবাক প্রস্তরপ্রহাররূপ কর্মের অর্থ প্রকাশ করিতেছে না। কারণ, সুক্তবাক-
মন্ত্রে “অগ্নিরিদং হবিরজুবত অধীবুধত মহো জ্যায়োহকৃত” এইরূপ পাঠ করা হয়।
আর ইহার কলিতার্থ এই যে, পুরোডাশ সেবায় (ভক্ষণে) বুদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি সেই
ষজমানের মধ্যে তেজের আধিক্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তর প্রহারের সহিত এই
মন্ত্রটির কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই—কারণ, ইহা প্রস্তর প্রহারের কোনও অর্থই
প্রকাশ করিতেছে না। আর যে মন্ত্র যে কর্মের অর্থ প্রকাশ করে না, সম্ভব-
পক্ষে তাহাকে সেই কর্মের অঙ্গ বলা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে মন্ত্রটি অসম-
বেতার্থ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্বপক্ষ।

উপদেশো বা যাজ্য্যাশব্দো হি নাকস্মাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উপদেশঃ”—প্রস্তর প্রহারণের অঙ্গরূপে বিধি,
“বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “হি”—যেহেতু, “যাজ্য্যাশব্দঃ ন অকস্মাৎ”—
অকস্মাৎ যাজ্য্যাশব্দ অর্থাৎ অর্থবাদমধ্যে সুক্তবাককে যাজ্য্যা বলিয়া উল্লেখ
হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা
হইতেছে—“উপদেশো বা” অর্থাৎ “সুক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহারেৎ” ইহা কালবিধি
নহে, কিন্তু প্রস্তর প্রহারণের প্রতি মন্ত্রের অঙ্গত্বাৎ বিধি অর্থাৎ সুক্তবাক যে মন্ত্রের
অঙ্গরূপে পাঠ্য, তাহারই বিধান করা হইয়াছে। যেহেতু, ‘সুক্তবাকেন’ এস্থলে

তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে। আর এই তৃতীয়া ঋতিই মন্ত্রটির অঙ্গতা বিজ্ঞাপন করিতেছে। অত্রথা অর্থবাদমধ্যে “হুক্তবাক এব বাজ্যা প্রস্তরো হবিঃ” অর্থাৎ “হুক্তবাকই বাজ্যা এবং প্রস্তরই (কুশযুষ্টিই) হবিঃ”, এই প্রকারে হুক্তবাককে অকস্মাৎ বাজ্যা বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না; কারণ, বাহা হোমের সাধন—যে মন্ত্রের দ্বারা হোতা বাগাদ্ দেবতার পূজা করেন, তাহারই নাম বাজ্যা। এস্থলে হুক্তবাক যদি প্রস্তর প্রহরণ (দর্ভযুষ্টিপ্রক্ষেপ) রূপ হোমের মন্ত্র না হয়, তাহা হইলে অর্থবাদমধ্যে তাহাকে যে বাজ্যা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। অতএব হুক্তবাক প্রস্তর প্রহরণের অঙ্গ। যদি বলা হয়, মন্ত্র এবং প্রহরণের অবয়ব হইতে পারে না, কারণ, তাহাতে মন্ত্রটি অসমবেতার্থ হয়, তাহা হইলে বলিব, এস্থলে দেবতা দ্বারা মন্ত্র ও প্রহরণের অবয়ব হইতে পারে।

স দেবতার্থস্তৎসংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। “সঃ”—সেই প্রস্তরপ্রহার, “দেবতার্থঃ”—দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত হয়, “তৎসংযোগাৎ”—তাহার সহিত অর্থাৎ হুক্তবাকের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রস্তরের যে প্রহরণ, তাহা সাগ নহে, যেহেতু তাহা কেবল অগ্নিতে প্রক্ষেপমাত্রই বুঝায়, কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রক্ষেপ বুঝায় না। তাহা হইলে বলিব, “স দেবতার্থঃ”—সেই যে প্রস্তর-প্রহার তাহা দেবতার উদ্দেশ্যেই করা হয় বলিয়া তাহা সাগই বটে। যদি বলা হয়, এস্থলে যখন দেবতাই ঋত নাই, তখন কিরূপে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ (প্রক্ষেপ) হইবে? তাহা হইলে বলিব “তৎসংযোগাৎ”—এখানে দেবতা মাস্ত্রবর্ণিকী—“অগ্নিরিদং হবি রজুবত” ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ হইতেই দেবতা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া মন্ত্রসম্বন্ধলব্ধ। সুতরাং ‘হুক্তবাকেন’ এস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি থাকার উক্ত তৃতীয়া ঋতির দ্বারা মন্ত্রটির প্রহরণাঙ্গতা সিদ্ধ হয়। আর সেই মন্ত্রসম্বন্ধবিশিষ্ট প্রহরণ সাগই হইয়া থাকে। অতএব মন্ত্রটি অগ্ন্যাদি দেবতা প্রকাশ করার দৃষ্টার্থক। আর সেই দেবতার দ্বারা প্রহরণের সহিত অঙ্গিত হইতে পারে।

প্রতিপত্তিরিতি চেৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রতিপত্তিঃ ইতি চেৎ”—যদি বলা হয়, প্রস্তরেরঃ যে প্রহার, তাহা প্রতিপত্তিকর্ম। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। প্রস্তরপ্রহারকে যে বাগ বলা হইয়াছে, তাহাতে পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, উহা বাগ হইতে পারে না ; কারণ, উহা প্রতিপত্তি কর্ম। প্রস্তর অর্থাৎ কুশমুষ্টি স্ফু-ধারণে বিনিযুক্ত হইয়াছিল ; কারণ, দর্ভমুষ্টির উপরেই স্ফু (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) রাখিবার বিধান আছে। আর অবশেষে তাহার যে অগ্নিতে প্রক্ষেপ, তাহা প্রতিপত্তি কর্ম ছাড়া আর কিছু নহে ; কারণ, যে সমস্ত দ্রব্যাদির দ্বারা প্রথমে বাগাজ্ঞ ক্রিয়া নির্বাহিত হয়, সেইগুলি লইয়া যে উদীচ্য কর্ম করা হয় (শেষকালে যে ক্রিয়া করা হয়), তাহাই প্রতিপত্তি কর্ম। আর প্রতিপত্তি কর্ম তত্ত্বদ্রব্যেরই সংস্কারক হইয়া বাগীর অপূর্বের ধারক হইয়া থাকে—তাহার প্রভাবে বাগীর অপূর্বটি স্থায়ী হয়, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র অদৃষ্টের জনক হয় না। সুতরাং প্রস্তরপ্রহারকে বাগ বলিলে স্বতন্ত্র অদৃষ্ট (অপূর্ব) কল্পনা করিতে হয় বলিয়া তাহা বাগ হইতে পারে না।

শ্চিষ্টকৃদ্বত্নভয়সংস্কারঃ শ্রাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “শ্চিষ্টকৃদ্বৎ”—শ্চিষ্টকৃৎ হোমের শ্রায়, “উভয়-সংস্কারঃ শ্রাৎ”—(প্রহরণ) উভয়সংস্কারক হইবে অর্থাৎ প্রহরণ প্রস্তরেরঃ সংস্কার করিবে এবং বাগ হইয়া অদৃষ্টও জন্মাইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, “উভয়সংস্কারঃ শ্রাৎ”—প্রস্তরপ্রহার প্রতিপত্তি কর্মও হইবে এবং বাগ নিষ্পন্ন করিয়া অদৃষ্টও জন্মাইবে। ইহার উদাহরণ বলিতেছেন “শ্চিষ্টকৃদ্বৎ”—শ্চিষ্টকৃৎহোম যেমন হোমীয় আজ্যাদি দ্রব্যের সংস্কার সম্পাদন করিয়া প্রতিপত্তিকর্ম হয়, আবার তাহা বাগও হয় ; কেন না, তাহাতে দ্রব্যদেবতা সম্বন্ধ রহিয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। আর প্রতিপত্তি কর্ম হইলে বাগ হইতে পারিবে না, এইরূপ বাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, দ্রব্যদেবতা সম্বন্ধই বাগত্বের নিয়ামক। তাহা

যেখানে থাকিবে, সেই কণ্ঠটি প্রতিপত্তি হইলেও বাগ হইবে আর তাহা যেখানে থাকিবে না; তাহা প্রতিপত্তি না হইলেও বাগ হইবে না। আর প্রতিপত্তিকে বাগ বলিলে অদৃষ্টকল্পনা-প্রসঙ্গ হয়, এই প্রকার বাহা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মৃতি নহে, কারণ, প্রতিপত্তি কর্ত্তে নিয়মাপূৰ্ণ স্বীকৃত হয় বলিয়া তাহাও অদৃষ্টের (অপূৰ্ণের) হেতু হইয়া থাকে। অতএব প্রস্তরপ্রহার প্রতিপত্তি কর্ত্ত হইলেও তাহা বাগ। আর সূক্তবাক তাহারই অঙ্গীভূত মন্ত্ৰ। ইতি ৫ম সূক্তবাক্যাদিকরণ।

কৃৎস্নোপদেশোভয়ত্র সৰ্ব্ববচনম্ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “কৃৎস্নোপদেশাৎ”—কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র (সূক্তবাকের) উপদেশ অর্থাৎ পাঠ বিহিত হইয়াছে বলিয়া, “উভয়ত্র”—উভয়ত্র অর্থাৎ দর্শে এবং পূর্ণমাসে উভয় স্থলেই, “সৰ্ব্ববচনম্”—সমগ্র সূক্তবাক পাঠ্য। দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয় স্থলেই সমগ্র সূক্তবাক পাঠ্য, যে হেতু কৃৎস্ন সূক্তবাকই পঠিতব্য বলিয়া উপদেশ (বিধি) আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—“সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি”। ইহাতে সংশয় এই যে, পৌর্ণমাসী বাগেও সমগ্র সূক্তবাক পঠিতব্য এবং অমাবস্ত্যাবাগেও সমগ্র সূক্তবাক পঠনীয়, ইহাই কি বিধির অর্থ অথবা সূক্তবাকমন্ত্ৰের সামর্থ্য অনুসারে (অর্থপ্রকাশকতা অনুসারে) কিয়দংশ পৌর্ণমাসে পাঠ্য এবং কিয়দংশ দর্শে পঠিতব্য, ইহাই উহার অর্থ? ইহাতে পূৰ্ণপক্ষবাদী বলিতেছেন “উভয়ত্র সৰ্ব্ববচনম্”—দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয় স্থলেই সমগ্র সূক্তবাক পঠনীয়। কারণ, “কৃৎস্নোপদেশাৎ”—সমগ্র মন্ত্ৰটিই যখন সূক্তবাক নামে অভিহিত হয়, আর ঋতিও যখন “সূক্তবাকেন” এই প্রকারে অবিভক্ত সূক্তবাকেরই উল্লেখ করিতেছেন, তখন দর্শে কিয়দংশ এবং পূর্ণমাসে কিয়দংশ পাঠ করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিই থাকিতে পারে না। আর যদি সেক্ষেপভাবে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে তাহা সূক্তবাক হইবে না। কারণ, সমষ্টিক ই যখন সূক্তবাক পদবাচ্য, তখন একটি কম হইলে যেমন আর বিংশতি থাকে না, সেইরূপ একটি পদও যদি কম করিয়া পড়া হয়, তাহা হইলে তাহা সূক্তবাক হইবে না। অতএব উভয়ত্র সমগ্রই পাঠ্য। ইতি পূৰ্ণপক্ষ।

যথার্থং বা শেষভূতসংস্কারাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্কনার্থ। “যথার্থং”—অর্থ অনুসারে অর্থাৎ মন্ত্রের সামর্থ্য অনুসারে আংশিকভাবে প্রয়োগ হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “শেষভূতসংস্কারাৎ”—যেহেতু (মন্ত্রের দ্বারা) শেষভূত সংস্কার অর্থাৎ কর্মের অঙ্গের সংস্কার হইয়া থাকে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন সমগ্র হুক্তবাক পাঠ্য, তাহা হইতে পারে না, কিন্তু “যথার্থং বা”—যে যে অংশ কর্মাদ্রব্য অথবা দেবতার প্রকাশক, সেই সেই অংশই পঠনীয় । কারণ,—“শেষভূতসংস্কারাৎ”—মন্ত্র সকল যে অল্পেই পদার্থের সংস্কার করিয়া দৃষ্ট উপকার সাধন করিয়া থাকে, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর যে অংশের দ্বারা অল্পেই পদার্থের বা তদঙ্গ-দ্রব্য দেবতাদির সংস্কার সাধিত হয় না, তাহা যদি পঠিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রটি নিরর্থক অথবা অদৃষ্টার্থক হইয়া থাকে । কিন্তু সম্ভবপক্ষে মন্ত্রের অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করা হয় না । ইতি সিদ্ধান্ত ।

বচনাদিতি চেৎ ॥ ১৮ ॥ (আঃ)

অঙ্কনার্থ। “বচনাৎ”—বচন আছে বলিয়া, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয় ।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা উত্থাপন করা হইতেছে “বচনাৎ” ইত্যাদি । পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, বাচনিক অর্থে যুক্তির আশ্রয় হইতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত । আর এস্থলে সমগ্র হুক্তবাকই যে পাঠ্য, তদ্বিষয়ে “হুক্তবাকেন” ইত্যাদি প্রতিবচনই রহিয়াছে । সুতরাং মন্ত্রের অদৃষ্টার্থকতা-প্রসঙ্গ আপাদন করিয়া সিদ্ধান্তবাদী বাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে প্রয়োজ্য নহে । অতএব উভয়ত্র সমগ্র হুক্তবাকই পাঠ্য । ইতি আশঙ্কা ।

প্রকরণবিভাগাদুভে প্রতি কৃৎসনশব্দঃ ॥ ১৯ ॥ (আঃ নিঃ)

অর্থঃ। “প্রকরণবিভাগঃ”—প্রকরণবিভাগ নাই বলিয়া অর্থাৎ দর্শ এবং পূর্ণমাসের মধ্যে প্রকরণগত বিভাগ নাই বলিয়া, “উভে প্রতি”—দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়ের (সমষ্টির) প্রতি, “কৃৎসনশব্দঃ”—কৃৎসন অর্থাৎ সমগ্র (একটি) শূক্তবাক উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থঃ। দর্শ ও পূর্ণমাস উভয়ে মিলিত হইয়া একটি কর্ম। আর প্রস্তর প্রহার দর্শেও কর্তব্য এবং পূর্ণমাসেও কর্তব্য বলিয়া দুইবার তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই দুইবারই শূক্তবাক পাঠ করিতে হয়। সুতরাং দর্শের এবং পূর্ণমাসের প্রস্তর-প্রহার দুইটি হইলেও সমষ্টি ধরিয়া যেমন তাহাকে একটি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ শূক্তবাকেরও কিয়দংশ দর্শে এবং কিয়দংশ পূর্ণমাসে পঠিত হইলে সাকল্যে সমগ্র শূক্তবাকই পঠিত হয়। এইরূপ অর্থেই এখানে কৃৎসন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে সমগ্র অংশই যে শূক্তবাকপদবাচ্য—ন্যূনাধিক হইলে আর শূক্তবাক হইবে না, একরূপ নহে। কিন্তু এক একটি মন্ত্রই শূক্তবাক নামে অভিহিত হয়। আর সকলের মধ্যেই শূক্তবাকস্ব সামান্য থাকে বলিয়া “শূক্তবাকেন প্রস্তরঃ প্রহরতি” এস্থলে জাত্যভিপ্রায়ে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব যে কর্মে যে শূক্তবাক মন্ত্র সমবেতার্থ হয়, তাহাতে তাহাই পঠনীয় বলিয়া পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তায় বিভক্ত করিয়াই শূক্তবাক পাঠ করা উচিত।* ইতি ৬ষ্ঠ শূক্তবাকাদিকরণ।

* বার্তিকাকার বলেন, শূক্তবাক শব্দটি সমুদায়বাচী হইলেও যে কর্মে যে অংশ অবিতার্থ হয় না, তাহাতে তাহা পাঠ করিলে উহা আর শূক্তবাক থাকে না; কিন্তু দুঃস্বপ্নবাক হইয়া পড়ে; যেহেতু “শূক্তং বক্তি” অর্থাৎ ‘বাহা শূক্ত (শোভন উক্ত অর্থাৎ যাগ-কালে সম্যক উক্ত) সেই সেই দেবতার বিষয় বলে অর্থাৎ প্রকাশ করে, এই প্রকার ব্যাৎপত্তি অনুসারে শূক্তবাক শব্দটি ইষ্ট (ইচ্ছামান) দেবতার প্রকাশক। এই কারণে ইহা সমুদায়ের রূঢ় (প্রসিদ্ধ) হইলেও ভাগে বৌগিক বলিয়া বৌগিক অর্থ অনুসারে এখানে বিভক্তভাবেই পঠিত হইবে।

লিঙ্গক্রমসমাখ্যানাৎ কাম্যযুক্তং সমান্নাতম্ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “লিঙ্গক্রমসমাখ্যানাৎ”—লিঙ্গযুক্ত ক্রম এবং লিঙ্গ-যুক্ত সমাখ্যা অনুসারে, “কাম্যযুক্তং”—কাম্যযুক্ত অর্থাৎ কাম্য ইষ্টির অঙ্গ সম্পাদনের জন্ত, “সমান্নাতম্”—ইন্দ্রাগ্নাদি কাণ্ড আন্নাত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে কাম্য ইষ্টির (বাগের) কাণ্ডে “ঐন্দ্রাগ্ন্যমেকাদশকপালম্ নির্বপেৎ” ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতায়ুক্ত কর্ত্ত্ব আন্নাত (উপদিষ্ট) হইয়াছে। আবার মন্ত্রকাণ্ডে ঠিক সেই ক্রমে অর্থাৎ যে ক্রমে ইন্দ্রাগ্নাদি দেবতায়ুক্ত ইষ্টি (বাগ) কর্ত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রমে লিঙ্গযুক্ত সেই সেই কর্ত্ত্বের সেই দেবতা-প্রকাশক “ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সকলও কাম্যবাজ্যানুবাক্যাকাণ্ড নামে সমাখ্যাত হইয়াছে। ইন্দ্র এবং অগ্নি দেবতার প্রকাশক ঐ যে বাজ্যা এবং পুরোহুবাক্যা, তাহা কি লিঙ্গ (অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য) অনুসারে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবতায়ুক্ত যে কোন কর্ত্ত্বের অঙ্গ হইবে, অথবা ক্রম এবং সমাখ্যা অনুসারে উহা ঐ ইন্দ্রাগ্নিদেবতায়ুক্ত ইষ্টিরই অঙ্গ হইবে—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঐ বাজ্যা এবং পুরোহুবাক্যা ইন্দ্রাগ্নাদি দেবতায়ুক্ত যে কোনও কর্ত্ত্বেরই অঙ্গ হইবে; কারণ, উহার লিঙ্গ অনুসারে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রকাশক। আর লিঙ্গ ক্রম এবং সমাখ্যা হইতে প্রবলই হইতেছে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“কাম্যযুক্তং সমান্নাতম্”—সেই সেই ইষ্টিলিঙ্গানুসারী ক্রম এবং সমাখ্যা অনুসারে ইন্দ্রাগ্নাদি দেবতা-প্রকাশক ঐ বাজ্যা এবং পুরোহুবাক্যা সেই সমস্ত কাম্য ইষ্টিতেই বিনিযুক্ত হইবে অর্থাৎ তাহারই অঙ্গ হইবে; কারণ, “লিঙ্গক্রমসমাখ্যানাৎ”—এই সমস্ত কর্ত্ত্বের যে লিঙ্গক্রম, মন্ত্রেরও ঠিক সেই লিঙ্গক্রম হইতেছে। আর এ-স্থলে লিঙ্গ—ক্রম এবং সমাখ্যাকে যে বাধিত করিবে, তাহা পারিবে না, কারণ, ক্রম এবং সমাখ্যা এখানে লিঙ্গের উপজীব্য হইতেছে। যেহেতু, লিঙ্গ কেবল ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বরূপমাত্র প্রকাশিত করিয়া দেয়। কিন্তু কেবল-মাত্র দেবতার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা মন্ত্র ও কর্ত্ত্বের অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধ হয় না—কোন মন্ত্রটি কোন কাণ্ডের, কোন কর্ত্ত্ব কি ক্রমে বিনিযুক্ত হইবে, তাহা লিঙ্গের

দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। আর তাহা না হইলে কেবলমাত্র দেবতা প্রকাশের দ্বারা মন্ত্রটি কাজে আসে না। এই কারণে সমাখ্যা এবং ক্রম অনুসারে মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। আর তাহা হয় বলিয়া ইন্দ্রাদি-প্রকাশক বাজ্যা এবং পুরোহিত্যাক্য। কাম্যেষ্টিকাণ্ডেই ইষ্টির ক্রমানুসারে ইন্দ্রাদিদেবতায়ুক্ত কর্ত্তে বিনিযুক্ত হইবে, অথচ হইবে না। ইতি ৭ম লিঙ্গের দুর্বলপ্রমাণোপজীবিতা অধিকরণ।

অধিকারে চ মন্ত্রবিধিরতদাখ্যেযু শিষ্টত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “অধিকারে”—প্রকরণে, “মন্ত্রবিধিঃ”—মন্ত্রবিধি অর্থাৎ যে মন্ত্র বিহিত হইয়াছে তাহা, “অতদাখ্যেযু চ”—অতদাখ্য (তত্র অর্থাৎ প্রকরণে আখ্যা অর্থাৎ উল্লেখ যাহাদের তাহা তদাখ্য) অর্থাৎ যাহা প্রকরণে উল্লিখিত নহে, তাদৃশ মন্ত্রেও অর্থাৎ প্রকরণে উল্লিখিত এবং প্রকরণে অনুল্লিখিত মন্ত্রে, “শিষ্টত্বাৎ”—যেহেতু, শিষ্ট অর্থাৎ ‘আগ্নেয়ী’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “আগ্নেয়া আগ্নীধ্রুপতিষ্ঠতে ঐন্দ্র্যা সদঃ বৈষ্ণব্যা হবির্ধানম্” অর্থাৎ “আগ্নেয়ী (অগ্নিদেবতা-প্রকাশক) ঋকের দ্বারা আগ্নীধ্রু নামক মণ্ডপের উপস্থান (পূজা) করিবে, ঐন্দ্রী (ইন্দ্রদেবতা-প্রকাশক) ঋকের দ্বারা সদোনামক মণ্ডপের এবং বৈষ্ণবী (বিষ্ণুদেবতা-প্রতিপাদক) ঋকের দ্বারা হবির্ধাননামক মণ্ডপের উপস্থান করিবে।” এ স্থলে আগ্নেয়ী প্রভৃতি ঋকের দ্বারা মণ্ডপের যে উপস্থান বিহিত হইয়াছে, তাহা কি তৎক্রতুপ্রকরণে পঠিত আগ্নেয়ী প্রভৃতি ঋকের দ্বারা কর্তব্য, অথবা দাশতরী পঠিত (ঋগ্বেদে উক্ত) যে কোনও আগ্নেয়ী প্রভৃতি ঋকের দ্বারা অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—দাশতরী পঠিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধিনী যে কোনও ঋকের দ্বারাই মণ্ডপের উপস্থান কর্তব্য; কারণ, লিঙ্গ অনুসারে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋতি বলিতেছেন—“আগ্নেয়া আগ্নীধ্রু” ইত্যাদি। আর ‘অগ্নি দেবতা বাহার তাহাই আগ্নেয়ী’ ঋক্ এই

প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘আগ্নেয়ী’ বলিতে অগ্নিদেবতাপ্রতিপাদক যে কোন ঋক্ই অভিহিত হয়। অতএব ‘আগ্নেয়্যা’ এই পদের লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থ-প্রকাশনসামর্থ্য অনুসারে অগ্নিদেবতা-প্রকাশক যে কোনও ঋকের দ্বারা উপস্থান কর্তব্য বলিয়া, প্রকরণ অনুসারে যে প্রকরণে এই বিধিটি উক্ত হইয়াছে, সেই জ্যোতিষ্টোম ক্রতু প্রকরণের আগ্নেয়ী ঋকের দ্বারাই যে আগ্নেয়প্রের উপস্থান কর্তব্য হইবে, তাহা নহে, যেহেতু, লিঙ্গের দ্বারা প্রকরণ বাধিতই হইয়া থাকে। অধিক কি, এখানে ক্রতুপ্রকরণোক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপস্থানই হইতে পারে না; কারণ, বাহা কার্যাস্তরে বিনিযুক্ত হইয়াছে, তাহার আর বিনিয়োগ হইতে পারে না। যেহেতু, সামান্য অনুসারে ক্রতুপ্রকরণোক্ত আগ্নেয়ী ঋক্ উপস্থানের বিনিযুক্ত হইবার পূর্বেই বিশেষ বচনের দ্বারা তাহা অগ্ন্যুৎপাদক বিনিযুক্ত হইয়াছে, এই কারণে তাহা আর এখানে বিনিয়োগ্য নহে। অতএব দাশতরী হইতে অগ্ন্যুৎপাদক মন্ত্রের আবির্ভাব করাইয়া উপস্থান কর্তব্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

তদাখ্যো বা প্রকরণোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ২২ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “তদাখ্যঃ”—তদাখ্য তৎপ্রকরণে উল্লিখিত মন্ত্র (গ্রহণীয়), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “প্রকরণোপপত্তিভ্যাম্”—যেহেতু (ইহাতে) প্রকরণ অর্থাৎ সন্নিধিপাঠ এবং এবং উপপত্তি (যুক্তি) আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “তদাখ্যো বা”—জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উল্লিখিত আগ্নেয়ী প্রভৃতি ঋক্ই উপস্থান কর্ত্তব্য প্রযোজ্য। ইহার হেতু বলিতেছেন “প্রকরণোপপত্তিভ্যাম্”—যেহেতু, ইহাতে প্রকরণানুগ্রহ হয় এবং এ পক্ষে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিও আছে। যে আগ্নেয় মন্ত্র জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত, জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে যে কর্ত্তব্য আগ্নেয়মন্ত্রের আবশ্যক বলিয়া সামান্যতঃ উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন আগ্নেয় মন্ত্র, তাহার নির্দেশ নাই, সে স্থলে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণের সেই আগ্নেয় মন্ত্রই প্রথম গ্রহণীয় হয়; যেহেতু, তাহাই সন্নিহিত, কিন্তু অগ্ন্যুৎপাদক মন্ত্র দূরস্থিত বলিয়া

বিপ্রকৃষ্ট। আর “সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গা” এই নিয়ম অনুসারে বাধা না থাকিলে সন্নিহিতই প্রথমতঃ গ্রহণীয় হইয়া থাকে।

আর আগ্নেয়ী ঋকৃগুলি জ্যোতিষ্টোমক্রতুর প্রকরণে পঠিত বলিয়া উহারা যে ক্রতু-প্রযুক্ত ব্যাপারের (কর্মের) সাধন, তাহাও প্রকরণবলেই প্রাপ্ত বলিয়া তাহার আর বিধান করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু ‘ঐগুলি কোন ব্যাপারের সাধন’? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে, ‘উহারা আগ্নীধ্রোপস্থানরূপ ব্যাপারেব সাধন’ এইপ্রকারে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় বলিয়া সেই ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য বিধান করাই সমীচীন হয়। কারণ, ইহাতে কেবলমাত্র বিশেষের বিধান হওয়ায় লাঘবই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অপ্রাকরণিক অল্প মন্ত্রের আবির্ভাব করা হইলে তাহার তৎপ্রকরণীয় ক্রতুর ব্যাপারের সাধনতা বিধান এবং তাহার বিশেষ ব্যাপারের সহিত সাধনতা বিধান এইরূপ সামান্যবিশিষ্ট বিশেষ বিধান করিতে হয় বলিয়া বিধিগৌরব হইয়া থাকে। ইহাকেই ভাষ্যকার বাক্যভেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অনর্থকশ্চোপদেশঃ শ্রাদ্দসম্বন্ধাৎ ফলবতা

ন হ্যপস্থানং ফলবৎ ॥ ২৩ ॥

অর্থার্থ। “চ”—যে হেতু, “উপদেশঃ অনর্থকঃ শ্রাদ্ধাৎ”—উপদেশ অর্থাৎ মন্ত্রের উপস্থানসাধনতাবিধি অনর্থক হয়, “ফলবতা অসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু, ফলবৎ কর্মের সহিত (ইহার অর্থাৎ এই মন্ত্রের) সম্বন্ধ নাই, “হি”—যে হেতু, “উপস্থানং ন ফলবৎ”—উপস্থান (স্বয়ং) ফলবৎ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে যে বিধিগৌরবরূপ বাক্যভেদ দোষের প্রসঙ্গ আপাদিত হইয়াছে, তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, লিঙ্গানুসারে যে কোনও আগ্নেয়ী ঋকের দ্বারা কেবলমাত্র আগ্নীধ্রোপস্থানই বিহিত হইবে, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না; কারণ, এই যে আগ্নীধ্রোপস্থানরূপ ব্যাপার (কর্ম), ইহা স্বরূপতঃ ফল নহে—ইহার নিজের কোনও স্বতন্ত্র ফল নাই, কিন্তু ইহা জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের অপূর্বের দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়া অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের অপূর্ব সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া জ্যোতিষ্টোমকেই সফল করিয়া থাকে—যে হেতু, যদি আগ্নীধ্রোপস্থানরূপ অঙ্গটি

বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গহানি হওয়ায় তাহার অপূর্বটি পূর্ণ হয় না বলিয়া জ্যোতিষ্টোম সফল হয় না। আবার প্রকরণসম্বন্ধ বোধিত না হওয়ায় এই বিধির দ্বারা অপ্রাকরণিক আগ্নীধোপস্থানই বিহিত হয়। সুতরাং এতদনুসারে যত্র তত্র আগ্নীধোপস্থানের প্রসঙ্গ হয়। অথচ তাহা সর্বথা নিষ্ফল। এই কারণে যে কোন আগ্নেয়ী মন্ত্রের বিধি বলিলে প্রকরণসম্বন্ধবোধপূর্বক সামান্ত-বিশিষ্ট বিশেষ ব্যাপারেরই অঙ্গতাবিধান করিতে হয়। আর তাহাতে পূর্বোক্ত দোষ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সিদ্ধান্তপক্ষে এ দোষের প্রসঙ্গ হয় না, যে হেতু, এস্থলে কেবলমাত্র আগ্নীধের সহিত সম্বন্ধই বিহিত হইয়া থাকে।

সর্বেষাং চোপদিষ্টত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “সর্বেষাং চ”—সকল মন্ত্রই, “উপদিষ্টত্বাৎ”—যে হেতু উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—ক্রতুপ্রকরণের আগ্নেয়ী প্রভৃতি ঋক্সকল কার্যাস্তরে উপদিষ্ট অর্থাৎ বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সেই সমস্ত মন্ত্র পুনরায় আগ্নীধোপস্থানাদি কার্যে বিনিযুক্ত হইতে পারে না, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, তাহা হইলে কোন মন্ত্রই ঐ সমস্ত কার্যের অঙ্গ হইতে পারিবে না। কারণ—“সর্বেষাং চ উপদিষ্টত্বাৎ”—সমস্ত মন্ত্রই ‘বাচঃস্তোমে’ পঠিতব্য বলিয়া ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব প্রকরণপঠিত আগ্নেয়ী ঋকের দ্বারাই আগ্নীধের উপস্থান কর্তব্য। “ঐন্দ্র্যো সদো বৈষ্ণব্যো হবির্ধানম্” এই দুই স্থলেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি চম আগ্নেয়ী অধিকরণ।

লিঙ্গসমাখ্যানাভ্যাং ভক্ষার্থতানুবাকশ্চ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “লিঙ্গসমাখ্যানাভ্যাং”—লিঙ্গ (বিশিষ্ট ভক্ষণসামর্থ্য) এবং সমাখ্যা অনুসারে, “অনুবাকশ্চ ভক্ষার্থতা”—অনুবাকের ভক্ষণার্থতা অর্থাৎ সমগ্র অনুবাক ভক্ষণের জন্য অর্থাৎ সোমভক্ষণকালেই পঠিতব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে হত সোমের শেষ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। আর সেই সোমভক্ষণে গ্রহণ, অবক্ষণ, নিগরণ (গলাধঃ-

করণ) এবং সম্যক্ জরণ (জীর্ণ করা) এই চারিটি ব্যাপার আছে। সেই সোম-ভক্ষণকালে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা “ভক্ষে হি মা বিশ দীর্ঘানুস্বায়” ইত্যাদি অনুবাকে পঠিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের পাঠ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয় হয় যে, ঐ অনুবাকটি কি সমগ্রই ভক্ষণকর্মে বিনিযুক্ত হইবে অর্থাৎ ভক্ষণকালে পাঠ্য হইবে, অথবা উহার কোন অবয়ব- (অংশ) বিশেষই ভক্ষণকর্মে বিনিযুক্ত হইবে? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—“ভক্ষার্থতা অনুবাক্ত” —সমগ্র অনুবাকট ভক্ষণের জন্ত অর্থাৎ ভক্ষণকালে সমগ্র অনুবাকই পঠনীয়। ইহার হেতু বলিতেছেন—“লিঙ্গসমাখ্যানাত্মা” —যেহেতু, লিঙ্গ এবং সমাখ্যা অনুসারে ‘সমগ্র’ এরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে লিঙ্গ অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ অনুবাকের ‘ভক্ষ্যামি’ এই অংশটি স্পষ্টই ভক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। যদি বলা হয়—গ্রহণ, অবেক্ষণ প্রভৃতি অর্থও ত মন্ত্র হইতে লব্ধ হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—গ্রহণাবেক্ষণাদি সবগুলিই ভক্ষণ সম্পাদন করিবার জন্ত বলিয়া এ স্থলে ভক্ষণই প্রধান; আর গ্রহণাবেক্ষণাদি বিশেষণ বা অপ্ৰধান। আর বাহা বিশেষণ, তাহার স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সেইগুলি ভক্ষণেরই প্রকাশক। সুতরাং লিঙ্গ অনুসারে ইহা ভক্ষণার্থ হয়। আরও সমগ্র ঐ অনুবাকটিকেই ভক্ষণানুবাক বলা হয়। সুতরাং ভক্ষণানুবাক এই প্রকার যে সমাখ্যা, তদনুসারেও ইহা অবধারিত হয় যে, সমগ্র অনুবাকই ভক্ষণে পাঠ্য। আরও “অভিযুত্যা আহবনীষে হুত্বা প্রত্যকঃ পরেত্য সদসি সোমং ভক্ষয়ন্তি” এই বচনের দ্বারা সোমভক্ষণ যেমন সাক্ষাৎ ঋতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে, গ্রহণ, অবেক্ষণ প্রভৃতিগুলি সেভাবে সাক্ষাৎ বচনের দ্বারা বিহিত হয় নাই। আর বাহা বিহিত হয় নাই, তাহাতে মন্ত্রেরও বিনিয়োগ হইতে পারে না। এই কারণে ভক্ষণই বিহিত বলিয়া তাহাতেই সমগ্র অনুবাক পঠনীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

তন্ত্ৰ রূপোপদেশোভ্যামপকর্ষোহর্থন্ত্ৰ

চোদিতত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অপকর্ষার্থ। “তন্ত্ৰ”—তাহার অর্থাৎ মন্ত্রের, “অপকর্ষঃ”—
অপকর্ষ অর্থাৎ বিচ্ছেদ (কর্তব্য), “রূপোপদেশোভ্যাম্”—রূপ অর্থাৎ লিঙ্গ

এক উপদেশ অর্থাৎ বিধির দ্বারা, “অর্থশ্চ চোদিতত্বাৎ”—যেহেতু
 গ্রহণাদিরূপ অর্থ চোদিত অর্থাৎ উপদিষ্ট (বিহিত) হইয়াছে।
 (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—
 “তত্ত্ব রূপোপদেশাভ্যাম্ অপকর্ষঃ”—রূপ অর্থাৎ লিঙ্গ এবং বিধি অনুসারে
 মস্ত্রের অপকর্ষ অর্থাৎ বিচ্ছেদ করিতে হইবে। সূত্রের সমগ্র অনুবাকই যে
 ভক্ষণে বিনিযুক্ত হইবে, ইহা বলা সম্ভব নহে; যেহেতু—“অর্থশ্চ চোদিতত্বাৎ”—
 গ্রহণাদিও মস্ত্রের লিঙ্গ এবং তাহা বিধিস্বত্বের দ্বারা বিহিতও হইয়াছে।
 গ্রহণ, অবেক্ষণ এবং নিগরণ অর্থতঃ প্রাপ্ত। কারণ, গ্রহণাদি বিনা ভক্ষণ
 উপপন্ন হয় না। এই জন্ত ঐ অনুবাকটির অংশবিশেষ অর্থপ্রকাশন-সামর্থ্য
 অনুসারে গ্রহণাদিতেও বিনিযুক্ত হইবে অর্থাৎ ঐ অনুবাকের গ্রহণ-প্রকাশক
 অংশটি পাঠ করিয়া গ্রহণ, অবেক্ষণ প্রকাশক অংশটি পাঠ করিয়া অবেক্ষণ এবং
 নিগরণ (গলাধঃকরণ) প্রকাশক অংশটি পাঠ করিয়া নিগরণ করিতে
 হইবে। যদি বলা হয়, গ্রহণাদি অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া মস্ত্রের দ্বারা তাহার
 প্রকাশ করা নিশ্চয়োজ্ঞান, তাহা হইলে বলিব—অর্থতঃ প্রাপ্ত তাদৃশ
 কর্মই মস্ত্রের দ্বারা প্রকাশ্য নহে বাহা অনুনিষ্পাদী অর্থাৎ অবিনাভাবী—
 বাহার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যাপার আবশ্যক হয় না। গ্রহণ, অবেক্ষণ এবং
 নিগরণ কিন্তু অনুনিষ্পাদী নহে; যেহেতু, সেইগুলির জন্ত হস্তপ্রসারণাদি স্বতন্ত্র
 স্বতন্ত্র ব্যাপার আবশ্যক হইয়া থাকে। এই কারণে ঐগুলিও মস্ত্রের দ্বারা
 প্রকাশিত হওয়া উচিত। আর তাহা করিতে হইলে অনুবাকের গ্রহণাদি
 প্রকাশক অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই পাঠ করিতে হয়। আর সম্যক
 জরণটি বিধিবোধিত বলিয়া (কারণ জরণ না হইলে—পীত সোম বমন বা
 বিরেচন হইলে ঋতিমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে) অনুবাকের তৎপ্রকাশক
 অংশটি যে বিচ্ছিন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, তাহাতে কোনও আপত্তি উঠিতে
 পারে না। আর লিঙ্গ সমাখ্যা অপেক্ষা প্রবল বলিয়া তাহাকে বাধা
 দিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। অতএব সমাখ্যা অনুসারেও সমগ্র অনুবাকটি
 ভক্ষণার্থে পাঠ্য হইতে পারে না। ইতি ৯ম লিঙ্গানুসারে ভক্ষ্যানুবাকের
 বিনিয়োগাধিকরণ।

গুণাভিধানাম্ভাদিরেকমন্তঃ

শ্রাভয়োরেকার্থসংযোগাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ম্ভাদিঃ একমন্তঃ”—‘মন্ত্’ এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়াই অবশিষ্ট ‘ভক্ষয়ামি’ পর্য্যন্ত অংশটিই একটি মন্ত্, “গুণাভিধানাৎ”—যেহেতু ‘মন্ত্’ ইত্যাদি অংশ ভক্ষণেরই গুণ (যে তৃপ্তি তাহা) প্রকাশ করিতেছে, “তয়োঃ”—সেই দুইটি বাক্যের, “একার্থসংযোগাৎ”—একটি অর্থের সহিতই সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত অনুবাক্যেরই “ম্ভাদিভূতিঃ কেতুর্ভজ্ঞানং বাগ্জুবাণা সোমশ্চ তৃপ্যতু” এই অংশটি তৃপ্তি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। আর “বসুমদগণশ্চ সোমদেব তে মতিবিদঃ প্রাতঃসবনশ্চ গায়ত্রচ্ছন্দসোহগ্নিষ্টুভ ইন্দ্রপীতশ্চ মধুমত উপহৃতশ্চোপহৃতো ভক্ষয়ামি” এই অংশটি ভক্ষণরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে সংশয় এই যে, ‘মন্ত্’ ইত্যাদি “তৃপ্যতু” ইত্যন্ত অংশটি কি একটি মন্ত্ এবং ‘বসুমদগণশ্চ’ ইত্যাদি ‘ভক্ষয়ামি’ ইত্যন্ত অংশটি অপর একটি মন্ত্, অথবা ‘মন্ত্’ ইত্যাদি “ভক্ষয়ামি” ইত্যন্ত সমস্তটি একটিই মন্ত্? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বাধিকরণের “তশ্চ রূপোপদেশাভ্যামপকর্ষঃ” ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হুত্র অনুসারে এস্থলে “মন্ত্” ইত্যাদি “তৃপ্যতু” ইত্যন্ত অংশটি একটি মন্ত্ এবং “বসুমদগণশ্চ” ইত্যাদি “ভক্ষয়ামি” ইত্যন্ত অংশটি অপর একটি মন্ত্, যেহেতু এই দুইটি অংশ তৃপ্তি এবং ভক্ষণরূপ বিভিন্ন অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

ইহাতে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—“ম্ভাদিরেকমন্তঃ”—“মন্ত্” ইত্যাদি “ভক্ষয়ামি” ইত্যন্ত অংশটি একটিই মন্ত্। ইহার হেতু বলিতেছেন—“গুণাভিধানাৎ”, যেহেতু, পূর্ব অংশটি সে তৃপ্তিরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে, তাহা ভক্ষণেরই গুণ। আরও গ্রহণাদির জ্ঞা যেমন হস্তপ্রসারণাদি স্বতন্ত্র ব্যাপার আবশ্যক হয়, তৃপ্তির নিমিত্ত সেকরূপ পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যকতা থাকে না; কারণ, তৃপ্তি ভক্ষণের অন্বনিপাদিনী। আর যাহা অন্বনিপাদিনী—যাহার নিপাদনের জ্ঞা স্বতন্ত্র ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই, তাহার মন্ত্প্রকাশতা স্বীকার করা নিশ্চয়োক্তন। যেহেতু, অমৃত্যনের স্রবিধার জ্ঞা মন্ত্য়ের অমৃত্যের পদার্থ

স্মারকতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু তৃপ্তি অল্পষ্টেই হইতে পারে না, কারণ, তাহা পুরুষব্যাপারসাপেক্ষ নহে। এই কারণে তৃপ্তিতে বিধিও হইতে পারে না, এবং তাহাতে মস্ত্রেরও প্রয়োগ হইতে পারে না। যদি বলা হয়, “তৃপ্যতু” পর্য্যন্ত অংশটি অত্র অর্থ প্রকাশ করিতেছে—এ স্থলে লোটলকার থাকায় বিধি বুঝাইতেছে, আর অবশিষ্ট ‘ভক্ষয়ামি’ ইত্যন্ত অংশটি অত্র অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই প্রকারে ইহা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া, এবং বিভক্ত করিলে সাকাজ্ঞ হয় না বলিয়া ইহাদের মধ্যে একার্থতা না থাকায় একবাক্যতা নাই। আর একবাক্যতা নাই বলিয়া সমুদায় অংশটির একমস্ত্রত্বও হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব, ‘তৃপ্যতু’ এ স্থলে যে লোটলকার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিধার্থক নহে, কারণ, তৃপ্তিতে বিধি হইতে পারে না; কিন্তু এ স্থলে ‘প্রার্থনা’ অর্থে অথবা ‘প্রাপ্তকাল’ অর্থে লোটলকারের প্রয়োগ হইয়াছে। আর তৃপ্তি ভক্ষণেরই বিশেষণ বলিয়া ইহা যে ভক্ষণসাপেক্ষ নহে, তাহা নহে। সুতরাং এ স্থলে একবাক্যতা হইবার কোনও বাধা নাই। অতএব “মন্ত্র” ইত্যাদি “ভক্ষয়ামি” ইত্যন্ত অংশটি একটি সমুদয় মন্ত্র এবং সমুদয় মন্ত্রটিই ভক্ষণে বিনিযুক্ত হইবে।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মতানুসারে ভক্ষণের পর তৃপ্যতু পর্য্যন্ত অংশটি প্রয়োজ্য, কারণ, তৃপ্তি ভক্ষণের পরভাবী আর সিদ্ধান্তমতে উহা ভক্ষণের পূর্বকই প্রয়োজ্য। ইতি ১০ম মন্ত্রাভিভূতিঃ ইত্যাদির একমন্ত্রতাদিকরণ।

লিঙ্গবিশেষনির্দেশাৎ সমানবিধানেন-

অনৈন্দ্রাণামমন্ত্রত্বম্ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সমানবিধানেন্”—সমান বিধানেন অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য স্থলে, “অনৈন্দ্রাণাং”—অনৈন্দ্র অর্থাৎ ঐন্দ্রগ্রহাতিরিক্ত মৈত্রাবরুণাদি গ্রহসকলের ভক্ষণে, “অমন্ত্রত্বম্”—উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হইবে না, “লিঙ্গবিশেষনির্দেশাৎ”—যেহেতু, বিশেষ লিঙ্গের নির্দেশ আছে অর্থাৎ ‘ইন্দ্রপীতত্ত্ব’ এ স্থলে ইন্দ্রপ্রকাশকতারূপ বিশেষ লিঙ্গ (সামর্থ্য) রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত “মন্ত্রাভিভূতিঃ” ইত্যাদি “ভক্ষয়ামি” ইত্যন্ত মন্ত্রটি যে সোমভক্ষণে বিনিযুক্ত হয়, তাহাতে পুনরায় সংশয় হয় এই যে, ঐ মন্ত্রটি কি ঐন্দ্রগ্রহের ভক্ষণে এবং অর্নৈন্দ্র গ্রহের (ইন্দ্রগ্রহাতিরিক্ত মৈত্রাবরুণাদিগ্রহের) ভক্ষণে অবিশেষে বিনিযুক্ত হইবে, অথবা উহা কেবল ঐন্দ্রগ্রহের ভক্ষণেই বিনিযুক্ত হইবে, আর অর্নৈন্দ্রগ্রহের ভক্ষণ বিনা মন্ত্রেই সম্পাদিত হইবে? পূর্বপক্ষবাদী বলেন—“সমানবিধানেষু অর্নৈন্দ্রাণাম্ অমন্ত্রম্”—অর্নৈন্দ্র গ্রহে উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হইবে না। কারণ, “লিঙ্গবিশেষনির্দেশাৎ”—উক্ত মন্ত্রে বিশেষ লিঙ্গ ‘ইন্দ্রপীত’ এই শব্দটির প্রয়োগ রহিয়াছে। উহার অর্থ এই যে, ‘ইন্দ্রের দ্বারা পীত সোম আমি ভক্ষণ করিতেছি’। সুতরাং লিঙ্গ অনুসারে উক্ত মন্ত্রটি ইন্দ্রের দ্বারা পীত সোমেরই ভক্ষণ বুঝাইতেছে বলিয়া অনিন্দ্রপীত (বাহা ইন্দ্রকর্তৃক পীত নহে, তাদৃশ অর্থাৎ অস্ত্র দেবতাকর্তৃক পীত) সোমের ভক্ষণে প্রযুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে মন্ত্রটি অসমবেতার্থ হয়। আরও যদি ঐন্দ্রগ্রহভক্ষণ এবং অর্নৈন্দ্রগ্রহভক্ষণের মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতিভাব থাকিত, অর্থাৎ ঐন্দ্রগ্রহভক্ষণ প্রকৃতি এবং অর্নৈন্দ্রগ্রহভক্ষণ বিকৃতি হইত, তাহা হইলে উহাদি করিয়া ঐ মন্ত্রটির বিনিয়োগ করা হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু এস্থলে ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই; কারণ, অর্নৈন্দ্রগ্রহ সকল ঐন্দ্রগ্রহের আয় সমানবিধি অর্থাৎ ঐগুলি সমস্তই একই প্রকারে উপদেশ বিধির বিষয়, কিন্তু উহাদের কোনটিই অতিদেশবিধির দ্বারা বিহিত হয় নাই। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “সমানবিধানেষু”। অথবা সমস্ত ভক্ষণ মিলিয়া একটি কর্মই সম্পাদিত হয় বলিয়া এস্থলে কর্মৈক্য থাকায় উহা হইতে পারে না; যেহেতু, কর্মের ভেদ থাকিলেই উহা হয়। অতএব মৈত্রাবরুণাদি অর্নৈন্দ্রগ্রহের ভক্ষণ বিনা মন্ত্রেই কর্তব্য বলিয়া অর্নৈন্দ্রভক্ষণ অমন্ত্রক। ইতি প্রথম পূর্বপক্ষ।

যথাদেবতং বা তৎপ্রকৃতিত্বং হি

দর্শয়তি ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “যথাদেবতং”—মন্ত্রটি যথাদেবত করিয়া পাঠ্য অর্থাৎ যে গ্রহের যে দেবতা তাহার শেষ ভক্ষণকালে মন্ত্রে সেই দেবতার নামের উহা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক,

“হি”—যেহেতু, “তৎপ্রকৃতিত্বং দর্শয়তি”—(প্রতি) তৎপ্রকৃতিত্ব অর্থাৎ
ঐন্দ্রবাগপ্রকৃতিত্ব দেখাইতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষীর মতটি অপর এক জন পূর্ব-
পক্ষবাদী খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন “যথাদেবতং বা”—মন্ত্রটি যথাদেবত করিয়া পাঠ
করিতে হইবে—যে গ্রহের যে দেবতা, তাহার শেষ ভক্ষণকালে মন্ত্রে সেই দেবতার উহ
(উল্লেখ) করিয়া পাঠ করিতে হইবে; সুতরাং “ইন্দ্রপীতস্ত” এইপ্রকার লিঙ্গ থাকায়
মৈত্রাবরুণাদি গ্রহের ভক্ষণে মন্ত্রটি যে অসমর্থ—অসমবেতার্থ হইবে, তাহা নহে। যদি
বলা হয়, প্রকৃতি-বিকৃতিস্থলেই উহ হইয়া থাকে! যেমন সৌর্যবাগ আগ্নেয়বাগের
প্রকৃতি বলিয়া আগ্নেয় বাগে “অগ্নয়ে জুষ্টং” এইরূপ পাঠ থাকিলেই তাহার বিকৃতি-
ভূত সৌর্য বাগে “সূর্যায় জুষ্টং” এই প্রকার উহ করা চলে। কিন্তু এখানে ঐন্দ্র
এবং অর্নৈন্দ্র গ্রহ নিষ্পাত কর্তৃক একই হইতেছে। সুতরাং উহ হইবে কিরূপে? তাহা
হইলে বলিব, এস্থলে কর্ত্ত্বের ঐক্য (একতা—অভিন্নতা) থাকিলেও সোমভক্ষণের
ভেদ রহিয়াছে বলিয়া এস্থলেও উহ হইতে পারিবে। আর যে বলা হইয়াছে
এস্থলে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই, তাহাও সমীচীন নহে; কারণ—“তৎপ্রকৃতিত্বং
হি দর্শয়তি”—এ স্থলেও লিঙ্গের দ্বারা প্রকৃতি-বিকৃতিভাব সিদ্ধ হয়। যেহেতু
“ইন্দ্রায় স্বা বসুমতে জুষ্টং গৃহ্মামি” এই মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমগ্রহণ কথিত,
হওয়ায় সোমের সমস্ত ধর্মই ইন্দ্রবাগে বিহিত হইয়াছে। আর তাহা যদি হয়, তবে
ইন্দ্রবাগ প্রকৃতিই হয় এবং অর্নৈন্দ্রবাগ বিকৃতিই হইয়া থাকে, যেহেতু অর্নৈন্দ্রবাগে
ইন্দ্রবাগের ধর্মসকলই আকাজক্ষা অনুসারে প্রকৃতিভূত ঐন্দ্রবাগ হইতে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। অতএব অর্নৈন্দ্রগ্রহ সকলের শেষভক্ষণে উহসহকারে মন্ত্রের
প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতি দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

পুনরভ্যুদয়ীতেষু সর্বেষামুপলক্ষণং

দ্বিশেষত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পুনরভ্যুদয়ীতেষু”—পুনরভ্যুদয়ীত নামক সোমের
ভক্ষণকালে, “সর্বেষাম্ উপলক্ষণম্”—সকলেরই অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত
মিত্রাবরুণ প্রভৃতি দেবতারও উপলক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণমন্ত্রে প্রয়োগ হইবে,

২য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪২৯

“দ্বিশেষত্বাৎ”—যেহেতু তাহা অর্থাৎ সেই সোম দ্বিশেষ অর্থাৎ ইন্দ্র এবং মিত্রাবরুণ উভয়েরই পীতাবশিষ্ট হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণটি সমাপ্ত না করিয়াই পূর্ব অধিকরণে ‘ভক্ষভেদে মস্ত্রে দেবতার উহ করিতে হইবে, দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর এই যে মত, ইহা সিদ্ধান্ত না হইলেও এই মত আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া ‘কৃত্বাচ্ছিত্তা’রূপে পাঁচটি অধিকরণে ঐ উহ বিষয়েরই বিচার করিতেছেন। সবনে যে সমস্ত চমস অর্থাৎ পাত্রবিশেষে স্থিত সোমরস থাকে, তন্মধ্যে সর্বনমুখীর নয়টি গ্রহ দিয়া প্রথমে হোম করিতে হয়। আর এস্থলে নয়বারেই ইন্দ্রই দেবতা। তন্মধ্যে আবার মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, নেষ্টা, পোতা এবং অগ্নীধু এই পাঁচ জন হোতা যে চমসে হোম করেন, তাহা একবারমাত্র হোম করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র শেব (অবশিষ্ট সোম) রাখিয়া সেই অবশেষ ভক্ষণ না করিয়াই পুনরায় দ্রোণ কলস হইতে সোম গ্রহণ করিতে হয়। এই সোমের নাম পুনরভ্যন্নীত। ইহা মিত্রাবরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিতে হয়। আর সেই হোমের সোমের কিঞ্চিৎ শেব রাখিয়া অবশিষ্ট সোম ভক্ষণ করিতে হয়। এই যে শেষভক্ষণ, ইহা মন্ত্রপাঠপূর্বকই করিতে হয়। আর পূর্ব অধিকরণের উহ পক্ষ অনুসারে ভক্ষভেদে ভক্ষণমস্ত্রে যে যে দেবতার হুতাবশিষ্ট, সেই সেই দেবতার উহ করিতে হয়। সুতরাং তদনুসারে এ স্থলেও উহ হইবে। ইহাতে সংশয় এই যে, এস্থলে পুনরভ্যন্নীত ভক্ষণে ইন্দ্র এবং মিত্রাবরুণ উভয়েরই কি উল্লেখ করিতে হইবে অথবা কেবল মিত্রাবরুণ দেবতারই প্রয়োগ করিতে হইবে? এই প্রকার সন্দেহ হইলে সিদ্ধান্ত উল্লেখপূর্বক অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, “পুনরভ্যন্নীতেষু সর্বেষাম্ উপলক্ষণম্”—পুনরভ্যন্নীত সোমের ভক্ষণকালে সকল দেবতারই প্রয়োগ করিতে হইবে; কারণ, “দ্বিশেষত্বাৎ”—এ স্থলে যে শেষ ভক্ষণ করা হয়, তাহা দ্বিশেষ—ইন্দ্র এবং মিত্রাবরুণ উভয়েরই হুতাবশিষ্ট।

অপনয়াদ্ বা পূর্বস্থানুপলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “অপনয়াৎ”—অপনয় অর্থাৎ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, “বা”—পূর্বমতনিরাসার্থক, “পূর্বস্থানুপলক্ষণম্”—পূর্বের

অর্থাৎ প্রথমে যাহার উদ্দেশ্যে হোম করা হইয়াছিল, সেই দেবতার অল্প-লক্ষণ—উপলক্ষণ অর্থাৎ উল্লেখ বা প্রয়োগ করিতে হইবে না ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, “পূর্বস্ত অল্প-লক্ষণম্”—উক্ত পুনরুত্থানীত ভক্ষণে প্রথম দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে না । কারণ, “অপনয়াৎ”—তাহার উদ্দেশ্যে প্রথমে সোম হোম করিয়া পুনরায় দ্রোণকলস হইতে সোম গ্রহণ করা হইয়া অপর দেবতার হোম করা হইয়াছে বলিয়া প্রথম দেবতার সম্বন্ধের অপনয় অর্থাৎ বিচ্ছেদ বা নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে । যেমন দেবদত্ত আচার্য্যের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছে । আবার দেবদত্তের ভুক্তাবশিষ্ট বস্তুগুণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে । এস্থলে বস্তুগুণ্ডের যে ভক্ষণ, তাহা যেমন আচার্য্যের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন নহে, সেইরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হতাবশিষ্ট সোমে অপর খানিকটা সোম মিশ্রিত করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে হোম করিলে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহা ইন্দ্রগীতশেষ নহে ; কিন্তু মিত্রাবরুণেরই পীতাবশিষ্ট । এই হেতু সে স্থলে ইন্দ্রের সম্বন্ধ না থাকায় ভক্ষণ মন্ত্রে ইন্দ্রের প্রয়োগ করিতে হইবে না, কিন্তু মিত্রাবরুণেরই উহ করিতে হইবে । ইতি পূর্বপক্ষ ।

অগ্রহণাদ্ বা অনপায়ঃ শ্রাৎ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গুভাবার্থ। “অগ্রহণাৎ”—গ্রহণ ভিন্ন বলিয়া অর্থাৎ দ্রোণকলস হইতে মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে যে গ্রহণ করা হয়, সেই (ইন্দ্রহতাবশিষ্ট সোম) গ্রহণ হইতে ভিন্ন বলিয়া, “অনপায়ঃ শ্রাৎ”—পূর্বদেবতার সম্বন্ধের অপায় অর্থাৎ বিচ্ছেদ হইবে না ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অনপায়ঃ শ্রাৎ” যে দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইবে না । তাহার কারণ বলিতেছেন “অগ্রহণাৎ”—যে হেতু পূর্বশেষটি গ্রহণ নহে ; যে দেবতার (মিত্রাবরুণের) উদ্দেশ্যে হোম করিতে হইবে, তাহার জ্ঞাত স্বভাবভাবে সোম গ্রহণ করিতে হইবে । আর পূর্বশেষে গ্রহণ করিলে সেই গৃহীত সোমের সংস্কার হইবে মাত্র । কিন্তু পূর্বশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া হোম করিলেও পূর্বশেষটি মিত্রাবরুণের হবিঃ নহে, ইহা বচনপ্রামাণ্যবলে স্বীকার

করিতে হয়। স্তবরাং পূর্বশেষটি অব্যবহৃত থাকিয়া যায় বলিয়া পূর্ব-দেবতার সঙ্কল্পেরও বিচ্ছেদ হয় না। আর পূর্বদেবতার সঙ্কল্পের বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া ভক্ষণমন্ত্রে পূর্বদেবতারও উল্লেখ করিতে হয়। অতএব পুনরভ্যাসীত ভক্ষণে সকল দেবতারই উল্লেখ কর্তব্য। ইতি ১২শ পুনরভ্যাসীতভক্ষণাধিকরণ।

পাত্নীবতে তু পূর্ববৎ ॥ ৩৩ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “পাত্নীবতে”—পাত্নীবতগ্রহের শেষভক্ষণ মন্ত্রে, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “পূর্ববৎ”—পূর্বের ত্রায় (পূর্বদেবতারও উল্লেখ হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ এবং আশ্বিন-নামক গ্রহ দ্বিদেবতা। ঐ গ্রহের (গ্রহ নামক পাত্নবিশেষবহিত সোমের) হতাবশিষ্ট আদিত্যদেবতার স্থালীতে (পাত্রে) রাখিয়া পরে তৃতীয় সবনকালে উহাকে আগ্রয়ণ নামক স্থালীর মধ্যে রাখিতে হয়। সেই আগ্রয়ণ স্থালী হইতে আবার উপাঙ নামক গ্রহে পাত্নীবত সোম গ্রহণ করিয়া ‘পাত্নীবৎ’ নামক দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিয়া হতাবশিষ্ট ভক্ষণ করিতে হয়। এস্থলে ভক্ষণমন্ত্রে প্রথম হোমের উদ্দেশ্যীভূত ইন্দ্রবায়ু প্রভৃতি দেবতারও উল্লেখ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “পাত্নীবতে তু পূর্ববৎ”—পূর্ব অধিকরণের নিয়মানুসারে পাত্নীবত সোমভক্ষণে ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি পূর্বদেবতাগণেরও উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, পাত্নীবত গ্রহে ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি পূর্বদেবতাগণের উদ্দেশ্যে যে সোম হোম করা হইয়াছিল, তাহার শেষ রহিয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

গ্রহণাদ্ বাপনীতং ত্রাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “গ্রহণাৎ”—গ্রহণ করা হয় বলিয়া, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “অপনীতং ত্রাৎ”—অপনীত অর্থাৎ পূর্বসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অপনীতং ত্রাৎ”—পাত্নীবত ভক্ষণে পূর্বদেবতার উল্লেখ হইতে পারে না, যেহেতু, পূর্বদেবতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কারণ, “পাত্নীবতম্ আগ্রয়ণাদ্ গৃহাতি” অর্থাৎ আগ্রয়ণ নামক গ্রহ হইতে পাত্নীবত গ্রহণ করিবে, এই প্রকারে আগ্রয়ণ শব্দে অপাদান থাকায়

আগ্রয়ণ গ্রহ হইতে যে সোম পাত্নীবতে গ্রহণ করা হয়, তাহার পূর্ব-সম্বন্ধ প্রথমে বিচ্ছিন্ন হইলে তবেই পাত্নীবৎ দেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, পুনরভ্যুন্নীত সোমের স্থলে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে হৃত সোমের অবশিষ্ট অংশের সহিত স্রোণকলস হইতে নিঃসারিত সোমের সংশ্লেষমাত্রই বিবক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া পূর্বদেবতার সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় নাই। এই জন্ত তথায় পূর্বদেবতার উল্লেখ কর্তব্য হয়। কিন্তু এস্থলে পূর্বাধিকরণের পূর্বপক্ষে উদাহৃত ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বায় আগ্রয়ণ পাত্রস্থ সোমের পূর্বদেবতা সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভক্ষণমস্ত্রে পূর্বদেবতার উল্লেখ হইবে না। ইতি ১৩শ পাত্নীবতভক্ষণে পূর্বদেবতার অনুপলক্ষণ অধিকরণ।

ত্বষ্টারং তূপলক্ষয়েৎ পানাৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “ত্বষ্টারং”—ত্বষ্ট্র নামক দেবতাকে, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “উপলক্ষয়েৎ”—উপলক্ষিত করিবে, “পানাৎ”—যেহেতু মস্ত্রে ত্বষ্টার সহিত পান করিবার বর্ণনা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পাত্নীবতভক্ষণ মস্ত্রে ত্বষ্টার উল্লেখ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “ত্বষ্টারম্ উপলক্ষয়েৎ”—উক্ত স্থলে হোমের মস্ত্রে ত্বষ্টারও উহ হইবে; যেহেতু “পানাৎ”—মস্ত্রে ত্বষ্টার সহিত পাত্নীবত দেবতার সোমপান বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রটি যথা, “অগ্না পাত্নীবঃ সজ্জদেবেন ত্বষ্ট্রা দেবেন স্বাহা” অর্থাৎ হে পাত্নীবন্ অগ্নে! তুমি দেব ত্বষ্টার সহিত সোম পান কর।’ আর, যে স্বাহার সহিত পান করিবে, তাহার পান বিনা সহ পান হইতে পারে না। অতএব এস্থলে ত্বষ্টার দেবতায় মন্ত্রবর্ণিক—মন্ত্রবর্ণলক্ষ বলিয়া শেষভক্ষণ মস্ত্রে তাহারও উল্লেখ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অতুল্যত্বাতু নৈবং শ্রাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অতুল্যত্বাৎ”—তুল্য নহে বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “এবং ন শ্রাৎ”—এইরূপ হইবে না অর্থাৎ ভক্ষণমস্ত্রে ত্বষ্টার উহ হইবে না।

২য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৩৩

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—“নৈবং ত্রাৎ”—একপ হইবে না অর্থাৎ ষষ্ঠার উহ হইবে না। তাহার হেতু বলিতেছেন—“অতুলাত্বাৎ”—কারণ, পত্নীবতের দেবতাস্থ এবং ষষ্ঠার দেবতাস্থ তুল্য নহে। যেহেতু, পত্নীবতের দেবতাস্থ তদ্বিতলভ্য; আর ষষ্ঠার দেবতাস্থ মন্ত্রবর্ণ-সিদ্ধ। আর মন্ত্রবর্ণবোধিত দেবতা অপেক্ষা তদ্বিতবোধিত দেবতা অভ্যাহিত বলিয়া তদ্বিতবোধিত দেবতাই দেবতা বলিয়া গ্রহণীয়। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“তদ্বিতেন চতুর্থ্যা বা মন্ত্রবর্ণেন বা পুনঃ।

দেবতায় বিধিস্তত্র দুর্সংগং তু পরং পরম্ ॥”

অর্থাৎ “তদ্বিত প্রত্যয়, চতুর্থী বিভক্তি এবং মন্ত্রের বর্ণনা হইতে দেবতার বিধি হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পর পরটি পূর্বাপেক্ষা দুর্সংগ”। আবার পত্নীবৎ দেবতার সোমপান প্রত্যক্ষপ্রতিবোধিত, কিন্তু ষষ্ঠার পান অনুমের। আর যে তস্ব শব্দেক প্রমাণক—একমাত্র শব্দই যে বিষয়ে প্রমাণ, সে বিষয়টির যথাস্থ নির্ণয় হওয়াই উচিত—শব্দ হইতে বাহা পাওয়া যায়, সেই অর্থই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। আর, শব্দ হইতে পত্নীবৎ দেবতারই পান লব্ধ হইতেছে বলিয়া ভক্ষমন্ত্রে তাহারই উল্লেখ করা উচিত। আর সহ শব্দ থাকিলেই যে তৎক্রিয়াকারিতা থাকে তাহা নহে, যেহেতু, “সর্গৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভার্য বহতি গর্দভী” ইত্যাদি স্থলে যদিও গর্দভী একাই ভার বহিতেছে, পুত্রেরা বহিতেছে না, তথাপি পুত্রদিগকে সহ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ষষ্ঠার সাহিত্যমাত্র বিবক্ষিত বলিয়া ষষ্ঠা সোম-পানকর্তাও নহে। সুতরাং মন্ত্রে ষষ্ঠার উল্লেখ হইবে না। ইতি ১৪শ পাত্নীবত ভক্ষণে ষষ্ঠার অনুপলক্ষণীয়তা অধিকরণ।

ত্রিংশচ্চ পরার্থত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ত্রিংশৎ চ”—(ষষ্ঠার ত্রাৎ) ত্রিংশৎ দেবতাও ভক্ষণমন্ত্রে উল্লেখ্য নহে, “পরার্থত্বাৎ”—যেহেতু (হোমমন্ত্রে তাহাদের যে উল্লেখ তাহা) পরার্থ অর্থাৎ অর্থবাদ হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পাত্নীবত গ্রহের যে বাজ্যা (পাঠ্য স্বকৃম্ম-বিশেষ) আছে, তাহা “পত্নীবতত্রিংশতঃ ত্রিংশৎ দেবানমুৎস্বং মাদয়স্ব” এই

অংশে বলা হইয়াছে “হে অগ্নি, তুমি পত্নীবৎ নামধারী তেত্রিশটি দেবতাকে আনন্দিত কর।” এই রূপ মন্ত্রবর্ণ হইতে বুঝা যায় যে, এস্থলে সোমরসের আচ্ছতি দিলে তেত্রিশটি দেবতাই মাদিত—তর্পিত হইয়া থাকেন। ভক্ষমন্ত্রে এই তেত্রিশটি দেবতারই উল্লেখ করিতে হইবে কি না, এইপ্রকার সন্দেহে পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ত্রিংশৎ জন দেবতারই উহ কর্তব্য, কেন না, তেত্রিশ জনই যখন হুয়মান সোমরসের দ্বারা মাদিত (তর্পিত) হইয়া থাকেন, তখন এস্থলে তেত্রিশ জনই দেবতা, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীয় মতানুসারে বলিব যে, এস্থলে কেবলমাত্র অগ্নির উদ্দেশ্যেই সোম আচ্ছত হয় বলিয়া যজমানের দ্বারা অগ্নিরই তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। আর তেত্রিশটি দেবতা অগ্নির দ্বারাই মাদিত হইয়া থাকে। এই কারণে তাহারা এস্থলে দেবতা নহে। যেহেতু, যজমান যাহার উদ্দেশ্যে হবিঃ ত্যাগ করে, তাহাকেই দেবতা বলা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে এস্থলে অগ্নি তেত্রিশ জন দেবতাকে মাদিত করেন, এই প্রকার উক্তি অগ্নির প্রশংসামাত্র। অতএব তেত্রিশটি দেবতার উহ কর্তব্য নহে। ইতি ১৫শ পাদবৃত্তভঙ্গ্যে ত্র্যস্ত্রিংশৎ দেবতার অনুপলক্ষণাধিকরণ।

বষট্কার্ষ কর্তৃবৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষন্নার্থ। “বষট্কার্ষঃ চ”—বষট্কার্ষও অর্থাৎ অনুবষট্কার্ষ নামক যাগের দেবতাও (উপলক্ষিত হইবে না), “কর্তৃবৎ”—কর্তার দ্বায় অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্যু প্রভৃতি যাগকর্তার দ্বায়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগের মধ্যে অনুবষট্কার্ষ নামক যে যাগ আছে, তাহাতে “সোমশ্রায়ে বৌহি” এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়। এস্থলে স্পষ্টই অগ্নির দেবতায় বোধিত হইয়াছে বলিয়া ইহার শেষ ভক্ষণকালে মন্ত্রে এই যাগের দেবতা যে অগ্নি তাহার উল্লেখ কর্তব্য, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর মত। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অনুবষট্কার্ষ স্থলে অগ্নির উল্লেখ হইবে না। কারণ, ইহা ঐন্দ্রচমসের বিকৃতি। আর ইহার প্রকৃতি যে ঐন্দ্রচমস, তথায় ইহার দেবতা যে অগ্নি, তাহার উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু তথায় ইন্দ্রই উদ্দেশ্য। আর বাহা উদ্দেশ্য নহে, তাহার উল্লেখ হইতে পারে না। এই কারণে

অগ্নির উল্লেখ হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন “কৰ্ণবৎ”; যেমন প্রকৃতিভূত ইন্দ্রবাগে হোতা প্রথমে মন্ত্রপাঠপূর্বক পান করিলে পরে অধ্বৰ্য্য আবার যখন মন্ত্রপাঠপূর্বক পান করেন, তখন ‘হোতৃগীতন্ত’ এই ভাবে হোতার উল্লেখ করিতে হয় না, এস্থলেও সেইরূপ অগ্নির উল্লেখ করিতে হইবে না। ইতি ১৬শ অনুবচট্কার দেবতার অনুপলক্ষণ অধিকরণ।

ছন্দঃপ্রতিষেধস্ত সৰ্বগামিত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

অসম্বন্ধার্থ। “তু”—পূর্বদর্শিতপক্ষনিরাসার্থক, “সর্বগামিত্বাৎ”—(ঐন্দ্রবাগ এবং অনৈন্দ্রবাগের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই) যেহেতু (বিধিবোধিত সোম) সর্বগামী অর্থাৎ একই প্রকারে সকলের বিষয়, “ছন্দঃপ্রতিষেধঃ”—(“অনুষ্ঠুপ্ছন্দসঃ” ইত্যাদি বাক্যও উহের লিঙ্গ নহে, যেহেতু তাহা) ছন্দের নিষেধ অর্থাৎ জগতীছন্দের নিষেধমাত্র।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে ২৮ এবং ২৯ শ্লোকে কেবলমাত্র পূর্বপক্ষীর মত প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র ও অনৈন্দ্রবাগের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই বলিয়া ঐন্দ্রবাগেই “ইন্দ্রগীতন্ত” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক আহুত সোমের শেবভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী বলিলেন যে, উক্ত স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে বলিয়া উদ্দেশ্যভূত সেই সেই দেবতার উহ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বকই সমস্ত শেব সোম ভক্ষণ কর্তব্য। আর এই উহপক্ষকে ধরিয়া লইয়াই কৃষাচিন্তারূপে পাঁচটি অধিকরণে উহ সম্বন্ধীয় পাঁচ প্রকার বিচার করা হইয়াছে। এই প্রকারে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর মত সমাপ্ত হইলে প্রথম পূর্বপক্ষবাদী ইহা খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিবার জন্ত আরও বাহা বলেন, তাহা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, উহ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বকই ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহা সঙ্গত নহে; তাহার কারণ বলিতেছেন “সর্বগামিত্বাৎ”—যেহেতু ঐন্দ্র এবং অনৈন্দ্রসকল বাগই সমান বিধান—একই উপদেশ বিধির বিষয় বলিয়া একই প্রকারে সোমের সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকে। “সোমেন যজ্ঞেত” এই বিধিবাক্যেই সোমের বিধান আছে, তাহা ঐন্দ্র এবং অনৈন্দ্র সকল বাগই প্রকরণবলে তুল্যভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে

বলিয়া সোম অবিশেষে সর্বগামীই হইতেছে। এই কারণে ঐন্দ্রবাগ এবং অর্নৈন্দ্র-বাগের মধ্যে একে অপরের ধর্ম গ্রহণ করে না বলিয়া প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই। আর এমন কোন অতিদেশবিধিও নাই, বাহার দ্বারা প্রকৃতিবিকৃতিভাব অবধারিত হইতে পারে। আর “ঐন্দ্রঃ সোমো গৃহ্যতে মীয়তে চ” অর্থাৎ ‘ঐন্দ্র সোম গ্রহণ করা হয় এবং পরিমাণ করা হয়’ এই বচনের দ্বারাও প্রকৃতিবিকৃতিভাব নিরূপিত হয় না; কারণ, ঐন্দ্রবাগ এবং অর্নৈন্দ্রবাগ যদি স্বতন্ত্র—স্বপ্রধান ভিন্ন ভিন্ন বাগ হইত, তাহা হইলে উহা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এইগুলি একটি বাগেরই অনুষ্ঠান-বিশেষ—সকলেই একটি বাগেরই অঙ্গ। সুতরাং ইহার সকলে অপর একটি বাগের গুণ বলিয়া ইহাদের একের ধর্ম অপর বাইতে পারে না। যেহেতু, বাহা গুণ, তাহা স্বয়ং অপ্রধান বলিয়া তাহার ধর্ম অপর একটি গুণে বাইতে পারে না, ইহা পূর্বে “গুণানাং চ পরার্থবাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ” (মীঃ দঃ—৩১।২২) এই সূত্রে বলা হইয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই বলিয়া উহা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক যে সোম ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নহে, কিন্তু অমন্ত্রকই ভক্ষণ কর্তব্য।

দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী যদি পুনরায় বলেন যে, তৃতীয় সবনে ষোড়শি-গ্রহের বেলায় “তৃতীয়স্ত সবনস্ত জগতীচ্ছন্দঃ” এই মন্ত্রে “জগতীচ্ছন্দঃ” এই অংশের স্থলে “অনুষ্ঠ প্ ছন্দঃ” এই প্রকার উহ করিবার বিধি আছে বলিয়া, সর্বত্রই যে উহ কর্তব্য, তাহা উক্ত লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হইতে জানা যায় অর্থাৎ সর্বত্রই যে উহ কর্তব্য, ঐ মন্ত্রটিই (বিধিটিই) তাহার জ্ঞাপক। তাহা হইলে বলিব “ছন্দঃ প্রতিবেদন” — তৃতীয় সবনত্ব হেতু উক্ত উহ স্থলে যে জগতীচ্ছন্দের প্রাপ্তি হইতেছিল, তাহার প্রতিবেদ-মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু উহা উহের লিঙ্গ নহে। আর উহা বচনসিদ্ধ বলিয়া উহার দ্বারা অন্ত্যস্ত স্থলেও বিনা বচনে যে উহ করা হইবে, তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, শব্দৈকসমধিগম্য বিষয়ে যাবদ্বচন (বচনসামর্থ্যে যেটুকু পাওয়া যায় তাৎপর্যমাত্র) অর্থ করিয়া তদনুসারে অনুষ্ঠান করাই আন্তিকগণের কর্তব্য। অতএব অর্নৈন্দ্রস্থলে ভক্ষণ অমন্ত্রকই কর্তব্য। ইতি ১৭শ ইন্দ্রপীতাদিকরণোক্ত দ্বিতীয় উহ পূর্বপক্ষ নিরাকরণ অধিকরণ।

ঐন্দ্রাগ্নে তু লিঙ্গভাবাৎ স্ত্রাৎ ॥ ৪০ ॥ (পূঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “ঐন্দ্রাগ্নে”—ঐন্দ্রাঘ্ন শেষভক্ষণস্থলে, “তু”—

প্রত্যবস্থানসূচক, “শ্রাৎ”—হইবে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠপূর্বক ভক্ষণ হইবে, “লিঙ্গভাবাৎ”—যেহেতু লিঙ্গ অর্থাৎ মন্ত্রের তৎপ্রকাশকতা সামর্থ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে প্রথম পূর্বপক্ষীর মতস্থ হইয়া ‘কৃত্বাচিন্তা’-রূপে পুনরায় দুইটি অধিকরণে বিচার করা হইতেছে। অনৈল্ল স্থলে শেবভক্ষণে উহা হইতে পারে না বলিয়া অমন্ত্রকই ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে “ঐন্দ্রাগ্নিঃ গৃহ্নাতি” অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নি দেবতার উদ্দেশে সোম গ্রহণ করিবে, এই বচনে যে সোমগ্রহণ বিহিত হইয়াছে, তাহার হৃতশেবভক্ষণে মন্ত্র পাঠ্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “ঐন্দ্রাগ্নে তু শ্রাৎ”—ঐন্দ্রাগ্নিযেবভক্ষণ স্থলে কিন্তু সমস্তকই ভক্ষণ হইবে। ইহার হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গভাবাৎ”—যেহেতু লিঙ্গ রহিয়াছে অর্থাৎ তাদৃশ অর্থ প্রকাশ করিতে মন্ত্রের সামর্থ্য রহিয়াছে। কারণ, যেমন যিনি ডিগ্ধ ও ডবিষের মাতা, তাঁহাকে ডিগ্ধমাতাও বলা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রাগ্নি বাহার দেবতা ইন্দ্রও তাহার দেবতা, যেহেতু ইন্দ্র ইন্দ্রাগ্নির অবয়ব বা অংশ হইতেছে বলিয়া ইন্দ্রাগ্নি বাহা পান করিয়াছেন ইন্দ্রও তাহা পান করিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রে যে “ইন্দ্রপীতম্” এই অংশটি আছে, তাহা অসমবেতার্থ হয় না। অতএব এস্থলে মন্ত্রপাঠপূর্বকই ভক্ষণ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

একস্মিন্ বা দেবতাস্তুরাদ্ বিভাগবৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একস্মিন্”—একদেবতায়ুক্ত স্থলে (সমস্তক ভক্ষণ কর্তব্য), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “দেবতাস্তুরাৎ”—যেহেতু (এস্থলে ইন্দ্রাগ্নি দেবতাস্তুরই হইতেছে, “বিভাগবৎ”—বিভাগের দ্বায় অর্থাৎ “আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি” এই স্থলের আগ্নেয় চতুর্ধাকরণরূপ বিভাগের দ্বায়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্ত বলিতেছেন “একস্মিন্ বা”—এক দেবতা-যুক্তস্থলেই সমস্তক ভক্ষণ কর্তব্য, কিন্তু এস্থলে সমস্তক ভক্ষণ হইতে পারে না; কারণ, “দেবতাস্তুরাৎ”—ইন্দ্রাগ্নি দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা নহে, কিন্তু উহার মিলিতভাবে একটিই স্বতন্ত্র দেবতা। এই কারণে ইন্দ্রপীত আর ইন্দ্রাগ্নিপীত সমান

নহে বলিয়া ইন্দ্রপীত অর্থো বাহা বুঝায়, তাহা ইন্দ্রাগ্নির ইন্দ্রকর্তৃক পীত একরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না। সূত্ররাং ডিথ-মাতার দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। ইহার উদাহরণ দিতেছেন “বিভাগবৎ”। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্তিম অধিকরণে “আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি” এই বাক্যের ‘আগ্নেয়’ এই পদটি যেমন শুদ্ধ অগ্নি-দেবতারই সম্বন্ধবোধক বলিয়া উহার দ্বারা যেমন ঐন্দ্রাণ্ন এবং অগ্নীষোমীয় পুরো-ডাশের চতুর্ধাকরণ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শুদ্ধ অগ্নিদেবতার পুরোডাশেরই চতুর্ধাকরণ কর্তব্য বলিয়া বোধিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ ঐন্দ্রাণ্নাদি ভক্ষণ স্থলে ‘ইন্দ্রপীত’ শব্দ ঘটিত মন্ত্র প্রয়োজ্য হইতে পারে না। আরও এস্থলে পীতশব্দের দ্বারা লক্ষণাবলে দানই বুঝাইতেছে। কারণ, নবমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে বিগ্রহাদিবিহীন দেবতার পান হইতে পারে না; সূত্ররাং ইন্দ্রপীত অর্থ ইন্দ্রকে প্রদত্ত সোম। আর এস্থলে যজ্ঞমান ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া সোম দেয় নাই, কিন্তু ইন্দ্রাগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়াই দিয়াছে। এই কারণে দান মিশ্রবিষয়ক (ইন্দ্রাগ্নিবিষয়ক); কিন্তু মন্ত্রটি মিশ্রবিষয় হয় না। সূত্ররাং মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব অমন্ত্রকেই ভক্ষণ কর্তব্য। ইতি ১৮শ ঐন্দ্রাণ্ন ভক্ষণের অমন্ত্রকতাধিকরণ।

ছন্দশ্চ দেবতাবৎ ॥ ৪২ ॥ (পুং)

অক্ষরার্থ। “ছন্দঃ চ”—ছন্দ ও (অত্র ছন্দঃ মিশ্রিত স্থলে পাঠ্য হইবে না), “দেবতাবৎ”—দেবতার ত্রায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত ভক্ষণমন্ত্রেই “গায়ত্রীছন্দস ইন্দ্রপীতস্ত” এই-রূপ অংশ আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, একটিমাত্র ছন্দোযুক্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র গায়ত্রীছন্দোযুক্ত যে সোম তাহারই ভক্ষণে কি এইটি প্রয়োজ্য, অথবা অনেক, ছন্দোযুক্ত সোমেও ইহার প্রয়োগ কর্তব্য? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “ছন্দশ্চ দেবতাবৎ”—দেবতার ত্রায় ছন্দও অন্তর পাঠ্য হইবে না। “ইন্দ্রপীতস্ত” পদের প্রয়োগ আছে বলিয়া ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অত্রদেবতার স্থলে যেমন ঐ শব্দঘটিত মন্ত্রটির প্রয়োগ হয় না, সেইরূপ এস্থলে “গায়ত্রীছন্দসঃ” এই অংশটি থাকায় অত্র ছন্দোযুক্ত সোমে ইন্দ্র দেবতা হইলেও মন্ত্রটি প্রয়োজ্য নহে, যেহেতু, উভয় স্থলেই যুক্তি তুল্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বেষু বাহ্যবাদেকচ্ছন্দসঃ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বেষু”—সকল স্থলেই অনেকচ্ছন্দোযুক্ত সোমেও (মন্ত্র পঠনীয়), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “একচ্ছন্দসঃ অভাবাৎ”—যেহেতু একটি ছন্দোযুক্ত সোম নাই। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, মন্ত্রে “গায়ত্রচ্ছন্দসঃ” এই প্রকার উল্লেখ থাকিলেও অল্প ছন্দোযুক্ত স্থলেও উহা পাঠ্য, কারণ, তাহা না হইলে মন্ত্রটি নির্বিঘ্ন হইয়া পড়ে। যে হেতু একটি ছন্দোবিশিষ্ট সোম নাই, কিন্তু সকল সোমই অনেকচ্ছন্দোযুক্ত। ইতি ১৯শ “গায়ত্রচ্ছন্দসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের নানাচ্ছন্দোযুক্ত সোমে বিনিয়োগ অধিকরণ।

সর্বেষাং বৈকমাত্র্যমৈতিশায়নশ্চ ভক্তিপানত্বাৎ

সবনাধিকারো হি ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বেষাং”—সকলের অর্থাৎ ঐন্দ্র এবং অনৈন্দ্র সকলের হত্যাবশেষ ভক্ষণেই, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “ঐকমাত্র্যম্”—একই মাত্র অবিকৃতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, “হি”—যে হেতু “ভক্তিপানত্বাৎ”—পানশব্দটি ভক্তিযোগে অর্থাৎ লক্ষণা সহকারে অগ্রার্থক বলিয়া (‘ইন্দ্রপীত’ এই শব্দটি সোমের বিশেষণ হইতে পারে না বলিয়া)—“সবনাধিকারঃ”—(‘ইন্দ্রপীত’ এই শব্দটি) সবনাধিকার অর্থাৎ সবনের বিশেষণ। “ঐতিশায়নশ্চ”—ইহা ঐতিশায়ন নামক আচার্য্যেরও মত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে ২৮শ শ্লোকে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া যে অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছিল, এ পর্যন্ত তাহার উত্তরপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বলা হয় নাই। পরবর্তী ২৯শ শ্লোকে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী প্রথম পূর্বপক্ষবাদীর মতে দোষারোপ করিয়া স্বমত স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর ৩০শ হইতে ৩৮শ পর্যন্ত শ্লোকে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর মতস্থ হইয়া ‘কৃৎসাদিস্তা’রূপে পাঁচটি অধিকরণে উৎপাদকের বিচার করা হইয়াছে। পরে ৩৯শ হইতে ৪৩শ পর্যন্ত শ্লোকে

প্রথম পূর্বপক্ষবাদের দ্বারা দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডন করাইয়া এবং তদন্ততঃ হইয়া পুনরায় ‘কুত্বাচিস্তা’রূপে তিনটি অধিকরণে অনুপক্ষের তিন রকম বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাদী এই প্রথম পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডন করিয়া স্বমত দেখাইতেছেন। এই মতটিই ২৮শ সূত্রে আরম্ভ অধিকরণেই সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই সূত্রে স্বতন্ত্র অধিকরণ বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু ২৮শ সূত্রের স্বতন্ত্র অসমাপ্ত ১১শ অধিকরণটিরই এই সূত্রে উপসংহার করা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, অর্নৈন্দ্র সোমের হৃতশেষ ভক্ষণে উহা করিতে পারা যায় না বলিয়া ঐ ভক্ষণ অমঙ্গলকই কর্তব্য, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অর্নৈন্দ্র সোমের হৃতশেষ ভক্ষণে যে মন্ত্রটি পাঠ্য নহে, তাহার কারণ এই যে, উহা সমবেতার্থ হয় না। যে হেতু ‘ইন্দ্রপীতম্’ এই শব্দটি ইন্দ্র কর্তৃক পীত (যাহা পান করা হইয়াছে) এই প্রকার বৃত্তি অনুসারে সোমেরই বাচক। আর অর্নৈন্দ্র স্থলে যে সোম নিবেদিত হয়, তাহা ইন্দ্র কর্তৃক পীত নহে বলিয়া তথায় বিনা উহে মন্ত্রটি প্রয়োগ করা যায় না। অথচ ঐ স্থলে উহও হইতে পারে না, ইহা প্রথম পূর্বপক্ষী প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে ‘ইন্দ্রপীত’ এই শব্দটিতে যদি তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হইত, তাহা হইলে এরূপ বলাই সঙ্গত হইত। কিন্তু ইহা বহুব্রীহি সমাস। সুতরাং উহার অর্থ ‘ইন্দ্র কর্তৃক পীত হইয়াছে সোম যেখানে (যে সবনে)’ এইরূপ বলিয়া ‘ইন্দ্রপীত’ শব্দটি সোমের বাচক নহে; কিন্তু সবনেরই বোধক। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “সবনাধিকারো হি”। আর ‘পান’ শব্দটি এস্থলে মুখ্যার্থক নহে বলিয়া—এস্থলে শক্তিযোগে (অভিধাশক্তি হইতে) আগত অর্থ গ্রহণীয় নহে, কিন্তু ভক্তিযোগে (লক্ষণা সহকারে) ভাক্ত (লাক্ষণিক) অর্থ গ্রহণীয় বলিয়া ঐ প্রকার বিগ্রহপূর্বক বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করা হয়। পান শব্দটির শকার্থ না লইয়া লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিবার হেতু এই যে, মীমাংসকমতে বিগ্রহাদিপঞ্চকবিহীন দেবতার। মনুষ্যের দ্বারা পান করিতে পারেন না। ইহা নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। কিন্তু দেবতার। উদ্দেশ্যীভূত হইয়া অর্থ্যাং বাগে বজ্রমানের সঙ্কল্পের (ত্যাগের) পাত্র হইয়াই বাগের সাক্ষ্যসাধন করিয়া থাকেন। এই কারণে তৎপুরুষসমাস স্বীকার করিলেও ইন্দ্র এবং পীত এই উভয় পদেই লক্ষণা স্বীকার করিয়া ইন্দ্রপদের অর্থ ইন্দ্রোদ্দেশ্যক (ইন্দ্র যাহার উদ্দেশ্য) এবং পীতপদের প্রকৃতিভূত পা দাতার অর্থ ত্যাগ এই প্রকার অর্থ করিতে হয়। আর তৎপুরুষ সমাসে একটি পদে লক্ষণা, কিন্তু বহুব্রীহিতে

উভয় পদেই লক্ষণা করিতে হয় বলিয়া, যে সমাসে উভয় পদে লক্ষণা করা হয়, তদপেক্ষা যে সমাসে একটি পদে লক্ষণা করা হয় তাহা প্রশস্ত। এই কারণে বহুব্রীহি এবং তৎপুরুষের সন্ধেহে তৎপুরুষই গ্রহণীয়, যে হেতু বহুব্রীহি উভয়পদলক্ষণায়ুক্ত হওয়ার তৎপুরুষ অপেক্ষা জঘন্ট। এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এস্থলে তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করিলেও ইন্দ্রপীত শব্দটিতে যখন উভয় পদেই লক্ষণা করিতে হয়, তখন বহুব্রীহি স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। যদি বলা হয়, তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করিতেই বা আপত্তি কি? তাহা হইলে বলিব, বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিবার হেতু এই যে, ‘ইন্দ্রপীতস্ত’ ইহা সোমের বিশেষণ নহে, কিন্তু সবনেরই বিশেষণ। মন্ত্রের “গায়ত্রীচ্ছন্দস ইন্দ্রপীতস্ত” এই অংশে যে “গায়ত্রীচ্ছন্দসঃ” এই পদটি রহিয়াছে, তাহাই এস্থলের বহুব্রীহি সমাসের নিশ্চায়ক; কারণ, “গায়ত্রীচ্ছন্দসঃ” ইহা সোমের বিশেষণ হইতে পারে না, কিন্তু সবনেরই বিশেষণ; যে হেতু মন্ত্রমধ্যে “প্রাতঃসবনস্ত গায়ত্রীচ্ছন্দসোহগ্নিষ্টুত ইন্দ্রপীতস্ত” এই প্রকারই পাঠ আছে। আরও “ইন্দ্রপীতস্ত” এই পদটি আত্মদান্ত বলিয়া অধীত হইয়া থাকে; আর বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিলেই পাণিনীয় স্বরশাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে (‘বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্’—পাঃ ৬।২।১ এই সূত্র অনুসারে) উহার আত্মদান্তও থাকে। কিন্তু উক্ত স্থলে যদি তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর উহার আত্মদান্তও থাকে না, কিন্তু “সমাসস্ত”—পাঃ ৬।১।২২৩ এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে অন্তোদান্ত হইয়া পড়ে। আর ইহা অন্তোদান্ত হইলে অধ্যয়নগৃহীত স্বর নিয়মের বাধ হইয়া পড়ে। এই কারণে এস্থলে তৎপুরুষ সমাস গ্রহণীয় নহে, কিন্তু বহুব্রীহি সমাসই স্বীকার্য। আর এস্থলে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিলে ‘ইন্দ্র কর্তৃক পীত হইয়াছে সোম যে সবনে তাহা ইন্দ্রপীত’ এই প্রকার অর্থ হয় বলিয়া উহা কেবলমাত্র ইন্দ্র কর্তৃক পীত সোমের বাচক না হওয়ার ঐন্দ্র এবং অনৈন্দ্র সকল প্রকার সোমেরই শেবভক্ষণে মন্ত্রমধ্যে বিনা উহে প্রয়োগ করিলে কোনও অসামঞ্জস্য থাকে না। এই কারণে উহা না করিয়াই ঐ মন্ত্রটি ঐন্দ্র এবং অনৈন্দ্র সকল প্রকার সোমেরই ভক্ষণকালে পাঠ করিতে হইবে। ইহা ঐতিশ্যন নামক আচার্য্যের মত; এবং আমাদেরও (জৈমিনি প্রভৃতি আচার্য্যেরও) ইহাই মত। প্রতিপাত্ত বিষয়টিকে দৃঢ় করিবার জন্য এস্থলে পূর্বাচার্য্যের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি ১১শ ইন্দ্রপীতাদিকরণ ৮ ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

ঋতেজাতাধিকারঃ শ্রাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “জাতাধিকারঃ শ্রাৎ”—জাতে অর্থাৎ উচ্চৈশ্ব
প্রভৃতি ধর্ম ঋক্ প্রভৃতি জাতিরই অধিকার (বিষয়) হইবে, “ঋতেঃ”—
যেহেতু ঋক্ প্রভৃতি শব্দ ঋত (পঠিত) হইয়াছে (আর উহার জাতি-
বাচকই হইয়া থাকে) ।

ভাষ্যতাবার্থ। পূর্বপাদে লিঙ্গের বিনিয়োগ বিচার করা হইয়াছে ।
এই পাদে বাক্য প্রভৃতির বিনিয়োগ বিচারিত হইবে । ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম
প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “উচ্চৈশ্বাচ্চা ক্রিয়তে । উচ্চৈঃ সাম্না । উপাংগু বজ্রবা”
(তৈঃ সং—১৮।১) অর্থাৎ ঋকের দ্বারা উচ্চৈঃশ্বরে (উচ্চারণ করিয়া) কার্য
করিবে, সামের দ্বারা উচ্চৈঃশ্বরে (উচ্চারণ করিয়া) কণ্ঠ করিবে, এবং বজ্রুর দ্বারা
উপাংগু (অল্পচশ্বরে উচ্চারণ করিয়া) ক্রিয়া করিবে ।” এস্থলে সন্দেহ এই যে,
অত্রত্য ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি শব্দ কি ঋক্ প্রভৃতি জাতির বাচক, অথবা
উহার ঋগ্বেদাদি বেদের অভিধায়ক ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—
“জাতাধিকারঃ শ্রাৎ”—ঋক্ প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচকই হইবে । ইহার হেতু
বলিতেছেন “ঋতেঃ”—যেহেতু ঋগাদি শব্দের শ্রবণমাত্রেই জাতিরই প্রতীতি হইয়া
থাকে আর জাতিই যে শব্দের বাচ্য, তাহা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অন্ত্য
অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব উচ্চৈশ্ব এবং উপাংগু ঋক্‌দ্বাদি
জাতিরই অধিকারে আসিবে অর্থাৎ ঋক্‌জাত্যবচ্ছিন্ন—ঋক্‌মাত্রই উচ্চৈঃশ্বরে পাঠ্য
এবং বজ্রু জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যজুঃ মাত্রই উপাংগু (অক্ষুট শ্বরে) পঠনীয় ।
পক্ষান্তরে এস্থলে বেদের অধিকারবোধক কোনও প্রমাণই নাই । আরও এস্থলে
যদি জাত্যবচ্ছিন্নরূপে উচ্চৈশ্বাদি ধর্মের প্রয়োগ স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে
বৈকল্পিক বাধপ্রসঙ্গও হইয়া থাকে ; কারণ, বেদাবচ্ছিন্নরূপে উচ্চৈশ্বাদি ধর্ম
কণ্ঠ্য হইলে ঋগ্বেদ-পঠিত ঋক্ উচ্চৈঃশ্বরে পাঠ্য হয় বটে, কিন্তু যজুর্বেদ-পঠিত
ঋক্ উপাংগু পঠনীয় হইয়া থাকে । ইহাতে একই ঋক্ উচ্চৈঃশ্বরে এবং অক্ষুটশ্বরে
পাঠ্য হওয়ায় উচ্চৈশ্বাদি ধর্মের বিকল্প হইয়া পড়ে । আর বিকল্প হইলে পক্ষে

বাদই হইয়া থাকে। কিন্তু জাতিপক্ষ স্বীকার করিলে এ দোষের সম্ভাবনা নাই, যে হেতু একই বর্ণসমূহে একাধিক জাতির সমবায় হইতে পারে না। আরও এইরূপ স্বীকার করিলে প্রকরণের মৰ্যাদা রক্ষিত হয়। কারণ, “উচ্চৈশ্বৰ্য্যচা ক্রিয়তে” ইত্যাদি বাক্যটি জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত বলিয়া উহাকে জ্যোতিষ্টোমবিষয়ক স্বাক্ষরই ধৰ্ম্ম বলা উচিত। কিন্তু ঋগাদি শব্দকে বেদবাচক বলিলে বাক্য বিনিয়োগ অনুসারে ইষ্টি, পশু এবং সোম সকল কৰ্ম্মেই ঋগাদির উচ্চৈশ্বৰ্য্যাদি ধৰ্ম্মের প্রসঙ্গ হয়। আর তাহা হইলে উহা জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব উচ্চৈশ্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম বেদাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ঋগাদি জাত্যবচ্ছিন্ন। ইতি পূৰ্ব্বপক্ষ।

বেদো বা প্রায়দর্শনাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বেদঃ”—বেদ অর্থাৎ উক্ত ঋক্ প্রভৃতি পদে বেদই বোধিত হইতেছে, “বা”—পূৰ্ব্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “প্রায়দর্শনাৎ”—যে হেতু, প্রায়ে অর্থাৎ বাক্যের উপক্রমে বেদশব্দ দৃষ্ট হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূৰ্ব্বোক্ত পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—“বেদো বা”—“উচ্চৈশ্বৰ্য্যচা ক্রিয়তে” ইত্যাদি বিধিবাক্যে ঋক্ প্রভৃতি পদে বেদই বোধিত হইতেছে। ইহার হেতু বলিতেছেন—“প্রায়দর্শনাৎ”—যে হেতু প্রায়ে অর্থাৎ বাক্যের উপক্রমে (প্রারম্ভে) বেদ শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। “উচ্চৈশ্বৰ্য্যচা ক্রিয়তে। উচ্চৈঃ সায়। উপাশু বজ্রুবা” এইটি উপসংহার বাক্য। আর—“প্রজাপতিৰ্বা ইদমেক অসীৎ। স তপোহ-তপ্যত। তস্মাস্তপস্তপানান্তরো দেবা অশ্বজাস্ত। অগ্নিৰ্বায়ুদিত্যাঃ। তে তপোহতপ্যন্ত। তেভ্যস্তপানেন্ত্যস্তরো বেদা অশ্বজাস্ত। অগ্নেঋগ্বেদো বারো-বজ্রুবেদ আদিত্যাং সামবেদঃ” অর্থাৎ “এই জগৎ একমাত্র প্রজাপতিরূপেই ছিল। সেই প্রজাপতি তপস্তা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্তা করিতে থাকিলে তাঁহা হইতে অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য এই তিন জন দেবতা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তপস্তা করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের হইতে তিনখানি বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে বজ্রুবেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ”—ইহা উপক্রম বাক্য। এই প্রকারে

উপক্রমে (আরম্ভে) বেদ শব্দের প্রয়োগ থাকায় উপসংহার বাক্যে যে ঋক্-প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহাও বেদেরই বোধক বুঝিতে হইবে। অতএব বিধিবাক্যে ক্ষয়মাণ উচ্চৈশ্বর্য প্রভৃতি ধর্ম ঋক্‌ত্বাদি জাত্যবচ্ছিন্নের ধর্ম নহে, কিন্তু উহা স্বধেদান্তবচ্ছিন্নের ধর্ম।

এস্থলে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, অর্থবাদ অপেক্ষা বিধিবাক্যই বলবত্তর বলিয়া উপক্রমস্থিত অর্থবাদের অনুরোধে উপসংহারস্থ বিধিবাক্যের অগ্রথা করিয়া (ঋক্ প্রভৃতি পদে লক্ষণা করিয়া) অর্থ করা উচিত হয় না, কিন্তু উপসংহারস্থ বিধিবাক্যগত ঋক্ প্রভৃতি পদের অনুরোধে উপক্রমস্থ অর্থবাদীয় বেদপদেরই অগ্রথা করা (লক্ষণা করা) যুক্তিসঙ্গত। আরও উপক্রম এবং উপসংহারের মধ্যে বিরোধ হইলে উপসংহারের দ্বারা উপক্রমেরই বাধ হওয়া উচিত; কারণ, পূর্ববাক্যজ্ঞ জ্ঞান এবং পরবাক্যজ্ঞ জ্ঞান উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে। আর পূর্ববর্তী বাক্যজ্ঞ জ্ঞানটি যখন উৎপন্ন হয়, তখন পরবর্তী বাক্যজ্ঞ জ্ঞানটি উৎপন্নই হয় নাই। সুতরাং পূর্ববর্তীবাক্যজ্ঞ জ্ঞানটির বিরোধী উৎপন্ন না হওয়ায় তাহা নির্বিশেষে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীবাক্যজ্ঞ জ্ঞানটি উহার ঋক্ অসঙ্গতবিরোধী নহে, যেহেতু, উহার বিরোধী পূর্ববর্তীবাক্যজ্ঞ জ্ঞানটি পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে ইহাকে বাধিত করিতে না পারিলে—স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে পরবর্তী বাক্যজ্ঞ জ্ঞানটির উৎপত্তিই হইতে পারে না। এই কারণে বিরোধস্থলে পরবর্তী উপসংহারবাক্যজ্ঞ জ্ঞান পূর্ববর্তী উপক্রমবাক্যজ্ঞ জ্ঞানের বিরোধী হইয়াই আবির্ভূত হইতে থাকে বলিয়া তদ্বারা উপক্রমবাক্যজ্ঞ জ্ঞানেরই বাধ হওয়া উচিত। এই জ্ঞান ভট্টপাদ বলিয়াছেন—(বলাবলাধিকরণ বার্তিকের)

“পূর্বঃ পরমজ্ঞাতত্বাদবাধিত্বৈব জায়তে।

পরন্তানন্তথোৎপাদানত্ববোধেন সম্ভবঃ।”

অর্থাৎ “পূর্ববর্তী জ্ঞানের উৎপত্তিকালে পরবর্তী জ্ঞানটি অনুৎপন্ন হওয়ায় পূর্ববর্তী জ্ঞানটিকে বাধা না দিলে পরবর্তী জ্ঞানটির উৎপত্তি অগ্রথা উপপন্ন হয় না বলিয়া তাহা (পরবর্তী জ্ঞান) পূর্ববর্তী জ্ঞানটিকে বাধিত করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সূত্রকারও এই কথাই যষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন “পৌর্বাণ্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবৎ” (মীঃ দঃ—৬।৫।৫৪ নং) অর্থাৎ “পৌর্বাণ্যস্থলে পূর্বটিই দুর্বল হইয়া থাকে, যেমন প্রকৃতিভূত কর্ণের

ক্লিপ্তোপকার কুশবিষয়ক শাস্ত্র বিকৃতিভূত কণ্ঠের কল্লোপকার শরবিষয়ক শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। অতএব উপক্রমবাক্য অপেক্ষা উপসংহারবাক্যই বলবত্তর।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বলিব—পৌর্কোপধ্য থাকিলেই যে পূর্বটি দুর্বল হয়, এরূপ নহে; কারণ, তাহা হইলে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং পার্যদৌর্বল্যম্” (মীঃ দঃ ৩।৩।১৪ শ্লঃ) অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা ইহাদের মধ্যে পর পর গুলি পূর্ব পূর্ব হইতে দুর্বল ইত্যাদি সূত্রটি সঙ্গত হইত না; অধিক কি, এই দুইটি সূত্র পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ার দুইটিই অপ্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু যে স্থলে পরবর্তী বিজ্ঞান পূর্ববর্তীজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে, তাদৃশ স্থলেই পূর্ববর্তী জ্ঞানটি পরবর্তীকালীন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান বর্ত্তিককার বলিয়াছেন—

“পৌর্কোপধ্যবলীয়ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে।*

অন্তোন্তনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ।”

অর্থাৎ “যেখানে দুইটি জ্ঞান পরস্পর নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ স্থলেই পূর্ব অপেক্ষা পরবর্তী জ্ঞানটির বলবত্তরতা থাকে।” ইহাই “পৌর্কোপধ্যো পূর্বদৌর্বল্যম্” ইত্যাদি সূত্রটির তাৎপর্য। কিন্তু যে স্থলে পরবর্তী জ্ঞানটি পূর্ববর্তী জ্ঞানসাপেক্ষ—পূর্বটির উপরেই তাহার উৎপত্তি বা প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে, তথায় পরবর্তীটি পূর্ববর্তীকে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু পরবর্তীটি হয় পূর্ববর্তীটির আনুগত্য করিয়া আত্মলাভ করে, না হয় তদ্বারা বাধিতই হয়। ইহাই “শ্রুতিলিঙ্গ” ইত্যাদি সূত্রটির স্বরস। সুতরাং উপক্রম এবং উপসংহারের বিরোধস্থলে উপসংহারই যে প্রবল হইবে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, উপক্রম এবং উপসংহারের একবাক্যতাই সর্বত্র অভিপ্রেত, যে হেতু তাহা না হইলে এক বিষয়ের উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া অত্র বিষয়ের উপসংহার করিলে অসম্বন্ধপ্রলাপিৎ হইয়া থাকে। আর উপক্রম এবং উপসংহারের একবাক্যতা রক্ষা করিতে হইলে উপসংহারের দ্বারা উপক্রমের বাধ বা অস্তিত্ব-ভাব হইতে পারে না, যে হেতু উপক্রমবাক্যজ্ঞান জ্ঞান পূর্বভাবী বলিয়া অসম্ভাব-বিরোধী হওয়ার নির্বোধে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু উপসংহারবাক্যজ্ঞান জ্ঞান পরভাবী বলিয়া সম্ভাববিরোধী অথচ উপক্রমসাপেক্ষ বলিয়া তাহা উপক্রমেরই

* “পূর্বাং পরবলীয়ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্.”—ইহা ভাসতীসম্মত পাঠ।

আমুগ্ণ্য করিয়া তদবিরোধে উৎপন্ন হইবে; অতথা তাহার উৎপত্তিই হইতে পারে না। এই কারণে “অগ্নেঋগ্বেদঃ” ইত্যাদি উপক্রমবাক্যস্থ বেদশব্দের অতথা হইতে পারে না, কিন্তু উপসংহারবাক্যস্থ ঋক্ প্রভৃতি পদেই লক্ষণা করিয়া ‘বেদ’ এই অর্থ করিতে হইবে।

আর উপক্রমবাক্য অর্থবাদ এবং উপসংহারবাক্য বিধি বলিয়া পরবর্তীটিরই প্রাবল্য হইবে এই প্রকার যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাও সমীচীন নহে; কারণ, যে স্থলে অর্থবাদ বিদ্যুদ্দেশের পরে ক্রান্ত হয়, তাদৃশ স্থলেই বিধিজ্ঞাজ্ঞান প্রবল এবং অর্থবাদজ্ঞাজ্ঞান দুর্বল। কিন্তু এখানে অর্থবাদ বিদ্যুদ্দেশের পূর্বেই ক্রান্ত হইতেছে বলিয়া বিধি অপেক্ষা দুর্বল নহে। আরও অর্থবাদ অপেক্ষা বিধি বলবান, ইহার অর্থ, যে অংশটি বিধি বা বিধেয় তাহাই প্রবল; কিন্তু তাই বলিয়া বিধিবাক্যের সমস্ত অংশই যে সর্বত্র অর্থবাদ অপেক্ষা বলীয়ান, তাহা নহে, যে হেতু অর্থজ্ঞাপন বিষয়ে অর্থবাদ এবং বিধি উভয়েরই শক্তি-তুল্যরূপ; প্রভেদ এই যে, অর্থবাদের বিশিষ্ট অর্থার্থ বিধায়কতা নাই, কিন্তু বিধিবাক্যের তাহা আছে। এই কারণে অর্থবাদ বিধেয় অংশটিরই সাপেক্ষ বলিয়া তদপেক্ষাই দুর্বল। আর “উচ্চৈশ্বৰ্য্যং ক্রিয়তে” ইত্যাদি বিধিবাক্যে উচ্চৈশ্বৰ্য্যই বিধেয়, কিন্তু ঋক্ প্রভৃতি বিধেয় নহে, উহা অনুবাদ মাত্র। আর বাহা অনুবাদ, তাহা অনুবাদী অর্থার্থ সাপেক্ষ বলিয়াই প্রবল নহে অর্থার্থ প্রমাণ নহে। সুতরাং এস্থলে ঋক্ প্রভৃতি প্রমাণ নহে, যে হেতু উহা উদ্দেশ্য বলিয়া অনুবাদী। কিন্তু উচ্চৈশ্ব প্রভৃতিই প্রবল, কারণ, উহা বিধেয় বলিয়া বচনান্তরনিরপেক্ষ। সুতরাং উচ্চৈশ্ব প্রভৃতির সহিত উপক্রমবাক্যস্থ ‘বেদ’ শব্দের কোনও বিরোধই নাই। অতএব উপক্রমবাক্য অর্থবাদ বলিয়াও যে দুর্বল হইবে, তাহাও হইতে পারে না। অতএব “উচ্চৈশ্বৰ্য্যং ক্রিয়তে” ইত্যাদি বাক্যের ঋক্ প্রভৃতি শব্দ উপক্রমবাক্যের অনুবোধে বেদরূপ অর্থেরই বোধক। পরম শ্রীমৎ পদ্মদীক্ষিত প্রণীত উপক্রমপরাক্রম নামক গ্রন্থে এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গাং চ”—লিঙ্গ অর্থার্থ জ্ঞাপক বেদবচন আছে বলিয়াও (ঋক্ প্রভৃতি শব্দ বেদেরই বোধক)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋক্ প্রভৃতি শব্দ যে বেদেরই বোধক, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“লিঙ্গাং চ”। বেদমধ্যে—“ঋগ্ভিঃ প্রাতর্দেবী দেব ঈয়তে বজ্রবেদেন তিষ্ঠতি মধ্যে অহঃ। সামবেদেনান্তময়ে মহীয়তে। বেদৈর-শূন্তস্তিভিরেতি সূর্য্যঃ।” অর্থাৎ “প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব ঋক্‌সংযুক্ত হইয়া দ্যালোকে ভ্রমণ করেন, মধ্যাহ্নে বজ্রবেদসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং অন্তম্নকালে সামবেদসংযুক্ত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। (এই প্রকারে) সূর্য্যদেব তিনখানি বেদ হইতে অশূন্ত হইয়া অর্থাৎ বেদত্রয়সংযুক্ত হইয়াই ভ্রমণ করেন।” এখানে যেমন প্রথমপাদে ঋক্ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, পরে দুইটি চরণে বেদ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং চতুর্থ পাদে বেদশব্দ-বহুবচনান্ত করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে বলিয়া প্রথম চরণের ঋক্ শব্দটি বেদবোধক, সেইরূপ “উচ্চৈশ্বাচ্চা ক্রিয়তে” ইত্যাদি বচনের ঋক্ প্রভৃতি শব্দও বেদবোধক। সুতরাং “উচ্চৈশ্বাচ্চা ক্রিয়তে” এই বচনটির ঋক্ প্রভৃতি শব্দ যে বেদবোধক, “ঋগ্ভিঃ প্রাতর্দেবী দেব ঈয়তে” ইত্যাদি মন্ত্রটিই তাহার লিঙ্গ-অর্থাৎ জ্ঞাপক।

ধর্মোপদেশাচ্চ ন হি দ্রব্যেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “ধর্মোপদেশাৎ”—ধর্মের অর্থাৎ সামের উচ্চৈশ্বাচ্চা ধর্মের উপদেশ আছে বলিয়া, “চ”—ও, “দ্রব্যেণ সম্বন্ধঃ”—দ্রব্যের সহিত অর্থাৎ সামের সহিত সম্বন্ধ, “ন হি”—বস্তুব্য নহে (যে হেতু সাম ঋক্ হইতে অতিরিক্ত নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে ঋক্ প্রভৃতি শব্দ যে বেদেরই বোধক, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“ধর্মোপদেশাৎ চ”। ঋক্‌টির ঐ বচনটির মধ্যেই বলা হইয়াছে “উচ্চৈঃ সামা”। যদি ঋক্‌ পদের অর্থ ঋক্‌ত্ব জাতি হয়, তাহা হইলে “উচ্চৈঃ সামা” ইহা আর বলিবার আবশ্যক হয় না, যে হেতু সাম ঋক্ হইতে অতিরিক্ত নহে, ঋক্‌ই গেয় হইলে সাম হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে “ন হি দ্রব্যেণ সম্বন্ধঃ।” কিন্তু ঋক্ বলিতে যদি ঋগ্বেদ বুঝায়, তাহা হইলে সামবেদীয় ধর্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য “উচ্চৈঃ সামা” ইহা বলা আবশ্যক হয়।

ত্রয়ীবিদ্যাখ্যা চ তদ্বিদি ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “ত্রয়ীবিদ্যাখ্যা”—ত্রয়ীবিদ্য এই প্রকার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, “চ”—যে হেতু, “তদ্বিদি”—তদ্বিৎ অর্থাৎ ঋক্, সাম এবং যজুর্বিৎ ব্যক্তির প্রসিদ্ধ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও ত্রয়ীবিদ্য বলিতে বেদত্রয়বিৎ ব্যক্তিকে বুঝায়। কিন্তু যদি ঋক্ প্রভৃতির অর্থ বেদ বলা না হয়, তাহা হইলে ত্রয়ী আহার বিদ্যা, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্রয়ীবিদ্য বলিতে বেদত্রয়বিৎকে বুঝাইতে পারে না; যে হেতু ত্রয়ী অর্থ ঋক্, যজুঃ ও সাম। অতএব ঋক্ প্রভৃতির অর্থ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ।

ব্যতিক্রমে যথাক্রমতীতি চেৎ ॥ ৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “ব্যতিক্রমে”—ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ ঋগ্বেদে যজুঃ থাকিলে এবং যজুর্বেদে ঋক্ থাকিলে, “যথাক্রমতীতি”—যেমন ক্রমতীতে আছে সেই ভাবে ঋক্ উচ্চৈঃস্বরে ইত্যাদি প্রকারে পাঠ্য, “ইতি চেৎ”—এই প্রকার আশঙ্কা যদি হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, ঋগ্বেদমধ্যে যজুঃ, এবং যজুর্বেদমধ্যে ঋক্ থাকিলে তথায় যজুঃ উপাংশই পঠনীয় এবং ঋক্ উচ্চৈঃস্বরেই পাঠ্য হইবে। আর তাহা হইলে একই বেদে উচ্চৈঃস্বর এবং উপাংশস্বরের বিকল্প হইয়া পড়িবে। অথবা বেদানুসারে ঋক্ ও উপাংশ পঠনীয় এবং যজুঃ উচ্চৈঃ পাঠ্য হওয়ার বিকল্প হইবে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। ইতি আশঙ্কা।

ন সর্বস্মিন্ নিবেশাৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, তাহা হইবে না, “সর্বস্মিন্ নিবেশাৎ”—যেহেতু সর্বত্র যজুর্বেদস্বাবচ্ছিন্নমন্ত্রে উপাংশস্বর প্রভৃতি ধর্ম নিবিষ্ট হইবে অর্থাৎ থাকিবে। (আশঙ্কা পরিহার)।

৩য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৪৪৯

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারে বলিতেছেন, “ন, সর্ব-
স্মিন্ নিবেশাৎ”—উচ্চৈশ্ব প্রভৃতি ঋক্‌স্বাদি জাত্যবচ্ছিন্নের আশ্রিত ধর্ম নহে, কিন্তু
বেদাশ্রিত ধর্ম। সুতরাং যজুর্বৈদস্বাবচ্ছিন্ন সমস্ত মন্ত্রই উপাংশু পঠনীয় বলিয়া
তত্রত্য ঋক্‌মন্ত্রও উপাংশু পাঠ্য। অতএব উপাংশুত্ব এবং উচ্চৈশ্ব ঋক্‌স্বাদি
জাত্যবচ্ছিন্ন ঋক্ প্রভৃতি মন্ত্রের ধর্ম নহে বলিয়া বিকল্পের প্রসঙ্গ নাই।

বেদসংযোগান্ন প্রকরণেন বাধ্যতে ॥ ৮ ॥

অঙ্গকল্পার্থ। “বেদসংযোগাৎ”—(উপক্রমে অর্থাৎ) আরম্ভে
বেদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, “প্রকরণেন ন বাধ্যতে”—প্রকরণের
দ্বারা বাধিত হইবে না অর্থাৎ প্রকরণ অনুসারে ঋক্‌স্বাদি জাত্যবচ্ছিন্ন
হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ঋক্ প্রভৃতি পদে সেই সেই বেদকে বুঝায়,
তাহা হইলে যে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র তিনখানি বেদেই পঠিত হইয়াছে কিবা যে সমস্ত
যজুঃ তিনখানি বেদেই শ্রুত হইয়াছে, সেইগুলির উপর কোন স্বরের প্রয়োগ করিতে
হইবে, এইরূপ সংশয় হয়। আর তাহা হইলে একই মন্ত্র ঋগ্বেদ অনুসারে উচ্চৈশ্বরে
এবং যজুর্বৈদ অনুসারে অক্ষুটস্বরে পাঠ্য হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের বিরোধ হয়।
আর এতাদৃশ বিরোধস্থলে বিকল্পের দ্বারা সমাধান করিতে হয়। কেন না, এখানে
উভয়েই তুল্যবল। আর এরূপ হইলে “উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে” ইত্যাদি বিধিটি যে
জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে, সেই প্রকরণের বাধ হইয়া থাকে; কারণ, ইষ্টি,
পশু, সোম—সমস্তই বেদের বিষয় বলিয়া মন্ত্রপাঠে উচ্চৈশ্ব বা উপাংশুত্ব কেবলমাত্র
জ্যোতিষ্টোমে নিবন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু উপাংশুত্ব প্রভৃতিকে ঋক্‌স্বাদি
জাত্যবচ্ছিন্ন বলিলে সর্বত্র ইষ্টি, পশু ও সোমে উচ্চৈশ্বাদির প্রসঙ্গ হয় না। কিন্তু
জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে যে সকল ঋক্ প্রভৃতি পাঠ্য, উচ্চৈশ্ব প্রভৃতি তাহাদেরই ধর্ম
হয়। এইরূপ বলিলে প্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হয়। এই প্রকার পূর্বপক্ষের
উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ন প্রকরণেন বাধ্যতে”—প্রকরণ অনুসারে যে
উচ্চৈশ্বাদি ধর্মের সর্বত্র তুগামিষ বাধিত হইবে, তাহা হইবে না, কিন্তু প্রকরণকে
বাধিত করিয়া উহার সর্বত্র তুগামী হইবে। কারণ—“বেদ-সংযোগাৎ”—

উপক্রমে বেদপদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, উচ্চৈশ্ব প্রভৃতির সর্বগামিষ উপক্রমস্থ বেদসম্বন্ধ অনুসারে বাক্যবিনিয়োগ, আর উহাদের জ্যোতিষ্ঠোমমাত্রগামিষ প্রকরণ বিনিয়োগ। আর—বাক্য এবং প্রকরণের মধ্যে বাক্যই বলবৎ বলিয়া বাক্যের দ্বারাই প্রকরণ বাধিত হইবে, কিন্তু বাক্যের বাধা জন্মাইয়া প্রকরণের প্রতি অনুগ্রহ করা জায্য হইবে না। আর একই মন্ত্র বেদভেদে বিভিন্ন স্বরে পাঠ্য হয় বলিয়া যে বিকল্পপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহার পরিহার পূর্বকই বলা হইয়াছে। তদ্বেদাবচ্ছিন্নরূপে স্বর প্রয়োগ কর্তব্য বলিয়া এ স্থলে মন্ত্রের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। এই কারণে বিকল্পও হইতে পারে না। ইতি ১ম বেদোপক্রমাধিকরণ।

গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বানুখ্যেন বেদসংযোগঃ ॥৯॥ (সিঃ)

অঙ্গরার্থ। “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে”—গুণের এবং মুখ্যের অর্থাৎ গুণের এবং প্রধানের মধ্যে ব্যতিক্রম অর্থাৎ বিরোধ হইলে, “মুখ্যেন বেদ-সংযোগঃ”—মুখ্য অর্থাৎ প্রধানরূপ নিমিত্ত অনুসারেই বেদের সংযোগ অর্থাৎ বেদসংযুক্ত স্বর হইবে, “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু গুণ তদর্থ অর্থাৎ প্রধানেরই প্রয়োজনসাধক। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। বেদ অনুসারে স্বরের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। এক্ষণে যেখানে মুখ্য কর্ণটি এক বেদীয় এবং তাহার অঙ্গটি অত্র বেদীয়, তথায় সেই অঙ্গের মন্ত্রে কোন বেদীয় স্বর প্রয়োজ্য, তাহারই বিচার করা হইবে; কারণ, তাদৃশ স্থলে গুণ ও প্রধানের মধ্যে বিরোধ হইতেছে। যেমন—আধান (অগ্ন্যাধান) যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে। আর তাহাতে বামদেব্য প্রভৃতি সাম তাহার অঙ্গরূপে গের বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এস্থলে প্রধান কর্ণ আধান যজুর্বেদীয় এবং অঙ্গ-কর্ণ বামদেব্যাদি গান সামবেদীয় হওয়ায় প্রধান কর্ণের বিধায়ক যজুর্বেদ অনুসারে কি উপাংশু (অনুচ্চস্বরে) বামদেব্যাদি গান কর্তব্য অথবা অঙ্গের আকর সামবেদ অনুসারে উচ্চৈশ্বরে গান করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এতাদৃশ স্থলে গানের স্ববেদ অনুসারে উচ্চৈশ্বরেই গান কর্তব্য; কারণ, সাম-বেদের দ্বারা উচ্চৈশ্ব ধর্ম সাক্ষাৎ বিহিত হয় বলিয়া তাহা শ্রী প্রাপ্ত; কিন্তু

যজুর্বেদীয় উপাংশু স্বর প্রধান কর্ত্তকে আশ্রয় করিয়া তদ্বারাই বিধান করিয়া থাকে বলিয়া বিলম্বপ্রাপ্ত। এই কারণে মুখ্য (প্রধান) কর্ত্ত যজুর্বেদীয় হইলেও শ্রীত্র প্রাপ্ত সামবেদীয় স্বরেই অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরেই বামদেব্যাদি গান সম্পাদ্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“গুণমুখ্যব্যতিক্রমে মুখ্যেন বেদসংযোগঃ”—এস্থলে গুণ এবং প্রধানের মধ্যে অর্থাৎ অঙ্গ এবং অঙ্গীর মধ্যে বিরোধ হইতেছে বলিয়া মুখ্য অর্থাৎ অঙ্গী যে প্রধান কর্ত্ত, তদনুসারেই তাহার স্ববেদীয় স্বরের প্রয়োগ হইবে। ইহার হেতু বলিতেছেন “তদর্থদ্বাং”—যে হেতু গুণ প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই সফল হয়, কারণ, তাহার কোনও স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। সুতরাং এস্থলে উচ্চৈঃ প্রধানের অঙ্গ যে বামদেব্যগান, তাহার অঙ্গ হইলেও ফলতঃ উহা প্রধানেরই প্রয়োজন সাধন করিতেছে বলিয়া প্রধানেরই অঙ্গ হইতেছে। আর বিধির দ্বারা এই সাক্ষ কর্ত্তই বিহিত হয় বলিয়া অঙ্গের বৈগুণ্যে প্রধানেরই বৈগুণ্য হয় বলিয়া বিলম্বপ্রাপ্ত হইলেও এস্থলে যজুর্বেদীয় স্বরে অর্থাৎ উপাংশু (অনুচ্চ স্বরে) বামদেব্যাদি গান কর্ত্তব্য। ইতি ২য় গুণমুখ্য-ব্যতিক্রমাধিকরণ। *

* বার্ত্তিককার এস্থলে অঙ্গ প্রকারে অধিকরণ আরচিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাব্যকারীর মতানুসারে অধিকরণ গ্রহণ করিলে “অঙ্গগুণবিরোধে চ তাদর্থ্যাৎ” এই সূত্রস্থিত অধিকরণের সহিত পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া এস্থলে প্রকারান্তরে অধিকরণ আরচনীয়। তাহার সতে উৎপত্তি ও প্রয়োগবিধির মধ্যে বিরোধ হইলে ব্যবস্থা কি, তাহাই এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। যজুর্বেদ ও সামবেদের মধ্যে যদি একবেদে কর্ত্তের উৎপত্তিবিধি থাকে আর অন্যবেদে বিনিয়োগবিধি পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ত্তের মত কি যজুর্বেদ অনুসারে উপাংশু পাঠ্য অথবা সামবেদ অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে পঠনীয়, এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, উৎপত্তিবিধি পূর্বভাবী বলিয়া তদনুসারে উৎপত্তিবিধির বেদ অনুসারেই স্বর হইবে, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর মতে বলা হয় “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থদ্বাং মুখ্যেন বেদসংযোগঃ”। এস্থলে গুণশব্দের অর্থ উৎপত্তি-বিধি, আর মুখ্যশব্দের অর্থ বিনিয়োগবিধি। বিনিয়োগের দ্বারা কর্ত্তের উৎপত্তি ঐক্য হয় বলিয়া বিনিয়োগই মুখ্য, এবং উৎপত্তি গুণ বা গৌণ। আর বিনিয়োগের দ্বারা কর্ত্তের উৎপত্তি সফল হয় বলিয়া, কারণ, কেবলমাত্র কর্ত্তের উৎপত্তিতে কোনও প্রয়োজন নাই, বিনিয়োগ পরবর্ত্তিকালীন হইলেও প্রবল হইতেছে বলিয়া তদবেদীয় স্বর অনুসারেই মত পঠনীয়। ইতি গুণমুখ্যব্যতিক্রমাধিকরণ।

৪৫২

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

ভূয়শ্চেনোভয়শ্ৰুতি ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উভয়শ্ৰুতি”—উভয়শ্ৰুতি অর্থাৎ উভয়বেদে শ্রুত (উপদিষ্ট) কৰ্ম্ম, “ভূয়শ্চেন”—ভূয়শ্চ অর্থাৎ দেবতা এবং দ্রব্যের বাহুল্য অনুসারে তদবেদবিহিত বলিয়া বুঝিতে হইবে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। যে বেদে কৰ্ম্মের বিধি (বিনিয়োগ) আছে, তদনুসারে তৎকৰ্ম্মের স্বরাদি গৃহীত হইবে, ইহা বিচারিত হইলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জিজ্ঞাস্ত হয় যে, জ্যোতিষ্টোমে কোন্ বেদের ধর্ম্ম (স্বরাদি) অনুসৃত হইবে ; কারণ, জ্যোতিষ্টোম যজুর্বেদে এবং সামবেদেও সমান্নাত (উপদিষ্ট অর্থাৎ বিহিত) হইয়াছে । পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহার ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার কোনও হেতুই নাই বলিয়া ইহা অনির্ণীতই থাকিবে—ইহার স্বরের কোনও নিয়মই হইবে না । ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ভূয়শ্চেন উভয়শ্ৰুতি” । উভয়জ্ঞ অর্থাৎ ঋগ্বেদ বা সামবেদ এবং যজুর্বেদের মধ্যে বাহার শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ অর্থাৎ উপদেশ বা বিধি আছে, তাদৃশ যে সমস্ত কৰ্ম্ম, রূপভূয়শ্চ অনুসারেই তাহাদের ধর্ম্মনির্ণয় হইবে । যে বেদে দেবতার উল্লেখ এবং দ্রব্যের বাহুল্যের নির্দেশ আছে, তদনুসারেই ইহার—মন্ত্রের ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে । আর সামদ্রব্য এবং ইন্দ্রবায়ু প্রভৃতি দেবতা যজুর্বেদেই উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যজুর্বেদের ধর্ম্ম যে উপাংশু, তাহাই জ্যোতিষ্টোমে অনুসরণীয় হইবে ; কিন্তু সামবেদ অনুসারে উচ্চৈশ্ব অনুসরণীয় হইবে না । ইতি ৩য় জ্যোতিষ্টোমে যাজুর্বেদিকতা অধিকরণ ।

অসংযুক্তং প্রকরণাদিতিকর্তব্যার্থিত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অসংযুক্তং”—যাহা অসংযুক্ত অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ এবং বাক্যসংযুক্ত নহে তাহা, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে (বিনিযুক্ত হইবে), “ইতিকর্তব্যার্থিত্বাৎ”—যেহেতু (প্রধান কৰ্ম্মের) ইতিকর্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতি, লিঙ্গ এবং বাক্যের বিনিয়োজকত্ব বলা হইয়াছে । প্রকরণ, স্থান (ক্রম) এবং সমাখ্যারও বিনিয়োজকতা আছে কি

না, তাহাই এক্ষণে পর পর তিনটি অধিকরণে বিচারিত হইবে। ঋতি, লিঙ্গ এবং বাক্য এই তিনটিই কি বিনিয়োজক, অথবা এতদপেক্ষা অন্তর বিনিয়োজক আছে, এই প্রকার সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, প্রকরণাদি অস্ত্র কাহারও বিনিয়োজক নাই; কারণ, “যজ্ঞেত” বলিলে “বাগং কুর্য্যাৎ” অর্থাৎ বাগ করিবে এই প্রকার অর্থ হয়। আর বাগ লৌকিক ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া তাহার প্রকার জানাই আছে। সুতরাং তাহার আর ‘প্রকার’ জিজ্ঞাস্য না হওয়ার ইতিকর্তব্যতাকাজ্ঞা নাই বলিয়া প্রকরণ বিনিয়োজক নহে। কারণ, ইতিকর্তব্যতার আকাজ্ঞা থাকে বলিয়াই বাক্যাদি দ্বারা প্রকরণ বিনিয়োজক হয়। আরও একবাক্যতাপন্ন বাক্যসমূহকেই প্রকরণ বলিতে হয়। কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা হইতে পারে না। আর দর্শপূর্ণমাস বাক্য এবং সমিধ্, প্রভৃতি বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষই হইতেছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অসংযুক্তং প্রকরণাৎ”—বাহা ঋতি, লিঙ্গ, এবং বাক্যসংযুক্ত নহে অর্থাৎ যে স্থলে ঋতি, লিঙ্গ এবং বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ হয় না, তথায় “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ আশ্রয় করিয়া বিনিয়ুক্ত হইবে অর্থাৎ প্রকরণই তথায় বিনিয়োজক হইবে। একাধিক বাক্যের যে পরস্পর আকাজ্ঞা, তাহারই নাম প্রকরণ। যেমন “দর্শপূর্ণমাসাত্যং যজ্ঞেত” অর্থাৎ “দর্শপূর্ণমাস বাগ করিবে” ইহা একটি বাক্য এবং “সমিধো যজতি, তনুনপাতং যজতি” অর্থাৎ “সমিধ বাগ করিবে, তনুনপাতং বাগ করিবে” ইত্যাদিগুলিও বাক্য। “দর্শপূর্ণমাস বাগ করিবে” ইহার অর্থ ‘বাগ করিবে’ এরূপ নহে; কিন্তু ‘বাগের দ্বারা স্বর্গরূপ ফল ভাবিত (উৎপাদিত) করিবে,’ ইহাই উহার অর্থ। আর এই স্বর্গরূপ ফল এবং সেই ফলের সহিত বাগ ক্রিয়ার সম্বন্ধ দুইটিই আলৌকিক বলিয়া কি প্রকারে স্বর্গরূপ ফল উৎপাদন করিতে হইবে, এইরূপ আকাজ্ঞা হয়। এইরূপে যে কর্তব্যতার প্রকারের আকাজ্ঞা, ইহাকেই ‘ইতি-কর্তব্যতাকাজ্ঞা’ বলা হয়; যেহেতু ‘কর্তব্যতার প্রকারই ইতিকর্তব্যতা’। আবার দর্শপূর্ণমাস বাক্যের সমীপে “সমিধো যজতি তনুনপাতং যজতি” ইত্যাদি বাক্যগুলি পঠিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের কোনও ফল উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং উহার ফলাকাজ্ঞাযুক্ত বলিয়া আকাজ্ঞাবিহীন হইয়া বাক্যান্তরনিরপেক্ষ নহে; এই কারণে অজ্ঞাত ফল কল্পনা করা অপেক্ষা সমিধবাগ প্রভৃতিকে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ কল্পনা করিয়া দর্শপূর্ণমাসের ফলের দ্বারা ইহাদিগকে সফল করা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ফলযুক্ত দর্শপূর্ণমাস ইতিকর্তব্যতাসাকাজ্ঞা,

আবার নিষ্ফল সমিধ্বাগাদি কল সাকাজ্জ বলিয়া 'নষ্টাখদন্ধরথশ্রায়ে' ইহার পরস্পর অধিত হইয়া চরিতার্থ হইয়া থাকে। আর একাধিক বাক্যের যে পরস্পর অধ্বয় হয় না, তাহা নহে। কারণ, কোনও একটি অর্থ বোধ করানই বাক্য সকলের কার্য। যতক্ষণ না কোনও বাক্য কোনও প্রয়োজন বোধ করাইতে পারে, ততক্ষণ তাহা সফল হয় না বলিয়া অন্যের অঙ্গরূপে অধিত হইয়াও প্রয়োজন নির্দেশ করিবে। এই কারণে স্থলান্তরে বাস্তবিককার বলিয়াছেন—

“স্বার্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাদিহাতপেক্ষয়া।

বাক্যানামেকবাক্যন্ত পুনঃ সংহত্য জায়তে ॥”

অর্থাৎ ‘বাক্য সকল স্বার্থের বোধ জন্মাইয়া নিবৃত্ত হইলেও প্রয়োজন নির্দেশ করিবার জন্ত অঙ্গাদিতা সাপেক্ষ হওয়ায় পুনরায় তাহার পরস্পর সংহত (মিলিত) হইয়া একবাক্যতাসাধন করে।’ সুতরাং দর্শপূর্ণমাস বাক্য এবং সমিধ্ব প্রভৃতি বাক্য পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া পরস্পরসাকাজ্জরূপ প্রকরণ অনুসারে পরস্পর অধিত হইয়া একটি প্রয়োজন বোধিত করাইবে। অতএব শ্রুতি, লিঙ্গ এবং বাক্যের দ্বায় প্রকরণও বিনিয়োজক। ইতি ৪র্থ প্রকরণবিনিয়োগাধিকরণ।

ক্রমশ্চ দেশসামান্যতা ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ক্রমঃ চ”—ক্রমও (বিনিয়োগে প্রমাণ), “দেশ-সামান্যতা”—যে হেতু-দেশের অর্থাৎ স্থানের সামান্য অর্থাৎ সমানতা বা ঐক্য রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রমও বিনিয়োগে প্রমাণ কি না অর্থাৎ ক্রমেরও বিনিয়োজকতা আছে কি না, তাহার বিচার করা হইতেছে। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে আক্ষর্য্যব কাণ্ডে ‘আগ্নেয়’, ‘উপাংগুযাজ্ঞ’ এবং ‘অগ্নীবোমীর’ এই প্রধান কর্তৃগুণি পর পর কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ঐ স্থলের যাজ্ঞমানকাণ্ডমধ্যে* ‘অগ্নেয়ং দেবযজ্ঞয়ান্নাতো ভূয়াসম্’, ‘দন্ধিরশ্চদকো ভূয়াসম্ অমুং দভেয়ম্’ এবং

* যজ্ঞমানের কর্তব্য কাম্বকলাপ বেদের যে অংশে উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদের সেই অংশকে বাস্তবিকগণ যাজ্ঞমানকাণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। হোতা ও অধ্বর্যুর কর্তৃকলাপ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদনুসারে আক্ষর্য্যবকাণ্ড, হোত্রকাণ্ড, ওংগাত্রকাণ্ড প্রভৃতি উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

“অগ্নীবোময়োরহং দেববজ্রায়া বৃদ্ধহা ভূয়াসম্” এই কয়টি মন্ত্রও পর পর পঠিত হইয়াছে। এ স্থলে বাজমানকাণ্ডের দ্বিতীয় স্থানে পঠিত “দন্ধিরশ্রদন্ধো ভূয়াসম্” এই মন্ত্রটি আধ্বৰ্য্যব কাণ্ডের দ্বিতীয় স্থানে উপদিষ্ট যে ‘উপাংগুযাজ’ তাহার অঙ্গ কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এ স্থলে বিনিয়োজক কোনও শ্রুতি অথবা বাক্য নাই; আর লিঙ্গ এবং প্রকরণকে বিনিয়োজক বলিলে তদনুসারে উক্ত মন্ত্রটি ‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি যাগেরও অঙ্গ হইতে পারে বলিয়া উহা যে ‘উপাংগুযাজে’র অঙ্গ হইবে, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। যদি বলা হয়, ক্রম অনুসারে উহা উপাংগুযাজের অঙ্গ হইবে, তাহা হইলে বলিব, ক্রম বিনিয়োজক নহে বলিয়া তাহা বিনিয়োগে প্রমাণ নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ক্রমশ্চ”—ক্রমও বিনিয়োগে প্রমাণ। তাহার হেতু বলিতেছেন—“দেশসামান্যাত্মাং”—যে হেতু কর্ম এবং মন্ত্র উভয়ের দেশগত অর্থাৎ স্থানগত সমানতা রহিয়াছে। কর্মকাণ্ডে যে স্থানে ঐ কর্মটি পঠিত হইয়াছে, সেই কর্মের মন্ত্রকাণ্ডে উক্ত মন্ত্রটিও ঠিক সেই স্থানেই পঠিত হইয়াছে। অতএব উভয়ের স্থানগত ঐক্য আছে বলিয়া ক্রমও অঙ্গের বিনিয়োজক হইবে। যদিও সাক্ষাৎভাবে ক্রমের বিনিয়োজকতা নাই, তথাপি মন্ত্রকাণ্ডে মন্ত্রটি দ্বিতীয় স্থানে পঠিত হইয়াছে বলিয়া স্থানের সমানতা অনুসারে উহা কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় স্থানে পঠিত কর্মের (‘উপাংগুযাজ’ নামক কর্মের) উপস্থাপক; আবার কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় স্থানে পঠিত ‘উপাংগুযাজ’ নামক কর্মটিও স্থানের সমানতা অনুসারে মন্ত্রকাণ্ডের দ্বিতীয় স্থানে পঠিত “দন্ধিরসি” ইত্যাদি মন্ত্রের উপস্থাপক। এই প্রকারে স্থানের সমানতাবশতঃ উপস্থিত ‘উপাংগুযাজ’ নামক কর্ম এবং “দন্ধিরসি” ইত্যাদি মন্ত্র ইহাদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা প্রভৃতি থাকার অঙ্গাঙ্গিতা সম্ভব হইয়া থাকে। আর তাহাতে তাহাদের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণ, প্রকরণের দ্বারা বাক্য, বাক্যের দ্বারা লিঙ্গ এবং লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতি কল্পনা করিয়া অঙ্গাঙ্গিতাবে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রকরণাদি দ্বারা ক্রমও বিনিয়োজক হইয়া থাকে বলিয়া ক্রমও বিনিয়োগে প্রমাণ। অতএব “দন্ধিরসি” ইত্যাদি মন্ত্র উপাংগুযাজের অঙ্গ।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য, ক্রম বলিতে সমানদেশতা বুঝায়। তাহা আবার ‘পাঠকৃত’ এবং ‘অর্থকৃত’ ভেদে দুই প্রকার। পাঠকৃত সমানদেশতা আবার ‘বথাসংখ্যাপাঠ’ এবং ‘সন্নিধিপাঠ’ এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে উক্ত “দন্ধিরসি” ইত্যাদি মন্ত্রটি বথাসংখ্য পাঠের উদাহরণ। আর “শুদ্ধধ্বং দৈব্যায় কর্মণে” এই

মন্ত্রটি সন্নিধিপাঠের উদাহরণ। অনুষ্ঠানের সমানদেশতা আছে বলিয়া পশুদ্ব্য প্রতি প্রযোজ্য ধর্মসকল (যেমন নিয়োজন, পর্যায়িকরণ প্রভৃতি) যে অগ্নীবোমোয়ের অঙ্গ হইয়া থাকে, ইহা অর্থসাদেশরূপ ক্রমের উদাহরণ। ইতি ৫ম ক্রমবিনিয়োগাধিকরণ।

আখ্যা চৈবং তদর্থত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গরূপার্থ। “আখ্যা চ”—আখ্যা অর্থাৎ সমাখ্যাও, “এবং”—এই প্রকারে অর্থাৎ ক্রমের দ্বারা (বিনিয়োগে প্রমাণ হইয়া থাকে), “তদর্থত্বাৎ”—যেহেতু, তাহার তদর্থতা আছে অর্থাৎ তাহা (সমাখ্যা) সম্বন্ধার্থক বলিয়া বিনিয়োজক (অঙ্গাদির প্রয়োজক) হইতে পারে। (সিদ্ধান্ত)

ভাব্যভাবার্থ। সমাখ্যাও বিনিয়োগে প্রমাণ কি না, তাহার বিচার করা হইতেছে। সমাখ্যা অর্থ বৌগিক শব্দ; যেমন ‘হৌত্র’, ‘আধ্বর্যব’, ‘ঔদগাত্র’ ইত্যাদি। যাজ্ঞা পুরোহিতবাক্যপাঠ প্রভৃতি ধর্মগুলি স্বয়ং উক্ত হইয়াছে; দোহন, নির্বাপ প্রভৃতি ধর্মগুলি যজুর্বেদে বিহিত হইয়াছে; এবং আজ্যস্তোত্র, পৃষ্ঠস্তোত্র প্রভৃতি ধর্মগুলি সামবেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ-মধ্যে অনেক জন ঋত্বিক থাকেন। উক্ত ধর্মগুলির মধ্যে তাঁহাদের কে কোনটি করিবেন, ইহার কোনও নিয়ম না থাকায় যে কেহ যে কোনটির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “আখ্যা চৈবম্”—প্রকরণাদির দ্বারা এ স্থলে সমাখ্যাই উহার নিয়ামক হইবে—সমাখ্যা অনুসারেই ঋত্বিকগণের মধ্যে ক্রিয়া ব্যবস্থিত হইবে। কারণ, “তদর্থত্বাৎ”—সমাখ্যা তদর্থ অর্থাৎ স্বয়ংদীয় কর্মগুলি হৌত্র বলিয়া তাহা হোতার কর্তব্য, যজুর্বেদীয় কর্মগুলি আধ্বর্যব বলিয়া তাহা অধ্বর্যুর অনুষ্ঠেয় এবং সামবেদীয় ক্রিয়াগুলি ঔদগাত্র বলিয়া তাহা ঔদগাত্রের নিপাত। হৌত্র, আধ্বর্যব এবং ঔদগাত্র এই সমস্ত স্থলে সমাখ্যার প্রামাণ্যের বাধক কোন কিছু না থাকায় ঋত্বিকাদি পক্ষকের দ্বারা সমাখ্যাও বিনিয়োগে প্রমাণ হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ সমাখ্যাবিনিয়োগাধিকরণ।

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে

পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং”—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান অর্থাৎ ক্রম এবং সমাখ্যা ইহাদের, “সমবায়”—সমবায় হইলে অর্থাৎ একই বিষয়ে উহাদের একাধিকের সমাবেশ হইলে, “পারদৌর্বল্যম্”—পরবর্তীটির দুর্বলতা হয় অর্থাৎ পরবর্তীটি পূর্ব অপেক্ষা দুর্বল হয় বলিয়া পূর্বের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, “অর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ”—যেহেতু অর্থের অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভূনির্গমরূপ বিনিয়োগের বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিলম্বিত ভাবে বোধকতা হইয়া থাকে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। শেষ লক্ষণ প্রসঙ্গে শেষশেষিভাবের বোধক-শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান অর্থাৎ ক্রম এবং সমাখ্যা এইগুলি যে বিনিয়োগের কারণ, তাহা বলা হইয়াছে । এক্ষণে ইহাদের বলাবল বিচার করা হইবে—ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রবল এবং কোনটি দুর্বল, তাহারই বিচার করা হইবে । একই বিষয়ে যদি শ্রুতি প্রভৃতির দুইটির সমাবেশ হয়, তাহা হইলেই বিনিয়োজকতাবিষয়ে উভয়ের বিরোধ হইয়া থাকে এবং তাহাতে পূর্বটি প্রবল হয় বলিয়া পূর্বটির দ্বারা পরবর্তীটির বিদ্যাপহার নামক বাধ হইয়া থাকে । সুতরাং শ্রুতি ও লিঙ্গের, শ্রুতি ও বাক্যের, শ্রুতি ও প্রকরণের, শ্রুতি ও স্থানের (ক্রমের) এবং শ্রুতি ও সমাখ্যার বিরোধে শ্রুতি প্রবল বলিয়া শ্রুতি অনুসারেই অঙ্গতা অবধারিত হইবে । এইরূপ লিঙ্গ ও বাক্যের, লিঙ্গ ও প্রকরণের, লিঙ্গ ও স্থানের এবং লিঙ্গ ও সমাখ্যার বিরোধে লিঙ্গই বলীয়ান বলিয়া লিঙ্গের দ্বারা বাক্যাদির বাধ হইয়া লিঙ্গ অনুসারেই অঙ্গতা নিরূপিত হইবে । এইরূপ বাক্য ও প্রকরণের, বাক্য ও স্থানের এবং বাক্য ও সমাখ্যার বিরোধে বাক্যই বলবৎ বলিয়া বাক্যের দ্বারা প্রকরণাদির বাধ হইয়া বাক্য অনুসারেই অঙ্গতা নির্ণীত হইবে । এইরূপ প্রকরণ ও স্থানের এবং প্রকরণ ও সমাখ্যার বিরোধে প্রকরণই বলী বলিয়া প্রকরণের দ্বারা স্থানাদির বাধ হইয়া প্রকরণ অনুসারেই অঙ্গতা নিরূপিত হইবে । এইরূপ স্থান ও সমাখ্যার বিরোধে

স্থানই প্রবল বলিয়া স্থানের দ্বারা সমাখ্যার বাধ হইয়া স্থান অনুসারেই অঙ্গতা নিরূপিত হইবে। এই জ্ঞাত সূত্রে বলা হইয়াছে “ঋতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ স্থান-সমাখ্যানাং পারদৌর্বল্যম্”। এ স্থলে যদিও সূত্রে “পারদৌর্বল্যম্” এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহার দ্বারা ‘পূর্ববলীয়ত্ব’ বিবক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহাদের যে পারদৌর্বল্য অর্থাৎ পূর্ববলীয়ত্ব তাহার হেতু কি, তাহা হইলে বলিব “অর্থবিপ্রকর্ষণঃ”—যেহেতু ঋতিার্থ হইতে এইগুলি বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ বিলম্বিত হইতেছে। কারণ, বিধায়কতা শক্তি একমাত্র ঋতিরই আছে, অঙ্ক কাহারও নাই। সুতরাং লিঙ্গ হইতে ঋতি কল্পনা করিয়া বিনিয়োগ দেখাইতে হইবে। কিন্তু ঋতি কল্পনা করিবার পূর্বেই প্রত্যক্ষ ঋতি অনুসারে তাহার বিনিয়োগ অর্থাৎ অঙ্গতা নিরূপিত হইয়া যায়। সুতরাং লিঙ্গকল্পিত ঋতি বিলম্বিত হওয়ায়—পরে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহার আর বিষয় না থাকায় তাহা নির্বিষয় হইয়া বাধিত হইয়া যায়। অতএব এ স্থলে বিষয়াপহারনিমিত্তক বাধ হইয়া থাকে; কারণ কৃপ্ত (প্রত্যক্ষ) ঋতির দ্বারা কল্যাণঋতির বিষয় অপহৃত অর্থাৎ কৃতার্থীকৃত হইয়া থাকে বলিয়া তাহার (কল্যাণঋতির) আর প্রয়োজন থাকে না। ইহার উদাহরণ, যেমন, দূরস্থ কোন বস্তু অথারোহী এবং পাদচারী ব্যক্তিদ্বয় আনয়ন করিতে বাইলে অথারোহী লোকটি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া বিষয়টি পূর্ব হইতেই গ্রহণ করে বলিয়া পাদচারী ব্যক্তির গমন নির্বিষয় হওয়া নিশ্চয়োজন হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অথবা প্রত্যক্ষের দ্বারা বহির উষ্ণতা অনুভূত হইলে তথায় যেমন অনুমানাদির প্রবৃত্তি হয় না, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং লিঙ্গ ঋতিকল্পনাপূর্বক অঙ্গতার বোধক হয় বলিয়া তাহা দুর্বল, আর ঋতিই প্রবল। এইরূপ বাক্য লিঙ্গ ও ঋতি কল্পনা পূর্বক অঙ্গত্বের বোধক হয় বলিয়া লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্বল অর্থাৎ বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল। এইরূপ প্রকরণ বাক্য, লিঙ্গ ও ঋতি কল্পনা করিয়া, স্থান, প্রকরণ, বাক্য, লিঙ্গ ও ঋতি কল্পনা করিয়া এবং সমাখ্যা স্থান, প্রকরণ, বাক্য, লিঙ্গ ও ঋতি কল্পনা করিয়া অঙ্গতা বোধ করাইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের পরবর্তীগুলি দুর্বল অর্থাৎ পূর্ববর্তী-গুলি প্রবল অর্থাৎ প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল, স্থান অপেক্ষা প্রকরণ বলীয়ান, এবং সমাখ্যা অপেক্ষা স্থান বলবৎ। যে হেতু পর পরগুলি ক্রমশই ঋতিার্থ হইতে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ বিলম্বিত বা বিলম্বে উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ঋতি সর্বদাই বাধিকা হইয়া থাকে আর সমাখ্যা সর্বদাই বাধিত হইয়া

থাকে। আর মধ্যবর্তীগুলি আপেক্ষিকভাবে বাধ্যও হয় এবং বাধ্যও হইয়া থাকে। এই জন্ত শ্রীমৎকুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“বাধিকৈব শ্রুতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা।

মধ্যমানাং তু বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষয়া।”

ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যথা,—শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “ঐন্দ্র্যা গার্হপত্য-মুপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ “ঐন্দ্রী-ঋক্ দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিবে।” “কদাচন স্তরীরসি নৈল্ল সশ্চসি দাণ্ডবে” এই মন্ত্রটি ঐন্দ্রী ঋক্। ইহার ভাবার্থ এইরূপ—‘হে ইন্দ্র! তুমি যেন কোন সময়েও হস্তা হইও না, কিন্তু যে বজ্রমান (বাগকর্তা) তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছে, তাহার উপর প্রীত হইও।’ এই মন্ত্রটি অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ অনুসারে ইন্দ্র দেবতার বিষয় বর্ণনা করিতেছে বলিয়া তদনুসারে (লিঙ্গ অনুসারে) যে ক্রিয়ায় ইন্দ্র দেবতা, ইহাকে তাহারই সাধন অর্থাৎ অঙ্গ বলিয়া বুঝা বাইতেছে; কারণ, ইহা যদি যে বাগে ইন্দ্র প্রধান (দেবতা), সেই বাগের অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে ইহা যে অর্থতঃ ইন্দ্র প্রকাশ করিতেছে, তাহা বার্থ হইয়া পড়ে। এই কারণে এই মন্ত্র গুনিয়া এই প্রকার বোধ হয় যে ‘এই মন্ত্রটি যে কর্ত্ত্বের সাধন অর্থাৎ করণ বা অঙ্গ, ইন্দ্র তাহাতে প্রধান।’ এই মন্ত্রটি যে এই প্রকার বুদ্ধি উৎপাদন করে, ইহাই লিঙ্গবিনিয়োগ। তদনন্তর ‘সেই ক্রিয়াটি কি (বাহাতে ইন্দ্র প্রধান)’ এইরূপ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রথমোক্ত শ্রুতির “ঐন্দ্র্যা উপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ ‘ঐন্দ্রী ঋকের দ্বারা উপস্থান করিবে’ এই অবিকল্প অংশ হইতে উপস্থানরূপ ক্রিয়ার প্রতীতি হয়। তখন উহা “ঐন্দ্রমজ্জেন ইন্দ্রমুপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ “ঐন্দ্র (ইন্দ্রস্বকীয়) মজ্জের দ্বারা ইন্দ্রের উপস্থান (পূজা) করিবে, এই প্রকার অর্থে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং উক্ত মন্ত্রটির লিঙ্গ অনুসারে উহা ইন্দ্রেদেবতার উপস্থান ক্রিয়ারই অঙ্গ হয়।

আবার “গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে” অর্থাৎ “গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিবে” এই শ্রুতিবাক্যে “গার্হপত্যম্” এই স্থলে দ্বিতীয়া শ্রুতি আছে বলিয়া গার্হপত্য যে প্রধান, তাহা বুঝা যায়। আর তাহার গুণস্বরূপ কোনও একটি ক্রিয়া না থাকিলে তাহার (গার্হপত্যের) প্রাধান্য হইতে পারে না; কারণ, গুণ (অপ্রধান) না থাকিলে কেহ প্রধান হইতে পারে না। সুতরাং উহা হইতে কোনও ক্রিয়ার প্রতি গার্হপত্য প্রধান এই প্রকার বুদ্ধি উৎপাদিত হয়। এই প্রকার বুদ্ধি উৎপাদনই শ্রুতিবিনিয়োগ। আর এস্থলে “ঐন্দ্র্যা উপতিষ্ঠতে” এই অংশের দ্বারা

মন্ত্রবিশেষ এবং ক্রিয়াবিশেষও লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং “ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমু-
পতিষ্ঠতে” এই ঋতিবাক্য ‘ঐন্দ্রমন্ত্ৰের দ্বারা গার্হপত্যের উপস্থানরূপ ক্রিয়া
করিবে’ এই প্রকার অর্থে পর্য্যবসিত হয়। অতএব ঋতি অনুসারে উক্ত ঐন্দ্র
মন্ত্রটি গার্হপত্যের অঙ্গ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ঋতি এবং লিঙ্গের মধ্যে
বিনিয়োগে অর্থাৎ অঙ্গস্ববোধনে বিরোধই হইতেছে। অথচ ঋতি এবং লিঙ্গ
উভয়ই প্রমাণ। সুতরাং ইহাদের একটিও স্বখন অপ্রমাণ নহে, তখন কাহারও
‘বাধ’ হইতে পারে না বলিয়া বিকল্পে বিনিয়োগ হইবে। মন্ত্রটি হয় লিঙ্গ অনুসারে
গার্হপত্যের অঙ্গ হইবে, না হয় ঋতি অনুসারে ইন্দ্রের অঙ্গ হইবে।

অথবা এস্থলে ঋতি ও লিঙ্গের সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, ইন্দ্রও প্রধান এবং
গার্হপত্যও প্রধান। আর যতগুলি প্রধান থাকে, গুণ একটি হইলেও ততবার
তাহার আবৃত্তি হইতে পারে। উপস্থান যে ইন্দ্র ও গার্হপত্যের উভয়ের অঙ্গ, ঋতি
ও লিঙ্গ সমুচ্চিতভাবে তাহা বুঝাইবে।

অথবা এস্থলে লিঙ্গের দ্বারা ঋতিরই বাধ হইবে। কারণ, বাহ্যতে বাহার
সামর্থ্য নাই, তাদৃশ কাহাকেও তাদৃশ কোন বিষয়ে বিনিয়ুক্ত করা যায় না, যে হেতু
তাহা হইলে “বহ্নিনা সিঞ্চেৎ” “বারিণা দহেৎ” অর্থাৎ ‘অগ্নি দিয়া ভিজাও’ এবং
‘জল দিয়া পোড়াও’ এই প্রকার বিনিয়োগও হইতে পারিত। এই ভগ্ন
“বস্তশক্ত্যানুসারী হি সর্বঃ শব্দঃ প্রবর্ত্ততে”

অর্থাৎ বস্তশক্তি অনুসারেই শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ অভিধায়কতা বা
বিধায়কতা। সুতরাং বিনিয়োজ্য বস্তুর সামর্থ্য অনুসারেই ঋতি তাগাকে
বিনিয়ুক্ত করিয়া থাকে। আর তাহা হইলে ঋতি সামর্থ্য অর্থাৎ লিঙ্গের
উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে উপজীবক ঋতি
দুর্বল এবং উপজীব্য লিঙ্গই প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং উপজীব্য বিরোধে
উপজীবকের বাধ হয় বলিয়া লিঙ্গের দ্বারা ঋতিরই বাধ হওয়া উচিত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হয় এই যে, ঋতি ও লিঙ্গের বিরোধ হইলে লিঙ্গের
বাধ হইবে। কারণ, “অর্থবিপ্রকর্ষাৎ”—ঋতি সাক্ষাৎ বিনিয়োগ বিধান করে
বলিয়া শীঘ্র প্রবৃত্ত আর লিঙ্গ ঋতি কল্পনার দ্বারা বিনিয়োগ বিধান করিয়া থাকে
বলিয়া বিলম্বিত প্রবৃত্ত। কারণ, যে শব্দের (বিভক্তি প্রভৃতির) শ্রবণমাত্রেরই
কোন না কোন সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, তাহাই ঋতি। আর লিঙ্গ বলিতে বস্তুর
সামর্থ্য বুঝায়। সুতরাং মন্ত্রগত পদসকল প্রথমতঃ স্ব স্ব অর্থ প্রতিপাদন করিয়া
থাকে। পরে তাহা হইতে (অর্থবোধ হইতে) সামর্থ্য অনুমিত হয়। অনন্তর

অনুমিত সামর্থ্য আছে বলিয়া তদ্বারা আকাঙ্ক্ষাবশে সাধনত্ববাচিনী তৃতীয়া বিভক্তি অথবা প্রাধান্তবাচিনী দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রভৃতি ঞ্জতি কল্পিত হইয়া থাকে। আর সেই তৃতীয়া বা দ্বিতীয়া ঞ্জতি “মস্ত্রেণ ইন্দ্রমুপতিষ্ঠেৎ” অর্থাৎ ‘এই মস্ত্রের দ্বারা ইন্দের উপস্থান করিবে’ এই প্রকারেই বিনিয়োগ বিধান কবিয়া থাকে। এই প্রকারে লিঙ্গের দ্বারা বিনিয়োগ সাধিত হইবার পূর্বেই প্রত্যক্ষ ঞ্জতির দ্বারা বিনিয়োগ সাধিত হয় বলিয়া বিনিয়োগের বিষয় না থাকায় লিঙ্গকল্পিত ঞ্জতি নির্বিষয় হইয়া বাধিত হইয়া থাকে। এই জন্ত শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—

“মস্ত্রার্থং মস্ত্রতো বুদ্ধা পশ্চাচ্ছক্তিং নিরূপ্য চ।

মস্ত্রাকাঙ্ক্ষাবশেনেঙ্গশেষে ঞ্জতিকল্পনা।

ঞত্যা প্রত্যক্ষরা পূর্বং গার্হপত্যাক্রমতাং গতে।

নিরাকাঙ্ক্ষীকৃতে মস্ত্রে নির্মূল্য ঞ্জতিকল্পনা।”

এইরূপে লিঙ্গের বিষয়াপহারনিমিত্তক বাধাই হইয়া পড়ে। এই জন্ত কথিত আছে—“ভেন শীত্ৰপ্রবর্তিষ্ঠা ঞ্জত্যা লিঙ্গশ্চ বাধনম্।”

আর যে ঞ্জতি উপজীবক এবং লিঙ্গ উপজীব্য এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ঞ্জতি বিনিয়োগের জন্ত লিঙ্গের মুখাপেক্ষী হয় না। কিন্তু ঞ্জতি দ্বারা বিনিয়োগ বোধিত হইলে পরে ‘কিছুপে ইহ! এই ক্রিয়া সাধন করিবে’ এই প্রকারে সামর্থ্য জিজ্ঞাসা উদ্ভূত হইয়া থাকে। আর তদনুসারে মুখ্যবৃত্তির দ্বারাই ইউক অথবা গোঁগী বৃত্তির দ্বারা ইউক, অর্থাৎপতিবলে সামর্থ্য সিদ্ধ হইলে ঞ্জতির বিনিয়োজকতা অপ্ৰতিহতই থাকে। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“ন ঞ্জতেবিনিয়োক্তং লিঙ্গাধীনং প্রতীয়তে।

বিজ্ঞাতে বিনিয়োগে তু তদ্বশাচ্ছক্তির্নির্দয়ঃ।”

অর্থাৎ ‘ঞতির বিনিয়োজকত্ব লিঙ্গসাপেক্ষ নহে বলিয়া ঞ্জতির দ্বারা বিনিয়োগ বোধিত হইলে তদনুসারে (মুখ্য বা গোঁগী বৃত্তিতে) সামর্থ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। আর এখানে ঐন্দ্রী ঋক্ বে গার্হপত্যকে বুঝাইতেও সমর্থ, তাহা পূর্বে “গুণাদ্ বাপ্যভিধানং ত্রাৎ” (মীঃ দঃ ৩২।৪ হঃ) এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে।

লিঙ্গ অপেক্ষা ঞ্জতির প্রাবল্য দেখান হইলে বাক্য প্রকরণাদি অপেক্ষা ঞ্জতির প্রাবল্য অবশ্যই হইয়া থাকে বলিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার আর

সেগুলির উদাহরণ দেন নাই। তবে বার্তিককার সবগুলিরই উদাহরণ দিয়া বিচারপূর্বক লিঙ্গাদিপঞ্চক অপেক্ষা ঋতির প্রাবল্য স্থাপিত করিয়াছেন। তাহা জানিতে হইলে অত্রত্য তত্ত্ববাস্তবিক দ্রষ্টব্য। ইতি ঋতিপ্রাবল্যাধিকরণ।

লিঙ্গ ও বাক্যের বিরোধে লিঙ্গ প্রবল।

ইহার উদাহরণ যথা—“স্তোনং তে সদনং কুণোমি যতশ্চ ধারয়া স্নশেবং কল্পয়ামি। তস্মিন্ সীদামৃতে প্রতিষ্ঠিত ব্রীহীণাং মেধ স্মনস্তমান।” অত্মার্থ—“হে পুরোডাশ! তোমার স্তোন অর্থাৎ সমীচীন স্থান করিতেছি; সেই স্থানটি যতধারায় স্নশেব—ভালভাবে শয়নের (অবস্থানের) যোগ্য করিয়া দিতেছি। হে ব্রীহির মেধ—সারভূত (পুরোডাশ)। স্মনস্তমান—সমাহিতমনা হইয়া—প্রীত হইয়া সেই অমৃত—মরণ-(পতন) রহিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হও।” এই প্রকার অর্থ হইতে জানা যায় যে, মন্ত্রটির “স্তোনম্” ইত্যাদি “কল্পয়ামি” ইত্যন্ত অংশটি সদন (স্থান করণ) অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া সদনে (পুরোডাশের স্থানকরণে) বিনিযুক্ত হইবার যোগ্য। আর উহার “তস্মিন্ সীদ” ইত্যাদি অংশটি সাদন (স্থাপন) অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উহা সাদনে (পুরোডাশ স্থাপন করায়) বিনিযুক্ত হইবার উপযুক্ত।

ইহাতে এইরূপ সংশয় হয় যে, এই মন্ত্রটি কি সমগ্রভাবেই সদন করণে এবং সাদনে অর্থাৎ পুরোডাশের প্রতিষ্ঠাপনে বিকল্পে কিংবা সমুচ্চিতভাবে বিনিযুক্ত হইবে অথবা মন্ত্রটিকে সমগ্রভাবেও উক্ত কর্মদ্বয়ে প্রয়োগ করা যাইবে এবং বিভক্ত করিয়াও প্রয়োগ করা যাইবে কিংবা উহাকে বিভাগ করিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ “স্তোনং তে” ইত্যাদি “কল্পয়ামি” ইত্যন্ত অংশটিকে সদনে এবং অবশিষ্ট অংশটিকে সাদনে প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য প্রবল হয়, তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রটিই সদন এবং সাদন উভয় কর্মেই প্রযুক্ত হইবে। যদি বাক্য এবং লিঙ্গ তুল্যবল হয়, তাহা হইলে মন্ত্রটিকে সমগ্রভাবেই হউক, অথবা পূর্বোক্ত আংশিকভাবে বিভক্ত করিয়াই হউক উভয় কর্মে প্রয়োগ করিলে চলিবে। আর যদি বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত অংশে বিভক্ত করিয়াই মন্ত্রটিকে দুইটি বিভিন্ন কর্মে ঋণ ঋণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সমগ্র মন্ত্রটিকেই উভয় কর্মে প্রয়োগ করা যাইবে। কারণ, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য বলবৎ; যে হেতু লিঙ্গ যখন ঋতির দ্বারা বাধিত হয়, তখন বাক্যের দ্বারাও বাধিত হইবে। আর এখানে মন্ত্রটির শেক

অংশের প্রথমে "তন্মিন্" এই পদটি থাকার ইহা পূর্ব অংশের সহিত সাকাজ্জই হইতেছে। আর সাকাজ্জ হইতেছে বলিয়া পূর্ব অংশ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নহে, কারণ, সাকাজ্জতাহেতু ইহাদের একবাক্যতা রহিয়াছে বলিয়া বাক্যভেদ করা উচিত হয় না। অতএব মন্ত্রটি সমগ্রই প্রয়োগ করিতে হইবে। আর মন্ত্রটি যদি সমগ্রভাবেই প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে উহা বাক্য-প্রভাবে সদন (পুরোডাশের স্থানকরণ) এবং সাদন (পুরোডাশ স্থাপন)-উভয় প্রকার অর্থই প্রকাশ করে বলিয়া উহাকে সমুচ্চিতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ সদন এবং সাদন উভয় কণ্ঠেই প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা এস্থলে লিঙ্গ এবং বাক্য উভয়েই তুল্যবল বলিয়া মন্ত্রটিকে বিকল্পিত-ভাবে বিভক্ত করিয়া অথবা সমগ্র রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ বিভক্ত করিয়া তত্ত্ব অংশ সদনে এবং সাদনে (স্থানকরণে), না হয় সাদনে (পুরোডাশ-প্রতিষ্ঠাপনে) যে কোন একটি কণ্ঠেই প্রয়োগ করিলেই চলিবে। বাক্য ও লিঙ্গ তুল্যবল। কারণ, বাক্য হইতেও ঋতিকল্পনা করিয়া বিনিয়োগ বিধান করিতে হয়; আর লিঙ্গ হইতেও ঋতিকল্পনা করিয়া বিনিয়োগ বিধান করিতে হয়। অতএব লিঙ্গ এবং বাক্য উভয়েই যখন বিনিয়োগ বিধানে ঋতিসাপেক্ষ, তখন উভয়েই তুল্যবল। আর তুল্যবল বলিয়া বিকল্পই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সত্য বটে, লিঙ্গ ও বাক্য উভয়েই ঋতিকল্পনাপূর্বক বিনিয়োগবিধান করে, তথাপি "পারদৌর্বল্যম্ অর্থবিশ্রম্বাৎ"—বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গই প্রবল—বাক্য লিঙ্গ অপেক্ষা দুর্বল; কারণ, বাক্য হইতে লিঙ্গকল্পনাপূর্বক ঋতি কল্পনা করিতে হয় বলিয়া ঋতিকল্পনা ব্যবহিত; আর লিঙ্গ হইতে সাক্ষাৎ ঋতি কল্পিত হয় বলিয়া বাক্য লিঙ্গ অপেক্ষা একান্তরিত হওয়ায় বিলম্বে বিনিয়োগ সাধন করে। এ কারণ মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধটি সাদন অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া উহার সদনে (স্থানকরণে) সামর্থ্য কল্পনা না করিলে উহাকে সদনে বিনিযুক্ত করা যায় না। এইরূপ পূর্বার্দ্ধটি সদন অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া উহার সাদন অর্থে সামর্থ্য কল্পিত না হইলে উহা সাদনে বিনিযুক্ত হইতে পারে না। অতএব বাক্য ও লিঙ্গ উভয় হইতেই ঋতিকল্পনা কর্তব্য হইলেও লিঙ্গ হইতে অব্যবহিতভাবে আর বাক্য হইতে ব্যবহিতভাবে ঋতি কল্পিত হয় বলিয়া উভয়ে তুল্যবল নহে, কিন্তু বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গই প্রবল। সুতরাং উভয়ের বিকল্প হইতে পারে না। আর বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল বলিয়া উহাদের সমুচ্চরও হইতে পারে না। আর ইহাতে বাক্যভেদ হইলেও

তাৎ দৃশ্যের নহে, যে হেতু অর্থভেদবশতঃ বাক্যভেদে স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল বলিয়া লিঙ্গ অনুসারে মন্ত্রটির পূর্বার্দ্ধ সন্দেহ (পুরোডাশেব স্থানকরণে) আর পরার্দ্ধটি সাদনে (পুরোডাশপ্রতিষ্ঠাপনে) বিনিযুক্ত হইবে। বাক্য হইতে লিঙ্গের প্রাবল্য দেখান হইলে প্রকরণ স্থান এক সমাখ্যা হইতে লিঙ্গের বলবত্তা স্তূতয়াং সিদ্ধ হয় বলিয়া ভাষ্যে আর তাহা বিচারিত হয় নাই। কিন্তু বার্তিককার পৃথকভাবে তাহার বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। ইতি লিঙ্গপ্রাবল্যাধিকরণ।

বাক্য ও প্রকরণের মধ্যে বাক্যই প্রবল—যেমন “অগ্নীষোমাবিদং হবিরজুবেতামবীৰুধেতাং মহো জ্যায়োহক্রাতম্। ইন্দ্রাগ্নী ইদং হবিরজুবেতামবীৰুধেতাং মহো জ্যায়োহক্রাতম্।” এই মন্ত্রবাক্যটি দর্শপূর্ণমাসে সূক্তবাক-নিগদজপে পঠিত হয়।

ইহার মধ্যে “অগ্নীষোমাবিদং হবিরজুবেতাম্ অবীৰুধেতাম্ মহো জ্যায়োহক্রাতম্” এই অংশটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য বলিয়া পূর্ণমাস যাগে এইটুকুমাত্র পঠনীয় এবং “ইন্দ্রাগ্নী ইদং হবিরজুবেতাম্ অবীৰুধেতাম্ মহো জ্যায়োহক্রাতম্” এই অংশটি অপর একটি স্বতন্ত্র বাক্য বলিয়া দর্শবাগে এইটুকু মাত্র পঠিতব্য, অথবা প্রকরণানুরোধে সমগ্র মন্ত্রটিই দর্শবাগে “অগ্নীষোমো” এই পদটি মাত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ এবং পূর্ণমাসবাগে “ইন্দ্রাগ্নী” এই পদটি মাত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ পঠিতব্য, ইহাই সংশয়। দর্শবাগে “অগ্নীষোমো” এই পদটি বাদ দিতে হইবে, কারণ, ‘অগ্নীষোম’ দর্শবাগের দেবতা নহে, কিন্তু পূর্ণমাস যাগেরই দেবতা। যদি ঐ মন্ত্রটি ‘অগ্নীষোম’ পদযুক্ত করিয়া দর্শবাগে পঠিত হয়, তাহা হইলে উহা অসমবেতার্থ (অনন্বিতার্থ) হইয়া পড়ে। এই কারণে দর্শবাগে যখন সমগ্র মন্ত্রটি পড়া হইবে, তখন ঐ অংশটুকু বাদ দিতে হইবে। এইরূপে পূর্ণমাসবাগে যখন ঐ মন্ত্রটি পাঠ করা হইবে, তখন ‘ইন্দ্রাগ্নী’ এই পদটিকে বাদ দিতে হইবে; কারণ, ‘ইন্দ্রাগ্নী’ পূর্ণমাসের দেবতা নহে, কিন্তু দর্শেরই দেবতা; এই কারণে পূর্ণমাসবাগে যখন ঐ মন্ত্রটি পাঠ করা হয়, তখন উহা হইতে ‘ইন্দ্রাগ্নী’ এই পদটি বাদ দিতে হইবে, কেন না, তাহা না হইলে উহা পূর্ণমাসবাগে অসমবেতার্থ হইয়া পড়ে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, দর্শে “অগ্নীষোমো” এই অসমবেতার্থ পদটি বাদ দিয়া এবং পূর্ণমাসে “ইন্দ্রাগ্নী” এই অনন্বিতার্থ পদটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র মন্ত্রটিই দর্শে এবং পূর্ণমাসে পাঠ্য। কারণ, ঐ সমগ্র মন্ত্রটি ‘সূক্তবাক’ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ করিবার হেতু এই যে, ইহাতে প্রকরণের মর্যাদা

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৬৪ (ক)

রক্ষিত হইয়া থাকে। আরও প্রকরণ এবং বাক্য উভয়েই যখন অঙ্গপ্রবোধকত্ব বিষয়ে প্রমাণ—উভয়েরই যখন তুল্যপ্রকার বিনিয়োজকত্ব রহিয়াছে, তখন উভয়েই তুল্যবল। কারণ, বাক্য এবং প্রকরণ কেহই স্বাতন্ত্র্যে বিনিয়োজক নহে; কিন্তু উভয়কেই ঞ্জতি দ্বারা বিনিয়োগ সাধন করিতে হয়; যেহেতু, বিনিয়োজকতাশক্তি একমাত্র ঞ্জতিরই আছে। সুতরাং বাক্য এবং প্রকরণ উভয়েই পরস্বাপেক্ষী বলিয়া দুইটিরই বলাবল তুল্যপ্রকার। আর বিনিয়োজকত্ব বিষয়ে দুইটি প্রমাণ তুল্যবল হইলে তাহাদের বিকল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্য বিনিয়োজকতা অনুসারে ঐ দুইটি ভাগকে পৃথক পৃথক করিয়া দর্শে এবং পূর্ণমাসে পাঠ করিলেও চলিবে; আবার প্রকরণ অনুসারে উহাদিগের ঐ অসমবেত অংশ দুইটিকে মাত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশটিই দর্শ এবং পূর্ণমাসে পাঠ করিলেও চলিবে অর্থাৎ দর্শবাগে “অগ্নীবোমো” এই অংশটি মাত্র বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র মন্ত্রটিই পাঠ্যতব্য; এই-রূপ পূর্ণমাসবাগে “ইন্দ্রাগ্নী” এই অনর্থিত অংশটিকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট সমগ্র মন্ত্রটিই পাঠ করিতে হইবে। আর বাক্য এবং প্রকরণের বিনিয়োজকতার এই যে বিকল্প, ইহার কোনও নিয়ামক না থাকায় ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প নহে, কিন্তু ইচ্ছা-বিকল্পই বুঝিতে হইবে।

অথবা এখানে প্রকরণের বিনিয়োজকতাই অনুসরণীয়; কারণ, বাক্য অপেক্ষা প্রকরণই বলবন্তর হইবে। যে হেতু, প্রকরণ বলিতে প্রধানের আকাজ্জা অভিহিত হয়। যদিও উভয়াকাজ্জাই প্রকরণ, তথাপি প্রধানের উপকার্যাকাজ্জা না থাকিলে উপকারক যে অঙ্গ, তাহা যতই সাকাজ্জ হউক না কেন, তাহা প্রধানের সহিত বিনিযুক্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রধানের আকাজ্জা থাকিলে তাহা যদি পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অপেক্ষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে অঙ্গবৈকল্য ঘটে বলিয়া ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না। আরও অঙ্গ এবং প্রধানের মধ্যে প্রধানই প্রবল। এই সমস্ত কারণে প্রধানাকাজ্জাই প্রকরণ বলিয়া এবং প্রধানের জন্তই সমস্ত অঙ্গের বিধান বলিয়া প্রধানের আকাজ্জাকল্প যে প্রকরণ, তাহারই অনুগ্রহ ভ্রায়সঙ্গত। একারণে উক্ত মন্ত্রটির বিনিয়োগে বিকল্প হইবে না; কিন্তু প্রকরণের দ্বারা বাক্যের বিনিয়োজকতাই বাধিত হইবে। আর তাহা হইলে প্রকরণ অনুসারে সমগ্র মন্ত্রটিই দর্শে এবং পূর্ণমাসে পাঠ করিতে হইবে। তবে দর্শ বাগে আবৃত্তির সময়ে “অগ্নীবোমো” এই অসমবেতার্থ পদটিকে বাদ দিতে হইবে। আর পূর্ণমাস বাগে পাঠ করিবার কালে উহা হইতে “ইন্দ্রাগ্নী” এই অনর্থিতার্থ অংশটি পরিত্যাজ্য হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

কেহ কেহ বলেন, বলাবল বিচার দূরের কথা, এ স্থলে উদাহরণটিতে

৪৬৪ (খ)

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

প্রকরণ-বিনিয়োজ্যত্বই নাই। কারণ, আরাহুপকারক স্থলেই প্রকরণের বিনিয়োজকতা কিন্তু সন্নিপত্যোপকারক পদার্থ প্রকরণবিনিয়োজ্য নহে। যে হেতু, সন্নিপাতী পদার্থ-সকল ঞ্জতি, লিঙ্গ এবং বাক্য ইহাদের যে কোন একটির দ্বারাই বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কৰ্ম সাক্ষাৎভাবে প্রধানের নির্বাহক, সেইগুলির নাম আরাহুপকারক। আর প্রধাননির্বাহক যে দ্রব্যদেবতাদি তাহাদিগকে দ্বার করিয়া যে সমস্ত কৰ্ম উপকার সাধন করে, সেগুলিকে বলে সন্নিপত্যোপকারক। যেমন পুরোডাশ সাক্ষাৎভাবে প্রধান সম্পাদন করে বলিয়া তদ্ব্যুক্ত কৰ্ম আরাহুপকারক। আর অবঘাত, প্রোক্ষণ প্রভৃতিগুলি পুরোডাশকে দ্বার করিয়া প্রধানের উপকার সাধন করে বলিয়া ঐগুলি সন্নিপত্যোপকারক। এইরূপ সূক্তবাকনিগদও সন্নিপত্যোপকারক; কারণ, তাহা প্রহরণক্রিয়াকে এবং দেবতাস্মরণকে দ্বার করিয়াই প্রধানের উপকারক; যে হেতু সূক্তবাকপাঠে সেই মন্ত্রে বর্ণিত দেবতার স্মরণ হয় এবং তাহা পাঠ করিয়া অগ্নিতে প্রস্তর প্রহার (দর্ভমুষ্টি নিক্ষেপ) করিতে হয়। অতএব উহা সন্নিপাতী বলিয়া প্রকরণ উহার বিনিয়োজক নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, প্রকরণ সন্নিপত্যোপকারক কৰ্মেরও বিনিয়োজক। কারণ, তাহা না হইলে অবঘাতাদি কৰ্মগুলি ক্রত্ব হইতে পারে না। যে হেতু অবঘাতাদি কৰ্মকলাপ প্রকরণ অল্পসারেই ক্রতুবানার ইতিকর্তব্যতাস্বরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই উহাদিগকে ক্রত্ব বলা হয়। এই কারণেই “অসংযুক্ত প্রকরণাৎ” (৩৩।১১) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বাহা ঞ্জতি, লিঙ্গ এবং বাক্যসংযুক্ত নহে, তাহা প্রকরণ অল্পসারেও বিনিযুক্ত হইতে পারে। অতএব উক্ত উদাহরণ-টিতে প্রকরণেরও বিনিয়োজকতা থাকিতে পারে। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর উক্তি অল্পসারে উক্ত সূক্তবাক মন্ত্রটি দর্শে এবং পূর্ণমাসে সমগ্রভাবেই পঠিতব্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “পারদৌর্বল্যম্ অর্থবিপ্রকৰ্ষাৎ” ইহাদের মধ্যে পরবর্তীটি অর্থাৎ প্রকরণটিই দুর্বল। সুতরাং উহাদের বিকল্পও হইতে পারে না, কিংবা প্রকরণের দ্বারা বাক্যের বিনিয়োজকতা বাধিতও হইতে পারে না। কারণ, ঞ্জত্বই হইতে বাক্যের ব্যবধান দুই স্তর; কিন্তু প্রকরণের ব্যবধান তিন স্তর বলিয়া বাক্য শীঘ্র বিনিয়োজক হওয়ার প্রকরণ অপেক্ষা প্রবল। যে হেতু প্রকরণ হইতে বাক্যকল্পনা পূর্বক লিঙ্গ ও ঞ্জতি কল্পিত হইয়া বিনিয়োগ বোধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অঙ্গত্ব বোধিত করিবার জন্ত বাক্য হইতে কেবলমাত্র লিঙ্গ ও ঞ্জতি কল্পনা করিতে হয়। এ কারণে বাক্য ও লিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ার প্রকরণের প্রামাণ্য দ্ব্যস্তমিত; কিন্তু বাক্যের প্রামাণ্য মাত্র লিঙ্গ ব্যবহৃত বলিয়া একান্তমিত। অতএব প্রকরণ দ্বারা অঙ্গত্ব বোধিত হইবার পূর্বেই বাক্য কর্তৃক অঙ্গত্ব বোধিত

হইয়া থাকে বলিয়া প্রকরণের বিনিয়োজকতা বাক্যের দ্বারা বাধিতই হইয়া যায়। আর সমগ্র মন্ত্রটিই ‘মুক্তবাক’ নামে অভিহিত হয় বলিয়া ঐ মন্ত্রটি সমগ্রই পাঠ্য এই প্রকার যে আপত্তি, তাহার পরিহার পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম অধিকরণে কথিত হইয়াছে। অতএব বাক্য অনুসারে ঐ মন্ত্রটি পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত ভাবেই দর্শে এবং পূর্ণমাসে পঠিতব্য। ইতি প্রকরণা-পেক্ষা বাক্যের প্রাবল্যাধিকরণ।

প্রকরণ ও স্থানের মধ্যে প্রকরণই প্রবল।

যেমন—রাজসূয় যজ্ঞে পশুবাগ, ইষ্টিবাগ এবং সোমবাগ প্রভৃতি বহু প্রধান কর্ম আছে। তাহাদের মধ্যে ‘অভিষেচনীয়’ নামক বাগের সন্নিধান—“অন্ধৈর্দীব্যতি” “রাজসূয় জিনাতি,” “শোনঃশেফমাখ্যাপয়তি” অর্থাৎ “অন্ধক্ৰীড়া করিবে, রাজবর্গকে জয় করিবে। শুনঃশেফের উপাখ্যান পাঠ করাইবে।” এই প্রকারের ‘বিদেবন’ (পাশকক্ৰীড়া) প্রভৃতি ধর্ম (অঙ্গ) উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে ‘বিদেবন’ প্রভৃতি ধর্ম, ইহা কি সন্নিধিবশতঃ ‘অভিষেচনীয়’ নামক বাগের অঙ্গ অথবা প্রকরণ অনুসারে রাজসূয় যজ্ঞেরই অঙ্গ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এই সমস্ত ‘বিদেবন’ প্রভৃতি ‘অভিষেচনীয়’ নামক বাগেরই অঙ্গ হইবে; কারণ, ঐগুলি যখন ‘অভিষেচনীয়’ বাগের সন্নিধান (সমীপে) পঠিত হইয়াছে, তখন ঐগুলিকে অপরের অঙ্গ বলা উচিত নহে। অতএব সন্নিধি অনুসারে বিদেবন প্রভৃতি ‘অভিষেচনীয়’ বাগেরই অঙ্গ। স্থান, সন্নিধি এবং ক্রম এইগুলি সমার্থক-পর্যায়শব্দ। যদি বলা হয়, কেবলমাত্র সন্নিধান অন্বেষের হেতু নহে বলিয়া সন্নিধি অনুসারে যে অভিষেচনীর অঙ্গ হইবে এক্ষণ বলা সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে বলিব—কেবলমাত্র আকাজ্জাও অন্বেষের হেতু নহে বলিয়া আকাজ্জাক্ষক প্রকরণ অনুসারে যে রাজসূয়ের অঙ্গ হইবে, তাহাও হইতে পারে না। অতএব আকাজ্জা এবং সন্নিধান সমভাবে অপেক্ষিত বলিয়া উভয়ই যখন তুল্যবল, তখন ইহাদের বিকল্পই হইবে অর্থাৎ ঐগুলি প্রকরণ অনুসারে রাজসূয়ের—ইষ্টি, পশু ও সোম সকল বাগের অঙ্গ হইতে পারে এবং সন্নিধি অনুসারে অভিষেচনীরও অঙ্গ হইতে পারে, যে হেতু, উভয়ই তুল্যবল বলিয়া বিনিগমনার কোনও হেতু নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, সন্নিধি (স্থান) অপেক্ষা প্রকরণ বলবৎ; কারণ, “অর্থবিপ্রকর্ষাৎ”—অভিষেচনীর সন্নিধান বিদেবন প্রভৃতি আশ্রিত (উপদিষ্ট) হইয়াছে সত্য, কিন্তু অভিষেচনীয় জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতি বলিয়া

তাহার যে কথন্তাবাক্যজ্ঞা, তাহা অতিদেশপ্রাপ্ত প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমের ইতিকর্তব্যতার দ্বারাই চরিতার্থ হইয়া যায়। এই কারণে 'অভিষেচনীয়' আকাঙ্ক্ষাবিহীন। পক্ষান্তরে রাজসূয়ের যে কথন্তাবাক্যজ্ঞা তাহা রাজসূয়ে প্রথমানুষ্ঠেয় 'পবিত্র' (রাজসূর্য্যাজ্ঞ সোমবাগবিশেষ) হইতে অন্ত্য 'ক্ষত্ৰশ্রুতি' (রাজসূর্য্যাজ্ঞ সোমবাগ বিশেষ) পর্য্যন্ত স্থলে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে। আর তাহাতে তদ্ব্যাপ্যতা অনির্জাতকল (বাহাদের ফল উক্ত হয় নাই তাদৃশ) কর্মসকল ইতিকর্তব্যতারূপে সেই প্রধান রাজসূয়ের সহিতই অধিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান কথিত আছে—

“অবিচ্ছিন্নে কথন্তাবে যৎ প্রধানশ্চ পঠ্যতে।

অনির্জাতকলং কর্ম তশ্চ প্রকরণজ্ঞতা।”

অর্থাৎ “প্রধান কর্মের কথন্তাব অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ অবিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ তৎপ্রকরণে যে ফলবিহীন কর্ম উপদিষ্ট হয়, তাহা প্রকরণবশে সেই প্রধানেরই অঙ্গ হইয়া থাকে”। পক্ষান্তরে সন্নিধিবশতঃ বিদেবন প্রভৃতি কর্মগুলিকে অভিষেচনীয়ের অঙ্গ বলিলে অভিষেচনীয় যাগের কথন্তাবাক্যজ্ঞা পূর্ব হইতে নিবৃত্ত থাকায় তাহাকে পুনরায় উত্থাপিত করিতে হয়। আর তাহা হইলে উহা সন্নিধি, আকাঙ্ক্ষা, বাক্য এবং লিঙ্গের দ্বারা ঋতিকল্পনা করিয়া অঙ্গত্ব বোধিত করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য ঋতি হইতে ত্র্যস্তরিত; কিন্তু প্রকরণ বাক্য এবং লিঙ্গ দ্বারা ঋতি কল্পনা করিয়া অঙ্গতা বিজ্ঞাপিত করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য ঋতি অপেক্ষা দ্ব্যস্তরিত। এই প্রকারে সন্নিধি হইতে বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) বলিয়া সন্নিধি ও প্রকরণ উভয়েই বখন ঋতির পথে ধাবিত হয়, তখন প্রকরণ নিকটস্থ হওয়ায় শীঘ্র গমন করিয়া বিষয়ের অঙ্গত্ব বোধিত করিয়া থাকে বলিয়া সন্নিধি নির্বিষয় হইয়া অপ্রমাণ হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে বিদেবন প্রভৃতি কর্মগুলি প্রকরণ অনুসারে রাজসূয়েরই অঙ্গ; কিন্তু সন্নিধিবশে অভিষেচনীয়ের অঙ্গ নহে, যেহেতু সন্নিধি (স্থান) অপেক্ষা প্রকরণ বলবৎ। ইতি স্থান ও সন্নিধির বলাবল-বিচারাদিকরণ।

এইরূপ সমাখ্যা অপেক্ষা স্থান (সন্নিধি বা ক্রম) প্রবল। যেমন—“ওদ্ধক্ষং দৈব্যায় কর্মণে” এই মন্ত্রটি কি পৌরোডালিক এই সমাখ্যা অনুসারে পুরোডালকাণ্ডে উপদিষ্ট উলুখল, মূল, জুহু প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যের শোধনে অঙ্গরূপে বিনিযুক্ত হইবে অথবা ইহা সন্নিধি বশতঃ সামান্য পাত্রের শোধনে অঙ্গরূপে বিনিযুক্ত হইবে ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এই মন্ত্রটি সমাখ্যা অনুসারে পৌরো-
ডাশিক কাণ্ডে উপদিষ্ট সকল পদার্থেরই অঙ্গ হইবে। কারণ, দর্শপূর্ণমাস
কাণ্ডের অন্তর্গত একটি কাণ্ডকে পৌরোডাশিক বলা হয়; কারণ, তথায়
পুরোডাশের উপকারক কতকগুলি বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ
পৌরোডাশিক এই পদটি ‘পুরোডাশম্ অর্হতি’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে
পুরোডাশ শব্দের উত্তর ঋক প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া পৌরোডাশিক
এই সমাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়সিদ্ধ বৌগিক শব্দ অনুসারে সেই কাণ্ডে
পুরোডাশের উপকারী যে সমস্ত পাত্র, যে সমস্ত কর্ম এবং যে সমস্ত মন্ত্র
আছে, তৎসমুদায়কেই বুঝায়। সুতরাং “শুদ্ধধর্ম” এই মন্ত্রটিও বখন সেই
পৌরোডাশিক কাণ্ডে পঠিত হইয়াছে, তখন সমাখ্যা অনুসারে ঐ মন্ত্রটি ঐ
পৌরোডাশিক কাণ্ডে পুরোডাশপাত্র, উলুখলমূল, জুহু প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য
আছে, তৎসমুদায়েরই অঙ্গ হইবে অর্থাৎ ঐ দ্রব্যগুলির সমস্তই ঐ মন্ত্রেই
শোধান করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, স্থান ও সমাখ্যার মধ্যে স্থান প্রবল, এবং সমাখ্যা
দুর্বল। কারণ, “অর্থবিপ্রকর্ষাৎ”—সমাখ্যা ও স্থানের মধ্যে স্থানই ঋত্যাথের
সম্বন্ধে, সমাখ্যা বিপ্রকৃষ্ট। যে হেতু স্থানে সঞ্চ কল্পনা করিতে হয় না—
কেবল আকাজ্জা, বাক্য এবং লিঙ্গ কল্পনা করিয়া ঋতিকল্পনা করিলেই চলে।
কিন্তু সমাখ্যায় আকাজ্জা, বাক্য ও লিঙ্গ কল্পনা করিতে হয় এবং সঞ্চও কল্পনা
করিতে হয়। এই কারণে স্থান ও ঋতির মধ্যে বতটা ব্যবধান, সমাখ্যা ও
ঋতির মধ্যে তদপেক্ষা এক কক্ষা অধিক ব্যবধান হইয়া থাকে। এই কারণে
সমাখ্যা বতক্ষেণে ঋতির কাছে উপস্থিত হয়, সন্নিধি ততক্ষেণে ঋতি দ্বারা
বিনিয়োগ বোধিত করিয়া থাকে বলিয়া সমাখ্যার বিষয় অপছন্দ হওয়ার উহা
নির্বিষয় হইয়া বোধিত হইয়া থাকে। ‘পৌরোডাশিক’ এই সমাখ্যার প্রকৃতি
অংশের দ্বারা পুরোডাশ অভিহিত হয়, আর প্রত্যয়ংশের দ্বারা ‘কাণ্ড’ উক্ত
হইয়া থাকে। কিন্তু ‘পুরোডাশ’ এবং ‘কাণ্ড’ ইহাদের মধ্যে যে সঞ্চ আছে,
তাহা অত্র প্রকৃতি বা প্রত্যয় কাহারও দ্বারা বোধিত হয় না—কিন্তু
তাহাদের সমভিব্যাহার হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সহোচ্চারণ
হইতে ইহাদের পরস্পরের সঞ্চ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সুতরাং
“শুদ্ধধর্ম” এই মন্ত্রটি পৌরোডাশিক হইলেও সমস্ত পুরোডাশপাত্রের সহিত
তাহার যে সঞ্চ তাহা প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু কল্পনীয়। যে হেতু ‘যদি সমস্ত

পুরোডাশপাত্রের সহিত সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে ঐ পুরোডাশকাণ্ডে পঠিত শুদ্ধন মন্ত্রটির পৌরোডাশিক এই সমাখ্যা উপপন্ন হয় না, এই প্রকারে অর্থাপত্তিবলে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। আবার সম্বন্ধের উপপাদনের নিমিত্ত প্রকরণ, প্রকরণের উপপাদনের জন্ত বাক্য, বাক্যের উপপাদনের জন্ত লিঙ্গ, এবং অবশেষে ঞ্জতি কল্পনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে সান্নায্য পাত্রের শোধনে মন্ত্রটির সম্বন্ধ যথাসম্ভা পাঠ অনুসারে প্রত্যক্ষই রহিয়াছে। কারণ, ঐ পৌরোডাশিক কাণ্ডে প্রথমে ‘ইগ্নাবর্হিঃ সম্পাদন’, তদনন্তর ‘সান্নায্যপাত্র’ এবং তদনন্তর ‘মুষ্টিনির্কপ’ এই তিনটি পদার্থ পর পর উপদিষ্ট হইয়াছে। আর মন্ত্রসকলের মধ্যেও প্রথমে ‘ইগ্নাবর্হিঃ সম্পাদন’ বিষয়ক অনুবাক, তদনন্তর “শুদ্ধধ্বম্” এই মন্ত্র এবং তাহার পর ‘মুষ্টিনির্কপ’ বিষয়ক অনুবাক যথাক্রমে পর পর পঠিত হইয়াছে। অতএব যে ক্রমে পদার্থসকল উপদিষ্ট হইয়াছে, ঠিক সেই ক্রমে মন্ত্রসকলও যখন পঠিত হইয়াছে, তখন “শুদ্ধধ্বম্” ইত্যাদি মন্ত্রটির সান্নায্য পাত্রের সহিতই যে সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া যায়। আর এই পাঠ অনুসারে যে সমানদেশতা ইহা ঞ্জত্ব্যুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষই হইতেছে; সুতরাং শুদ্ধন মন্ত্র এবং সান্নায্যপাত্র ইহাদের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষই হইতেছে। এই কারণে সমাখ্যা ও ক্রম উভয়েই ঞ্জতি কল্পনা করিয়া বিনিয়োগ সাধন করিবার জন্ত যুগপৎ প্রস্থিত হইলেও সমাখ্যাকে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া, এক স্তর পশ্চাতে থাকিতে হয় বলিয়া স্থানই প্রথমতঃ অঙ্গত্ব বোধিত করিয়া সমাখ্যার বিষয় অপহৃত করিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে বার্তিককার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। ছাদে একটি ফল আছে—এমন ভাবে আছে যে যখনই ছাদে পা দেওয়া হইবে তখনই তাহা পাওয়া যাইবে। দুই জন ব্যক্তি নিয়ম হইতে তাহা আনিবার জন্ত আদিষ্ট হইল। কিন্তু তাহাদের একজন সিঁড়ির প্রথম ধাপে ছিল আর অঙ্গ ব্যক্তি তাহারই নীচে—তলদেশে ছিল। আদেশমাত্রেই দুই জনে সমবেগে প্রস্থিত হইল—মধ্যে কেহও কোন বাধা পাইল না। এমত অবস্থায় প্রথম ধাপে যে ব্যক্তি ছিল, সে অগ্রে গিয়া ফলটি গ্রহণ করে আর পরবর্তী ব্যক্তিটি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাকে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। তাই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিটির যে সামর্থ্য ছিল না তাহা নহে, কিংবা অঙ্গ কাজে সামর্থ্য নাই তাহাও নহে। সেইরূপ এ স্থলেও নিকটবর্তী প্রমাণটির দ্বারা অঙ্গত্ব বোধিত হয় বলিয়া পরবর্তীটি নির্বিষয় হইয়া বাধিত হইয়া যায়।

এই প্রকারে ঋতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যার মধ্যে সমান-বিষয়তা হেতু বিরোধ হইলে কি ভাবে পূর্ববর্তীটির দ্বারা পরবর্তীটি বাধিত হয়, তাহার এক একটি করিয়া উদাহরণ ভাষ্যকার কর্তৃক উদাহৃত হইয়াছে। আর বার্তিককার অবশিষ্ট উদাহরণ দিয়া ন্যূনতার পূরণ করিয়াছেন। বার্তিককার এস্থলে—ঋতিদ্বয়ের পরস্পর সমানবিষয়তানিবন্ধন বিরোধ হইলে, লিঙ্গদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে, বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধে, প্রকরণদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্থানদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে এবং সমাখ্যাদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে কোনটি প্রবল এবং কোনটিই বা দুর্বল হইবে, তাহাও বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। এইরূপ স্মৃতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধে, শিষ্টাচারদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে কোনটি প্রবল এবং কোনটি দুর্বল হইবে, তাহারও বিচার করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেরও প্রাবল্য দৌর্বল্য বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে এখানে আর সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইল না।

এখন এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে বাধের বিষয় বর্ণিত হইল, ইহা সম্ভব কি অসম্ভব। কারণ, ইহা বাদ প্রাপ্তবাধ হয়, তাহা হইলেও বলাবল বিচার অসম্ভব, আর যদি অপ্রাপ্তবাধ হয়, তাহা হইলেও এই বাধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যেহেতু, বাহ্য প্রাপ্ত তাহার প্রবৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার আর বাধ হইতে পারে না। আর বাহ্য অপ্রাপ্ত, তাহার প্রসঙ্গ নাই বলিয়া—তাহা বাধের বিষয়রূপে উপস্থিত নাই বলিয়া তাহার বাধ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব, এ স্থলে লিঙ্গ, বাক্য প্রভৃতি যে একেবারে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে, যেহেতু এতদনুসারে অনুষ্ঠান হয় না। স্মৃতরাং অনুষ্ঠানরূপ ফলে পর্য্যবসিত হয় না। বলিয়া ইহাদের আত্যন্তিক প্রবৃত্তি স্বীকার করা যায় না। আবার ইহারা যে একেবারে অপ্রবৃত্ত (অপ্রসঙ্গ), তাহাও নহে; কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, ইহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর যদি ইহাদিগকে প্রমাণ বলিয়াই জ্ঞান হয়, তাহা হইলে অপ্রমাণ বলা যাইবে কিরূপে? যেহেতু দুইটিই তুল্যবল হইতেছে বলিয়া কেহই বাধিত হইবে না, কিন্তু ইহাদের বিকল্পই হইবে। তাহা হইলে বলিব—যে বিষয়ে লিঙ্গ, বাক্য প্রভৃতির বাধ হয়, সে বিষয়ে ইহাদের প্রমাণত্ব কদাপি নাই। তবে স্থানান্তরে অসম্ভাববিরোধী অবস্থায় ইহাদের যে প্রামাণ্য লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই এ স্থলে মক্ক-মরীচিকার স্তায় আরোপিত হয় মাত্র। স্মৃতরাং এতাদৃশ স্থলে

ইহারা প্রমাণ নহে কিন্তু প্রমাণাভাস। আর সেই কারণেই প্রমাণের দ্বারা তাহার বাধ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান শ্রীমৎকুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

“নৈবৈতেবাং প্রমাণত্বমাসীদত্র কদাচন।

অন্যত্র দৃষ্টমেতত্ত্ব সমারোপেণ কল্পিতম্।”

অর্থাৎ ‘বিবাদাম্পদীভূত স্থলে ইহাদের প্রামাণ্য কদাপি ছিল না। তবে অন্য স্থলে ইহাদের যে প্রমাণতা ছিল, তাহা এ স্থলে আরোপিত হইয়াছিল মাত্র’। অথবা ইহাদের বিবরণপতার নিমিত্ত বাধ হইয়া থাকে বলিয়া এস্থলেও আত্যন্তিক অপ্রামাণ্য বা প্রামাণ্যভাসতা না বলিলেও চলে। অতএব ঋতিলিঙ্গাদির যে বাধ, তাহা অপ্রাপ্তবাধ। কারণ, এ স্থলে পরবর্তীটি কল্যাণমূল, যেহেতু তাহার মূল কল্পনা করিতে হয়। আর কল্যাণমূলের যে বাধ, তাহা অপ্রাপ্তবাধ। এইরূপ ঋতির দ্বারা স্মৃতির বাধ, স্মৃতির দ্বারা শিষ্টাচারের বাধ প্রভৃতিগুলিও অপ্রাপ্ত বাধ।

আর দশমাধ্যায়ে যে বাধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে—উপদেশের দ্বারা যে অভিদেশের বাধ, তাহা প্রাপ্ত বাধ। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণাভাসের বাধ, নৈমিত্তিকের দ্বারা নিত্যের বাধ, পুরুষার্থের দ্বারা ক্রত্বার্থের বাধ, পরবর্তীর দ্বারা পূর্ববর্তীর বাধ, বিশেষের দ্বারা সামান্ত্যের বাধ, সপ্রয়োজনের দ্বারা নিষ্প্রয়োজনের বাধ প্রভৃতি স্থলেও প্রাপ্তবাধই হইয়া থাকে। কারণ এতাদৃশ স্থলে যাহার বাধ হয় তাহা কণ্ঠমূল—তাহার মূল পূর্ব হইতেই কল্পিত (প্রাপ্ত) আছে। আর কণ্ঠমূলের যে বাধ তাহা প্রাপ্তবাধ। এইজ্ঞান সপ্তমপাদের শেষে বার্তিককার বলিয়াছেন—

“কণ্ঠমূলানাং প্রমাণানাং হি বাধঃ

প্রাপ্তবাধঃ, ন কল্যাণমূলানাম্।”

এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য—এই যে ঋতিলিঙ্গাদির পূর্ববলীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইল, ইহা তাদৃশ স্থলেই বলবৎ হইবে যেখানে পরবর্তীগুলির বাধ হইলেও কোনও ঋত্বার্থের আনর্থক্য হয় না; কিন্তু যে স্থলে লিঙ্গাদির পূর্ববর্তীর বাধ হইলে ঋত্বার্থের ব্যাকোপ হয়, তথায় ইহাদের বলাবল বিপরীত বৃত্তিতে হইবে, তাদৃশ স্থলে পরবর্তীটি দুর্বল হইলেও ঋতি আশ্রয় করায় প্রবলাশ্রিত বলিয়া পূর্ববর্তী লিঙ্গাদিকেও বাধা দিবে; যেমন আচমনাদি স্মার্ত পদার্থের দ্বারা শ্রৌত ক্রম বাধিত হয়—ইহা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শিষ্টাকোপাধিকরণে ৫—৭ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্ঞান বার্তিককার অত্রত্য তত্ত্ববার্তিকমধ্যে বলিয়াছেন—

“দুর্বলত্ব প্রমাণত্ব বলবান্নাশ্রয়ো যদা।

তদাপি বিপরীতত্ব শিষ্টাকোপে যথোদিতম্।”

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৭১

অর্থাৎ ‘দুর্বল প্রমাণ যখন বলবৎ প্রমাণের আশ্রয় পায়, তখন এই ঋতিলিঙ্গাদিমুক্তোক্ত বাধ্যবাধকতাব বিপরীত হইয়া যায় অর্থাৎ পূর্বের দ্বারা পরটির বাধ না হইয়া পরবর্তীটির দ্বারা পূর্ববর্তীটিরই বাধ হইয়া থাকে ; ইহার উদাহরণ “শিষ্টাকোপে” ইত্যাদি ক্ষুদ্র- (মীঃ দঃ ১৩।৫ শ্লঃ) সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে স্বভাবতঃ কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু প্রমেয়গত বিরোধ লইয়াই তাহাদের পরস্পর বিরোধ হইয়া থাকে। কেবল মাত্র শাস্ত্রেই যে এইরূপ নিয়ম তাহা নহে, পরন্তু লোকব্যবহারেও দেখা যায়, একটি বলহীন ক্ষুদ্র নগণ্য লোক অনেক বলবান বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পর্যুদাস্ত করিয়া থাকে যদি সে বড় লোকের আশ্রিত হয়। এই জন্ত বার্তিককার এখানে বলিয়াছেন—

“অত্যন্তবলবন্তোহপি পৌরজানপদা জনাঃ।

দুর্বলৈরপি বাধ্যস্তে পুরুষৈঃ পার্থিবশ্রিতৈঃ।”

অর্থাৎ ‘অতিবলশালী পুরবাসী এবং জনপদনিবাসী ব্যক্তিগণও রাজাশ্রিত দুর্বল লোক কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া থাকে।’ অতএব বিবেচনাপূর্বক ঋতিলিঙ্গাদির বলাবল অবধারণ করিতে হইবে। ইতি ৭ম বলাবলাধিকরণ।

অহীনো বা প্রকরণাদ্ গোণঃ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্গুস্বার্থ। “অহীনঃ”—ঋতুক্ত ‘অহীন’ এই শব্দটি, “বা”—নিশ্চয়ার্থে, “গোণঃ”—গোণার্থক অর্থাৎ গোণ অর্থে জ্যোতিষ্টোমবোধক, “প্রকরণাৎ”—যেহেতু জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণে ইহা উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে ঋতি-লিঙ্গাদির বলাবল বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে কোথায় কাহার বিরোধ আছে না আছে, তাহাই আলোচিত হইবে। তদ্বশ্যে এই অধিকরণ হইতে এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ পর্য্যন্ত অধিকরণসমূহে ঋতি, লিঙ্গ এবং বাক্যের সহিত প্রকরণের বিরোধ ও অবিরোধ বিচারিত হইবে।

জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঋতি বলিতেছেন—“তিন্দ্র এব সাহস্রোপসদো দ্বাদশাহীনস্ত” (তৈঃ সং—৬।২।৫) অর্থাৎ ‘সাহ নামক ষাগে তিনটি উপসং (হোমবিশেষ), আর অহীন নামক ষাগে দ্বাদশটি উপসং’। ‘সাহ’ অর্থ জ্যোতিষ্টোম, কেন না, তাহা এক দিনে নিষ্পাদিত হয়। আর ‘দীক্ষা’ দিবসের

পরে 'সোমভিষব' দিবসের পূর্বে যে হোম করিতে হয় তাহার নাম 'উপসং' । এ স্থলে এই যে তিনটি 'উপসং' এবং দ্বাদশটি 'উপসং' বিহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথমটি জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ, ইহা নিঃসন্দেহ ; কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ঐ যে দ্বাদশোপসত্তা উহা কি জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ অথবা অহীনের অঙ্গ ইহাই সংশয় । ইহার জন্য ইহাও বিচার্য যে, এই 'অহীন' কি জ্যোতিষ্টোম হইতে পৃথক্ অথবা জ্যোতিষ্টোমই কথঞ্চিৎ অহীন শব্দের বাচ্য ।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অহীনো বা গোণঃ"—অহীন শব্দটি গোণ অর্থে জ্যোতিষ্টোমবোধক । কারণ, "প্রকরণাৎ"—ইহা জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে । যদি ইহাকে স্বতন্ত্র বাগ বলা হয়, তাহা হইলে প্রকরণ বাধিত হইয়া পড়ে । আর 'বাহাতে কোন কিছু হীন (খলিত) হয় না তাহা অহীন' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অহীন' শব্দটি গোণার্থে জ্যোতিষ্টোমের বোধক । আর জ্যোতিষ্টোম সমস্ত সোমবাগের প্রকৃতি বলিয়া তাহাতে সোমবাগে কর্তব্য সকল অঙ্গেরই উপদেশ আছে বলিয়া তাহা কোন কিছু দ্বারা হীন (খলিত) হয় না । পক্ষান্তরে বিকৃতিভূত কণ্ঠে সমস্ত অঙ্গ—ইতিকর্তব্যতাди উপদেশবিধির দ্বারা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, কারণ, তথায় কতকগুলি উপদেশ এবং কতক অতিদেশ দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে অহীন বলা যায় না । সুতরাং 'অহীন' শব্দটি জ্যোতিষ্টোমের বোধক অর্থাৎ অহীন এবং জ্যোতিষ্টোম অভিন্ন । আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অহীন বাগে যে দ্বাদশোপসত্তা বিহিত হইয়াছে, তাহা জ্যোতিষ্টোমেরই অঙ্গ হয় । অথচ প্রথমেই জ্যোতিষ্টোমে তিনটি 'উপসং' বিহিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব ইহাদের বিকল্প হইবে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমে 'উপসং' তিনটিও হইতে পারে এবং বারটিও হইতে পারে । ইতি পূর্বপক্ষ ।

অসংযোগাত্ম মুখ্যস্ত তস্মাদপক্কম্যেত ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ । "মুখ্যস্ত অসংযোগাৎ"—মুখ্য অর্থাৎ রূঢ় অর্থের অসংযোগ অর্থাৎ বাধ হয় বলিয়া, "তু"—পূর্বপক্ষনিবারণক, "তস্মাৎ অপক্কম্যেত"—তাহা হইতে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণ হইতে অপকর্ষ (বিচ্ছিন্ন) করিতে হইবে অর্থাৎ দ্বাদশোপসত্তাকে অন্তর্ভুক্ত বিহিত করিতে হইবে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পে দ্বাদশোপসত্তা বিহিত হইবে, তাহা হইবে না; কিন্তু “তন্মাৎ অপকুশ্যেত”—উহাকে ঐ জ্যোতিষ্টোম প্রকরণ হইতে অন্তর্ভুক্ত করাইয়া লইয়া বাইতে হইবে অর্থাৎ অহীন নামক স্বতন্ত্র বাগে উহা বিহিত হইবে। কারণ, “মুখ্যন্ত অসংযোগাৎ”—‘অহীন’কে জ্যোতিষ্টোম বলিলে মুখ্য অর্থের অসংযোগ অর্থাৎ বাধ হয়; যেহেতু অহীন শব্দটি ‘অহর্গণ’ নামক বাগে রুঢ়। সোমবাগের আবৃত্তি করিয়া যে দ্বিরাত্র, ত্রিরাত্র প্রভৃতি দ্বাদশাহ পর্য্যন্ত বাগ করা হয়, তাহাকে ‘অহর্গণ’ বলে; উহাই ‘অহীন’ শব্দের রুঢ়িসিদ্ধ অর্থ। কিন্তু অহীনকে জ্যোতিষ্টোম বলিলে—জ্যোতিষ্টোম একাহসাধ্য সোমবাগ বলিয়া উহার রুঢ়িসিদ্ধ অর্থের বিনা কারণে বাধ হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। যেহেতু; মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে গোণ অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। সুতরাং নঞ-সমাস করিয়া ইহাকে জ্যোতিষ্টোমবোধক বলা উচিত নহে। আরও ইহাকে নঞ-সমাস নিষ্পন্ন করিয়া জ্যোতিষ্টোমবাচক বলিলে ব্যাকরণসিদ্ধ স্বরনিয়মেরও গোলযোগ হয়; যেহেতু, তাহাতে ইহা ‘আত্মোদান্ত’ হইয়া পড়ে। কিন্তু ‘অহীন’ শব্দটি ‘মধ্যোদান্ত’। অতএব অহীন শব্দটি বখন অহর্গণের বাচক তখন “অহীনন্ত” এ স্থলে যে বগী বিভক্তি ঙ্গতি, তাহার দ্বারাই দ্বাদশোপসত্তা যে অহীনের অঙ্গ তাহা বোধিত হইবে। কিন্তু ইহা প্রকরণবলে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ হইবে না, যেহেতু প্রকরণ অপেক্ষা ঙ্গতি প্রবল। ইতি ৮ম অহীনাধিকরণ।

দ্বিত্ববহুত্বযুক্তং বা চোদনান্তস্ত ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দ্বিত্ববহুত্বযুক্তম্”—দ্বিত্ব এবং বহুত্বযুক্ত (‘প্রতিপৎ’ দুইটি বিকৃতিবাগে উৎকর্ষ করিতে হইবে), “বা”—পক্ষগরিবর্তনসূচক, “তস্ত অচোদনাৎ”—যেহেতু, তাহা অর্থাৎ দ্বিত্ব এবং বহুত্ব প্রকৃতিভূত কর্ণে চোদিত (বিধিবোধিত) হয় নাই। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঙ্গতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “যুবং হি স্থঃ স্বর্গতী ইতি দ্বয়োবজমানয়োঃ প্রতিপদং কুর্ধ্যাৎ। এতে অশ্বগ্রামিন্দবঃ ইতি বহুভ্যো বজ্ঞমানেভ্যঃ” অর্থাৎ “যুবং হি স্থঃ স্বর্গতী” এই বলিয়া দুই জন বজ্ঞমানেক ‘প্রতিপৎ’ করিবে আর “এতে অশ্বগ্রামিন্দবঃ” এই বলিয়া বহু বজ্ঞমানেক

‘প্রতিপৎ’ করিবে—এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। স্তোত্রের প্রারম্ভে যে ঋক্ পাঠ কর! হয়, তাহার নাম ‘প্রতিপৎ’। এস্থলে এই দুইটি বিধিবাক্যে যে ‘প্রতিপৎ’ পাঠ বিহিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকরণানুসারে জ্যোতিষ্টোমে বিহিত হইবে, অথবা ঋতি অনুসারে যথাক্রমে দুই এবং বহু যজমানবিশিষ্ট ‘কুলায়’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যাগে অনুষ্ঠিত হইবে ইহাই সংশয়। এই প্রকার সন্দেহ হইলে সিদ্ধান্তীর মত উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে “দ্বিত্ববহুত্বযুক্তম্”—যথাক্রমে দ্বিত্ব এবং বহুত্বযুক্ত ‘প্রতিপৎ’ দুইটিকে প্রকরণ হইতে অপকর্ষ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহা জ্যোতিষ্টোমে বিনিযুক্ত হইবে না। এস্থলে পূর্বসূত্রের “তস্মাৎ অপকৃষ্যেত” এই অংশটির অনুবঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উহাদের যে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, তাহার কারণ বলিতেছেন—“অচোদনাৎ তত্”—যে হেতু, তাহা অর্থাৎ যজমানের দ্বিত্ব এবং বহুত্ব প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে বিহিত হয় নাই; কারণ, জ্যোতিষ্টোমে এক জন যজমান। পক্ষান্তরে “এতেন রাজপুরোহিতো সাযুজ্যকামো যজ্ঞেয়াতাম্” এই ঋতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, ‘কুলায় নামক’ যজ্ঞে দুই জন যজমান। এইরূপ “একো দ্বৌ বহবো বা অহীনৈর্ধ্বজেরনু” ইত্যাদি বিধি হইতে জানা যায় যে, অহীনা দিতে এবং সত্রে বহু যজমান। অতএব ইহা তাহারই অঙ্গ হইবে।

পক্ষ্ণার্থকৃতস্ত্রুতি চেৎ ॥ ১৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “পক্ষ্ণ”—অসামর্থ্যাহেতু, “অর্থকৃতত্ব”—যজমানের দ্বিত্ব অর্থকৃত অর্থাৎ আর্থিক ভাবে (অর্থাপত্তিবলে) সম্ভব হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদী বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষ্টোমে যজমান এক জন মাত্র বলিয়া তাহাতে ‘প্রতিপৎ’ বিহিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—“পক্ষ্ণে অর্থকৃতত্ব”—যে স্থলে এক জন যজমান জ্যোতিষ্টোম করিতে অসমর্থ হইবে, তথায় দুই জন বা বহু জনে মিলিয়া জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিবে; কারণ, জ্যোতিষ্টোম নিত্য কর্ষ বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। আর একই জ্যোতিষ্টোম দুই বা বহু যজমানকর্তৃক

মিলিত হইয়া অল্পাধিক হইলে তাহাতে বহুমানের দ্বিত্ব অথবা বহুত্ব থাকিতেছে বলিয়া 'প্রতিপৎ' বিহিত হইবার কোন বাধা নাই। ইতি আশঙ্কা।

ন প্রকৃতেরেকসংযোগাৎ ॥ ১৯ ॥ (আঃ পঃ)

অস্বক্সার্থ। “ন”—না, তাহা হইবে না, “প্রকৃতে: এক-সংযোগাৎ”—যেহেতু প্রকৃতির অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের একসংযোগ অর্থাৎ একটি কর্তার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। আশঙ্কা পরিহার।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ন”—উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ—“প্রকৃতে: একসংযোগাৎ”—জ্যোতিষ্টোম প্রকৃতিভূত বাগ। তাহাতে সকল ধর্মই প্রত্যক্ষ বেদবচনের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার কোনও ধর্মই অতিদ্রষ্ট—অতিদেশ বিধির দ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাতে যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অন্তথা করা যায় না। এস্থলে “বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজ্ঞেত” এই বিধিবাক্যে “যজ্ঞেত” এই পদটি রহিয়াছে ইহার উত্তর বিহিত আখ্যাতের (‘ঈত’ প্রত্যয়ের) যে একত্ব, তাহা ‘একপদশ্রুতি’ * অনুসারে বাগের অঙ্গ হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে

* যে শব্দ অঙ্গত্ব বোধ করিবার জন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহার নাম শ্রুতি। এই শ্রুতি বিধাত্রী, অভিধাত্রী এবং বিনিয়োগত্রী ভেদে তিন প্রকার। লিঙ, লেট, তব্য প্রভৃতিকে বিধাত্রী শ্রুতি বলা হয়। পদের যে প্রকৃতাংশ তাহাকে অভিধাত্রী শ্রুতি বলে; যেমন “ত্রীহিভিঃ”, “একঃ”, “দ্বৌ” ইত্যাদি স্থলের ত্রীহি, এক, দ্বি প্রভৃতি প্রকৃতাংশগুলির দ্বারা অঙ্গত্ব বোধ হয়। আর যে শব্দের শ্রবণমাত্রেই বিনিয়োগ্য—বিনিয়োগ্যকর্তারূপ সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তাহাকে বিনিয়োগত্রী শ্রুতি বলে। বিনিয়োগত্রী শ্রুতি আবার বিভক্তিরূপ, একাভিধানরূপ বা সমানাভিধানরূপ এবং একপদরূপ বা সমানপদরূপ। এই তিন প্রকার। যেমন “ত্রীহিভিঃ” এই বাক্যে “ত্রীহিভিঃ” এই পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, ইহা বিভক্তিরূপ শ্রুতির একটি উদাহরণ। এ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা ত্রীহি সকলের সাধারণতা প্রতীত হয়। এই রকম দ্বিতীয়া, সপ্তমী বিভক্তিও ইহার উদাহরণ। “পশুনা যজ্ঞেত” এই বাক্যে “পশুনা” বলিলে পশুগত যে একত্ব এবং পুংলিঙ্গ, বাহা সঙ্গ্রে সঙ্গেই বিভক্তিপ্রভাবে বোধিত হয়, তাহার পশুগত একত্ব এবং পুংলিঙ্গ যে বাগের অঙ্গ তাহা বোধিত হয়; ইহাকে একাভিধানরূপ বা সমানাভিধানরূপ শ্রুতি বলে। এইরূপ

‘আক্ষেপলভ্য’ যে কর্ত্তা, উহা তাহার বিশেষণ হয়। ফলে ‘যজ্ঞেত’ ইহার অর্থ ‘একপুরুষকর্ত্তক’ (এক জন পুরুষ বাহার কর্ত্তা তাদৃশ) যে বাগ তদ্বারা ইষ্ট (অভিলষিত স্বর্গাদি) ভাবিত (উৎপাদিত) করিবে। সুতরাং এতাদৃশ প্রকৃতিভূত বাগের স্থলে অসামর্থ্যবশতঃ একাধিক কর্ত্তা যে কল্পিত হইবে, তাহা হইতে পারিবে না। তবে বিকৃতিস্থলে—যেখানে অতিদেশ বিধির দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়, তথায় সামর্থ্য্যভাবে হেতু অর্থাপত্তিবলে অন্তপ্রকার ধর্ম্ম কল্পিত হইলেও হইতে পারে, কারণ, তাহা প্রত্যক্ষবচন বিহিত নহে। সুতরাং একপদ ঋতিরূপ প্রত্যক্ষঋতির দ্বারা জ্যোতিষ্টোমের কর্ত্তার একত্ব বোধিত হয় বলিয়া আনুমানিক ঋতি অনুসারে তথায় কর্ত্তার দ্বিৎ বা বহুৎ বোধিত হইতে পারে না, যেহেতু আনুমানিক ঋতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ঋতিই প্রবল। অতএব এস্থলে দ্বি এবং বহুশব্দ রূপ অভিধাত্রী ঋতির দ্বারাই প্রকরণের বাধ হয় বলিয়া ‘প্রতিপৎ’ উৎকর্ষ করিয়া কুলায়াদি যজ্ঞে অনুল্লিখিত হইবে। ইতি ৯ম নৈমিত্তিক প্রতিপদ্বয়ের উৎকর্ষাধিকরণ।

জাঘনী চৈকদেশত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “জাঘনী চ”—জাঘনী-বিষয়ক বিধিরও (পশুবাগে অপকর্ষ হইবে), “একদেশত্বাৎ”—যে হেতু তাহা পশুর একদেশ।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণ্যাস প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “জাঘন্তা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি” অর্থাৎ “জাঘনীর দ্বারা দেবপত্নীগণের উদ্দেশে বাগ করিবে”। জাঘনী অর্থে পশুর পুচ্ছ। এই যে ‘জাঘনী’ বিধি, ইহা কি দর্শপূর্ণ্যাসেই থাকিবে অথবা পশুবাগে ইহার উৎকর্ষ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। এইরূপ সংশয় হইবার কারণ এই যে, যদি জাঘনীর উদ্দেশে অর্থাৎ জাঘনীর সংস্কারের জন্য ‘পত্নীসংযাজ’ নামক বাগ বিহিত হয়, তাহা হইলে

“যজ্ঞেত” বলিলে ঐতপ্রত্যয়-বাচ্য ভাবনার যে একত্ব আধ্যাতগত একবচনের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে বোধিত হয়, তাহাও সমানাভিধান ঋতির দৃষ্টান্ত। এই কারণে “যজ্ঞেত” বলিলে এককৃতিসাধ্য বাগকেই বুঝাইবে। এইরূপ “যজ্ঞেত” পদের আধ্যাতগত একত্বের দ্বারা শব্দশক্তিবলে যে কর্ত্তারও একত্ব প্রতীত হয়, বাহার লক্ষ্য যজ্ঞেত পদের অর্থ হয় এককর্ত্তৃকবাগ, তাহা সমানপদরূপা ঋতির বা একপদরূপা ঋতির উদাহরণ।

বাক্যানুরোধে পশুবাগে ইহার উৎকর্ষ করিতে হয়। আর যদি ‘পত্নীসংবাজ’ নামক বাগের উদ্দেশে ‘জাঘনী’রূপ দ্রব্য বিহিত হয়, তাহা হইলে উৎকর্ষ করিতে হইবে না।

ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, “জাঘনী চ”—পশুবাগে জাঘনীর উৎকর্ষ করিতে হইবে। কারণ, “একদেশত্বাৎ”—জাঘনী পশুর পুচ্ছ হওয়ার পশুর একদেশ (অংশ) হইতেছে। আর একদেশী অর্থাৎ অংশী (অবয়বী) না থাকিলে একদেশ-রূপ অবয়বের সত্তা সম্ভব হয় না। আর পশুই জাঘনীর একদেশী অর্থাৎ অবয়বী। কিন্তু দর্শপূর্ণমাসে পশু নাই। অতএব দর্শপূর্ণমাসে জাঘনীর স্থান হইতে পারে না বলিয়া পশুবাগে তাহার উৎকর্ষ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

চোদনা বাহপূর্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনা”—জাঘনী বাক্য চোদনা অর্থাৎ অপূর্ব কণ্ঠের বিধি, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “অপূর্বত্বাৎ”—যে হেতু ইহা (জাঘনী) পূর্বে প্রাপ্ত ছিল না। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “চোদনা বা”—ইহা অপূর্বকণ্ঠের বিধি—‘জাঘনী’রূপ দ্রব্যই ‘পত্নীসংবাজ’ নামক বাগে বিহিত হইবে। কারণ, “অপূর্বত্বাৎ”—পূর্বে পত্নীসংবাজের গুণরূপে জাঘনী নামক দ্রব্যের প্রাপ্তি ছিল না, কিন্তু এই বচনের দ্বারা ই তাহার বিধান করা হইয়াছে।

একদেশ ইতি চেৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “একদেশঃ”—জাঘনী পশুর একদেশ অর্থাৎ অবয়ব (বলিয়া পশুহীন দর্শপূর্ণমাসে তাহার প্রবৃতি হইতে পারে না), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপনের ছলে প্রাপ্ত পূর্বপক্ষের হেতু স্মরণ করাইয়া দিতেছেন “একদেশঃ”—‘জাঘনী’ পশুর একদেশ অর্থাৎ

অবয়ব। আর দর্শপূর্ণমাস বাগে পণ্ড নাই। স্তুতরাং তাহাতে কিরূপে জাঘনীর প্রবৃতি হইবে ?

ন প্রকৃতেঃশাস্ত্রনিষ্পত্তেঃ ॥ ২৩ ॥ (আঃ পঃ)

অঙ্করার্থ। “ন”—না, ঐ প্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে, “প্রকৃতেঃ শাস্ত্রনিষ্পত্তেঃ”—যে হেতু প্রকৃতিতে অর্থাৎ প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস বাগ সম্বন্ধীয় পত্নীসংযাজে অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ অসংস্কৃত পণ্ডর অবয়ব দিয়াও কৰ্ম নিষ্পত্তি করা চলে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস বাগে পণ্ড না থাকিলেও শৌনকাদির নিকট হইতে পণ্ডর পুছ ক্রয়াদির দ্বারা সংগ্রহ করা যায়। আর তাহার দ্বারাও কৰ্ম সমাধা হইতে পারে। পুছ বিহিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডও যে তথায় আবশ্যক, এমত নহে। তবে অত্ৰ যে সমস্ত স্থলে পণ্ডর সংস্কারাদি বিহিত হইয়াছে, তথায় ক্রয় করিয়া কৰ্ম সম্পাদন করা যায় না; কারণ, তথায় জীবন্ত পণ্ডর সংস্কার পূর্বক সংজ্ঞাপন (বিশেষ প্রকারে বধ করা) বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মাংসবিক্রয়ীর দোকান হইতে পণ্ডর অবয়ব কিনিয়া আনিয়া হোম করিলে তাহা চলে না। এই কারণে তথায় জীবন্ত পণ্ডই আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে পত্নীসংযাজে যখন তাহার বিধান নাই, তখন পণ্ডপুছ হট হইতে ক্রয় করিয়া তদ্বারা কৰ্ম সম্পাদিত হইলেও শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হইবে। ইহাই সূত্রের “প্রকৃতেঃ শাস্ত্রনিষ্পত্তেঃ” এই অংশে সূচিত হইয়াছে। আর পণ্ডর উদ্দেশ্যে যে পত্নীসংযাজ সংস্কার বিহিত হইবে, তাহা বলা চলে না, যেহেতু এস্থলে “জাঘন্যা” এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া উহা সংস্কার্যতা বুঝাইতেছে না, কিন্তু সাধনতাই বুঝাইতেছে। ইতি ১০ম জাঘন্যধিকরণ (জাঘনী—অধিকরণ)।

সন্তদর্শনং প্রকৃতৌ ক্রয়ণবদনর্থলোপাৎ শ্রাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অঙ্করার্থ। “সন্তদর্শনং প্রকৃতৌ”—সন্তদর্শন কৰ্ম প্রকৃতিগামীই হইবে, “ক্রয়ণবৎ শ্রাৎ”—ক্রয়ের (সোমক্রয়ের) দ্বারা বিকল্প হইতে পারে বলিয়া, “অনর্থলোপাৎ”—অর্থলোপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“দীর্ঘসোমে সংতৃতাচ্ছতৈঃ” অর্থাৎ “বৃত্তির জন্তু দীর্ঘসোমে সম্ভর্দন করিবে”। সোমবাগবিশেষের নাম দীর্ঘসোম। সেই দীর্ঘসোমে সোমাভিববেকু আধারস্বরূপ যে দুইটি অভিববণফলক থাকে, তাহাদের সম্ভর্দন করিতে হইবে। ইহাই ঋতিবাক্যটির অর্থ। পাছে ঐ পাত্র দুইটির পরস্পর বিপ্লব (বিচ্ছেদ) হয়, এই জন্তু উহাদের যে দৃঢ়সংলগ্ন করা হয়, তাহার নাম সম্ভর্দন। এই যে ‘সম্ভর্দন’ বিহিত হইয়াছে, ইহা জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে বিহিত হইয়াছে বলিয়া কি জ্যোতিষ্টোমে অন্তর্ভুক্ত অথবা জ্যোতিষ্টোম প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যে সোমবাগ তাহাতেই কর্তব্য, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “সম্ভর্দনং প্রকৃতৌ”—এই যে সম্ভর্দন, ইহার উৎকর্ষ হইবে না, কিন্তু ইহা সোমবাগের প্রকৃতিভূত যে জ্যোতিষ্টোম, তাহাতেই করণীয়। কারণ, “অনর্থলোপাৎ”—ইহাতে কোন প্রকার অর্থের লোপ অর্থাৎ বাধ হয় না; অধিকন্তু প্রকরণের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। যদি বলা হয়, প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে অসম্ভর্দনও (সম্ভর্দন অর্থাৎ উক্ত ফলক দ্বয়ের দৃঢ়সংলগ্ন না করাও) উক্ত হইয়াছে। স্মরণ্য একই বস্ত্রে কিরূপে সম্ভর্দন ও অসম্ভর্দন উভয়ের অনুষ্ঠান হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, “ক্রয়ণং শ্রাৎ”—যেমন সোমক্রয়ে “হিরণ্যেন ক্রীণাতি”, “গবো ক্রীণাতি” ইত্যাদি বচন থাকায় হিরণ্য অথবা গো প্রভৃতি ক্রয়সাধনের বিকল্প হয়, এতদ্বলেও সেইরূপ সম্ভর্দন এবং অসম্ভর্দনের বিকল্প হইবে—ইচ্ছানুসারে সম্ভর্দন করিলেও চলিবে, না করিলেও চলিবে। অতএব সম্ভর্দনের উৎকর্ষ নাই; কিন্তু তাহা প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমেই অন্তর্ভুক্ত। ইতি পূর্বপক্ষ।

উৎকর্ষো বা গ্রহণাদ্ বিশেষশ্চ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উৎকর্ষঃ”—সম্ভর্দনের উৎকর্ষ করিতে হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিবারণক “বিশেষশ্চ গ্রহণাৎ”—যে হেতু (‘দীর্ঘ’ এই শব্দ থাকায়) বিশেষ গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ উহার বিশেষত্ব বোধিত হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “উৎকর্ষো বা”—সম্ভর্দনের উৎকর্ষ করিতে হইবে অর্থাৎ উহা প্রকৃতিভূত

৪৮০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

জ্যোতিষ্টোমে অমুষ্ঠেয় হইবে না। কারণ, “বিশেষশ্চ গ্রহণাৎ”—ঋতিমধ্যে “দীর্ঘসোমে সমুত্থাৎ” এই বচনে ‘দীর্ঘ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় জ্যোতিষ্টোম অপেক্ষা পার্থক্য অভিহিত হইয়াছে। যে হেতু জ্যোতিষ্টোম দীর্ঘসোম নহে—দীর্ঘকালব্যাপী সোমযাগ নহে, কিন্তু ‘উক্থা’ প্রভৃতি বিকৃতিমধ্যে গ্রহের আধিক্য আছে বলিয়া এবং ‘দ্বিরাত্র’ প্রভৃতি বাগে সোমযাগের আবৃত্তি করিতে হয় বলিয়া জ্যোতিষ্টোম অপেক্ষা ‘উক্থা’ বা ‘দ্বিরাত্র’ কিংবা ‘সত্র’ প্রভৃতিই দীর্ঘসোম। যে হেতু ইহা সম্পাদন করিতে দীর্ঘকাল যায়। আর ইহা বাক্যবিনিয়োগ বলিয়া বাক্যের দ্বারা প্রকরণের বাধাই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

কর্তৃত্বো বা বিশেষশ্চ তন্নিমিত্ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “কর্তৃত্বঃ”—কর্তা অনুসারে (সোমের দীর্ঘত্ব হইবে)

“বা”—পক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, “বিশেষশ্চ তন্নিমিত্ত্বাৎ”—যে হেতু বিশেষ তন্নিমিত্ত্ব অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সম্বন্ধনের নিমিত্ত। আশঙ্কা।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্টোম দীর্ঘসোম নহে বলিয়া ‘দীর্ঘ’ এই বিশেষণটি অনুপপন্ন হয় বলিয়া সম্বন্ধন জ্যোতিষ্টোমে অমুষ্ঠেয় নহে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ হইবে। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—“কর্তৃত্বো বা”—কর্তার দীর্ঘতা অনুসারে সোমের দীর্ঘত্ব হইতে পারে। যে স্থলে কর্তা—যজমান দীর্ঘ, সে স্থলে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত যে সোম, তাহা ‘দীর্ঘের সোম’ এই প্রকার অর্থে বস্তু সমাসে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহা ‘দীর্ঘসোম’ এই নামে অভিহিত হইতে পারে। আর জ্যোতিষ্টোমের যজমান দীর্ঘও হইতে পারে বলিয়া তাদৃশ দীর্ঘযজমান কর্তৃক যখন জ্যোতিষ্টোম নামক সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইবে, তখন তাহাতে সম্বন্ধন করিতে হইবে; যে হেতু, “বিশেষশ্চ তন্নিমিত্ত্বাৎ”—যজমানের এই যে দীর্ঘত্বরূপ বিশেষ, ইহাই তাহার অর্থাৎ সম্বন্ধনের নিমিত্ত। ইতি আশঙ্কা।

কৃত্বতো বাহর্থবাদানুপপত্তেঃ স্মাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “কৃত্বতঃ স্মাৎ”—কৃত্বর দীর্ঘতা অনুসারে (সোমের দীর্ঘতা) হইবে, “বা”—আশঙ্কানিবারক, “অর্থবাদানুপপত্তেঃ”—যে হেতু,

৩য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৪৮১

তাহা না হইলে অর্থবাদের অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়।
(আশঙ্কা নিরাস)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্তী তাহার নিরাস করিয়া বলিতেছেন, “ক্রতুতো বা শ্রাৎ”—সোমের দীর্ঘত্ব রূপ এই যে বিশেষ ইহা বজ্রমান অনুসারে নহে, কিন্তু বজ্রসমুদায়রূপ ক্রতু অনুসারেই হইবে। কারণ, “অর্থবাদানুপপত্তেঃ”—তাহা না হইলে বিধির সহিত যে অর্থবাদ পঠিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়। “দীর্ঘসোমে সন্তুদ্যাৎ শ্রুতৌ” এই বিধিবাক্যে “শ্রুতৌ” এই অংশটি অর্থবাদ। ইহাতে বলা হইয়াছে, “শ্রুতির জ্ঞাত দীর্ঘসোমে সন্তুদর্শন করিবে।” ইহার উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘকালব্যাপী যে সোমবাগ, তাহাতে বহুবার সোমলতা কণ্ডন করিতে হয় বলিয়া অধিবণফলক দুইটি বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে ঐ দুইটিকে উপরে উপরে রাখিয়া কীলক (গোঁজ) দিয়া দৃঢ়সংলিষ্ট করিয়া দিলে (আঁটিয়া দিলে) আর দুইটিরই বিদীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বজ্রমানের দীর্ঘতা অনুসারে যদি জ্যোতিষ্টোমেও সন্তুদর্শন বিহিত হয়, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোম (অগ্নিষ্টোম) একাহসাধ্য সোমবাগ বলিয়া তাহাতে মাত্র তিনবার সোমলতা কণ্ডন করিয়া রস বাহির করিতে হয়। কিন্তু এই অল্পমাত্র (তিনবার মাত্র) কণ্ডনে যে দুইটি ফলকই বিদীর্ণ হয় তাহা মহে। এই কারণে এ পক্ষে “শ্রুতৌ” এই বিধিসমভিব্যাহৃত অর্থবাদটি লাগে না। এই জ্ঞাত বজ্রমানের দীর্ঘত্ব অনুসারে যে সোমের দীর্ঘত্ব হইবে, তাহা বলা চলে না। আরও এ পক্ষে বগ্নী-সমাস করিতে হয়। কিন্তু ‘দীর্ঘকালব্যাপী সোম দীর্ঘসোম’ এই অর্থটি কর্ত্ত্বধারয় সমাসনিষ্পন্ন। আর বগ্নীতৎপুরুষ ও কর্ত্ত্বধারয় সমাসের মধ্যে কর্ত্ত্বধারয় সমাসই প্রবল। ইহা অগ্রে ‘নিবাদস্থপতি’—অধিকরণে (৬২।১৩শ অধিকরণ ৫১ শ্লোকে) বর্ণিত হইবে। অতএব সন্তুদর্শন জ্যোতিষ্টোমে কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যে সোমবাগ, তাহাতে উহার উৎকর্ষ করিয়াই উহার অনুষ্ঠান করণীয়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

সংস্থাস্ত কৰ্ত্ত্ববদ্ধাৱণার্থাবিশেষাৎ ॥ ২৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “সংস্থাঃ চ”—সংস্থা অর্থাৎ সোমের অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সংস্থাও (সন্তুদর্শনের আশ্রয় নহে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি

সংস্থায়ও সম্ভদান হইবে না), “কর্তৃব্যং ধারণাবিশেষাৎ”—যেহেতু, তাহা কর্তার (যজ্ঞমানের) দীর্ঘত্বের দ্বারা ধারণে (ধৃতিতে) অবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহারই দ্বারা অপ্রয়োজক । (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমে সম্ভদন অল্পত্বের নহে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপর পুনরায় আশঙ্কারূপে পূর্বপক্ষ করিয়া বলা হইতেছে “সংস্থা: চ”—প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমের বিকৃতিস্বরূপ উক্থ্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত সংস্থা আছে, সেইগুলিতেও সম্ভদন হইবে না । কারণ, “কর্তৃব্যং ধারণার্থী-বিশেষাৎ”—‘দীর্ঘসোম’ এ স্থলে দীর্ঘত্বকে কর্তার বিশেষণ বলিলে “সম্ভদ্যং দীর্ঘসোমে ধৃত্যে” এই বিধিবাক্যসমভিব্যাহৃত ‘ধৃত্যে’ এই অর্থবাদটি সঙ্গত হয় না বলিয়া যেমন অগ্নিষ্টোমে সম্ভদন কর্তৃ অল্পত্বের নহে, সেইরূপ প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি স্বরূপ ‘উক্থ্য’ প্রভৃতি যে সমস্ত সংস্থা আছে, তাহাতে সোমের আধিক্য নাই বলিয়া তাহাতেও ‘ধৃত্যে’ এই অর্থবাদটি সঙ্গত হয় না । সরলার্থ এই যে, সিদ্ধান্তীয় মতে কেবলমাত্র অগ্নিষ্টোমেই সম্ভদন হইবে না, কিন্তু অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি যে ‘উক্থ্য’ প্রভৃতি সংস্থা, তাহাতেও সম্ভদন হইতে পারিবে, এবং ‘দ্বিরাত্র’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ আবৃত্ত সোমবাগেও সম্ভদন হইবে । আর পূর্বপক্ষবাদী বলিতে চাহেন যে, ‘দ্বিরাত্র’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যে আবৃত্ত সোমবাগ, কেবলমাত্র তাহাতেই সম্ভদন হইবে, কিন্তু অগ্নিষ্টোমের ‘উক্থ্য’ প্রভৃতি সংস্থায় সম্ভদন হইবে না । কারণ, যে কারণে অগ্নিষ্টোমে সম্ভদন হইতে পারিবে না, ‘উক্থ্য’ প্রভৃতি সংস্থাতেও ঠিক সেই কারণেই সম্ভদন সম্ভব নহে । আর বিধিবাক্যের “দীর্ঘসোম” এই বিশেষণটিই অগ্নিষ্টোমে সম্ভদনের বাধক ।

উক্থ্যাदिषु बाहर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥ ২৯ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “উক্থ্যাदिषু”—‘উক্থ্য’ প্রভৃতিতেও (সম্ভদনের উৎকর্ষ হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষনিবারক, “অর্থস্য বিद्यমানত্বাৎ”—যে হেতু তথায় অর্থ অর্থাৎ সম্ভদনের প্রয়োজন যে দৃঢ়সংশ্লেষ, তাহা আবশ্যক হওয়ায় তথায় প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে । (আশঙ্কা পরিহার)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—
 “উক্ত্যাদিবু বা”—উক্ত্য প্রভৃতি অগ্নিষ্টোম সংস্থায়ও সম্ভদ'ন কর্তব্য। কারণ,
 “অর্থন্ত বিত্তমানহাৎ”—তথায় দৃঢ় সংশ্লেষ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। যেহেতু
 অগ্নিষ্টোমে যে পরিমাণ সোমনির্ব্যাস আবশ্যক, ‘উক্ত্য’ প্রভৃতিতে তদপেক্ষা
 অধিক সোম আবশ্যক। কারণ, অগ্নিষ্টোমে যতবার সোম আহুতি দিতে হয়,
 উক্ত্য প্রভৃতি স্থলে তাহা অপেক্ষা বেশীবার আহুতি দিবার বিধি আছে।
 আর সোম না বাড়াইলে সেই বেশী আহুতি দেওয়া যায় না। আবার এহ
 অর্থাৎ যে পাত্রে সোমনির্ব্যাস গ্রহণ করিয়া আহুতি দেওয়া হয়, তাহা সোমে পূর্ণ
 না করিয়া অপূর্ণ অবস্থাতেই যে তদ্বারা আহুতি দেওয়া হইবে তাহাও সম্ভব
 নহে। এই সমস্ত কারণে ‘উক্ত্য’ প্রভৃতি সংস্থাতেও সম্ভদ'ন কর্তব্য, কেন
 না, তাহাতে অধিক সোম আবশ্যক বলিয়া বেশীবার সোম ছেঁচিবার ফলে
 ফলকটি বিদৌর্ণ হইয়া যাইতে পারে বলিয়া তাহার ধৃতি (ধারণ) দরকার হইয়া
 থাকে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

অবিশেষাৎ স্তুতির্ব্যর্থেন্টি চেৎ ॥ ৩০ ॥ (আঃ)

অক্ষব্রাহ্মণ। “অবিশেষাৎ”—(উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থায় সোমের
 পরিমাণের) বিশেষ নাই বলিয়া, “স্তুতিঃ ব্যর্থী”—এপক্ষে অর্থবাদটি ব্যর্থ
 হইয়া পড়ে, “ইতি চেৎ”—এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থাতেও সম্ভদ'ন কর্তব্য এই
 প্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি দেখাইয়া পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,
 “স্তুতিঃ ব্যর্থী”—উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থায় যদি সম্ভদ'ন কর্তব্য হয়, তাহা হইলে
 বিধিবাক্যসমভিব্যাহৃত “ধৃত্যে” এই অর্থবাদটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ,
 “অবিশেষাৎ”—প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমে যে পরিমাণ সোম গ্রহণ করা হয়, বিকৃতিভূত
 ‘উক্ত্য’ প্রভৃতি সংস্থাতেও সেই পরিমাণই সোম গ্রহণীয় হইয়া থাকে বলিয়া উভয়-
 স্থলে সোমের কোনও বিশেষ অর্থাৎ অন্ততা বা আধিক্য নাই। কারণ, প্রকৃতিভূত
 অগ্নিষ্টোমে দশমুষ্টি সোম গ্রহণের উপদেশ আছে, আর বিকৃতিভূত উক্ত্য
 প্রভৃতিতে তাহারই অতিদেশ হইয়া থাকে, কিন্তু অধিক পরিমাণ সোম লইবার
 কোনও বিধি নাই। সুতরাং সোমের আধিক্য না থাকায় স্তুতি বিফল।

শ্রাদানিত্যত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “শ্রাৎ”—হইবে অর্থাৎ সোমের বৃদ্ধি হইবে,
“অনিত্যত্বাৎ”—যে হেতু দশমুষ্টি পরিমাণ অনিত্য। (আশঙ্ক্য নিরাস)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “শ্রাৎ অনিত্যত্বাৎ”—বিকৃতিভূত উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থায় অতিদেশপ্রাপ্ত পরিমাণ অনিত্য বলিয়া অর্থাৎ নিয়ত নহে বলিয়া অর্থাৎ তৃতীয় সর্বনে সোমলতার যে অংশ ছেঁচা হয় তাহার পরিমাণ নিয়মবদ্ধ নহে—তাহা এত অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ এবং এই পরিমাণ স্থূল, এইরূপ নিয়ম নাই বলিয়া সোমের বৃদ্ধি হইবে; কারণ, তাহা না হইলে উক্ত্য প্রভৃতিতে যে অধিক আছতি দিতে হয়, তাহা প্রদেয় সোমের বৃদ্ধি (আধিক্য) না হইলে উপপন্ন হয় না। আর তাহা হইলে বিদারণ নিবারণ করিবার জন্য সম্ভবদর্শন আবশ্যক হয় বলিয়া “বৃত্তো” এই অর্থবাদটি এপক্ষে ব্যর্থ হয় না। কিন্তু উহা এস্থলে সঙ্গত নহে হইয়া থাকে। অতএব সম্ভবদর্শন “দ্বিরাত্র” প্রভৃতি আবৃত্ত সোমযোগে ত করিতে হইবেই, অধিকন্তু উহা “উক্ত্য” প্রভৃতি অগ্নিষ্টোমসংস্থাতেও অন্তর্ভুক্ত। ইতি ১১শ সম্ভবদর্শনাদিকরণ।

সংখ্যায়ুক্তং ক্রতোঃ প্রকরণাৎ শ্রাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “সংখ্যায়ুক্তং”—সংখ্যায়ুক্ত নিবেদন অর্থাৎ “ন প্রথমযজ্ঞে” এই যে নিবেদন তাহা, “ক্রতোঃ শ্রাৎ”—ক্রতুর অর্থাৎ সমগ্র জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে, “প্রকরণাৎ”—যে হেতু উহা জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণে পঠিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে প্রবর্গ্য নামক কর্ণের সম্বন্ধে ক্রতি বলিতেছেন “ন প্রথমযজ্ঞে প্রবর্গ্যত্বাৎ” অর্থাৎ “প্রথমযজ্ঞে প্রবর্গ্যকর্ষ *

* পাত্রবিশেষে স্থিত শাস্ত্রানুভাবে তপ্ত যুতে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে দুই নিক্ষেপ করিলে যে ড্রব্য হয়, তাহার শাস্ত্রীয় নাম বর্গ। সেই বর্গের দ্বারা যে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সোমযোপের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম প্রবর্গ্য কর্ণ।

করিবে না, কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়তে প্রবর্ত্য কর্য করিবে”—এস্থলের যে নিষেধ, ইহা কি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বতগুলি প্রয়োগ আছে সবগুলিতেই প্রয়োজ্য, অথবা ইহা জ্যোতিষ্টোমের প্রথম প্রয়োগেই প্রয়োজনীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সখ্যায়ুক্তং ক্রতোঃ শ্রাৎ”—এই যে “ন প্রথমযজ্ঞে প্রবৃত্ত্যাৎ” এইপ্রকার সংখ্যায়ুক্ত নিষেধ, ইহা সমগ্র জ্যোতিষ্টোমেই অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের সকল প্রয়োগেই প্রয়োজ্য। কারণ, “প্রকরণাৎ”—ইহা জ্যোতিষ্টোম প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে। আর “এব বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ” অর্থাৎ “এই যে জ্যোতিষ্টোম, ইহা সকল যজ্ঞের প্রথম যজ্ঞ” এই ঋতিবাক্যে জ্যোতিষ্টোমকেই প্রথম যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

নৈমিত্তিকং বা কর্তৃসংযোগাল্লিঙ্গশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥৩৩॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। “নৈমিত্তিকং”—(প্রাথম্য) নৈমিত্তিক অর্থাৎ দ্বিতীয় কৃতি প্রভৃতি সাপেক্ষ, “বা”—পূর্বপক্ষনিবারণক, “কর্তৃসংযোগাৎ”—কর্তৃসম্বন্ধহেতু অর্থাৎ আত্মপ্রবৃত্তসম্বন্ধবশতঃ (হইয়া থাকে), “লিঙ্গশ্চ”—লিঙ্গের অর্থাৎ অর্থনির্ণায়ক ব্যবহারের, “তন্নিমিত্তত্বাৎ”—দ্বিতীয় কৃতিসাপেক্ষতা আছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্টোমই প্রথমযজ্ঞ নামে অভিহিত হয় বলিয়া প্রবর্ত্যকরণের নিষেধ সর্বজ্যোতিষ্টোমগামী তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “নৈমিত্তিকং বা”—জ্যোতিষ্টোমের যে প্রথম-যজ্ঞ তাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তসাপেক্ষ। কারণ, “কর্তৃসংযোগাৎ”—কর্তার সহিত সম্বন্ধবশতই অর্থাৎ অমুষ্ঠাতা পুরুষ কর্তৃক তাহার যে একবার হইবার বা ততোধিক বার অমুষ্ঠান হয়, তদনুসারেই তাহাকে প্রথম বলা হইয়া থাকে, যে হেতু, “লিঙ্গশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ”—অমুষ্ঠান বা ক্রিয়াই প্রথমতঃ প্রভৃতি ব্যবহারের নিমিত্ত। অভিপ্রায় এই যে, প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দগুলি ক্রিয়ার আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার অমুষ্ঠানকে বুঝায়। আর ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে গোপ-ভাবে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। যেমন যে অগ্নে উৎপন্ন হয় সে প্রথম, বাহারা তৎপরে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বিতীয়, তৃতীয়

প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। স্তবরাং জ্যোতিষ্টোমের যে একাদিকবার অনুষ্ঠান করা হয়, তদনুসারেই তাহাকে 'প্রথম' বলা হয়। কারণ, জ্যোতিষ্টোমের সাতটি সংস্থা* আছে অর্থাৎ সাত প্রকারে সমাপ্তি করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা হয়। এই কারণে তাহার যে প্রথম প্রকারে সমাপ্তি করিয়া অনুষ্ঠান, তাহার অপর নাম 'অগ্নিষ্টোম' তাহাই এস্থলে প্রথমযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু, চারি বেদের মধ্যে কুত্রাপি প্রথমযজ্ঞ বলিয়া কোনও যজ্ঞ নাই। অতএব জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোম নামক প্রথম সংস্থাতেই 'প্রবর্গ্য' কৰ্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি বলা হয়—ঋতিমধ্যে "অগ্নিষ্টোমে প্রবৃণক্তি" অর্থাৎ 'অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে প্রবর্গ্যকৰ্ম করিবে' এই প্রকার বিধি থাকা সত্ত্বেও কিরূপে অগ্নিষ্টোমে প্রবর্গ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, উহা বিশেষ অধিকারীর পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সাধারণ অধিকারীর পক্ষে অগ্নিষ্টোমেই প্রবর্গ্যকৰ্ম নিষিদ্ধ; কিন্তু বিশেষ অধিকারীর পক্ষে (অনুচানের পক্ষে) অগ্নিষ্টোমেও প্রবর্গ্যকৰ্ম কর্তব্য। এই জ্ঞত ঋতি বলিতেছেন "কাম্য তু বোহনুচানঃ শ্রাৎ তত্ প্রবৃণ্যাত্" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনুচান (সাম্ভবেদে অধীতী) হইবে, তাহার পক্ষে প্রবর্গ্যকৰ্ম কর্তব্য। এইজ্ঞত এস্থলে ব্যবস্থিত বিকল্প বুঝিতে হইবে। অতএব জ্যোতিষ্টোমের প্রথম প্রয়োগেই প্রবর্গ্যকৰ্ম নিষিদ্ধ। ইতি ১২শ প্রবর্গ্যাধিকরণ।

পৌষং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েতাচোদনাং

প্রকৃতৌ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। "পৌষং পেষণং"—পৌষ পেষণ অর্থাৎ পুষাদেবতার চক্রর যে পেষণ তাহা, "বিকৃতৌ প্রতীয়েত"—বিকৃতি কৰ্ম্মেই প্রতীত হইবে, "প্রকৃতৌ অচোদনাং"—যে হেতু প্রকৃতিভূত (দর্শপূর্ণমাস) কৰ্ম্মে তাহার (পুষাদেবতার) চোদনা অর্থাৎ উপদেশ নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে,

* জ্যোতিষ্টোম বা সোমযোগ অগ্নিষ্টোম, উক্খা, বোড়শী প্রভৃতি সংজ্ঞাভেদে সাত প্রকার। প্রত্যেকের মধ্যে একটি অনুগত সাধারণতা আছে। কিন্তু সমাপ্তি বিষয়ে প্রত্যেকের মধ্যে পার্থক্য হইয়া থাকে। ঐ যে পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে সমাপ্তি, উহারই নাম সংস্থা।

“তস্মাৎ পূবা প্রাপ্তিভাগঃ। অদন্তকো হি সঃ।” অর্থাৎ “পূবা দেবতার ভাগ (চক্র) প্রাপ্তি হইবে, কারণ, তিনি অদন্তক (দন্তহীন)।” এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, পূবা দেবতার চক্র প্রাপ্তি অর্থাৎ তগুল পেষণ করিয়া, পিটুলি দিয়া নিষ্পন্ন হইবে। এই যে পৌষপেষণ (পূবা দেবতার চক্র পেষণ) ইহা কি প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস বাগে হইবে, অথবা বিকৃতিভূত সৌর্যাদি বাগে হইবে? ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এই বিধিটি যখন দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত আছে তখন প্রকরণ অনুসারে ইহা সেইখানেই কর্তব্য। যদি বলা হয়, পূবা দর্শপূর্ণমাসে দেবতা নহে বলিয়া তথায় পূবার প্রাপ্তি হইতে পারে না, তাহা হইলে বলিব, গোণ অর্থে ‘পূবা’ বলিতে অগ্নিই অভিহিত হইবেন, আর অগ্নি দর্শে এবং পূর্ণমাসে উভয় স্থলে দেবতা আছেন।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“পৌষ পেষণ বিকৃতো প্রতীয়তে”—এই যে পৌষপেষণ ইহা বিকৃতিভূত সৌর্যবাগাদিতেই অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, “অচোদনাৎ প্রকৃতো”—প্রকৃতি বাগ যে দর্শপূর্ণমাস—তাহাতে পূবা দেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হন নাই। আর পূবা শব্দ গোণার্থে অগ্নিকে বুঝাইবে, এরূপ বলাও সম্ভব নহে। কারণ, মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে গোণার্থ স্বীকার করা উচিত নহে। আরও, দর্শপূর্ণমাসে যে পৌষপেষণ তাহা প্রকরণানুসারে সিদ্ধ, কিন্তু সৌর্যাদি-বাগে উহা বাক্যবলে লব্ধ। আর প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য বলবৎ। এই কারণে প্রকরণ হইতে উহার উৎকর্ষ হইবে; সুতরাং বিকৃতিভূত সৌর্যাদি বাগেই পৌষপেষণ কর্তব্য হইবে। ইতি ১৩শ পেষণাধিকরণ।

তৎ সর্বার্থমবিশেষাৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষন্নার্থ। “তৎ”—তাহা অর্থাৎ সেই পৌষপেষণ, “সর্বার্থম্”—সকলের উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ চক্র, পশু এবং পুরোডাশ, সবগুলিতেই কর্তব্য, “অবিশেষাৎ”—যেহেতু কোনও বিশেষ উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পূবা দেবতা অদন্তক (দন্তহীন) বলিয়া তাহার চক্রে পেষণ হইবে। এক্ষণে সন্দেহ এই যে, পূবা দেবতার উদ্দেশ্যে যে চক্র, পশু এবং পুরোডাশ বিহিত হইয়াছে, সেই তিনটি দ্রব্যেই কি পেষণ করিতে হইবে, অথবা কোনও

একটি দ্রব্যেই পেষণ কর্তব্য। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তৎ সর্বার্থম্”—ঐ যে পৌষ্কপেষণ পূর্ব অধিকরণে উক্ত হইয়াছে, উহা পূবা দেবতার উদ্দেশ্যে চক্ৰ; পশু এবং পুরোডাশ যে যে দ্রব্য বিহিত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিতেই কর্তব্য। কারণ, “অবিশেষাৎ”—ইহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ উল্লিখিত হয় নাই—এই দ্রব্যে পেষণ কর্তব্য, এই এই দ্রব্যে পেষণ করণীয় নহে, ইত্যাকার কোনও নির্দেশ শাস্ত্রমধ্যে নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

চরৌ বাহর্থোক্তং পুরোডাশেহর্থবিপ্রতিষেধাৎ

পশৌ ন স্ত্রাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চরৌ বা”—চক্ৰতে (পেষণ বিহিত), “পুরোডাশে অর্থোক্তং”—পুরোডাশের পেষণ অর্থসিদ্ধ (বলিয়া বিধিবোধিত নহে), “অর্থবিপ্রতিষেধাৎ পশৌ ন স্ত্রাৎ”—অর্থের (প্রয়োজনের) বিপ্রতিষেধ (বিরোধী) হয় বলিয়া পশুতে পেষণ বিহিত হইতে পারে না। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “চরৌ বা”—চক্ৰতেই পেষণ বিধিবিহিত। কারণ, “অর্থোক্তং পুরোডাশে”—পেষণ না করিলে পুরোডাশ নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া তাহাতে পেষণ অর্থসিদ্ধ, আর বাহা অর্থসিদ্ধ তাহা বিধেয়—বিধির বিষয় নহে। এইরূপ, “পশৌ ন স্ত্রাৎ”—পশুতেও পেষণ হইতে পারে না; কারণ, “অর্থবিপ্রতিষেধাৎ”—তাহা হইলে অর্থলোপ হইবে। যে হেতু শাস্ত্রে বলা আছে, “হৃদয়স্ত অগ্রে অবত্ৰতি অথ বক্ষসঃ অথ জিহ্বায়াঃ”—‘প্রথমে হৃদয়ের অংশ অবদান (টুকরা) করিবে, পরে জিহ্বার অংশ, এবং তাহার পরে বক্ষের অংশ।’ এই অংশগুলি দিয়া হোম করিতে হয়। যদি এইগুলিতে পেষণ করা হয়, তাহা হইলে হৃদয়, জিহ্বা এবং বক্ষঃস্থলের মাংসের যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে, তাহা থাকে না—কারণ, পেষণ করায় সব অঙ্গগুলিই একরকম হইয়া যায়। যে হেতু, মাংসমাত্র হৃদয়াদি অবয়ব নহে, কিন্তু ভগ্নদাকৃতিবিশিষ্ট যে মাংস, তাহাই হৃদয়াদিপদবাচ্য। আর যদি সব অঙ্গ এক হইয়া যায়, তাহা হইলে “হৃদয়স্তাগ্রে অবত্ৰতি” ইত্যাদি বচনের সার্থকতা থাকে না। অতএব কেবলমাত্র পৌষ্ক-চক্ৰতেই পেষণ কর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৮৯

চরাবপীতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “চরৌ অপি”—চরুতেও অর্থবিপ্রতিষেধ হইবে,
“ইতি চেৎ”—এইরূপ যদি বলা হয় । (আশঙ্কা) ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, অর্থবিপ্রতিষেধ হয় বলিয়া
পশুতে পেষণ কর্তব্য নহে। ইহাতে পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে-
ছেন “চরৌ অপি”—চরুতেও ঐ আপত্তি প্রয়োজ্য। কারণ, ব্যবপক বিশদসিদ্ধ যে
অন্ন, তাহারই নাম চরু। যদি ততুল পেষণ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর
বিশদসিদ্ধতা থাকে না। অতএব যে যুক্তিবলে পশুতে পেষণ লুপ্ত হইবে,
চরুতেও তদনুসারে পেষণের লোপাপত্তি হইতে পারে। সুতরাং চরুতে যদি পেষণ
হয়, তাহা হইলে পশুতেও পেষণ হইবে।

ন পত্তিনামত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ পঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “ন”—না, উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, “পত্তিনামত্বাৎ”
—যে হেতু চরু ইহা পাকেরই নাম—পাক করা অন্নেরই নাম।
(আশঙ্কা পরিহার)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
“ন”—বিশদসিদ্ধ অন্নই যে চরু তাহা নহে; কিন্তু অনবশ্যাবিত (বাহার মণ্ডগালন
হয় না) এবং অন্তর্যয় দ্বারা পক যে অন্ন তাহাকেই চরু বলা হয়। ইহাকে যে
বিশদসিদ্ধই হইতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং পিষ্ট চরুও উক্ত-
প্রকারে পাক করা হয় বলিয়া তাহার চরুত্ব থাকে। সুতরাং ‘প্রতিবন্দী’ * বলে
যে পশুতে পেষণ বিধান করা হইবে, তাহা হইবে না। অতএব কেবলমাত্র
চরুতেই পেষণ কর্তব্য। ইতি ১৪শ পেষণের চরুবিনিয়োগাধিকরণ।

* বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের শঙ্কা ও সমাধান যদি ভুল্যপ্রকার হয়, তাহা
হইলে তাহাকে প্রতিবন্দী বলে।

৪৯০

সৌমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

একস্মিন্নেকসংযোগাৎ ॥ ৩৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একস্মিন্”—একমাত্র শুদ্ধপূষা দেবতার চক্রতেই পেষণ বিহিত, “একসংযোগাৎ”—যে হেতু পূষা নামক একটি দেবতার সহিতই পেষণের সম্বন্ধ আছে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পৌষপেষণ বিকৃতিতেই কর্তব্য এবং তাহা চক্রতেই প্রযোজ্য, ইহা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । এক্ষণে সন্দেহ এই যে, কেবলমাত্র অবিমিশ্র পূষা দেবতার চক্রতেই কি পেষণ কর্তব্য, অথবা যে স্থলে পূষা অথবা দেবতার সহিত মিলিতভাবে দেবতা, সেখানেও পেষণ কর্তব্য ? যেমন রাজসূয় যজ্ঞে “সৌমাপৌষ চক্রং নির্বপতি” এই বাক্যে সোমদেবতার সহিত পূষা দেবতার চক্র বিহিত হইয়াছে । এস্থলে সোম ও পূষা ব্যাসজ্যভাবে (পরস্পর মিলিতরূপে) দেবতা । এই যে সৌমাপৌষ চক্র, ইহাতে পেষণ কর্তব্য কি না ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, এস্থলে যখন পূষাও দেবতা, আর সমস্ত পদটির উত্তরই যখন তদ্ধিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন এই বিদেবত্যা যাগেও পেষণ কর্তব্য । ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “একস্মিন্”—এস্থলে পেষণ কর্তব্য নহে, কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র পূষা একলা দেবতা, সেইখানেই চক্রতে পেষণ করিতে হইবে । কারণ, “একসংযোগাৎ”—প্রতিবচনে “পূষা প্রপিষ্টভাগঃ” এইস্থলে কেবলমাত্র পুষারই বিষয় বলা হইয়াছে । অতরাং একমাত্র পুষার সহিত প্রপিষ্ট ভাগের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেবলমাত্র পূষা যেখানে দেবতা, সেইখানেই চক্রতে পেষণ হইবে । এইরূপে সিদ্ধান্ত পক্ষের দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে ।

ধর্মবিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। “ধর্মবিপ্রতিষেধাৎ”—ধর্মদ্বয়ের বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় বলিয়া, “চ”—ও (শুদ্ধ পূষা দেবতার চক্রতেই পেষণ কর্তব্য, অত্ৰ নহে) ।

ভাষ্যভাবার্থ। বিদেবত্যা চক্রতে যে পেষণ কর্তব্য নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “ধর্মবিপ্রতিষেধাৎ” । ইহাতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৯১

যুগপৎ সমাবেশ হয়। কারণ, পূষা দেবতার জন্ত পিষ্ট চক্ৰ এবং সোমদেবতার জন্ত অপিষ্ট চক্ৰ দেয়। কিন্তু চক্ৰ দুইবার পাক করিবার বিধি নাই—একবারই করিতে হয়। সুতরাং চক্ৰ তত্বুলের কিয়দংশ পিষ্ট এবং কিয়দংশ অপিষ্ট হইলেও তাহা যখন পাক করিয়া চক্ৰ হইবে, তখন একীভূত হইয়া যাইবে। ফলে পূষার অপিষ্ট চক্ৰ এবং সোমের পিষ্ট চক্ৰ পাইবার সম্ভাবনাই হইয়া পড়ে। অথচ তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং উভয় দেবতারই চক্ৰ অবৈধ হওয়া অপেক্ষা একটি দেবতার চক্ৰ ক্রটি হওয়া তত দোষাবহ নহে। বস্তুতঃ এ স্থলে পেষণ বিহিত নহে বলিয়া পেষণ না করিলেও একটি দেবতারও চক্ৰ ক্রটি হইবে না।

অপি বা সন্ধিতীয়ে আদেবতানিমিত্ত্বাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অঙ্করার্থ। “অপি বা”—পক্ষপরিবর্তনস্বচক, “সন্ধিতীয়ে আৎ”—সন্ধিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় (অপর) দেবতার সহিত মিলিত যে পূষা দেবতা, তাহারও চক্ৰতে পেষণ হইবে; “তন্নিমিত্ত্বাৎ”—যেহেতু তাহা অর্থাৎ পূষা দেবতা পেষণের নিমিত্ত অর্থাৎ পূষা দেবতার সম্ভাবই (অস্তিত্বই) পেষণের হেতু। (পূর্বপক্ষ)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে যে সিদ্ধান্ত পক্ষের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উপরে কেহ পূর্বপক্ষ করিয়া বলিতেছেন—“অপি বা সন্ধিতীয়ে আৎ”—পূষা দেবতা একলাই থাকুন আর অপর কাহারও সহিত মিলিতই থাকুন, চক্ৰতে তাহার উদ্দেশ্যতা থাকিলেই পেষণ করিতে হইবে। কারণ, “তন্নিমিত্ত্বাৎ”—দেবতাই এ স্থলে পেষণের নিমিত্ত। সুতরাং তাহার সম্বন্ধ থাকিলেই পেষণ করিতে হইতে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪২ ॥

অঙ্করার্থ। “লিঙ্গদর্শনাচ্চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (দ্বিদেবতা স্থলেও পেষণ কর্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিদেবতাস্থলেও যে পোষণ কর্তব্য, তাহার আরও

হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ”। পূর্বা দেবতার চক্রতে যে পেষণ করিতে হইবে, তাহার হেতু দেখাইয়া ঋতি বলিতেছেন—“অদন্তকো হি সঃ”—যেহেতু তিনি অদন্তক—চিবাইয়া খাইতে সমর্থ নহেন, “তস্মাৎ পূর্বা প্রপিষ্টভাগঃ”—সেই কারণে প্রপিষ্ট চক্রই তাঁহার ভাগ। আর অত্র দেবতার সাহচর্যে যে তাঁহার দন্তোদগম হইবে, তাহাও নহে। আবার অত্র ঋতি বলিতেছেন—“সোমাপৌঞ্চং চক্রং নির্বপেৎ নেমপিষ্টং পশুকামঃ” অর্থাৎ ‘পশুকাম্যনাবিশিষ্ট ব্যক্তি সোমসমেত পূর্বা দেবতার উদ্দেশ্যে ‘নেমপিষ্ট’ (অর্দ্ধপিষ্ট) চক্র নির্বাপ করিবে।’ এ স্থলে ‘নেমপিষ্ট’ অর্থাৎ অর্দ্ধপিষ্ট এই কথা বলিয়া ঋতি ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, পূর্বা দেবতা আছেন বলিয়া অর্দ্ধেকটা পিষ্ট আর অর্দ্ধেকটা অপিষ্ট তণ্ডুলের দ্বারা নিম্পন্ন হইবে। অতএব এই প্রকার লিঙ্গ হইতেও ইহা অবধারিত হয় যে, দ্বিদেবত্যা স্থলেও অর্থাৎ যে স্থলে পূর্বা অপরের সহিত মিলিত হইয়া দেবতা, তথায়ও চক্রতে পেষণ কর্তব্য ; যেহেতু, পেষণের ফলে অদৃষ্ট হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

বচনাৎ সর্বপেষণং তং প্রতি শাস্ত্রবদ্বাদর্থ্যভাবাদ্ধি

চরাবশেষণং ভবতি ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ সর্বপেষণং”—বচনহেতু সর্বপেষণ হইবে অর্থাৎ যদি ইহা বচন হয় তাহা হইলে চক্র, পশু প্রভৃতি সবগুলিরই পেষণ প্রসঙ্গ হইবে, “তং প্রতি শাস্ত্রবদ্বাদ্ধি”—যেহেতু তাহার প্রতি অর্থাৎ পৌঞ্চং যে ভাগ তাহার প্রতি শাস্ত্র অর্থাৎ পেষণবিধি রহিয়াছে, “হি”—যেহেতু, “অর্থ্যভাবাৎ”—অর্থ্যভাব অর্থাৎ চক্র-পদের অর্থের অবিবক্ষা আছে বলিয়া, “চরৌ অপেষণম্”—কেবলমাত্র চক্রতে পেষণ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বস্থলে বলা হইয়াছে যে, “সোমাপৌঞ্চং চক্রং নির্বপেৎ নেমপিষ্টং পশুকামঃ” এই বচনটি দ্বিদেবত্যা স্থলেও পৌঞ্চং-পেষণের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। ইহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, ঐ ঋতি-বাক্যটিকে ‘লিঙ্গ’ অর্থাৎ জ্ঞাপক বলা হইল কেন? উহাকে দ্বিদেবত্যা স্থলে পৌঞ্চংপেষণের বচন অর্থাৎ বিধি বলিলেই ত হয়? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, উহাকে বিধি বলিলে গোলযোগ হইয়া পড়ে, এই কারণে বিধি না বলিয়া

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৪৯৩

লিঙ্গ বলা হইল। কারণ, “বচনাৎ সৰ্বপেৰণং”—উহা যদি বচন হয়, তাহা হইলে পূৰ্বা দেবতার উদ্দেশ্যে চক্ৰ, পশু এবং পুরোডাশ বাহা কিছু আছে, সবগুলিরই পেষণ করিতে হয়। কারণ, “তং প্রতি শাস্ত্রবদ্বাং”—একপ হইলে এখানে পৌক্ষভাগের উদ্দেশ্যে পেষণ বিহিত হইয়াছে বলিতে হয়। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে চক্ৰ, পশু এবং পুরোডাশ সবগুলিই পূবার ভাগ বলিয়া সবগুলিতেই পেষণ করিতে হয়। অথচ ইহা স্বীকার করা হয় না। যদি বলা হয়, কেবলমাত্র চক্ৰতেই পেষণ হইবে, কারণ, চক্ৰশব্দই উক্ত বচনে পঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব “অর্থাভাবাৎ হি চর্যো অপেষণং ভবতি”—এ স্থলে চক্ৰ শব্দটি বিবক্ষিতস্বার্থ নহে বলিয়া কেবলমাত্র চক্ৰতেই যে পেষণ হইবে, তাহা হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, এ স্থলে ‘চক্ৰ’ পদের অর্থ বিবক্ষিত হইলে সৌম্যপৌক্ষ চক্ৰ সম্বন্ধ এবং নেমপিষ্ট সম্বন্ধ—এই প্রকারে উভয় সম্বন্ধ বলিতে হয়। আর তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান বাক্যভেদ দোষ পরিহার করিতে হইলে চক্ৰ-পদের স্বার্থ অবিবক্ষিত বলিতে হয়। আর তাহা হইলে পশু, পুরোডাশাদি সকল দ্রব্যগুলিতেই পেষণ প্রসঙ্গ হয়। অথচ ইহা ইষ্ট নহে। এই কারণে ইহাকে দ্বিদেবতাস্থলেও পৌক্ষপেষণের বচন অর্থাৎ বিধি বলা হয় না, কিন্তু ইহা লিঙ্গ। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

একস্মিন্ বাহর্থধর্মত্বাদৈন্দ্রাগ্নবহুভয়োর্ন

শ্রাদচোদিতত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একস্মিন্”—একদেবতা স্থলেই (পৌক্ষ পেষণ হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “অর্থধর্মত্বাৎ”—যেহেতু ইহা অর্থের অর্থাৎ যাগের ধর্ম এই কারণে, “ন শ্রাৎ”—সেই যাগে পেষণ হইবে না, “উভয়োঃ অচোদিতত্বাৎ”—যেহেতু উভয়ে অর্থাৎ সোম এবং পূষা এই দুই জনে যাগের অঙ্গ বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। “ঐন্দ্রাগ্নবৎ”—ঐন্দ্রাগ্ন-পুরোডাশের ত্বয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “একস্মিন্ বা”—যেস্থলে পূর্বা একলামাত্র দেবতা, কেবলমাত্র সেই স্থলেই পেষণ

হইবে, কিন্তু দ্বিদেবত্যাগে পৌঞ্চ পেষণ হইবে না। ইহার উদাহরণ দিতেছেন “ঐন্দ্রাগ্নবৎ”—যেমন ঐন্দ্রাগ্নপুৰোডাশের চতুর্ধারকরণ হয় না, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ঐন্দ্রাগ্নের আয় সৌম্যপৌঞ্চ প্রভৃতি চক্রস্থলে পোষণ হইবে না। কারণ, “অর্থধর্মস্বাৎ”—এই যে পেষণ ইহা অর্থধর্ম—অর্থের অর্থাৎ যাগের ধর্ম। ইহা যদি দেবতার ধর্ম হইত, দেবতা যদি পেষণের প্রয়োজক হইত, তাহা হইলে দ্বিদেবত্যাগেও পৌঞ্চ পেষণ করা আবশ্যক হইত, কেন না, পূবা দস্তহীন। কিন্তু সৌমাংসক সিদ্ধান্তে দেবতার হবির্ভোক্তৃ নাই, আর যদিই বা থাকে, তথাপি দেবতা প্রয়োজক নহে বলিয়া পূবা দেবতা দস্তযুক্তই হউন অথবা দস্তবিহীনই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে কোন উপায়ে যাগকে সাদ্র—পরিপূর্ণ করিতে হইবে, যে হেতু যাগই বিধেয়। আর যাগকে সাদ্র বা পরিপূর্ণ করিতে হইলে যেমন বিধি আছে—বিধিবাক্য হইতে বেক্রপ অর্থ পাওয়া যায়, তদনুক্রপ-ভাবেই কর্ম অল্পষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

হেতুমাত্রমদস্তত্বম্ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। “অদস্তত্বম্”—অদস্ততা, “হেতুমাত্রম্”—হেতুর সদৃশ অর্থাৎ উহা হেতুবগ্নিগদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে “অদস্তকো হি সঃ” এই অর্থবাদের উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও সর্বত্র পৌঞ্চ-পেষণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, “হেতুমাত্রম্ অদস্তত্বম্”—এই যে অদস্তত্ব ইহা হেতু নহে, কিন্তু ‘হেতুবগ্নিগদ’। সুতরাং অদস্তত্ব যদি পেষণের হেতু না হয়, তাহা হইলে দ্বিদেবত্যাগেও পেষণ কিরূপে হইবে?

বচনং পরম্ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। “পরম্”—পরবর্তীটি অর্থাৎ “নেমগিষ্টম্” ইত্যাদি বাক্যটি, “বচনম্”—বচন অর্থাৎ বিশিষ্ট কর্মের বিধায়ক বাক্য, কিন্তু উহা লিঙ্গ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী “সৌম্যপৌঞ্চ চক্র নির্বপেৎ

নেমপিষ্টঃ পশুকামঃ” এই বাক্যটিকে যে দ্বিদেবত্যা স্থলেও পৌঞ্চ-পেষণের লিঙ্গ বলিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন—“বচনম্ পরম্”। উক্ত ঋতিবাক্যটি দ্বিদেবত্যা স্থলেও পৌঞ্চপেষণের লিঙ্গ নহে, কিন্তু উহা “বচনম্”—পশুকলের জন্ত গুণবিশিষ্ট অপূর্ব্ব কর্ণের বিধায়ক। যে হেতু ঐ স্থলের “সৌম্যপৌঞ্চ চক্রং নির্ব্বপেৎ নেমপিষ্টঃ পশুকামঃ” এই বাক্য “পশুকামঃ” এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। এই কারণে উক্ত স্থলে বচন আছে বলিয়া চক্র নেমপিষ্ট—অর্দ্ধপিষ্ট হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র ঐরূপ হইবে না। উহা যদি লিঙ্গ (জাপক) হইত, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র দ্বিদেবত্যানি স্থলেও পৌঞ্চপেষণ হইতে পারিত। কিন্তু উহা লিঙ্গ নহে—উহা বিধিবাক্য। আর এস্থলে একাধিক বিধেয় হইতেছে বলিয়া যে বাক্যভেদ নামক দোষ হইবে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, ইহা প্রাপ্তকর্মে গুণবিধি নহে, কিন্তু অপূর্ব্বকর্মেই হইতেছে। আর অপ্রাপ্ত, অপূর্ব্বকর্মে যুগপৎ একাধিক বিধেয়ের সমাবেশ হইলেও বাক্যভেদ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইতি ১৫শ পৌঞ্চ-পেষণের একদেবত্যানিবেশ অধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

No.

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

BANKURA

অথ তৃতীয়েহধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

নিবীতমিতি মনুষ্যধৰ্ম্মঃ শব্দস্ত তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “নিবীতম্ ইতি”—“নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্য, “মনুষ্যধৰ্ম্মঃ”—মনুষ্যের অঙ্গ, “শব্দস্ত তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু “মনুষ্যাণাম্” এই বগী বিভক্তিবুক্ত শব্দের তৎপ্রধানতা অর্থাৎ মনুষ্যের প্রধানতা আছে অর্থাৎ উহা মনুষ্যের প্রধানতা বুঝাইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণ্যমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে “নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানাম্। উপবাস্যতে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে” (তৈঃ সং—২।৫।১১) অর্থাৎ “নিবীত মনুষ্যাগণের পক্ষে, প্রাচীনাবীত পিতৃগণের পক্ষে এবং উপবীত দেবগণের পক্ষে। এই যে উপবাস করা হয়, ইহা দেবচিহ্নই করা হয়।” এই যে বেদবচনটি, ইহা কি অর্থবাদ অথবা বিধি। যদি বিধি হয়, তাহা হইলে ইহা কি ক্রত্ব অথবা পুরুষার্থ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “নিবীতমিতি মনুষ্যাণাম্”—এই যে “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্য, ইহার দ্বারা নিবীত মনুষ্যধৰ্ম্মরূপে অর্থাৎ মনুষ্যোদ্দেশক কর্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। কারণ, “শব্দস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ”—এস্থলে “মনুষ্যাণাং” এই পদে যে বগী বিভক্তি আছে, এই বগী বিভক্তি ঋতির দ্বারা মনুষ্যের প্রাধান্ত অবগত হওয়া বাইতেছে। “দগ্না ইন্দ্রিয়কামস্ত জুহুয়াৎ” এই বাক্যে যেমন বগীভূত “ইন্দ্রিয়কামস্ত” এই পদের প্রাধান্ত বোধিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপদেশো বাহর্থস্ত বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপদেশঃ”—অপদেশ অর্থাৎ অনুবাদ, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “অর্থস্ত বিদ্যমানত্বাৎ”—যে হেতু, অর্থ অর্থাৎ নিবীত বিদ্যমান অর্থাৎ স্বভাবতঃ প্রাপ্ত।

৪র্থ পাতা :]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৪৯৭

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অপদেশো বা”—নিবীতবাক্য অনুবাদ ; কারণ, “অর্থস্ত বিজ্ঞমানত্বাৎ”—লোকে স্বভাবতই নিবীতী হইয়া লৌকিক কর্ম করবে। সুতরাং নিবীতরূপ অর্থটি বিদ্যমান অর্থাৎ প্রাপ্ত বলিয়া বিধি হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিধিস্ত্বপূর্ববত্বাৎ শ্রাৎ ॥ ৩ ॥ (আঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “বিধিঃ শ্রাৎ”—বিধি হইবে, “তু”—পক্ষপরিবর্তন-সূচক, “অপূর্ববত্বাৎ”—যে হেতু ইহা পূর্ববৎ নহে। (আপত্তি)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতেছেন “বিধিস্ত্ব শ্রাৎ”—নিবীতবাক্য বিধিই হইবে। কারণ ? “অপূর্ববত্বাৎ”—যে হেতু, ইহা অপূর্ববৎ অর্থাৎ নিয়মরূপে প্রাপ্ত নহে। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে লোকব্যবহারে নিবীত প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নিবীতী হইয়াই যে কর্ম করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। এই জ্ঞাত “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্যে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, নিবীতী হইয়াই কর্ম করিবে। অতএব ইহা নিয়মবিধি।

স প্রায়াৎ কর্মধর্ম্যঃ শ্রাৎ ॥ ৪ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “সঃ”—তাহা অর্থাৎ “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্যে যে বিষয়টি বিহিত হইতেছে তাহা, “কর্মধর্ম্যঃ শ্রাৎ”—কর্মের অর্থাৎ দর্শপূর্বমাসকর্মের ধর্ম অর্থাৎ অঙ্গ হইবে, “প্রায়াৎ”—প্রকরণ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিলেন যে, “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্যটি বিধি। আর উহার দ্বারা নিবীত মনুষ্যের ধর্মরূপে—অর্থাৎ মনুষ্যোদ্দেশক লৌকিক কর্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। ইহাতে অত্র এক পক্ষ বলিতেছেন, “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্য যে বিধি, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহা মনুষ্যধর্ম তাহা নহে। কিন্তু উহা, “কর্মধর্ম্যঃ শ্রাৎ”—দর্শপূর্বমাস নামক কর্মেরই ধর্ম অর্থাৎ অঙ্গ হইবে। কারণ, “প্রায়াৎ”—প্রকরণ অনুসারে ইহাই অবধারিত হয়। উহা যখন দর্শপূর্বমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তখন

প্রকরণানুসারে উহা যে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ, তাহাই প্রমাণিত হয়। অতএব নিবীত মনুস্বাধর্ম্য নহে কিন্তু ক্রতুধর্ম্য। ইতি দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

বাক্যশেষত্বাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “বাক্যশেষত্বাৎ”—বাক্যশেষ অর্থাৎ সমাখ্যা আছে বলিয়াও ইহা মনুস্বাধর্ম্য নহে কিন্তু কর্ম্মেরই অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উপরে অপর এক বাদী বলিতেছেন যে, প্রকরণ অনুসারে ‘নিবীত’ কর্ম্মধর্ম্য বটে, তথাপি ইহা ‘প্রবাজ’ প্রভৃতির দ্বায় ক্রতুধর্ম্য নহে, কিন্তু ইহা অঙ্গধর্ম্যের কর্ম্ম; কারণ, ঐ “নিবীতম্” ইত্যাদি বাক্যের “আঙ্গধ্যাবম্” এই সমাখ্যাটি শেষ হইতেছে; যে হেতু উহা অঙ্গধর্ম্যবেদে পঠিত। আর এরূপ হইলে সমাখ্যারও প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে। আর অস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত রাখিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ফলকথা, ইহা যে কর্ম্মধর্ম্য, তাহাতে কোনও বিবাদ নাই।

তৎপ্রকরণে যৎ তৎসংযুক্তমবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “তৎপ্রকরণে”—সেই ক্রতুর প্রকরণে, “যৎ”—যে মনুগ্রন্থ প্রধান কর্ম্ম আছে, “তৎসংযুক্তম্”—ইহা (নিবীত) তৎসংযুক্ত অর্থাৎ তাহার অঙ্গ হইবে, “অবিপ্রতিষেধাৎ”—যে হেতু ইহাতে কোন প্রকার বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকরণ এবং সমাখ্যা অনুসারে জানা যায় যে, নিবীত কর্ম্মধর্ম্য; আর বাক্য অনুসারে ইহা যে মনুস্বাধর্ম্য, তাহা অবগত হওয়া যায়। অতএব যে স্থলে মনুয্যোদ্দেশক (মনুস্বা বাহার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মনুষ্যের উদ্দেশ্যে বাহা অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ) কর্ম্ম আছে, তথায় ইহার উৎকর্ষ হইবে। এই প্রকার আপত্তি হইলে তত্বতঃ পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তৎপ্রকরণে যৎ তৎসংযুক্তম্”—সেই দর্শপূর্ণমাস প্রকরণেই অস্বাহাধ্যাদানাদি যে সমস্ত মনুয্যোদ্দেশক

কৰ্ম আছে, ইহা অর্থাৎ নিবীত তাহারই অঙ্গ হইবে, কারণ, “অবিপ্রতিষেধাৎ”—
বাক্য এবং প্রকরণ উভয়েরই তাহাতে অবিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অবিরোধ হইয়া
থাকে—এরূপ হইলে বাক্য এবং প্রকরণ উভয়েরই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে।

তৎপ্রধানে বা তুল্যবৎ প্রসংখ্যানাদিতরশ্চ তদর্থত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্গন্যার্থ। “তৎপ্রধানে বা”—তৎপ্রধান অর্থাৎ মনুষ্যপ্রধান
কর্ণেই (নিবীত হইবে), “তুল্যবৎ প্রসংখ্যানাৎ”—যে হেতু তিনটি বিধিরই
তুল্যবৎ অর্থাৎ সমভাবে প্রাধান্য উল্লেখ আছে, “ইতরশ্চ তদর্থত্বাৎ”—যে
হেতু “মনুষ্যাণাং” এই বগ্নীবিভক্তিসমুদ্ভূত পদটি প্রধানার্থতা বুঝাইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বনৃত্তে এক জন বাদী বলিয়াছেন, নিবীত
ক্রতুমধ্যগত মনুষ্যপ্রধান কর্ণের অঙ্গ। এই অর্থ স্বীকার করিলে “মনুষ্যাণাং”
এই পদটিতে লক্ষণা করিয়া মনুষ্যপ্রধান কর্ম এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কিন্তু
মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা করা উচিত নহে। এই জন্য অপর একজন বাদী
বলিতেছেন, “তৎপ্রধানে বা”—এই যে নিবীতবিধি, ইহা বহিঃক্রতু মনুষ্যপ্রধান
আতিথ্য প্রভৃতি স্বতন্ত্র কর্ণেরই অঙ্গ, কিন্তু ক্রতুমধ্যগত মনুষ্যপ্রধান কর্ণের অঙ্গ
নহে। কারণ, “তুল্যবৎ প্রসংখ্যানাৎ”—এস্থলে “উপবীতং দেবানাম্” এই বাক্যে
দর্শপূর্ণমাসাদি দেবকর্ণের অঙ্গরূপে যেমন উপবীত বিহিত হইয়াছে, এবং
“প্রাচীনাবীত পিতৃণাম্” এই বাক্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণের বহির্ভূত
পিণ্ডপিতৃবজ্রাদি পিত্রা কর্ণে যেমন প্রাচীনাবীত বিহিত হইয়াছে, “নিবীতং
মনুষ্যাণাং” এই বাক্যেও ঠিক সেই ভাবে অপ্রকরণে স্বতন্ত্রভাবেই নিবীত উপদিষ্ট
হইয়াছে। আরও, এস্থলে “মনুষ্যাণাং” এই বগ্নীবিভক্তিসমুদ্ভূত পদটির সম্বন্ধবোধক
বগ্নী বিভক্তি হইতেও ইহা যে ইতরনিরপেক্ষ মনুষ্যপ্রধান কর্ণের অঙ্গ, তাহা
বোধিত হয়। এই জন্য নৃত্তে বলা হইয়াছে, “তত্ত্ব তদর্থত্বাৎ”। ফলকথা, ইহা যে
বিধি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

অর্থবাদো বা প্রকরণাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গন্যার্থ। “অর্থবাদঃ”—নিবীত বাক্য অর্থবাদ, “বা”—

পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “প্রকরণাৎ”—যে হেতু তাহা হইলে প্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। নিবীত বাক্য নইয়া যতগুলি পূর্বপক্ষ হইয়াছে, উহাদের কোনটিই নির্দোষ নহে। কারণ, প্রকরণ অনুসারে ক্রত্বর্থ বলিলে বাক্যের বিনিয়োজকতা বাধিত হয়। আর বাক্য এবং প্রকরণ অনুসারে ক্রতুমধ্যগত মনুষ্যোদ্দেশ্যক কর্মের অঙ্গ বলিলে বাক্যভেদ হইয়া থাকে। আর ইহা যে বহিক্রত্বঃ আতিথ্য প্রভৃতি কর্মের অঙ্গ হইবে, তাহা বলা মোটেই সম্ভব নহে। কারণ, সে পক্ষে শ্রুতি এবং লিঙ্গ কোনও প্রমাণেরই বিনিয়োজকতা নাই। এই সমস্ত কারণে, ইহা বিধি নহে কিন্তু অর্থবাদ। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিধিনা চৈকবাক্যত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অঙ্গব্রাহ্মার্থ। “বিধিনা”—বিধির সহিত অর্থাৎ উপবীত বিধির সহিত, “একবাক্যত্বাৎ চ”—একবাক্যতা আছে বলিয়াও (ইহা অর্থবাদ)।

ভাষ্যভাবার্থ। নিবীত বাক্য যে অর্থবাদ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “বিধিনা চ একবাক্যত্বাৎ”। এস্থলে “উপবায়তে” এই অংশটিই বিধি—ইহার দ্বারা উপবীতেরই বিধান করা হইয়াছে। আর “নিবীতম্” ইত্যাদি অংশ ইহারই সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়া ইহার স্তুতি প্রকাশ করিতেছে। যে হেতু, নিবীত মনুষ্যগণের জন্ত, এই কারণে তাহা দেবকর্মে অব্যোজ্য বলিয়া দৈবকর্মে উপবীতী হইতে হয়, ইহাই উক্ত বিধিটির তাৎপর্য। আরও, এস্থলে নিবীতের বিধায়ক কোনও শব্দই নাই বাহার প্রভাবে উহা বিধেয় হইতে পারে। অতএব নিবীত অর্থবাদ। ইতি ১ম নিবীতাদিকরণ।

উপবীতং লিঙ্গদর্শনাৎ সর্বধর্ম্যঃ স্মৃতাঃ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মার্থ। “উপবীতং সর্বধর্ম্যঃ স্মৃতাঃ”—উপবীত সর্ব ধর্ম্য অর্থাৎ সকল কর্মের অঙ্গ হইবে, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু তাদৃশ লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। “উপবীতম্” ইত্যাদি ছয়টি সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বৃত্তিকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বার্তিককারও তাহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। আর তদ্ব্যতীতসারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পার্শ্বসারথি মিশ্র প্রভৃতি নিবদ্ধকারগণও শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা অবলম্বন করিয়া অধিকরণ আরচিত করিয়াছেন। এই কারণে সেইগুলিরও ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব অধিকরণে যে “উপব্যয়তে” এই অংশটিকে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গরূপে বিধি বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ এই যে, উহা কি কেবল দর্শপূর্ণমাসেরই অঙ্গ অথবা উহা সকল কর্ণেরই অঙ্গ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “উপবীতং সর্বধর্মঃ শ্রাৎ”—উপবীত সকল কর্ণেরই ধর্ম অর্থাৎ অঙ্গ। যে হেতু, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—তাদৃশ লিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। “যজ্ঞোপবীতী হি দেবেভ্যো দোহয়তি” অর্থাৎ “যজ্ঞোপবীতী হইয়া দেবগণের জন্ত দোহন করা হয়” এই বাক্যটিই উহার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক—উপবীত যে সমস্ত দৈবকর্মে আবশ্যক তাহা এই বাক্যে স্বতঃসিদ্ধের দ্বারা ধরিয়া লইয়া তাহার উল্লেখ করিয়া অঙ্গ বিষয়ের বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বা প্রকরণাৎ তস্ম দর্শনম্ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উপবীত সর্বধর্ম নহে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে, “তস্ম দর্শনম্”—এই যে লিঙ্গদর্শন ইহা তাহার অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের কর্ণের। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, উপবীত সর্বধর্ম, তাহা সঙ্গত নহে, কিন্তু প্রকরণ অনুসারে তাহা দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ। যদি বলা হয়, পূর্বোক্ত লিঙ্গের উপপত্তি কি হইবে? তাহা হইলে বলিব, অঙ্গ প্রকারেও উহার উপপত্তি হয়। কারণ, লিঙ্গরূপে ঐ যে বাক্যটি উদাহৃত হইয়াছে, উহা যুত্যাগিহোজের প্রকরণে আছে। যুত ব্যক্তির যুত্থার দিবসে তাহার অগ্নিহোত্র অস্ত্রে সম্পাদন করে। সে দিনের সে স্থলে অগ্নিহোত্রের জন্ত যে গোদোহন করিতে হয়, তাহা প্রাচীনাবীতী হইয়া করিতে হয়। আর এই প্রাচীনাবীত্ব বিধান করিবার জন্তই “প্রাচীনাবীতী দোহয়েৎ। যজ্ঞোপবীতী হি দেবেভ্যঃ” অর্থাৎ “প্রাচীনাবীতী হইয়া দোহন করিবে, যেহেতু যজ্ঞোপবীতী হইয়া দেবগণের জন্ত

দোহন করা হয়” এই বলিয়া তাহার স্ততিরূপে যজ্ঞোপবীতিত্বের অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অর্থবাদের অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু ইহা (যজ্ঞোপবীতিত্ব) দেবযুক্ত কর্ণের ধর্ম্য অতএব ইহা পিত্র্য অগ্নিহোত্র কর্ণে অনুষ্ঠেয় নহে।

এস্থলে এই যে যজ্ঞোপবীতের বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা নবতন্ত্রযুক্ত ত্রিসূত্রনির্মিত ব্রহ্মগ্রন্থিবিশিষ্ট ত্রিবৃৎ ব্রহ্মসূত্র নহে, কারণ, সে সম্বন্ধে বিচার এস্থলে উপযোগী নহে। কিন্তু ইহা উত্তরীয় বস্ত্রের বিভাগবিশেষ। বাম স্বক্কে উপরে মালার আকারে দক্ষিণ হস্ত উদ্ধৃত করিয়া যে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহাই এই যজ্ঞোপবীত। নিবীত এবং প্রাচীনাবীতও এই উত্তরীয়বস্ত্রবিষয়ক বৃত্তিতে হইবে। গলায় মালার আয় বুলাইয়া পরিলে নিবীত হয়, আর উপবীতের বিপরীতভাবে ধারণ করা হইলে অর্থাৎ দক্ষিণ স্বক্কে উত্তরীয় ধারণ করা হইলে প্রাচীনাবীত হয়। ইতি ১ম উপবীতের দর্শপূর্ণমাসাজতাধিকরণ।

বিধির্বা শ্রাদ্ধপূর্বস্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “বিধিঃ শ্রাৎ”—উপবীত বাক্যটি বিধিই হইবে, “বা”—পক্ষপরিবর্তনসূচক; “অপূর্বস্বাৎ”—যে হেতু ইহা ক্রত্বরূপে পূর্বে প্রাপ্ত ছিল না। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে “উপবাস্যতে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে” এই যে বাক্যটি উদাহৃত হইয়াছে, উহা বিধি কি অর্থবাদ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বে পক্ষবাদী বলেন যে, ইহা অর্থবাদ। কারণ, “নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী” এই স্ততি-বচন অনুসারে উপবীতিত্ব পূর্বে হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া ক্রতুমধ্যে পুনরায় উপবীতের বিধি হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বিধির্বা শ্রাৎ”—ইহা ক্রত্ব বিধি হইবে অর্থাৎ এই বাক্যে যজ্ঞের অঙ্গরূপে উপবীতের বিধান করা হইয়াছে। কারণ, “অপূর্বস্বাৎ”—ইহা ক্রত্বরূপে অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গরূপে পূর্বে প্রাপ্ত ছিল না। উক্ত স্ততিবাক্যে ইহা পুরুবার্থরূপেই বিহিত হইয়াছিল। আর যাহা পুরুবার্থ, তাহা যে ক্রত্ব হইবে, ইহা বিনা বচনে নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব ইহা বিধি।

এস্থলে স্রষ্টব্য এই যে, অর্থানুরোধে এই অধিকরণটি পূর্বে অধিকরণের পূর্ববর্তী

৪র্থ পাতা:]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫০৩

হইবে। কারণ, যজ্ঞোপবীতিভেদে বিহিতত্ব সিদ্ধ না হইলে তাহা সর্বকক্ষার্থ
কি দর্শপূর্ণমাসধর্ম এই বিচারটি সঙ্গত হয় না। এই জন্ত বার্তিককার বলিয়াছেন,
“ইদম্ অর্থতঃ অধিকরণং পূর্বং দ্রষ্টব্যম্” অর্থাৎ অর্থানুসারে এই অধিকরণটি পূর্ব-
বর্তী বুঝিতে হইবে। ইতি ২য় উপবীতবিধিআধিকরণ।

উদক্তং চাপূর্বত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উদক্তং চ”—উদক্ত, অর্থাৎ উদকশব্দটিত
বাক্যটিও (বিধি), “অপূর্বত্বাৎ”—যে হেতু উহাও অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে
প্রাপ্ত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রতিমধ্যে প্রেতাগ্নিহোত্র প্রকরণে পঠিত হইয়াছে—
“যে পুরোদক্ষে দর্ভান্তান্ দক্ষিণাশ্রান্ ত্বণীয়াৎ” অর্থাৎ “যে সমস্ত দর্ভ- (কুশ) গুলি
পূর্বে উত্তরাশ্র ছিল, সেইগুলিকে দক্ষিণাশ্র করিয়া বিছাইবে”। এই বাক্যটির
“যে পুরা উদকঃ” অর্থাৎ “যে সমস্ত দর্ভগুলি উত্তরাশ্র ছিল” এই অংশটি বিধি কি
অনুবাদ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “উদক্তং চ”—উদক্ত,
অর্থাৎ উত্তরাশ্রতা বাক্যও বিধি। এস্থলে ‘চ’ শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষের “বিধিঃ”
এই অংশটির অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে। উদক্ত, যে বিধি, তাহার হেতু বলিতেছেন
“অপূর্বত্বাৎ”। পূর্ব হইতে বাহার প্রাপ্তি থাকে, তাহা অনুবাদ হয়। কিন্তু
মরণের পূর্বে যে দর্ভগুলিকে উত্তরাশ্র করিতে হইবে, ইহা পূর্ব হইতে অপ্রাপ্ত
বলিয়া ইহা অনুবাদ নহে কিন্তু বিধি। ইতি পূর্বপক্ষ।

সতো বা লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সতঃ”—বিজ্ঞমানের অর্থাৎ আচারপ্রাপ্ত উদগগ্রন্থের,
“বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “লিঙ্গদর্শনম্”—লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপক বা
জ্ঞাতকমাত্র। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, “যে পুরা উদকঃ” ইহা
উদগগ্রন্থের বিধি, তাহা সঙ্গত নহে। কিন্তু উহা, “সতো বা লিঙ্গদর্শনম্”—আচার-প্রাপ্ত

উদক্তের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্যোতক মাত্র; কিন্তু উহা বিধি নহে। কারণ, “যে পুরা উদকঃ” এস্থলে ‘বদ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় উহা বিধি হইতে পারে না। ‘বদ’ শব্দঘটিত বাক্য যে বিধি হইতে পারে না, তাহা পূর্বের ‘মন্ত্রের অবিধায়কত্ব অধিকরণে’ (মীঃ দঃ—২।১।৬ষ্ঠ অধিকরণে ৩০—৩১ শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর “অগ্রবস্তি উদগাথি” এই স্মৃতিবচনে উদক্তের (উদগাথের) প্রাপ্তি হইতেছে বলিয়া ইহা অনুবাদ। আর একথাও বলা যায় না যে, এই ঋতিবাক্যটিই এই স্মৃতিবচনের মূল; কারণ, এই স্মৃতিবচন হইতে জানা যায় যে, উদগাথ সমস্ত দৈবিক কৰ্মে কর্তব্য। কিন্তু “যে পুরা উদকঃ” এই বাক্যটিতে কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রেই উদক্তের বিধি বলিতে হয়। অতএব উদক্ত বিধি নহে কিন্তু এস্থলে বিধেয় যে দক্ষিণাগ্রথ, তাহারই প্রশংসার জন্ত ইহা অনুবাদ। ইতি ৩য় উদগাথানুবাদাধিকরণ।

বিধিস্ত ধারণেহপূর্বত্বাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ধারণে তু বিধিঃ”—ধারণে অর্থাৎ সমিদ্ধারণে বিধি, “অপূর্বত্বাৎ”—যে হেতু তাহা অর্থাৎ সমিদ্ধারণ অপূর্ব অর্থাৎ পূর্ব হইতে অপ্রাপ্ত। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রেতাগ্নিহোত্র প্রকরণে ঋতি বলিতেছেন, “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নহুদ্রবেৎ। উপরি হি দেবেভ্যঃ” অর্থাৎ প্রেতের অগ্নিহোত্রীয় হবিঃ হোম করিবার কালে ঋক্গণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবার সময়ে সেই ঋক্গণ্ডের নিম্নে সমিধ্ ধারণ করিবে কিন্তু দৈব হোমের সময়ে অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র হোমের সময়ে সমিধ্ (নিম্নে না ধরিয়া) উপরে ধরিবে। এস্থলে জীবিত ব্যক্তির অগ্নিহোত্রে যে সমিধ্ ধারণ করিবার বিষয় দৃষ্ট হইতেছে, ইহা বিধি কি অনুবাদ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা অনুবাদ। কারণ,

“সর্বমভ্যর্হিতং দ্রব্যং প্রচ্ছাদনমপেক্ষতে”

অর্থাৎ সমস্ত ভাল বস্তুরই আচ্ছাদন করিতে হয়। বলিয়া লৌকিক আচার

অনুসারে, আচ্ছাদন পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। সুতরাং ইহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত বলিয়া বিধি হইতে পারে না, কিন্তু অনুবাদ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বিধিস্ত ধারণে”—এস্থলে সমিধ্ ধারণ বিধিই হইবে, কিন্তু উহা অনুবাদ নহে। কারণ, “অপূর্ব্বত্বাৎ”—ইহা অপূর্ব্ব, পূর্ব্ব হইতে অপ্ৰাপ্ত। যে হেতু, অভ্যর্হিত দ্রব্য আচ্ছাদনযোগ্য হইলেও তাহাতে যে সমিধ্ আচ্ছাদন দিতে হইবে, তাহা কোন বচনের দ্বারা পূর্ব্ব বিহিত হয় নাই অথবা কোনও প্রমাণের সাহায্যেও অবগত হওয়া যায় না। আরও হস্তাদির দ্বারাই আচ্ছাদন দেওয়া হয় বলিয়া হস্তাদিই আচ্ছাদনের যোগ্য, কিন্তু সমিধ্ আচ্ছাদনের যোগ্য নহে। এই কারণে আচারতও তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব ঐ যে ‘উপরে সমিধ্ ধারণ’ উহা বিধি। ইতি ৪র্থ সমিধ্-ধারণের বিধিস্বাধিকরণ।

ইতি ভাষ্যকার কর্তৃক উপেক্ষিত ষট্শ্লোকীর ব্যাখ্যা

দিগ্ভিভাগশ্চ তদ্বৎ স সম্বন্ধস্থার্থহেতুত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্যবহার্য। “দিগ্ভিভাগঃ চ”—দিগ্ভিভাগও, “তদ্বৎ”—তাহার ত্রায় অর্থাৎ নিবীতাধিকরণের ত্রায় অর্থবাদ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে “প্রাচীনবংশং কয়োতি। দেবমমুখ্যা দিশং ব্যভজন্ত। প্রাচীং দেবাঃ। দক্ষিণাং পিতরঃ। প্রতীচীং মমুখ্যাঃ। উদীচীং রৌদ্রাঃ। যৎ প্রাচীনবংশং কয়োতি দেবলোকমেব তদ্ যজমান উপাবর্ত্ততে।” (তৈঃ সং ৬।১।১) অর্থাৎ “প্রাচীনবংশ (নামক যজ্ঞশালা) করিবে। দেবগণ এবং মমুখ্যগণ দিক্ ভাগ করিয়া লইয়াছিল। দেবগণ পূর্ব্বদিক্, পিতৃগণ দক্ষিণ দিক্, মমুখ্যগণ পশ্চিম দিক্ এবং রৌদ্র-(রুদ্র) গণ উত্তর দিক্ লইয়াছিলেন। এই যে প্রাচীন বংশ করা হয়, ইহাতে যজমান (যাগকর্ত্তা) দেবলোকেই উপস্থিত হন।” এই বাক্যের এই যে “প্রাচীং দেবাঃ” ইত্যাদি দিগ্ভিভাগবাক্য, ইহা বিধি কি অনুবাদ? যদি বিধি হয়, তাহা হইলে ইহা কি মমুখ্যধর্ম্ম অর্থাৎ লৌকিক কর্ম্মের অঙ্গ অথবা ইহা কর্ম্মধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ? যদি মমুখ্যধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কি

অন্তঃক্রতু (যজ্ঞমধ্যবর্তী) মনুষ্যপ্রধান কর্ণে ইহার স্থান অথবা বহিঃক্রতু আতিথ্য প্রভৃতি কর্ণে ইহার অনুষ্ঠান—ইহাই সংশয়।

ইহাতে সূত্রকার বলিতেছেন “দ্বিধিভাগশ্চ তদ্বৎ”—এই দ্বিধিভাগও নিবীতাধিকরণের স্তায় বুঝিতে হইবে অর্থাৎ নিবীতাধিকরণে যেভাবে পূর্বপক্ষাদি হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে এবং এ স্থলেও সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে অর্থাৎ দ্বিধিভাগ অর্থবাদ হইবে। কারণ, “সম্বন্ধস্ত অর্থহেতুত্বাৎ”—পশ্চিম দিকের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ প্রয়োজন বশতঃ স্বভাবতই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, মনুষ্যগণ নিশাবসানে পূর্বাহ্নেই স্ব স্ব কর্ণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আর তৎকালে পূর্বদিকে দিবাকর উদিত হইতে থাকেন বলিয়া আতপতাপ পরিহার করিবার নিমিত্ত লোকে সাধারণতঃ সূর্যের দিকে পিছন করিয়া থাকে। এই জন্ত তাহাদিগকে পশ্চিমাভিমুখ হইতে হয়। সূত্রকার মনুষ্যগণের যে পশ্চিমদিক্ সম্বন্ধ, তাহা এই ভাবে প্রয়োজনবশতঃ স্বতঃপ্রাপ্ত বলিয়া তাহা বিধেয় হইতে পারে না। আবার প্রাচীনবংশ নামক মণ্ডপের যে বিধি আছে, ইহা তৎসমীপেই পঠিত হইয়াছে। এই কারণে ইহা তাহারই অর্থবাদ।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উক্ত “প্রাচীন দেবাঃ” ইত্যাদি ঋতিবাক্যের “প্রাচীনাঃ মনুষ্যাঃ” এই অংশটি লইয়াই উহা বিধি কি অর্থবাদ, এই বিচারের প্রবৃত্তি হইয়াছে। কারণ, পূর্ব উত্তর এবং দক্ষিণ এই তিনটি দিক্ যথাক্রমে দেবগণের এবং পিতৃগণের জন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। আর দেবগণের এবং পিতৃগণের কর্ণে অধিকার নাই বলিয়া (যেহেতু কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমী মনুষ্যই বেদবিহিত কর্ণের অধিকারী, ইহা অগ্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদে বর্ণিত হইবে) উক্ত ঋতিটির পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ দিক্ বিষয়ক অংশ লইয়া বিচার করা হয় নাই। ইতি ২য় দিগ্‌বিভাগাদিকরণ।

পরুষি দিতপূর্ণস্বতবিদগ্ধঃ চ তদ্বৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পরুষি দিতপূর্ণ-স্বত-বিদগ্ধঃ চ”—“পরুষি দিতঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত এবং স্ত্রীবাচক বাক্যোক্ত দিত, পূর্ণ, স্বত, বিদগ্ধ এবং শূতও, “তদ্বৎ”—তাহার স্তায় অর্থাৎ নিবীতাধিকরণের স্তায়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে।

“যৎ পুরুষি দিতং তদেবানাম্, যদন্তরা তন্নমুখ্যাণাম্, যৎ সমূলং তৎ পিতৃণাম্” (তৈঃ
ব্রাঃ—১।৬।৮) অর্থাৎ “দর্ভকে (কুশকে) যে প্রথম পর্কের (পাবে অর্থাৎ গাঁটে)
কাটা হয় তাহা দেবগণের জন্ত, মূল ও প্রথম পর্কের মধ্যে যে কাটা হয় তাহা
পিতৃগণের হয়।” এইরূপ “যো বিদধ্বঃ স নৈশ্বতঃ। যোহশ্বতঃ স রৌদ্রঃ।
যঃ শ্বতঃ স দেবত্যাঃ। তন্মাদবিদহতা শ্রণয়িতব্যং সদেবত্বায়” (তৈঃ সং—
২।৬।৩) অর্থাৎ “যাহা বিদধ্ব—অতি পক (অথবা পোড়া দাগ ধরা) তাহা
নিশ্বতির, যাহা অশ্বত—অপক তাহা রৌদ্র—কুজের। এই কারণে বিদধ্ব না
করিয়া এবং অশ্বত (অপক) না করিয়া (পুরোডাশ) পাক করিবে।” এইরূপ
জ্যোতিষ্টোমেও উক্ত হইয়াছে “যৎ পূর্ণং তন্নমুখ্যাণাম্” অর্থাৎ “যাহা পূর্ণ
তাহা মনুষ্যাগণের।” এইরূপ “যুতং দেবানাম্, মন্ত পিতৃণাম্, নিম্পকং
মনুষ্যাণাম্” অর্থাৎ “যুত দেবগণের জন্ত, মন্ত (দধির মণ্ড—সদ) পিতৃগণের
জন্ত এবং এবং নিম্পক (অল্প গলা ননী) মনুষ্যাগণের জন্ত।” এই বাক্যগুলিতে
যে যথাক্রমে “যদন্তরা তন্নমুখ্যাণাম্” “যোহশ্বতঃ স রৌদ্রঃ”, “যৎপূর্ণং তন্নমুখ্যাণাম্”
এবং “নিম্পকং মনুষ্যাণাম্” এই অংশগুলি আছে তাহা কি মনুষ্যোদ্দেশক কর্ত্ত্বের
ধর্মের অর্থাৎ অঙ্গের বিধি অথবা ঐগুলি অনুবাদ ইহাই সংশয়।

ইহাতে সূত্রকার বলিতেছেন, “পুরুষি দিতং পূর্ণযুতবিদধ্বং চ তৎ” —এইগুলিও
“তৎ” অর্থাৎ নিবীতাদিকরণের আয়। নিবীতাদিকরণে যে ভাবে পূর্বপক
হইয়াছিল, এইগুলির সহক্ষেপে ঠিক সেই ভাবে পূর্বপক হইবে এবং তথাক
যেভাবে যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, এস্থলেও সেই ভাবে সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে
অর্থাৎ নিবীতবাক্য যেমন অর্থবাদ, এইগুলিও সেইরূপ অর্থবাদ। এস্থলে “যৎ
পুরুষি দিতং” ইত্যাদি বাক্যটি অর্থবাদ; কারণ, বর্হির যে সমূল ছেদন বিহিত
হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহারই স্ততি বুঝাইতেছে। এইরূপ, “যো বিদধ্বঃ” ইত্যাদি
বাক্যটিও অর্থবাদ; কারণ, পুরোডাশের যে যথোচিত পাক বিহিত হইয়াছে,
উহার দ্বারা তাহারই প্রশংসা করা হইয়াছে। এইরূপ “যৎ পূর্ণং তন্নমুখ্যাণাম্”
এই বাক্যটিও স্ততিবাদ; যে হেতু “অর্দ্ধ উপমস্থতি” এই বাক্যে পাত্রের অধোভাগ-
রূপ অর্দ্ধাংশের দ্বারা পরিমিত দ্রব্ধে মস্থন কর্তব্য বলিয়া যে অর্দ্ধ বিধেয়, উহার
দ্বারা তাহারই প্রশংসা করা হইয়াছে। এইরূপ “যুতং দেবানাম্” ইত্যাদি বাক্যের
“নিম্পকং মনুষ্যাণাম্” এই অংশটিও অর্থবাদ; কারণ, উহার দ্বারা অভ্যঙ্গ কর্ত্ত্ব যে
নবনীত বিহিত হইয়াছে, তাহারই প্রশংসা করা হইয়াছে। ইতি ৩য় ‘পুরুষি দিতং’
অধিকরণ।

অকস্মৎ ক্রতুসংযুক্তং সংযোগান্নিত্যানুবাদঃ স্মৃৎ ॥১২॥ (পূঃ)

অস্মন্নার্থ। “ক্রতুসংযুক্তং অকস্মৎ”—ক্রতুসংযুক্ত অর্থাৎ ক্রতু-প্রকরণে পঠিত অকস্মৎ অর্থাৎ ‘ন অন্তঃ বদেৎ’ ইত্যাদি নিষেধ বাক্য, “নিত্যানুবাদঃ স্মৃৎ”—নিত্যানুবাদ হইবে, “সংযোগাৎ”—যে হেতু তাহার সংযোগ অর্থাৎ বচনান্তর থাকায় প্রাপ্তি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দশপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে “নান্তঃ বদেৎ” (তৈঃ সঃ—৬।১।১) অর্থাৎ “অনুত (মিথ্যা কথা) বলিবে না”। এই যে নিষেধ—ইহা কি প্রকরণ অনুসারে ক্রত্বর্থ অর্থাৎ দশপূর্ণমাস প্রকরণের কর্ত্ত্বের অঙ্গ, অথবা ইহা পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষধর্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা পুরুষার্থ—এই যে নিষেধ ইহা পুরুষধর্মরূপে বিহিত হইয়া থাকে। কারণ, “অনুতঃ ন বদেৎ” ইহার অর্থ “যৎ পুরুষার্থমনুতবদনং তৎ ন কুর্য্যাৎ” অর্থাৎ ‘পুরুষার্থে যে অনুতবদন (মিথ্যা কথা বলা) তাহা করিবে না।’ এস্থলে অনুতবদন নিষিদ্ধ হওয়ায় অনুতবদন উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী ; কারণ, বাহার নিষেধ হয়, তাহাই সেই নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। আর নিষেধের প্রতিযোগী এই যে অনুতবদন ইহা পুরুষের (মনুষ্যের) ধর্ম বলিয়া ইহার যে নিষেধ, তাহাও পুরুষধর্মরূপেই বিহিত হইবে। যে হেতু, ‘বদেৎ’ এস্থলে যে আখ্যাত আছে, তাহা কর্ত্তার বাচক ; কারণ, আখ্যাত হইতে কর্ত্তাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর বাহা হইতে বাহা নিয়মিতভাবে প্রতীত হয়, তাহাই তাহার বাচক হইয়া থাকে। ‘স্মৃতরাং বদেৎ’ এই পদের আখ্যাতাংশটি যদি কর্ত্তার বাচক হয়, তাহা হইলে উহার যে প্রকৃত্যর্থ বদন অর্থাৎ বলা (বদেৎ এস্থলে ‘বদ’ ধাতুটি প্রকৃতি এবং ‘বাৎ’ প্রত্যয়টি আখ্যাত ; উভয়ে মিলিয়া ‘বদেৎ’ এই একটি পদ হইয়াছে) তাহাকে পুরুষেরই ধর্ম বলা উচিত। যে হেতু, শাব্দিকগণ বলেন—“প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থঃ সহ ক্রতঃ, তয়োস্ত প্রত্যয়ঃ প্রাধান্তেন” অর্থাৎ ‘প্রকৃতি এবং প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়া প্রত্যয়ের অর্থই প্রকাশ করে আর উহাদের দুইটির মধ্যে প্রত্যয় প্রাধান্ত সহকারে স্বার্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রত্যয়ই প্রধান হয় আর প্রকৃত্যর্থ তাহার গুণভূত হইয়া থাকে।’ স্মৃতরাং বদন (কথন) যখন পুরুষের ধর্ম, তখন সেই বদনের যে নিষেধ, তাহাও যুক্তি অনুসারে পুরুষার্থ—পুরুষধর্মই হইবে—

কিন্তু উহা ক্রত্বর্থ—ক্রতুর ধর্ম (অঙ্গ) হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে মিথ্যা বদন পুরুষধর্ম এবং তাহার নিষেধ ক্রত্বধর্ম হয় বলিয়া পরস্পর ভিন্নবিষয়ই হইয়া পড়ে। আর নিষেধ যদি নিষেধের সমানবিষয়ক না হয়—উভয়ের বিষয় যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বাধ্যবাধকতাব হইতে পারে না বলিয়া এই নিষেধের দ্বারা মিথ্যাবদনের নিষেধই হইতে পারে না ; কারণ, ক্রতুমধ্যে মিথ্যাবদনের প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তিই নাই। আর যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহার নিষেধ হইতে পারে না। অতএব দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া এই নিষেধটি যে প্রকরণ অনুসারে ক্রত্বর্থ হইবে, তাহা হইতে পারিবে না, কিন্তু এস্থলে পুরুষবাচক আখ্যাত ঋতির দ্বারা প্রকরণের বাধই হইবে; আর তাহা হইলে উহা পুরুষার্থ হইয়া যে কোনও স্থলে যে মিথ্যা বদন, তাহারই নিষেধ বুঝাইবে; কিন্তু কেবলমাত্র ক্রতুমধ্যে মিথ্যাভাষণের নিষেধ বুঝাইবে না। যদি বলা হয়, এই যে অন্তবদননিষেধ ইহা উপনয়নকালে স্মৃতিবিহিত, কারণ, উপনয়নের সময় স্মৃতি অনুসারে মাণবকে মিথ্যা বলিতে নিষেধ করা হয়। স্মৃত্যং পরবর্তী কালে ক্রতুমধ্যে ইহা পুনরায় কিরূপে বিধি হইতে পারে? কারণ, অপ্ৰাপ্তেরই বিধি হয়। কিন্তু ইহা উপনয়নকাল হইতে প্রাপ্ত বলিয়া পুনরায় ইহার বিধি হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব, উপনয়নকালে মিথ্যাভাষণ নিষেধের যে স্মৃতি এই ঋতিকেই তাহার মূল বলা হউক। কিন্তু স্মৃতির প্রামাণ্যের জ্ঞাত ঋতিকে অনুবাদী বলা সম্ভব হয় না। যে হেতু, ঋতিমূলতা হেতুই স্মৃতি প্রমাণ। এই জ্ঞাত ক্রীমৎ কুমারিন ভট্টপাদ অত্রত্য তত্ত্ববাস্তিকমধ্যে বলিয়াছেন—

“সর্বা তাবৎ স্মৃতিনিত্যং ঋতিমূলপ্রমাণিকা।

তেন স্মৃত্যর্থ-বাচিহ্নান্নুবাদো ভবেদসৌ।”

অর্থাৎ সমস্ত স্মৃতিই যখন ঋতিকে মূলরূপে কল্পনা করিয়া প্রমাণ হইয়া থাকে, তখন এই ঋতিবাক্যটি স্মৃতিবিহিত অর্থেরই বোধক বলিয়া ইহা যে অনুবাদ হইবে, তাহা হইতে পারে না। আরও, এই ঋতিবাক্যটিকে অনুবাদ বলিলে দুইটি প্রমাণহীন বিষয়ের আশ্রয় করিতে হয়—স্মৃতিবচনের মূলীভূত এই ঋতিটিকে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং উক্ত স্মৃতির প্রামাণ্যের জ্ঞাত তাহার মূলীভূত অপর একটি ঋতি কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঋতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ভাবে অপ্ৰামাণিক বিষয় আশ্রয় করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব এই যে অন্তবদননিষেধ, ইহা পুরুষার্থ। ইতি প্রথম পূর্বপক্ষ।

ইহার উত্তরে অপর এক পক্ষ বলিতেছেন, এই যে ‘অনৃতবদননিষেধ’ ইহা যে শুদ্ধ পুরুষার্থ—পুরুষধর্ম, তাহা নহে; কিন্তু ইহাকে ক্রতুযুক্ত পুরুষের ধর্ম বলা উচিত, কারণ, ইহাতে ঋতি ও প্রকরণ উভয়েরই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে। আর প্রথম পূর্বপক্ষবাদী যে এই ঋতিবাক্যটিকে উপনয়নকালীন মিথ্যাভাষণনিষেধের মূল বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। কারণ, স্মৃতি এবং ঋতি যদি সমানবিষয়ক হয়, তাহা হইলে সেই ঋতিকে সেই স্মৃতির মূল বলা যায়। এখানে এই যে অনৃতবদননিষেধবিষয়ক ঋতি আর যে উপনয়নকালীন মিথ্যাভাষণপ্রতিষেধ স্মৃতি তাহা সমানবিষয়ক নহে। যে হেতু, উপনয়নকালীন মিথ্যাভাষণনিষেধবিষয়ক স্মৃতি বলিতেছেন, উপনয়নের সময় হইতে মরণ পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। আর দর্শপূর্ণমাস প্রকরণের “নানৃতং বদেৎ” এই যে ঋতি—ইহার অর্থ ক্রতুমধ্যে মিথ্যা বলিবে না। সুতরাং এই ঋতিবাক্যটি উক্ত স্মৃতির মূল হইতে পারে না। আর ইহা যদি উক্ত স্মৃতির মূল না হয়, তাহা হইলে ইহাকে অনুবাদই বলিতে হয়। কারণ, উপনয়নকাল হইতে মরণ পর্যন্ত মিথ্যাভাষণ স্মার্ত্ত প্রতিষেধের বিষয় হইলে ক্রতুমধ্যগত যে মিথ্যাবদন, তাহাও উহারই মধ্যে পড়িয়া যায় বলিয়া উক্ত ঋতিবাক্যটি প্রাপ্তবিষয়ক হওয়ায় অনুবাদীই হইতেছে। এই কারণে ইহা ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থ হইলেও অনুবাদ। ইতি দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

ইহার উত্তরে অপর পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “অকর্ম্ম ক্রতুসংযুক্তং নিত্যানুবাদঃ স্মৃতিঃ”—এই যে অকর্ম্ম অর্থাৎ ক্রতুপ্রকরণ-পাঠিত অনৃতবদন নিষেধ, ইহা নিত্যানুবাদ। আর ইহা যে ক্রতুযুক্ত পুরুষের ধর্ম তাহাও নহে, কিন্তু ইহা প্রকরণ অনুসারে ক্রতুধর্ম—ক্রত্বর্থ। কারণ, পুরুষ স্বার্থের জন্য—অনর্থ পরিহারের নিমিত্ত অনৃত পরিভ্যাগ করিয়া থাকে। আর, যজ্ঞে যে অনৃতপরিহার, তাহাও প্রবাজাদির দ্বারা ক্রতুমধ্যে প্রকরণানুসারেই প্রাপ্ত। আর উহা প্রসঙ্গসিদ্ধ; যেহেতু, পুরুষকে বাদ দিলে যজ্ঞে মিথ্যাভাষণ সম্ভব হয় না। কারণ, পুরুষকে দ্বার করিয়াই মিথ্যাভাষণ যজ্ঞে প্রসক্ত হইতে পারে, যে হেতু উহা পুরুষেরই ধর্ম। আর পুরুষের পক্ষেই মিথ্যাকথন নিষিদ্ধ। অতএব ইহা ক্রত্বর্থ হইলেও বিধি নহে কিন্তু নিত্যানুবাদ; কারণ, “সংযোগাৎ”—উপনয়ন কালীন স্মৃতি হইতেই ইহার প্রাপ্তি হইতেছে। ইতি তৃতীয় পূর্বপক্ষ।

বিধির্বা সংযোগান্তরাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিধিঃ”—দর্শপূর্ণমাস প্রকরণের যে অনৃতবদন

নিবেধ তাহা বিধি, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “সংযোগান্তরাৎ”—যেহেতু—
সংযোগান্তর অর্থাৎ সম্বন্ধান্তর রহিয়াছে অর্থাৎ ক্রতুর সহিত সম্বন্ধ
রহিয়াছে। অথবা সংযোগান্তর অর্থাৎ পুরুষার্থ স্মার্ত্ত বিধি হইতে ভিন্ন
ক্রত্বর্থ বাক্যান্তর অর্থাৎ বিধান্তর রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
“বিধিবা”—এই যে অনুভবদাননিবেধ ইহা বিধি ; কারণ, “সংযোগান্তরাৎ”—এস্থলে
অত্র প্রকার সংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্য রহিয়াছে। স্মৃতিবাক্যে যে নিবেধবিধি তাহা
“সত্যই বলিবে, অনুভব বলিবে না” এই প্রকার ; আর তাহা পুরুষার্থ—তাহার অঙ্গথা
করিলে পুরুষের প্রত্যবায় হইবে। আর এস্থলে এই যে নিবেধ বাক্য, ইহা পালন
না করিলে ক্রতুর বৈগুণ্য হইবে। আর পুরুষের প্রত্যবায় হওয়া আলাদা ব্যাপার
এবং ক্রতুর বৈগুণ্য অর্থাৎ অঙ্গহানি হওয়া আলাদা বিষয়। যেমন কলঞ্জভক্ষণ নিষিদ্ধ
বলিয়া যে অবস্থাতেই কলঞ্জ ভক্ষণ করা হউক না কেন, তাহাতে প্রত্যবায়ই হইবে ;
সুতরাং ক্রতুমধ্যবর্তী হইয়া কেহ যদি কলঞ্জভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহাতে
সেই ব্যক্তির প্রত্যবায় হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে ক্রতুর কোনও বৈগুণ্য অর্থাৎ
অঙ্গহানি হইবে না ; কারণ, ক্রতুর অমুষ্ঠান যে ভাবে কর্তব্য বলিয়া ঋতিমধ্যে
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক সেই ভাবে অমুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ক্রতুর
বৈগুণ্যের কোনও কারণই নাই, সুতরাং ক্রতুর ফলেরও ন্যূনতা হইতে পারে না।
তবে নিষিদ্ধ কলঞ্জভক্ষণের নিমিত্ত তাহার স্বতন্ত্র প্রত্যবায় হইবে এই মাত্র।
এই অত্র শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ অত্রত্য তত্ত্ববাস্তিকমধ্যে বলিয়াছেন—

“যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঞ্জাদীনি ভক্ষয়েৎ।

ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথোচোদিতসিদ্ধিতঃ।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রতুমধ্যবর্তী হইয়া কলঞ্জাদি (নিষিদ্ধ দ্রব্য) ভক্ষণ করে,
তথায় তাহার সেই ক্রতুর কোনও বৈগুণ্য হইবে না, কারণ, যেমন ভাবে তাহার
উপদেশ আছে সেই ভাবে তাহার অমুষ্ঠান হইলেই সিদ্ধি হইবে।

পক্ষান্তরে যে নিবেধ ক্রত্বর্থ তাহা যদি ক্রতুমধ্যে পরিপালিত না হয়, তাহা হইলে
তন্নিমিত্ত ক্রতুর বৈগুণ্য হইবে। এ স্থলে “নানুভবং বদেৎ” এই যে নিবেধ ইহা
যদি কেবল পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে ক্রতুমধ্যে মিথ্যা বলিলেও ক্রতুর কোনও
বৈগুণ্য হইবে না। তবে নিষিদ্ধ মিথ্যাভাষণজনিত স্বতন্ত্র প্রত্যবায় হইবে এই

মাত্র; কিন্তু ইহা একরূপ নহে অর্থাৎ ক্রতুমধ্যে মিথ্যা বলিলে যে ক্রতুর বৈগুণ্য হইবে না তাহা নহে। এই কারণে ইহাকে ক্রত্বর্থ বিধিই বলিতে হয়।

যদি বলা হয়, ক্রত্বর্থ বিধি না বলিয়া ক্রতুযুক্ত পুরুষার্থ বলা হউক না কেন, তাহা হইলে বলিব, পুরুষ যদি আখ্যাতবাচ্য হইত, তাহা হইলে ইহাকে ক্রতুযুক্ত পুরুষার্থ বলা যাইত। কিন্তু পুরুষ আখ্যাতবাচ্য নহে, কিন্তু 'ভাবনা'ই আখ্যাতবাচ্য, আর কর্তা ব্যতীত ভাবনা উপপন্ন হয় না বলিয়া কর্তা আক্ষেপ-লভ্য—অর্থাপত্তিসিদ্ধ। আর যাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ, তাহা শব্দের অর্থ হইতে পারে না। যেহেতু, শাব্দিকগণ বলেন “অনন্তলভ্যঃ শব্দার্থঃ”—শব্দের অর্থ অন্ত লভ্য নহে অর্থাৎ শক্তি বা লক্ষণা ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা বোধ্য নহে। সুতরাং কর্তা আখ্যাতবাচ্য নহে বলিয়া “নানৃতং বদেৎ” এস্থলে অনৃতবদনের পুরুষার্থতা আখ্যাত ক্রতির দ্বারা বোধিত হয় না। আর আখ্যাত ক্রতির দ্বারা যদি অনৃতবদনের পুরুষার্থতা বোধিত না হয়, তাহা হইলে উহার নিষেধও পুরুষার্থ হইবে না। আর অনৃতবদনের নিষেধ যদি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে “নানৃতং বদেৎ” এই নিষেধটি দর্শপূর্ণমাস ক্রতুর প্রকরণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উহা সেই ক্রতুরই ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রত্বর্থই হইবে, যেহেতু, এস্থলে প্রকরণকে বাধা দিবার কেহই নাই; কারণ, আখ্যাতক্রতি কর্তারও বাচক নহে এবং ক্রতুসম্বন্ধেরও বোধক নহে বলিয়া তাহা হইতে উহার পুরুষার্থতা বা ক্রত্বর্থতা কিছুই বুঝাইতেছে না। অতএব “নানৃতং বদেৎ” এই নিষেধটি অন্তবাদ নহে, কিন্তু বিধি এবং উহা শুদ্ধ ক্রত্বর্থ। যে হেতু এস্থলে পর্য্যাদাস বশত ‘অননৃত বলিবে’ এই প্রকার অর্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহা নিয়মাদৃষ্টের হেতু হয়।

এই অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, অনৃতবদন যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে ক্রতুর বৈগুণ্য হইবে না কিন্তু পুরুষেরই প্রত্যাবায় হইবে। আর তৎ-পরিহারকল্পে স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আর উহা যদি ক্রত্বর্থ হয়, তাহা হইলে ক্রতুর মধ্যে উহার অপালন হইলে ক্রতুর বৈগুণ্য হইবে এবং তাহার পরিহারের জন্য যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠের, বাহ্য ক্রতুগামী হইয়া ক্রতুর বৈগুণ্যের সমাধান করিবে। ইতি ৪র্থ কল্পাধিকরণ (অনৃতবদননিষেধের ক্রত্ব-ধর্ম্মতা অধিকরণ)।

অহীনবৎ পুরুষস্তদর্থত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অহীনবৎ”—অহীনের ত্রায় অর্থাৎ “দ্বাদশ

অহীনশ্চ” এই প্রতিবাক্যে দ্বাদশোপসত্তার অহীনের ধর্মের শ্রায়, “পুরুষঃ”—পুরুষের ধর্ম, “তদর্থজ্ঞাৎ”—যেহেতু (বাক্য অনুসারে) ইহার পুরুষার্থতা বোধিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে দশপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে “জঞ্জভ্যমানোহনুক্রয়াম্মি দক্ষকৃত্” অর্থাৎ “জঞ্জভ্যমান হইয়া ‘ম্মি দক্ষকৃত্’ ইত্যাদি মন্ত্রটি বলিবে”। যে ব্যক্তি গাভ্র বিনামিত করিয়া (আলশ্র তুলিয়া, গা ভাঙ্গিয়া) মুখবিস্তার করে, তাহাকে জঞ্জভ্যমান বলে। এই যে জঞ্জভ্যমান পুরুষের মন্ত্রপাঠ—ইহা কি পুরুষার্থ অথবা ক্রত্বার্থ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অহীনবৎ পুরুষঃ”—অহীনের শ্রায় পুরুষার্থ অর্থাৎ পূর্বে অহীনাধিকরণে (৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৮ম অধিকরণে ১৫-১৬ সূত্রে) যেমন ‘অহীন’ এই শব্দটি আছে বলিয়া বাক্য অনুসারে ‘দ্বাদশ উপসদের’ প্রকরণ বিচ্ছেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও ইহার প্রকরণ বিচ্ছেদ হইবে অর্থাৎ ইহা প্রকরণ অনুসারে ক্রত্বার্থ হইবে না কিন্তু বাক্য অনুসারে পুরুষার্থই হইবে বলিয়া ক্রতু-প্রকরণ হইতে ইহার উৎকর্ষ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

প্রকরণবিশেষাদ্ বা তদ্ব্যুক্তশ্চ সংস্কারো দ্রব্যবৎ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রকরণবিশেষাৎ”—এ স্থানে প্রকরণরূপ বিশেষ রহিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ এখানে প্রকরণের বিনিয়োগ প্রবাজাদির শ্রায় অবিশেষ অর্থাৎ এক রকম বলিয়া ইহা ক্রত্বার্থ, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “তদ্ব্যুক্তশ্চ সংস্কারঃ”—ইহা তদ্ব্যুক্ত অর্থাৎ ক্রত্ব্যুক্ত যে পুরুষ তাহারই সংস্কার, “দ্রব্যবৎ”—ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের শ্রায়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ক্রতু-প্রকরণ হইতে উহার উৎকর্ষ হইবে না; কারণ, “প্রকরণবিশেষাৎ”—প্রবাজ প্রভৃতি যেমন প্রকরণবলে দশপূর্ণমাসের অঙ্গ হয়, এ স্থলেও সেইরূপ প্রকরণের বিনিয়োজকতা রহিয়াছে। এই কারণে প্রকরণরূপ বিশেষ থাকায় ইহার উৎকর্ষ হইতে পারে না। যদি বলা হয় “জঞ্জভ্যমানঃ” ইত্যাদি

বচনে বাক্য অনুসারে পুরুষেরই প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়া এবং বাক্য প্রকরণ অপেক্ষা বলবৎ বলিয়া বাক্যের দ্বারা প্রকরণের বাধাই হইবে; সুতরাং উহার উৎকর্ষ হইবে। তাহা হইলে বলিব “তদ্ব্যুক্তস্ত সংস্কারো দ্রব্যবৎ”—এখানে বাক্য ও প্রকরণের যদি বিরোধ থাকিত, বাক্যের দ্বারা প্রকরণ বাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এ স্থলে বাক্য ও প্রকরণের যখন বিরোধ নাই, তখন প্রকরণের বাধা হইবে কেন? কারণ, ক্রতুমধ্যেও “জঞ্জভ্যমান” পুরুষ থাকিতে পারে। সুতরাং “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” ইত্যাদি স্থলে যেমন ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের প্রোক্ষণাদি সংস্কার বিষয়ে বাক্য ও প্রকরণের বিরোধ নাই, সেইরূপ এ স্থলেও বাক্য এবং প্রকরণের বিরোধ নাই বলিয়া ইহা ক্রতুযুক্ত পুরুষের সংস্কার হইবে অর্থাৎ ক্রতুবৃত্ত পুরুষের ধর্ম হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ব্যপদেশাদপক্কয্যেত ॥ ১৬ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “ব্যপদেশাৎ”—ব্যপদেশ অর্থাৎ পৃথক্ উল্লেখ আছে বলিয়া, “অপক্কয্যতে”—অপকর্ষ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, ‘অহীনের যে দ্বাদশোপপত্তা’ তাহারই বা প্রকরণ বাধ পূর্বক অপকর্ষ হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব “ব্যপদেশাৎ অপক্কয্যতে”—তথায় ব্যপদেশ অর্থাৎ পৃথক্ উল্লেখ আছে; “তিস্র এব সাহস্র উপসদঃ দ্বাদশ অহীনস্ত” এই বাক্যে সাহস্র (একাহের) তিনটি উপসং আর অহীনের দ্বাদশটি উপসং এই ভাবে পৃথক্ উল্লেখ আছে বলিয়া প্রকরণ হইতে অপকর্ষ হইবে। ইতি মে জঞ্জভ্যমানাধিকরণ।

শংযৌ চ সর্বপরিদানাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “শংযৌ চ”—‘শংযু’ এই শব্দ দিয়া উপক্রান্ত বাক্যে (যে অবগোরণ প্রভৃতির প্রতিষেধ তাহারও প্রকরণ হইতে অপকর্ষ হইবে), “সর্বপরিদানাৎ”—সকল অবস্থায় অবস্থিত পুরুষেরই পরি অর্থাৎ নরক পরিহারের জন্ত দান (দো + অনট্) অর্থাৎ অবগোরণ প্রভৃতির খণ্ডন অর্থাৎ নিষেধ আছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দশপূর্ণমাস প্রকরণে “দেবা বৈ শংযুঃ বার্ষপত্যমক্রবন্ হব্যং নো বহ” এই বাক্যের পর “তেহক্রবন্ যো ব্রাহ্মণ্যাব-
গুরেং তং শতেন যাতয়াং যো নিহনং তং সহস্রেন যাতয়াং” ইত্যাদি
(তৈঃ সং—২।৬।১০) বাক্য পঠিত হইয়াছে। এ স্থলে এই যে অবগোরণ নিবেদ,
ইহা কি দশপূর্ণমাস সম্বন্ধীয় অথবা পুরুষ সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ ইহা কি ক্রত্বর্থ অথবা
পুরুষার্থ ইহাই সন্দেহ)। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এই যে অবগোরণ নিবেদ,
ইহা পূর্বাদিকরণোক্ত বিষয়ের জ্ঞান দর্শপূর্ণমাসেরই ধর্ম—অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসেরই
মধ্যে সেই ক্রতুসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণকে অবগোরণাদি করিবে না—ইহাই এ বাক্যে
বলা হইয়াছে। এইরূপ বলিলে প্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এই যে ব্রাহ্মণ্যাবগোরণ নিবেদ, ইহার উৎ-
কর্ষ হইবে অর্থাৎ ইহা পুরুষার্থ হইবে। কারণ, “যো বিপ্রায়াবগুরেং তং শতেন
যাতয়াং” এই স্থলে “হেতুহেতুমতোলিঙ,” এই সূত্র অনুসারে লিঙ্ বিভক্তি হইয়াছে
বলিয়া ইহার মধ্যে একটি হেতু অর্থাৎ কারণ এবং অপরটি হেতুসং অর্থাৎ কার্য্য।
আর অবগোরণই শত যাতনার হেতু। এই জ্ঞান অবগোরণের অভাবও যাতনা
পরিহারের কারণ। আর ইহা পুরুষের কোনও সংস্কার নহে; কিন্তু নরক পরি-
হারের জ্ঞানই এই নিবেদ। এই কারণে ইহা অর্থাৎ নরক পরিহার সর্বাবস্থ পুরু-
ষেরই প্রয়োজন বলিয়া এই প্রতিবেদটিও পুরুষার্থ। ইতি ৬ষ্ঠ সর্বপরিদানাদিকরণ।

প্রাগপরোধানুলব্ধবাসসঃ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “নলবদ্বাসসঃ”—নলবদ্বাসা অর্থাৎ ব্রজস্থলা পত্নীর
(সহিত সংবাদ নিবেদ অর্থাৎ কথাবার্তা কহার যে নিবেদ, তাহাও পুরুষার্থ),
“প্রাগপরোধাৎ”—যে হেতু (কর্ম্মারম্ভের) পূর্ব হইতেই তাহাকে অবরুদ্ধ
অর্থাৎ যজ্ঞশালা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত হইয়াছে
“নলবদ্বাসসা ন সংবদেৎ” (তৈঃ সং—২।৫।১) অর্থাৎ “নলবদ্বাসা (ব্রজস্থলা)
পত্নীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। ইহা ক্রত্বর্থ কি পুরুষার্থ ইহাই সংশয়।
ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা যখন ক্রতু প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তখন ইহা
ক্রত্বর্থই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে “নলবদ্বাসা”র সহিত

সংবাদ নিষেধ, ইহাও পুরুষার্থ। কারণ, ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “পত্নি পত্নি এষ তে লোকঃ” এই বলিয়া যজ্ঞমানকে যজ্ঞমধ্যে পত্নীর সহিত সম্ভাষণ করিতে হয় কিন্তু ঋতি পুনরায় বলিতেছেন, “বশ্ত ব্রতোহহনি পত্নী অনালভুকা ভবতি তামপন্থ্য যজ্ঞেত” অর্থাৎ “কহু সধব্বীর ব্রতগ্রহণের দিনে পত্নী যদি অনালভুকা (অস্পৃশ্যা অর্থাৎ রজস্বলা) হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞশালা হইতে বহিস্কৃত করিয়া তবে যাগ আরম্ভ করিবে।” এই প্রকারে যজ্ঞের পূর্বেই রজস্বলা পত্নী বহিস্কৃত হওয়ায় যজ্ঞে তাহার প্রাপ্তি নাই। আর যজ্ঞে যাহার প্রাপ্তি নাই, তৎসম্বন্ধে যে নিষেধ, তাহা ক্রত্বর্গ হইতে পারে না। এই কারণে এতাদৃশ অবস্থায় পুরুষ যে পত্নীর সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা তাহার স্বাভাবিক রাগ (অনুরাগ) বশতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহার যে নিষেধ তাহা পুরুষার্থই হইবে। এই সমস্ত বিষয়গুলিই সূত্রের “প্রাগপরোধাৎ” এই অংশের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অন্নপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্নপ্রতিষেধাৎ চ”—অন্নপ্রতিষেধ আছে বলিয়াও (উহা ক্রত্বর্গ নহে, কিন্তু পুরুষার্থ)।

ভাষ্যভাবার্থ। মলবদ্বাসার সহিত সম্ভাষণ নিষেধ যে পুরুষার্থ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অন্নপ্রতিষেধাৎ চ”। এস্থলে অন্ন অর্থে সংসর্গ। ঋতি বলিতেছেন “নাস্তা অন্নমভ্যাং। অভ্যঞ্জনং বৈ জিহ্বা অন্নম্” অর্থাৎ “এই জীলোকের অন্ন অদন করিবে না। অভ্যঞ্জন অর্থাৎ সংসর্গই জীলোকের অন্ন।” এইরূপে ঋতি বলিতেছেন যে, রজস্বলা জ্ঞীর সংসর্গ করিবে না। আর দর্শপূর্ণ্যাস প্রকরণে জ্ঞীসংসর্গ করার প্রসঙ্গই নাই। এই কারণে ইহাকে প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ করিতে হয়। সুতরাং এই যে মলবদ্বাসার সহিত সংবাদ নিষেধ, ইহা পুরুষার্থই হইয়া থাকে। ইতি ৭ম সংবাদাধিকরণ।

অপ্রকরণে তু তদ্ব্যস্মন্ততো বিশেষাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপ্রকরণে তু”—অপ্রকরণে পঠিত অর্থাৎ অনারভ্যাদীত (স্ববর্ণধারণ প্রভৃতি), “তদ্ব্যস্মঃ”—তাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষের ধর্ম্ম বা পুরুষার্থ, “ততঃ বিশেষাৎ”—যে হেতু তাহা হইতে অর্থাৎ প্রকরণ-পঠিত হইতে ইহার বিশেষত্ব অর্থাৎ অনারভ্যাদীতস্বরূপ পার্থক্য আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অনারভ্যাবীত ঋতি, লিঙ্গ এবং বাক্য প্রকরণের সহিত সমবেত হইতে পারে কি না, তাহাই এইবারে আলোচিত হইবে। ঋতি-মধ্যে—“তস্যাং সুবর্ণা হিরণ্যং ভার্য্যং দুর্বর্ণোহস্ত ভাতৃব্যো ভবতি” (তৈঃ ব্রাঃ—২।২।৪) অর্থাৎ “অতএব সুবর্ণ অর্থাৎ শোভন বর্ণবিশিষ্ট হিরণ্য (স্বর্ণ) ধারণ করিবে, যে ব্যক্তি ইহা করে তাহার ভাতৃব্য অর্থাৎ শত্রু দুর্বর্ণ হয়” এই প্রকার যে সমস্ত অনারভ্যাবীত বিধি আছে, সেগুলি কি প্রকরণের ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রত্বর্থ অথবা পুরুষার্থ, ইহাই সংশয়। এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষকে দৃঢ় করিবার জন্ত প্রথমে সিদ্ধান্ত মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে “অপ্রকরণে তু তত্বর্ম্মঃ”—এই সমস্ত অনারভ্যগঠিত বিধিগুলি পুরুষার্থ। কারণ, “ততো বিশেষাৎ”—প্রকরণগঠিত বিধি অপেক্ষা ইহার বৈলক্ষ্য্য রহিয়াছে।

অদ্রব্যত্বাভূ শেষঃ শ্রাৎ ॥২১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অদ্রব্যত্বাৎ”—দ্রব্য এবং দেবতা নাই বলিয়া, “তু”—পক্ষগরিবর্তনসূচক, “শেষঃ শ্রাৎ”—(ঐ সমস্ত বিষয়গুলি) শেষ অর্থাৎ ক্রতুর অঙ্গ হইবে। (পূর্বপক্ষ)।*

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে পূর্বপক্ষী স্বমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন “শেষঃ শ্রাৎ”—এই যে সুবর্ণ হিরণ্যধারণ, ইহা শেষ অর্থাৎ ক্রতুশেষ অর্থাৎ ক্রতুর অঙ্গ—ক্রত্বর্থ হইবে। কারণ, “অদ্রব্যত্বাৎ”—এস্থলে দ্রব্য এবং দেবতাবাচক পদ নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং প্রধানবাগই ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার অঙ্গ হইতে ফল উৎপন্ন হয় না। এখানে দ্রব্য এবং দেবতার সম্বন্ধ উল্লেখ না থাকায় ইহা বাগ নহে বলিয়া ফল উৎপাদন করিতে পারে না। অথচ ইহাকে ব্যর্থও বলা চলে না। এই কারণে ইহার ফলসম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে ক্রতুর অঙ্গ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ বলা উচিত। আরও ভরণের দ্বারা অর্থাৎ ধারণের দ্বারা সুবর্ণ সংস্কৃত হয়। আর সেই সংস্কৃত সুবর্ণ যদি কোনও বাগের অঙ্গ

* এই শ্রুতির আকার এবং ব্যাখ্যা বিষয়ে ভাষ্যকার এবং বার্তিককারের মধ্যে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। বেদান্ত-দর্শনের পরিমলটীকার ৪র্থ শ্লোকে যেরূপ উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যও যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে “অদ্রব্যত্বাৎ” এই অংশটির স্থানে “অদ্রব্যদেবতত্বাৎ” এইরূপ পাঠ হয়। কিন্তু বার্তিককার বলেন, শ্লোকে এস্থলে ‘দেবতাগ্রহণ’ অনর্থক। অতএব “অদ্রব্যত্বাৎ” ইহাই বার্তিকসম্মত পাঠ।

হয়, তবেই তাহার সংস্কার সার্থক হয়। অন্তথা ফল-কল্পনা করিতে হয়। এই কারণে ইহা ক্রত্বর্থই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

বেদসংযোগাৎ ॥২২॥

অক্ষরার্থ। “বেদসংযোগাৎ”—বেদসংযোগ অর্থাৎ ‘আধ্বর্য্য’ এই প্রকার সমাখ্যাবুক্ত হওয়ায় যজুর্বেদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (ইহা ক্রত্বর্থ)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আরও বলিতেছেন—বাহা যজ্ঞের অঙ্গ তাহাই অধ্বর্য্য সম্পাদন করেন; আর এই কারণেই তাহাকে ‘আধ্বর্য্য’ বলা হয়। আর অধ্বর্য্যই সাজ দর্শপূর্ণমাসাদি কশ্মের সম্পাদনকর্ত্তা। আর ইহাও বখন ক্রিয়া, তখন ইহা অধ্বর্য্যই সম্পাদ্য বলিয়া ‘আধ্বর্য্য’ এই সমাখ্যায় অভিহিত হয়। এই কারণে ইহা ক্রত্ব অঙ্গ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ।

দ্রব্যসংযোগাচ্চ ॥২৩॥

অক্ষরার্থ। “দ্রব্যসংযোগাচ্চ”—দ্রব্যের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকায় (দ্রব্যের প্রাধান্য বোধিত হইতেছে বলিয়াও ইহা পুরুষার্থ নহে, কিন্তু ক্রত্বর্থ)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী স্বপক্ষে আরও যুক্তিনির্দেশ করিতেছেন “দ্রব্যসংযোগাচ্চ”। “সুবর্ণং ভাৰ্য্যং” এস্থলে ‘ভাৰ্য্যং’ এই পদে ‘ণ্যৎ’ প্রত্যয় রহিয়াছে। আর ‘ণ্যৎ’ প্রত্যয় কৰ্ম্মবাচ্যেই হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাতে কৰ্ম্মেরই প্রাধান্য বোধিত হইতেছে। আর হিরণ্যই কৰ্ম্ম হইতেছে। এই জন্য ইহাকে সংস্কারকৰ্ম্ম বলিতে হয়। সুতরাং “হিরণ্যং ভাৰ্য্যং” ইহার অর্থ উপবোধ্যমান (পরে বাহার উপযোগ অর্থাৎ ব্যবহার হইবে তাদৃশ) হিরণ্যকে ধারণের দ্বারা সংস্কারযুক্ত করিবে। অতএব ধারণই হিরণ্যের সংস্কার বলিয়া ধারণ-সংস্কৃত হিরণ্য যজ্ঞের অঙ্গই হইবে; অন্তথা হিরণ্যের সংস্কার ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে ইহা পুরুষার্থ নহে, কিন্তু ক্রত্বর্থ। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধাশ্র সংযোগবৎ ফলেন সম্বন্ধস্তস্মাৎ

কর্ম্মৈতিশায়নঃ ॥২৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শ্রাৎ অশ্র ফলেন সম্বন্ধঃ”—এতাদৃশ কর্ম্মের ফলের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, “বা”—পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থক, “সংযোগবৎ”—প্রজাপতিব্রতের ফল-সম্বন্ধের শ্রায়, “তস্মাৎ কর্ম্ম”—অতএব ইহা কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষার্থরূপ কর্ম্ম, “ঐতিশায়নঃ”—ইহা ঐতিশায়ন নামক আচার্য্যেরও অভিমত, ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাষ্যার্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী সম্মত স্থাপন করিবার জন্য বলিতেছেন “শ্রাদ্ বা অশ্র ফলেন সম্বন্ধঃ”—ইহার অর্থ এই যে, হিরণ্যধারণাদি কর্ম্ম তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ হইবে অর্থাৎ তাহা কাহারও অঙ্গ হইবে না। যেহেতু বাহ্য অঙ্গ, ফলের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ তাহা ফলজনক হয় না। ইহার উদাহরণ দিতেছেন “সংযোগবৎ”। প্রজাপতিব্রত নামক ব্রহ্মচারীর অমৃত্যের যে কর্ম্মবিশেষ, তাহা যেমন “এতাবতা হ এনসা বিযুক্তো ভবতি” অর্থাৎ “ইহার দ্বারা এই ব্যক্তি পাপযুক্ত হইবে” এই প্রকার অর্থবাদবোধিত ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; তাহা কাহারও অঙ্গ নহে, এবং কোনও বস্ত্র নহে বলিয়া পুরুষার্থ। এস্থলে যে স্তবর্ণ হিরণ্য ধারণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ “স্তবর্ণ এব ভবতি দুর্ব্বর্ণঃ অশ্র ভাতব্যঃ ভবতি” অর্থাৎ “সে শোভনবর্ণ যুক্ত হয়, তাহার শত্রু বিবর্ণ হইয়া যায়” এই আর্থবাদিক ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অথচ উহা অনারভ্যগঠিত বলিয়া কাহারও অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই এবং স্বয়ংও বাগম্বরূপ নহে। “তস্মাৎ কর্ম্ম”—অতএব ইহা পুরুষার্থ কর্ম্ম। কলকথা, ক্রতুতে ইহার কোনও উপযোগ নাই বলিয়া ইহা ক্রত্ব নহে। এই কারণে ইহাকে সংস্কার কর্ম্ম বলিয়া কোনও কর্ম্মের অঙ্গ বলা যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষের দ্বারা প্রার্থিত উক্ত ফলের হেতু বলিয়া ইহা পুরুষার্থ। যদি বলা হয় ইহা হইতে ইহার ক্রতুর প্রতি উপযোগ করনা করা হইবে অর্থাৎ ক্রতুর উপযোগী না হইলে সংস্কার্যতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অর্থাপত্তিবলে উহাকে ক্রতুরও উপযোগী বলিয়া কল্পনা করা হইবে। তাহা হইলে বলিব, ঐরূপ উক্তি যুক্তিসহ নহে; কারণ, উহাতে অশ্রোক্তাশ্রয় দোষ হয়; কারণ, ক্রতুর উপযোগী বলিয়া উহা সংস্কার্য হয় আর সংস্কার্য হইলে ক্রতুর উপযোগী হয়। এইরূপে অশ্রোক্তাশ্রয় হইয়া থাকে। অতএব হিরণ্য-ধারণবিধি পুরুষার্থ। ইতি ৮ম হিরণ্যধারণাধিকরণ।

শেষোহপ্রকরণেহবিশেষাৎ সর্বকৰ্মণাম্ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অপ্রকরণে শেষঃ”—অপ্রকরণে স্থিত শেষ অর্থাৎ যাহা অঙ্গকর্ম্য বটে কিন্তু কাহারও প্রকরণে পঠিত নহে তাহা, “সর্বকর্মণাম্”—সকল কর্মেরই অঙ্গ হইবে, “অবিশেষাৎ”—যেহেতু তাহার বিশেষ নাই অর্থাৎ কোন একটি স্বতন্ত্র কর্মেরই শেষ হইবে এরূপ বিশেষ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে—“যেন কর্মণা ঐংসে তত্র জয়াম্ জুহুয়াং রাষ্ট্রভূতো জুহোতি অভ্যাতানান্ জুহোতি” (তৈঃ সং—৩:৪৮৬) এই অত্মা-রভাপঠিত বাক্যটি রহিয়াছে। এই বাক্যে বুদ্ধি কামনার উদ্দেশে যে ‘জয়া’ নামক হোমের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা কি লৌকিক কৃষি প্রভৃতি কর্ম এবং বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম সকলেরই অঙ্গ অথবা তাহা কেবল বৈদিক কর্মেরই অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অপ্রকরণে শেষঃ সর্বকর্মণাম্”—এই যে শেষ অর্থাৎ অঙ্গকর্ম্য—যাহা কোনও কর্মের প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তাহা লৌকিক এবং বৈদিক সকল কর্মেরই অঙ্গ হইবে। কারণ, “অবিশেষাৎ”—ইহা যখন কাহারও প্রকরণে উপদিষ্ট হয় নাই, তখন ইহা যে বৈদিক কর্মেরই অঙ্গ হইবে, লৌকিক কর্মের অঙ্গ হইবে না, এতাদৃশ কোনও বিশেষ হইতে পারে না। অতএব ইহার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উল্লিখিত না হওয়ায় ইহাকে কেবল বৈদিক কর্মেরই অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইবার কোনও হেতু না থাকায় ইহা অবিশেষে লৌকিক এবং বৈদিক সকল কর্মেরই অঙ্গ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

হোমান্ত ব্যবতিষ্ঠেরন্নাহবনীয়সংযোগাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “হোমাঃ”—উক্ত জয়াহোম, “তু”—পূর্বপক্ষনিরা-সার্থক, “ব্যবতিষ্ঠেরন্”—(শ্রোত যজ্ঞেই) ব্যবস্থিত হইবে, “আহবনীয়সং-যোগাৎ”—যে হেতু উক্ত হোমের আহবনীর সহিত সম্বন্ধ রহি-য়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “হোমান্ত ব্যবতিষ্ঠেরন্”—এ যে জয়াহোমের বিষয় বলা হইয়াছে, উহা বৈদিক কর্মেই ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিবদ্ধ থাকিবে। কারণ, “আহবনীয়সংযোগাৎ”—আহবনীর-অগ্নির সহিত ঐ হোমের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যান্ত্রিকগণকে

প্রথমে অগ্ন্যাধান নামে একটি কর্ষ করিতে হয়। এই কর্ষে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে একটি স্বতন্ত্র গৃহে তিনটি অগ্নি স্থাপিত হয়; সেগুলির নাম দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি এবং আহবনীয়াগ্নি। তদ্ব্যতীত দেবগণের উদ্দেশ্যে যে হোমাদি করা হয় তাহা ঐ “আহবনীয়” নামক অগ্নিতেই কর্তব্য এবং বজ্রের কতকগুলি উদৌচ্য কর্ষ (শেষের কর্ষ) ‘গার্হপত্য’ অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আর পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডপিতৃবজ্র প্রভৃতি কর্ষ করিতে হয়, তাহা দক্ষিণাগ্নিতেই সম্পাদ্য। সুতরাং ঐ যে জয়াহোম—উহা হোম বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতেই কর্তব্য। কিন্তু লৌকিক কৃষাদি কর্ষে আহবনীয় অগ্নি নাই। আর যদিই বা গৃহস্থের আহবনীয় অগ্নি থাকে, তথাপি তাহার স্থান গৃহে আর কৃষাদি কর্ষের স্থানে মাঠে বা অগ্ন জায়গায়। এই কারণে উহার ভিন্নস্থানস্থিত হইতেছে বলিয়া উহাদের অঙ্গপ্রধানভাবে হইতে পারে না; যে হেতু অঙ্গ এবং প্রধান একস্থানস্থিতই হয়। এই জন্ত শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন

“সমানদেশতা নিত্যমিষ্যতেহঙ্গপ্রধানয়োঃ”

অর্থাৎ অঙ্গ এবং প্রধানের সকল সময়েই সমানদেশতা আবশ্যক হইয়া থাকে।

শেষশ্চ সমাখ্যানাৎ ॥ ২৭ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “শেষঃ চ”—উহা শেষ অর্থাৎ অঙ্গব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুষ্ঠেয় কর্ষের অঙ্গ, “সমাখ্যানাৎ” সমাখ্যা অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। জয়াহোম যে বৈদিক কর্ষের অঙ্গ, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “শেষশ্চ সমাখ্যানাৎ”। ‘আঙ্গব্রাহ্মণ’ এই নামে প্রসিদ্ধ বেদবিভাগের মধ্যে ঐ জয়াহোমবিষয়ক বাক্যটি পঠিত হইয়াছে বলিয়া উহাও ‘আঙ্গব্রাহ্মণ’ এই সমাখ্যার বিষয়। আর বাহা অঙ্গব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই ‘আঙ্গব্রাহ্মণ’ বলা হয়। কিন্তু লৌকিক কৃষাদি কর্ষে অঙ্গব্রাহ্মণ নাই। সুতরাং জয়াহোমকে লৌকিক কর্ষের অঙ্গ বলিলে ‘আঙ্গব্রাহ্মণ’ এই সমাখ্যা বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব উহা লৌকিক কর্ষের অঙ্গ নহে। ইতি ৯ম জয়া প্রভৃতির বৈদিককর্ষাঙ্গতাধিকরণ।

দোষান্তিষ্ঠিলো কিকে স্রাজ্জাত্তাদ্বি বৈদিকে ন

দোষঃ স্রাজ্জাত্তাদ্বি ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “দোষাৎ”—(অধদানে) দোষ উক্ত হইয়াছে বলিয়া, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “ইষ্টিঃ”—বারুণেষ্টি বা অধপ্রতিগ্রহেষ্টি,

“লৌকিকে শ্রাৎ”—লৌকিক দানে অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানে কর্তব্য হইবে, “হি”—যে হেতু, “বৈদিকে ন দোষঃ শ্রাৎ”—বৈদিক অর্থাৎ বেদ-বিধিবিহিত দানে দোষ হইতে পারে না, “শাস্ত্রাৎ”—কারণ, তাহা শাস্ত্র-বিহিত হইতেছে।

ভাব্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে—“বরুণো বা এতং গৃহ্নাতি যোহশ্বং প্রতিগৃহ্নাতি। বাবতোহশ্বান প্রতিগৃহ্নীয়াৎ তাবতো বারুণাংচতুৰ্দ্ধপালান্ নির্বপেৎ” (ঐতঃ সং—২।৩।১২) অর্থাৎ “যে ব্যক্তি অশ্ব প্রতিগ্রাহিত করায়, তাহাকে বরুণ ধরে অর্থাৎ তাহার জলোদর রোগ হয়। বতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রাহিত করিবে, বরুণ দেবতার উদ্দেশে চারিটি রপালে সংস্থত ততগুলি পুরোডাশ নির্বাপ (দান) করিবে”—এই বাক্যে অশ্বপ্রতিগ্রহনিমিত্তক ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টি, ইহা কি লৌকিক অশ্বগ্রহণে কর্তব্য অথবা বৈদিক অশ্বগ্রহণে অনুষ্টেয় ইহাই সংশয়। কর্তব্যবিশেষে শাস্ত্রে যে অশ্ব দান করিবার বিধি আছে, তাদৃশ স্থলে যে অশ্বদান, তাহা বৈদিক অশ্বদান। আর শাস্ত্রে যে স্থলে বিধি নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অশ্বদান করিতেছে, তাহা লৌকিক অশ্বদান।

উক্ত প্রকার সংশয়ের উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “ইষ্টিঃ লৌকিকে”—ঐ যে অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টি, উহা লৌকিক অশ্বদানেই কর্তব্য। কারণ, “দোবাৎ”—অশ্বদানে দোষ উক্ত হইয়াছে। যে হেতু, “বরুণো বা এতং গৃহ্নাতি যোহশ্বং প্রতিগৃহ্নাতি” অর্থাৎ “যে ব্যক্তি অশ্ব প্রতিগ্রাহিত করে অর্থাৎ দান করে, তাহাকে বরুণ গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার বরুণগ্রহ (জলোদর রোগ) হয়” এই ঋতিবাক্য জানাইয়া দিতেছে যে, অশ্বদান জলোদর রোগের হেতু বলিয়া দৃষ্ট অর্থাৎ দোষযুক্ত। যদি বলা হয়, বৈদিক অশ্বদানেও ত ঐ দোষ হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, “বৈদিকে ন দোষঃ”—বৈদিকে অশ্বদানে দোষ হইতে পারে না; কারণ, “শাস্ত্রাৎ”—তাহা শাস্ত্রবিহিত হইতেছে। আর যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহা দোষের হেতু হইতে পারে না—তাহা হইতে কোন প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা চোদনাসূত্রে (মীঃ দঃ ১।১।১২ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই কারণে অত্রত্য তদ্ব্যবর্তিকমধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন

“বৈদিকে বিধিগম্যত্বান্ হি দোষঃপ্রতীকৃতং”

অর্থাৎ বৈদিক যে অশ্বদান, তাহা বিধিবোধিত বলিয়া তাহাতে মোটেই

দোষ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে “ন কেশরিণো দদাতি” অর্থাৎ “অশ্বদান করিবে না” এই স্মৃতিবাক্যে লৌকিক অশ্বদান নিষিদ্ধই হইয়াছে। এই কারণে লৌকিক অশ্বদান করিলেই ঐ প্রতিগ্রহেষ্টি কর্তব্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

অর্থবাদো বাহনুপপাতাৎ তস্মাদ্বযজ্ঞে

প্রতীয়তে ॥২৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থবাদঃ”—(এই যে দোষশ্রুতি) ইহা অর্থবাদ, “বা”—পূর্বপক্ষ নিবারণক, “অনুপপাতাৎ”—যে হেতু (অশ্বদানে জলোদর-রোগের) উপপাত অর্থাৎ আক্রমণ (দৃষ্ট) হয় না, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “যজ্ঞে প্রতীয়তে”—যজ্ঞে অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় দানে ইহা অর্থাৎ এই বাক্যগেষ্টি প্রতীত হইবে অর্থাৎ কর্তব্য হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অর্থবাদো বা”—অশ্বদানের এই যে দোষশ্রুতি ইহা অর্থবাদ; কারণ, “অনুপপাতাৎ”—“বরুণো বা এতৎ গৃহ্নাতি যোহং প্রতিগৃহ্নাতি” এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, অশ্বদানে বরুণগ্রহ অর্থাৎ জলোদর রোগ হয়। কিন্তু লৌকিক অশ্বদানে যে জলোদর রোগ হয়, তাহা কেহ কখন দেখে নাই। এই জন্য বলিতে হয়, বৈদিক যে অশ্বদান তাহার ফলে জন্মান্তরে ঐ রোগ জন্মে। এই কারণে বৈদিক যে অশ্বদান অর্থাৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের দক্ষিণারূপে যে অশ্বদান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার পরেই এই ইষ্টি কর্তব্য। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “তস্মাদ্ যজ্ঞে প্রতীয়তে”। যদি বলা হয়, অর্থবাদের দ্বারা বেদবিহিত কৰ্ম্মের অনিষ্টজনকতা কিরূপে বোধিত হইতে পারে? তাহা হইলে বলিব, অনিষ্ট কিছু হয় বলিয়াই যে এই ইষ্টি কর্তব্য তাহা নহে। কিন্তু এস্থলে অর্থবাদবাক্যে সাদৃশ্যমাত্র বিবক্ষিত। আর বিধিবিহিত বলিয়াই অশ্বদানের পর উক্ত বাক্যগেষ্টি কর্তব্য। বরুণগৃহীত অর্থাৎ জলোদর রোগযুক্ত ব্যক্তির জলোদর রোগাপনয়নে বরুণ শ্রেয়ঃ হয়, এই বাক্যগেষ্টি করিলে অশ্বদানকারীরও সেই প্রকার শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে। আর এই যে অশ্বদান ইহা যেন বরুণগ্রহ রোগের দ্বায়; এই কারণে এই যে বাক্যগেষ্টি ইহাও যেন তাহা হইতে উদ্ধার করে। আর বরুণগৃহীত ব্যক্তির যেমন তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কর্তব্য, সেইরূপ অশ্বদানকারীরও এই ইষ্টি কর্তব্য।

এই প্রকার সাদৃশ্যই এখানে বিবক্ষিত। ইহা সূত্রের “অল্পপপাতাং” এই অংশে বোধিত হইয়াছে। অতএব বৈদিক অশ্বদানেই এই ইষ্টি অনুষ্ঠের। ইতি ১০ম বাক্যগোষ্ঠির বৈদিকশাস্ত্রাননিমিত্ততা অধিকরণ।

অচোদিতং চ কৰ্ম্মভেদাৎ ॥৩০॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অচোদিতং”—দাতার পক্ষে চোদিত অর্থাৎ বিহিত নহে, “চ”—‘তু’ শব্দের অর্থবাচী অর্থাৎ প্রত্যাবস্থানযুক্তক, “কৰ্ম্মভেদাৎ”—যে হেতু দান এবং প্রতিগ্রহ কৰ্ম্ম বিভিন্ন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে যে বিচার করা হইয়াছে, তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, বাক্যগোষ্ঠি অশ্বদানকর্তারই কর্তব্য। এক্ষণে “যাবতোহস্থান্ প্রতিগৃহীয়াৎ তাবতো বাক্যগোষ্ঠ্যন্ততু কপালান্ নির্বপেৎ” এই পূর্বোদাহৃত বাক্যটি অবলম্বন করিয়া বিচার করা হইবে যে, উহা কি দাতার অনুষ্ঠের অথবা প্রতিগ্রহীতার কর্তব্য। বাক্যগোষ্ঠি কি দাতার কর্তব্য অথবা উহা প্রতিগ্রহীতার অনুষ্ঠের এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অচোদিতং চ”—উহা দাতার কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। কারণ, “কৰ্ম্মভেদাৎ”—দান এবং প্রতিগ্রহ এই দুইটি কৰ্ম্ম অত্যন্ত ভিন্ন। ঋতি বলিতেছেন “যাবতোহস্থান্ প্রতিগৃহীয়াৎ” অর্থাৎ “যতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ করিবে।” এখানে যদি দান অর্থ ধরা হয়, তাহা হইতে “প্রতিগৃহীয়াৎ” এই প্রত্যক্ষপাঠিত ঋতিকে “প্রতিগ্রাহয়েৎ” এই প্রকার শিঙ্কস্তে পরিণত করিতে হয়, যে হেতু শিঙ্কস্ত করিলে তবেই ইহা প্রতিগ্রহের হেতুকর্তাকে অর্থাৎ যিনি প্রতিগ্রহ করাইতেছেন সেই দাতাকে বুঝাইবে, অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঋতিপাঠিত “প্রতিগৃহীয়াৎ” এই পদটিকে “প্রতিগ্রাহয়েৎ” এই প্রকার শিঙ্কস্তে পরিণত করিতে হইলে ঋতির অসম্ভব করিতে হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। অতএব উক্ত বাক্যগোষ্ঠি দাতার কর্তব্য নহে, কিন্তু প্রতিগ্রহীতারই অনুষ্ঠের সূত্ররূপে যে ব্যক্তি অশ্বগ্রহণ করিবে, তাহাকে ইষ্টি কবিত্তে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

স৷ লিঙ্গাদাশ্বিজৈ শ্রাৎ ॥৩১॥ (সঃ)

অক্ষরার্থ। “স৷”—সেই বাক্যগোষ্ঠি, “আশ্বিজৈ শ্রাৎ”—আশ্বিন

অর্থাৎ ঋষিকের প্রেরক যে যজ্ঞমান তাহারই কর্তব্য হইবে, “লিঙ্গাৎ”—
লিঙ্গ অনুসারে অর্থাৎ উপক্রমবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—
“স আর্ষিক্তে স্মাৎ”—এ যে বাক্যগুণি, উহা প্রতিগ্রহকারী ঋষিকের প্রেরক যে যজ্ঞমান
অর্থাৎ যাগকর্তা, তাহারই অল্পভেদ । কারণ, “লিঙ্গাৎ”—উপক্রম বাক্যের জ্ঞাপকতা
অনুসারে ইহাই অবধারিত হয় । এ যে বাক্যগুণিবিধায়ক বাক্য “যাবতোহমহান্
প্রতিগৃহীয়াৎ” ইত্যাদি, উহার উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে ঋতিমধ্যে এইরূপ পঠিত
হইয়াছে—“প্রজ্ঞাপতিবরুণায়ামনয়ৎ । স স্বাং দেবতামাচ্ছং । স পর্যাদীর্ঘ্যত ।
স এতং বরুণং চতুৰ্দ্ধপালমপশ্রুৎ । তং নিরবপৎ । ততো বৈ বরুণপাশাদ-
মুচ্যত ।” ভাবার্থ এই যে, প্রজ্ঞাপতি বরুণকে অশ্বদান করিয়া জলোদররোগগ্রস্ত
বরুণ দেবতাকে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ জলোদররোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন । আর
পরে এই বাক্যগুণি করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিই এই
যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এ স্থলে ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে, অশ্বদানকর্তাই
রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন । সুতরাং এই উপক্রম বাক্যের জ্ঞাপকতা
হইতে অশ্বদানকর্তারই বাক্যগুণি কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হয় ; যে
হেতু উপক্রম এবং উপসংহারের বিরোধ হইলে উপক্রমের অবিরোধেই উপসংহারের
অর্থ করিতে হইবে, কারণ, উপক্রম অসম্ভাব্য বিবোধী এবং উপসংহার বলিয়া
প্রবল । ইহা পূর্বে বেদোপক্রমাধিকরণে (মীঃ দঃ ৩।৩।১ অধিকরণে ১—৮ সূত্রে)
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব “প্রতিগৃহীয়াৎ” এই পদটিকে “প্রতিগ্রাহয়েৎ”
এই প্রকারে গিজস্ত করিয়াই এ স্থলে দানার্থে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।
ইতি ১১শ অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টি অধিকরণ ।

পানব্যাপচ তদ্বৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ । “পানব্যাপং চ”—পানব্যাপং ও অর্থাৎ সোমপান
করিয়া যে বিপত্তি অর্থাৎ বমন তাহাও, “তদ্বৎ”—তাহার গ্রায় অর্থাৎ
অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টির পূর্বপক্ষের গ্রায় লৌকিক সোমপানবমনেই কর্তব্য ।

ভাষ্যভাবার্থ । ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “সৌমেন্দ্ৰং চরুং নির্ব-
পেচ্ছ্যমাকং সোমবামিনঃ” অর্থাৎ “সোমবামী ব্যক্তি সোম এবং ইন্দ্র দেবতার

উদ্দেশ্যে শ্রামাকনিপন্ন চক্র নিরুপ্ত করিবে।" এই যে 'সোমবামিচক্র'—যে ব্যক্তি সোম পান করিয়া তাহা বমন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কর্তব্য এই যে, চক্র নির্বাপ, ইহা কি লৌকিক সোমবমনে কর্তব্য অথবা বৈদিক সোমবমনে অমুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। রসায়নাদিক্রমে লোকে সোম সেবন করে। ইহা বিধিবোধিত নহে বলিয়া বৈদিক নহে, কিন্তু লৌকিক। আর জ্যোতিষ্টোমাদিতেও সোমপান করিতে হয়। ইহা বেদবিহিত বলিয়া বৈদিক।

এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, "পানব্যাপং চ তদ্বৎ"—এই যে পানবিপত্তিনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপ সৌমেল্লচক্রনির্বাপ, ইহাও "তদ্বৎ"—তাহার মত অর্থাৎ পূর্বপূর্ব অধিকরণের (অথপ্রতিগ্রহেষ্টি অধিকরণের) পূর্বপক্ষের ত্রায়। ইহা বৈদিক এবং লৌকিক উভয় বমনেই কর্তব্য—যে হেতু বৈদিক বমনেই কর্তব্য এক্ষণে কোনও নিষামক নাই। অথবা ইহা বৈদিক বমনে কর্তব্য নহে কিন্তু লৌকিক বমনেই অমুষ্ঠেয়; যে হেতু, লৌকিক বমনে দোষ উল্লিখিত হইয়াছে। "ইন্দ্রিয়েণ বা এষ বীৰ্য্যেণ ব্যাধ্যতে যঃ সোমং বমতি" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় এবং বীৰ্য্যবিশুক্ত হয় যে সোমবমন করে, এই প্রকারে দৃষ্ট দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব অশ্বদানে দোষশ্রুতি আছে বলিয়া তন্নিমিত্ত যে বারুণেষ্টি তাহা যেমন তত্ত্বতঃ পূর্বপক্ষবাদীর মতে লৌকিক দানেই কর্তব্য, এ স্থলেও যে সোমবামিচক্র উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও লৌকিক বমনেই করণীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

দোষাত্মু বৈদিকে শ্রাদর্থাঙ্ঘি লৌকিকে ন দোষঃ

শ্রাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দোষাত্মু"—দোষ শ্রুত হইয়াছে বলিয়া, "তু"—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, "বৈদিকে শ্রাৎ"—বৈদিক বমনেই উহা কর্তব্য, "হি"—যে হেতু, "লৌকিকে ন শ্রাৎ"—লৌকিক বমনে দোষ নাই, "অর্থাৎ"—যে হেতু তাহার প্রয়োজন আছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "লৌকিকে ন দোষঃ শ্রাৎ"—লৌকিক বমনে দোষ হইতে পারে না; কারণ, "অর্থাৎ"—সে স্থলে বমন করাইবার জন্তই বৈজ্ঞক শাস্ত্রমতে সোমপান করান হয়,

যে হেতু, তাহাতে ধাতুসাম্য হইবে। পক্ষান্তরে, “বৈদিকে ত্রাৎ”—এই যে সোম-
বামিচক্র ইহা বৈদিক পানবিপত্তিতেই কর্তব্য। কারণ, “দোবাৎ”—গীত
(বাহা পান করা হইয়াছে তাদৃশ) যে সোম তাহা সম্যক্রূপে জীর্ণ করিবার জন্ত
মন্ত্র পাঠ করিতে হয় এবং কিয়ৎকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেও হয়। সুতরাং
সে স্থলে জরণ করাই বিধি। এই কারণে তাহার যদি অজ্ঞা হয়, তাহা হইলে
তাহা দোষেরই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার জ্ঞান প্রধান কর্ষে বৈশিষ্ট্য ঘটে। আর
তাহা হইলে তাহরে পূর্ণ ফল হয় না। এই কারণে সেই দোষের শাস্তির জন্ত
প্রায়শ্চিত্তরূপে সৌমেন্দ্রচক্র অবশ্য করণীয়; অতএব বৈদিক সোমপানের বিপত্তিতেই
সোমবামিচক্র কর্তব্য। ইতি ১২শ বমনাধিকরণ।

তৎ সর্বত্রা বিশেষাৎ ॥ ৩৪ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎ”—তাহা অর্থাৎ সেই সৌমেন্দ্রচক্রনির্কীর্ণ কর্ষ
“সর্বত্র”—সকল স্থলেই অর্থাৎ ঋত্বিক এবং যজমান সকলের বমনেই কর্তব্য,
“অবিশেষাৎ”—যে হেতু, তাহার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে যে সোমবামিচক্র বিষয় আলোচিত হইল,
তাহা যজমান এবং ঋত্বিক যে কেহ বমন করিবে তাহারই কর্তব্য কি না, ইহাই
সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তৎ সর্বত্র”—এই যে সোমবামিচক্র-
নির্কীর্ণ কর্ষ উহা ঋত্বিক এবং যজমান সকলের বমনেই কর্তব্য। কারণ, “অবি-
শেষাৎ”—যজমানের বমনেই কর্তব্য কিন্তু ঋত্বিকের বমনে কর্তব্য নহে এরূপ কোনও
বিশেষত্ব অর্থাৎ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। ইতি পূর্বপক্ষ।

স্বামিনো বা তদর্থত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বামিনঃ”—স্বামীর অর্থাৎ যজমানের (কর্তব্য),
“বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু যে যজ্ঞে সোমবমন হয়,
তাহা সেই যজ্ঞের পূর্ণতার জন্তই অগ্রুষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন
“স্বামিনো বা”—এই যে সোমবামিচক্র ইহা যজমানেরই কর্তব্য; কারণ, “তদর্থ-
ত্বাৎ”—যে যজ্ঞে সোমপান করা হয়, যজমানের পানবিপত্তিতে সেই যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য

যটে। আর সৌমেন্দ্রচক্রর প্রভাবে সেই বৈশ্বণ্যের সমাধান হইয়া থাকে। কিন্তু ঋত্বিক্গণের মধ্যে কেহ যদি বমন করেন, তাহাতে ক্রতুর ক্ষতি হইতে পারে না। যে হেতু তাহারা সেই ক্রতুর ফলভাগী নহেন। অতএব ঋত্বিক্গণের বমনে উহা অন্তর্ভুক্ত নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হই বলিয়াও (ঋত্বিক্গণের বমনে সৌমেন্দ্র যগে কর্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋত্বিক্গণের বমনে যে সৌমেন্দ্রযাগ কর্তব্য নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”। ঋতি বলিতেছেন, “সৌমগীর্ধেন বা এষ ব্যাধ্যতে যঃ সোমং বমতি” অর্থাৎ “যে ব্যক্তি সোম বমন করে, সে সেই সৌমপানের ফলের ঋদ্ধি হইতে বিযুক্ত হয়।” এ স্থলে “যঃ বমতি স ব্যাধ্যতে” অর্থাৎ “যে বমন করে সে সৌমপানের ফলের ঋদ্ধি বিযুক্ত হয়” এইরূপ উক্ত হওয়ায় উহাই বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, বমনকারী বজ্রমানেরই যাগ কর্তব্য। কারণ, সৌমপানের ফলে ঋত্বিক্গণের কোন কিছু ঋদ্ধি হয় না; সুতরাং তাহারা যে ঋদ্ধি হইতে বিযুক্ত হইবে, এ কথা বলা যায় না। অতএব ঋতি বলিতেছেন, “সৌম-বামী সৌমপানজ্ঞা ঋদ্ধি হইতে বিচ্যুত হয়।” অতএব সৌমপানজ্ঞা ঋদ্ধি বজ্রমানগামী বলিয়া কেবলমাত্র বজ্রমানেরই সৌমবমনে সৌমেন্দ্রযাগ কর্তব্য। ইতি ১৩শ বজ্রমানের সৌমবমনে ইষ্টবিধানাধিকরণ।

সর্বপ্রদানং হবিষ স্তদর্থত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বপ্রদানং”—হবির্জব্যের সমস্তটাই প্রদান করিতে হইবে, “হবিষঃ তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু সমস্ত হবির্জব্যটিই তদর্থ অর্থাৎ দেবতার জ্ঞাত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে আটটি কপালে (শরায়) সংস্কৃত আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে কৃত) পুরোডাশ বিহিত হইয়াছে। ঐ যে পুরোডাশরূপ হবির্জব্য, উহা কি সমগ্রই অগ্নি দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে অথবা উহার কিয়দংশ অবশিষ্ট রাখিয়া দিতে

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫২৯

হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সর্বপ্রদানঃ”—পুরো-
 ডাশরূপ হবির্জ্যেবোর সমস্তটাই অগ্নিদেবতাকে দান করিতে হইবে, অথবা অগ্নির
 উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, “হবিষঃ তদর্থত্বাৎ”—“আগ্নেয়” এই
 শব্দটিতে যে তদ্বিত প্রত্যয় হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, সে সমস্ত হবির্জ্যেবটাই
 অগ্নির। আর বাহা অগ্নির তাহার সমস্তটাই অগ্নিকে দেওয়া উচিত—কিঞ্চিৎ
 মাত্রও অবশিষ্ট রাখা কর্তব্য নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

নিরবদানাত্তু শেষঃ শ্রাৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “নিরবদানাৎ”—নিষ্কণ্টকরূপে অবদান অর্থাৎ খণ্ড
 করিতে হয় বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “শেষঃ শ্রাৎ”—আগ্নেয়
 হবির্জ্যেবোর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “শেষঃ শ্রাৎ”—আগ্নেয়
 হবির্জ্যেবো নিঃশেষে প্রদান করিতে হইবে না, কিন্তু তাহার কিয়দংশ
 অবশিষ্ট থাকিবে। কারণ, “নিরবদানাৎ”—কি ভাবে হবির অবদান
 (খণ্ড) করিতে হইবে তাহার নির্দ্ধ করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। ঞ্জতি
 বলিতেছেন, “দ্বির্বিবোহবত্ততি” দুইবার অবদান (খণ্ড) করিবে। সুতরাং
 এইভাবে নির্দেশ থাকায় দুইবার অবদানই করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ
 থাকিয়া যাইবে। কারণ, “মধ্যাৎ পূর্বাদ্বাং চ অসম্ভিন্দু অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রম্
 অবদানম্” (কাঃ শ্রোঃ শৃঃ ১১৯৬) এই বচনে কল্পসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে যে,
 অঙ্গুষ্ঠপর্বপ্রমাণ অবদান হইবে।

উপায়ো বা তদর্থত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “উপায়ঃ”—উপায় অর্থাৎ সংস্কার, “বা”—পক্ষা-
 স্তরসূচক, “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু সমগ্র হবির্জ্যেবাই দেবতার জন্ত অথবা
 বাগের জন্ত কিংবা অপূর্বের জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর সমাধান শুনিয়া পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা
 উঠাইয়া বলিতেছেন “উপায়ো বা”—এ যে দ্ব্যবদানের (দুইটি অবদানের) কথা

৫৩০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ]

বলা হইল, উহা হবিদ্রব্যের উপায় অর্থাৎ সংস্কার মাত্র—দ্ব্যবদান করিলে তবেই হবিদ্রব্যটি অপূর্বসাধক হইবে। সুতরাং যতক্ষণ না হবিদ্রব্যটি নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ এক এক দিক ধরিয়া ঐ মধ্য এবং পূর্বাদি হইতে দুইটি অবদান পূর্বক সমগ্র হবিদ্রব্যটিরই আছতি দিতে হইবে। কারণ, “তদর্থত্বাৎ”—‘আগ্নেয়’ এই শব্দে যে তদ্ধিত প্রত্যয় আছে, তাহার বলে জানা যায় যে, সমগ্র হবিদ্রব্যটিই অগ্নি-দেবতার প্রাপ্য। ইতি আশঙ্কা।

কৃতত্বান্তু কৰ্ম্মণঃ সন্ধুৎ শ্রাদ্ দ্রব্যশ্চ

গুণভূতত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “কৰ্ম্মণঃ কৃতত্বাৎ”—যেহেতু কৰ্ম্মটি একবার করাতেই কৃত হইয়াছে সেই জন্ত, “তু”—আশঙ্কা নিরাসার্থক, “সন্ধুৎ শ্রাদ্”—একবার মাত্রই দ্ব্যবদান হইবে, “দ্রব্যশ্চ গুণভূতত্বাৎ”—যে হেতু দ্রব্যটি গুণভূত অর্থাৎ গোণ। আশঙ্কা নিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার সনাধানকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সন্ধুৎ শ্রাদ্”—একবারমাত্র দ্ব্যবদান করিয়া হোন করিতে হইবে আর দ্বিতীয়বার দ্ব্যবদান কর্তব্য হইবে না। কারণ, “কৃতত্বাৎ কৰ্ম্মণঃ”—দ্ব্যবদান পূর্বক হোম করিবার বিধি আছে। আর একবার মাত্র দ্ব্যবদান পূর্বক প্রদান করিলেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া পুনর্ব্বার দ্ব্যবদানাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে না। যদি বলা হয়, দ্রব্যটি আগ্নেয় বলিয়া যতক্ষণ না নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ দ্ব্যবদানপূর্বক হোম কর্তব্য; তাহা হইলে বলিব “দ্রব্যশ্চ গুণভূতত্বাৎ”—হবিদ্রব্যটি গুণভূত অর্থাৎ বাগের অঙ্গ, আর সেই হবিদ্রব্যের ত্যাগান্নক বে বাগ তাহাই প্রধান। আর গুণের অনুরোধে প্রধানের আবৃত্তি হইতে পারে না। যে হেতু, অঙ্গের জন্ত প্রধান নহে, কিন্তু প্রধানের জন্তই অঙ্গ। যদি দ্রব্যকে নিঃশেষ করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ দ্ব্যবদানপূর্বক হোম করা হয়, তাহা হইলে গুণভূত দ্রব্যের অনুরোধে প্রধানভূত বাগের আবৃত্তি করিতে হয়। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। অতএব একবার মাত্র অঙ্গুষ্ঠপূর্বক প্রমাণ করিয়া দ্ব্যবদান করতঃ হোম করিয়া বাহা বাকী থাকিবে, তাহা শেষ রাখিতে হইবে। যদি বলা হয় ইহাতে ‘আগ্নেয়’ এই পদে ঋত তদ্ধিত প্রত্যয়ের বাধ হয়, তাহা হইলে বলিব ‘আগ্নেয়’ এই স্থলে বিহিত তদ্ধিত কেবলমাত্র তাদর্থ্য (ইদমর্থ) প্রকাশ

করিতেছে। আর সেই যে তাদর্থ্য, তাহা প্রদানের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে এবং ত্রীহি প্রভৃতির দ্বারা প্রদানার্থ দ্রব্যের সাধনরূপেও হইতে পারে। সুতরাং সমগ্র পুরোডাশটি যদি নাই দেওয়া হয়, তথাপি তাহা প্রদেয় দ্রব্যের সাধন অর্থাৎ প্রকৃতি বলিয়া তদ্বিত প্রত্যয়ের অর্থের কোনও অনুপপত্তিই ঘটে না। অথবা হবির্দ্রব্যের অংশের সহিত দেবতার সম্বন্ধ হইলেও অংশ দ্বারা সমগ্রের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে বলিয়াও এতদ্বিত তদ্বিত প্রত্যয়ের অর্থের কোনও অনুপপত্তিই নাই।

শেষদর্শনাচ্চ ॥ ৪১ ॥

অস্কন্ধার্থ। “শেষদর্শনাং চ”—শেষ রাধিব্যার প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও (সমস্ত হবির্দ্রব্য প্রদেয় হইতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। সমস্ত হবির্দ্রব্য যে প্রদেয় নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “শেষদর্শনাং চ”। প্রতিমধ্যে “শেষাং স্থিষ্টকৃতে সমবত্ততি” অর্থাৎ ‘হৃত শেষ অংশ হইতে স্থিষ্টকৃৎ নামক দেবতার উদ্দেশ্যে অবদান (হবির্দ্রব্যের খণ্ড) করিবে’ এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে অংশ থাকিবে, তাহা হইতে স্থিষ্টকৃৎ নামক দেবতার উদ্দেশ্যে হোমের জন্ত অবদান করিতে হইবে। কিন্তু যদি পূর্বে সমস্তটাই হোম করা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী কালে এই যে স্থিষ্টকৃৎ হোমরূপ প্রতিপত্তিকর্ম কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখা কর্তব্য। ইতি ১৫শ সর্বপ্রদানাদিকরণ।

অপ্রয়োজকত্বাদেকস্মাৎ ক্রিয়েরঞ্জেমশ্চ গুণভূতত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অস্কন্ধার্থ। “একস্মাৎ ক্রিয়েরন্”—একটি হবির্দ্রব্য হইতেই শেষ কার্য্য সকল করিতে হইবে, “শেষশ্চ গুণভূতত্বাৎ”—যে হেতু হবির্দ্রব্য শেষের গুণভূত অর্থাৎ হবির্দ্রব্য শেষ কার্য্যের প্রতি গুণভূত হওয়ার, “অপ্রয়োজকত্বাৎ”—(শেষকার্য্যের প্রতি হবির্দ্রব্য) প্রয়োজক নহে বলিয়া। (পূর্বপক্ষ।)

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞে স্থিষ্টকৃৎ হোম, এবং ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতির অবদান (খণ্ডীকরণ) প্রভৃতি কর্ম্ম আছে। এইগুলিকে

শেষকার্য বলা হয়। এখন সংশয় এই যে, দর্শপূর্ণমাসের আগ্নেয়, অগ্নীষোমীয় প্রভৃতি বস্তুগুলি হবির্দ্রব্য আছে, সবগুলি হইতেই কি স্থিষ্টকৃত্য-হোম করিতে হইবে, অথবা যে কোন একটা হইতে করিলেই চলিবে? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “একস্মাৎ ক্রিয়েরন” — যে কোন একটা হবির্দ্রব্য হইতেই স্থিষ্টকৃত্য-হোম প্রভৃতি শেষকার্য করিলেই চলিবে। কারণ, “অপ্রয়োজকত্বাৎ” — হবির্দ্রব্য শেষকার্যের প্রয়োজক নহে অর্থাৎ হবির্দ্রব্যের সংস্কারের জন্ত ঐ সমস্ত শেষকার্য করিতে হয় না, কিন্তু উহা স্বতন্ত্র কর্ম; যে হেতু, “শেষস্ত গুণভূতত্বাৎ” — হবির্দ্রব্য শেষ কার্যের গুণভূতই হইতেছে অর্থাৎ শেষকার্যের জন্ত হবির্দ্রব্য আবশ্যক বলিয়া শেষকার্য প্রধান আর হবির্দ্রব্য তাহার গুণ বা অঙ্গ। আর যে কোনও অঙ্গের দ্বারা ঐ শেষকার্য সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া এবং তাহাতে শাস্ত্রবিধি চরিতার্থ হয় বলিয়া সকল হবির্দ্রব্য হইতে শেষকার্য কর্তব্য নহে।

সংস্কৃতত্বাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। “সংস্কৃতত্বাৎ চ” — (একবার মাত্র শেষ কার্য করিলেই) সংস্কৃতত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়াও (সকল হবির্দ্রব্য হইতে শেষকার্য কর্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন, “সংস্কৃতত্বাৎ চ।” এই যে শেষকর্ম, ইহার দ্বারা প্রধান বাগের সংস্কার হয়। আর যে কোনও হবির্দ্রব্য হইতে একবার মাত্র শেষকার্য করিলেই যখন সেই সংস্কার নির্বাহ হয়, তখন সবগুলি হবির্দ্রব্য হইতে একাধিকবার সংস্কার করিবার কোনও হেতুই নাই। যদি বলা হয়, পুনঃ পুনঃ শেষকার্য করিলে ভালভাবে সংস্কার হইবে, তাহা হইলে বলিব ভালমন্দ অন্তর্মানগম্য। কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, কেবলমাত্র সংস্কারই কর্তব্য। আর একবার করিলেই তাহা স্তুনিষ্পন্ন হয় বলিয়া অধিকবার করা অনর্থক এবং অশাস্ত্রীয়।

সর্বোভ্যো বা কারণাবিশেষাৎ সংস্কারস্ত

তদর্থত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বোভ্যঃ” — সমস্ত হবির্দ্রব্য হইতেই (অবদান

কর্তব্য), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “কারণাবিশেষাৎ”—যে হেতু অবদানের কারণ সবগুলি হবিদ্রব্যের পক্ষেই অবিশিষ্ট অর্থাৎ একই প্রকার, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—কারণ, সংস্কার অর্থাৎ স্থিষ্টকৃত্যবদানরূপ সংস্কার তাহার জ্ঞাত অর্থাৎ হবিদ্রব্যের জ্ঞাতই বিহিত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“সর্বোভ্যো বা”—যতগুলি হবিদ্রব্য আছে তাহাদের সবগুলি হইতেই স্থিষ্টকৃত্য-হোম করিতে হইবে। কারণ, “কারণাবিশেষাৎ”—যে কারণে একটি হইতে স্থিষ্টকৃত্য-হোম করা হইবে, অপরগুলি হইতেও স্থিষ্টকৃত্য-হোম করিবার সেই একই কারণ হইতেছে; যে হেতু, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—এই যে স্থিষ্টকৃত্য-হোম ইহা হবিদ্রব্যের প্রতিপত্তি সংস্কার ইহা অগ্রে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইবে। আর এই প্রতিপত্তি সংস্কার, হবিদ্রব্যের উদ্দেশ্যে কর্তব্য বলিয়া এস্থলে হবিদ্রব্যই প্রধান এবং এই সংস্কার তাহার অঙ্গ অর্থাৎ গুণ। আর প্রধানের অনুরোধে গুণের আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার অনুরোধ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এখানে যতগুলি পুরোডাশ আছে, ততবার স্থিষ্টকৃত্য-হোম করণীয় কিন্তু একবারমাত্র করিলে চলিবে না।

লিঙ্গদর্শনাচ্ ॥ ৫৫ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—যে হেতু লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন দৃষ্ট হয় (সেই কারণেও সমস্ত হবিশেষ হইতে স্থিষ্টকৃত্যহোম কর্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। সমস্ত হবিশেষ হইতে যে স্থিষ্টকৃত্যহোম কর্তব্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”। ঋতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে—“দেবা বৈ স্থিষ্টকৃত্যমব্রুবন্ হব্যং নো বহতি। সোহব্রবীদ্বয়ং বৃণে ভাগো মেহস্বিতি। বৃণীষেতি তেহব্রুবন্। সোহব্রবীদ্বত্তরার্কাদেব মম্বং সকৃৎ সকৃদবত্বাৎ।” ইহার ভাবার্থ এই যে, দেবগণ স্থিষ্টকৃত্য নামক দেবতাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমাদের জ্ঞাত হব্য বহন কর।” তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, আমার তাহা হইলে যজ্ঞে একটি ভাগ হউক এই বর প্রার্থনা করি।” দেবগণ বলিলেন, “ঐ বরই হইল।” তাহাতে তিনি বলিলেন, “হবিদ্রব্যের উত্তরার্ক হইতে সকৃৎ সকৃৎ অর্থাৎ এক একবার করিয়া আমার জ্ঞাত অবদান (খণ্ড) করিতে হইবে।” এইখানে ঋতিবাক্যে ‘সকৃৎ’ এই

পদটির বীজা অর্থাৎ একাধিকবার প্রয়োগ থাকায় ইহাই বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, সকল হবিঃশেষ হইতেই স্বিষ্টকৃত্য-হোম কর্তব্য। ইতি ১৫শ সকল হবিঃ্রব্য হইতে শেষকার্য্যতা অধিকরণ।

একস্মাচ্ছেদু যাথাকাম্যাবিশেষাৎ ॥ ৪৬ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “একস্মাৎ চেৎ”—যদি একটি হবিঃ্রব্য হইতেই অবদান কর্তব্য হয় তাহা হইলে, “যাথাকামী”—যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কোন একটি হইতেই শেষকার্য্য কর্তব্য, “অবিশেষাৎ”—যে হেতু কোনটি হইতে কর্তব্য তাহার বিশেষ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ‘কৃত্বাচিন্ত্তা’রূপে অপর একটি অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। পূর্ব্ব অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ অনুসারে ধরিয়া লওয়া হইল যে, একটি হবিঃ্রব্য হইতেই শেষকার্য্য করণীয়। তাহা হইলে কোনটি হইতে তাহা কর্তব্য ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “যাথাকামী”—যেটা ইচ্ছা সেইটা হইতে স্বিষ্টকৃত্য-হোমরূপ শেষ কার্য্য করিলে চলিবে। কারণ, “অবিশেষাৎ”—কোন একটি বিশেষ হবিঃশেষ হইতেই যে স্বিষ্টকৃত্য হোমরূপ শেষকার্য্য করিতে হইবে এমন কোনও বিশেষ অর্থাৎ নিয়ামক নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মুখ্যাদ বা পূর্ব্বকালত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “মুখ্যাৎ”—মুখ্য অর্থাৎ প্রধান হবিঃ্রব্য হইতেই উহা কর্তব্য, “বা”—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক, “পূর্ব্বকালত্বাৎ”—যে হেতু তাহাই পূর্ব্বকাল অর্থাৎ প্রথম প্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “মুখ্যাৎ বা পূর্ব্বকালত্বাৎ”—প্রধান হবিঃ পূর্ব্বপ্রাপ্ত বলিয়া তাহা হইতেই শেষকার্য্য কর্তব্য, কারণ, প্রথমোপস্থিত পরিত্যাগে প্রমাণাত্মক। সকলের দ্বারাই যেখানে একই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানে যে প্রধান অথবা যে প্রথম আগত তাহার দ্বারাই কার্য্যনির্ব্বাহ করা জ্ঞাত্য। ইতি ১৬শ প্রথমোপস্থিতের দ্বারা শেষকার্য্যানুষ্ঠানাদিকরণ।

ভক্ষাশ্রবণাদানশব্দঃ পরিক্রয়ে ॥৪৮॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “ভক্ষাশ্রবণাৎ”—শ্রুতিমধ্যে ভক্ষণ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া, “দানশব্দঃ”—ইহা দানশব্দ অর্থাৎ দানার্থক, “পরিক্রয়ে”—যে হেতু পরিক্রয় কর্তব্য। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন “ইদং ব্রহ্মণঃ। ইদং হোতুঃ। ইদমধ্বৰ্যোঃ। ইদমগ্নীধঃ” অর্থাৎ “ইহা (এই ভাগটি) ব্রহ্মার, ইহা হোতার, ইহা অধ্বৰ্য্যর এবং ইহা অগ্নীধের।” ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বৰ্য্য এবং অগ্নীঃ ইহারা দর্শপূর্ণমাস যাগের, ঋত্বিক্। অগ্নিদেবতাকে দিয়া যে পুরোডাশ খণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা চারি ভাগ করিবার কথা “আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি” এই শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ যে চারিটি ভাগ উহা চারিজন ঋত্বিকের প্রাপ্য। আর কোন ভাগটি কাহার প্রাপ্য, তাহা যজ্ঞমানই নির্দেশ করিয়া দিবে। তাহাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে “ইদং ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি। এই যে ভাগনির্দেশ ইহা কি পরিক্রয়ের জন্ত ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণাস্বরূপে দান, অথবা ইহা ভক্ষণের জন্ত নির্দেশ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “দানশব্দঃ পরিক্রয়ে”—ঐ যে “ইদং ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি নির্দেশ উহা দানশব্দ অর্থাৎ ইহা দান, যে হেতু, ঋত্বিকগণ যজ্ঞ করেন বলিয়া যজ্ঞের ফল তাঁহাদেরই প্রাপ্য। এই জন্ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণা দিয়া পরিক্রয় করিতে হয় অর্থাৎ যজ্ঞমান দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিকগণের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য ফল ক্রয় করিয়া লন। যদি বলা হয় “যজ্ঞমানপক্ষমা। ইড়াং ভক্ষয়ন্তি” এই বাক্যে ইতশেষ ভক্ষণ করিবার বিধি আছে, তাহা হইলে বলিব “ভক্ষাশ্রবণাৎ”—সে ভক্ষণ এখানে অর্থাৎ এই আগ্নেয় হবির্দ্রব্যে শ্রুত হয় নাই বলিয়া এখানে ভক্ষণ কর্তব্য নহে। অতএব উহা পরিক্রমার্থ দান।

তৎসংস্তুবাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। “তৎসংস্তুবাৎ চ”—তাহার অর্থাৎ দক্ষিণাদানের সংস্তুব অর্থাৎ পরিচয় আছে বলিয়াও (উহা পরিক্রমার্থ দান)।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে পরিক্রয়ের জন্ত দান, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, “তৎসংস্তুবাৎ চ।” শ্রুতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে “এবা বৈ দর্শপূর্ণমাসয়ো-দক্ষিণা” অর্থাৎ ইহাই দর্শপূর্ণমাসের দক্ষিণা। শ্রুতিমধ্যে এই ভাবে দক্ষিণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে বলিয়াও উহা দানই বলিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ভক্ষার্থে বা দ্রব্যে সমত্বাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্ম্যর্থঃ। “ভক্ষার্থঃ”—ভক্ষণের জন্ত ঐ প্রকার নির্দেশ, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “দ্রব্যে সমত্বাৎ”—যে হেতু হবিশেষরূপ দ্রব্যে ঋত্বিক্ এবং যজমান উভয়েরই (স্বত্বাভাব) সমান । সিদ্ধান্ত ।

ভাষ্যভাবার্থঃ। উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ভক্ষার্থে বা”—ঐ প্রকার যে নির্দেশ তাহা ভক্ষার্থ অর্থাৎ ভক্ষণের জন্ত, কিন্তু উহা পরিক্রমের জন্ত নহে । কারণ, “দ্রব্যে সমত্বাৎ”—ঐ যে হবিশেষরূপ দ্রব্য উহাতে ঋত্বিক্ এবং যজমান উভয়েরই স্বত্বাভাব সমান—উহাতে ঋত্বিক্গণের যেমন স্বত্ব নাই, যজমানেরও সেইরূপ স্বত্ব নাই । কারণ, “অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি” এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া যখন সমস্ত হবির্দ্রব্যটিই দেবতার জন্ত গৃহীত হইয়াছে, তখন ইহাতে যজমানের আর স্বত্ব থাকিতে পারে না । আর বাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা দানও করা যায় না । অতএব উহা পরিক্রমার্থ দান হইতে পারে না । এই কারণে উহা ভক্ষণের জন্তই করা হয় । আর এই যে ভক্ষণ, ইহা ‘প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম’ বলিয়া উহা অবশ্য কর্তব্য । যে হেতু, বাণাবশিষ্ট দ্রব্যের যে বিধি-বোধিত নিয়োগ অর্থাৎ কাজে লাগান তাহাই প্রতিপত্তি । এই প্রতিপত্তিকৰ্ম্ম বাগীয় অপূর্বের ধারক হইয়া থাকে ইহা অগ্রে বলা হইবে । এস্থলে ভক্ষণই প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম বলিয়া ঐ যে নির্দেশ উহা ভক্ষণের জন্ত । ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকর্তার যে তৃপ্তি এবং সামর্থ্য-লাভ, তাহা ইহার দৃষ্ট ফল । আর নিয়মাদৃষ্ট বশতঃ ইহা বাগীয় অপূর্বের বিধায়ক ।

ব্যাদেশাদানসংস্কৃতিঃ ॥ ৫১ ॥

অঙ্গব্রাহ্ম্যর্থঃ। “ব্যাদেশাৎ”—ব্যাদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা সাদৃশ্য মাত্র বলিয়া, “দানসংস্কৃতিঃ”—উহা দানের স্তুতিমাত্র ।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন, “এবা বৈ দর্শপূর্ণমাসয়ো-দক্ষিণা” এই শ্রুতির কি গতি হইবে ? তাহা হইলে বলিব, “ব্যাদেশাৎ দানসংস্কৃতিঃ”—উহা দক্ষিণার সদৃশ বলিয়া ঐ প্রকারে দক্ষিণার প্রশংসা করা হইয়াছে মাত্র । যেমন স্থলান্তরেও “এব বৈ দর্শপূর্ণমাসয়োবভূথঃ” এই বলিয়া অবভূথের প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ । ইতি ১৭শ চতুর্থী করণের ভক্ষার্থতা অধিকরণ ।

ইতি নিবীতপাদ (মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ) সমাপ্ত ।

অথ তৃতীয়েহধ্যায়ৈ পঞ্চমঃ পাদঃ ।

আজ্য্যচ্চ সৰ্ব্বসংযোগাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অম্ভক্সার্থ। “আজ্য্যং চ”—আজ্য হইতেও (ষ্টিষ্টকৃৎ হোমের জন্ত অবদান কর্তব্য), “সৰ্ব্বসংযোগাৎ”—যে হেতু সকলের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে “সৰ্ব্বভ্যো বা কারণাবিশেষাৎ” (মীঃ দঃ ৩।৪।৪৪ নৃঃ) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত হবির্ভব্য হইতেই ষ্টিষ্টকৃৎ-হোম, এবং ইড়া, *প্রাশিত্র প্রভৃতি শেবকার্য্যের জন্ত অবদান কর্তব্য। সূতরাং উপাংশুযাজ নামক অঙ্গবাগের অবশিষ্ট যে হবির্ভব্য আজ্য, বাহা ‘ঋবা’ নামক পাত্রবিশেষে থাকে, কেন না, ‘ঋবা’ নামক পাত্রবিশেষে আজ্য লইয়া তাহা হইতে পুনরায় ‘ঋব’ নামক পাত্রের দ্বারা তুলিয়া লইয়া হোম করিতে হয়,—তাহারও শেষ কার্য্য কর্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “আজ্য্যং চ”—‘উপাংশুযাজ’ নামক অঙ্গবাগের ছতাবশিষ্ট ঐ যে ঋব (ঋবানামক পাত্রে স্থিত) আজ্য, তাহা হইতেও শেষ কার্য্য কর্তব্য। কারণ, “সৰ্ব্বসংযোগাৎ”—সকল হবির সহিতই শেবকার্য্যের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, যে হেতু, “সৰ্ব্বভ্যো হবির্ভ্যঃ সমবচ্চতি” এই ঋতিবাক্যে “সৰ্ব্ব” এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অবিশেষে সকল প্রদের দ্রব্য হইতেই শেবকার্য্য কর্তব্য।

*যজ্ঞের জন্ত যে পুরোডাশ প্রস্তুত করা হয়, তাহার সমস্তটা আহুতি দেওয়া হয় না ; কিন্তু খানিকটা পুরোডাশ রাখিয়া দিতে হয়। যজমান এবং ঋত্বিগ্গণকে তাহা ভক্ষণ করিতে হয়। এই জন্ত পুরোডাশের সেই অবশিষ্ট অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। উহার একখণ্ডের নাম ‘প্রাশিত্র’ ; ইহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ডের নাম ‘ষড়বন্ত’ ; ইহা অগ্নীতের ভক্ষ্য। আর একখণ্ড চারি ভাগ করিয়া অধ্বর্য্য, হোতা, ব্রহ্মা ও অগ্নীৎ এই চারি জনে এক এক টুকরা করিয়া ভক্ষণ করেন। পুরোডাশের শেষের আর দুইটি খণ্ড থাকে ; তাহা ব্রহ্মা এবং যজমান ভক্ষণ করেন। ইহারই নাম ‘ইড়া’। এই ইড়াভক্ষণ গভীর ভাবমূঢ়ক।

৫৩৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

কারণাচ্চ ॥ ১ ॥

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “কারণাৎ চ”—কারণ আছে বলিয়াও সমস্ত হবির্দ্রব্য হইতে শেষকার্য্য কর্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী স্বপক্ষে আরও হেতু বলিতেছেন “কারণাৎ চ”। সমস্ত হবির্দ্রব্য হইতেই যে শেষকার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও হেতু এই যে, “দেবা বৈ স্থিষ্টকৃতমব্রবন্ হব্যং নো বহেতি। সোহব্রবীদব্রং বৃণে ভাগো মেহ-
তিতি। বৃণীষেত্যব্রবন্। সোহব্রবীদুত্তরাদ্বাদেব মহং স্কৃতং স্কৃদবভ্যাং” এই
ঋতিবাক্যে স্থিষ্টকৃতদবদানের যে কারণ বলা হইয়াছে, উপাংগুবাজের অবশিষ্ট গ্রো-
বাজ্যের অবদানের পক্ষেও সেই একই কারণ বিद्यমান রহিয়াছে। এই জন্ত উপাংগু-
বাজের অবশিষ্ট যে গ্রোবাজ্য তাহা হইতেও শেষ কার্য্য কর্তব্য।

একস্মিন্ সমবত্তশব্দাৎ ॥ ৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “একস্মিন্”—একটি হবির্দ্রব্যে, “সমবত্তশব্দাৎ”—
‘সমবত্ত’ এই শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। গ্রোব আজ্য হইতেও যে শেষকার্য্য কর্তব্য, তাহার
আরও হেতু বলিতেছেন “একস্মিন্ সমবত্তশব্দাৎ”। যে স্থলে কেবলমাত্র একটি
হবির অবদান করিতে হয়, তথায় “অবত্ততি” এই পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে।
আর যেখানে একাধিক হবির্দ্রব্যের অবদান করিতে হয়, তথায় “সমবত্ততি” এইরূপ
উল্লেখ থাকে। প্রায়ণীয় ইষ্টী নামক যাগে কেবলমাত্র অদिति দেবতার জন্ত একটি
মাত্র চক্ৰ বিহিত হইয়াছে। অথচ তথায় শেষকার্য্যের বিধিস্থলে “অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে
সমবত্ততি” এই বাক্যে “সমবত্ততি” পদের প্রয়োগ করিয়া শেষকার্য্য করিতে বলা
হইয়াছে। সুতরাং এখানে একটির অধিক অল্প হবির্দ্রব্য নাই বলিয়া প্রধান চক্ৰ
হইতে এবং গ্রোব আজ্য হইতেও স্থিষ্টকৃত-হোমরূপ শেষকার্য্য করিতে হইবে, ইহাই
“সমবত্ততি” এই পদের দ্বারা বোধিত হয়, অত্থা উহার প্রযোগ নিরর্থক হইয়া
পড়ে। আর প্রায়ণীয় ইষ্টী নামক যাগে যদি গ্রোব আজ্য হইতে শেষকার্য্য কর্তব্য
হয়, তাহা হইলে অত্থা স্থলেও গ্রোব আজ্য হইতে শেষকার্য্য অনুষ্ঠেয় হইবে না
কেন? ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

আজ্ঞে চ দর্শনাৎ স্থিষ্টকৃদর্থবাদস্ত ॥ ৪ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “আজ্ঞে”—আজ্ঞাবিষয়ে, “স্থিষ্টকৃদর্থবাদস্ত দর্শনাৎ”—স্থিষ্টকৃৎ হোমের অর্থবাদ দৃষ্ট হয় বলিয়াও (শেষকার্য্য কর্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। ধ্রোব আজ্ঞা হইতে যে স্থিষ্টকৃৎ হোম কর্তব্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“আজ্ঞে চ দর্শনাৎ স্থিষ্টকৃদর্থবাদস্ত।” অর্থাৎ বলিতেছেন, “অবদায় অবদায় ধ্রুবাং প্রত্যভিধারণতি। স্থিষ্টকৃতে অবদায় ন ধ্রুবাং প্রত্যভিধারণতি। ন হি ততঃ পরামাহুতিং বক্ষ্যন্ ভবতি।” “অর্থাৎ প্রত্যেক বার অবদান করিয়া ধ্রুবের প্রত্যভিধারণ করিবে। কিন্তু স্থিষ্টকৃৎ হোমের অবদান করিয়া আর ধ্রুবের প্রত্যভিধারণ করিবে না। কারণ, তাহার পর আর আহুতি দিতে হইবে না” এই বচন হইতে জানা যায় যে, স্থিষ্টকৃৎ অবদানের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যভিধারণ করিতে হয় কিন্তু পরে আর তাহা করিতে হয় না, কারণ সেই যে প্রত্যভিধারণ, তাহা স্থিষ্টকৃৎ অবদানের জন্তই কর্তব্য। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ধ্রোব আজ্ঞারও শেষকার্য্য অন্তর্গত। ইতি পূর্বপক্ষ।

অশেষত্বাৎ তু নৈবং স্ত্রাৎ সর্বাদানাদশেষতা ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “অশেষত্বাৎ”—শেষ অর্থাৎ উপাংশু যাগের অংশ নাই বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “ন এবং স্ত্রাৎ”—এইরূপ হইবে না অর্থাৎ ধ্রোবাজ্ঞা হইতে স্থিষ্টকৃৎ অবদান হইবে না, “সর্বাদানাৎ”—(উপাংশুবাগে) সমস্ত হবির্দ্রব্যই গৃহীত হয় বলিয়া, “অশেষতা”—তাহার শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ থাকে না। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বাহা বলিয়াছেন—তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “নৈবং স্ত্রাৎ”—এরূপ হইবে না অর্থাৎ ধ্রুবাস্থিত আজ্ঞার দ্বারা উপাংশুবাগের শেষকার্য্য হইবে না। কারণ, “অশেষত্বাৎ”—উপাংশুবাগের হবির অবশিষ্ট অংশ থাকে না। যদি বলা হয়, উপাংশুবাগের হবির যে অবশিষ্ট অংশ থাকে না, তাহার কারণ কি? তাহা হইলে বলিব, “সর্বাদানাৎ অশেষতা”—উপাংশুবাগের জন্ত যে চতুরবস্ত হোমের বিধান আছে, তাহাতে সমস্ত হবির্দ্রব্যটাই লইয়া আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া উপাংশুবাগের আর শেষ থাকে না। আর ধ্রুবের মধ্যে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহা অগ্নি যাগের জন্ত।

সাধারণ্যান্ন প্রবায়ান্ন স্তাং ॥ ৬ ॥

অম্বল্যার্থ। “সাধারণ্যং”—সাধারণ্য হেতু অর্থাৎ প্রবাস্তিত হবিঃ সকল দেবতার সাধারণ দ্রব্য বলিয়া, “প্রবায়ান্ন ন স্তাং”—প্রবা নামক পাত্রে যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা উপাংশুবাগের অবশেষ হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উপাংশুবাগের জন্ত সমস্ত হবিদ্রব্যটাই গ্রহণ করা হয়। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উপাংশুবাজ্ঞ আজ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। আর প্রবানামক একটি বৃহদাকার বৃহৎফলক পাত্রে প্রথমতঃ আজ্য পাত্র হইতে আজ্য তুলিয়া লওয়া হয়। পরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া হোম করা হয়। সুতরাং আজ্যের দ্বারা উপাংশুবাগ করা হইলেও প্রবাপাত্রে যখন আজ্য রহিয়াছে, তখন তাহা হইতেই শেষকার্য্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “প্রবায়ান্ন ন স্তাং”—প্রবাস্তিত হবিদ্রব্যের দ্বারা শেষ কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, “সাধারণ্যং”—ঐ আজ্য অগ্ন্যন্ত্র দেবতারও সাধারণ দ্রব্য। আর যে দ্রব্য সাধারণ—বাহাতে অগ্ন্যন্ত্র দেবতারও প্রাপ্য অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে শেষকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, শেষ কার্য্য অর্থ প্রতিপত্তিকর্ম্ম; ইহাকে চলিত কথায় ‘বিলি করা’ বলে। বাহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য আকীর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া সেইগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বিলি করিতে হয়। আর শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই প্রতিপত্তি অর্থাৎ বিলি করিতে হয়, যে হেতু, এই প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম যাগীয় অপূর্বের বিধারক বলিয়া ইহা অবৈধ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যাগীয় অপূর্বের চ্যুতি ঘটিতে পারে। আর একই পাত্রে অনেকের জন্ত অন্ন পাক করা হইলে একজনের খাওয়া হইলেই যেমন সেই অবশিষ্ট অন্ন চাকর-বাকরকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় না, যে হেতু, তাহাতে অগ্ন্যন্ত্র ব্যক্তিরও প্রাপ্য অংশ রহিয়াছে, সেইরূপ উপাংশুবাগের পরও প্রবা নামক পাত্রে আজ্য থাকে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা ঋষ্টিকৃত হোমাদি রূপ প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম হইতে পারে না, কারণ, প্রবা পাত্রে যে আজ্য গ্রহণ করা হয়, তাহা অগ্ন্যন্ত্র দেবতার সাধারণ দ্রব্য; যে হেতু ঋষি বলিতেছেন “সর্বশ্চৈ বা এতদ্বজ্ঞায় গৃহতে যদ্ প্রবায়ামাজ্যম্” অর্থাৎ “এই যে প্রবায় আজ্য গ্রহণ করা হয়, ইহা সমগ্র যাগের জন্তই গৃহীত হইয়া থাকে।” অতএব প্রবাস্তিত আজ্যের প্রয়োজন শেষ হয় নাই বলিয়া, তাহাতে অগ্ন্যন্ত্র দেবতারও প্রাপ্য অংশ রহিয়াছে বলিয়া, তাহা হইতে

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৪১

আজ্ঞা লইয়া উপাংগুযোগ করিবার পর তাহাতে আজ্ঞাশেষ থাকিলেও তাহার দ্বারা উপাংগুযোগীয় প্রতিপত্তি কৰ্ম হইতে পারে না।

অবত্ত্বাচ্চ জুহ্বাং তন্ত্ৰ চ হোমসংযোগাৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “জুহ্বাম্”—জুহু নামক হোমপাত্রে, অবত্ত্বাৎ চ—অবত্ত অর্থাৎ অবদান করা হইয়াছে বলিয়া, “চ”—আর, “তন্ত্ৰ”—তাহার অর্থাৎ সেই অবদান করা অংশটির, “হোমসংযোগাৎ”—হোমের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (তাহাতে কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ‘জুহু’ নামক যে পাত্র, যাহাতে হবিদ্রব্য লইয়া হোম করা হয়, হোমের পর তাহাতে কিয়দংশ থাকিবে অর্থাৎ তাহাতে কিছু রাখিয়া হোম করা হইবে, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অবত্ত্বাৎ চ জুহ্বাং”—জুহু পাত্রে অবদান করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহাতে শেষ থাকিতে পারে না। যদি বলা হয়, শেষ থাকিতে বাধা কি? তাহা হইলে বলিব “তন্ত্ৰ চ হোমসংযোগাৎ”—যাহা অবদান করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার সবটাই হোমের সহিত সম্বন্ধ; যে হেতু হোমের জন্তই অবদান করিবার বিধি। আর যাহা হোমের জন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সবটাই হোম করিতে হইবে—কিষ্কিন্দ্রাদ্রও রাখিয়া দিলে চলিবে না, যে হেতু, রাখিয়া দিবার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই।

চমসবদিতি চেৎ ॥ ৮ ॥ (আঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “চমসবৎ”—চমসের ত্রায় অর্থাৎ চমসে যেমন অবশিষ্ট কিয়দংশ থাকে সেই ভাবে থাকিবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, “চমসবৎ”—চমসনামক এক প্রকার পাত্র আছে; তাহাতে করিয়া সোম আহুতি দেওয়া হয়। আর সেই যে চমসস্থ সোম আহুতি দিবার পর তাহার কিয়দংশ

চমসে অবশিষ্ট রাখিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং সে স্থলে হোমের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও যেমন নিঃশেষে হোম হয় না, উপাংশুবাগীর হবির্দ্রব্যও জুহুমাধ্যে হোমের জন্য অবদান পূর্বক গৃহীত হইলেও হোমের পর তাহাতে কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিবে, বাহার দ্বারা প্রতিপত্তি কর্ত্ত্ব করা চলিবে। ইতি আশঙ্কা।

ন চোদনাবিরোধাদ্ধবিঃপ্রকল্পনত্যাচ্চ ॥ ৯ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা ঠিক নহে, “চোদনা-বিরোধঃ”—কারণ (চমসাহতির শেষ না রাখিলে) অতঃ বেদবিধির সহিত বিরোধ হয়, “হবিঃপ্রকল্পনত্যাচ্চ”—আরও তাদৃশ স্থলে কেবল হবিই কল্পিত হইয়াছে (কিন্তু হোম উক্ত হয় নাই)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে শিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ন”—উক্ত প্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, “চোদনাবিরোধঃ”—গ্রহচমসাহতির হোমের অবশেষ না রাখিলে “সোমত্যাগে ত্রীহীত্যনুবট্ করোতি” এই বেদবাক্যে চমসাহতির অবশিষ্টাংশের দ্বারা যে অনুবট্কার নামক কৰ্ম্ম করিবার বিধি আছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়। এই কারণে তথায় হোমাবশেষ দ্রব্য চমস পাত্রে রাখিতে হয়। আরও তথায় হোমের কথা উক্ত নাই কিন্তু “ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্নাতি” ইত্যাদি বাক্যে গ্রহণের বিষয়ই বলা হইয়াছে। এই কারণে তথায় সমগ্র দ্রব্যটিই হোম করিতে হয় না; কিন্তু “হবিঃপ্রকল্পনত্যাচ্চ”—তথায় কেবল মাত্র দেবতা ও দ্রব্যের সম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে—দেবতার উদ্দেশ্যে হবির্দ্রব্য কল্পনার (গ্রহণের) কথা মাত্র বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উপাংশুবাগ স্থলে “চতুর্গৃহীত্ জুহোতি” এই বাক্যে হোমের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং চমসাহতির দৃষ্টান্ত অনুসারে উপাংশুবাগে জুহুপাত্রে অবশেষ রাখিতে পারা যায় না। কারণ এস্থলে বৈষম্য রহিয়াছে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

উৎপন্নাদিকারাং সতি সর্ব্ববচনম্ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। “উৎপন্নাদিকারাং”—উৎপন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত শেষ বিষয়ক অধিকার বলিয়া, “সতি”—বিদ্যমান শেবাংশ সম্বন্ধেই, “সর্ব্ববচনম্”—সর্ব্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়—উপাংশবাগের শেষ কার্য করা না হইলে “সর্বভ্যঃ স্থিষ্টকৃতে সমবত্তি” অর্থাৎ “সমস্ত হবির্ভব্য হইতে স্থিষ্টকৃত দেবতার জ্ঞান অবদান করিবে” এই বাক্যে যে ‘সর্ব’ শব্দের প্রয়োগ করা আছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? কারণ, উপাংশবাগের হবির্ভব্যের অংশ বাদ দিলে আর সমস্ত হবির্ভব্য হইতে অবদান হয় না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সতি সর্ববচনম্”—যতটা শেষ ভব্য আছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ স্থলে ‘সর্ব’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, “উৎপন্নাদিকারং”—উৎপন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত শেষাংশের অধিকারেই স্থিষ্টকৃত হোমের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু উপাংশবাগের শেষ অংশ প্রাপ্ত নহে। সুতরাং তাহা বাদ বাইলেও অসামঞ্জস্য হয় না। যেমন ‘সকল ব্রাহ্মণকেই ভোজন করান হইয়াছে’ বলিলে পৃথিবীস্থ সকল ব্রাহ্মণকে বুঝায় না, কিন্তু নিমন্ত্রিত সমাগত সকল ব্রাহ্মণ ইহাই বুঝায়, এস্থলেও সেইরূপ।

জাতিবিশেষাৎ পরম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। “পরম্”—অপরটি অর্থাৎ সমবত্ত শব্দের প্রয়োগরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ কারণটি, “জাতিবিশেষাৎ”—অন্নজাতি বা আজ্যজাতিকে লক্ষ্য করিয়া (বলা হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে সমবত্ত শব্দের প্রয়োগের অনুপপত্তির আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “জাতিবিশেষাৎ পরম্”—এই যে প্রায়ণীয়া বাগে সমবত্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা প্রকৃতিভূত আগ্নেয় বাগের যে ওদনজাতি এবং আজ্যজাতি তাহার অনুবাদ অর্থাৎ চক্ষুর অবদান করা হইলে, যদিও একভাগই অবদান করা হয়, তথাপি অবদান করিতে গেলে তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি খণ্ড নান্দ্রীয়কভাবে হইয়া পড়ে। আর সেইগুলিও জ্বহুর মধ্যে হোমার্থ গৃহীত অবদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এ কারণে এস্থলে একটি মাত্র অবদানই জিহ্বাক্রিত হইলেও সেই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নান্দ্রীয়কসিদ্ধ অবদানগুলিও গৃহীত হওয়ায় অনেকক সমবেত হয় বলিয়া তাহা জাতি হইয়া থাকে। আর সেই জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে “সমবত্তি” বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা অনুবাদ মাত্র।

অন্ত্যমরেকার্থে ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। “অন্ত্যম্”—শেষের লিঙ্গটি অর্থাৎ ধৌবাজ্যের

প্রত্যভিধারণরূপ লিঙ্গটি, “অরেকার্থে”—(ঋবাকে) রিত্ত না করিবার জ্ঞ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, স্থিষ্টকুং-হোমের জ্ঞ ঋবাস্থ আজ্যের অভিধারণ করিতে হয় বলিয়াও উহার শেষকার্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, “অরেকার্থে”—ঋবাকে অরিত্ত করিবার জ্ঞ ঐরূপ করিতে হয়। কারণ, ঋবায় যদি প্রত্যভিধারণ করা না হয়, তাহা হইলে ঋবা আজ্যহীন হইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে উত্তরকার্য্য করা যাইবে না! যে হেতু, পুরোডাশাদি হইতে যেমন স্থিষ্টকুং-অবদান করিতে হয়, ঋবায় সেইরূপ উপ-স্তুরণ এবং অভিধারণ করিতে হয় অর্থাৎ আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে স্থিষ্টকুংহোমের পূর্বেও ঋবায় প্রত্যভিধারণ আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা স্থিষ্টকুং-হোমের জ্ঞ, তাহা নহে! ইতি ১ম উপাংশুযাজ্ঞাদি হবির শেষকার্য্যানুষ্ঠানাদিকরণ।

সাকংপ্রস্থায়ীয়ে স্থিষ্টকুদিড়ং চ তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সাকংপ্রস্থায়ীয়ে চ”—সাকংপ্রস্থায়ীর নামক কর্ম্মেও, “স্থিষ্টকুদিড়ং”—স্থিষ্টকুং ইড়া প্রভৃতির অবদান, “তদ্বৎ”—তাহার জ্ঞ অর্থাৎ উপাংশুযোগের জ্ঞ (লোপ পাইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “সাকংপ্রস্থায়ীয়েন যজ্ঞেত” অর্থাৎ “সাকংপ্রস্থায়ীর নামক বাগ করিবে।” এই বাগেও স্থিষ্টকুংহোমাদি আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সাকংপ্রস্থায়ীর বাগেও স্থিষ্টকুং-হোম কর্তব্য; কারণ, ইহা দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। আর প্রকৃতিতে যে গুণ থাকে, বিকৃতিতে তাহার প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসে যখন স্থিষ্টকুংহোম প্রভৃতি আছে, তখন তাহার বিকৃতিভূত এই সাকংপ্রস্থায়ীর বাগেও তাহা থাকিবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সাকংপ্রস্থায়ীয়ে স্থিষ্টকুদিড়ং চ তদ্বৎ”—উপাংশুযোগে যেমন স্থিষ্টকুং হোমাদি শেষকার্য্য নাই, সাকংপ্রস্থায়ীর বাগেও সেইরূপ হইবে, স্থিষ্টকুং হোমাদি থাকিবে না। কারণ, এস্থলেও হোমের জ্ঞ সমস্ত হবির্দ্রব্য গৃহীত হয় বলিয়া অবশিষ্ট না থাকায় স্থিষ্টকুং হোমাদি শেষকার্য্য হইতে পারে না।

৫ম পাঃ]

সৌত্ৰামণ্য-দৰ্শনম্

৫৪৫

যে হেতু, দধি ও ছন্ধের চারিটি কলসীর সহিত আহবনীর স্থানে যাইতে হয়। আর জুহু, উপভূং প্রভৃতি হোম করিবার পাত্রগুলি অপরকে দেওয়া হয় বলিয়া সেই যে চারিটি কলসী, তাহাতে করিয়াই দধি ও ছন্ধের হোম করিতে হয়, আর হোমাবশেষ রাখিবার কারণ না থাকায় হোমের পর ঐ চারিটি কলসীমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে অবশিষ্ট অংশ না থাকায় শেষ কার্য হইতে পারে না। ইতি ২য় সাকংপ্রস্থারীয়ে শেষকার্যের অনন্তরানতা অধিকরণ।

সৌত্ৰামণ্যং চ গ্রহেবু ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সৌত্ৰামণ্যং চ”—সৌত্ৰামণি নামক যাগেভেও, “গ্রহেবু”—গ্রহসকলে অর্থাৎ পয়োগ্রহ এবং সুরাগ্রহে (শেষ থাকে না বলিয়া ষ্টিষ্টকৃৎ হোমাদি শেষ কার্য হইবে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। সৌত্ৰামণি নামে একটি যাগ আছে। ঋতি বলিতেছেন, “পয়োগ্রহাঃ সুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে” অর্থাৎ “পয়োগ্রহ এবং সুরার গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে।” এই যে আশ্বিন, সারস্বত এবং ঐন্দ্র গ্রহে লইয়া তদ্বারা পয়ঃ এবং সুরার আহুতি দেওয়া হয়, তাহার ষ্টিষ্টকৃৎ হোমাদি শেষকার্য আছে কি নাই ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, চমসাহুতির যেমন অবশেষ থাকে, এই সমস্ত গ্রহ-হোমেরও যখন সেইরূপ অবশেষ রাখিতে হয়, তখন ষ্টিষ্টকৃৎ-হোমাদি শেষকার্য কর্তব্য; কারণ, পূর্ব দৃষ্টান্ত দুইটিতে শেষ ছিল না বলিয়া শেষকার্যের লোপ হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যখন “উচ্ছিনষ্টি ন সর্বং জুহোতি” অর্থাৎ “উচ্ছিষ্ট (কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট) রাখিবে—সমস্তটা হোম করিবে না” এই ঋতিবাক্যে অবশিষ্ট অংশ রাখিবার বিধি আছে, তখন শেষকার্য যে ষ্টিষ্টকৃৎ-হোমাদি তাহা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “সৌত্ৰামণ্যং চ গ্রহেবু” সৌত্ৰামণি যাগে যে সমস্ত গ্রহ নামক হোমপাত্র আছে, তাহা হইতে ষ্টিষ্টকৃৎ-হোমাদিরূপ শেষকার্য কর্তব্য হইবে না; কারণ, এতদ্ব্যতীত শেষ নাই। যে হেতু সমস্তটারই হোম করিতে হয় বলিয়া অবশেষ কিছুই থাকে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদ্বচ্চ শেষবচনম্ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “শেষবচনং চ”—শেষ রাখিবার যে বচন আছে

তাহাও, “তদ্বৎ”—তাহার তায় অর্থাৎ পূর্বাধিকরণোক্ত কুন্তী (কলসী) পাত্রেয় তায় (নিঃশেষ হোমের কথা জানাইয়া দেয়) ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয় “উচ্ছিনষ্টি ন সর্বং জুহোতি” এই বচনে যখন শেষ রাধিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন শেষ নাই কিরূপে বলা হয় ? তাহা হইলে বলিব “শেষবচনং চ তদ্বৎ”—এই যে শেষ রাধিবার সম্বন্ধে বচন ইহাও কুন্তীপাত্রের তায় নিঃশেষে হোম করিবার বিষয় বুঝাইয়া দেয় । কারণ, প্রসক্তেরই প্রতিবেদন হইয়া থাকে । সমস্তটারই হোম প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই স্বতন্ত্র বচনের দ্বারা কিঞ্চিৎ শেষ রাধিবার কথা বলা হইয়াছে । আর এই যে বচনবলে রক্ষিত অবশেষ, ইহা হইতেও ষ্টিষ্টকৃত-হোমাদি করা যায় না, যে হেতু সেই অবশিষ্ট অংশটির অত্র উপযোগিতা আছে—উহার দ্বারা অত্র কার্য করিবার কথা ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে । “ব্রাহ্মণং পরিক্রীণীয়াৎ উচ্ছেষণন্ত পাতারম্” এই ঋতিবচনে বলা হইয়াছে যে, ঐ অবশেষ অংশটি কোনও ব্রাহ্মণ পান করিবে আর মূল্য দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ক্রয় করিবে অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে ঐ পানজন্য ফলটি কিনিয়া লইবে । অতএব সৌত্রামণি যাগেও গ্রহাবশেষের দ্বারা ষ্টিষ্টকৃত-হোমাদি শেষকার্য্য হইবে না । ইতি ৩য় সৌত্রামণি যাগে শেষকার্য্যের অননুষ্ঠানতা অধিকরণ ।

দ্রব্যৈকত্বে কর্ম্মভেদাৎ প্রতিকর্ম্ম ক্রিয়েরন্ ॥ ১৬ ॥ (পুঃ)

অঙ্গকর্ম্মার্থ। “দ্রব্যৈকত্বে”—পুরোডাশ দ্রব্যের একত্ব অর্থাৎ অভিন্নতা হইলেও, “প্রতিকর্ম্ম ক্রিয়েরন্”—প্রত্যেকটি প্রধান কর্ম্ম অনুসারে (ষ্টিষ্টকৃত অবদান প্রভৃতি শেষকার্য্য) করিতে হইবে, “কর্ম্মভেদাৎ”—যে হেতু এতাদৃশ স্থলে প্রত্যেকটি কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “এতন্না সর্বপৃষ্ঠয়া যাজয়েৎ” এই বাক্যে ‘সর্বপৃষ্ঠা’ নামক ইষ্ট বিহিত হইয়াছে । সেই সর্বপৃষ্ঠা-ইষ্টির উদ্দেশ্যে ‘ইন্দ্রায় রাখস্তরায়, ইন্দ্রায় বার্তায়, ইন্দ্রায় বৈরুপায়, ইন্দ্রায় বৈরাজায়, ইন্দ্রায় শাকরায়, ইন্দ্রায় রৈবতায়’ এই বচনে দ্রব্য এবং দেবতারূপ গুণের বিধান আছে বলিয়া এস্থলে পৃথক পৃথক ছয়টি গুণ থাকায় গুণভেদে কর্ম্মভেদ হইতেছে অর্থাৎ ছয়টি বিভিন্ন কর্ম্ম হইতেছে । কিন্তু এস্থলে এই ছয়টি কর্ম্মের উদ্দেশ্যেই “দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি” ইত্যাদি বচনের দ্বারা দ্বাদশটি কপালে সংস্কৃত একটি মাত্র

পুরোডাশই বিহিত হইয়াছে। সেই একটি পুরোডাশই পৃথক্ পৃথক্ স্থলে কাটিয়া কাটিয়া ছয়বার ছয়টি বাগ করিতে হইবে অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে দিতে হইবে। এই ছয়টি কর্ষে কি ছয়বার ষিষ্টকৃত্ব-হোম এবং ছয়বার ইড়া ভক্ষণ করিতে হইবে, অথবা একটিমাত্র পুরোডাশ বলিয়া একবারমাত্রই ষিষ্টকৃত্ব-হোমাদি কর্তব্য হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “প্রতিকর্ষ ক্রিয়েরন”—প্রত্যেকটি কর্ষ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ষিষ্টকৃত্ব-হোম এবং ইড়াভক্ষণ করিতে হইবে। কারণ, “দ্রব্যৈক্যে কর্ষভেদাৎ”—এস্থলে দ্রব্য এক অর্থাৎ অভিন্ন হইলেও কর্ষ বিভিন্ন হইতেছে। যে হেতু প্রত্যেক কর্ষেরই প্রতিপত্তিরূপে ষিষ্টকৃত্ব-হোমাদি কর্ষ করিতে হয়। অতএব ‘সর্বপৃষ্ঠ’ যাগে ছয়বার শেষকার্য্য হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অবিভাগাচ্চ শেষশ্চ সর্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শেষশ্চ অবিভাগাৎ চ”—শেষাংশ অবিভক্ত অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া, “সর্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ”—তাহা যখন সকল যাগের প্রতি অবশিষ্ট (তখন পৃথক্ পৃথক্ শেষকার্য্য হইবে না)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে একবার মাত্রই শেষকার্য্য কর্তব্য, কিন্তু তাহা ছয়বার অনুষ্ঠের নহে। কারণ, পুরোডাশরূপ হবির উত্তরাধিকারি ষিষ্টকৃত্বহোম, ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতি শেষকার্য্যের জন্ত রাখিয়া দিতে হয়, আর পূর্বোক্ত হইতেই পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হয়। স্তবরাং ঐ উত্তরাধিকার যে অবদান (খণ্ড করা) তাহার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়া তাহার দ্বারা যে কার্য্য হইবে, তাহারও পার্থক্য হইতে পারে না। অতএব একবার মাত্রই তত্ত্বভাৱুপে অর্থাৎ অনেকের উদ্দেশ্যে একবার মাত্র অনুষ্ঠেররূপে শেষকার্য্য হইবে—তাহাতেই সকলের শেষকার্য্য হইয়া যাইবে। এই জন্ত গ্রায়-মালাকার বলিয়াছেন—

“শেষশ্চ সর্বভূত্যাং তৎকার্য্যং সৰ্বদ্রব্যতাম্”

অর্থাৎ এস্থলে শেষটি সকলের পক্ষে সাধারণ বলিয়া সেই শেষকার্য্য একবার মাত্রই হইবে। ইতি ৪র্থ সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টিতে শেষকার্য্যের তত্ত্বভাষিকরণ।

ঐন্দ্রবায়বে তু বচনাৎ প্রতিকর্ষ ভক্ষঃ স্তাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ঐন্দ্রবায়বে” তু—ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের বোলায়, “তু”

কিন্তু, (অধিকরণান্তরসূচক), “বচনাৎ”—ঋতিবচন আছে বলিয়া, “প্রতিকর্ষ”—প্রত্যেক কর্মে, “ভক্ষঃ স্তাৎ”—শেষভক্ষণ হইবে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের হোমের পর যে সোম শেষ (অবশিষ্ট) থাকে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ । সুতরাং পূর্বাধিকরণের দ্বারা একবারমাত্রই ভক্ষণ করিয়া শেষকার্য্য করিতে হইবে এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ঐন্দ্রবায়বে তু প্রতিকর্ষ ভক্ষঃ স্তাৎ”—ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের বেলায় কিন্তু বতগুলি কর্ষ—বতবার গ্রহহোম করিতে হয় ততবার শেষভক্ষণ করিতে হইবে । কারণ, “বচনাৎ”—ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের শেষভক্ষণ সম্বন্ধে “দ্বিঃ ঐন্দ্রবায়বস্ত ভক্ষয়তি” অর্থাৎ “ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের শেষ দুইবার ভক্ষণ করিতে হইবে” এই প্রকার বচন রহিয়াছে । ইতি ৪র্থ ঐন্দ্রবায়বের ভক্ষণের অত্যন্তাধিকরণ ।

সোমেহবচনাদ্ ভক্ষো ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সোমে”—জ্যোতিষ্টোমে সোমে, “ভক্ষঃ ন বিদ্যতে”—শেষ ভক্ষণ নাই, “অবচনাৎ”—যে হেতু ভক্ষণের বচন নাই ।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে গ্রহ নামক পাত্রে করিয়া যে সোমাছতি দেওয়া হয়, তাহার শেষভক্ষণ হইবে কি না ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “সোমে ভক্ষো ন বিদ্যতে”—সোমে শেষ ভক্ষণ নাই । কারণ, “অবচনাৎ”—শেষ ভক্ষণের কোনও বচন নাই । “বৎগ্রহান্ জুহোতি” এই ঋতি বাক্যে গ্রহহোম করিবারই বিধি আছে । আর গ্রহপাত্রে করিয়া সোম সোম করা হইলে তাহার অবশেষ রাখিবার বিষয়ে প্রমাণাভাব বলিয়া সবটাই হোম করিতে হয় । অতএব শেষ না থাকায়—এক পৃথক্ বচনও নাই বলিয়া শেষ ভক্ষণ হইবে না । ইতি পূর্বপক্ষ ।

স্বাদ্ব্যন্ত্যর্থদর্শনাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্তাৎ”—হইবে অর্থাৎ সোমে শেষ ভক্ষণ হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিবারক, “অন্ত্যর্থদর্শনাৎ”—যে হেতু অন্ত্যর্থদর্শন আছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “স্বাদ্ বা”—সোমে শেষ ভক্ষণ হইবে । কারণ, “অন্ত্যর্থদর্শনাৎ”—অন্ত্যর্থদর্শন রহিয়াছে । অন্ত্য অর্থ

৫ ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৪৯

প্রকাশক বাক্যের সামর্থ্যে যে স্থলে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকেই সূত্রে অর্থার্থদর্শন বলা হইয়াছে। ঐতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “সর্বতঃ পরিহারম্ আশ্বিনং ভক্ষয়তি” ইত্যাদি অর্থাৎ “আশ্বিন নাম গ্রহকে চারিদিকে ঘুরাইয়া ভক্ষণ করিবে”। এস্থলে ভক্ষণের অনুবাদ করিয়া আশ্বিননামক গ্রহকে ঘুরাইবার বিধি করা হইয়াছে। কিন্তু যদি ভক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে কি তাহার অনুবাদ করা যায়? ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ তস্মাদ্ যথোপদেশঃ স্যুঃ ॥ - ১ ॥

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “বচনানি”—(ঐ প্রকার অর্থহচক বাক্যগুলি) বচন অর্থাৎ বিধিবাক্য, “তস্মাদ্”—(যে হেতু ঐগুলি বিধারক বাক্য) সেই হেতু, “যথোপদেশঃ স্যুঃ”—যেমন উপদেশ অর্থাৎ বিধি আছে সেইরূপই হইবে অর্থাৎ বিশিষ্ট বিধিই হইবে, “অপূর্ব্বত্বাৎ”—যে হেতু উহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ বচনান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ আপত্তি উঠাইয়া বলেন যে, “সর্বতঃ পরিহারম্ আশ্বিনং ভক্ষয়তি” ইত্যাদি বাক্যগুলি সোমভক্ষণের সূচক মাত্র কিন্তু বিধি নহে, যদি বিধিবাক্য থাকে, তাহা হইলে সোমভক্ষণ স্বীকার করিব, নচেৎ নহে। তাহা হইলে ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বচনানি তু”—“আশ্বিনং ভক্ষয়তি,” “দ্বিরৈন্দ্র-বারং ভক্ষয়তি,” “সদসি ভক্ষয়তি” ইত্যাদি বাক্যগুলিকে বচনই বলিব অর্থাৎ ঐ-গুলিই সোমভক্ষণের বিধিবাক্য। যদি বলা হয় ইহাতে যথাক্রমে ভ্রমণ ও ভক্ষণ, দ্বিত্ব ও ভক্ষণ এবং সদঃস্থিতত্ব ও ভক্ষণ, একরূপে একাধিক বিষয়ে বিধি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হয়, তাহা হইলে বলিব “যথোপদেশঃ স্যুঃ”—যেমন উপদেশ আছে সেইরূপই হইবে অর্থাৎ যথাক্রমে ভ্রমণবিশিষ্ট ভক্ষণ, দ্বিত্ববিশিষ্ট ভক্ষণ এবং সদঃস্থিতত্ববিশিষ্ট ভক্ষণ বিহিত হইবে। যদি বলা হয়, ইহাতেও বাক্যভেদ হইবে। তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হইবে না। কারণ, “অপূর্ব্বত্বাৎ”—ইহা অপূর্ব্বের—অপ্রাপ্তের বিধি বলিয়া বাক্যভেদ হইবে না। কারণ, অপ্রাপ্ত স্থলে বিশিষ্ট বিধিও স্বীকার করা হয় বলিয়া এবং বিশিষ্ট বিধি স্থলে বিশেষণটি আর্থিকভাবে (অর্থাপত্তিবলে) বিহিত হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইতে পারে না। অতএব ইহা বিশিষ্ট বিধি বলিয়া ঐ

৫৫৩

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

সকল বচনের দ্বারাই সোমে শেষ ভক্ষণ প্রতিপাদিত হয়। ইতি যষ্ঠ সোমে ভক্ষণপ্রতিপাদনাধিকরণ।

চমসেয়ু সমাখ্যানাং সংযোগস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চমসেয়ু”—চমসেও (ভক্ষণ আছে), “সমাখ্যানাং”—সমাখ্যা অর্থাৎ যৌগিক সংজ্ঞা অনুসারে ইহা অবধারিত হয়, “সংযোগস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ”—যেহেতু সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ তাহার নিমিত্ত অর্থাৎ চমসিগণের সোমভক্ষণের হেতু। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে হোতৃচমস ইত্যাদি নামে দশটি চমস আছে, ইহা “প্রৈতৃ হোতৃচমসঃ” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দশটি চমসে করিয়া বাঁহারা সোম আহুতি দেন, তাঁহারা চমসী। ঐ চমসিগণের পক্ষে হৃতশেষ সোম ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, চমসিগণের শেষভক্ষণের কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া ভক্ষণ কর্তব্য নহে। এই প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে সিদ্ধান্তরূপে বলা হইতেছে “চমসেয়ু”—চমসস্থ হৃতশেষ সোমেরও ভক্ষণ কর্তব্য। যদি বলা হয় তাহাতে প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব—“সমাখ্যানাং সংযোগস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ”—চমস শব্দের সমাখ্যা অর্থাৎ যৌগিক অর্থ হইতেই চমসিগণের চমসস্থ সোম ভক্ষণ প্রাপ্ত হয়। কারণ, “চম্যতে ভক্ষ্যতে সোমঃ অগ্নিন্” অর্থাৎ বাহাতে সোমভক্ষণ করা হয় এই প্রকার অর্থে ভক্ষণার্থক ‘চম্’ ধাতুর উত্তর অসচ্চপ্রত্যয় করিয়া চমস শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। আর সেই চমসের সহিত বাঁহাদের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা চমসী। অতএব চমসিগণেরও শেষ ভক্ষণ কর্তব্য। ইতি ৭ম চমসিগণের সোমভক্ষণ প্রতিপাদনাধিকরণ।

উদগাতৃচমসমেকঃ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উদগাতৃচমসম্”—উদগাতৃচমস, “একঃ”—একজন অর্থাৎ কেবল উদগাতাই ভক্ষণ করিবে, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—যে হেতু তাহা হইলে শ্রুতিসংযোগ অর্থাৎ শকার্থসম্বন্ধ রক্ষিত হয়; অথবা যে হেতু শ্রুতিবাক্যে কেবলমাত্র উদগাতারই উল্লেখ আছে। (পূর্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে “প্রৈতু হোতুচমস প্র ব্রক্ষণঃ প্রোদগাতৃণাম্” এই বাক্যে চমসের উপদেশ আছে। আর চমসিগণেরও যে সোমভক্ষণ কর্তব্য, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে “প্র উদগাতৃণাম্” এই অংশে উদগাতারও চমস ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। উদগাতৃগণের উদগাতা, প্রোক্তা, প্রতিহর্তা ও সুরাক্ষণ্য নামে চারিজন ঋষিক্ থাকেন। উক্ত বাক্যে যে উদগাতার চমস ভক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র উদগাতাই কি একলা চমসস্থ সোম ভক্ষণ করিবেন অথবা সকলেই অর্থাৎ ষোলজন ঋষিক্ই সোমভক্ষণ করিবেন, কিংবা সুরাক্ষণ্য নামক ঋষিক্ ছাড়া উদগাতৃগণের তিনজনেই ভক্ষণ করিবেন, বা সুরাক্ষণ্যের সহিত অপর তিন জন উদগাতৃগণীয় ঋষিক্ সোমভক্ষণ করিবেন ইহাই সন্শয়। সন্শয়ের কারণ এই যে, উদগাতা একজনেরই নাম অথচ বচনে “উদগাতৃণাম্” এস্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “উদগাতৃচমস একঃ”—উদগাতৃচমস এক জনই—কেবলমাত্র উদগাতাই ভক্ষণ করিবে। কারণ, “ঋতিসংযোগাৎ”—ইহাতে শ্রীত অর্থ অর্থাৎ শকার্য সম্বন্ধ অনুসরণ করা। যে হেতু, “প্রোদগাতৃণাম্” এই ঋতিতে কেবল উদগাতারই কথা বলা হইয়াছে; আর উদগাতা বলিতে সামগায়িকগণের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তিকেই বুঝায়। আর এ স্থলে যে বহুবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, ঐ বহুবচন অবিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রতিপদিকের অর্থ এবং তত্ত্বের বিহিত বহুবচনের অর্থের মধ্যে বিরোধ হইলে প্রতিপদিকার্থই প্রবল হয়। ইতি প্রথম পূর্বপক্ষ।

সর্বের বা সর্বসংযোগাৎ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “সর্বের”—সকল ঋষিক্ই, “বা”—পক্ষপরিবর্তন-হুচক, “সর্বসংযোগাৎ”—যে হেতু ঋষিকের সহিত সম্বন্ধবোধক বহুবচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে যে পূর্বপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে, একমাত্র উদগাতাই ভক্ষণ করিবে অপর এক পূর্বপক্ষীর দ্বারা তাহার পরিহার বলিতেছেন, “সর্বের বা”—যত জন ঋষিক্ সেইখানে আছেন, তাঁহারা সকলেই অর্থাৎ ষোল জন ঋষিক্ই উদগাতৃ-চমস ভক্ষণ করিবেন। কারণ, “সর্বসংযোগাৎ”—উক্ত বচনে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় চমসের সহিত সকলেরই সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে। যে

হেতু, ইহা না বলিলে “প্রোদগাতৃণাম্” এ স্থলের বহুবচনটিকে প্রমাদপঠিত বলিতে হয়, কারণ, উহা অনুবাদও হয় না এবং বিধেয়ও হয় না বলিয়া অনর্থকই হইয়া পড়ে। অতএব সকল ঋষিকেরই (যোল জনেরই) উদগাতৃ-চমস ভক্ষণ স্বীকার্য। আর এ পক্ষে ‘উদগাতৃ’ শব্দটিকে অত্যাগ ঋষিকের উপলক্ষণ বলিতে হয়। ইতি দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

স্তোত্রকারিণাং বা তৎসংযোগাদ্ বহুশ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। “স্তোত্রকারিণাম্”—যাঁহারা স্তোত্র পাঠ করিতেছেন সেই কয়জনেরই উদগাতৃচমস ভক্ষণ হইবে, “বা”—পক্ষপরিবর্তনসূচক, “তৎসংযোগাৎ বহুশ্রুতেঃ”—যে হেতু উক্ত বহুবচনশ্রুতি স্তোত্রকারিগণেরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অত্র এক পূর্বপক্ষবাদী দ্বিতীয়বাদীর মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন “স্তোত্রকারিণাং বা”—স্তোত্রকারী ঋষিগণেরই ঐ চমস ভক্ষণ হইবে অর্থাৎ উদগাতৃগণের উদগাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্তা এই কয়জনেরই উদগাতৃচমস ভক্ষণ হইবে। কারণ, “তৎসংযোগাৎ বহুশ্রুতেঃ”—ঐ স্থলে (প্রোদগাতৃণাম্) এ স্থলে যে বহুবচন আছে, তাহা স্তোত্রকারী ব্যক্তির সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। আর যাঁহারা ‘উৎ’ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান করেন তাঁহারা উদগাতা, এই প্রবায় ব্যুৎপত্তি অনুসারে “উদগাতৃণাম্” বলিতে উদগাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্তা এই তিনজনকেই বুঝাইবে, যে হেতু, এই তিনজনই সদোমণ্ডপে অবস্থান করিয়া গান করেন। আর উদগাতৃগণের স্ত্রব্রক্ষণ্য নামক যে চতুর্থ ব্যক্তি, তিনি সদোমণ্ডপে থাকেন না বলিয়া তাঁহাকে তখন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে হয় না; কাজেই তাঁহার চমসভক্ষণেরও প্রসঙ্গ নাই। ইতি তৃতীয় পূর্বপক্ষ।

সর্বৈ তু বেদসংযোগাৎ কারণাদেকদেশে স্মৃৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বৈ”—উদগাতৃগণের সকলে অর্থাৎ চারিজনই (ভক্ষণ করিবে), “তু”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “বেদসংযোগাৎ”—যে হেতু বেদের সহিত অর্থাৎ সামবেদপ্রতিপাদিত কণ্ঠের সহিত ঐ চারিজনকেই

সম্বন্ধ রহিয়াছে, “কারণাৎ একদেশে স্মাৎ”—বিশেষ কারণ বশতঃ এক দেশেই অর্থাৎ একজন ব্যক্তিতেই উদ্গাতা শব্দের প্রয়োগ হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“সর্ব্বে তু বেদসংযোগাৎ”—উদ্গাতৃগণের যে কয়জন তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই ভক্ষণ বিধেয়, যে হেতু তাঁহারা সকলেই সামবেদোক্ত গানরূপ কন্ম করেন। সুতরাং তৃতীয় পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, উদ্গাতৃগণের সূত্রক্ষণ্যনামক চতুর্থ ঋত্বিক্ বাদ বাইবে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, “কারণাদেকদেশে স্মাৎ”—উচ্চৈঃস্বরে গান করে বলিয়া যে উদ্গাতা বলা হয় তাহা নহে, কিন্তু সামের উদগীথ নামক ‘ভক্তি’বিশেষ গান করেন বলিয়াই উদ্গাতা শব্দে অভিহিত হন। আর সামের সেই উদগীথ নামক ভক্তিবিশেষ একজনেরই গেষ, এই কারণে একজনই উদ্গাতৃপদবাচ্য। সুতরাং উক্ত যোগার্থ ধরিয়া সূত্রক্ষণ্যকে বাদ দিলে চলিবে না, যে হেতু প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ভাকে যে কারণে চমস ভক্ষণ করিতে হইবে, সূত্রক্ষণ্যকেও ঠিক সেই কারণেই ভক্ষণ করিতে হইবে। অতএব উদ্গাতৃগণীয় চারিজন ঋত্বিক্ই উদ্গাতৃচমস ভক্ষণের অধিকারী। ইতি চম উদ্গাতৃচমসে সূত্রক্ষণ্য সহিত উদ্গাতৃগণীয় ঋত্বিক্ সকলের ভক্ষ-প্রতিপাদনাধিকরণ। *

গ্রাবস্ততো ভক্ষো ন বিদ্বতেহনান্নানাৎ ॥ ২৭ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। “গ্রাবস্ততঃ ভক্ষঃ ন বিদ্বতে”—গ্রাবস্তৎ নামক ঋত্বিকের (হারিযোজন) ভক্ষণ নাই, “অনান্নানাৎ”—যে হেতু তাহা আগ্নাত অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে ঋত্বিকৃদিগের মধ্যে হোতৃগণে হোতা, মৈত্রাবরুণ, আচ্ছাবাক এবং গ্রাবস্তৎ এই নামে প্রসিদ্ধ চারিজন ঋত্বিক্ থাকেন।

* বার্তিককারের মতে ২৫শ সূত্রোক্ত বিষয়টাই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সদোমণ্ডপমধ্যেই সোমভক্ষণ বিহিত বলিয়া আর সূত্রক্ষণ্য নামক উদ্গাতৃগণীয় ঋত্বিক্ সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেন না বলিয়া তাঁহার সোমভক্ষণ হইতে পারে না। এই কারণে উদ্গাতৃগণীয় তিন জন ঋত্বিকেরই সোমভক্ষণ এই বচনে বিহিত হইয়াছে। আর এখানে কপিপ্লেলাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে “উদ্গাতৃণাম্” এই পদের উত্তর বিহিত বহুবচন ত্রিৎস্বরই বোধক। আর পরবর্তী সূত্রটি তন্মতে আশঙ্ক্য এবং সন্দোহন উভয়ান্নক।

ইহাদের মধ্যে গ্রাবস্তং নামক যে চতুর্থ ঋত্বিক তাঁহার সোম ভক্ষণ আছে কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “গ্রাবস্ততঃ ভক্ষঃ ন বিত্ততে”—গ্রাবস্তং নামে প্রসিদ্ধ ঐ যে হোতৃগণীর চতুর্থ ঋত্বিক তাঁহার সোম ভক্ষণ নাই। কারণ, “অনান্নানং”—তাঁহার সোম ভক্ষণ আন্বায়ে (বেদে) উপদিষ্ট হয় নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

হারিযোজনে বা সর্বসংযোগাৎ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “হারিযোজনে”—হারিযোজন নামক গ্রহে (গ্রাবস্ত-
তেরও সোমভক্ষণ আছে), “বা”—পূর্বপক্ষনিবারক, “সর্বসংযোগাৎ”—
যে হেতু সর্বশব্দের দ্বারা সকলেরই সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ অর্থাৎ অধিকার
উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরের সিদ্ধান্তী বলিতেছেন
“হারিযোজনে বা”—হারিযোজন নামক যে গ্রহ অর্থাৎ সোম গ্রহণের পাত্র আছে,
তাহাতে গ্রাবস্তং নামক ঋত্বিকেরও সোমপানের অধিকার আছে। কারণ,
“সর্বসংযোগাৎ”—ঋতিমধ্যে “অধৈতশ্চ হারিযোজনশ্চ সর্বৈ এব লিপ্সন্তে” এই
বাক্যে ‘সর্ব’ শব্দ এবং ‘এব’ কার থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তত্রত্য সকলেরই
অর্থাৎ গ্রাবস্তং নামক ঋত্বিকেরও হারিযোজন গ্রহের সোমভক্ষণে অধিকার আছে।
“হরিরসি হারিযোজনঃ” এই মন্ত্রে যে গ্রহ গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম হারিযোজন
গ্রহ। ইতি সিদ্ধান্ত।

চমসিনাং বা সন্নিধানাৎ ॥ ২৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “চমসিনাং”—চমসিগণেরই (সোম ভক্ষণ কর্তব্য
কিন্তু অগ্নের নহে), “বা”—পক্ষপরিবর্তনশূন্যক, “সন্নিধানাৎ”—যে হেতু
তাহাদেরই সন্নিধি হেতু প্রাপ্ত রহিয়াছে। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব শব্দের প্রয়োগ থাকায় গ্রাবস্তংও সোম-
ভক্ষণের অধিকারী, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে কেহ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন
“চমসিনাং বা”—চমসিগণেরই ভক্ষণ হইবে; কারণ, “সন্নিধানাৎ”—তাহারাই

সম্মিহিত। পক্ষান্তরে গ্রাবস্তং ঋত্বিকের সোমভক্ষণপ্রসঙ্গ নাই। কারণ, ঐ স্থলে যে সর্ব শব্দ আছে, তাহা সম্মিহিতেরই বাচক। যে হেতু—

“সমাসঃ সর্বনামার্থঃ সম্নিকৃষ্টমপেক্ষতে”

অর্থাৎ “সমাস এবং সর্বনাম সম্নিকৃষ্ট অর্থাৎ সম্মিহিতেরই বাচক।” আর “অথৈতত্ত্ব” ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে “যথাচমসম্ অগ্নাংচমসান্ চমসিনো ভক্ষয়ন্তি” এই বাক্যে চমসিগণেরই বিষয় বলা হইয়াছে। আর এই বাক্যে ‘অথ’ শব্দের দ্বারা তাহারই সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। অতএব ‘সর্ব’ শব্দের দ্বারা সম্মিহিত চমসিগণই অভিহিত হয় বলিয়া গ্রাবস্ততের সোমভক্ষণ নাই। ইতি আশঙ্কা।

সর্ব্বেষাং তু বিধিত্বাৎ তদর্থা চমসিশ্রুতিঃ ॥১০॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “সর্ব্বেষাং”—সকল ঋত্বিকেরই (হারিষোজন গ্রহে সোমভক্ষণ কর্তব্য), “তু”—আশঙ্কা নিরাসার্থক, “বিধিত্বাৎ”—যে হেতু এস্থলে বিধি অর্থাৎ সর্বসম্বন্ধের বিধি রহিয়াছে, “তদর্থা”—তাহার জ্ঞত্ব অর্থাৎ হারিষোজন গ্রহের স্ততির জ্ঞত্ব, “চমসিশ্রুতিঃ”—চমসিবিষয়ক শ্রুতিবাক্য।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সর্ব্বেষাং তু”—তদ্রূপে সকল ঋত্বিকেরই হারিষোজনগ্রহে সোমভক্ষণ কর্তব্য। কারণ, “বিধিত্বাৎ”—ঐ স্থলে ভক্ষণের সহিত সর্ব সম্বন্ধের বিধি রহিয়াছে। কিন্তু যদি ঐ স্থলে কেবলমাত্র চমসিগণেরই ভক্ষণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে “সর্ব্ব ভক্ষয়ন্তি, তে চ চমসিনঃ” অর্থাৎ ‘সকলে ভক্ষণ করিবে, আর সেই যে সকলে তাহারা চমসী’ এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ নামক দোষ আসিয়া পড়ে। ইহাতে যদি বলা হয়, “যথাচমসম্ অগ্নাংচমসান্ চমসিনো ভক্ষয়ন্তি” এই বাক্যটির কি সার্থকতা থাকে? তাহা হইলে বলিব, “চমসিশ্রুতিঃ তদর্থা”—ঐ যে চমসি শব্দসংযুক্ত শ্রুতিবাক্য উহা তদর্থ—হারিষোজন গ্রহের প্রশংসার্থক। এমনই মহাভাগ এই হারিষোজনগ্রহ যে, ইহা পাইবার জন্ত সকলে অভিলাষ করে, কিন্তু ঐ যে চমসাদি রহিয়াছে, উহাতে সকলে ইচ্ছা করে না (অতএব উহা প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঐ হারিষোজনই প্রশস্ত) এই প্রকার প্রশংসা এস্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। ইতি ৯ম হারিষোজনে গ্রাবস্তং ঋত্বিকের ভক্ষণ প্রতিপাদনাধিকরণ।

বষট্কারাচ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বষট্কারাং চ”—বষট্কার হেতুও, “ভক্ষয়েৎ”—সোম ভক্ষণ কর্তব্য। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সমাখ্যা চমসিগণের সোম-ভক্ষণের হেতু। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, একমাত্র সমাখ্যাই কি সোমভক্ষণের হেতু অথবা ভক্ষণের অল্প কারণও আছে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, হোতাই যখন বষট্কার্তা, আর হোতৃচমসাদি সমাখ্যা অনুসারে হোতার ভক্ষণ যখন প্রাপ্তই আছে, তখন তাহার বিধি হইতে পারে না। কিন্তু হোতার ভক্ষণের যে প্রাথম্য তাহা অপ্রাপ্ত। এই কারণে এ স্থলে প্রাথম্যই বিহিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বষট্কারাং চ ভক্ষয়েৎ”—বষট্কার হেতুও ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ বষট্কারও সোমভক্ষণের কারণ। যে হেতু ঋতি বলিতেছেন, “বষট্কার্তুঃ প্রথমভক্ষঃ”। যদি বলা হয়, এই ঋতিতে বষট্কারকে ভক্ষণের হেতু বলা হয় নাই, কিন্তু সমাখ্যাবলে হোতার সোমভক্ষণ প্রাপ্তই আছে, কেবলমাত্র প্রাথম্যই এই বচনে বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ “বষট্কার্তুঃ প্রথমভক্ষঃ” এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, বষট্কার্তার যে ভক্ষ তাহা প্রথম হইবে। তাহা হইলে বলিব, এস্থলে ভক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রাথম্য বিধান করিতে হইলে “বো ভক্ষঃ স প্রথমঃ” অর্থাৎ “এই যে ভক্ষণ তাহা প্রথম হইবে” এই প্রকার বচনবিহীন করিতে হয়। কিন্তু “প্রথমভক্ষঃ” এই সমস্ত (সমাসবদ্ধ) পদের মধ্যে ঐ প্রকারে উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবে অবয়ব হইতে পারে না, যে হেতু, ইহাতে একপ্রসারতা * ভঙ্গ হয়। এই জ্ঞা বার্তিককার বলিয়াছেন,—

* “প্রথমভক্ষঃ” এস্থলে ‘প্রথম’ এবং ‘ভক্ষঃ’ এই দুইটি পদ নিলিভ হইয়া একটি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহাকেই একপ্রসারতা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া একটিকে উদ্দেশ্য এবং অপরটিকে বিধেয়রূপে অন্বিত করিলে ঐ একপ্রসারতা আর থাকে না। ইহাতে আরও দোষ এই যে, ইহাদের মধ্যে একটিকে উদ্দেশ্য এবং অপরটিকে বিধেয় করিতে হইলে ‘বো ভক্ষঃ স প্রথমঃ’ এই প্রকারে ভক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথমত্ববিধান করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে সমস্ত ভক্ষেরই প্রাথম্যপ্রসঙ্গ হয়। অথচ তাহা অভিপ্রেত নহে, কেন না, সমস্ত ভক্ষই কিছু প্রথম নহে, কিন্তু বষট্কার্তার ভক্ষণই প্রথম। আর বষট্কার্তার যে ভক্ষণ তাহাই প্রথম এই প্রকার অবয়ব করিলে বাক্য-ভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, ইহা—‘যাহা ভক্ষণ তাহা প্রথম’ এবং ‘প্রথমত্ববিশিষ্ট যে

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৫৭

“সমাসার্থাদ্ বিনিকৃত্য নৈক্যাংশেহিনুজ্ঞতে যতঃ”

অর্থ্যাৎ সমাসার্থ হইতে বাহির করিয়া লইয়া সমস্ত পদের যে কোন একটি অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পার না। অতএব এই কারণে এ স্থলেও “বটকর্তৃঃ প্রথমভক্ষঃ” এই বাক্যে বটকর্তৃ-কর্তৃক প্রথমভবিশিষ্ট ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে। আর বটকারই সেই প্রাথম্যবিশিষ্ট ভক্ষণের নিমিত্ত। ইতি ১০ম বটকারনিমিত্তক ভক্ষাস্তরপ্রতিপাদনাধিকরণ।

হোমাত্তিষবাত্যাং চ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “হোমাত্তিষবাত্যাং চ”—হোম এবং অভিষবণ (সোমরস নিঃসারণ) হেতুও (ভক্ষণ কর্তব্য হয়)। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমভক্ষণের অন্ত কোনও হেতু আছে কি না এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, চমস ভক্ষণে সমাখ্যা, হারিষোজন ভক্ষণে বাক্য, এবং হোতৃ বটকার এই তিনটিই সোমভক্ষণের হেতু—অন্য কোনও হেতু নাই, তাহা হইলে বলিব, “হোমাত্তিষবাত্যাং চ”—হোম এবং অভিষবহেতুও সোমভক্ষণ কর্তব্য অর্থ্যাৎ হোম এবং অভিষব অর্থ্যাৎ হেঁচিয়া সোমরস নিঃসারণও সোমভক্ষণের কারণ।

সুতরাং যিনি সোমাত্তিষব করেন—সোমলতা হেঁচিয়া রস বাহির করেন এবং যিনি সোম হোম করেন, তাঁহারাও সোমভক্ষণের অধিকারী। যে হেতু ঞ্জতি বলিতেছেন, “হবির্ধানে গ্রাবতিরভিযুত্যাংবনীয়ে হুবা প্রত্যক্ঃ পরেত্য সদসি ভক্ষান্ ভক্ষয়ন্তি” অর্থ্যাৎ “হবির্ধানিনামক মণ্ডপে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বোমাত্তিষব করিয়া আহবনীর অগ্নিতে তাহা হোম করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া সদোমণ্ডপে আসিয়া তন্মধ্যে ভক্ষ (সোম) ভক্ষণ করিবে।” অতএব হোমকর্তা এবং অভিষবকর্তারও সোমভক্ষণ আছে। ইতি ১১শ হোমাত্তিষবনিমিত্তক ভক্ষণ প্রতিপাদনাধিকরণ।

ভক্ষণ তাহা বটকর্তার এই প্রকার বাক্যের হইতেই সম্ভব হয়। এই কারণে বটকর্তৃবিশিষ্টভক্ষণোদ্দেশ্যে প্রাথম্য বিধান করিতে পারা যায় না। আরও এই প্রকারে উদ্দেশ্য বিধেয়ভাবে যেখানে অম্বয় হয়, সেখানে সনাস হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে সনাসের ‘একার্থীভাব’ থাকে না। এই অম্বয় সনাসস্থলে উদ্দেশ্যবিধেয়রূপে অম্বয় স্বীকার করা হয় না। বার্তিককারও এই কথাই বলিয়াছেন; তাহা অনুবাদমধ্যে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষোপদেশোচমসানামব্যক্তঃ শেষে ॥ ৩৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “চমসানাং প্রত্যক্ষোপদেশাৎ”—চমস সকলের (ভক্ষণ) প্রত্যক্ষ প্রতিবচনের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, “শেষে অব্যক্তঃ”—অবশিষ্ট স্থলে অব্যক্ত অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম অনুসারে ভক্ষণ হইবে অর্থাৎ চমসাতিরিক্ত ভক্ষণই সর্বসাধারণ।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে “প্রৈতু হোতুশ্চমসঃ প্র ভক্ষণঃ প্রোদগাতৃণাম্” ইত্যাদি। ইহাতে সংশয়, এই যে হোমকর্তা, অভিযকর্তা এবং বটকর্তা ইহারাও কি চমসে ভক্ষণ করিবে, অথবা ইহারা চমসে ভক্ষণ করিতে পাইবে না। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, “শেষে অব্যক্তঃ”—অব্যক্ত অর্থাৎ বিশেষ বচনের দ্বারা যে ঋত্বিকের ভক্ষণ-পাত্র উল্লিখিত হয় নাই তাহার ভক্ষণ, এই প্রভৃতি শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট পাত্রেই হইবে। কারণ, “চমসানাং প্রত্যক্ষোপদেশাৎ”—চমসে যে চমসিগণ ভক্ষণ করিবেন, ইহা প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব চমসাতিরিক্ত পাত্রেই অস্ত্রের সোমভক্ষণ, কিন্তু চমসে নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

স্বাদ্বা কারণভাবাদনির্দেশশ্চমসানাং

কর্তৃত্বত্বচনত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বাৎ”—হইবে অর্থাৎ চমসে অস্ত্রেরও ভক্ষণ হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “কারণভাবাৎ”—যে হেতু ভক্ষণের কারণ আছে, “চমসানাং কর্তৃত্বঃ”—চমসিগণের, “অনির্দেশঃ”—প্রাপ্তিমাत्र অর্থাৎ অযোগ্যব্যবচ্ছেদ বোধিত হইয়াছে, “তদ্বচনত্বাৎ”—যে হেতু (প্রতিবচনে) ঐটুকু মাত্রই বোধিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “স্বাদ্বা বা কারণভাবাৎ”—চমসে বটকর্তা প্রভৃতি ঋত্বিকগণেরও ভক্ষণ হইবে। যদি বলা হয়, চমসে চমসিগণেরই ভক্ষণ প্রতিবচনে প্রত্যক্ষতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, “অনির্দেশঃ চমসানাং কর্তৃত্বঃ তদ্বচনত্বাৎ”—উক্ত বচনে চমসি-

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৫৯

গণের চমসে ভক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু উহা অস্ত্রের প্রতিবেশক নহে বলিয়া উহার দ্বারা অস্ত্র ঋত্বিগ্গণের চমসে সোমভক্ষণ নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ঐ বচনে চমসিগণের চমসে সোমভক্ষণের কেবলমাত্র অযোগ্যব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। অতএব ববটুকর্তা প্রভৃতিরাও চমসে সোমভক্ষণ করিবেন। ইতি সিদ্ধান্ত।

চমসে চান্দ্যদর্শনাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষত্রার্থ। “চমসে”—চমসে, “অস্ত্রদর্শনাৎ চ”—অস্ত্রের দর্শন অর্থাৎ সোমপানের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (সকলে চমসে সোমপান করিবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। চমসে যে অস্ত্রেরও সোমভক্ষণ কর্তব্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “চমসে চান্দ্যদর্শনাৎ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু দৃষ্ট হয় বলিয়াও চমসে অস্ত্রেরও সোমভক্ষণ কর্তব্য। কারণ, “চমসান্ চমসাধ্বর্য্যবে প্রযচ্ছতি তান্ স ববটুকর্ত্রে হরতি” অর্থাৎ “চমসাধ্বর্য্যূকে চমস দেওয়া হইবে, তিনি আবার তাহা ববটুকর্তার জন্ত লইয়া যাইবেন” ইত্যাদি বচনের জ্ঞাপকতা অনুসারে জানা যায় যে, অস্ত্রেরও চমসে সোমভক্ষণ কর্তব্য। ইতি ১২শ এক পাত্রে ভক্ষণসমুচ্চয়াদিকরণ।

একপাত্রে ক্রমাদধ্বর্য্যুঃ পূর্ব্বো ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষত্রার্থ। “একপাত্রে”—একই পাত্রে, “পূর্ব্বো অধ্বর্য্যুঃ ভক্ষয়েৎ”—প্রথম অধ্বর্য্যু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ অধ্বর্য্যু প্রথমে ভক্ষণ করিবে, “ক্রমাৎ”—ক্রম অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। একই পাত্রে যখন অনেকে ভক্ষণ করিবে, তখন তাহার ক্রম কি হইবে অর্থাৎ—কাহার পর কে ভক্ষণ করিবে, এইরূপ সংশয় হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “একপাত্রে অধ্বর্য্যুঃ পূর্ব্বো ভক্ষয়েৎ”—একপাত্রে সোমভক্ষণের স্থলে অধ্বর্য্যুই প্রথমে ভক্ষণ করিবে। কারণ, “ক্রমাৎ”—ক্রম অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে অধ্বর্য্যুরই নিকটে পাত্রটি থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

৫৬০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ]

হোতা বা মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “হোতা”—হোতা অর্থাৎ তন্নামে প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্ই (প্রথমে ভক্ষণ করিবে), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “মন্ত্রবর্ণাৎ”—যে হেতু মন্ত্রে ঐক্যপই বর্ণনা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“হোতা বা”—একই পাত্রে সোমভক্ষণ স্থলে হোতা নামে প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্ই প্রথমে ভক্ষণ করিবে। কারণ, “মন্ত্রবর্ণাৎ”—মন্ত্রমধ্যে ঐক্যপ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে। যে হেতু, “হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরত্বমাশত” এই মন্ত্রে এবং “হোতেব নঃ প্রথমঃ পাহি” এই মন্ত্রে হোতারই প্রথমত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাচ্চ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ চ”—বচন আছে বলিয়াও (হোতারই ভক্ষণ প্রথমে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন “বচনাচ্চ”। একই পাত্রে সোমভক্ষণ স্থলে হোতারই যে প্রথমে ভক্ষণ কর্তব্য, তাহা “ববটুকর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ” অর্থাৎ “ববটুকর্তার—যিনি ‘ববটু’ উচ্চারণ করেন তাঁহার প্রথম্যাবিশিষ্ট ভক্ষণ কর্তব্য” এই বচন হইতে পাওয়া যায় আর ববটুকর্তা হোতাই হইতেছেন।

কারণানুপূর্ব্যাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। “কারণানুপূর্ব্যাৎ চ”—কারণের আনুপূর্ব্যে অনুসারেও হোতার ভক্ষণ প্রথমে।

ভাষ্যভাবার্থ। হোতার ভক্ষণ যে প্রথমে তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “কারণানুপূর্ব্যাৎ চ”। প্রথমে ববটুকর্তার উচ্চারণ করা হয়, পরে হোম করা হয়। আরও ববটুকর্তাই হোতার ভক্ষণের নিমিত্ত এবং হোম অধ্বয্যুর ভক্ষণের হেতু। সুতরাং এই কারণাগত ক্রমানুসারেও ববটুকর্তা অর্থাৎ হোতারই ভক্ষণ প্রথম প্রাপ্ত। ইতি ১৩শ ববটুকর্তার প্রথমভক্ষ প্রতিপাদনাধিকরণ।

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৬১

বচনাদনুজ্ঞাতভক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ”—ঋতিবচন আছে বলিয়া, “অনুজ্ঞাত-ভক্ষণম্”—অনুজ্ঞাত হইয়া ভক্ষণ কা ব্যৰ্ত্ত (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। একই পাত্রে অবস্থিত যে সোম সকলকে ভক্ষণ করিতে হয়, তথায় কি অনুজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বপানকারীর অনুমতি লইয়া পরবর্তী ব্যক্তি পান করিবে অথবা তাহাকে অনুজ্ঞা লইতে হইবে না, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন, অনুজ্ঞা এবং ভক্ষণ এই উভয় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে গোঁরব অর্থাৎ আধিক্য প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অনুজ্ঞা লইতে হইবে না, তাহা হইলে বলিব “বচনাৎ অনুজ্ঞাতভক্ষণম্”—এতাদৃশ স্থলে অনুজ্ঞা লইয়াই ভক্ষণ করিতে হইবে, যে হেতু “তন্মাং সোমো নানুপহুতেন পৈয়ঃ” অর্থাৎ “উপহুত অর্থাৎ অনুজ্ঞাত না হইয়া সোম পান করিবে না” এই ঋতিবচনে অনুমতি লইবার কথাই বলা হইয়াছে । ইতি ১৪শ অনুজ্ঞাপূর্বক ভক্ষণাধিকরণ ।

তদুপহুত উপহ্বয়শ্চেত্যেনানুজ্ঞাপয়েল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎ উপহুতে উপহ্বয়শ্চ ইত্যেনে অনুজ্ঞাপয়েৎ”—“উপহুতে উপহ্বয়শ্চ” এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইতে হইবে, “লিঙ্গাৎ”—যে হেতু ইহার উক্ত অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য আছে । সিদ্ধান্ত ।

ভাষ্যভাবার্থ। অনুজ্ঞা লইয়া যে সোম ভক্ষণ করিতে হয়, তথায় কি লৌকিক বাক্য বলিয়া অনুমতি লইতে হইবে, অথবা বৈদিক বাক্যই উচ্চারণ করিতে হইবে, এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় যে কোন বাক্য উচ্চারণ করিয়াই অনুজ্ঞা লওয়া যায়, তাহা হইলে বলিব, “উপহুতে উপহ্বয়শ্চ ইত্যেনে অনুজ্ঞাপয়েৎ”—“উপহুতে উপহ্বয়শ্চ” এই বৈদিক মন্ত্র বলিয়াই অনুজ্ঞা লইতে হইবে । কারণ, “লিঙ্গাৎ”—উক্ত বৈদিক মন্ত্রটির ঐ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিবার লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্য আছে । ইতি ১৫শ বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাপনাধিকরণ ।

তত্রার্থাৎ প্রতিবচনম্ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—সেই স্থলে সেই বচনে, “অর্থাৎ”—অর্থ অনুসারে, “প্রতিবচনম্”—প্রতিবচন অর্থাৎ উত্তর বা অনুজ্ঞা হইবে । সিদ্ধান্ত ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়াই অনুজ্ঞা লইতে হইবে। এক্ষণে পুনরায় সংশয় হয় এই যে, অনুজ্ঞা প্রার্থনায় যে অনুজ্ঞা দেওয়া হইবে, তাহা কি লৌকিক বাক্যেই হইবে অথবা বৈদিক বাক্যে হইবে? পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঐ মন্ত্রটি যখন অনুজ্ঞাপনে বিনিযুক্ত হইল, তখন অত্র মন্ত্র না থাকায় লৌকিক বচনেই অনুজ্ঞা হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “তত্র অর্থাৎ প্রতিবচনম্”। ঐ যে “উপহুতে উপহবয়স্ব” এই মন্ত্রটি— ইহার মধ্যে অনুজ্ঞা এবং অনুজ্ঞাপন উভয় প্রকার অর্থই প্রকাশিত হইতেছে। তবে অনুজ্ঞাপন প্রথমভাবী এবং অনুজ্ঞা পাশ্চাত্যকালীন বলিয়া মন্ত্রের যে প্রকার ক্রম আছে, অর্থানুরোধে তাহার অত্থা করিয়া “উপহবয়স্ব” এই বলিয়া অনুজ্ঞাপন এবং “উপহুতে” এই বলিয়া অনুজ্ঞা হইবে; কারণ, পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রম প্রবল; ইহা অগ্রে (পঞ্চম অধ্যায়ে) প্রতিপাদিত হইবে। ইতি ১৬শ বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাদানাদিকরণ।

তদেকপাত্ৰাণাং সমবায়াত্ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গুষ্ঠার্থ। “তৎ”—সেই যে অনুজ্ঞাপন তাহা, “একপাত্ৰাণাম্”—যাহাদের পানপাত্ৰ অভিন্ন তাহাদের মধ্যেই, “সমবায়াত্”—যে হেতু (একই পাত্রে ভক্ষণ) সমবেত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যে কোনও পান স্থলেই কি অনুজ্ঞা হইবে, অথবা একপাত্রে যাহাদের পান করিতে হয়, তাহাদের মধ্যেই অনুজ্ঞা হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, অদৃষ্ট (অপূর্ব) উৎপত্তির জন্তই যখন অনুজ্ঞা গ্রহণ বা অনুজ্ঞাদান কর্তব্য, তখন একপাত্রে পান বা ভিন্নপাত্রে পান সকল স্থলেই অনুজ্ঞা আবশ্যক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “তদেকপাত্ৰাণাং সমবায়াত্”—একই পাত্রে যে পান করা হয়, সেই খানেই অনুজ্ঞা আবশ্যক। কারণ, অদৃষ্ট উৎপত্তির জন্ত অনুজ্ঞা নহে। কিন্তু একই পাত্রে পান করিলে সাধারণ দ্রব্যে পাছে ভাগের ইতর-বিশেষ হইয়া পড়ে, এই কারণে ন্যূনাতিরেকজন্ত অপরাধ পরিহার করিবার নিমিত্ত অপরের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক; যে হেতু তাহাতে ন্যূনাতিরেকজনিত কোনও অপরাধ হইতে পারে না। ইতি ১৭শ একপাত্ৰ স্থলে অনুজ্ঞা লইয়া ভক্ষণাদিকরণ।

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৬৩

বাজ্যাপনয়ে নাপনীতো ভক্ষঃ প্রবরবৎ ॥ ৪৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “বাজ্যাপনয়ে”—বাজ্যার অপনয় হইলে অর্থাৎ হোতার বাজ্য পাঠ রহিত হইলে, “ভক্ষঃ ন অপনীতঃ”—ভক্ষ অর্থাৎ হোতার সোম ভক্ষণ অপনীত হইবে না অর্থাৎ রহিত হইবে না, “প্রবরবৎ”—বরণের ত্রায়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঋতুবাজ নামক বাগের এসঙ্গে ঋতি বলিতেছেন—“যজমানস্ত বাজ্য। সোহভিপ্রেষ্যতি হোতরেতরা যজ্ঞেতি। স্বয়ং বা নিবৃত্ত যজ্ঞতি”। ফলিতার্থ এই যে, যে সমস্ত বাজ্য (বাগকালে পাঠ্য মন্ত্র-বিশেষ) ঋতিমধ্যে হোত্র কাণ্ডে পঠিত হইয়াছে, সেইগুলি হোতার পাঠ্য। সেই-গুলির মধ্যে কতকগুলি বাজ্য বিশেষ বচন থাকায় হোতার নহে কিন্তু যজমানেরই (বাগকর্তারই) পাঠ্য। তবে যজমান ইচ্ছা করিলে তাহা স্বয়ং পাঠ করিতে পারেন কিংবা হোতাকে তৎপাঠে নিযুক্ত করিতে পারেন। সুতরাং যজমান যে সময় তাহা স্বয়ং পাঠ করেন, তখন হোতার পাঠ রহিত হইয়া যায়। এখন সংশয় এই যে, এতাদৃশ স্থলে হোতার বাজ্যাপাঠ রহিত হইলেও তাহার ববট্কার উচ্চারণ এবং সোমভক্ষণ রহিত হইবে কি না। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বাজ্যাপনয়ে প্রবরবৎ ভক্ষঃ ন অপনীতঃ”—এতাদৃশ স্থলে হোতার বাজ্য পাঠ বন্ধ হইলেও তাঁহার বরণ যেমন বন্ধ হয় না—কিন্তু হোতাকে বরণ করিতে হয়, সেইরূপ বিশেষ বচন থাকায় হোতার বাজ্যাপাঠ রহিত হইলেও তাঁহার ববট্কার উচ্চারণ এবং সোমভক্ষণ বাদ যাইবে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

বট্কার কারণাগমাৎ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বট্কার”—বট্টা অর্থাৎ বাগকর্তা যজমানেরই ভক্ষণ কর্তব্য হইবে, “কারণাগমাৎ”—যে হেতু ভক্ষের কারণ যে ববট্কার তাহার আগম অর্থাৎ প্রাপ্তি হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বট্কার”—বট্টারই—যজমানেরই ভক্ষণ হইবে। যে হেতু, “কারণাগমাৎ”—ভক্ষণের কারণ আগত হইয়াছে। হোতার ভক্ষণের কারণ হইতেছে ববট্কার।

আর “যাজ্ঞায়া অধি বঘট্ করোতি” এবং “অনবানং যজ্জতি” অর্থাৎ “যাজ্ঞ্যার পরই বঘট্কার উচ্চারণ করিবে” এবং “নিখাস না ফেলিয়া যাগ করিবে” এই ঋতিবাক্যে যাজ্ঞা ও বঘট্কারের মধ্যে খাস পরিত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যাহার পক্ষে যাজ্ঞা পাঠ্য, তাহারই পক্ষে বঘট্কার উচ্চারণ কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আর যাজ্ঞা যজ্ঞমানেরই পাঠ্য; এই কারণে তাহারই পক্ষে বঘট্কার উচ্চারণীয়। সুতরাং বঘট্কার ভক্ষণের হেতু হওয়ায় যজ্ঞমান যখন বঘট্কার উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাহারই ভক্ষণকারণ উপস্থিত বলিয়া ভক্ষণ কর্তব্য। পক্ষান্তরে হোতার বঘট্কার রহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভক্ষণের কারণ না থাকায় ভক্ষণও হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রবৃত্ত্বাং প্রবরস্তানপায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রবৃত্ত্বাং”—প্রবৃত্ত অর্থাৎ অত্যাগ কর্মের জন্য প্রথমেই কৃত হইয়াছে বলিয়া, “প্রবরস্তানপায়ঃ”—প্রবরের অপায় হইবে না অর্থাৎ বরণ রহিত হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বরণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তদ্বৃত্তে বলিতেছেন; “প্রবৃত্ত্বাং প্রবরস্তানপায়ঃ”। বাগীয় যাজ্ঞা পাঠের জন্তই পূর্ব হইতে হোতাকে বরণ করা হয়। সুতরাং বিশেষ বচনবলে এই কয়টি যাজ্ঞা রহিত হইলেও অত্যাগ যাজ্ঞা পাঠের জন্ত হোতাকে পূর্বেই বরণ করিতে হয়। এই কারণে তাহার আর অন্যথা করা যায় না। অতএব ঋত্বাজ্ঞে যাজ্ঞাপাঠ না থাকিলেও বরণ আছে বলিয়া হোতার সোমভক্ষণ থাকিবে এই প্রকার উক্তি সম্ভব নহে। ইতি ১৮শ যজ্ঞমানের বঘট্কারভক্ষপ্রতিপাদনাধিকরণ।

ফলচমসো নৈমিত্তিকো ভক্ষণবিকারঃ

ঋত্বিসংযোগাৎ ॥ ৪৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “নৈমিত্তিকঃ ফলচমসঃ”—নৈমিত্তিক ফলচমস অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতির যাগকর্ত্তা হইলে তন্নিমিত্তক যে ফলচমস তাহা, “ভক্ষণবিকারঃ”—ভক্ষণপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভক্ষণের জন্ত হইবে,

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৬৫

“শ্রুতিসংযোগাৎ”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে ভক্ষণের সহিতই ফলচমসের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি রাজস্র অর্থাৎ ক্ষত্রির অথবা বৈশ্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্রুতি বলিতেছেন—“স যদি রাজস্র বা যাজ্ঞয়েৎ স যদি সোমং বিভক্ষয়িষেৎ ত্র্যধোস্তিভিনীরাহত্য তাঃ সপিত্ব্য দধন্যাম্ভ্য তমস্মৈ ভক্ষং প্রযচ্ছেৎ ন সোমং” অর্থাৎ “যদি রাজস্র বা বৈশ্যের যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলে সেই রাজস্র বা বৈশ্য যদি সোম ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে কতকগুলি ত্র্যধোস্তিভিনী অর্থাৎ বটফলের মুকুল সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি বাটিয়া দধিতে সিক্ত করিয়া তাহাকে খাইতে দিবে কিন্তু সোম ভক্ষণ করিতে দিবে না।” এই যে নৈমিত্তিক ফলচমস, ইহা কি ভক্ষণবিকার অর্থাৎ ভক্ষণের জন্ত অথবা ইহা যাগের বিকার অর্থাৎ যাগের জন্ত, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “নৈমিত্তিকঃ ফলচমসঃ ভক্ষণবিকারঃ” এই যে নৈমিত্তিক ফলচমস ইহা ভক্ষণের জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যাগের জন্ত নহে। কারণ, “শ্রুতি-সংযোগাৎ”—শ্রুতিবাক্যমধ্যে যে ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ করিলে তবেই একবাক্যতা থাকে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, যে ভক্ষণ করিতে চাহিবে, তাহাকে এই ভক্ষ্য দিবে। সুতরাং ভক্ষণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহা যাগের জন্ত হইতে পারে না। অতএব এই নৈমিত্তিক ফলচমস ভক্ষণবিকার। ইহাকে নৈমিত্তিক বলিবার কারণ এই যে, রাজস্র বা বৈশ্যই এই প্রকার ফলচমসের নিমিত্ত। ইতি পূর্বপক্ষ।

ইজ্যাবিকারো বা সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ইজ্যাবিকারঃ”—ইহা যাগেরই বিকার, “বা”—পূর্বপক্ষনিবারণক, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু ইহা প্রতিপত্তি-কর্মরূপ সংস্কার এবং সংস্কার যাগের জন্তই হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ইজ্যাবিকারঃ”—ইহা যাগেরই বিকার; কারণ, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—সংস্কার যাগার্থে হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণবিকার তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ভক্ষণ পুরুষার্থ বলিয়া তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে

৫৬৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ]

না। এই কারণে বলিতে হয় যে, ইহা বাগের শেষ—এই ভক্ষণ প্রতিপত্তিকৰ্ণ বলিয়া ইহার দ্বারা বাগেরই সংস্কার হইয়া থাকে, অত্যাধা বাগপ্রকরণে ইহা নিরর্থক হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

হোমাৎ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। “হোমাৎ”—হোম আছে অর্থাৎ উহার হোম করিতে হয় বলিয়াও (ফলচমস যাগার্থ)।

ভাষ্যভাবার্থ। ফলচমস যে ভক্ষণার্থ নহে কিন্তু যাগার্থ তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “হোমাৎ”। ফলচমসের হোম করিতে হয় বলিয়া তাহা ভক্ষণের জন্ত বিহিত হইতে পারে না, কিন্তু বাগের জন্তই উপদিষ্ট হয়। যে হেতু বাগের মধ্যেই হোম করিবার বিধি আছে। আর “যদা অন্যান্যচমসান্ জুহ্বতি অর্থৈতস্য দর্ভতরুণকেনোপহত্য জুহ্বতি” এই বাক্যে ফলচমসের হোমের অনুবাদ করিয়া তাহাতে দর্ভতরুণক নামক দ্রব্যের বিধান করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা বাইতেছে যে, ফলচমসের হোম আছে।

চমসৈশ্চ তুল্যকালত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

অক্ষরার্থ। “চমসৈঃ”—অপরায়ের চমসের সহিত, “চ”—আরও, “তুল্যকালত্বাৎ”—তুল্যকালতা অর্থাৎ উন্নয়নের সমকালতা আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে বাগেরই বিকার তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “চমসৈশ্চ তুল্যকালত্বাৎ”। শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, যে সময়ে অত্যাধ চমসের আহুতি দেওয়া হইবে, সেই সময়ে এই ফলচমসকে উন্নীত অর্থাৎ উর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে হইবে। এই প্রকারে অত্যাধ চমসের উন্নয়নের সমকালেই যে ফলচমসের উন্নয়ন, ইহা তবেই উপপন্ন হয় যদি ইহা বাগের বিকার হয়, নচেৎ নহে। এই কারণেও ইহা ভক্ষণার্থক নহে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (ফলচমস ভক্ষণার্থক নহে কিন্তু যাগার্থক)।

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৬৭

ভাষ্যভাবার্থ। ফলচমস যে ভক্ষণার্থক নহে কিন্তু বাগার্থক, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”। ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে “তমস্মৈ ভক্ষণং প্রযচ্ছন্তঃ ন সোমম্” অর্থাৎ “তাহাকে সেই ত্র্যগোষ্ঠিত্বভিনী ভক্ষ্যরূপ দিবে কিন্তু সোম দিবে না।” ইহা হইতে জানা যায় যে, ত্র্যগোষ্ঠিত্বভিনীরূপ ভক্ষ্য সোমের বদলে দেওয়া হয়। সুতরাং ইহা সোমস্থানীয় হইতেছে। আর সোমের হৃতশেষই ভক্ষণ করিবার বিধি আছে বলিয়া সোম যেমন ভক্ষণার্থক নহে কিন্তু বাগার্থক—ফলচমসও সেইরূপ ভক্ষণার্থক নহে কিন্তু বাগার্থক। তবে ইহার যে ভক্ষণ, তাহ প্রতিপত্তিকল্প। ইতি ১৯শ ফলচমসাধিকরণ।

অনুপ্রসর্পিবু সামান্যাত্ ॥ ৫২ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অনুপ্রসর্পিবু”—ক্ষত্রিয়ের চমসে বাহারি অনুপ্রসর্পণ করে অর্থাৎ ভক্ষণার্থ অগ্রসর হয়, তাহাদের মধ্যে (দশজন ক্ষত্রিয় হইবে), “সামান্যাত্”—যে হেতু ইহাতে সামান্য অর্থাৎ একজাতীয়তা লব্ধ হয়। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজস্বয় যজ্ঞের মধ্যে দশপেয় নামক একটি বাগ আছে; উহা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। তাহাতে দশটি চমস থাকে। তাহার মধ্যে যজমানচমস নামেও একটি চমস থাকে। উহা এস্থলে রাজস্বচমস নামে অভিহিত হইবে, কারণ, রাজস্বই এস্থলে যজমান। ঐ যে দশটি চমস উহাদের সম্বন্ধে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “শত ব্রাহ্মণাঃ সোমান্ ভক্ষয়ন্তি। দশ দশ একৈকং চমসমনুপ্রসর্পন্তি” অর্থাৎ “দশ জন দশ জন করিয়া এক একটি চমসে অনুপ্রসর্পণ করিবে”। এস্থলে সূশয় এই যে, দশপেয় বাগের যে যজমানচমস অর্থাৎ রাজস্বচমস তাহা কি দশ জন ক্ষত্রিয়ে ভক্ষণ করিবে অথবা তাহা ব্রাহ্মণেই ভক্ষণ করিবে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অনুপ্রসর্পিবু”—রাজস্বচমসানুপ্রসর্পণের বিষয়ে দশ জন রাজস্ব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই হইবে। কারণ, “সামান্যাত্”—ইহাতে সামান্য অর্থাৎ একজাতীয়তালভ হয়। অভিপ্রায় এই যে, যজমানচমস যজমানেরই ভক্ষণীয়। আর দশপেয় বাগে রাজস্ব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই যজমান হইতেছে। আবার “দশ দশ একৈকং চমসমনুপ্রসর্পন্তি” এই বচনে বলা হইয়াছে যে এক একটি চমসের দিকে দশ দশ জন করিয়া যাইবে। সুতরাং যজমানচমসের দিকেও দশ জনের বাওয়া উচিত।

তন্মধ্যে যজমান একজন আছে, আরও নয় জন আবশ্যক। সেই যে নয় জন তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে। কারণ, ইহাতে একজাতীয়তা রক্ষিত হয়। অত্যা তাহাতে যদি নয়জন ব্রাহ্মণ যায় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংমিশ্রণ হইয়া পড়ে। আরও সেই ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে হয়। কারণ, উচ্ছিষ্ট সোমই ভক্ষণের বিধি। অথচ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে ইহা বড় বিরুদ্ধ কথা। এই কারণে বলা হইয়াছে যে, দশপেয়বাগে যজমানচমস দশজন ক্ষত্রিয়েরই গ্রহণীয়। ইহাতে যদি বলা হয় যে, শ্রুত্যান্ত “শত ব্রাহ্মণাঃ সোমান্ ভক্ষয়ন্তি” অর্থাৎ একশত জন ব্রাহ্মণ সোম ভক্ষণ করিবে” এই বচনের বাধ হয়। তাহা হইলে বলিব, এখানে শত শব্দটি ‘সৃষ্টিজ্ঞানে’ (প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের বোধ্য অধিকরণোক্ত “ভূমা” এই সূত্রাংশে বিচারিত নিয়ম অনুসারে) লক্ষণাবলে বহুত্বের বোধক। আর ইহা অনুবাদ বলিয়া ইহাতে লক্ষণা অন্ত্য নহে। ইহা অনুবাদ; কারণ, দশটি চমস আছে; আর প্রত্যেক চমসে দশজন করিয়া লোকের অনুপ্রসর্পণের বিধি আছে। সুতরাং দশটি চমসে যে একশত জন হইবে, তাহা অর্থ তঃসিদ্ধ। এই কারণে উহা বিধি হইতে পারে না। যে হেতু অপ্রাপ্তেরই বিধি হইয়া থাকে। সুতরাং দশজন ক্ষত্রিয় হইলেও নব্বই জন ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া বাহ্যল্য অনুসারে “শত ব্রাহ্মণাঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে যজমানচমসে দশজন ক্ষত্রিয়ই অনুপ্রসর্পণ করিবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ব্রাহ্মণা বা তুল্যাশব্দত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ব্রাহ্মণাঃ”—(রাজ্ঞচমসেও) ব্রাহ্মণগণই (ভক্ষণ করিবে), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “তুল্যাশব্দত্বাৎ”—যে হেতু তুল্যাশব্দ আছে অর্থাৎ দশটি চমসেই ব্রাহ্মণই সোমভক্ষণ করিবে এই প্রকার এক-জাতীয়তাবোধক বেদবচন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণাঃ বা”—রাজ্ঞচমসেও ব্রাহ্মণেরাই সোম ভক্ষণ করিবে। কারণ, “তুল্যাশব্দত্বাৎ”—শ্রুতিমধ্যে ব্রাহ্মণেরই সোমভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। “শত ব্রাহ্মণাঃ সোমান্ ভক্ষয়ন্তি” এই বাক্যে, দশপেয় বাগে যে শত জন সোমভক্ষণ করিবে তাহারা ব্রাহ্মণ হইবে, এই প্রকারে ব্রাহ্মণের বিধান করা হইয়াছে। আর “দশ দশ একৈকং

৫ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৬৯

চমসমুদ্রপ্রসর্পিত্ব" এই বাক্যে এক একটি চমসে দশম্বের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এতদ্ব্যসারে দশটি চমসেই ব্রাহ্মণের ভক্ষণাধিকার বলিয়া, বজ্রমান রাজন্ত হওয়ার তাহারই যখন সোমভক্ষণ প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন অগ্নি ক্ষত্রিয়ের ত সোমভক্ষণ প্রাপ্তির প্রসঙ্গই হইতে পারে না। অতএব এস্থলে রাজন্তচমসও ব্রাহ্মণগণের ভক্ষণীয়। ইতি ২০শ রাজন্তচমসে ব্রাহ্মণগণের ভক্ষণপ্রতিপাদনাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়েহধ্যায়ে ষষ্ঠঃ পাদঃ ॥

সর্বার্থমপ্রকরণাৎ ॥ ১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বার্থম্”—সর্বার্থ অর্থাৎ জুহু প্রভৃতির যে পর্ণ-ময়ত্ব প্রভৃতি তাহা প্রকৃতি এবং বিকৃতি সর্বত্রগামী, “অপ্রকরণাৎ”—যে হেতু ইহা প্রকরণমধ্যগত—প্রকরণপাঠিত নহে— কিন্তু অনারভ্যধীত ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“যন্ত খাদিরঃ ঋবো ভবতি স ছন্দসামেব রসেনাবত্ততি । সরসা অশ্রাহতয়ো ভবন্তি ।” “যন্ত পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি” ইত্যাদি । অর্থাৎ “যাহার ঋব খাদির-কাষ্ঠনির্মিত, সে তদ্বারা যে অবদান করে, তাহা ছন্দের রসেই অবত হয় । তাহার আহুতিসকল সরস হয় । যাহার জুহু পর্ণময়—পলাশকাষ্ঠনির্মিত, তাহাকে পাপ-শ্লোক—অপবন শ্রবণ করিতে হয় না” ইত্যাদি । এই যে ঋবের খাদিরতা—খাদির-কাষ্ঠময়তা এবং জুহুর পর্ণতা—পলাশকাষ্ঠনির্মিতত্ব ইহা কি প্রকৃতি এবং বিকৃতি সর্বত্রই হইবে অথবা যে কোনও একটিস্থলে হইবে, ইহাই সংশয় ।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সর্বার্থম্”—ইহা সর্বার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বিকৃতি সকল কক্ষেই অঙ্গ । কারণ, “অপ্রকরণাৎ”—ইহা কাহারও প্রকরণে পাঠিত হয় নাই । আর যাহা কাহারও প্রকরণে অর্থাৎ কোনও কক্ষের প্রকরণে উক্ত হয় নাই—যাহা অনারভ্যধীত, তাহা প্রকৃতি-বিকৃতি সকল কক্ষেই নিবিষ্ট হইবে । ইতি পূর্বপক্ষ ।

প্রকৃতৌ বাহদ্বিরুক্তত্বাৎ * ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রকৃতৌ”—প্রকৃতিতে (প্রকৃতিভূত কক্ষে প্রবিষ্ট হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “অদ্বিরুক্তত্বাৎ”—যে হেতু (ইহাতেই) অদ্বিরুক্ত হয় । (“দ্বিরুক্তত্বাৎ”—অত্থা দ্বিরুক্ত হয় বলিয়া) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,

* “অদ্বিরুক্তত্বাৎ” এস্থলে “দ্বিরুক্তত্বাৎ” এই প্রকার নঞরহিত পাঠও বাস্তবিকসম্মত ।

ষ্ঠ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৭১

“প্রকৃতৌ বা”—এই যে ক্ষব, জুহু প্রভৃতির খাদিরতা বা পলাশময়তা ইহা প্রকৃতি-
ভূত যে দর্শপূর্ণ্যাস কর্ণ, তাহারই অঙ্গ। কারণ, “অধিকৃত্বাৎ”—ইহাতে দ্বিকৃতি
হয় না। যদি ইহাকে বিকৃতিভূত সৌধ্যাদি বাগেও এই বাক্যবলে অঙ্গ বলিয়া
স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিকৃতিতে দ্বিকৃতি হইয়া পড়ে। কারণ, অতিদেশ
বিধির দ্বারা প্রকৃতির ইতিকর্তব্যতাসমূহ বিকৃতিগামী হয় বলিয়া তৎসহ ক্ষবাদির
খাদিরতাদিও বিকৃতিতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনরায় যদি অনারভ্যবিধিবিহিত অঙ্গ
বিকৃতিগামী হয়, তাহা হইলে দ্বিকৃতি হয়। আর দ্বিকৃতিস্থলে একটিকে অনর্থক
অর্থ্যাৎ অপ্রমাণই বলিতে হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদ্বর্জং তু বচনপ্রাপ্তে * ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তদ্বর্জং”—সেই অনারভ্য শ্রুত অঙ্গ ব্যতিরিক্ত (অন্ত-
গুলিই অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হইবে), “তু”—প্রত্যবস্থানে, “বচনপ্রাপ্তে”
—বচনপ্রাপ্ত স্থলে। (“বচনপ্রাপ্তে”—বচনবলে প্রাপ্তি আছে বলিয়া)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর উদ্ভাবিত দোষ বিঘটন
করিবার জন্য বলিতেছেন, “বচনপ্রাপ্তে তু তদ্বর্জং”—বচনপ্রাপ্ত স্থলে—প্রত্যক্ষবচন
অর্থ্যাৎ উপদেশবিধিস্থলে অতিদেশবিধির সঙ্কেচ হইবে বলিয়া প্রত্যক্ষোপদিষ্ট বিষয়
ছাড়া অন্ত বিষয়গুলিই অতিদেশ প্রাপ্ত হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধান্তী বলিয়া-
ছিলেন, দ্বিকৃতি হয় বলিয়া অনারভ্যপঠিত জুহু প্রভৃতির পূর্ণতা প্রকৃতিমাত্রগামী
হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যে সমস্ত বিষয়গুলি উপদেশ বিধির দ্বারা
অর্থ্যাৎ প্রত্যক্ষবিধি দ্বারা বোধিত, তথায় অতিদেশবিধির স্থান নাই; কারণ, অতিদেশ-
বিধি অনুমানস্থানীয় বলিয়া দুর্বল হওয়ার বাধিতই হইবে। সুতরাং সেগুলি ছাড়া
অন্ত বিষয়গুলিই অতিদেশবিধির দ্বারা গৃহীত হইবে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা
হইলে জুহু প্রভৃতির পলাশময়তাদি ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগুলি অতিদেশবিধির দ্বারা
প্রাপিত হইবে। আর তাহা হইলে দ্বিকৃতিদোষ ঘটিবে না।

দর্শনাদিতি চেৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “দর্শনাৎ ইতি চেৎ”—যদি বলা হয় অনারভ্য-
বিধির দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়েও অতিদেশবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

* “বচনপ্রাপ্তে” এস্থলে “বচনপ্রাপ্তেঃ” এইরূপ পক্ষমাত্র পাইও বাস্তবিকমত।

৫৭২

মীমাংসা দর্শনম্

[অঃ অঃ

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর আপত্তি উত্থাপন করত তাহা খণ্ডন করিয়া স্বমত পুষ্ট করিবার জন্ত সিদ্ধান্তীর আপত্তি উল্লেখ পূর্বক বলিতেছেন, “দর্শনাদিতি চেৎ”—সিদ্ধান্তী হয়ত বলিতে পারেন যে, অনারভ্যপঠিত-বিধির দ্বারা অতিদেশবিধির বাধ হয় ইহা সঙ্গত নহে, কারণ, যে স্থলে অনারভ্য-পঠিত বিধির প্রবৃত্তি আছে, তথায়ও অতিদেশবিধির প্রবৃত্তি দেখা যায়।

ন চোদনৈকার্থ্যাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ অনারভ্যবিধির দ্বারা অতিদেশ-শাস্ত্রের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি হয় না, “চোদনৈকার্থ্যাৎ”—যেহেতু অনারভ্যবিধি একটি প্রয়োজনই সাধিত করে অর্থাৎ কেবলমাত্র খাদিরত্ব বা পলাশ-ময়ত্ব বিধান করে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “ন”—সিদ্ধান্তীর আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, “চোদনৈকার্থ্যাৎ”—অনারভ্যবিধির দ্বারা খাদিরত্ব বা পলাশ-ময়ত্বরূপ একটিমাত্র প্রয়োজনই বোধিত হয়। এস্থলে অনারভ্যবিধির দ্বারা যদি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি করা চলিত। কিন্তু এস্থলে বিকৃতিভূত কর্ণে অতিদেশবিধির দ্বারা শ্রব এবং জুহুর প্রাপ্তি হইলে তবে তাহাতে অনারভ্যবিধিবলে খাদিরত্ব বা পলাশময়ত্ব বিহিত হয়। কিন্তু অনারভ্যবিধি দ্বারা শ্রবাদির প্রাপ্তি এবং খাদিরত্ব বা পলাশময়ত্ব দুইটিই বিহিত হইতে পারে না, কারণ, বাক্যভেদ হয়। অতএব অনারভ্যবিধির দ্বারা সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না বলিয়া অতিদেশবিধি নিরবকাশ হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

উৎপত্তিরিতি চেৎ ॥ ৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “উৎপত্তিঃ”—উৎপত্তিবিধি অর্থাৎ অনারভ্যবিধি কেবলমাত্র প্রকৃতিগামী, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি কেহ বলেন।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয়ত এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, অনারভ্যবিধি কেবলমাত্র প্রকৃতিগামী। কারণ, প্রকৃতিভূত কর্ণে যে সমস্ত বিষয় বিহিত হইয়াছে—সেইগুলিরই সংক্ষেপ এবং বিস্তার উভয়প্রকারে

৬ষ্ঠ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৭৩

উপদেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই অনারভাবিধির বাহ্য বিষয়, তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপ এবং বিস্তার উভয়প্রকার বিধিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাও কেবলমাত্র প্রকৃতিগামী। ইতি আশঙ্কা।

ন তুল্যত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, ঐপ্রকার আপত্তি ঠিক নহে, “তুল্যত্বাৎ”—যেহেতু উহা প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়স্থলেই তুল্য। (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্তপ্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন “ন”—ঐপ্রকার আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, “তুল্যত্বাৎ”—উহা প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয় স্থলেই তুল্য। সংক্ষেপ ও বিস্তারের দ্বারা বিধান করা যে কেবলমাত্র প্রকৃতিভূত কর্ত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহা নহে কিন্তু বিকৃতিভূত কর্ত্ত্বস্থলেও উহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

চোদনার্থকাৎ স্ম্যাৎ তু মুখ্যাবিপ্রতিষেধাৎ

প্রকৃত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনার্থকাৎ স্ম্যাৎ”—আকাজ্জিত সমুদয় বিষয়-গুলিই অতিদেশবিধির দ্বারা যুগপৎ প্রাপিত হইয়া থাকে বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “মুখ্যাবিপ্রতিষেধাৎ”—মুখ্যের অর্থাৎ অনারভা-পাঠিত বিধির বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ আকাজ্জা নিবৃত্তি হয় বলিয়া, “প্রকৃত্যর্থঃ”—প্রকৃত্যর্থ অর্থাৎ স্তব এবং জুহুর যে খাদিরতা এবং পলাশময়তা তাহা প্রকৃতিমাত্রগামী। (ইতি চরমসিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষ সমাপ্ত হইলে এক্ষণে সিদ্ধান্তী নিজমত বলিতেছেন, “প্রকৃত্যর্থঃ”—ঐ যে স্তব এবং জুহুর বথাক্রমে খাদিরতা এবং পলাশময়তা উহা প্রকৃত্যর্থ অর্থাৎ প্রকৃতিমাত্রগামী—কেবলমাত্র প্রকৃতি-ভূত কর্ত্ত্বই ঐ উপদেশবিধির স্থান—বিকৃতিভূত কর্ত্ত্ব উহার : বিষয় নহে।

কারণ, “চোদনার্থকাসংগ্ৰাহঃ”—বিকৃতিভূত কর্ম্মে অতিদেশবিধির দ্বারা সমগ্র অঙ্গেরই যুগপৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে অতিদেশবিধির দ্বারা ক্ষব এবং জুহুর প্রাপ্তি হয়; আর অনারভ্যবিধিবলে তাহার খাদিরত্ব বা পর্ণময়ত্ব বিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অতিদেশবিধির দ্বারা যখন প্রাকৃত (প্রকৃতিভূতকর্ম্মগত) পদার্থ সকল বিকৃতিভূতকর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার স্বীয় বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় যায় না কিন্তু বিশেষণের সহিতই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আর পূর্বপক্ষীও ইহা স্বীকার করেন যে, প্রথমে অতিদেশবিধিবলে জুহুপ্রভৃতির প্রাপ্তি হয়, পরে অনারভ্যবিধি অনুসারে তদুদ্দেশে পর্ণতাদি বিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং অনারভ্যবিধির প্রবৃত্তির পূর্বেই যখন অতিদেশবিধির প্রবৃত্তি, আর যখন অতিদেশবিধিবলে বিশেষণের সহিত ইজুহু-প্রভৃতি পদার্থ বৈকৃতকর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়, কেন না, বিশেষণ বাদ দিয়া বিশেষ্য কুত্রাপি যায় না, তখন তাহাতে অনারভ্যবিধির স্থান নাই। কারণ, “মুখ্যবিশ্রতিষেধাঃ”—মুখ্য অর্থাৎ অনারভ্যপঠিত যে বিধি, তাহার বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পূর্ব হইতেই হইয়া গিয়াছে, তাহা আর তথায় অপেক্ষিত নহে। এই কারণে অতিদেশসাপেক্ষ হইলে বিকৃতিভূতকর্ম্মে অনারভ্যবিধির স্থান নাই। তবে অনারভ্যবিধি-বিধের পদার্থ যদি অতিদেশবিধিসাপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাহাও বিকৃতিভূত কর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে। ইতি ১ম পর্ণতাদির প্রকৃত্যর্থতাদিকরণ।

প্রকরণবিশেষাত্ত্ব বিকৃতৌ বিরোধি শ্রাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রকরণবিশেষাৎ”—প্রকরণরূপ বিশেষ আছে বলিয়া, “তু”—প্রত্যুদাহরণে, “বিরোধি”—প্রকরণপঠিতের বিরোধী অনারভ্যবিধিবিহিত অঙ্গ, “বিকৃতৌ শ্রাৎ”—বিকৃতিকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে “সপ্তদশ সামিধেনী-রমুক্রয়াৎ” অর্থাৎ “সতরটি সামিধেনী (অগ্নি সমিদ্ধনার্থ স্বকৃ) পাঠ করিবে” এই প্রকার একটি অনারভ্যপঠিত বিধি আছে। এই বিধিবিহিত যে সপ্তদশ সামিধেনী, তাহা কি প্রকৃতিগামী হইবে অথবা তাহা বিকৃতিতে বাইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে ইহা প্রকৃতিগামীই হইবে। যদি বলা হয় তথায় “পঞ্চদশ সামিধেনীরমুক্রয়াৎ” এই বাক্যে পঞ্চদশটি

সামিধেনী পাঠের বিধি আছে বলিয়া পুনরায় সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব, এইরূপ আছে বলিয়া ইহার বিকল্প হইবে অর্থাৎ পঞ্চদশ অথবা সপ্তদশ যে কোন সামিধেনী পাঠ করিলেই চলিবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বিরোধি বিকৃতো শ্রাৎ”—প্রকৃতিগামী পাঞ্চদশের বিরোধী যে সাপ্তদশ, তাহা বিকৃতিগামীই হইবে। কারণ, “প্রকরণবিশেষাৎ”—পঞ্চদশ সামিধেনীর স্থলে প্রকরণানুগ্রহরূপ বিশেষত্ব রহিয়াছে। অতএব এ স্থলে ইহাদের বিকল্প হইতে পারে না, কারণ, ইহারা তুল্যবল নহে। সাপ্তদশ অনারভ্য পঠিত বলিয়া তাহার প্রকরণ অনুমের আর পাঞ্চদশের প্রকরণ প্রত্যক্ষ। এই কারণে পাঞ্চদশ প্রকরণানুগ্রহীত বলিয়া অধিকবল হওয়ায় প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস কর্ণে তাহারই স্থান হইবে। তথায় সাপ্তদশের স্থান হইতে পারিবে না, কিন্তু মিত্রবিন্দা, অধ্বরকল্প প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিকৃতি কর্ণেই সাপ্তদশের স্থান হইবে। আর পূর্বাধিকরণের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তথায় অনারভ্যবিধিটিকে বিকৃতিগামী বলিলে তাহা অতিদেশসাপেক্ষ হয়। আর অতিদেশের দ্বারা পূর্বেই ইতিকর্তব্যতাতির প্রাপ্তি হওয়ায় অনারভ্যবিধিবিধেয় অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া তাহা প্রকৃতিগামীই হয়। এস্থলে কিন্তু সেরূপ কোনও নিয়ম নাই। অতএব সপ্তদশসামিধেনী বিকৃতিকর্ণেই পাঠ্য হইবে। ইতি ২য় অনারভ্যপঠিত সাপ্তদশের প্রকৃতিগামিত্বাভাব অধিকরণ।

নৈমিত্তিকং তু প্রকৃতো তদ্বিকারঃ সংযোগবিশেষাৎ ॥ . ০ ॥

অঙ্কুরার্থ। “নৈমিত্তিকং”—নৈমিত্তিক দ্রব্য, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “তদ্বিকারঃ”—তাহার অর্থাৎ সেই নিত্যের বিকার হইয়া অর্থাৎ বাধক হইয়া, “প্রকৃতো”—প্রকৃতিভূত কর্ণেই যাইবে, “সংযোগবিশেষাৎ”—যে হেতু সংযোগবিশেষ অর্থাৎ নিমিত্তসংযোগকৃত বিশেষ রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ গোদোহনেন পশুকামস্ত” অর্থাৎ “চমসের দ্বারা অপ্ৰণয়ন করিবে কিন্তু পশুকামী ব্যক্তি গোদোহনপাত্রের দ্বারা তাহা সম্পাদন করিবে।” এস্থলে যে গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্ৰণয়ন উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা কি প্রকৃতিগামী

না বিকৃতিগামী, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বাধিকরণোক্ত নিরমালুসারে ইহা বিকৃতিগামীই হইবে, যে হেতু প্রকৃতিতে অপ্ৰণয়নের জ্ঞা চমস উপদিষ্ট থাকায় তথার অন্য কোনও পদার্থের আকাজ্জনা নাই।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নৈমিত্তিকং তদ্বিকারঃ প্রকৃতো” — এই যে গোদোহন-পাত্র রূপ অঙ্গ, ইহা প্রকৃতিভূত কর্ম্মই যাইবে এবং ইহা নৈমিত্তিক বলিয়া নিত্যদ্রব্য যে চমস তাহাকে বাধিতই করিবে। কারণ, “সংযোগবিশেষাৎ” — এস্থলে পশুকামনারূপ নিমিত্তের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর এই প্রকার কামনামূলক হইতেছে বলিয়া নৈমিত্তিক নিত্য হইতে প্রবলই হইয়া থাকে। ইতি ৩য় নৈমিত্তিক গোদোহনাদির প্রকৃত্যর্থতাধিকরণ। *

ইষ্ট্যর্থমগ্ন্যাধেয়ং প্রকরণাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “অগ্ন্যাধেয়ম্” — অগ্ন্যাধান, “ইষ্ট্যর্থম্” — পবমানাদি ইষ্টির জ্ঞা, “প্রকরণাৎ” — যেহেতু তৎপ্রকরণে ইহা পঠিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অগ্নয়ে পবমানায় অষ্টাদশকপালং নির্বপেং অগ্নয়ে পাবকায় অগ্নয়ে শুচয়ে” এই বাক্যে পবমানেষ্টিগণ বিহিত হইয়াছে। ইহারই প্রকরণে ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “ব্রাহ্মণো বসন্তে অগ্নিমাংসদধীত” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ বসন্তে অগ্ন্যাধান করিবে।” এই যে অগ্ন্যাধান ইহা পবমানেষ্টির অঙ্গ কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “ইষ্ট্যর্থমগ্ন্যাধেয়ম্” — এই যে অগ্ন্যাধান ইহা ইষ্টির জ্ঞা অর্থাৎ পবমানেষ্টির নিমিত্ত অর্থাৎ অগ্ন্যাধান পবমানেষ্টিরও অঙ্গ হইবে। কারণ, “প্রকরণাৎ” — ইহা পবমানেষ্টির প্রকরণে

* বাস্তবিককার এস্থলে এই সূত্রটিকে পূর্বাধিকরণের প্রত্যুদাহরণ ধরিয়া অল্প দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সপ্তদশানুকরণাদ্ বৈশ্বস্ত” অর্থাৎ “বৈশ্বের হইলে সতরটি সামিধেনী পাঠ্য হইবে” এই বাক্যে সামিধেনীর যে বৈশ্বনিমিত্তিক সাপ্তদশ, তাহাও পূর্বের ভায়ে বিকৃতিমাত্রগামী হইবে এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে “নৈমিত্তিকং তদ্বিকারঃ প্রকৃতো” — এই যে বৈশ্বনিমিত্তিক সাপ্তদশ ইহা নিত্য পাকদশ্যের বাধক হইয়া প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ, “সংযোগবিশেষাৎ” — এস্থলে নিমিত্তসম্বন্ধরূপ বিশেষ্য রহিয়াছে। আর পাকদশ্য দাবকাশবিধিবিহিত বলিয়া দুর্বল কিন্তু বৈশ্বনিমিত্তিক সাপ্তদশ্যবিধি নিরবকাশ বলিয়া প্রবল এই কারণেও ইহা প্রকৃতি-মাত্রগামী হইবে।

৫ষ্ঠ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৫৭৭

উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বাহা বাহার প্রকরণে উপদিষ্ট হয়, তাহা তাহারই অঙ্গ হইয়া থাকে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বা তাসাং তদর্থত্বাৎ ॥১২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ পবমানেষ্টির জন্ত অগ্ন্যাধান নহে, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “তাসাং তদর্থত্বাৎ”—যেহেতু সেই ইষ্টিগুলিই তদর্থ অর্থাৎ অগ্ন্যাধানের জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ন”—উহা হইতে পারে না—আধান যে পবমানেষ্টির জন্ত, তাহা হইতে পারে না। কারণ, “ইষ্টীনাং তদর্থত্বাৎ”—পবমান ইষ্টি সকলই অগ্ন্যাধানের জন্ত। কারণ, এখানে পবমান ইষ্টিগুলির কোনও ফল নাই। আবার আধান যদি তাহার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাও নিফল হয়। পক্ষান্তরে আধানের ফল অগ্নিসংস্কার—আর সেই সংস্কৃত অগ্নিতে অল্পাধিত হইলেই যজ্ঞাদি কর্তব্য ফলদায়ক হয়। এই কারণে পবমানেষ্টিগুলিই আধানের অঙ্গ। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও ইষ্টিগুলিই অগ্ন্যাধানের অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। পবমানেষ্টিগণই যে অগ্ন্যাধানের অঙ্গ তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”। ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে “জীর্ঘ্যতি বা এষ আহতিঃ পশুর্ষদগ্নিঃ। তদেতাশ্চোবাগ্ন্যাধেয়শ্চ হবীষি সংবৎসরে নির্বপেৎ” অর্থাৎ এই যে আহতি অগ্নি ইহা জীর্ণ হইয়া যায়। এই কারণে সর্বৎসরে এই ইষ্টিগুলি করিবে (যাহাতে ইহা জরাপ্রাপ্ত না হয়)—এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, পবমানেষ্টিই অগ্ন্যাধানের অঙ্গ। ইতি ৪র্থ আধানের পবমানেষ্ট্যানঙ্গতা অধিকরণ।

তৎ প্রকৃত্যর্থং যথান্বেহনারভ্যবাদাঃ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎ”—ঐ আধান, “প্রকৃত্যর্থং”—প্রকৃতিভূত কর্ণেরই জন্ত, “যথা অণ্ডে অনারভ্যবাদাঃ”—অত্যাণ্ড অনারভ্যবিধিগুলির তুল্য।

৫৭৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে আধান—উহা কি প্রকৃতিভূত কর্মের জ্ঞাত অথবা উহা বিকৃতিভূত কর্মের অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অত্যাশ্চর্য্য অনারভ্যবিধির জ্ঞায় ইহাও প্রকৃতিভূত কর্মের অঙ্গ। কারণ, জুহু প্রভৃতির যে পূর্ণতা বিধি তাহা যেমন জুহু প্রভৃতিকে দ্বার করিয়া কেবল মাত্র প্রকৃতিভূত কর্মেরই অঙ্গ হয়, সেইরূপ এই যে আধান, ইহাও অগ্নিকে দ্বার করিয়া প্রকৃতিভূত কর্মেরই অঙ্গ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বার্থং বাধানশ্চ স্বকালত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিং)

অঙ্গভাবার্থ। “সর্বার্থং”—সর্বকর্মের জ্ঞাত অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বিকৃতি সকল কর্মেরই অঙ্গ, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “আধানশ্চ স্বকালত্বাৎ”—যে হেতু আধান স্বকাল অর্থাৎ স্ববিধিবোধিত কালেই অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। আধান কেবলমাত্র প্রকৃত্যর্থ নহে এই প্রকার সিদ্ধান্তে বলা হইতেছে “সর্বার্থং বা”—আধান অগ্নি সকল কর্মেরই অঙ্গ। কারণ, “স্বকালত্বাৎ”—উহা স্বকালে অর্থাৎ স্ববিধিবোধিতকালে অনুষ্ঠিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, যাহা কোনও কর্মবিশেষের অঙ্গ হয়, তাহা সেই কর্মের কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, বসন্তাদি নির্দিষ্টকালেই অগ্ন্যাধান কর্তব্য। এই জ্ঞাত তাহা কাহারও অঙ্গ নহে। আর কাহারও অঙ্গ নহে বলিয়াই উহা প্রকৃতিবিকৃতি সকল স্থলেই অনুগত হইবে। আর যে জুহুপ্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, জুহুপ্রভৃতির যে পলাশময়দ্বাদি, তাহা বিহিত না হইলেও জুহুর স্বরূপের কোনও হানি হয় না, যেহেতু যে কোনও কাষ্ঠের জুহু হইতে পারে বলিয়া জুহুর স্বরূপ লোকসিদ্ধ। এই কারণে তথ্য বিধির আনর্থক্য হয় বলিয়া জুহুর জ্ঞাত পলাশময় নহে কিন্তু তাহা অপূর্বের জ্ঞাত। কিন্তু এস্থলে আহবনীয়াদি অগ্নির স্বরূপ অদৃষ্ট, শাষ্ট্রৈকসমধিগম্য বলিয়া বিধিটি অগ্নির স্বরূপবোধক। আর পবমানেষ্টি তাহারই পূর্ণতাকারক। এই কারণে আধান প্রকৃতিবিকৃতি সকল কর্মেরই অঙ্গ। ইতি ৫ম আধানের প্রকৃতি-বিকৃতিসর্বকর্মার্থাধিকরণ।

তাসামগ্নিঃ প্রকৃতিতঃ প্রযাজবৎ স্রাৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অঙ্গভাবার্থ। “তাসাম্”—সেই পবমান ইষ্টিকলে, “অগ্নিঃ”,—অগ্নি,

“প্রকৃতিতঃ স্রাৎ”—প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারী হইবে,
 “প্রযাজবৎ”—প্রযাজের স্রাৎ ।

ভাষ্যভাবার্থ। পবমানেষ্টি সম্পন্ন করিতে হইলে অগ্নি আবশ্যক । সেই যে অগ্নি তাহা কি অত্র পবমানেষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইবে অথবা তাহাতে সংস্কৃত অগ্নি আবশ্যক হইবে না, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তাসামগ্নিঃ প্রকৃতিতঃ স্রাৎ প্রযাজবৎ”—বিকৃতিভূতকর্মে প্রকৃতিভূত-কর্মের ইতিকর্তব্যতা যে প্রযাজাদি—তাহার বেমন অতিদেশ হয়, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে । কারণ, সকল ইষ্টিযাগেরই প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস । আর সমস্ত ইষ্টিযাগে ইহারই ইতিকর্তব্যতার অতিদেশ হয় । সূত্ররং পবমানেষ্টিও বখন ইষ্টি, তখন তাহাতেও ইহার অঙ্গের অতিদেশ হইবে । আর পবমানসংস্কৃত অগ্নিই বখন দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ, তখন পবমানেষ্টিতেও অত্র পবমানেষ্টির দ্বারা সংস্কৃত অগ্নি আবশ্যক । ইতি পূর্বপক্ষ ।

ন বা তাসাং তদর্থত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ পবমানেষ্টিতে অত্র পবমানেষ্টির দ্বারা সংস্কৃত অগ্নির আবশ্যকতা নাই, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “তাসাং তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু সেই ইষ্টিগুলি অগ্নির জন্ত । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পবমানেষ্টিতে যে অগ্নি আবশ্যক, তাহাকে যে অত্র পবমানেষ্টির দ্বারা সংস্কৃত করিতে হইবে তাহা নহে, কারণ, ইহাতে অনবস্থা হইয়া পড়ে । আর অতিদেশবিধির দ্বারা তাহার প্রাপ্তি হইবে এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, পবমানেষ্টি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি হইলেও প্রযাজাদি বেমন তাহার অঙ্গ, ইহা সে ভাবে দর্শপূর্ণমাসেব অঙ্গ নহে । কিন্তু ইহা অগ্নির অঙ্গ মাত্র । আর প্রকৃতিস্থিত যে সমস্ত ইতিকর্তব্যতা অংশ, তাহার দ্বারাই কথস্তাবাকাজ্জা নিবৃত্ত হয় বলিয়া—ইহা কিরূপে করা হইবে এই প্রকার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় বলিয়া তাহাই বিকৃতিতে অতিদৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু পবমানেষ্টি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি হইলেও ইতিকর্তব্যতা নহে বলিয়া তাহার অতিদেশ হইবে না । এই কারণে যে কোনও অগ্নিতে পবমানেষ্টি কর্তব্য । ইতি ৬ষ্ঠ পবমানেষ্টির পবমানেষ্ট্যানতিদেশাধিকরণ ।

তুল্যঃ সর্বেষাং পশুবিধিঃ প্রকরণাবিশেষাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বেষাং”—সকল পশুগুলিরই, “পশুবিধিঃ”—পশুসম্বন্ধীয় সংস্কারের বিধি বা অনুষ্ঠান, “তুল্যঃ”—তুল্য (হইত), “প্রকরণাবিশেষাৎ”—যদি প্রকরণগত অবিশেষ থাকিত অর্থাৎ বিশেষত্ব না থাকিত (কিন্তু বিশেষত্ব আছে এই কারণে তুল্য নহে) । *

ভাষ্যভারত। জ্যোতিষ্টোমের যে অগ্নিষ্টোম নামক সংস্থা আছে, তাহাতে অগ্নীবোমীয়, সবনীয় ও অনুবন্ধ্য এই তিনটি পশু আবশ্যক। “যো দীক্ষিতো বদগ্নীবোমীয়ঃ পশুমালাভতে” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাকরণ, উপানয়ন, বন্ধন, নিয়োজন, নয়ন, সংজ্ঞাপন এবং বিশসন প্রভৃতি ধর্মগুলি সেই পশুর সংস্কাররূপেও বিহিত হইয়াছে। কিন্তু পশুসংস্কারসাধক ঐ ধর্মগুলি অগ্নীবোম প্রণয়নের পরে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, পশুসংস্কার-সাধক ঐ ধর্মগুলি কি অবিশেষে ঐ তিন প্রকার পশুর সহিতই সম্বন্ধ হইবে অথবা ঐগুলি সবনীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, কিংবা সবনীয় এবং অগ্নীবোমীয় পশুর জন্তই বিহিত হইয়াছে বা কেবলমাত্র অগ্নীবোমীয় পশুর জন্তই আদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কেহ বলেন, ঐ ধর্মগুলি অবিশেষে তিনটি পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঐ পশু তিনটিই যখন উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ তিনটির দ্বারাই যখন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তখন ঐ সংস্কার-গুলি যে তিনটি পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না।

ইহাতে অত্র পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “তুল্যঃ সর্বেষাং পশুবিধিঃ প্রকরণাবিশেষাৎ”—যদি ইহাদের মধ্যে প্রকরণগত কোনও বিশেষত্ব না থাকিত তাহা হইলে সকল কয়টি পশুর জন্তই ঐ ধর্মগুলি তুল্যভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এ কথা বলা চলিত। কিন্তু এখানে যখন প্রকরণগত বিশেষত্ব রহিয়াছে, তখন আর ঐ প্রকার আপত্তি করা চলে না। ঐ ধর্মগুলি সবনীয় পশুর প্রকরণে পঠিত। আর সবনীয় পশুর প্রকরণ অবাস্তর প্রকরণ বলিয়া জ্যোতিষ্টোমরূপ মহাপ্রকরণ অপেক্ষা প্রবল।

* ভাষ্যকার এখানে সূত্রটির যথাক্রম অর্থের অন্তর্ধান করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ, তাহা না হইলে পরবর্তী সূত্রগুলির সঙ্গতি রক্ষিত হয় না এবং ঋতিবাক্যের সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে।

এ কারণে উহা সবনীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সবনীয় পশুতেই উপদেশ বিধিভ্য বুঝিতে হইবে। (পূর্বপক্ষ)।

স্থানাচ্চ পূর্বশ্রু ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। “স্থানাৎ”—স্থান অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে, “পূর্বশ্রু চ”—পূর্বেরও অর্থাৎ অগ্নীবোমীয় পশুরও (সংস্কারক ধর্মরূপে উপদিষ্ট—উপদেশবিধি বিহিত হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। অবান্তর প্রকরণ অনুসারে উপাকরণাদি ধর্মগুলি সবনীয় পশুরই সংস্কারসাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে এই প্রকার মত কোনও বাদী প্রকাশ করিলে অপর একজন বাদী বলিতেছেন, “স্থানাৎ পূর্বশ্রু চ”—ইহা যে সবনীয় পশুর সংস্কারসাধক ধর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র সবনীয় পশুরই সংস্কারসাধক বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই পরন্তু ইহা অগ্নীবোমীয় পশুরও সংস্কারসাধকরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, “স্থানাৎ”—স্থান অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে ইহাই অবধারিত হয়। যে হেতু ইহা অগ্নীবোমীয় পশুর পরে তৎসমীপে পঠিত হইয়াছে, এ কারণে সন্নিধি অর্থাৎ সামীপ্য অনুসারে ইহা তাহারও সংস্কারসাধকরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ ধর্ম-গুলি অগ্নীবোমীয় এবং সবনীয় উভয় প্রকার পশুরই সংস্কারসাধনপক্ষে উপদেশ-বিধিবোধ্য আর অত্র পশুর অর্থাৎ অনুবক্ষ্য পশুর পক্ষে ঐগুলি অতিদেশবিধি—বিজ্ঞাপ্য বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

শ্বস্ত্বেকেবাং তত্র প্রাকৃশ্রুতিগুণার্থা ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শ্বঃ”—পরদিনে অর্থাৎ স্নাত্যাহে (সোমোভিষব দিবসে), “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “একেবাং”—এক সম্প্রদায়ের মতানুসারে অর্থাৎ এক শাখিগণের, “তত্র”—সেই শাখায়, “প্রাকৃশ্রুতিঃ”—পূর্বে অর্থাৎ ঔপবসন্য দিবসে (সোমোভিষবের পূর্বে দিবসে) যে শ্রুতি অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে উল্লেখ তাহা, “গুণার্থা”—গুণের জন্ত অর্থাৎ অঙ্গবিধানের জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সবনীয় আগ্নেয় পশুর উপপত্তিবাক্য ঔপবসন্য দিবসের পরদিনে অর্থাৎ স্নাত্যাহে পঞ্চমুষ্ঠানবিষয়ক বলিয়াই পঠিত হয়। ইহাতে

কেহ বলিতে পারেন যে, চতুর্থ উপবস্যা দিবসে আগ্নেয় (সবনীয়) পশুর আলভনাদি-বিষয়ক বাক্যও ত দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, “তত্র প্রাকৃষ্ণতিগুণার্থা” —এ যে প্রাকৃষ্ণতি অর্থাৎ পঞ্চমদিবসীয় পশুর সম্বন্ধে যে চতুর্থ দিবসে উল্লেখ উহা বপা প্রচাররূপ গুণবিধানের জ্ঞাত। কারণ, জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোম নামক সংস্থায় সবনীয় দিবসে (পঞ্চম দিনে স্তুত্যাহে) আগ্নেয় ছাগ—এই একটি মাত্র পশুরই আলভন হয়। আর সেই দিনে প্রাতঃসবন, মাধ্যহ্নিনসবন এবং তৃতীয়সবন এই তিনটি যে যাগ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সোমাভিষবপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, উহার সবগুলিকেই কিরূপে পশুযুক্ত করিতে পারা যায় এই প্রকার সংশয় হইলে তদ্বত্তরে বলা হইয়াছে “বপয়া প্রাতঃসবনে প্রচরন্তি পুরোডাশেন মাধ্যহ্নিনসবনে অদৈন্তুতীর-সবনে” অর্থাৎ “প্রাতঃসবনে বপা প্রচার—বপার দ্বারা হোমাদি কার্য সমাধা হইবে, মাধ্যহ্নিন সবনে পশুপুরোডাশ দিয়া আর তৃতীয় সবনে পশুর অঙ্গ দিয়া।” স্তুতরাং চতুর্থ দিবসের যে আগ্নেয় পশুবিষয়ক বাক্য তাহা অনুবাদ। আর পর-দিবসে “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা ত্রিবৃত্তা যুগং পরিবীয় সবনীয়ং পশুমুপাকরোতি” এই বাক্যে যুগপরিব্যানের পর যে পশুঙ্গ-অনুষ্ঠান-বিষয়ক বাক্য ইহাই বিধি। এই জ্ঞাত অগ্নীবোমীয়বাক্য পশুবিধি বলিয়া তাহাই প্রবল, আর তাহারই সমীপে পশুর সংস্কারসাধক ধর্মগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সহিতই উহার সম্বন্ধ কিন্তু সবনীয় পশুর সহিত নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তেনোৎকৃষ্টশ্চ কালবিধিরিতি চেৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “তেন”—সেই বপা প্রচারের জ্ঞাত, “উৎকৃষ্টশ্চ”—উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরবর্তী কালে যাহাকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে সেই পশুর সম্বন্ধে উহা, “কালবিধিঃ”—কালবিধায়ক বাক্য, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন, চতুর্থদিবসীয় “আগ্নেয়ং পশু-মালভেত” এই বাক্যটি অনুবাদ আর পঞ্চমদিবসীয় “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা ইত্যাদি সবনীয়ং পশু মুপাকরোতি” ইত্যন্ত বাক্যটিই বিধি, ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উপাশ্রয় করিয়া বলিতেছেন, “তেন উৎকৃষ্টশ্চ কালবিধিঃ”—পঞ্চমদিবসীয় ঐ বাক্যটি উপাকরণাদি অঙ্গের কালবিধি আর চতুর্থদিবসীয় “আগ্নেয়ং পশুমালভেত” এই বাক্যটিই বিধি। কারণ, চতুর্থদিবসীয় ঐ আগ্নেয় পশুর আলভনবিষয়ক বাক্যবিহিত

পশুটিকে পরদিবসীয় বপাপ্রচাররূপ কর্ণের জন্ত পরদিবসে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। আর তাহা হইলে ঐ পঞ্চম দিবসে কোন্ সময়ে উপাকরণাদি পশুসংস্কার কর্ণগুলি অনুষ্ঠেয় এই প্রকার সংশয় হইলে তাহার মীমাংসার জন্ত বলা হইয়াছে “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা ত্রিবৃত্তা যুগং পরিবীয় সবনীং পশুযুপাকরোতি” অর্থাৎ আশ্বিন গ্রহ গ্রহণের পর সবনীয় পশুর উপাকরণাদি হইবে। সুতরাং এইটিকে বিধি ধরিয়া যে পূর্ববাক্যটিকে অনুবাদ বলা হইবে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে উপাকরণাদি ধর্মগুলি অগ্নীষোমীয় পশুর জায় সবনীয় পশুর জন্তও উপদিষ্টই হইয়াছে (কিন্তু অতিদিষ্ট হয় নাই) বলিতে হয়। ইতি আশঙ্কা।

নৈকদেশত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরাৎ। “ন”—না অর্থাৎ উহা কালবিধি নহে, “একদেশত্বাৎ”—যে হেতু বপাদ্রব্য একদেশ অর্থাৎ পশুর অংশবিশেষ মাত্র হইতেছে।

ভাষ্যভাবাৎ। পূর্বপক্ষবাদী যে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার বলিতেছেন, “ন একদেশত্বাৎ”। বপাপ্রচারাদি পশুবিষয়ক অনুষ্ঠানের একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষ বলিয়া তাহার উৎকর্ষ হইলেও উপাকরণাদি অঙ্গের উৎকর্ষ হইবে না। আর চতুর্থদিবসীয় “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা” ইত্যাদি যদি উৎপত্তিবাক্য হইত, তাহা হইলে পঞ্চম দিবসীয় “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা” ইত্যাদি বাক্যকে কালবিধায়ক বলা যাইত। কিন্তু চতুর্থ দিবসীয় বাক্য যখন উৎপত্তিবাক্য নহে কিন্তু উহা গুণার্থ—গুণবিষয়ক, তখন ইহাকেও কালবিষয়ক বলা চলে না। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

অর্থেনৈতি চেৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরাৎ। “অর্থেন”—অর্থবশতঃ অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে (পূর্ব অঙ্গ সকলের উৎকর্ষ করিতে হইবে), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবাৎ। সিদ্ধান্তীর পরিহার শুনিয়া পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন “অর্থেন”—এ স্থানে পূর্বঙ্গ সকলের উৎকর্ষ

অর্থতঃ প্রাপ্ত। কারণ, তাহা না হইলে “মুষ্টিনা পিধায় বপোদ্ধারণমাসীতাব-
পাহোমাং” “অর্থাৎ বপানিদ্ধাসন পূর্বক মুষ্টির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া বপাহোম
পর্যন্ত থাকিতে হইবে” এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, বপানিদ্ধাসনের পর
বপাহোম পর্যন্ত মুষ্টির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু পূর্বদিনে
যদি বপানিদ্ধাসন করা হয়, তাহা হইলে পরদিনের যতক্ষণ বপাহোম না হয়
ততক্ষণ যে কেহ ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে তাহা সম্ভব নহে—যে হেতু তাহাকে
উৎসর্গবিসর্গও (মলমূত্রত্যাগও) করিতে হইবে। এই কারণে পরদিবসে
ঐ বপানিদ্ধাসনাদির উৎকর্ষ হইবে। আর তাহা হইলে উপাকরণাদি অঙ্গকলাপও
যে পরদিবসেই যাইবে, ইহা অর্থতঃ সিদ্ধ হয়। কারণ, উপাকরণাদি না হইলে
সংস্ৰপন হইবে না; আর তাহা না হইলে বপানিদ্ধাসন হইতে পারে না।
কারণ, ইহা না বলিলে ঐ শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। আর তাহাই
যদি হয়, তাহা হইলে পরদিবসে কোন্ সময়ে উপাকরণাদি করিতে হইবে এই
প্রকার সংশয় স্বতই উদ্ভিত হয়। আর “আশ্বিনং গ্রহং গৃহীত্বা” ইত্যাদি শ্রুতি-
বাক্যে উপাকরণাদির কালনির্দেশ করিয়া সেই সংশয় নিরাস করিয়া দেওয়া
হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা।

ন শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উপাকরণাদির উৎকর্ষ যে অর্থতঃ
প্রাপ্ত তাহা নহে, “শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ”—কারণ, যদি শ্রুতিবিপ্রতিষেধ
অর্থাৎ বিরোধ হইত, তাহা হইলে ঐ রূপ বলা চলিত কিন্তু শ্রুতি-
বিপ্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত প্রকার আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
“ন”—না—ঐ প্রকার আশঙ্কা সম্ভব নহে। কারণ, “শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ”—যদি
শ্রুতিবিপ্রতিষেধ হইত তাহা হইলে ঐ প্রকার বলা চলিত কিন্তু এ পক্ষেও যখন
উক্ত “মুষ্টিনা পিধায়” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত কোনও বিরোধ হয় না, তখন
পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা অমূলক। *

কারণ “মুষ্টিনা পিধায়” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুষ্টির দ্বারা পিধান (আবরণ)
করিতে বলা হইয়াছে। আর তাহা তৃণমুষ্টিও হইতে পারে—মানুষের হাতেরই যে

* এখানেও ভাষ্যকার শ্রুতটিকে অন্তর্থা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুষ্টি হইবে, তাহার কি নিয়ম আছে। অতএব “অগ্নিনী গ্রহঃ গৃহীত্বা” ইত্যাদি বাক্যই বিধি আর পূর্বদিবসীয় “আয়েয় পশু” ইত্যাদি অনুবাদ। সুতরাং পশুসংস্কারক ধর্ম সকল সবনীয় প্রকরণে না থাকায় সবনীয় পশুর পক্ষে ঐগুলি উপদেশবিধিপ্রাপ্ত নহে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

স্থানান্ত পূর্বস্ত সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্থানাৎ”—স্থান অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে, “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “পূর্বস্ত”—পূর্বের অর্থাৎ অগ্নীবোমীয় পশুর ধর্ম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু ঐ যে সংস্কারকনাপ—ঐগুলি অগ্নীবোমীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুসংস্কারক ধর্মগুলি সবনীয় পশুসম্বন্ধীয়—এই মত নিরাকৃত করিয়া পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারাই সিদ্ধান্তের নিগমন বলিতেছেন। “স্থানাৎ তু পূর্বস্ত”—এস্থলে স্থান অর্থাৎ সন্নিধি অনুসারে ঐগুলি অগ্নীবোমীয় পশুরই ধর্ম। কারণ, “সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ”—ঐ সংস্কারগুলি সৌত্যানামক পঞ্চম দিবসের পূর্বে উপবসন্থ্য নামক চতুর্থ দিবসে ধিম্ভ্যনির্ঘাণের পর উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই অগ্নীবোমীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি বলা হয় জ্যোতিষ্টোম প্রকরণ অনুসারে যখন ঐগুলি অগ্নীবোমীয়, সবনীয় এবং আনুবন্ধ্য এই তিন পশুরই ধর্ম বলিয়া জানা যায় আর প্রকরণ যখন স্থান অপেক্ষা প্রবল, তখন স্থান অনুসারে উহার অগ্নীবোমীয় পশুর ধর্ম ইহা বলা ত “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থান-সমাখ্যানাং পারদৌর্বল্যম্” ইত্যাদি মূলীয় অধিকরণের বিরুদ্ধ কথা। তাহা হইলে বলিব জ্যোতিষ্টোম সোমবাগ। আর সোমবাগে অভিষব প্রভৃতি যে সমস্ত সোম-বিষয়ক ধর্ম সেইগুলিই আকাজ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পশুসংস্কারক ধর্ম সকলের আকাজ্জা হইতে পারে না। আর আকাজ্জা এবং প্রকরণ অভিন্ন বলিয়া জ্যোতিষ্টোমে পশুসংস্কারক ধর্মের আকাজ্জা না থাকায় সেইগুলি যে প্রকরণবশে তদ্যাগীয় সকল পশুরই অঙ্গরূপে গৃহীত হইবে, তাহা হইতে পারে না। এই কারণে প্রকরণের প্রাবল্য নাই। পক্ষান্তরে পশুসংস্কারক ধর্মগুলি পশুবাগেই যোগ্য অর্থাৎ সমর্থ। আর অগ্নীবোমীয় পশুর সন্নিধানই ঐ ধর্মগুলি পঠিত। এই হেতু যোগ্যতাসহকৃত স্থান অনুসারে ঐগুলি অগ্নীবোমীয় পশুরই ধর্ম হইবে। ইহাতে বলাবলাধিকরণের বিরুদ্ধ কথা বলা হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাং চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু দৃষ্ট হয় বলিয়া উহা অগ্নীষোমীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। সবনীয় পশুর পুরোডাশ দৃষ্ট হয় বলিয়াও ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। কারণ, দশম অধ্যায়ের প্রথম পাদের নবমাধিকরণের বিংশ শ্লোক অনুসারে জানা যায় যে, পশুপুরোডাশ অগ্নীষোমীয় দেবতারই সংস্কারার্থ আর অজ্ঞাত স্থলে সেই মন্ত্র পাঠ করিতে হইলে উহা করিতে হয়। আর সবনীয় পশুপুরোডাশের বেলায়ও ঐ মন্ত্রের উহ করা হয়। এই উহ করা সঙ্গত হয় না যদি পশুসংস্কারক ধর্মসকল অগ্নীষোমীয়ের ত্রায় সবনীয় পশুর পক্ষেও উপদেশ—বিধিলভ্য হয়। কিন্তু উহা যদি অতিদেশবিধিবলে সবনীয় পশুতে প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ স্থলে উহ করা সঙ্গত হয়, যে হেতু প্রকৃতিতে উহ হয় না ইহা অগ্রে বলা হইবে। অতএব ঐ পশুসংস্কারক ধর্মগুলি যে অগ্নীষোমীয় পশুর জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, সবনীয় পশু পুরোডাশই তাহার লিঙ্গ।

অচোদনা গুণার্থেন ॥ ২৭

অক্ষরার্থ। “অচোদনা”—(পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত বাক্যটি) চোদনা নহে অর্থাৎ বিধিবাক্য নহে, “গুণার্থেন”—যে হেতু উহা গুণার্থ অর্থাৎ গোণবাদ বা অর্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন যে, সবনীয় পশুপুরোডাশ অতিদেশবিধিপ্রাপ্ত নহে। কিন্তু “সুবিরো বা এতর্হি পশুঃ” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে যে বলা হইয়াছে পশুর দেহ হইতে বপা নিষ্কাশন করিলে তাহা ছিদ্রযুক্ত হয় আর ঐ পশুপুরোডাশের দ্বারা সেই ছিদ্র আবৃত করা হয়—এই বাক্য অনুসারেই পুরোডাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, “অচোদনা গুণার্থেন”—এ যে ছিদ্রাবরণার্থক ঋতিবাক্য, উহা অর্থবাদ বলিয়া বিধি নহে। আর সেই কারণে উহার দ্বারা সবনীয় পুরোডাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু তাহা অতিদেশবিধিবলেই লব্ধ হয়। ইতি ৭ম উপাকরণাদি পশুসংস্কারক ধর্মগুলির অগ্নীষোমীয়মাত্রার্থাধিকরণ।

দোহয়োঃ কালভেদাদসংযুক্তং শৃতং স্মৃৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “দোহয়োঃ”—সায়ং ও প্রাতঃকালীন গোদোহন-
দ্বয়ের মধ্যে, “শৃতং”—শৃত অর্থাৎ প্রাতঃকালীন দোহ, “অসংযুক্তং স্মৃৎ”—
অসংযুক্ত অর্থাৎ দোহনের জন্ত (দোহনকালে অন্তর্ভুক্ত) যে সমস্ত কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম-
শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলি অসংযুক্ত হইবে অর্থাৎ প্রাতঃ-
কালীন দোহে সংযুক্ত হইবে না, “কালভেদাৎ”—যে হেতু প্রাতঃকালীন
দোহনের কালগত ভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের দর্শ বাগে পূর্বদিন সায়ংকালে ও
পরদিন প্রাতঃকালে দুইবার গোদোহন করিতে হয়। আর দোহনকালে পলাশ-
শাখা আহরণ, গোপ্রস্থাপন, গোপ্রস্থাবন, গোদোহন প্রভৃতি কৰ্ম্মগুলিও কর্তব্য-
বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ এই যে, ঐ শাখাহরণাদি কৰ্ম্মগুলি কি
কেবলমাত্র সায়ংকালীন গোদোহনের জন্তই অন্তর্ভুক্ত অথবা সায়ংপ্রাতঃ উভয়-
কালীন দোহনের সময়েই কর্তব্য? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “দোহয়োঃ-
শৃতম্ অসংযুক্তং স্মৃৎ”—ঐ যে দুইবার গোদোহন করিতে হয়, উহার মধ্যে শৃত
অর্থাৎ প্রাতঃকালীন গোদোহনটি পলাশশাখা আহরণ প্রভৃতি কৰ্ম্মকলাপসংযুক্ত
হইবে না। কারণ, “কালভেদাৎ”—উভয়ের কাল বিভিন্নই হইতেছে। যাহা
সন্নিধিবলে সায়ংকালীন দোহের অঙ্গ তাহা প্রাতঃকালীন দোহ হইতে বিপ্রকৃষ্টই
হইয়া থাকে। এই কারণে ঐগুলি পূর্বাধিকরণের নিয়মানুসারে সন্নিধিবলে সায়ং-
কালীন দোহেরই অঙ্গ। এ কারণে প্রাতঃকালীন দোহ ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম বাদ দিয়াই
করণীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

প্রকরণাবিভাগাদ্বা তৎসংযুক্তশ্চ কালশাস্ত্রম্ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রকরণাবিভাগাৎ”—প্রকরণগত ভেদ নাই বলিয়া
অর্থাৎ উভয়ের প্রকরণ অভিন্ন বলিয়া, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক,
“কালশাস্ত্রং”—কালবোধক শাস্ত্র, “তৎসংযুক্তশ্চ”—অঙ্গসংযুক্ত প্রধানেরই
অর্থাৎ শাখা আহরণাদি সেই সমস্ত অঙ্গকলাপযুক্ত ভাবেই প্রধানকর্মে
সায়ং ও প্রাতঃকাল উপদিষ্ট হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “তৎসংযুক্ত্য কালশাস্ত্রম্”—এস্থলে যে কাল উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অঙ্গসংযুক্ত প্রধান কর্মের জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, দর্শবাগ প্রসঙ্গে “ঐন্দ্র-দধ্যমাবান্ত্রায়াঃ ঐন্দ্রং পরোহমাবান্ত্রায়াম্” এই শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অমাবস্তায় দধি এবং পয়ঃ যাগের দ্রব্য। ইহা প্রাতঃকালে আবশ্যক। কিন্তু প্রাতঃকালীন দুগ্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ দধি হইতে পারে না বলিয়া পূর্বদিন সায়ংকালে দোহন করিতে হয়। এই জন্ত দোহনের ধর্ম যে পলাশশাখা আহরণ প্রভৃতি সেগুলিরও পূর্বদিন সায়ংকালে অপকর্ষ হয়। সুতরাং দধি এবং পয়ঃ উভয়ের জন্তই যে দোহন হয়, পলাশশাখা আহরণ প্রভৃতি ধর্ম প্রকরণ অনুসারে তাহাদেরই অঙ্গ হয় বলিয়া তাহা সন্নিধি অনুসারে যে কেবলমাত্র সায়ংকালীন দোহেরই অঙ্গ হইবে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। এই জন্ত বৃত্তে বলা হইয়াছে, “প্রকরণা-বিভাগাৎ”। পক্ষান্তরে পূর্বাধিকরণে সোমবাগে পশুসংস্কারক ধর্মগুলির অঘর না হওয়ার প্রকরণ ছিল না বলিয়াই যোগাতাসহকৃত সন্নিধি অনুসারে পশু-সংস্কারক ধর্মগুলি অগ্নীবোমীয় পশুরই অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে যখন পলাশশাখা-আহরণাদি ধর্মগুলিকে প্রকরণবলে উভয়কালীন দোহেরই অঙ্গ বলিয়া ধরা যায়, তখন উহাদিগকে সন্নিধিবলে কেবলমাত্র সায়ংকালীন দোহের অঙ্গ বলা উচিত হয় না। ইতি চম শাখা আহরণাদির উভয়দোহার্থতা অধিকরণ।

তদ্বৎ সবনান্তরে গ্রহান্নানম্ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “তদ্বৎ”—উহারই আয় অর্থ্যাৎ শাখাহরণাদি যেমন উভয়কালীন দোহেরই অঙ্গ সেইরূপ, “গ্রহান্নানম্”—গ্রহবিষয়ক শ্রুতি-বিহিত ধর্মগুলি, “সবনান্তরে”—অন্য সবনেও অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়ব প্রভৃতি কতিপয় গ্রহ (সোমগ্রহণের পাত্রবিশেষ), মাধ্যম্নিনসবনে মরুত্বতীয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রহ এবং তৃতীয়সবনে আদিত্যাদি কতিপয় গ্রহ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ঐ প্রাতঃসবনের যে ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ তাহারই সমীপে সাদন, সম্বার্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি গ্রহসংস্কারক ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, ঐ ধর্মগুলি কি সন্নিধি অনুসারে কেবলমাত্র প্রাতঃসবনের ঐন্দ্রবায়বাদি

গ্রহেরই জন্ম উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা ঐগুলি অজ্ঞ হই সবনে যে সমস্ত গ্রহ আছে, সে গুলিরও সংস্কাররূপে বিহিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, পূর্বাধিকরণোক্ত শাখা-আহরণাদি প্রাতঃকালেই অনুষ্ঠেয়, কিন্তু দধি প্রস্তুত করিবার জন্ম পূর্বদিনের সায়াংকালে একটি দোহের অপকর্ষ হওয়ার ঐগুলিরও অপকর্ষ হইয়াছে। সুতরাং তথায় প্রকরণ অনুসারে ঐগুলিকে উভয় দোহেরই অঙ্গ বলা যায়। কিন্তু এস্থলে প্রাতঃসবনের গ্রহ সকলের যখন সেঙ্গণ উৎকর্ষ নাই, আর ঐ প্রাতঃসবন যখন একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, তখন সন্নিধিবলে উহার প্রাতঃসবনের গ্রহেরই ধর্ম হইবে।

ইহাতে সিদ্ধান্তী অতিদেশ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “সবনান্তরে গ্রহান্নান তদ্বৎ”—এস্থলেও গ্রহবিষয়ক সাদন, সম্বারজ্ঞানাদি ধর্মগুলি প্রকরণ অনুসারে তিনটি সবনের গ্রহেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, এক একটি সবন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার হইলেও তিনটির দ্বারা একটি কর্ষই সম্পাদিত হয়। এই জন্ম সেই কর্ষের প্রকরণ অনুসারে ঐগুলি প্রাতঃসবনের ত্রায় অজ্ঞান সবনের গ্রহেরও ধর্মরূপে গৃহীত হইবে। ইতি ৯ম গ্রহধর্ম সকলের সবনত্রয়সম্বন্ধিগ্রহার্থত্যাধিকরণ।

রশনা চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরাথ। “রশনা চ”—রশনাও (উভয় পশুর ধর্মরূপে উপদিষ্ট), “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু তাদৃশ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুর সন্নিধানে রশনা অর্থাৎ রজ্জ্ব-বিশেষের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সেই রশনার ত্রিবৃষ, দর্ভময়ষ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মও উল্লিখিত হইয়াছে। রসনাসম্বন্ধীয় ঐ ধর্ম অর্থাৎ গুণগুলি কি কেবলমাত্র অগ্নীষোমীয় পশুস্বকীয় রশনার ধর্ম হইবে অথবা ঐগুলি সবনীয় পশুসম্বন্ধীয় রশনারও গুণ হইবে ইহাই সূশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঐগুলি সন্নিধি অনুসারে অথবা অবাস্তর প্রকরণ অনুসারে অগ্নীষোমীয় পশুসম্বন্ধীয় রশনারই গুণ হইবে। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “রশনা চ”—রশনাও পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে উভয় পশুর সম্বন্ধেই উপাদষ্ট হইয়াছে। কারণ, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—তাদৃশ জ্ঞাপক বেদবচন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে হেতু “ত্রিবৃত্তা, যুগ্ম পরিবীর আগ্নেয়ঃ সবনীয়ঃ পশুযুগ্মাকরোতি” এই শ্রুতিবাক্যে রশনার যে

ত্রিবৃক্ষ এবং যুগের যে পরিব্যান অর্থাৎ ঐ রশনার দ্বারা বেষ্টন তাহার অনুবাদপূর্বক সবনীয় পশুর উপাকরণ বিহিত হইয়াছে। সবনীয় পশুর রশনার দর্ভময়ত্ব, ত্রিবৃক্ষ প্রভৃতিগুলি সিদ্ধ হইলে তবেই ঐ প্রকারে উহাদের অনুবাদ সম্ভব হয়। সুতরাং ঋতিবাক্যের জাপকতা অনুসারে ঐগুলিকে সবনীয় পশুসম্বন্ধীয়ও বলিতে হয়। তাহা না হইলে দর্ভময় রশনা অপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বস্ত্রাদির দ্বারা যুগের পরিব্যান অর্থাৎ বেষ্টন করিতে হয়। অতএব যুগ অগ্নীষোমীয় এবং সবনীয়াদি পশুর সাধারণ অঙ্গ বলিয়া যুগের পরিবেষ্টনসাধনরূপে রশনা অগ্নীষোমীয়, সবনীয়াদি সকল পশুতেই প্রাপ্ত বলিয়া রশনার দর্ভময়ত্বাদি ধর্মও সর্বপশুসাধারণ। ইতি ১০ম রশনাধর্মের সাধারণতা অধিকরণ।

আরাচ্ছিষ্টমসংযুক্তমিতরৈঃ সন্নিধানাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “আরাচ্ছিষ্টম্”—দূরে উপদিষ্ট অর্থাৎ অনারভ্যাত, “অসংযুক্তম্”—অন্যপদার্থের সহিত সংযুক্ত নহে, “ইতরৈঃ সন্নিধানাৎ”—যে হেতু তাহা অস্ত্রের সন্নিধানে পঠিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐন্দ্রবায়ব প্রভৃতি গ্রহগুলি জ্যোতিষ্টোমের সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর অদাত্য প্রভৃতি গ্রহগুলি অনারভ্যপঠিত। জ্যোতিষ্টোমে ঐন্দ্রবায়বাদি যে সমস্ত গ্রহ আছে, তাহাদের সমীপে সাদন, সম্ভার্জন প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম (সংস্কার) বিহিত হইয়াছে, সেইগুলি অনারভ্যপঠিত অদাত্য প্রভৃতি গ্রহের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “আরাচ্ছিষ্টম্ অসংযুক্তম্”—দূরে উপদিষ্ট অর্থাৎ অনারভ্যপঠিত অদাত্য প্রভৃতি গ্রহগুলি সাদন, সম্ভার্জন প্রভৃতি ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে না অর্থাৎ ঐ ধর্মগুলি উহাদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কারণ, “ইতরৈঃ সন্নিধানাৎ”—ঐ ধর্মগুলি প্রকরণপঠিত অত্যাগ্র গ্রহের সন্নিধানেই পঠিত হইয়াছে। অথবা প্রকরণ কিংবা সন্নিধান ইহাদের কোনটিই নাই বলিয়া সাদন, সম্ভার্জন প্রভৃতি ধর্মগুলি অদাত্য প্রভৃতি অনারভ্যপঠিত গ্রহের ধর্মরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

সংযুক্তং বা তদর্থত্বাচ্ছেদ্যস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সংযুক্তং বা”—ঐগুলি সংযুক্ত অর্থাৎ সাদনাদি তত্ত্ব ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “তদর্থত্বাৎ”

—যে হেতু ঐগুলি (জ্যোতিষ্টোমের) অপূর্বের হেতু, “শেষস্ত তন্নিমিত্ত্বাৎ”
—এহের ধর্ম যে সাদনাদি শেষ অর্থাৎ অঙ্গ, ঐগুলিও সেই অপূর্বের
হেতু।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
“সংযুক্তং বা”—অদাভ্য প্রভৃতিগুলিও ঐ সমস্ত ধর্মযুক্ত হইবে অর্থাৎ সাদন,
সম্যাজ্জন প্রভৃতি ধর্মগুলি অদাভ্য প্রভৃতি গ্রহেও প্রযোজ্য হইবে।
কারণ, “তদর্থদ্বাৎ”—ঐ গ্রহগুলি জ্যোতিষ্টোমের অপূর্বের জনক। আর
“শেষস্ত তন্নিমিত্ত্বাৎ”—এহের ধর্ম যে সাদন, সম্যাজ্জন প্রভৃতি, সেগুলিও বাস্তব
অপূর্বের হেতু। অতএব এস্থলে “এহাঃ সাত্ত্বন্তে” ইত্যাদি প্রকার বাক্য অনুসারে
সাদন, সম্যাজ্জন প্রভৃতি গুলি যখন সন্নিধিপাঠিত ও বিপ্রকৃষ্ট পাঠিত সকল গ্রহেরই
ধর্ম বলিয়া অবধারিত হয়, তখন ঐগুলি যে প্রকরণ অনুসারে কেবল ঐন্দ্র বাদবদি
গ্রহেরই ধর্ম হইবে, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য বলবৎ ॥
আরও ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ প্রকরণী নহে কিন্তু জ্যোতিষ্টোমই প্রকরণী। আর অদাভ্য
প্রভৃতি গুলি জ্যোতিষ্টোমেরই অঙ্গ। সুতরাং প্রকরণ অনুসারেও বে ঐগুলি
ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহের অঙ্গ হয় তাহা নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

নির্দেশাদ্ ব্যবতিষ্ঠেৎ ॥ ৩৪ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “নির্দেশাৎ”—নির্দেশ অর্থাৎ পৃথকভাবে উল্লেখ
আছে বলিয়া, “ব্যবতিষ্ঠেত”—ব্যবস্থিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, “পরস্মৈ নৈমাত্রাবরূপং
ঐশাতি” ইত্যাদি স্থলে যেমন পরোযোগ সর্বসাধারণের ধর্ম নহে, এস্থলেও সেইরূপ
সাদন, সম্যাজ্জনাди সকল গ্রহেরই ধর্ম হইবে না, কিন্তু ঐগুলি কতকগুলি বিশেষ
বিশেষ গ্রহেরই ধর্ম হইবে। তাহা হইলে বলিব, “নির্দেশাৎ ব্যবতিষ্ঠেত”—সেই
সেই স্থলে বিশেষ বচনে পৃথক্ ভাবে উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে
বলিয়া মিত্রাবরূপাদির উদ্দেশ্যেই পরোযোগাদি হয়। কিন্তু এস্থানে সেভাবে কোনও
বিশেষ নির্দেশ না থাকায় সাদন, সম্যাজ্জন প্রভৃতি ধর্মগুলি বাক্য অনুসারে
প্রকরণস্থ এবং অপ্রকরণস্থ সকল গ্রহেরই ধর্মরূপে অন্তর্গত। ইতি ১১ শ গ্রহধর্ম-
সকলের অনা রভ্য পাঠিত অংগদাভ্যগ্রহার্থতা অধিকরণ।

৫৯২

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

অগ্ন্যঙ্গমপ্রকরণে তদ্বৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “অপ্রকরণে অগ্ন্যঙ্গম্”—অপ্রকরণে অর্থাৎ অপ্র-
করণাধীত অনারভ্য পঠিত অগ্ন্যঙ্গ অর্থাৎ অগ্নির অঙ্গ, “তদ্বৎ”—ঐরূপ অর্থাৎ
পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে অপূর্বার্থ বলিয়া সেই সেই ধর্মবিশিষ্ট
হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “চিত্রিণীরূপদধাতি”, “বজ্রিণীরূপদধাতি”,
“ভূতেষ্টকা উপদধাতি” ইত্যাদি কতকগুলি ইষ্টকাবিষয়ক অনারভ্য পঠিত বাক্য আছে।
আর অগ্নিচয়নপ্রকরণে “অথগুহ্যাদি ধর্ম্যং কুর্য্যাৎ” ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টকাসকলের
অথগুহ্যাদি ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ অথগুহ্যাদি ধর্মগুলি অগ্নিচয়ন প্রকরণের বাহিরে
উপদিষ্ট অনারভ্য পঠিত চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকারও ধর্ম হইবে কি না ইহাই সংশয়।
ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, অথগুহ্যাদি ধর্মগুলি যখন চিত্রিণী প্রভৃতির সন্নিহিত
নহে, তখন চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকাগুলি ঐ সকল ধর্মসংযুক্ত হইবে না। ইহার
উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অপ্রকরণে অগ্ন্যঙ্গং তদ্বৎ”—এই যে চিত্রিণী প্রভৃতি
গুলি ইহারও পূর্বাধিকরণোক্ত অদাভ্য প্রভৃতির দ্বারা অথগুহ্যাদি ধর্মসংযুক্ত হইবে।
কারণ, এস্থলে প্রকরণ পাঠ না থাকিলেও “য এবং বিধান অগ্নি চিত্ত্বতে” ইত্যাদি
বাক্যে যে অগ্ন্যপূর্ব বোধিত হইয়াছে, চিত্রিণী প্রভৃতিগুলি বাক্যের দ্বারা সেই অপূর্বের
সহিতই সন্নিহিত। আর অথগুহ্যাদি ধর্মগুলির প্রভাবেই নিয়মাপূর্ব দ্বারা সেই
অগ্ন্যপূর্ব উপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে প্রকরণপঠিত অথগুহ্যাদি ধর্মগুলি
অপ্রকরণপঠিত—অনারভ্যাধীত চিত্রিণী প্রভৃতিরও অঙ্গ হইবে। ইতি ১২ শ
চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকার অগ্ন্যঙ্গতাধিকরণ।

নৈমিত্তিকমতুল্যত্বাদসমানবিধানং শ্রাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “নৈমিত্তিকং”—নৈমিত্তিক ফলচমসাদি, “অসমান-
বিধানং শ্রাৎ”—অসমানবিধান হইবে অর্থাৎ সমানবিধান হইবে না
অর্থাৎ উপদেশবিধিবোধ্য হইবে না, “অতুল্যত্বাৎ”—যে হেতু তুল্য নহে
অর্থাৎ সোমের সমান নহে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জ্যোতিষ্টোম বজ্র করে, তাহা হইলে তাহাকে ন্যধোঁধ-মুকুল বাটিয়া সোমের বদলে খাইতে দিতে হয়। এই যে ফলচমস ইহা যে ইজ্যাবিকার এবং নৈমিত্তিক, তাহা পূর্বের পঞ্চমপাদে ১৯শ অধিকরণ প্রভৃতিস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। আবার জ্যোতিষ্টোমে ক্রয়, অভিবব প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার সোমের ধর্ম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন সন্দেহ এই যে, ঐ ক্রয়, অভিবব প্রভৃতি সোমধর্মগুলি ফলচমসেও অনুল্লেখ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে কি না। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে ফলচমস ও সোমের প্রকরণ বিভিন্ন নহে বলিয়া এবং ঐগুলি ফলচমসেও অনুল্লেখ্য বলিয়া উপদিষ্টই হইয়াছে বুলিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নৈমিত্তিকম্ অসমানবিধানং স্ত্যং”—ঐ যে নৈমিত্তিক ফলচমস—ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাহার নিমিত্ত, তাহা সমানবিধান নহে অর্থাৎ প্রকরণানুসারে সোমের ধর্মের স্তায় যে উপদেশবিধিবলে প্রাপ্ত তাহা নহে। তবে কি ফলচমসে ঐ সংস্কারগুলি কর্তব্য নহে? না, তাহা নহে—ফলচমসেও ঐধর্ম-গুলি অনুল্লেখ্য; তবে তাহা উপদেশবিধিবলে প্রাপ্ত নহে, কিন্তু অতিদেশবিধিবশতই লব্ধ। যদি বলা হয়, উভয়ের মধ্যে প্রকরণগত কোনও ভেদ না থাকা সত্ত্বেও এরূপ বলা হইতেছে কেন? তাহা হইলে বলিব,—

“নিত্যে কৃতার্থাঃ সংস্কারাঃ পশ্চাদ্ভাবিনিমিত্তজ্ঞে।

ন বিধেয়াঃ কিন্তু তত্র প্রাপ্যস্ত্যামতিদেশতঃ।”

সোম নিত্য বলিয়া পূর্বভাবী, আর ফলচমস নৈমিত্তিক বলিয়া অনিত্য হওয়ায় পশ্চাদ্ভাবী। এই কারণে অভিববাদি ধর্মসকল প্রথমপ্রাপ্ত নিত্য সোমকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া উপদেশবিধি বিরতব্যাপার হইয়া পড়ে। এ কারণে ফলচমসে আর তাহার ব্যাপার হয় না। কিন্তু ফলচমসে অতিদেশ বিধি অনুসারেই অভিববাদি ধর্মের প্রাপ্তি হয়। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “অতুল্যস্বাৎ”। অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, বিচার্য উপদেশবিধি বা অতিদেশ-বিধির উপর এই স্থলে কতকগুলি বিষয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং উহ ও অনুহ নির্ভর করিতেছে। ইতি ১৩শ নিত্য ও নৈমিত্তিকের অসমানবিধি অধিকরণ।

প্রতিনিধিষ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রতিনিধিঃ চ”—নীবার প্রভৃতি প্রতিনিধিও, “তদ্বৎ”—ঐরূপ হইবে অর্থাৎ মুখ্যের সমানবিধি হইবে না কিন্তু অসমান-বিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট বস্তুর অপচার (নাশ) হইলে তাহার প্রতিনিধি প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। যেমন ত্রীহির (ধাত্তবিশেষের) অপচারে নীবার (তুণধাত্ত—উড়িধান) দিবার বিধি আছে। ইহাতে সন্দেহ এই যে, ঐ নীবারগুলি ত্রীহির সমানবিধিবিধান কি না অর্থাৎ ত্রীহির কার্য্য সকল নীবারে উপদিষ্ট কি অতিদিষ্ট ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “প্রতিনিধিচ্চ তৎ”—ঐ যে ত্রীহির প্রতিনিধি নীবার, উহাও পূর্বাধিকরণগোক্ত ফল-চমসম্বন্ধীয় ধর্ম্মের জ্ঞায় অসমানবিধান অর্থাৎ অতিদেশবিধিবোধিতই হইবে। কারণ, ত্রীহি প্রথমপ্রাপ্ত বলিয়া তদ্বিব্যক ধর্ম্মগুলির তাহার সহিত সম্বন্ধ বোধন করিয়াই উপদেশবিধি চরিতার্থ হইয়া যাওয়ার সেগুলি আর নীবার প্রভৃতির অপেক্ষা রাখে না। এই কারণে নীবারে ত্রীহিসম্বন্ধীয় ধর্ম্মগুলি অতিদেশবলেই প্রাপ্ত হয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন তদ্বৎ প্রয়োজনৈকত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “ন তদ্বৎ”—এরূপ হইবে না, “প্রয়োজনৈকত্বাৎ”—যেহেতু উভয়ের প্রয়োজন একই হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ন তদ্বৎ”—সেইরূপ হইবে না অর্থাৎ নীবারাদি প্রতিনিধি স্থলে প্রকৃতিবিকৃতি ভাব নাই বলিয়া ফলচময়ের জ্ঞায় অতিদেশ বিধির দ্বারা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু একই বিধির দ্বারা—যে বিধির দ্বারা ত্রীহিতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতেছিল, সেই বিধিরই দ্বারা নীবারে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইবে। কারণ, প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই; যেহেতু “প্রয়োজনৈক্যৎ”—ত্রীহি এবং নীবার উভয়েরই প্রয়োজন অভিন্ন—উভয়ের দ্বারাই পুরোডাশনিষ্পাদন রূপ একই প্রয়োজন সম্পাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, “ত্রীহিভির্ভজ্যেত” এই বাক্যে ত্রীহিকে যে যাগের করণ বলা হইয়াছে, তথায় লক্ষণাবলে ত্রীহিপদের অর্থ ত্রীহির অবয়ব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, ত্রীহিশব্দের শকার্থ ত্রীহিব্যজ্ঞাতি; তাহা কিন্তু কাহারও করণ হইতে পারে না, আর জাত্যুপলব্ধিত ত্রীহিব্যক্তিও যে করণ হইবে তাহাও সম্ভব নহে, যে হেতু ত্রীহিতে যে অবহনন করা হয়, তাহাতে ত্রীহির নাশই হইয়া থাকে—ত্রীহির চূর্ণ অর্থাৎ অবয়বংশগুলিই কেবল পড়িয়া থাকে, আর তাহা পুরোডাশ দ্বারা যাগের করণ হয়। সুতরাং এস্থলে ত্রীহিপদের অর্থ লক্ষণাবলে

ব্রীহ্যবয়বই গ্রহণীয়। আর মুখ্যের অভাবে যে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়, তাহা মুখ্যের খুব সদৃশই হইবে, ইহা অগ্রে বর্ষ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং নীবার খুবই সদৃশ বলিয়া ব্রীহির প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়া থাকে—আর ঐ নীবারের পরমাণু সকল ব্রীহির পরমাণুর সমান বলিয়া উহাদের ঐ প্রকার অধিক সাদৃশ্য থাকে। সুতরাং এস্থলে মুখ্য এবং প্রতিনিধি উভয়ের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন যে বিধির দ্বারা ব্রীহিবিষয়ক ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে নীবারও যে তাহার বিষয় ইহা স্বীকার করা উচিত। এই কারণে এখানে পূর্বাধিকরণের ফলচমসের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। তবে যে স্থলে এরূপ সাদৃশ্য নাই—যথায় প্রতিনিধি কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য, তথাকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এস্থলে উভয়ের সাদৃশ্য যখন প্রমাণান্তরগম্য, তখন একত্র উপদেশ এবং অত্র অতিদেশবলে ধর্মপ্রাপ্তি স্বীকার করা ন্যায্য নহে। অতএব উভয়স্থলেই সমানবিধানই আছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশাস্ত্রলক্ষণত্বাচ্চ ॥৩৯॥

অক্ষরার্থ। “অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ চ”—যে হেতু ইহা শাস্ত্রলক্ষণ অর্থাৎ শাস্ত্রবোধিত নহে (এই কারণে ব্রীহি ও নীবারের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নাই)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নাই বলিয়া নীবারের প্রতিনিধিত্বস্থলে অতিদেশ বিধিবলে ধর্মপ্রাপ্তি হয় না ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, “অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ চ”—ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব যখন শাস্ত্রবোধিত নহে, তখন তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। আরও, ব্রীহির অভাবে যে নীবার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে বলা নাই। তবে নিত্য এবং প্রারম্ভ কর্তৃক অবশ্য সমাপনীয় বলিয়া ব্রীহির অত্যন্ত সদৃশ যে নীবার, তাহাই অর্থাপত্তিবলে কার্য-সাধকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই কারণেও ইহাদের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই। সুতরাং নীবারস্থলে অতিদেশবিধির দ্বারা ধর্মপ্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু উহা ব্রীহির ধর্মপ্রাপ্তির সমানবিধান। ইতি ১৪শ মুখ্য ও প্রতিনিধির সমানবিধাধিকরণ।

নিয়মার্থা গুণশ্রুতিঃ ॥৪০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “গুণশ্রুতিঃ”—গুণশ্রুতি অর্থাৎ পুতিকা প্রভৃতি

গৌণদ্রব্যের যে শ্রুতিমধ্যে উল্লেখ তাহা, “নিয়মার্থা”—নিয়মবিধি অর্থাৎ নিয়মাদৃষ্টজনক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “যদি সোমং ন বিন্দেৎ পুত্ৰিকানভিষুয়াৎ” অর্থাৎ, “সোমলতা পাওয়া না গেলে পুত্ৰিকালতার অভিবব করিবে”। এই যে পুত্ৰিকা উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে ক্রয়াদি বিধির প্রবৃত্তি হইবে কি না, ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা যখন নীবারের দ্বায় অর্থাৎক্ষিপ্ত নহে কিন্তু শাস্ত্রবোধিত, তখন ফলচমসের দ্বায় ইহাও নৈমিত্তিক—সোমাতাব-নিমিত্তজন্ত বলিয়া এখানে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব আছে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন, পুত্ৰিকা সোমের প্রতিনিধি বলিয়া তাহাও সোমের সমানবিধান—তাহাতে অভিশেষবলে ধর্মপ্রাপ্তি হইবে না—কারণ, ইহাও প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য। যদি বলা হয় নীবার শাস্ত্রবোধিত নহে বলিয়া তাহাতে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব নাই, কিন্তু পুত্ৰিকার প্রতিনিধিত্ব যখন শাস্ত্রবোধিত তখন তাহার মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিবে না কেন? তাহা হইলে বলিব, “নিয়মার্থা গুণশ্রুতিঃ।” সোমের সদৃশ অথ অনেক কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু সোমের অভাবে তাহাদের প্রয়োগ করা হইলে অপূর্ব জন্মিবে না। পরন্তু সোমভাবে সোম হইতে বিজাতীয় এই পুত্ৰিকাই প্রযোজ্য—ইহা হইতেই যাগীয় অপূর্ব জন্মিবে। এই প্রকারে নিয়মাদৃষ্ট বিজ্ঞাপন করিবার জন্তই শাস্ত্রে সোমের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণে ইহা শাস্ত্রবোধিত হইলেও এস্থলে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই। অতএব ইহাও সমানবিধান—সমানবিধিপ্রযুক্ত। ইতি ১৫শ শ্রুতিবোধিত প্রতিনিধিস্থলেও মুখ্যধর্ম্মানুষ্ঠানাদিকরণ।

সংস্থাস্তু সমানবিধানাঃ প্রকরণাবিশেষাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সংস্থাঃ”—জ্যোতিষ্টোমের সংস্থাসকল, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “সমানবিধানাঃ”—ঐ প্রকার সমানবিধান অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য হইবে, “প্রকরণাবিশেষাৎ”—যে হেতু উহাদের মধ্যে প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নাই। (পূর্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাধারণতঃ “অগ্নিষ্টোম, উক্থা, বোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আগ্নেয়্যাম এবং বাজপেয় এই সাত প্রকার

সংস্থা আছে বলা হয়। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটিই সংস্থা আর শেষের তিনটি উহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। সংস্থা অর্থে সমাপ্তি। সমাপ্তিকালীন সামগানের ন্যূনতা বা আধিক্য এবং তৎসহ পশু প্রভৃতির অন্নতা বা বাহুল্য অনুসারে ইহাদের এই প্রকারভেদ। তবে, যে সামগান করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তাহারই নামানুসারে যজ্ঞের নাম হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথম সংস্থা যে অগ্নিষ্টোম, উহা নিত্য—স্বর্গ উহার ফল। আর উক্ত্য প্রভৃতি অপরগুলি পশুকামনাদিনিমিত্তক বলিয়া কাম্য। যেহেতু ঋতি বলিতেছেন, “পশুকাম উক্ত্যং গৃহীয়াৎ। বোড়শিনা বীর্ধ্যকামঃ স্ববীত” ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, এগুলি গুণফল। বাহাই হউক, জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণে দীক্ষণীয়েষ্টি, প্রারণীয়েষ্টি প্রভৃতি অঙ্গকলাপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

দীক্ষণীয়াদি অঙ্গসকলের যে বিধি, কেবলমাত্র অগ্নিষ্টোমই কি তাহার বিষয় অথবা সাতটি সংস্থাই উহার বিষয় ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সংস্থাস্ত সমানবিধানাঃ”—জ্যোতিষ্টোমের ঐ যে সাতটি সংস্থা, উহাদের সবগুলিই সমানবিধান অর্থাৎ একই উপদেশবিধির বিষয়। কারণ, “প্রকরণবিভাগাৎ”—একই প্রকরণে যখন সবগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন অঙ্গবিধির সহিত প্রকরণসম্বন্ধ সবগুলিরই সমান রহিয়াছে। আরও, অগ্নিষ্টোম উক্ত্য প্রভৃতি সকলগুলিরই যখন ফলসম্বন্ধ সমান রহিয়াছে, তখন সবগুলিই প্রকরণবলে সমানভাবে অঙ্গবিধিসংযুক্ত হইবে। অতএব ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিতে পারে না বলিয়া একই বিধির দ্বারা উহাদের অঙ্গপ্রাপ্তি হইবে—উহাদের সকলেরই অঙ্গবিধি সমান।

ব্যপদেশশ্চ তুল্যবৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। “তুল্যবৎ”—তুল্যের তায়, “ব্যপদেশঃ চ”—ব্যপদেশ অর্থাৎ শাস্ত্রমধ্যে উল্লেখও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “ব্যপদেশশ্চ তুল্যবৎ”—ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে বলা হইয়াছে, “যজ্ঞতিষ্টোমো জুহোতি যদ্যুক্তাঃ পরিধিমনস্তি। যজ্ঞতিরাত্র এতদেব যজ্ঞজপন্ হবির্ধানং প্রতিপত্তেত” অর্থাৎ “যদি অগ্নিষ্টোম হয় তাহা হইলে হোম করিবে, যদি উক্ত্য হয় তাহা হইলে পরিধি অঙ্গন করিতে হইবে, যদি অতিরাত্র

হয় তাহা হইলে এই যজুর্মন্ত্র জপ করিতে করিতে (পাঠ করিতে করিতে) হবির্ধানে উপস্থিত হইবে।” এখানে অগ্নিষ্টোম, উক্ত্য প্রভৃতি সকল সংস্থাগুলির পক্ষেই যখন আজ্যশেষের প্রতিপত্তি সমানভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ইহাদের প্রকরণ সম্বন্ধ যে তুল্যরূপ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর ইহাদের প্রকরণসম্বন্ধ যদি তুল্যরূপ হয়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব হইতে পারে না। আরও “আগ্নেয়মজমগ্নিষ্টোম আনভেত ঐন্দ্রাণ্য দ্বিতীয়মুক্থ্যে ঐন্দ্রং বৃষিং তৃতীয়ং ষোড়শিনি” ইত্যাদি বচনে যে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বলিয়া অগ্নিষ্টোমের সমানভাবে উক্ত্য প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই সমানদর্শন হইতেও প্রতীত হয় যে, উক্ত্য প্রভৃতি গুলি অগ্নিষ্টোমের সমানবিধান। কারণ, উক্ত্যে অগ্নিষ্টোমস্তোত্র এবং উক্ত্য স্তোত্র এই দুইটি নিমিত্ত আছে বলিয়া আগ্নেয় এবং ঐন্দ্রাণ্য এই দুইটি পশু নৈমিত্তিক, আর অগ্নিষ্টোমে অগ্নিষ্টোম স্তোত্র (যজ্ঞাবজ্জিয়স্তোত্র)-রূপ নিমিত্তবশতঃ একটি পশুই নৈমিত্তিক। সুতরাং এই প্রকারের যে সাম্যদর্শন, ইহাও উহাদের সমানবিধানই না হইলে সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্বপক্ষ।

বিকারাস্ত কামসংযোগে স নিত্যস্য সমত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিকারঃ”—বিকার অর্থাৎ উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থা-গুলি অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি, “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “কামসংযোগে”—কামনাসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, “সঃ”—সেই অঙ্গবিধি, “নিত্যন্ত”—নিত্য অগ্নিষ্টোমেরই অঙ্গবিধি, “সমত্বাৎ”—যে হেতু তাহাও সম অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমেরই আয় নিত্য। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বিকারাস্ত কামসংযোগে”—উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থার যখন পশু প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল উক্ত হইয়াছে, তখন ঐ ফলকামনার সহিত উহাদের যে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ তাহাতেই উহাদের বিকৃতিষ প্রমাণিত হয়। কারণ, “কাম্যো গুণঃ ক্ষয়মাণো নিত্যমর্থং বিকৃত্যতিবিশিষ্টে”—অর্থাৎ “শাস্ত্রমধ্যে কামসংযুক্ত গুণ উপদিষ্ট হইলে তাহা নিত্যপদার্থকে বিকৃত করিয়া প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ তাহা সেই নিত্যপদার্থের বিকাররূপে স্থানলাভ করে” এই নিয়ম অনুসারে পূর্বোদাহৃত গোদোহনরূপ গুণ যেমন নিত্য চমসসাধনযুক্ত অপ্,প্রণয়নকে বিকৃত করিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল,

সেইরূপ এই উক্ত্য প্রভৃতি গুলিও অগ্নিষ্টোমরূপ নিত্য সংস্থার বিকার হইয়া অল্প সংস্থারূপে প্রকটিত হইবে। এ কারণে ঐগুলিকে অগ্নিষ্টোমের সমানবিধান বলা যায় না। আরও, ইহাতে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ হয়। কারণ, জ্যোতিষ্টোম- (অগ্নিষ্টোম) নিত্য। কিন্তু উক্ত্য প্রভৃতিগুলি কামসংযুক্ত হওয়ায় কাম্য বলিয়া অনিত্য, যে হেতু সেই সেই ফলের কামনা না থাকিলে তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রাপ্তিও থাকে না। আর জ্যোতিষ্টোমের দীক্ষণীয় প্রভৃতি যে অঙ্গকলাপ বিহিত হইয়াছে, সেগুলি কিন্তু নিত্য। সুতরাং নিত্য অগ্নিষ্টোমের সহিত ঐ সমস্ত নিত্য অঙ্গের সম্বন্ধ হইলে কোনও হানি হয় না। পক্ষান্তরে অনিত্য উক্ত্যাদির সহিত ঐ সমস্ত নিত্য অঙ্গগুলির সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কামনারাহিত্যদশায় যখন ঐ উক্ত্যাদি সংস্থার প্রাপ্তি থাকে না, তখন এইগুলি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। এই প্রকারে নিত্য ও অনিত্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধরূপ দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়াও উক্ত্যাদিকে বিকৃতিই বলিতে হয়। ইহা সূত্রের “স নিত্যস্ত সমত্বাং” এই আশে বলা হইয়াছে।

অপি বা দ্বিরুক্তত্বাৎ প্রকৃতের্ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—আশঙ্কানিরাসার্থক, “দ্বিরুক্তত্বাৎ”—দ্বিরুক্ত বলিয়া অর্থাৎ দুইবার উক্ত হইয়াছে বলিয়া, “প্রকৃতে: ভবিষ্যন্তি ইতি”—দ্বিতীয়াদি বিধিগুলি প্রকৃতি অর্থাৎ নিত্য কর্মেরই গুণবিশেষ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত্য প্রভৃতি সংস্থাগুলির স্বতন্ত্র ফল আছে বলিয়া ঐগুলি বিকৃতি এই কথা বলিলে পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, অগ্নিষ্টোমেরও যখন স্বতন্ত্র ফল আছে, তখন তাহার প্রতিও ঐ প্রসঙ্গ প্রযোজ্য হইতে পারে। এই প্রকার উৎসূত্র অর্থাৎ সূত্রবহির্ভূত আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অপি বা” ইত্যাদি। অগ্নিষ্টোম একটি নিত্য আছে, আর একটির ফল উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ যে ফলসংযুক্ত অগ্নিষ্টোম, উহা খাদিরতাতির ত্রায় সংযোগ-পৃথক্, ত্রায়ে নিত্য কাম্য উভয়ার্থক। কাজেই ঐস্থলে নিত্যেরই কামসংযোগ স্বাক্য কোনও দোষই হয় না। পক্ষান্তরে উক্ত্যাদিগুলির নিত্যতার কোনও প্রমাণ নাই অথচ ঐগুলির ফলসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া ঐগুলি কামনাসংযুক্ত। এই কারণে ঐগুলি অনিত্য বলিয়া অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি।

বচনান্তু সমুচ্চয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অঙ্গন্বার্থ। “বচনাৎ তু”—বচন আছে বলিয়া কিন্তু, “সমুচ্চয়ঃ”—সমুচ্চয় অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পশুর সমাবেশ ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী ৪৩শ সূত্রে বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি নৈমিত্তিক পশুর সমানভাবে ব্যপদেশ দৃষ্ট হয় বলিয়া উক্ত্যাদি সংস্থাগুলিও সমানবিধান । তাহার উত্তরে বলিতেছেন, “বচনাৎ তু সমুচ্চয়ঃ” । ঐ স্থলে “ঐন্দ্রাগ্নঃ দ্বিতীয়মুক্ত্যে” ইত্যাদি বচন আছে বলিয়া বচনবলে উক্ত্যাদিতে ঐন্দ্রাগ্ন প্রভৃতি দ্বিতীয় তৃতীয় পশু বিহিত হইয়াছে । এই কারণে উহা সমুচ্চয়বিষয়ক বচন বলিয়া উহা অপূর্ব বিধি কিন্তু উহা সমানবিধানস্বের জ্ঞাপক নহে ।

প্রতিষেধাচ্চ পূর্বলিঙ্গানাম্ ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গন্বার্থ। “পূর্বলিঙ্গানাম্”—পূর্বলিঙ্গ সকলের অর্থাৎ অঙ্গ সকলের, “প্রতিষেধাৎ চ”—প্রতিষেধ আছে বলিয়াও (সমানবিধান নহে) ।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিষ্টোম এবং উক্ত্যাদি যে সমানবিধান নহে কিন্তু উহাদের মধ্যে যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “প্রতিষেধাচ্চ পূর্বলিঙ্গানাম্” । পূর্বপক্ষবাদী “যজ্ঞগ্নিষ্টোমঃ জুহোতি । যদ্যুক্ত্যঃ পরিধিমনক্তি” ইত্যাদি যে ঋতিকে তাঁহাদের মতের সাধক বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের মতের বাধক । কারণ, উক্ত ঋতিবাক্য হইতে অগ্নিষ্টোম এবং উক্ত্যাতির প্রকৃতিবিকৃতিভাবই সিদ্ধ হয় । যে হেতু অগ্নিষ্টোমে আজ্যশেষের দ্বারা হোমরূপ প্রতিপত্তি করিতে হয় : আর তাহাই অগ্নিষ্টোমরূপ প্রকৃতি হইতে অতিদেশবলে উক্ত্যাদি বিকৃতিতে প্রাপ্ত হয় বলিয়া “যদ্যুক্ত্যঃ পরিধিমনক্তি” ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, উক্ত্য স্তোত্র হইলে পরিধি অঙ্গনই কর্তব্য কিন্তু আজ্যশেষ হোম করণীয় নহে । এই প্রকারে যে হোমের বাধ হইল, ইহা সমানবিধিত্বপক্ষে সঙ্গত হয় না । কারণ, সমানবিধানস্ব উক্ত্যেও অগ্নিষ্টোমস্তোত্ররূপ নিমিত্ত থাকায় নৈমিত্তিক অবশ্য কর্তব্য হয় বলিয়া হোম এবং পরিধি অঙ্গনের সমুচ্চয়ই হইয়া পড়ে ।

গুণবিশেষাদেকশ্চ ব্যপদেশঃ ॥ ৪৭ ॥

অঙ্গন্বার্থ। “গুণবিশেষাৎ”—অগ্নিষ্টোমসামে সমাপ্তিরূপ গুণ-বিশেষ অনুসারে, “একশ্চ ব্যপদেশঃ”—একেরই ঐ ভাবে উল্লেখ ।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি বলিয়া অঙ্গকলাপ উপদেশবিধি অনুসারে তাহারই অনুসরণ করিবে আর উক্ত্যাদি তাহার বিকৃতি বলিয়া অঙ্গসকল তথ্য অতিদেশবিধিলভ্য হইবে। অতএব উহাদের সমানবিধানতা নাই। এই প্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলেন যে, ইহাতে “যদি অগ্নিষ্টোমো জুহোতি” এই প্রতীতিবাক্যে যে ‘যদি’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, জ্যোতিষ্টোম বলিতে যখন নিত্য অগ্নিষ্টোমই অভিহিত হয়, তখন ‘যদি’ এই শব্দের প্রয়োগ কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “গুণবিশেষাং একশ্চ ব্যপদেশঃ”— এই যে নিত্য জ্যোতিষ্টোম ইহা অগ্নিষ্টোমসামে সমাপনীর বলিয়া ঐ অগ্নিষ্টোমসামরূপ গুণবিশেষকে নির্দেশ করিবার জন্তই ঐপ্রকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা অনুবাদ। কারণ, অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোমের অব্যভিচারী—যে হেতু উক্ত্যাদিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র অগ্নিষ্টোম লইয়াও জ্যোতিষ্টোম হয় কিন্তু অগ্নিষ্টোমকে বাদ দিয়া উক্ত্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কারণ, অগ্নিষ্টোমের কৃত্য এবং তাহার উপর আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কৃত্য লইয়া ‘উক্ত্য’ প্রভৃতি সংস্থা সম্পন্ন হয়। এই কারণে উক্ত্যাদি জ্যোতিষ্টোমের ব্যভিচারী কিন্তু অগ্নিষ্টোম অব্যভিচারী। এই জন্ত জ্যোতিষ্টোম বলিতে যখন অগ্নিষ্টোমই বুঝায়, তথাপি “যত্নগ্নিষ্টোমঃ” এই প্রকারে যে উল্লেখ উহা অনুবাদমাত্র। ইতি ১৬ শ গুণকাম সকলের আশ্রয়ের সহিত সমানবিধিভাবাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদ।

অথ তৃতীয়েহধ্যায়ে সপ্তমঃ পাদঃ ॥

প্রকরণবিশেষাদসংযুক্তং প্রধানশ্চ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অঙ্গসংস্কারার্থ। “অসংযুক্তম্”—অসংযুক্ত অর্থাৎ যাহা অঙ্গ অথবা প্রধানের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত নহে তাহা, “প্রধানশ্চ”—প্রধানের জ্ঞাই হইবে, “প্রকরণবিশেষাৎ”—যে হেতু ইহাতে প্রকরণরূপ বিশেষত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে বর্হি ও বর্হির ধর্ম এবং বেদি ও বেদির ধর্ম সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন, বেদি অল্পপরিমাণে খনন করিতে হয়; বর্হির উপরে হবির্দ্রব্য রাখিতে হয় ইত্যাদি। ঐ বর্হিধর্ম এবং বেদিধর্মগুলি কি অঙ্গ এবং প্রধান উভয় প্রকার কর্মের জ্ঞাই উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা ঐগুলি কেবল মাত্র প্রধান কর্মের জ্ঞাই বিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। আগ্নেয়পুরোডাশ প্রভৃতি মুখ্য-হবির্দ্রব্য। আর প্রযাজাদির হবির্দ্রব্য অমুখ্য। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “অসংযুক্তং প্রধানশ্চ”—ইহা বখন বিশেষ নিয়মবশে অঙ্গ এবং প্রধানের সহিত সংযুক্ত নহে, তখন ইহা প্রধান কর্মের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হইবে। কারণ, “প্রকরণবিশেষাৎ”—ইহাতে প্রকরণরূপ বিশেষত্ব রহিয়াছে। অতএব প্রধান কর্মের প্রকরণে উপদিষ্ট বলিয়া ঐগুলি কেবল প্রধানের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বেষাং বা শেষত্বস্তাতৎপ্রযুক্তত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গসংস্কারার্থ। “সর্বেষাং”—সকলের অর্থাৎ অঙ্গপ্রধান সকলের সম্বন্ধযুক্ত হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “শেষত্বস্তাতৎপ্রযুক্তত্বাৎ”—যে হেতু শেষত্ব তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকরণপ্রযুক্ত নহে (কিন্তু অপূর্ব-প্রযুক্তই হইতেছে)। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নর্বেবাং বা”—ঐ যে বেদি, বহি এবং তাহাদের ধর্ম খনন, ছেদন প্রভৃতি ঐগুলি অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্মেরই উপকারক। কারণ, প্রকরণ অনুসারে জানা যায় যে, ঐগুলি প্রধানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু “বেত্যাং হবীষি আসাদয়তি” অর্থাৎ বেদির উপর হবিঃ প্রভৃতি রাখিবে ইত্যাদি বাক্য অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, ঐগুলি অঙ্গের সহিতও সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর বাক্য ও প্রকরণের মধ্যে বাক্য বলবৎ হওয়ার বাক্য অনুসারে ঐগুলি অঙ্গ এবং প্রধান সকলের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আরও এইগুলি অপূর্বপ্রযুক্ত বলিয়া, অর্থাৎ অপূর্বের জ্ঞাত ঐগুলির অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ঐগুলি অঙ্গাপূর্বেরও সাধক হওয়ার অঙ্গেরও উপকারক হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত শূদ্রে বলা হইয়াছে, “শেষবহুশ্চ অতৎপ্রযুক্তত্বাৎ”। আর ইহাদের দ্বারা উপকৃত না হইলে অঙ্গধর্ম প্রযাজাদি হবিঃ হইতে অপূর্ব বধাবধভাবে উৎপন্ন পারে না বলিয়া প্রধানাপূর্বেরই ক্ষতি হয়। এই কারণেও উহার অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

আরাদপীতি চেৎ ॥ ৩ ॥ (আঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “আরাং অপি”—নিকটস্থিত (পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের বহিঃ এবং বেদিও উপকারক হইবে), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রকরণ বাদ দিয়া বাক্য অনুসারে যদি উহার অঙ্গেরও উপকারক হয়, তাহা হইলে যে কোন লৌকিক বহিঃও ত উহাদের অঙ্গ হইতে পারে? ইহাতে যদি বলা হয় সমীপবর্তী বহিঃ হইবে, তাহা হইলে বলিব “আরাদপি”—সমীপেও পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের বহিঃ আছে; তাহাও ঐ প্রযাজাদি অঙ্গের উপকারক হউক। ইতি আশঙ্কা।

ন তদ্বাক্যং হি তদর্থত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “ন”—না অর্থাৎ তাহা হইবে না, “তদ্বাক্যং হি” যে হেতু সেই বহিঃ এবং বেদি প্রভৃতি বাক্য দর্শপূর্ণমাস বাক্যের সহিত

একবাক্যতাপন্ন, “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু ঐ বর্হিঃ তাহারই প্রয়োজন-সাধক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, বর্হিঃ এবং বেদি ও তদ্বিষয়ক ধর্ম্মনির্দেশক বাক্য যদি নিরপেক্ষ—অন্ত কোনও বাক্যের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইত, তাহা হইলে ঐ কথা বলা চলিত কিন্তু উহার। যখন অন্ত বাক্যের সহিত—দর্শপূর্ণমাসবিষয়ক মহাবাক্যের সহিত প্রকরণবলে সম্বন্ধ, তখন অন্ত বর্হিঃ প্রভৃতির সমীপে উপদিষ্ট হইলেও আকাঙ্ক্ষা না থাকায় উহাদের দ্বারা অঙ্গ হইবে না। কিন্তু উহারাই প্রকরণসহকৃত বাক্যের অভাবে প্রধান এবং প্রয়োজাদি অঙ্গের উপকারক হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (ঐগুলি অঙ্গ এবং প্রধান উভয়ের জন্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। বর্হিঃ প্রভৃতি গুলি যে অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই জন্ত উপকারকরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, “লিঙ্গদর্শনাচ্চ”। ঐ প্রকরণেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “স বৈ ঋবামেবাগ্রেহভিধারণতি ততো হি প্রথমাবাজ্যভাগো বন্ধান্” অর্থাৎ “ঋবাত্তেই অগ্রে অভিধারণ করিবে, কারণ, তাহা হইতেই প্রথম দুইটি আজ্যভাগ দিয়া বাগ করিতে হয়”। এই স্থলে অভিধারণকে প্রয়োজাদি অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই জন্ত বলা হইয়াছে। সেইরূপ বর্হিঃ প্রভৃতি গুলিও যে অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই উপকারক, উক্ত উপদেশই তাহার জ্ঞাপক কারণ, উক্ত অভিধারণ হইতে ইহাও স্মৃতিত হয়। ইতি ১ম বর্হিঃ প্রভৃতির অঙ্গ এবং প্রধান উভয়সম্বন্ধাধিকরণ।

ফলসংযোগাত্মু স্বামিসংযুক্তঃ প্রধানশ্চ ॥ ৬ ॥ (১মঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “স্বামিসংযুক্তঃ”—স্বামীর সহিত সংযুক্ত বপন পন্নোব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম, “প্রধানশ্চ”—প্রধান কর্ম্মেরই ধর্ম্ম হইবে, “ফলসংযোগাৎ”—যে হেতু ফলের সহিত তাহারই সম্বন্ধ রহিয়াছে, “তু”—পূর্বাধিকরণের অপবাদসূচক অথবা অধিকরণান্তরসূচক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে যে নিয়ম বলা হইল, তাহারই ব্যতিক্রম দেখাইবার জন্ত অল্প একটি অধিকরণ আরচিত করিতেছেন। জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্রবণ, পয়োব্রত (কেবলমাত্র দুগ্ধ খাইয়া থাকা) প্রভৃতি কতকগুলি কৰ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, বাহার দ্বারা যজ্ঞমানের (যাগকর্তার) সংস্কার হয়। ঐ জ্যোতিষ্টোমে গ্রহের দ্বারা (পাত্রবিশেষের দ্বারা) সোমহোম মুখ্য কৰ্ম, আর অগ্নীষোমীয় পশু প্রভৃতিগুলি অঙ্গ। ঐ যে কেশশ্রবণাদির কথা বলা হইল, ঐগুলি কি প্রধান এবং অঙ্গ সকলেরই ধর্ম কিংবা ঐগুলি প্রধানকর্মেরই ধর্ম ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, বর্ণনাদি কর্মগুলি যখন যজ্ঞমানেরই সংস্কার-সাধক, আর যজ্ঞমানই যখন প্রধান এবং অঙ্গ সকল কর্মেরই কর্তা, তখন ঐ বর্ণনাদি সংস্কারগুলি প্রধান এবং অঙ্গ সকলেরই উপকারক।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “স্বামিসংযুক্ত প্রধানশ্চ”—স্বামিসংযুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞমানের সংস্কারসাধক ঐ কর্মগুলি প্রধানকর্মেরই উপকারক। কারণ, “ফলসংযোগাৎ”—ফলের সহিতই উহার সম্বন্ধ আছে। অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞমানের আকার দুই প্রকার—ক্রিয়াকর্তৃত্ব এবং ফলভোক্তৃত্ব। তন্মধ্যে বর্ণনাদির দ্বারা ক্রিয়ানিপ্পত্তির কোনও উপকার দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহাদের অদৃষ্ট উপকার যজ্ঞমানের ফলভোক্তৃত্বাংশে স্বীকার করিতে হয়—যজ্ঞমান যদি বর্ণনাদি সংস্কৃত হইয়া কর্ম করে, তবেই কর্মের ফল হইবে—বাহাতে তাহার ফলভোক্তৃত্ব থাকিবে। আর ফল প্রধান কর্ম হইতেই হইয়া থাকে। এই কারণে যজ্ঞমানগত বর্ণনাদি সংস্কারের দ্বারা প্রধান কর্মের মধ্যেই অভিশয় বা সামর্থ্য-বিশেষ জন্মে বাহা তাহার ফলজননের উপকারী হয়। এই কারণে উহাকে প্রধান কর্মেরই উপকারক বলা উচিত। ইতি ২য় যজ্ঞমানসংস্কার সকলের প্রধান-মাত্রার্থতা অধিকরণ।

চিকীর্ষয়া চ সংযোগাৎ ॥ ৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “চিকীর্ষয়া সংযোগাৎ চ”—চিকীর্ষার সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া (সৌমিকী বেদি প্রধানের জন্ত।) এ স্থলে পূর্বসূত্রের “প্রধানশ্চ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তি হইবে।)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌমিকী বেদি অর্থাৎ সোমযাগের যে বেদি, তাহা কি কেবল প্রধানের জন্ত অথবা অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই জন্ত ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উহা উভয়েরই জন্ত।

৬০৬

মীমাংসা-দর্শন

[৩য় অঃ

কারণ, “চিকীর্ষয়া সংযোগাৎ”—শ্রুতিমধ্যে উহাকে চিকীর্ষিত বিষয়ের জ্ঞতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর প্রধান কর্মই চিকীর্ষিত হয়। অতএব চিকীর্ষার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া সৌমিকী বেদি প্রধানার্থ। ইতি পূর্বপক্ষ।

তথাভিধানেন ॥ ৮ ॥ পূঃ]

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্তেরই তায়, “অভিধানেন”—অভিধান অর্থাৎ নামের সহিত প্রধানবাচক শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া (চতুর্হোত্রাদিমন্ত্রও প্রধান)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণ সমাপ্ত না করিয়াই পূর্বাধিকরণের পূর্বপক্ষ অনুসারেই সেই দৃষ্টান্তেই অপর একটি অধিকরণের পূর্বপক্ষ করিবার জ্ঞতা বলিতেছেন, “তথা অভিধানেন”। এস্থলে পূর্বসূত্রের “সংযোগাৎ” এই অংশটিব অনুবন্ধ হইবে। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীমভিমৃশেৎ পঞ্চহোত্রা অমাবান্ত্যাম্” পৌর্ণমাসীতে চতুর্হোত্র প্রভৃতি মন্ত্রে এবং অমাবস্তায় পঞ্চহোত্র প্রভৃতি মন্ত্রে অভিমর্শন করিতে হইবে।” এই যে চতুর্হোত্রাদিমন্ত্রে অভিমর্শন, ইহা কি কেবলমাত্র প্রধানেরই উপকারক অথবা প্রধান এবং অঙ্গ সকলেরই উপকারক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তথা অভিধানেন”—অভিধান অর্থাৎ প্রধানবাচী শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহাও প্রধানেরই উপকারক হইবে। কারণ, “চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীম্” ইত্যাদি বাক্যে পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তা শব্দের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তাই প্রধান হইতেছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

তদ্ব্যুক্তে তু ফলশ্রুতিস্তস্মাৎ সর্বচিকীর্ষা স্মৃতা ॥৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তদ্ব্যুক্তে”—অঙ্গব্যুক্ত প্রধান, “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “ফলশ্রুতিঃ”—ফলের উল্লেখ, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “সর্বচিকীর্ষা স্মৃতা”—(অঙ্গ এবং প্রধান) সকলের সম্বন্ধেই চিকীর্ষা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন “তদ্ব্যুক্তে তু ফলশ্রুতিঃ” ইত্যাদি। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন শ্রুতিমধ্যে চিকীর্ষার উল্লেখ

আছে বলিয়া সৌমিকী বেদি কেবলমাত্র প্রধানের জন্ত, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, “সর্বচিকীর্ষা শ্রাৎ”—অঙ্গ এবং প্রধান সমস্ত কর্ণই চিকীর্ষার বিষয়—চিকীর্ষিত হইয়া থাকে । যে হেতু, “তদ্যুক্তে ফলশ্রুতিঃ”—শ্রুতি হইতে জ্ঞান বায় যে, অঙ্গযুক্ত প্রধান হইতেই ফল জন্মে, কিন্তু অঙ্গ বাদ দিয়া কেবলমাত্র প্রধানের অল্পষ্ঠান করিলে শ্রুতযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না । অতএব কেবলমাত্র প্রধানই যখন চিকীর্ষিত নহে—কিন্তু অঙ্গ এবং প্রধান উভয়ই যখন চিকীর্ষার বিষয়, যে হেতু সাজ প্রধান হইতেই ফল জন্মে, তখন সৌমিকী বেদি কেবলমাত্র প্রধানার্থ নহে, কিন্তু অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই জন্ত । ইতি ৩য় সৌমিকবেদির অঙ্গ প্রধানার্থতা অধিকরণ ।

গুণাভিধানাৎ সর্বার্থমভিধানম্ ॥১০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ । “গুণাভিধানাৎ”—গুণের অর্থাৎ অঙ্গীভূত কালের অভিধান অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়া, “অভিধানম্”—উক্ত অভিমর্শন, “সর্বার্থম্”—অঙ্গ এবং প্রধান সকলেরই জন্ত ।

ভাষ্যভাবার্থ । চতুর্হোত্রাদি মন্ত্রে যে অভিমর্শন করা হয়, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি প্রধানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহা প্রধানার্থ এই প্রকার যে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন. “সর্বার্থমভিধানম্”—চতুর্হোত্রাদিমন্ত্রে ঐ যে অভিমর্শন উহা কেবলমাত্র প্রধানের জন্ত নহে, কিন্তু সর্বার্থ—অঙ্গ এবং প্রধান সকলেরই ধর্ম । কারণ, “গুণাভিধানাৎ”—পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তা এই দুইটি শব্দ এখানে কর্ণবাচক নহে কিন্তু কালবোধক । আর এ স্থলে সপ্তমীর অর্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ইতি ৪র্থ অভিমর্শনাদির অঙ্গপ্রধান সাধারণহবিমাত্রার্থাধিকরণ ।

দীক্ষাদক্ষিণং তু বচনাৎ প্রধানম্ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ । “দীক্ষাদক্ষিণম্”—দীক্ষা এবং দক্ষিণ, “তু”—পূর্বাধিকরণের সন্ধকবিচ্ছেদসূচক (অধিকরণান্তরসূচক), “বচনাৎ”—বচন অনুসারে, “প্রধানম্”—প্রধান কর্ণেরই উপকারক ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “তিন্ত্রো দীক্ষাঃ”, “তন্ত্র দ্বাদশশতং দক্ষিণা” ইত্যাদি বচনে, দীক্ষা এবং দক্ষিণা উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা কি অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই জ্ঞাত্ব অর্থাৎ উভয়েরই উপকারক অথবা কেবলমাত্র প্রধানেরই জ্ঞাত্ব, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে দীক্ষা এবং দক্ষিণা অঙ্গ ও প্রধান উভয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, কারণ, “সোমশ্চ দীক্ষা”, “সোমশ্চ দক্ষিণা” এই বাক্যে সোমের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বুঝা যায়, আর সেই সোম অঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। স্মৃতরাং তাহাও অঙ্গের সহিত পরম্পরায় সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া অঙ্গ ও প্রধান উভয়ের জ্ঞাত্বই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “দীক্ষাদক্ষিণং তু বচনাৎ প্রধানশ্চ”—“দীক্ষা সোমশ্চ”, “দক্ষিণা সোমশ্চ” এই প্রকার বচন আছে বলিয়া উহা প্রধান যে সোম। তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদি বলা হয় সোম দ্বারা অঙ্গের সহিতও সম্বন্ধ হইবে, তাহা হইলে বলিব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব হইলে পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করা অগ্ৰাহ্য বলিয়া অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ হইবে না কিন্তু প্রধানের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

নিবৃত্তিদর্শনাচ্চ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। “নিবৃত্তিদর্শনাং চ”—নিবৃত্তি অর্থাৎ দীক্ষানিবৃত্তি দৃষ্ট হয় বলিয়াও (উহা অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। দীক্ষা ও দক্ষিণা যে অঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “নিবৃত্তিদর্শনাং চ”। অগ্নীষোমীয়ের বিকৃতি যে নিরূঢ়পশুবন্ধ তাহাতে “ষড়্‌ঢোতারং মনসা অনুশ্রুত্যা জুহোতি সৈবান্ত দীক্ষা” এই ঋতিবাক্যে হোমকেই দীক্ষা বলা হইয়াছে। স্মৃতরাং ইহাতে যে প্রকৃত দীক্ষার অভাব বোধিত হইতেছে, তাহা সঙ্গত হইত না, যদি দীক্ষা সোমযাগের অঙ্গেরও অঙ্গ হইত। কারণ, অগ্নীষোমীয় পশু সোমযাগের অঙ্গ। আর তাহা নিরূঢ়পশুর প্রকৃতি। স্মৃতরাং দীক্ষা যদি প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় পশুযাগের অঙ্গে হয়, তাহা হইলে তাহার বিকৃতি যে নিরূঢ়পশুবন্ধযাগ তাহাতেও দীক্ষা অতিদেশবশে প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গ হইত। অথচ “ষড়্‌ঢোতারম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, নিরূঢ় পশুতে দীক্ষার নিবৃত্তি (অভাব) রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাতে দীক্ষা নাই। তবে সোমযাগের সাদৃশ্য অনুসারে দীক্ষার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে; তাহা রূপক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র। ইতি ৫ম দীক্ষা দক্ষিণার প্রধানমাত্রার্থতা অধিকরণ।

তথা যুপস্ত বেদিঃ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ অর্থাৎ দীক্ষা ও দক্ষিণা যেমন বচনানুসারে প্রধানের অঙ্গ সেইরূপ, “যুপস্ত বেদিঃ”—যুপের যে বেদি অর্থাৎ যুপাবটের (অর্দ্ধ অন্তর্বেদি তাহাও যুপের অঙ্গ)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমের অগ্নীষোমীয় পণ্ডর যুপের প্রকরণে ক্রতি বলিতেছেন, “অর্দ্ধ অন্তর্বেদি মিনোত্যর্দ্ধ বহির্বেদি” অর্থাৎ “বেদির মধ্যে বাহাতে পড়ে, সেইভাবে অর্দ্ধেকটা মাগিবে আর বাহিরে অর্দ্ধেকটা মাগিবে। এস্থলে এই যে “অর্দ্ধ অন্তর্বেদি মিনোতি” এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহাতে কি বেদির অংশ-বিশেষই যুপের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা ইহার দ্বারা বেদি ও বেদির বাহিরের মাঝামাঝি স্থানবিশেষ লক্ষিত হইয়া যুপের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তথা যুপস্ত বেদিঃ”—দীক্ষা এবং দক্ষিণা যেমন শাস্ত্রবচন আছে বলিয়া প্রধানের অঙ্গ, সেইরূপ বেদিও যুপের অঙ্গ হইবে, যে হেতু ইহা শাস্ত্রবচনের দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। কারণ, ইহাতে শব্দের মুখ্যার্থ ই থাকে, কিন্তু অল্প পক্ষ স্বীকার করিলে লক্ষণার অশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

দেশমাত্রং বাশিষ্যৈকবাক্যত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ—“দেশমাত্রং”—কেবলমাত্র দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষই (এস্থলে লক্ষিত হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক “অশিষ্যৈকবাক্যত্বাৎ”—যে হেতু অশিষ্য অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর মতে যে অশাসিতব্য অর্থাৎ অবিধের অংশ তাহার সহিত একবাক্যতা রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “দেশমাত্রং বা”—এ স্থলে “অর্দ্ধমন্তর্বেদি মিনোত্যর্দ্ধ বহির্বেদি” এই ক্রতিতে অন্তর্বেদি এবং বহির্বেদির মাঝামাঝি সন্ধিস্থলরূপ স্থানবিশেষই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু যুপের অঙ্গরূপে বেদির অংশবিশেষ বিহিত হয় নাই। কারণ, “অশিষ্যৈকবাক্যত্বাৎ”—পূর্বপক্ষবাদীর মতে “অর্দ্ধ বহির্বেদি” এই অংশটি অশিষ্য অর্থাৎ

অশাসিতব্য—অবিধেয় হওয়ায় উহা অনর্থক হইয়া যায়। অথচ ঋতিবাক্যকে অনর্থক বলা যায় না, যে হেতু ঐ অশিষ্য অংশের সহিত “অর্দ্ধমন্ত্ৰবেদি মিনোতি” এই পূর্বাংশটির একবাক্যতাই-রহিয়াছে। আর ঐ একবাক্যতা রক্ষা করিতে হইলে সন্ধিস্থলরূপ দেশবিশেষের বিধি স্বীকার না করিলে উপায় নাই। কারণ, তাহা না হইলে অন্তর্বেদিস্থ এবং বহির্বেদিস্থ উভয়েরই বিধি স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী বাক্যে “মিনোতি” এই ক্রিয়াটির অনর্থক অনুব্রজও করিতে হয়। অতএব এস্থলে যুগমানের অঙ্গরূপে দেশবিশেষেরই বিধি স্বীকার করিতে হয়। ইতি ৬ষ্ঠ অন্তর্বেদিবহির্বেদিপদলক্ষিত দেশবিশেষের যুগমানাক্তা অধিকরণ।

সামিধেনীস্তুদম্বাহুরিতি হবির্ধানয়োর্বচনাৎ সামিধেনী নাম্

॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্গরূপার্থ। “সামিধেনীস্তুদম্বাহুরিতি বচনাৎ”—‘সামিধেনী-স্তুদম্বাহুঃ’ এইরূপ বচন থাকায়, “হবির্ধানয়োঃ”—হবির্ধাননামক শব্দট দুইটির মধ্যে বাহাতে সোমাভিব্যব করা হয় তাহা, “সামিধেনীনাম্”—সামিধেনীর অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “উত যৎ স্তুষন্তি সামিধেনীস্তুদম্বাহুঃ” অর্থাৎ “যেখানে সোমের অভিব্যব (বসনিকাসন) করিতে হয়, সেইখানে সামিধেনী পাঠ করিবে”। অগ্নি সমিধান (সন্দীপন) করিবার জন্য যে সমস্ত ঋকমন্ত্র পাঠিত হয়, সেইগুলিকে সামিধেনী বলা হয়। সোমবাগের একটি মণ্ডপের নাম হবির্ধানমণ্ডপ। আবার যে দুইটি শব্দে সোম আনিয়া রাখা হয়, তাহারও নাম হবির্ধান। হবির্ধাননামক মণ্ডপের মধ্যে ঐ হবির্ধান নামক শব্দট দুইটি দক্ষিণোত্তরভাবে রাখা হয়। উহার মধ্যে যে দক্ষিণ শব্দট—ডান দিক্কার গাড়ীখানি, তাহারই সমীপে সোমাভিব্যব করা হইয়া থাকে। তাহাকেই পূর্বোদাহৃত ঋতিবাক্যে “যং” এবং “তং” এই দুইটি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং “উত যৎ স্তুষন্তি” ইত্যাদি বাক্যের যে দক্ষিণ শব্দটের হবির্ধানের সামীপ্যরূপ স্থান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কি ঐ হবির্ধান শব্দটকে সামিধেনীর অঙ্গ বলা হইয়াছে অথবা ঐ হবির্ধান শব্দটের দ্বারা উপলক্ষিত দেশ অর্থাৎ

স্থানবিশেষকেই সামিধেনীর অঙ্গ বলা হইয়াছে ইহাই সন্শয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “বচনাৎ হবিধাঁনয়োঃ সামিধেনী নাম্”—হবিধান শব্দটম্বয়ের মধ্যে ঐ দক্ষিণশব্দটাই সামিধেনীর অঙ্গ হইবে, কারণ, ঐতিমধ্যে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এ স্থানে পূর্বাধিকরণের দ্বারা দেশবিশেষ লক্ষিত হইবে না; কারণ, পূর্বাধিকরণে বাক্যভেদ হয় বলিয়া অন্তর্বেদি ও বহির্বেদির সন্ধিরূপ স্থানবিশেষেরই লক্ষণা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখানে যখন সেরূপ বাক্যভেদদোষের প্রসঙ্গ নাই, তখন লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত। ইতি পূর্বপক্ষ।

দেশমাত্রং বা প্রত্যক্ষং হ্যর্থকম্ সোমশ্চ ॥ ১৬ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “দেশমাত্রং”—কেবলমাত্র দেশ অর্থাৎ হবিধানো-
পলক্ষিত স্থানবিশেষই (এস্থলে নিয়মিত হইয়াছে), “বা”—পূর্বপক্ষ
নিরাসার্থক, “হি”—যে হেতু, “সোমশ্চ অর্থকম্”—সোমের অর্থকর্ম অর্থাৎ
অকারক, “প্রত্যক্ষং”—প্রত্যক্ষ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, হবিধান সামিধেনীর
অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, তদ্বত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “দেশমাত্রং বা”—এ স্থলে
হবিধানসমীপস্থ দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষ লক্ষিত করিবার বিষয়ই “উত যৎ সুবন্তি
সামিধেনীন্দ্রদ্বাহুঃ” এই ঐতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, “প্রত্যক্ষং হি সোমশ্চ
অর্থকম্”—হবিধানশব্দটির দ্বারা সোমের যে অর্থকর্ম অর্থাৎ হবিধানরূপ প্রয়োজন
সাধিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। অভিপ্রায় এই যে, হবিধান এবং সামিধেনীর মধ্যে
পরস্পরের আকাজক্ষা না থাকায় অঙ্গাঙ্গিতা হইতে পারে না। আর উহাদের যে
পরস্পরের আকাজক্ষা নাই, তাহার কারণ সোমরূপ হবিঃ ধারণ করিয়া হবিধান-
শব্দটির প্রয়োজন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে। আবার প্রকৃতিপ্রাপ্ত অগ্নিসমিদ্ধন
(অগ্নিসন্দীপন) সমাপন করিয়া সামিধেনীও প্রয়োজনশূন্য হইয়া যায়। এই
কারণে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষাযুক্ত নহে বলিয়া ইহাদের
অঙ্গাঙ্গিতা নাই। সুতরাং এখানে সামিধেনীর উদ্দেশ্যে হবিধান অথবা হবিধানের
উদ্দেশ্যে সামিধেনী বিহিত হইতে পারে না। যদি বলা হয়—তবে এ ঐতিবাক্যের
সার্থকতা কি? তাহা হইলে বলিব, সামিধেনীর স্থান নিয়মিত করাই উহার
সার্থক্য। কারণ, সোমযোগে ইষ্টিবাগ এবং পশুবাগও থাকে। আর সমস্ত ইষ্টি-
বাগের প্রকৃতি হইতেছে দর্শপূর্ণমাস—তাহারই ইতিকর্তব্যতাসকল অগ্ন্যগ্ন ইষ্টিবাগে

অতিদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দর্শপূর্ণমাসে যখন অগ্নিসম্বন্ধন করা হয়, তখন আহবনীয় অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সামিধেনী পাঠ করিতে হয়। সুতরাং তদনুসারে জ্যোতিষ্ঠোমেও হবির্ধানমণ্ডপ, আহবনীয়স্থান যে উত্তরবেদী, তাহার পশ্চিমস্থ বলিয়া সেই স্থানটি যে সামিধেনী পাঠের দেশ, তাহা অতিদেশ-বিধিবলে প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্বার আর বিধিবলে বিহিত হইতে পারে না, যে হেতু, প্রাপ্ত স্থলে বিধি নিরর্থক। কিন্তু আহবনীয় অগ্নির স্থানের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সেই হবির্ধানমণ্ডপে হবির্ধানশকট দুইখানি উত্তর দক্ষিণ করিয়া পাশাপাশি ভাবে অবস্থাপিত হয় বলিয়া অতিদেশবলে উত্তরহবির্ধানশকট এবং দক্ষিণহবির্ধানশকট উভয়েরই সন্নিহিত স্থান সামিধেনী পাঠের দেশ হয়—কেন না, দুইটিই আহবনীয় স্থানের পশ্চিমস্থ হইতেছে। এমত অবস্থায় উভয় স্থানেই সামিধেনী পাঠের দেশ হওয়ায় বিকল্প হইয়া পড়ে। আর তাহাতে যখন উত্তরহবির্ধানশকটের সমীপবর্তী স্থানটির প্রাপ্তি হয়, তৎকালে দক্ষিণহবির্ধানশকটসন্নিহিত স্থানটি অপ্রাপ্তই হইয়া পড়ে। এই কারণে “উত যং স্তুয়ন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিয়মবিধির দ্বারা ইহা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যেখানে সোমাভিষব করা হয়, সেই দক্ষিণ-হবির্ধান শকটের সন্নিহিত স্থানেই সামিধেনী পাঠ করিতে হইবে। এইরূপে এ স্থলে দেশবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে। যদি বলা হয়, দেশবিশেষে লক্ষণা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? শুধু—যে হবির্ধানে সোমাভিষব হইবে, তাহাতেই সামিধেনী পাঠ করিতে হইবে, এই প্রকারে সামিধেনীর সহিত হবির্ধানের সম্বন্ধ বিধান করিলেই ত চলে? তাহা হইলে বলিব, ইহাতে বিধিগৌরব বা বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, এ পক্ষে সামিধেনীর সহিত হবির্ধানের সম্বন্ধ এবং দক্ষিণের সম্বন্ধ—হবির্ধানের সম্বন্ধ এবং দক্ষিণ হবির্ধানের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা বাক্যভেদ বিনা সম্ভব হয় না। আর হবির্ধানসম্বন্ধকে অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিলে হবির্ধানদ্ব-বিশিষ্ট দক্ষিণস্থ বিহিত হওয়ায় বিশিষ্টবিধিরূপ বিধিগৌরবই হইয়া থাকে। এই সমস্ত দোষ পরিহার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, এ স্থলে দেশবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে।

সমাখ্যানং চ তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “তদ্বৎ”—সেইরূপ, “সমাখ্যানং চ”—সমাখ্যাও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, “সমাখ্যানং চ তদ্বৎ”। ‘হবির্ধান’ এ স্থলে যে সমাখ্যা অর্থাৎ সোমরূপ হবিঃ ধারণ

করে বলিয়া হবির্ধান এই প্রকার প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, হবির্ধান হবির্ধারণেরই জন্ত—অন্ত প্রয়োজনের জন্ত নহে। এ কারণেও তাহা সামিধেনীর অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব উহাকে উপলক্ষ্যই বলিতে হয়। ইতি ৭ম দক্ষিণ হবির্ধান দেশের অনুবচনার্থতা অধিকরণ।

শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ তস্মাৎ স্বয়ং প্রয়োগে

শ্রাৎ ॥ ১৮ ॥ (পৃঃ)

অক্ষত্রার্থ। “শাস্ত্রফলং”—শাস্ত্রোক্ত ফল, “প্রয়োক্তরি”—প্রয়োক্তার অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা পুরুষেই হইয়া থাকে, “তল্লক্ষণত্বাৎ”—যে হেতু প্রয়োক্তার তল্লক্ষণত্ব অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব আছে, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “প্রয়োগে”—অনুষ্ঠান বিষয়ে, “স্বয়ং শ্রাৎ”—স্বয়ং হইবে অর্থাৎ সমস্ত কৰ্ম্ম স্বয়ংই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে উদাহরণরাশির দ্বারা ঋতিলিঙ্গাদির বলাবল বিচার করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রকরণ এবং স্থানেরও কোথার প্রাবল্য এবং কোথার দৌর্বল্য তাহা বিচার করিয়া দেখান হইল। অবশিষ্ট যে সমাখ্যা তাহার বলাবল দেখান হয় নাই। সেই সমাখ্যার বলাবল বিচার করিবার পূর্বে কৰ্ম্মের কর্ত্তা এক কি অনেক, তাহা বিচার করা আবশ্যক। যেহেতু, তাহারই উপর হোত্র, আধ্বর্য্যব প্রভৃতি সমাখ্যা নির্ভর করে। এই কারণে একমাত্র বজ্রমানই কি বাগের কর্ত্তা, অথবা তদতিরিক্ত অত্র ব্যক্তিও কর্ত্তা হইতে পারে তাহারই বিচার এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং “জ্যোতিষ্টোমেন যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি ফলবাক্য সকলই এই অধিকরণের বিষয়।

আর শাস্ত্রোক্ত সেই সেই ফলের জন্ত “জ্যোতিষ্টোমাদি যে সমস্ত কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেইগুলি কি কেবলমাত্র বজ্রমানের দ্বারাই সমগ্রভাবে অনুষ্ঠেয়—তাহাতে অত্র কাহারও সাহায্য চলিবে না, কিংবা কেবলমাত্র প্রধানাংশটিই বজ্রমানের কর্ত্তব্য আর অবশিষ্টাংশটি বজ্রমানও করিতে পারে, অত্র লোকও করিতে পারে, অথবা তাহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রধান কৰ্ম্মটিই বজ্রমানের কর্ত্তব্য আর অপরাপর কৰ্ম্মগুলি অগ্নেরই কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “প্রয়োগে স্বয়ং শ্রাৎ”—বজ্রমানকে স্বয়ংই সমস্ত

কর্ম করিতে হইবে, অন্য কাহারও দ্বারা কোন অঙ্গাদি কর্মও অনুষ্ঠিত হইলে চলিবে না। কারণ, “শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি তল্লক্ষণদ্বাং”—যে কর্মের শাস্ত্রোক্ত যে ফল, তাহা তৎকর্মকারীই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যে হেতু, যে কর্ম করে, সেই যদি সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে পারে, তবেই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামান্যাদিকরণ্য হয় ; অত্যা একে কর্ম করিবে আর অপরে ফলভোগ করিবে, এরূপ হইলে কর্মে কাহারও প্রযুক্তিই হয় না—যে হেতু, ফলবিষয়ী ইচ্ছাই কর্মে প্রযুক্তি উৎপাদন করে। আরও “যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে যে আত্মনেপদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, যে অংশ নিজে না করিবে তাহার উপকার বা ফল পাইবে না। অতএব সমগ্র কর্মটিই ফলভোক্তার কর্তব্য। তবে স্বয়ং অসমর্থ হইলে অন্য লোক নিযুক্ত করিতে পারে। এই কারণেই দক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা ঋত্বিক পরিক্রয়ের বিধি। দক্ষিণা ঋত্বিকগণের আনতিকরী। ইতি প্রথম পূর্বপক্ষ।

উৎসর্গে তু প্রধানত্বাচ্ছেষকারী প্রধানস্ত তস্মাদন্তঃ স্বয়ং

বা স্মাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষম্ভার্থ। “উৎসর্গে প্রধানত্বাৎ”—উৎসর্গে অর্থাৎ পরিক্রমে অর্থাৎ ঋত্বিকগণের জন্ত যে দক্ষিণা ত্যাগ করা হয়, তাহাতে প্রধানত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ তাহাই প্রধান বলিয়া, “তু”—পক্ষান্তরসূচক, “প্রধানস্ত”—সেই প্রধানের সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ যজমান কর্তৃক সেই প্রধান কর্মটি অনুষ্ঠিত হইলে, “তস্মাৎ অন্তঃ”—সেই যজমান ছাড়া অন্য লোক, “স্বয়ং বা”—কিংবা যজমান স্বয়ংই, “শেষকারী স্মাৎ”—শেষকারী হইলে চলিবে অর্থাৎ উৎসর্গাতিরিক্ত অবশিষ্ট কর্ম যজমান বা ঋত্বিক যে কেহ করিলেই চলিবে। (দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পূর্বপক্ষীর মতে সমস্ত কর্মই যজমানকে স্বয়ং করিতে হইবে। ইহার উত্তরে অন্য এক বাদী বলিতেছেন, সমস্ত কর্মই যে যজমানকে স্বয়ং করিতে হইবে, তাহা নহে ; কিন্তু যজমান কেবলমাত্র পরিক্রম অর্থাৎ উৎসর্গ অর্থাৎ দ্রব্যত্যাগ এবং ঋত্বিকগণকে দক্ষিণা দান করিলেই চলিবে। কারণ, “উৎসর্গে প্রধানত্বাৎ”—ঐ দ্রব্যত্যাগ এবং দক্ষিণাত্যাগই প্রধান,

যে হেতু ঐ দক্ষিণারূপ নিজস্বের দ্বারা ঋদ্ধিকগ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ত্বের ফল যজ্ঞমান কর্তৃক ক্রীত হয়; এই কারণেই উহাকে পরিক্রয় বলা হয়। আর অবশিষ্ট যে সমস্ত ক্রতুনিষ্পাদক কর্ত্ব, সেগুলির সম্বন্ধে “শেষকারী অন্তঃ স্বয়ং বা শ্রাৎ”—যজ্ঞমান স্বয়ংই হউক অথবা অন্ত কোন লোকই হউক, যে কেহ সম্পাদন করিলেই চলিবে—তাহাতে কোন বাধাধরা নিষম করা চলে না। যদি বলা হয়, ইহাতে “স্বরিতক্রিতঃ কত্র ভিপ্রায়ে ক্রিয়াকলে” এই পাণিনীয় ব্যাকরণস্মৃতির বিরোধ হয়। তাহা হইলে বলিব, এস্থলে সূত্রে “কত্র-ভিপ্রায়ে” এইরূপ উক্ত থাকায় ক্রিয়াকল কর্তার অভিপ্রেত হইলেই আত্মনেপদ হইবে। আর ঋদ্ধিকগ্ণ কর্তা হইলেও, যাগ করিলেও, যজ্ঞমান ফলভোগ করুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত বলিয়া আত্মনেপদের প্রয়োগের কোনও বিরোধই হয় নাই। এই জন্ত অতত্র্য তত্ত্ববাস্তবিকমধ্যে শ্রীমৎকুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন, “নাহ্মনেপদেন কলার্থিকর্তৃৎ চোক্তে। কিং তর্হি। ভাবনাক্ষিপ্তকর্তৃৎ স্বতঃ ফলসম্বন্ধিত্বম্। অতশ্চ ফলেন কর্তৃ রগত্ৰ ন গন্তব্যম্” অর্থাৎ “আত্মনে পদের দ্বারা ইহা বোধিত হয় না যে, যে কর্তা হইবে তাহাকেই কলার্থী—ফলসম্বন্ধযুক্ত হইতে হইবে। তবে উহার অর্থ কি? ভাবনার দ্বারা যে কর্তা আক্ষেপাত্মসারে লব্ধ হন, তাঁহারই স্বতঃ ফলসম্বন্ধিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়। এই কারণে ফল কর্তা অর্থাৎ কর্তা বলিয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্ত কোথাও যাইবে না।”

অন্তো বা শ্রাৎ পরিক্রয়ান্নানাদ্ বিপ্রতিষেধাৎ প্রত্যগাত্মনি ॥

২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অন্তঃ শ্রাৎ”—অন্ত লোকই শেষকারী হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “পরিক্রয়ান্নানাদ্”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে পরিক্রয় করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, “প্রত্যগাত্মনি বিপ্রতিষেধাৎ”—তাহা স্বয়ংকৃতত্বপক্ষে বিরুদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত দুই প্রকার পূর্বপক্ষেরই উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অন্তো বা শ্রাৎ”—দ্রব্যভাগ এবং দক্ষিণাত্যাগরূপ প্রধান কর্ত্ব ছাড়া অপরাপর যে সমস্ত কর্ত্ব আছে, তাহা যজ্ঞমানাতিরিক্ত অন্ত ব্যক্তি কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু যজ্ঞমান স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। কারণ,

“পরিক্রিয়ামান্যং”—শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ণে পরিক্রয় উপদিষ্ট হইয়াছে—
দক্ষিণা দিয়া যজমানকে ঋত্বিকগণের নিকট হইতে সেই কৰ্ম্মটি ক্রয় করিবার
কথা বলা হইয়াছে। আর বিকল্পপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ শেষকর্ম্ম
যজমান স্বয়ংও অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং অগ্নি কেহ বা কাহারো সম্পাদন
করিতে পারে, এই পক্ষ স্বীকার করিলে যখন যজমান স্বয়ং সমস্ত কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করে, তখন তাহার পক্ষে শ্রুতিবিহিত পরিক্রয় কৰ্ম্মটি বিরুদ্ধ হয়;
কারণ, নিজেকে নিজের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারে না। অথচ তৎকালে ঐ
পরিক্রয় কৰ্ম্মটিকে যে বাদ দেওয়া হইবে, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, উহা
নিত্যবৎ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইজন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে, “বিপ্রতিষেধাৎ
প্রত্যগাত্মনি”। এস্থলে ‘স্বয়ং’ এই অর্থে প্রত্যগাত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আর এপক্ষেও যে “স্বরিতক্রিতঃ কত্র ভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে” এই পাণিনি স্মৃতির
বিরোধ হয় তাহা নহে, কারণ, এ পক্ষেও দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীয় মতানুসারেই আত্মনে-
পদপ্রয়োগের সার্থক্য স্বীকৃত হয়। আর ইহাতে কর্ত্তা ও ভোক্তার বৈয়ধিকরণ্য
দোষ হয়, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হইবে না; কারণ, যজমান এস্থলে প্রয়োজক, আর
ঋত্বিকগণ প্রয়োজ্য। সুতরাং প্রয়োজ্য কৰ্ম্মকর (বেতনভুক্) লোকের দ্বারা কৰ্ম্ম
সম্পাদিত হইলেও যেমন তাহা স্বয়ংই সম্পাদিত—স্বসমবেতই হয়, এস্থলেও সেইরূপ
বুঝিতে হইবে। এই কারণে “তৎপ্রয়োজকশ্চ” এই পাণিনীর সূত্রে প্রয়োজকেরও
কর্ত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত হইলেও পরিক্রয় উপদিষ্ট
হওয়ার ফলতঃ তাহা ফলভোক্তা যজমানেরই কৰ্ম্ম এবং তৎকর্ত্ত্বকই অনুষ্ঠিত
হইয়া থাকে বলিয়া কৰ্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তার ব্যধিকরণতা হইতেছে না, কিন্তু
সামানাধিকরণ্যই থাকিতেছে। ইতি চ যজমানভিন্নকত্রস্তরপ্রতিপাদনাধিকরণ।

তত্রার্থাৎ কর্ত্ত্বপরিমাণঃ স্মাদনিয়মোহবিশেষাৎ ॥২১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—সে বিষয়ে অর্থাৎ ঋত্বিকগণের সম্বন্ধে,
“কর্ত্ত্বপরিমাণঃ”—কর্ত্তার পরিমাণ অর্থাৎ সংখ্যা, “অর্থাৎ স্মাৎ”—অর্থ
অনুসারে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে হইবে, “অনিয়মঃ”—এ বিষয়ে কোনও
নিয়ম অর্থাৎ বাধাবাধি নাই, “অবিশেষাৎ”—যে হেতু তাদৃশ বিশেষের
কোনও কারণ নাই অর্থাৎ এতগুলিই হইবে এইরূপ নিয়মপক্ষে কোনও
যুক্তি নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে ত্যাগমাত্র যজ্ঞমানের কর্তব্য, আর অপরাপর কর্মগুলি ঋত্বিকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। যে হেতু, ঋত্বিকপরিক্রম শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইলে, কতগুলি ঋত্বিকের দ্বারা কর্ম পরিসমাপ্ত হইবে—কতগুলি ঋত্বিক পরিক্রম করিতে হইবে এইরূপ সংশয় হয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তত্র অনিয়মঃ, অর্থাৎ কর্তৃপরিমাণঃ স্যাৎ”—ঋত্বিক বিষয়ে কোনও সংখ্যানিয়ম অর্থাৎ এত জন হইবে, এইরূপ বাধাবিধি নিয়ম চলিতে পারে না। কারণ, ঋত্বিকের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা হইলেই হইল; আর ঋত্বিক কর্ম অনুসারে এক বা একাধিক হইতে পারে। এই জন্য “অর্থাৎ কর্তৃপরিমাণম্”—প্রয়োজন অনুসারে ঋত্বিকের পরিমাণ অর্থাৎ সংখ্যা—যেখানে বেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ হইবে। আর ঋত্বিক এক বা একাধিক বেরূপই সংখ্যা হউক না কেন, সর্বত্রই পরিক্রমবিধি চরিতার্থ হইয়া থাকে, কারণ, কর্মবিশেষে এক জনকে পরিক্রম করিলেও পরিক্রম করিতে হয়, আবার কর্মবিশেষে একাধিক ঋত্বিকে পরিক্রম করিলেও পরিক্রমবিধি সার্থক হয়। অতএব “তত্র অনিয়মঃ”—ঋত্বিকগণের সংখ্যা বিষয়ে কোনও নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, “অবিশেষাৎ”—তাদৃশপক্ষে কোনও বিশেষ যুক্তি নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা শ্রুতিভেদাৎ প্রতিনামধেয়ং স্যঃ ॥২২॥ (সিঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “শ্রুতিভেদাৎ”—শ্রুতিভেদ অর্থাৎ নামভেদ আছে বলিয়া, “প্রতিনামধেয়ং স্যঃ”—প্রতিনামধেয় হইবে অর্থাৎ যতগুলি নাম আছে, তত জন ঋত্বিক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋত্বিকের সংখ্যার কোনও নিয়ম নাই এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অপি বা প্রতিনামধেয়ং স্যঃ”—যতগুলি বিশেষ বিশেষ কর্ম আছে, সেই কর্ম অনুসারে ঋত্বিকগণের ততগুলি সংখ্যা অর্থাৎ নাম আছে। যেমন “তস্মাৎ পুরোহিত্যু্যবিভজতি, প্রতিপ্রস্থাতা মস্থিনঃ জুহোতি, নেষ্টা পত্নীমভ্যুদানয়তি, উন্নতা চমসান্ উন্নয়তি। প্রস্তোতা প্রস্তোতি, উদগাতা উদগায়তি, প্রতিহঁতা প্রতিহরতি, স্তব্রক্ষণ্যঃ স্তব্রক্ষণ্যামাহ। হোতা প্রাতরম্ব-বাকমম্বক্ৰতে, মৈত্রাবরুণঃ প্রেযতি চ অম্ব চাহ, অছাবাকো যজতি, গ্রাবস্তং গ্রাবস্তোজীয়া মবাহ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অম্ব্যু্য প্রভৃতির পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে অম্ব্যেয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে বিভিন্ন সংখ্যা হইয়াছে। আর যতগুলি নাম

তাবৎসংখ্যক ঋত্বিক্ হইবে। বার্তিককার বলেন “সংজ্ঞা চ উৎপত্তিসংযোগাৎ” (মীঃ দঃ অঃ ২। পাঃ ২। অধিঃ ৮। স্মঃ ২২) এই সূত্র-স্মৃতিত অধিকরণে যে যুক্তিতে সংজ্ঞার দ্বারা কর্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে, এস্থলেও সেই যুক্তি অনুসারে সমাখ্যা অনুসারে সংজ্ঞাবশতঃ ঋত্বিক্গণের পার্থক্য হইবে। অতএব ঋত্বিক্গণের সংখ্যা যে অনিয়ত তাহা নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

একস্ত কৰ্ম্মভেদাদিতি চেৎ ॥২৩॥ (আঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “একস্ত”—একজনের অর্থাৎ একজন ঋত্বিকেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম, “কৰ্ম্মভেদাৎ”—ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম অনুসারে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উত্তরে পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন, যতগুলি কৰ্ম্ম ততগুলি নাম হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু যতগুলি নাম ততগুলিই যে ঋত্বিক্ হইবে, ইহা বলা ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, “কৰ্ম্মভেদাৎ একস্ত”—কর্ম্মের ভেদ অনুসারে একই ঋত্বিকের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইতে পারে। যেমন একই ব্যক্তি অধ্যাপনা কালে উপাধ্যায়, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ঋত্বিক্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নোৎপত্তৌ হি * ॥২৪॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “ন”—না অর্থাৎ ঐ প্রকার আশঙ্কা সম্ভব নহে, “হি”—যেহেতু, “উৎপত্তৌ”—উৎপত্তিকালে অর্থাৎ কর্ম্মারম্ভে বরণকালে (ঐ প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়)। (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলা হয় যে, যদি কর্ম্মের বিনিয়োগকালে কিংবা কর্ম্মের শেষে ঐ প্রকার নাম নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা বলা চলিত। কিন্তু অপ্রযুক্ত ঋত্বিক্গণের প্রযুক্তি বিধানের জ্ঞান বরণ করিতে হয়। আর বরণকালে সেই সেই নাম উল্লেখ করিয়া সেই সেই কর্ম্মে সংকারপূর্বক নিযুক্ত করিতে হয়। সুতরাং তাহাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের

* এ স্থলে “নোৎপত্তৌ হি পুরুষাণাম্” এইরূপ পাঠও আছে।

দ্বিতীয় পাদের “একশ্চ এবং পুনঃ ঋতিঃ” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র এবং “গুণশ্চ অপূর্ব-সংযোগে” ইত্যাদি ২৪শ সূত্র অনুসারে ঋত্বিগ্গণের পরস্পর ভেদই হইয়া থাকে। আর ঐ যে নাম নির্দেশ করিয়া বরণ কৰ্ম্ম, উহা ঋতিমধ্যেই উক্ত হইয়াছে। অতএব বরণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিই ঋত্বিক হইয়া থাকেন, আর জ্যোতিষ্টোম, দর্শপূর্ণ্যমাস প্রভৃতি কৰ্ম্মভেদে তাঁহাদের সংখ্যাও বোল জন, চারিজন ইত্যাদিরূপে নিয়মিত আছে। ইতি ৯ম ঋত্বিগ্গণের সংখ্যা নিয়মাধিকরণ।

চমসাধ্বর্য্যবশ্চ তৈর্ব্যপদেশাৎ ॥২৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “চমসাধ্বর্য্যবঃ চ”—চমসাধ্বর্য্যগণও স্বতন্ত্র ভাবে আছেন, “তৈঃ ব্যপদেশাৎ”—যেহেতু সেই ঋত্বিগ্গণের সহিত তাঁহাদেরও উল্লেখ আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাব্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে “চমসাধ্বর্য্যন্ বৃণীতে” এই বাক্যে চমসাধ্বর্য্যর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চমসাধ্বর্য্যগণ ঐ ঋত্বিগ্গণের অন্তর্ভুক্ত কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, যৌগিক সংজ্ঞা অনুসারে ঋত্বিগ্গণকেই চমসাধ্বর্য্য বলা যায় বলিয়া চমসাধ্বর্য্য আর পৃথক্ নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “চমসাধ্বর্য্যবঃ চ”—চমসাধ্বর্য্যগণ ঋত্বিগ্গণ হইতে পৃথক্। কারণ, “তৈঃ ব্যপদেশাৎ”—ঋত্বিগ্গণের যেমন পৃথক্ পৃথক্ বরণের উল্লেখ আছে চমসাধ্বর্য্যগণেরও সেই ভাবে ঋত্বিগ্গণের সহিত পৃথক্ বরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর তাঁহারা যে অধ্বর্য্য হোত্রাদি হইতে অভিন্ন তাহা বলা যায় না; কারণ, “মধ্যতঃকারিণাং চমসাধ্বর্য্যবঃ”, “হোত্রকাণাং চমসাধ্বর্য্যবঃ” অর্থাৎ অধ্বর্য্য, হোত্ৰ প্রভৃতি মধ্যতঃকারিগণের চমসাধ্বর্য্যগণ, প্রতিপ্রস্থাতা মৈত্রাবক্ষণাদি হোত্রক-গণের চমসাধ্বর্য্যগণ এই প্রকারে বগ্নী বিভক্তির দ্বারা নির্দেশ থাকার ঋত্বিগ্গণ হইতে চমসাধ্বর্য্যগণের ভেদই বোধিত হইতেছে, যেহেতু, ভেদেই বগ্নী বিভক্তি হইয়া থাকে। ইতি ১০ম চমসাধ্বর্য্যগণের পৃথক্ অধিকরণ।

উৎপত্তৌ তু বহুশ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উৎপত্তৌ”—উৎপত্তিবাক্যে, “তু”—অধিকরণ-সূত্রসূচক, “বহুশ্রুতেঃ”—বহুত্ব শ্রুতি (ঋতিমধ্যে উল্লিখিত) হইয়াছে বলিয়া (চমসাধ্বর্য্য বহু সংখ্যক)। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে “চমসাধ্বর্ষ্যুন্ বৃণীতে” এই বাক্যে যে চমসাধ্বর্ষ্যুর বহু বোধিত হইয়াছে, তাহা বিবক্ষিত কি অবিবক্ষিত অর্থাৎ চমসাধ্বর্ষ্যু কি বহুই হইবে অথবা এক, দুই বা বহু যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন “গ্রহং সম্মাষ্টি” এস্থলে গ্রহের একত্ব যেমন অবিবক্ষিত “চমসাধ্বর্ষ্যুন্” এই পদের বহুত্বও সেইরূপ বিবক্ষিত নহে—অর্থাৎ এক, দুই অথবা বহু—যে কোন সংখ্যা হইলেই চলিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “উৎপত্তৌ তু বহুশ্রুতঃ”—এ স্থলে উৎপত্তিবাক্যে বহুবচন থাকায়, তাহা পূর্ব হইতে প্রাপ্ত নহে বলিয়া তাহার বহুত্বও বিবক্ষিত। পক্ষান্তরে “গ্রহং সম্মাষ্টি” ইহা গ্রহের উৎপত্তিবাক্য নহে; এই কারণে তথায় গ্রহপূর্ব হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তাহার একত্বকে বিবক্ষিত বলা যায় না, যে হেতু তাহাতে বাক্যভেদ হয়। কিন্তু “চমসাধ্বর্ষ্যুন্ বৃণীতে” এইটি উৎপত্তি বাক্য বলিয়া অল্প বচনের দ্বারা চমসাধ্বর্ষ্যুর প্রাপ্তি না থাকায় ইহার বহুত্ব বিবক্ষিত। অতএব চমসাধ্বর্ষ্যু বহুই হইবে। ইতি ১১৭ চমসাধ্বর্ষ্যুগণের বহুত্বাধিকরণ।

দশত্বং চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দশত্বং চ”—চমসাধ্বর্ষ্যুগণের দশত্বসংখ্যাও (ব্যবস্থিত); “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক শ্রুতি-বাক্য দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। “চমসাধ্বর্ষ্যুন্ বৃণীতে” এই শ্রুতিবাক্যে চমসাধ্বর্ষ্যু-গণের বহুত্ব বিবক্ষিত এইরূপ যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে সংশয় এই যে, বহু বলিতে কি এস্থলে দ্বিধা বুঝাইবে অথবা তদধিক অনিয়ত সংখ্যাই বোধিত হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, কপিঞ্জলাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে বহু পদের ত্রিধেই যখন শক্তি (ইহা অগ্রে “প্রথমং বা নিয়ম্যেত কারণাদতিক্রমঃ শ্রাং”—১১১১৪২ এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে) তখন তিন জন চমসাধ্বর্ষ্যুকেই বরণ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “দশত্বং চ”—দশত্বই চমসাধ্বর্ষ্যুর সংখ্যা হইবে। কারণ, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—দশপেয় নামক যাগে “দশ দশৈকৈকং চমসমন্মুপ্রসর্পন্তি” অর্থাৎ “এক একটি চমসের দিকে দশ জন দশ জন করিয়া অগ্নিসর হইবে” এইরূপ বলা হইয়াছে। আর দশবার দশজন করিয়া যাইলে তবেই তত্রত্য শ্রুতিবোধিত শত সংখ্যা পূর্ণ হয় বলিয়া প্রতি সম্ভবে দশ জন করিয়াই যাইতে হইবে। তাহাদের

নধ্যে চমসাধ্বযুগ্মকেও বাইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় দশজন না হইলে পূর্বোক্ত নিয়ম চলে না। আর অপর লোককে লইয়া যে দশ সংখ্যা পূর্ণ করা হইবে তাহাও চলিবে না, ইহা পূর্বে (৬।৫।২০শ অধিকরণে) বিচারিত হইয়াছে। সুতরাং তথায় বখন চমসাধ্বযুগ্ম সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়া আছে, তখন এই অনির্দিষ্ট স্থলে সেই অনুসারেই চমসাধ্বযুগ্ম সংখ্যা অবধারিত হইবে। আর ইহাতে যে কপিঞ্জল্যাদিকরণত্রয়ের বিরোধ হইবে তাহাও নহে, যে হেতু তথায় অনির্দিষ্ট—অবিশেষিত বহুত্বেরই ত্রিভেদে শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। অতএব এস্থলে দশপেয়বাগ্ প্রকরণীয় ঋতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে বখন চমসাধ্বযুগ্ম দশত্ব সংখ্যা নিরূপিত হয়, তখন তাহাকে ত্রিভেদবোধক বলা যায় না। সুতরাং দশজন চমসাধ্বযুগ্মই বরণ করিতে হইবে। ইতি ১২শ চমসাধ্বযুগ্মের দশত্বনিয়মাদিকরণ।

শমিতা চ শব্দভেদাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অম্ভক্সার্থ। “শমিতা চ”—শমিতাও (পৃথক্ ব্যক্তি হইবেন), “শব্দভেদাৎ”—শব্দভেদ অর্থাৎ সংজ্ঞাভেদ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “শমিতারম্পনরীত যজ্ঞম্” * অর্থাৎ “শমিতাকে যজ্ঞে উপনীত (উপস্থিত) করিবে” এই বাক্যে যে শমিতার বিষয় বলা হইয়াছে, তিনি ঋত্বিকগণ হইতে পৃথক্ কি না এইরূপ সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “শমিতা চ”—শমিতাও একজন পৃথক্ ব্যক্তি। কারণ, “শব্দভেদাৎ”—এস্থলে শব্দভেদ অর্থাৎ সংজ্ঞাভেদ রহিয়াছে। আর সংজ্ঞাভেদই যে ঋত্বিকগণের ভেদের হেতু, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

প্রকরণাদ্বোৎপত্ত্যসংযোগাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অম্ভক্সার্থ। “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে অর্থাৎ বাহার প্রকরণে উহা উক্ত হইয়াছে তিনিই শমিতা হইবেন, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “উৎপত্ত্যসংযোগাৎ”—যে হেতু উৎপত্তি বিধির সহিত অর্থাৎ বরণবাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। (সিদ্ধান্ত)

* স্থায়মালাকারের মতে এস্থলে “শমিতার উপেত ন যজ্ঞম্” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সংজ্ঞাভেদহেতু শমিতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “প্রকরণাং বা”—যাহার প্রকরণে শমিতার উল্লেখ আছে তিনিই শমিতা হইবেন। আর আধ্বৰ্য্যবাক্যে উহা উক্ত হইয়াছে বলিয়া অধ্বৰ্য্যগণের লোকই শমিতা হইবেন। যদি বলা হয়, এস্থলে পূর্বের ঋয় সংজ্ঞাভেদবশতঃ ঋত্বিকভেদ হইল না কেন? তাহা হইলে বলিব “উৎপত্ত্যসংযোগাৎ”—কেবল মাত্র সংজ্ঞাই এস্থলে ভেদিকা নহে, কিন্তু উৎপত্তিবাক্যে ঋত্বকও তাহার হেতু। কিন্তু উৎপত্তিবাক্যে—বরণবাক্যে শমিতার উল্লেখ নাই। কাজেই তিনি ঋত্বিকগণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। আর এস্থলে ‘যিনি শমিত করেন অর্থাৎ পণ্ডটিকে সংজ্ঞপন (প্রকারবিশেষে বধ) করেন তিনিই শমিতা’ এই প্রকার যোগার্থ অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি অনুসারে পূর্বোক্ত “একশ্র কৰ্ম্মভেদাৎ” (৩৭৭২৩) এই সূত্র মতে শমন (হিসন) কৰ্ম্ম বশতঃ শমিতা অধ্বৰ্য্যগণের লোককেই বুঝাইবে। তবে “পর্যবর্ততে অধ্বৰ্য্যঃ পশোঃ সংজ্ঞপ্যমানাং” অর্থাৎ “পণ্ডটিকে সংজ্ঞপন করা হইতে থাকিলে অধ্বৰ্য্য তথা হইতে ফিরিয়া আসিবেন” এই ঋতিবাক্যে সংজ্ঞপনহোমের জন্ত (সংজ্ঞপনকালীন আহুতি দিবার জন্ত) অধ্বৰ্য্যকে শামিত্রদেশ (বধ্যস্থান) হইতে আহবনৌয় অগ্নির সমীপে ফিরিয়া আসিতে হয় বলিয়া অধ্বৰ্য্যগণের চারিজননের মধ্যে অধ্বৰ্য্যকে বাদ দিয়া প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্ঠা এবং উন্নৈতা এই তিন জনই শমিতা হইবেন। অতএব শমিতা ঋত্বিকগণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। ইতি ১৩শ শমিতার অপৃথক্ত্বাধিকরণ।

উপগাশ্চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উপগাঃ চ”—উপগ অর্থাৎ উপগাতারাও (স্বতন্ত্র নহেন), “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপগ বা উপগাতা এই নাম দৃষ্ট হয়। ঐ উপগাতা পৃথক ব্যক্তি কি না ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে সংজ্ঞা অনুসারে ভেদ হইবে। অথবা লৌকিক গানস্থলে যেমন প্রধান গায়ক ছাড়া স্বতন্ত্র উপগাতা থাকে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “উপগাশ্চ”—এই উপগাতৃগণ স্বতন্ত্র নহেন—কিন্তু ঋত্বিকগণকেই উপগান কৰ্ম্ম অনুসারে উপগ বা উপগাতা বলা হয়। কারণ, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—

৭ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৬২৩

তাদৃশ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়। যে হেতু ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে “নাধ্বর্যুরূপগায়েৎ” অর্থাৎ নাধ্বর্যু উপগান করিবেন না। এই বেদবচনটিই ঋত্বিক্গণের উপগাতৃত্বের জ্ঞাপক। কারণ, ঋত্বিক্গণের মধ্যে উপগান যদি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে ঐ ঋতিবাক্যে তাহার নিবেদন করা সম্ভব হইত না, যে হেতু অপ্রসক্তের প্রতিবেদন হয় না কিন্তু প্রসক্তেরই নিবেদন হইয়া থাকে। অতএব উপগ ঋত্বিক্গণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। ইতি ১৪শ উপগাত্ত্বগণের ঋত্বিক্গণ হইতে অনন্তাধিকরণ।

বিক্রয়ী ত্রয়ঃ কৰ্ম্মণোহচোদিতত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “বিক্রয়ী”—সোমবিক্রয়ী, “তু”—অধিকরণান্তর-হচক, “অন্তঃ”—অন্ত ব্যক্তি হইবে, “কৰ্ম্মণঃ অচোদিতত্বাৎ”—যে হেতু সেই কৰ্ম্মটি ঋতিবোধিত নহে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে সোমবিক্রয়ী আবশ্যক—যে সোমলতা বিক্রয় করিবে সেইরূপ লোক আবশ্যক। সেই সোমবিক্রয়ী ঋত্বিক্গণ হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, শমিতা এবং উপগাতার ত্রয় সোমবিক্রয়ীও ঋত্বিক্গণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বিক্রয়ী ত্রয়ঃ”—সোমবিক্রয়ী কিন্তু অন্ত লোকই হইবে; ঋত্বিক্গণের মধ্যে কাহাকেও ঐ সোমবিক্রয় কার্য করিতে হইবে না। কারণ, “কৰ্ম্মণঃ অচোদিতত্বাৎ”—ঐ সোমবিক্রয় কৰ্ম্মটি ঋতিবোধিত নহে। যে হেতু “সোমঃ ক্রীণাতি” এই ঋতিবাক্যে সোমের ক্রয়েরই বিধান আছে, বিক্রয়ের বিধি নাই। কিন্তু বিক্রয় বিনা ক্রয় উপপন্ন হয় না বলিয়া তাহাও করাইতে হয়। তবে তাহা ঋতিবোধিত নহে বলিয়া ঋত্বিক্গণের কৰ্ম্মের মধ্যে পড়ে না। কাজেই তাহা ঋত্বিক্গণের কর্তব্যও নহে। কিন্তু অন্ত ব্যক্তিকে দিয়াই তাহা করাইতে হয়। ইতি ১৫শ ঋত্বিক্গণ হইতে সোমবিক্রেতার পৃথক্ত্বাধিকরণ।

কৰ্ম্মকার্য্যাৎ সর্বেষামুত্থিত্ত্বমবিশেষাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “কৰ্ম্মকার্য্যাৎ”—যজ্ঞরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া, “ঋত্বিক্গণঃ সর্বেষাং”—ঋত্বিক্গণ সকলেরই অর্থাৎ যজ্ঞে যে কেহ কৰ্ম্ম করেন সকলেই ঋত্বিক্, “অবিশেষাৎ”—যে হেতুকোনও বিশেষ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যতগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদের সকলেই ঋত্বিক্ পদবাচ্য কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন, “সর্ব্বেষাম্ ঋত্বিক্ণম্”—উহাদের সকলেই ঋত্বিক্ এই নামে অভিহিত হইবেন। কারণ, “কর্ম্মকার্য্যাং”—সকলেই যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। আর ‘যাঁহারা ঋতুতে অর্থাৎ বসন্তাদি কালে যজন করেন অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন তাঁহারা ঋত্বিক্’ এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে ঋতুবজনই (কৃত্তু-সম্পাদনই) ঋত্বিক্ শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত। আর জ্যোতিষ্টোমাদিতে যত জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই যখন ঐ নিমিত্তটি বর্ত্তমান, তখন সকলকেই ঋত্বিক্ বলা উচিত। এইজন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “অবিশেষাৎ”। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বা পরিসংখ্যানাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ সকলেই ঋত্বিক্পদবাচ্য নহেন, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “পরিসংখ্যানাৎ”—পরিসংখ্যা অর্থাৎ অন্তের নিষেধ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ন”—পূর্বপক্ষবাদীর এ মতটি সঙ্গত নহে যে, সকলেই ঋত্বিক্পদবাচ্য। কারণ, “পরিসংখ্যানাৎ”—ঋত্বিক্ণম্ “সৌম্যন্ত অধ্বরন্ত যজ্ঞকৃতোঃ সপ্তদশর্ষিজঃ” এই বাক্যে সৌম্যাগে সত্তর জন ঋত্বিকের বিষয় উপদিষ্ট হওয়ার যত জন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সত্তর জনই ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হইবেন। বাকি চমসাধ্বর্ষ্য্যুগণ ঋত্বিক্পদবাচ্য নহেন—ঋত্বিকের পক্ষে যে সমস্ত উপবাসাদি ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সেইগুলি করিতে হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

পক্ষেণেতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “পক্ষেণ”—পক্ষে অর্থাৎ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ পক্ষে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে সপ্তদশর্ষজ্জতি উহা পৃথক্ নির্দেশ—অবয়বঃ উল্লেখ বলিয়া বৈশ্বানরেষ্টির

৭ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৬২৫

দ্বাদশকপালের অষ্টাঙ্গাদির উল্লেখের শ্রায় অমুবাদ হইবে, যে হেতু, উহা পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা।

ন সর্বেষামনধিকারঃ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন সর্বেষাম্”—সকলের উল্লেখ নাই, “অনধিকারঃ”—এই কারণে সকলের অধিকার নাই (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ন সর্বেষাম্”—এ স্থলে যদি সকল পুরুষের সমষ্টি উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে সপ্তদশত্বকে অমুবাদ বলা চলিত। যেমন বৈশ্বানরেষ্টি স্থলে দ্বাদশত্বরূপ মহাসংখ্যার উল্লেখ আছে, কাজেই সেখানে, অষ্টত্ব, নবত্ব, দশত্ব এবং একাদশত্বের যে স্বতন্ত্রভাবে অবয়বশঃ নির্দেশ, তাহা অমুবাদ হইতে পারে। কিন্তু এখানে যখন সে ভাবে মহাসংখ্যার উল্লেখ নাই, তখন সপ্তদশত্বকে অমুবাদ বলা যায় না, অতএব “অনধিকারঃ”—আর্হিভ্যো সকলের অধিকার নাই, অর্থাৎ সকলেই ঋত্বিক্ নহেন কিন্তু সত্তর জনই ঋত্বিক্পদবাচ্য। ইতি ১৬শ সকলের ঋত্বিক্ শব্দাবাচ্যতাধিকরণ।

নিয়মস্ত দক্ষিণাভিঃ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ৩৬ ॥ [সিঃ]

অক্ষরার্থ। “নিয়মঃ”—নিয়ম আছে, “তু”—অধিকরণান্তর-সূচক, “দক্ষিণাভিঃ শ্রুতিসংযোগাৎ”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে দক্ষিণার সহিত ঋত্বিক্গণের নামের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, সত্তর জনই ঋত্বিক্পদবাচ্য হইবে। এখন সংশয় এই যে, অনিয়মে যে কোনও সত্তর জন ব্যক্তিই কি ঋত্বিক্ হইবেন, অথবা সে সম্বন্ধে কোনও নিয়ম আছে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, কোনও বিশেষত্বের যখন উল্লেখ নাই, তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি এবং চমসাদ্বার্য্য প্রভৃতির মধ্যে যে কোন সত্তর জনই ঋত্বিক্ হইবেন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “নিয়মস্ত”—কোন সত্তরজন ঋত্বিক্ হইবেন সে সম্বন্ধে নিয়ম অর্থাৎ বাধাবীধি ব্যবস্থা আছে। যে হেতু,

“দক্ষিণাভিঃ শ্রুতিসংযোগাৎ”—শ্রুতিমধ্যে দক্ষিণাবাক্যে ঋত্বিক্ ও তাঁহার নামের সামানাধিকরণ্যরূপ সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। কারণ, শ্রুতিমধ্যে “ঋত্বিক্গ্ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি” অর্থাৎ “ঋত্বিক্গণকে দক্ষিণা দিবে” এই বচনের পর “অগ্নীধে দদাতি,” “ব্রহ্মাণে দদাতি” অর্থাৎ “অগ্নীংকে দক্ষিণা দিবে, ব্রহ্মাকে দক্ষিণা দিবে” ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ আছে। আর ঐ সামান্য এবং বিশেষত্ববোধ শ্রুতিবাক্য হইতে “ঋত্বিজ্ঞে অগ্নীধে দক্ষিণাং দদাতি” অর্থাৎ “অগ্নীং নামক ঋত্বিক্কে দক্ষিণা দিবে” ইত্যাদি অর্থ লব্ধ হয় বলিয়া, ফলে উহাদের সামানাধিকরণ্যবলে অগ্নীদভিন্ন (অগ্নীং হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন নহে) যে ঋত্বিক্ এই প্রকার অর্থ দাঁড়ায়। আর তাহাতে ‘অগ্নীং’, ‘ব্রহ্মা’ প্রভৃতি যে কয়টি নাম শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই কয়জনই ঋত্বিক্পদবাচ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু চমসাধ্বৰ্য্যগণের ঐ প্রকার দক্ষিণানির্দেশ না থাকায় ঋত্বিক্শব্দের সহিত সামান্য-ধিকরণ্য নাই বলিয়া তাঁহারা ঋত্বিক্ নহেন। ইতি সিদ্ধান্ত।

উক্ত চ যজমানত্বং তেষাং দীক্ষাবিধানাৎ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। “যজমানত্বম্ উক্তা”—যজমানত্বের বিষয় বলিয়া “তেষাং”—তাহাদের অর্থাৎ সেই ঋত্বিক্গণেরই, “দীক্ষা বিধানাৎ চ”—দীক্ষা বিহিত হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। বিশেষ সতর জনই যে ঋত্বিক্ তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “উক্তা চ যজমানত্বম্” ইত্যাদি। শ্রুতিমধ্যে সত্র প্রকরণে “যে ঋত্বিজ্ঞে যজমানাঃ” অর্থাৎ “যাঁহারা ঋত্বিক্ তাঁহারা ই যজমান” এই বলিয়া “অধ্বৰ্য্যগৃহপতিঃ দীক্ষয়িত্বা ব্রহ্মাণং দীক্ষয়তি, তত উদগাতারং ততো হোতারম্” অর্থাৎ “অধ্বৰ্য্য গৃহপতিকে দীক্ষিত করিয়া তাহার পর ব্রহ্মাকে দীক্ষিত করিবেন, তাহার পর হোতাকে তাহার পর উদগাতাকে” ইত্যাদি বচনে সত্রে যাঁহারা ঋত্বিক্ তাঁহারা ই যজমান এবং তাঁহাদের দীক্ষা অর্থাৎ যাগের পূর্বে অনুষ্ঠেয় যজমানের শুদ্ধতাসম্পাদক সংস্কারবিশেষ কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ শ্রুতিবচনে যে বোল জনের দীক্ষার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ই ঋত্বিক্। সেই বোল জন যথা,—অধ্বৰ্য্য, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্ঠা ও উন্নতা এই চারিজন অধ্বৰ্য্যগণ; ইহারা যজুর্বেদোক্ত কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, অগ্নীং ও পোতা এই চারিজন ব্রহ্মগণ; ইহারা বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্মের পর্যবেক্ষণাদি করেন। উদগাতা, প্রস্থোতা, প্রতিহর্তা

ও স্ত্রকণ্য এই চারিজন উদ্গাতৃগণ; ইহারা সামবেদোক্ত ক্রিয়া সামগানাদি করেন। হোতা, মৈত্রাবরুণ, আচ্ছাবাক ও ঐবস্বন্ত এই চারিজন হোতৃগণ; ইহারা ঋগ্বেদোক্ত কৰ্ম—ঋগ্বেদ পাঠ পূর্বক দেবতাগণের আহ্বানাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে চারিগণের অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, হোতা এবং উদ্গাতা এই চারিজনই প্রধান পুরুষ; অপর তিনজন করিয়া ইহাদের সহকারী। ঐ দীক্ষা বিধায়ক ঋতিবাক্যে ইহাদের দক্ষিণার বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। আর তদনুসারে এই চারিগণের প্রথম চারিজন সম্পূর্ণ দক্ষিণা পান; কিন্তু দ্বিতীয় চারিজন ইহাদের অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইয়া থাকেন; এই জন্ত উঁহাদিগকে অর্দ্ধা বলা হয়। তৃতীয় পুরুষগণ প্রথম ঋত্বিক পুরুষগণ যে দক্ষিণা পান তাহার তৃতীয় ভাগ দক্ষিণা পাইবেন। এইজন্ত উঁহারা তৃতীয়া আর চতুর্থ ঋত্বিক পুরুষগণের চতুর্থাংশ দক্ষিণা প্রাপ্য এই কারণে উঁহাদিগকে পাদী (পাদ দক্ষিণায়ুক্ত) বলা হয়। এই প্রকারে দীক্ষা ও দক্ষিণাবাক্যে বোল জন ঋত্বিকেরই উল্লেখ আছে কিন্তু চমসাদ্বয়গণের উল্লেখ নাই! এই জন্ত তাঁহারা ঋত্বিকপদবাচ্য হইবেন না। ইতি ১৭শ ব্রহ্মা প্রভৃতিরই ঋত্বিকনিয়মাধিকরণ।

স্বামিসপ্তদশাঃ কৰ্মসামান্যাত্ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বামিসপ্তদশাঃ”—ঋত্বিকগণ স্বামিসপ্তদশ হইবেন অর্থাৎ (স্বামী অর্থাৎ যজ্ঞের স্বামী—ফলভোক্তা যজমান সপ্তদশ বাঁহাদের এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে) যজমান তাঁহাদের সপ্তদশস্থানীয়, “কৰ্মসামান্যাত্”—যে হেতু কৰ্মের সামান্য অর্থাৎ একরূপতা রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বোল জন ঋত্বিকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে সতর জন ঋত্বিক আবশ্যক। স্ত্রতরাং সপ্তদশ সংখ্যার পূরক কে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, যজ্ঞসভায় সদস্ত নামে এক জন লোক থাকেন। তিনিই ঋত্বিকগণের সপ্তদশ স্থানীয় হইবেন। আর কোন কোনও শাখায় সদস্তের বরণও উপদ্রষ্ট আছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “স্বামিসপ্তদশাঃ”—স্বামী অর্থাৎ যজ্ঞস্বামী অর্থাৎ যজ্ঞের ফলভোক্তা যজমানই এই সপ্তদশ ব্যক্তি হইবেন বলিয়া ঋত্বিকগণ স্বামিসপ্তদশ। ইহার হেতু বলিতেছেন “কৰ্মসামান্যাত্”—যে হেতু, ঋত্বিকগণের সহিত যজমানের কৰ্মসামান্য অর্থাৎ কৰ্মের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কারণ, ঋত্বিকগণকেও যজ্ঞের আত্মস্থানিকী

ক্রিয়া করিতে হয়, আর বজ্রমানকেও তাহা করিতে হয়। কিন্তু কৃত ও অকৃত কৰ্মের প্রত্যবেক্ষণ করা ছাড়া সদস্তের কোনও আল্লাহীনিক কৰ্ম ঐতিমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে কোনও অৰ্ম করিতে হয় না। এই কারণে সদস্ত ঋদ্ধিক নহেন। সুতরাং সদস্ত সপ্তদশ স্থানীয় হইতে পারেন না। তাই বলিয়া যে সদস্তের আবশ্যক নহে, তাহা নহে। * ইতি ১৮শ স্বামীর সপ্তদশাধিকরণ।

তে সৰ্বার্থাঃ প্রযুক্তত্বাদগ্নয়শ্চ স্বকালত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ পূঃ

অক্ষরার্থ। “তে”—সেই ঋদ্ধিগ্গণ, “প্রযুক্তত্বাৎ” প্রযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া ; “সৰ্বার্থাঃ”—সকল প্রয়োজনের জন্ত অর্থাৎ সমস্ত কৰ্মই করিতে পারেন, “অগ্নয়ঃ চ”—অগ্নিসকলও (প্রকৃতি বিকৃতি সকল কৰ্মের জন্ত), “স্বকালত্বাৎ”—যে হেতু তাঁহারা স্বকাল অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে ঋদ্ধিগ্গণের কথা বলা হইল, উঁহাদের প্রত্যেকের কৰ্ম কি নিয়ত অর্থাৎ সমাখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট আছে অথবা তাহা অনির্দিষ্ট ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তে সৰ্বার্থাঃ”—ঐ ঋদ্ধিগ্গণের সকলেই যজ্ঞের সকল কৰ্মই করিতে পারেন—স্ব স্ব ইচ্ছা অনুসারে যে কেহ যে কোন কৰ্ম করিতে পারেন। কারণ, “প্রযুক্তত্বাৎ”—তাঁহারা সকলেই বজ্রমান কর্তৃক প্রযুক্ত অর্থাৎ দক্ষিণার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন ; যে হেতু, সকলেরই সকল কৰ্ম করিবার সামর্থ্য আছে, এবং সেই বজ্র প্রকরণে সকলেরই নামোল্লেখ আছে। সুতরাং লিঙ্গ এবং প্রকরণের দ্বারা সমাখ্যার বাধাই হইবে। ইহার উদাহরণ দিবার জন্ত বলিতেছেন “অগ্নয়শ্চ স্বকালত্বাৎ”। † ইতি পূর্বপক্ষ।

* ভাষ্যের আপাতলভ্য অর্থ অনুসারে মনে হয় ঋদ্ধিগ্গণের মধ্যে ব্রহ্মাই সদস্ত-কৰ্ম করিবেন। এই জন্ত বার্তিককার বলিয়াছেন, উহা ভাষ্যের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু চমসাক্ষর্য্যের দ্বায় সদস্তও ঋদ্ধিগ্গণের অন্তর্ভুক্ত নহে ইহাই ভাষ্যের আশয়। এ কারণে ক্রতুস্বরূপে সদস্তেরও যে পৃথক্ বরণভরণাদি বিহিত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয়।

† ভগবান্ ভাষ্যকার এ স্থলে সূত্রটিকে বাক্যভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “তে সৰ্বার্থাঃ প্রযুক্তত্বাৎ” ইহা একটি অধিকরণের পূর্বপক্ষ। আর “অগ্নয়শ্চ স্বকালত্বাৎ” ইহা গণ্ডিতরূপে স্বতন্ত্র একটি অধিকরণ।

উক্ত “অগ্নয়শ্চ” ইত্যাদি অংশটির দ্বারা অপর একটি অধিকরণ সূচিত হইয়াছে। সেই অধিকরণটি এইরূপ,—আধানের দ্বারা যে আহবনীয়াদি অগ্নি লাভ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই অগ্নি কি কেবলমাত্র প্রকৃতিভূত কৰ্মের জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা তাহা প্রকৃতি ও বিকৃতি সকল প্রকার কৰ্মের জন্তই সাধারণ ভাবে বিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূৰ্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, আধানবিধিবাক্য বখন অনারভ্যাধীত তখন উহা “বশ্ত পৰ্ণময়ী জুহুৰ্ভবতি” ইত্যাদি বাক্যের আয় কেবল মাত্র প্রকৃতিগামীই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অগ্নয়শ্চ সৰ্বার্থাঃ”—আহবনীয়াদি অগ্নি সকলও উপদেশবিধিবলেই সৰ্বগামী অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় প্রকার কৰ্মগামীই হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতিগামী হইবে না। কারণ, “স্বকালদ্বাং”—ইহা স্বকালে আছে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে পঠিত হইয়াছে অর্থাৎ অনারভ্যাধীত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, পৰ্ণতান্ত্র্যে পৰ্ণময়ত্ব বিধানের উদ্দেশ্য অর্থাৎ আশ্রয় যে জুহু তাহা বিকৃতিভূতকৰ্মে অতিদেশসাপেক্ষ বলিয়া,—কেন না, প্রকৃতিভূত ইষ্ট্রিযোগেই বিধ্যন্তরের দ্বারা জুহু প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, এই কারণে তথায় বিকৃতিতে পৰ্ণতার প্রবৃত্তি বলিলে দ্বিকৃতি দোষ হয় বলিয়া, পৰ্ণতাবিধি অনারভ্যাধীত হইলেও প্রকৃতিমাত্রগামী। কিন্তু যেখানে অনারভ্য-পঠিতবাক্যবিহিত বিধেয়ের উদ্দেশ্য বিকৃতিতে অতিদেশসাপেক্ষ নহে, তথায় অনা-রভ্যবিধি বিকৃতিগামীও হয়। এই কারণে এই যে আহবনীয়াদি অগ্নি ইহা পৰ্ণতান্ত্র্যে প্রকৃতিগামী ত বটেই, অধিকন্তু আমন হোমাদি যে সমস্ত কৰ্মে আহবনীয়াদি অগ্নি অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত নহে, তথায় বিকৃতিতেও উহা ঐ উপদেশ বিধির দ্বারাই প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু, আধানবাক্য অনারভ্যপঠিত বলিয়া, কাহারও প্রকরণে না থাকায় প্রকরণ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, প্রকৃতি এবং বিকৃতি সকল প্রকার কৰ্মের সহিতই উহার সম্বন্ধ সমান। আর যে স্থানে বিকৃতিভূত কৰ্মে হোম অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়, তথায় অগ্নিও অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ, হোমের জন্তই অগ্নি আবশ্যক বলিয়া হোমকে দ্বার করিয়াই আহবনীয়াদি অগ্নি ক্রতুমধ্যে প্রবেশ লাভ করে। আর প্রয়াজহোম, নারিষ্টহোম প্রভৃতি হোমগুলিই বিকৃতিতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাগ্রহণী নামক ইষ্ট্রিতে যে আমন হোম করিতে হয়, তাহা প্রকৃতিভূত কৰ্মে নাই বলিয়া তথায় অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয় না কিন্তু তাহা উপদেশবলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে তথায় আহবনীয়াদি অগ্নিও উপদেশবলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আহবনীয়াদি অগ্নি প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়কৰ্মসাধারণ। (ইতি অগ্নির প্রকৃতিবিকৃতি-সৰ্বার্থতাধিকরণ)।

তৎসংযোগাৎ কর্মণো ব্যবস্থা শ্রাৎ সংযোগশ্রার্থবদ্বাৎ

॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অর্থার্থ । “তৎসংযোগাৎ”—সমাখ্যা সম্বন্ধ অনুসারে, “কর্মণঃ ব্যবস্থা শ্রাৎ”—কর্মের ব্যবস্থা হইবে, “সংযোগশ্র অর্থবদ্বাৎ”—যে হেতু সংযোগ অর্থাৎ সমাখ্যারও সার্থকতা আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ । অগ্নি যে প্রকৃতি বিকৃতি উভয়কর্মসাধারণ, তাহা সিদ্ধান্তিসম্মত, সুতরাং তাহার উত্তরে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিকগণ যে সর্বার্থ—তাঁহাদের কর্ম যে অব্যবস্থিত ইহার উত্তরে বলিব “তৎসংযোগাৎ কর্মণো ব্যবস্থা শ্রাৎ”। এ স্থলে হোত্র, আধ্বর্যব, উদগাত্র প্রভৃতি সমাখ্যা অনুসারে ঋত্বিকগণের কর্মকারিতার ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং হোত্র কর্ম হোতার কর্তব্য, আধ্বর্যব কর্ম অধ্বর্যুর অস্ত্রষ্ঠেয়, উদগাত্র কর্ম উদগাত্রার সম্পাদনীয় ইত্যাদি প্রকারে ব্যবস্থা হইবে। যে হেতু, এইরূপ বলিলে তবেই হোত্র আধ্বর্যব প্রভৃতি সমাখ্যার সার্থকতা থাকে, অত্যা সেগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অথচ কাহারও নিরর্থকতা করা সম্ভব হয় না। এই জন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “সংযোগশ্র অর্থবদ্বাৎ”। এই কারণে লিঙ্গ ও প্রকরণের প্রতি এস্থলে অনুগ্রহ হইতে পারে না; যে হেতু, প্রাবল্য দৌর্বল্য চিন্তা সেই খানেই হয়, যেখানে একের প্রাবল্যে অপরের সর্বথা আনর্থক্য হয় না। কিন্তু এখানে লিঙ্গ ও প্রকরণের দ্বারা সমাখ্যার বাধ হইলে সমাখ্যা নিরবকাশ হইয়া পড়ায় উহার একেবারে আনর্থক্য হয় বলিয়া “আনর্থক্য-প্রতিহতানাং বিপরীতাং বলাবলম্” এই নিয়মানুসারে সমাখ্যাই প্রবল। বস্তুতঃ, এস্থলে লিঙ্গ ও প্রকরণের সহিত সমাখ্যার বিরোধই নাই। কারণ, প্রকরণ এবং লিঙ্গ অনুসারে বোল জনই জ্যোতিষ্টোমে অধিকৃত এবং বোল জনেরই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে ইহা জানা যায়। আর সমাখ্যা অনুসারে তাঁহাদের সেই সামান্ততঃপ্রাপ্ত কর্তৃত্ব বিশেষ বিশেষ কর্মে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। এ কারণে এ স্থলে সমাখ্যা লিঙ্গ এবং প্রকরণের আনুগুণ্যই করিতেছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিরোধ না থাকায় সমাখ্যার বাধ হইতে পারে না। অতএব সমাখ্যা অনুসারেই পৃথক পৃথক কর্মে ঋত্বিকগণের ব্যবস্থা হইবে। ইতি ১৯শ সমাখ্যা অনুসারে অধ্বর্যু প্রভৃতির নিয়তপদার্থকর্তৃত্বাধিকরণ।

তন্ত্রোপদেশসমাখ্যানেন নির্দেশঃ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অঙ্কনার্থ। “তন্ত্র”—তাহার অর্থাৎ সমাখ্যাত পুরুষের, “উপদেশসমাখ্যানেন”—উপদেশ এবং সমাখ্যা অনুসারে, “নির্দেশঃ”—নির্দেশ অর্থাৎ ব্যবস্থা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হোত্র আধ্বর্য্যব প্রভৃতি সমাখ্যা অনুসারে ঋত্বিগ্গণের কর্ম নির্দিষ্ট হইবে। ইহাতে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে ‘হোত্র’ এবং আধ্বর্য্যব এই সমাখ্যা অনুসারে সমুদয় হোত্র কর্ম এবং সমুদয় আধ্বর্য্যব কর্ম কেবল মাত্র হোত্রার এবং অধ্বর্য্যুরই কর্তব্য কি না। ঔদগাত্যাদি-সমাখ্যাসিদ্ধ কর্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ সন্দেহ হইতে পারে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, হোত্র এবং আধ্বর্য্যব কর্ম সমাখ্যা অনুসারে কেবলমাত্র হোত্রা এবং অধ্বর্য্যুরই অনুষ্ঠেয়, তাহা হইলে বলিব “তন্ত্র উপদেশসমাখ্যানেন নির্দেশঃ”—এরূপ স্থলে বিশেষ ঋতিবচন এবং বিশেষ সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থা হইবে। হোত্র আধ্বর্য্যব এইগুলি সামান্তসমাখ্যা (সর্বসাধারণ সমাখ্যা), আর পোত্ৰীয়, নেত্ৰীয় প্রভৃতিগুলি বিশেষসমাখ্যা। সুতরাং বিশেষ বিশেষ কর্মে পোত্ৰীয়, নেত্ৰীয় প্রভৃতি বিশেষ সমাখ্যা অনুসারে কর্মের ব্যবস্থা হইবে। আর যেখানে প্রত্যক্ষ ঋতিবচনের দ্বারা ঋত্বিকবিশেষের নির্দেশ আছে, সেখানে ত কোন সংশয়ই নাই। যেমন “তন্মাত্মৈত্রাবরুণঃ প্রেয্যতি চান্ন চাহ” এই ঋতিবচনে প্রৈষ এবং অনুবচন হোত্ৰগণীয় দ্বিতীয় ঋত্বিক যে মৈত্রাবরুণ তাঁহার পক্ষে বিহিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদ্বচ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৪২ ॥

অঙ্কনার্থ। “তদ্বৎ”—তাহার ন্যায় অর্থাৎ প্রকরণাদির ন্যায়, “লিঙ্গদর্শনম্”—লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ সমাখ্যার নিয়ামকতার জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। লিঙ্গ প্রকরণাদি যেমন অঙ্গত্ববোধের হেতু, সমাখ্যাও যে সেইরূপ অব্যবস্থিত কর্মের ব্যবস্থার কারণ, সে সম্বন্ধে জ্ঞাপক বেদবচনও আছে। এই কারণেও অব্যবস্থাস্থলে সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। ইতি ২০শ সমাখ্যাত কর্তার বিশেষ সমাখ্যার দ্বারা বাধ অধিকরণ।

৬৩২

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

প্রৈষানুবচনং মৈত্রাবরুণস্তোপদেশাৎ ॥ ৪৩ ॥ (পূঃ) ।

অক্ষরার্থ। “প্রৈষানুবচনং”—প্রৈষ এবং অনুবচন, “মৈত্রাবরুণস্ত”—মৈত্রাবরুণ নামক ঋষিকের (অনুষ্ঠেয় কর্ম), “উপদেশাৎ”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। উপদেশ অনুসারে সমাখ্যার বাধ হয়, ইহা সিদ্ধ হইলে, কোথায় তাহার সমস্ত ভাবে এবং কোথায় আংশিকভাবে বাধ হয়, তাহাই ইহার পরে দেখান হইবে । পূর্ব্ব অধিকরণে “তস্মামৈত্রাবরুণঃ প্রৈষ্যতি চান্ন চাহ” এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনুসারে প্রৈষানুবচন মৈত্রাবরুণ নামক ঋষিকের কর্ম । ইহাতে সংশয় এই যে, যেখানে বত আছে সকল প্রৈষ এবং সকল অনুবচনই মৈত্রাবরুণ নামক ঋষিকের পাঠ্য কি না । যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যা অনুসারে যে সমস্ত প্রৈষ এবং যে সমস্ত অনুবচন আধ্বর্ঘ্যব, হোত্র প্রভৃতি সমাখ্যায় প্রসিদ্ধ, সেইগুলি ঐ শ্রুতিবাক্য দ্বারা বাধিত হইবে ।

এই প্রকার সংশয়ের উত্তর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “প্রৈষানুবচনং মৈত্রাবরুণস্ত”—সকল প্রৈষ এবং সমুদায় অনুবচনই মৈত্রাবরুণের কর্তব্য । কারণ, “উপদেশাৎ”—শ্রুতি “তস্মামৈত্রাবরুণঃ প্রৈষ্যতি চান্ন চাহ” এই বাক্যে মৈত্রাবরুণ প্রেষণ করিবে এবং অনুবচন করিবে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন । এখানে যখন কোনও বিশেষ প্রৈষ এবং বিশেষ অনুবচন উল্লিখিত হয় নাই, তখন বাক্যের দ্বারা সমাখ্যার বাধই হইবে অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্য অনুসারে সমুদয় প্রৈষ এবং সকল অনুবচনই মৈত্রাবরুণের কর্তব্য । ইতি পূর্ব্বপক্ষ ।

পুরোনুবাক্যাধিকারো বা প্রৈষসন্নিধানাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পুরোনুবাক্যাধিকারঃ”—পুরোনুবাক্যা-অধিকারে ঐ বচনটি আছে অথবা পুরোনুবাক্যাতেই (মৈত্রাবরুণের) অধিকার, “বা”—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক, “প্রৈষসন্নিধানাৎ”—যে হেতু প্রৈষের সন্নিধান রহিয়াছে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তা বলিতেছেন—“পুরোনুবাক্যাধিকারো বা”—পুরোনুবাক্যাতেই মৈত্রাবরুণের অধিকার । যে হেতু,

“প্রৈষসন্নিধানাং”—প্রৈষের সন্নিধান রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত ঋতিবাক্যটি প্রৈষ সন্নিধানযুক্ত বলিয়া উহার দ্বারা পুরোহিতবাক্যোক্তেই মৈত্রাবরুণের অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, তাহা না হইলে “মৈত্রাবরুণঃ প্রৈষ্যতি চ অন্ন চ আহ” এই ঋতিবাক্য অনুসারে যদি প্রৈষ এবং অন্নবচনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে মৈত্রাবরুণের অধিকার বিহিত হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞাত “প্রৈষ্যতি চ অন্ন চ আহ” এই স্থলের চকারসহিত আখ্যাত দুইটির দ্বারা প্রৈষসহিত অন্নবচন লক্ষিত হইয়াছে; আর সেই প্রৈষ সহিত অন্নবচনে মৈত্রাবরুণের অধিকার বিধান করা হইয়াছে। এই যে প্রৈষ সহিত অন্নবচন—যে অন্নবচনের অন্তে প্রৈষ থাকে, ইহারই নাম পুরোহিতবাক্য। প্রৈষ অর্থ নিয়োগবাক্য; যেমন “যজ্জ,” “অনুজ্জহি” ইত্যাদি। আর অন্নবচন অর্থ অন্নভোজ্যার্থপ্রতিপাদক মন্ত্রের উচ্চারণ। প্রৈষসকল আধ্বর্যব—যে হেতু, অধ্বর্যুই প্রৈষকর্তা; আর অন্নবচনের সামাখ্যা হোত্র, কারণ, হোতাই অন্নবচন-কর্তা—অধ্বর্যু বাগ করেন, আর হোতা মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ যে প্রৈষ এবং অন্নবচন, উহা ব্যস্ত এবং সমস্ত ভেদে দ্বিবিধ; কতকগুলি ঋতিবাক্য আছে, যাহা কেবলমাত্র প্রৈষই বুঝায় এবং অপর কতকগুলি দেববচন আছে, যাহা কেবলমাত্র অন্নবচনেরই উপদেশ দেয়। সেইগুলি ব্যস্ত প্রৈষ এবং ব্যস্ত অন্নবচন। আবার কতকগুলি ঋতিবচন আছে, যাহাতে প্রৈষ এবং অন্নবচন উভয়ই থাকে। সুতরাং “মৈত্রাবরুণঃ প্রৈষ্যতি চান্ন চাহ” এই ঋতিবাক্যে প্রৈষসহিত অন্নবচনে অর্থাৎ সমস্তান্তক প্রৈষান্নবচনে মৈত্রাবরুণের অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাই মৈত্রাবরুণের কর্তব্য; কিন্তু যে সকল প্রৈষ বা অন্নবচন ব্যস্ত, সেগুলি মৈত্রাবরুণের পাঠ্য নহে, সেগুলি যথাক্রমে অধ্বর্যু এবং হোতারই উচ্চারণীয়।

অতএব এ স্থলে বাক্য এবং সামাখ্যার বিরোধ নাই বলিয়া ব্যস্ত বাক্যের দ্বারা সামাখ্যার বাধ হইবে না। কিন্তু সমুচিত বাক্যের দ্বারাই সামান্তসামাখ্যার বাধ হয় অর্থাৎ পুরোহিতবাক্যস্থলেই বিশেষ বচনানুসারে মৈত্রাবরুণের কর্তব্য হোতার কর্তব্য বাধপূর্বক ব্যবস্থিত হয়, কিন্তু এতাদৃশ স্থলে হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রাতরন্নুবাকে চ হোতৃদর্শনাং ॥ ৪৫ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “প্রাতরন্নুবাকে চ হোতৃদর্শনাং”—প্রাতরন্নুবাকে হোতার (কর্তব্য) দৃষ্ট হয় বলিয়া (সকল অন্নবচনই মৈত্রাবরুণের কর্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সকল অন্নবচনই যে মৈত্রাবরুণের কর্তব্য নহে,

তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “প্রাতঃরত্নবাক্যে হোতৃদর্শনাৎ”। অনুবাক, অনুবাক্যা এবং অনুবচন সমানার্থক। প্রাতঃকালের অনুবাক্যা হোতারই পঠনীয় বলিয়া যখন ঋতিমধ্যে “হোতুঃ প্রাতঃরত্নবাক্যমনুব্রুবত উপশৃণুয়াৎ” ইত্যাদি বচনে উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন সকল অনুবাকই যে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য, ইহা স্বীকার করা যায় না। অতএব সকল প্রৈষ এবং সকল অনুবচনে মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের অধিকার নাই। ইতি ২১শ প্রৈষান্ত অনুবচনে মৈত্রাবরুণের কর্তৃত্বানিয়মাধিকরণ। (সমখ্যাপ্রবোধনাধিকরণ)

चमसांश्चमसांश्चर्यावः समाख्यानां ॥ ४७ ॥ (पृः)

অশ্ৰুসার্থ। “চমসাস্থ্যাবঃ”—চমসাস্থ্যগণ, “চমসান্”—চমস
হোম করিবেন, “সমাখ্যানাৎ”—যে হেতু সমাখ্যা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চমসের দ্বারা যে হোম করা হয়, তাহা কি চমসা-
ধ্বৰ্যুর কর্তব্য অথবা অধ্বৰ্যুর অন্তর্ভুক্ত, ইহাই সংশয়। 'ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী
বলিতেছেন "চমসান্ চমসাধ্বৰ্যবঃ"—চমসাধ্বৰ্য্যগণই চমসে হোম করিবেন।
কারণ, "সমাখ্যানাং"—তাঁহাদের চমসাধ্বৰ্য্য এই প্রকার বিশেষ সমাখ্যা রহিয়াছে।
যদিও হোম অধ্বৰ্যুরই কর্তব্য, তথাপি, 'চমসাধ্বৰ্য্য' এই বিশেষ সমাখ্যার দ্বারা সামান্ত
সমাখ্যার বাধ হয় বলিয়া উহা আধ্বৰ্য্যব হইলেও চমসাধ্বৰ্য্যগণেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতি
পূর্বপক্ষ।

অধ্বযু'ব'। তন্যায়ত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অধ্বর্গ্যঃ”—অধ্বর্গ্য (চমসে হোম করিবেন), “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “তন্ম্যায়ত্বাৎ”—যে হেতু তাঁহারই স্থান নিয়ম আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অধ্বযুর্বা তন্ন্যায়ত্বাৎ”—
অধ্বযুর্ই চমসে হোম করিবেন, যে হেতু ত্রায়ানুসারে হোম অধ্বযুর্গই কর্তব্য।
যদি বলা হয়, আধ্বর্ঘ্যব এই সামান্ত্রসামাখ্যারূপ ত্রায় অনুসারে হোমমাত্রই অধ্বযুর্গ
কর্ম হইলেও চমসাধ্বর্ঘ্যব এই বিশেষ সমাখ্যা অনুসারে তাহার বাধ হইবে—যেহেতু
বিশেষের দ্বারা সামান্ত্রের বাধই হইয়া থাকে। তাহা হইলে বলিব,
“সামান্ত্র-নিরোপেক্ষো হি বিশেষস্তত্র বাধকঃ”

অর্থাৎ সামান্য নিরপেক্ষ যে বিশেষ, তাহা সামান্যকে বাধিত করে। কিন্তু এস্থলে চমসাদ্ব্যর্থ্যব এই বিশেষ সমাখ্যাটি সামান্যনিরপেক্ষ নহে—কিন্তু সামান্য উহার উপজীব্য, এ কারণে উহা সামান্যসাপেক্ষই হইতেছে; যেহেতু অধ্ব্যর্থ্য না হইলে চমসাদ্ব্যর্থ্য হইতে পারে না। সুতরাং অধ্ব্যর্থ্যকে বাধা দিতে গেলে চমসাদ্ব্যর্থ্য স্বয়ংই বাধিত হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা এস্থলে সামান্য সমাখ্যার বাধ হইবে না। কিন্তু “আধ্ব্যর্থ্যবঃ হোমঃ” এই বাক্যে আধ্ব্যর্থ্যব এই সমাখ্যাটি নিরপেক্ষ হওয়ার প্রবল বলিয়া তাহার দ্বারাই চমসাদ্ব্যর্থ্যব সমাখ্যার বাধ হইবে। অতএব সমর্থপক্ষে চমসহোম অধ্ব্যর্থ্যরই কর্তব্য। ইতি দিদ্ধান্ত।

চমসে চান্যদর্শনাৎ ॥৪৮॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “চমসে অগ্ন্যদর্শনাৎ চ”—চমসে অগ্নের অর্থাৎ চমসাদ্ব্যর্থ্য ছাড়া অগ্ন্য ব্যক্তির দর্শন আছে বলিয়াও (উহা চমসাদ্ব্যর্থ্যর কর্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থঃ। চমসে হোম যে চমসাদ্ব্যর্থ্যর কর্তব্য নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “চমসে চ অগ্ন্যদর্শনাৎ”। ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে, চমস চমসাদ্ব্যর্থ্যকে দিবেন, তিনি বসটকর্তাকে দিবেন, তিনি আবার হোম করিয়া চমসাদ্ব্যর্থ্যকে দিবেন ইত্যাদি। এ স্থলে বসটকর্তা অর্থাৎ অধ্যর্থ্যকেই হোমকর্তা বলা হইয়াছে। আরও “যো বা অধ্ব্যর্থ্যোঃ স্বং বেদ” এই বাক্যে ঋতি চমসকে অধ্ব্যর্থ্যরই স্ব বলিতেছেন। চমসে যদি অধ্ব্যর্থ্যর হোম কর্তব্য না হয়, তাহা হইলে তাহা অধ্ব্যর্থ্যর স্ব হইতে পারে না। অতএব চমসে অধ্ব্যর্থ্যকেই হোম করিতে হয়।

অশক্তৌ তে প্রতীয়েরন্ ॥৪৯॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “অশক্তৌ”—(অধ্ব্যর্থ্যর) অসামর্থ্য ঘটিলে, “তে”—তঁাহারা অর্থাৎ চমসাদ্ব্যর্থ্যগণ, “প্রতীয়েরন্”—প্রতীত হইবেন অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবেন।

ভাষ্যভাবার্থঃ। পূর্বপক্ষবাদী যদি আশঙ্কা উঠাইয়া বলেন যে,

৬৩৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

চমসাধ্ব্যুর যদি হোম না থাকে, তাহা হইলে চমসাধ্ব্যব এই সমাখ্যাটির গতি কি হইবে ? তাহা হইলে বলিব—“অশক্তো তে প্রতীয়েন্ন”—অধ্ব্যুর অসামর্থ্য ঘটিলে অর্থাৎ অধ্ব্যুর গ্রহহোমাদি কর্ম্মান্তরে যদি ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তখন তিনি চমসহোমে অসমর্থ হন বলিয়া তৎকালে চমসহোম চমসাধ্ব্যুরই কর্তব্য হইবে। যে হেতু, অধ্ব্যুর অপ্রাপ্তিতে বিশেষ সমাখ্যা অনুসারে চমস হোম চমসাধ্ব্যুরই অন্তর্গত হয়। ইতি ২২শ চমসহোমে অধ্ব্যুরকর্তৃক-
‘স্বাধিকরণ’।

বেদোপদেশাৎ পূর্ববদ্ বেদান্তত্বে যথোপদেশঃ সূত্র্যঃ ॥৫০॥(পূঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “বেদোপদেশাৎ”—বেদবিশেষে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই উপদেশ অর্থাৎ সমাখ্যা অনুসারে, “পূর্ববৎ”—পূর্বের তায় হইবে, “বেদান্তত্বে”—বেদান্তত্ব হইলেও অর্থাৎ অঙ্গসকল অত্তবেদে উপদিষ্ট হইলেও, “যথোপদেশঃ সূত্র্যঃ”—উপদেশ অর্থাৎ সমাখ্যা অনুসারেই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্বেন যাগ উদ্গাতৃবেদে অর্থাৎ সামবেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ বাজপেয় অধ্ব্যুরবেদে অর্থাৎ যজুর্বেদে বিহিত হইয়াছে। স্তুতরাং উদ্গাতৃ এই সমাখ্যা অনুসারে শ্বেন যাগের সমস্ত কর্ম্মই কি উদ্গাতার কর্তব্য অথবা তাহাতে অপরাপর ঋত্বিকেরও কর্ম্ম করণীয়, ইহাই সংশয়। বাজপেয় সধ্ব্যেও আধ্ব্যব এই সমাখ্যা অনুসারে ঐ একই প্রকার সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “বেদোপদেশাৎ পূর্ববৎ”—পূর্বাধিকরণে যেমন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সমাখ্যা অনুসারে চমসহোম অধ্ব্যুর অন্তর্গত, এ স্থলেও সেইরূপ বেদোপদেশ অর্থাৎ বেদের নামযুক্ত উদ্গাতৃ প্রভৃতি সমাখ্যা অনুসারে শ্বেন যাগ উদ্গাতারই কর্তব্য হইবে। স্তুতরাং “বেদান্তত্বে” “যথোপদেশঃ সূত্র্যঃ”—বেদের অত্ত্ব হইলেও অর্থাৎ অত্তবেদে উপদিষ্ট অঙ্গকলাপ এই কর্ম্ম অতিদেশ বিধি অনুসারে আনিতে হইলেও যেমন সমাখ্যা আছে, সেই ভাবেই কর্ম্ম হইবে অর্থাৎ উদ্গাতৃ এই সমাখ্যাবলে শ্বেনযাগের সকল কর্ম্মই উদ্গাতার অন্তর্গত ; এইরূপ আধ্ব্যব এই সমাখ্যা অনুসারে বাজপেয় যাগের সমস্ত কর্তব্যতাই অধ্ব্যুর সম্পাদনীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

তদগ্রহণাদ্ বা স্বধর্মঃ শ্রাদধিকারসামর্থ্যাৎ

সহস্রৈরব্যক্তঃ শেষে ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্যবহারার্থ। “তদগ্রহণাৎ”—তাহার অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কর্মের (ধর্ম) গ্রহণ করে বলিয়া, “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “স্বধর্মঃ শ্রাদ্”—স্বধর্ম হইবে অর্থাৎ অতিদেশবিধিপ্রাপ্ত ধর্মসকলের সহিত সংযুক্ত হইবে, “অধিকারসামর্থ্যাৎ”—অধিকার সামর্থ্য অনুসারে অর্থাৎ অতিদেশ বিধির প্রভাবে (যাহার দ্বারা কর্ম অধিকৃত অর্থাৎ আরম্ভ হয় তাহা অধিকার, এই প্রকারে অধিকার অর্থ অতিদেশবিধি) “অঙ্গৈঃ সহ”—সকল অঙ্গের সহিতই (ইতিকর্তব্যতার প্রবৃত্তি হইবে), “অব্যক্তঃ শেষে”—অবশিষ্ট স্থলে অব্যক্ত অর্থাৎ সমাখ্যানুযায়ী হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। বেদের নামযুক্ত সমাখ্যা অনুসারে শ্রেনবাগ সাকল্যে উদগাতারই কর্তব্য এবং বাজপেয় যাগ সমগ্রভাবে অক্ষয়্যুরই অনুষ্ঠেয় এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “তদগ্রহণাদ্ বা স্বধর্মঃ শ্রাদ্”—শ্রেনবাগ এবং বাজপেয় যাগ জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতি বলিয়া তাহার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অতিদেশ বিধির প্রভাবে জ্যোতিষ্টোম হইতে গৃহীত হয়। আর প্রকৃতিভূত কর্ম যে কার্য যে পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, বিকৃতিভূত ঐ শ্রেনবাগে যখন তাহার অতিদেশ হয়, তখন অতিদেশবিধির সামর্থ্যবশতঃ অঙ্গকর্ম সেই সমস্ত পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠেয়রূপেই অতিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে যে সমস্ত ঋদ্ধিক থাকেন, বিকৃতিভূত শ্রেনবাগেও সেই সমস্ত ঋদ্ধিক আবশ্যক। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “অধিকারসামর্থ্যাৎ স্বধর্মঃ শ্রাদ্।” আর এস্থলে এ কথা বলা সম্ভব হইবে না যে, সমাখ্যা প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রবল এবং অতিদেশ অনুমান হওয়ায় দুর্বল বলিয়া অতিদেশের দ্বারা সমাখ্যার বাধ হইতে পারে না। কারণ, সমাখ্যা লৌকিক হওয়ায় বৈদিক নহে, আর অতিদেশ অনুমানাস্বক হইলেও বৈদিক। এই কারণে সমাখ্যার দ্বারা বৈদিক শব্দের অনুমান করিয়া তবে বিধির সহিত একবাক্যতা করিতে হয়। পক্ষান্তরে অতিদেশবিধির স্থলে বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে হয় না কিন্তু দূরস্থিত বেদবাক্যের আকর্ষণ করিলেই চলে। আর তদনুসারে প্রধানবিধির একবাক্যতা করিলে বিশেষ বিশেষ অঙ্গকর্মে বিশেষ বিশেষ ঋদ্ধিকই ব্যবস্থিত হইয়া

থাকে। আরও সমাখ্যা প্রয়োগাধীন। প্রয়োগ আবার অঙ্গাধীন। অঙ্গ সকল আবার এস্থলে অতিদেশসাপেক্ষ। এই কারণে অতিদেশের বহু পরে সমাখ্যার প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তাহার দ্বারা এতাদৃশ স্থলে কর্তার ব্যবস্থা হইতে পারে না। তবে শ্বেনাদিবাগে যে যে কর্তৃ নূতন, সেই সেই কর্ত্ত্বের কর্ত্তা প্রকৃতিতে না থাকায় বিকৃতিভূত ঐ শ্বেনাদি বাগে তাহা অতিদেশবিধিসামর্থ্যে পাওয়া যায় না বলিয়া সেই সেই স্থলে সমাখ্যা অনুসারেই ব্যবস্থা হইবে। এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “অব্যক্তঃ শেষে”। অতএব শ্বেন বাগ কিংবা বাজপেয়বাগে সমাখ্যা অনুসারে কেবলমাত্র উদ্গাতা অথবা অধ্বর্যুরই কর্ত্ত্ব নাই, কিন্তু ইহাতেও ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক আবশ্যক। ইতি ২৩শ শ্বেনাদিবাগের অনেককর্ত্ত্বকর্ত্ত্বাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়ৈহধ্যায়ৈঃ ষষ্ঠমঃ পাদঃ ॥

স্বামিকর্ম পরিক্রয়ঃ কর্মণস্তদর্থত্বাৎ ॥১॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “পরিক্রয়ঃ”—পরিক্রয়, “স্বামিকর্ম”—কর্মস্বামী
বজ্রমানেরই অন্তর্গত, “কর্মণঃ তদর্থত্বাৎ”—যেহেতু কর্ম ফললাভের জন্তই
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপাদে সমাখ্যায় প্রামাণ্য দেখান হইয়াছে।
এই পাদে প্রধানতঃ তাহার বাধ প্রদর্শিত হইবে। জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞে ঋত্বিক-
পরিক্রয় নামে একটি কর্ম করিতে হয়। অর্থাৎ ঋত্বিকগণ যে কর্ম করেন, তাহাতে
তাহাদেরই ফলপ্রাপ্তি হওয়া উচিত। কিন্তু দক্ষিণা দিয়া ক্রয় করা হইলে সেই
পরিক্রয়ের জন্ত কর্মের ফল বজ্রমান অর্থাৎ যাগস্বামীরই হয়। ঐ পরিক্রয় কর্মটি
অধ্বর্যু বেদে পঠিত আছে বলিয়া আধ্বর্যুব এই সমাখ্যাবলে উহা অধ্বর্যুর কর্তব্য
কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সমাখ্যা অনুসারে ঐ
পরিক্রয় কর্মটি অধ্বর্যুর অন্তর্গত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “স্বামিকর্ম
পরিক্রয়ঃ”—ঐ পরিক্রয় কর্মটি কর্মস্বামীরই করণীয়। কারণ, “কর্মণঃ তদর্থত্বাৎ”
—কর্মটি ফলপ্রাপ্তির জন্তই অনুষ্ঠিত হয়। আর বজ্রমানই ফলপ্রার্থী বলিয়া
তাহারই উহা স্বয়ং সম্পাদন করা যুক্তিসঙ্গত। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাদিতরেবাং শ্রাৎ ॥২॥

অঙ্কন্যার্থ। “বচনাৎ”—বিশেষ বচন অনুসারে, “ইতরেবাং
শ্রাৎ”—অপরেরও হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্বত্রই কি পরিক্রয় বজ্রমানের কর্তব্য? তাহা
বদি হয়, তাহা হইলে “স জীন বরান দত্তাৎ” এই বাক্যে যে বরদান অর্থাৎ গোদান
বিহিত হইয়াছে, তাহা হোতার কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় তাহার ব্যাঘাত হইয়া
পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বচনাদিতরেবাং শ্রাৎ”—ঐরূপ স্থলে
বিশেষ বচন আছে; সুতরাং তাহা অপরেরই—ঋত্বিকেরই অন্তর্গত। যেহেতু,
“বচনিকে অর্থে ভ্রাতৃনবভারাত্” অর্থাৎ বচনবোধিত বিষয়ে যুক্তির স্থান নাই।
অতএব বচনবিহিত স্থলে পরিক্রয় বজ্রমানের কর্তব্য না হইয়া ঋত্বিকেরই
সম্পাদনীয় হয়। ইতি ১ম দক্ষিণাদানের বজ্রমান-কর্তৃকত্বাধিকরণ।

সংস্কারান্ত পুরুষসামর্থ্যে যথাবেদং

কর্মবদ্ ব্যবতিষ্ঠেরন ॥ ৩ ॥ (পৃঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ । “সংস্কারাঃ”—সংস্কারসকল, “তু”—প্রত্যবস্থানে অথবা অধিকরণান্তরসূচক, “যথাবেদং ব্যবতিষ্ঠেরন”—যথাবেদ অর্থাৎ সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থিত হইবে, “কর্মবৎ”—কর্মের আন্ব অর্থাৎ কর্মসকল যেমন সমাখ্যা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ঋত্বিকের কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত হয় সেইরূপ, “পুরুষসামর্থ্যে”—যেহেতু তাহাতে পুরুষের ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শাস্ত্রীয় যোগ্যতা হয় ।

ভাষ্যভাবার্থঃ । ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “কেশশ্রবণপতে” ইত্যাদি বচনে কেশশ্রবণবপন, নথনিকুন্তন, দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কার শাস্ত্রীয়রূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । ঐ সংস্কারগুলি কি ঋত্বিকের কর্তব্য অথবা যজমানের অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সংস্কারান্ত যথাবেদং ব্যবতিষ্ঠেরন কর্মবৎ”—কর্মের কর্তৃত্ব যেমন সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থিত হয়, ইহা পূর্বপাদেব একবিংশ অধিকরণ প্রভৃতি স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেইরূপ ঐ সমস্ত সংস্কারগুলিও সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থিত হইবে । আর ঐগুলি অধ্বয্যুবেদে উপদিষ্ট হওয়ায় আধ্বয্যব এই সমাখ্যার বিষয় বলিয়া সমাখ্যা অনুসারে অধ্বয্যুর অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ সংস্কারগুলি অধ্বয্যুগামী হইয়া অধ্বয্যুরই কেশশ্রবণবাদি হইবে । যেহেতু এই প্রকার সংস্কারের দ্বারা কর্মে ঋত্বিকের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য* জন্মে । এইজন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “সামর্থ্যে” । ইতি পূর্বপক্ষ ।

* কর্মকর্তা পুরুষের সামর্থ্য দুই প্রকার—এক লৌকিক সামর্থ্য, অপর শাস্ত্রীয় সামর্থ্য । যে সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম কর্তার সংস্কাররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলির আচরণে কর্তার মধ্যে ফলগ্রহণযোগ্যতা জন্মে, তাহাই শাস্ত্রীয় সামর্থ্য । সেই সংস্কারগুলি যদি অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে কর্তা ফল পাইবেন না, অথবা ঋত্বিকগণ যদি সেই সেই সংস্কার (বাহা তাঁহাদের জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে) না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃত কর্মও ফলপ্রদ হইবে না । আর কর্তার যোগ্যতা হয় কি না এবং অসংস্কৃত ঋত্বিকগণের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম ফলপ্রদ হয় কি না, তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য অনুসারেই নির্ণয় করিতে হয় । এই কারণেই ইহাকে শাস্ত্রীয় সংস্কার বলা হইয়া থাকে ।

যাজমানাস্ত তৎপ্রধানত্বাৎ কর্মবৎ ॥৪॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “যাজমানাঃ”—যজমান সম্বন্ধীয় অর্থাৎ যজমান-গামীই হইবে, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবহিত্যচক, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে-হেতু পুরুষপ্রধানত্ব অর্থাৎ পুরুষের প্রাধান্য রহিয়াছে, “কর্মবৎ”—প্রধান কর্মের ত্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যাজমানাস্ত”—এ যে বপনাদি সংস্কার ঐগুলি যজমানগামীই হইবে। কারণ, “কর্মবৎ তৎপ্রধানত্বাৎ”—প্রধান কর্মের ত্যায় এখানেও পুরুষের প্রাধান্য রহিয়াছে। প্রধান কর্ম যে ত্যাগ, তাহাতে যেমন যজমানেরই অধিকার, যেহেতু সে ফলভোক্তা বলিয়া তাহারও স্বয়ং কিছু করা আবশ্যক, আর এমন একটা কিছু করা দরকার, বাহা করিলে ফলজনক কর্মের সবগুলিই করা হয়, সেই জন্ত দক্ষিণাত্যাগই যজমানের কর্তব্য, সেইরূপ যজমান যে কর্ম করিবে, সেই কর্মে তাহার যোগ্যতাও আবশ্যক। আর—এই যে বপনাদি সংস্কার, ইহাতে যজমানের শাস্ত্রীয় যোগ্যতা জন্মায়। আর সেই যোগ্যতার প্রভাবে কর্মের অধিকারী হইয়া পরে সমস্ত কর্মে স্বয়ং অসমর্থ হয় বলিয়া তৎসম্পাদনের জন্ত ঋত্বিক্ পরিক্রম করিয়া থাকে। এই কারণে বপনাদি সংস্কার যজমানেরই কর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

ব্যপদেশাচ্চ ॥৫॥

অঙ্কন্যার্থ। “ব্যপদেশাৎ চ”—ব্যপদেশ অর্থাৎ নির্দেশ আছে বলিয়াও (উহা যজমানগামী)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ সমস্ত সংস্কার যে ঋত্বিক্গণের নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“ব্যপদেশাৎ চ”। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “তমভ্যনক্তি, শরেবীকরানক্তি”। অর্থাৎ তাহাকে অভ্যঞ্জন করিয়া দিবে এবং শরবৃক্ষের ঈষিকার দ্বারা (পত্রের দ্বারা) অঞ্জন পরাইয়া দিবে। এ স্থলে “অভ্যনক্তি” এবং “অনক্তি” এই দুইটি পদেই পরস্পরপদের প্রয়োগ আছে বলিয়া বুঝা যায় যে, অভ্যঞ্জনজন্ত ফল যজমানগামী। এস্থলে যোগ্যতাই সেই ফল হইতেছে। আর ঋত্বিক্গণ অভ্যঞ্জন এবং বপনাদি করিলে যে যজমানের মধ্যে যোগ্যতা জন্মিবে, তাহা হইতে পারে না। এই কারণে ঐ ব্যপদেশ হইতেও জানা যায় যে, উহা যজমানগামী।

গুণত্বে * তত্ত্ব নির্দেশঃ ॥৬॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “গুণত্বে (গুণত্বেন)” — গুণরূপে, “তত্ত্ব নির্দেশঃ” — তাহার অর্থাৎ সেই বপনাদি কর্মের নির্দেশ অর্থাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সমাখ্যা যে এ স্থলে অনুসরণীয় নহে, তাহার হেতু বলিতেছেন — “গুণত্বে তত্ত্ব নির্দেশঃ”। যে-স্থলে কর্ম প্রধান এবং পুরুষ গুণভূত হয়, কর্ম সম্পাদিত হইবার জন্ত কর্তৃপুরুষের আকাঙ্ক্ষা হয় — কে এই কর্ম করিবে, এই প্রকার জিজ্ঞাসা হয়, তথায় সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে বপনাদি কর্ম পুরুষের সংস্কাররূপে বিধীয়মান বলিয়া পুরুষই প্রধান এবং কর্ম গুণভূতই হইতেছে। এই কারণে এস্থলে কর্মের কর্তৃ-আকাঙ্ক্ষা না থাকায় সমাখ্যা-বলে বিনিয়োগ হইবে না।

চোদনাং প্রতি ভাবাচ্চ ॥৭॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “চোদনাং প্রতি” — অপূর্বের জন্ত, “ভাবাং চ” — বিদ্যমানতা আছে বলিয়াও অর্থাৎ তজ্জন্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ সংস্কারগুলি যে যজমানগামী, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “চোদনাং প্রতি ভাবাং চ”। এই সংস্কারগুলি অপূর্বের জন্ত বিহিত হইয়াছে। আর সন্নিকৃষ্টদ্রব্যরূপ যজমানই প্রধানাপূর্বের আশ্রয় বলিয়া অপূর্বের অনুরোধে সন্নিকৃষ্ট যজমানই বপনাদির সংস্কাররূপে গৃহীত হয়।

অতুল্যত্বাদসমানবিধানাঃ স্মৃঃ ॥৮॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “অতুল্যত্বাৎ” — তুল্যতা নাই বলিয়া, “অসমান-বিধানাঃ স্মৃঃ” — (ঐ সংস্কারগুলি) যজমান এবং ঋত্বিকের পক্ষে সমান বিধিবোধিত হইবে না অর্থাৎ উভয়েরই জন্ত বিহিত হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ যদি আশঙ্কা উঠাইয়া বলেন যে, এই নিয়মামুসারে উহা যজমানগামী এবং সমাখ্যা-বলে উহা ঋত্বিকগামী, এইরূপে উভয়সংস্কারকই হইবে; কারণ, ইহাতে কোনও বিরোধই হয় না, যে হেতু

*এ স্থলে “গুণত্বেন” এইরূপ পাঠও শাস্ত্রদীপিকাদিসম্মত।

ঐ সংস্কারগুলি গুণভূত বলিয়া প্রত্যেক প্রধানের "(পুরুষের) উদ্দেশ্যে আবৃত্ত হইতে পারে। তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব "অতুল্যবাদসমানবিধানাঃ সূত্র্যঃ"—এ স্থলে ঋত্বিক্ এবং বজ্রমানের তুল্যতা নাই বলিয়া উভয়েরই উদ্দেশ্যে একই বিধির দ্বারা সংস্কারগুলি বিহিত হইতে পারে না। কারণ, বজ্রমান ফলভোক্তা বলিয়া তাহার মধ্যেই অলৌকিক যোগ্যতা অর্থাৎ অপূর্বপ্রযুক্ত (অপূর্বের উৎপত্তির জন্ত তদ্বারা অপেক্ষিত) শাস্ত্রীয় যোগ্যতা আবশ্যক; কিন্তু ঋত্বিক্ গণের সে যোগ্যতার কোনও প্রয়োজন নাই। ঋত্বিক্গণের কর্মসমাধা করিবার জন্ত যতটুকু আবশ্যক তাবৎপরিমাণ যোগ্যতা থাকিলেই হইবে। এই কারণে তাঁহাদের শাস্ত্রীয় যোগ্যতা অর্থাৎ অপূর্ব প্রযুক্ত যোগ্যতার আবশ্যকতা নাই। আরও ঋত্বিক্গণ যদি অপূর্বপ্রযুক্ত হইয়া করেন, তাহা হইলে বজ্রমানের করা হইবে না—এক যদি পরিক্রম করি না হয়, তাহা হইলে বজ্রমানের দ্বারা কারিতও হইবে না। এই জন্ত বাহা প্রধানকর্ম তাহা ফলভোক্তা বজ্রমানেরই কর্তব্য বলিয়া তাহারই সংস্কার অপেক্ষিত কিন্তু ঋত্বিক্গণের সংস্কারাপেক্ষা নাই। এই হেতু তুল্যতা না থাকায় সমানবিধানতাও হইতে পারে না।

(ইতি—২য় বপনাদি সংস্কারের বাজ্রমানতাদিকরণ)।

তপশ্চ ফলসিদ্ধিত্বাল্লোকবৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তপঃ চ"—অনশনাদি তপস্তাও (বজ্রমানে, কর্তব্য), "ফলসিদ্ধিত্বাৎ"—যে হেতু তাহাও ফলসিদ্ধির জন্ত অপেক্ষিত, "লোকবৎ"—লৌকিক কর্মের ত্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে শ্রুতিমধ্যে "দ্ব্যহ্ন নাম্নাতি ত্র্যহ্ন নাম্নাতি" অর্থাৎ "দুই দিন খাবে না, তিন দিন খাবে না" ইত্যাদি বচনে অনশনরূপ তপস্তা উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা কি বজ্রমানের অন্তর্ভুক্ত অথবা সমাখ্যা অন্তর্ভুক্ত অধ্বয্যুর কর্তব্য, ইহাই সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—ঐ উপবাসাদি তপস্তা যখন কষ্টসাধ্য, আর কষ্টের লাঘবের জন্তই যখন ঋত্বিক্গণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তখন উহা অধ্বয্যুরই আচরণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "তপশ্চ ফলসিদ্ধিত্বাৎ লোকবৎ"—অনশনাদি তপস্তাও বজ্রমানেরই কর্তব্য, কারণ, তাহাও ফলসিদ্ধির উপায়। যেহেতু, লৌকিক কর্মে যেমন দেখা যায় যে কষ্ট না করিলে ফল পাওয়া যায় না, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রোক্তনিয়মে কষ্ট

করায় যজ্ঞীয় ফলের প্রতিবন্ধকরূপে পাপ দূর হইয়া যায়, আর তখন যজ্ঞমান কল-
ভোগের যোগ্য হয় ; এই কারণে তাহারই তপস্তা আচরণীয় । ইতি সিদ্ধান্ত ।

বাক্যশেষশ্চ তদ্বৎ ॥১০॥

অক্ষরার্থ। “তদ্বৎ”—সেইরূপ, “বাক্যশেষঃ চ”—বাক্যশেষ
অর্থাৎ অর্থবাদও আছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। অনশনাদি তপস্তা যে যজ্ঞমানেরই কর্তব্য, তাহার
আরও হেতু বলিতেছেন—“বাক্যশেষশ্চ তদ্বৎ” । ঋতিমধ্যে যে বাক্যে অনশনরূপ
তপস্তা বিধান করা হইয়াছে, তাহার পরই অর্থবাদবাক্যে ঋতি বলিতেছেন “যদা
বৈ পুরুষে ন কিঞ্চিনাস্তভবতি যদাস্ত কৃষ্ণং চক্ষুষো নশ্চতি অথ মেধ্যতমঃ”—ফলিতার্থ
এই যে, অনশনের ফলে পুরুষ বখন কৃষ্ণ হয়, তাহার মধ্যে যখন চক্ষুর থাকে না,
দেহের অসার অংশ নষ্ট হওয়ার যখন লবু হয়, এইভাবে যখন চক্ষুর শক্তি ক্ষীণ
হইয়া যায়, তখন সে অতি পবিত্র হয়—মেধাই হয় । এস্থলে অনশনাদির দ্বারাই
যে পুরুষ মেধাই হয় অর্থাৎ যজ্ঞাই হয় (কারণ, মেধ অর্থে যজ্ঞ) তাহা বলা হইয়াছে ।
এই কারণে উহা যজ্ঞমানেরই কর্তব্য ।

বচনাদিতরেবাং শ্রাৎ ॥১০॥

অক্ষরার্থ। “বচনাং”—বচন অনুসারে, “ইতরেবাং শ্রাৎ”—
অপরেরও (ঋত্বিগ্গণেরও) হয় অর্থাৎ অনশনাদি তপস্তা কর্তব্য হয় ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ আশঙ্কা উপাধন করিয়া বলেন যে, সর্বত্রই
কি এই নিয়ম যে যজ্ঞমানই উপবাস করিবে—এই জন্ত তাহার উত্তরে বলিতেছেন,
“বচনাদিতরেবাং শ্রাৎ”—যে স্থলে বিশেষ বচন আছে, তথায় সেই বচনবলেই
অপরেরও অর্থাৎ ঋত্বিগ্গণেরও অনশনাদি কর্তব্য হইবে । ইতি ৩য় তপস্তার
যজ্ঞমানস্বাদিকরণ ।

গুণত্বাচ্চ বেদেন ন ব্যবস্থা সাৎ ॥১২॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “গুণত্বাৎ “চ”—গুণত্ব আছে বলিয়াও, “বেদেন”
—বেদ অনুসারে, “ব্যবস্থা ন শ্রাৎ”—ব্যবস্থা হইবে না । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে শ্বেনবাগ প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “লোহিতোক্ষীবা লোহিতবসনা ঋদ্ধিঃ প্রচরন্তি” অর্থাৎ “ঋদ্ধিগ্গণ লোহিত উক্ষীবা ও লোহিতবসনযুক্ত হইয়া কর্ম করিবেন।” এইরূপ, বাজ্রপেয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে “হিরণ্যমালিন ঋদ্ধিঃ প্রচরন্তি” অর্থাৎ ঋদ্ধিগ্গণ হিরণ্যর মাল্যযুক্ত হইয়া কার্য করিবেন।” শ্বেনবাগ উদ্গাতৃবেদে এবং বাজ্রপেয় অধ্বৰ্য্যবেদে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উহার যথাক্রমে উদ্গাতা এবং আধ্বৰ্য্যব এই সমাখ্যার বিষয়। পূর্ব্ব অধিকরণে অনশনাদি তপস্তা যে ঋদ্ধিকের পক্ষে অনুষ্ঠেয়, তাহার কোনও বচন ছিল না,—এই কারণে যুক্তি অনুসারে তাহা যজ্ঞমানেরই কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে? কিন্তু এখানে ঋদ্ধিগ্গণেরই জ্ঞাত লোহিতোক্ষীবৎ ও লোহিতবসনত্ব এবং হিরণ্যমালিন্ত্ব বিহিত হইয়াছে বলিয়া উহা যে ঋদ্ধিগ্গণেরই ধর্ম্ম, তাহা অবধারিত। কিন্তু এস্থলে স্মরণ এই যে, সমাখ্যা অনুসারে উহা কি ঋদ্ধিগ্গণবিশেষেরই ধর্ম্ম হইবে, অথবা সমাখ্যাকে অনাদৃত করিয়া উহা অবিশেষে সকল ঋদ্ধিকেরই ধর্ম্ম হইবে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, উদ্গাতা এবং আধ্বৰ্য্যব এই সমাখ্যা অনুসারে উহা ঋদ্ধিগ্গণবিশেষেরই ধর্ম্ম হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “গুণত্বাং চ বেদেন ন ব্যবস্থা শ্রাৎ”। যে স্থলে কর্ম প্রধান এবং পুরুষ গুণভূত, তথায় সমাখ্যা অনুসারে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এস্থলে যখন পুরুষ প্রধান এবং লোহিতোক্ষীবৎ, হিরণ্যমালিন্ত্ব প্রভৃতিগুলি তাহার বিশেষণ বা গুণ, তখন প্রধানের অনুরোধে গুণের আবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া ঐগুলি অবিশেষে সকল ঋদ্ধিকেরই ধর্ম্ম হইবে। * ইতি ৪র্থ ঋদ্ধিক-সংস্কার সকলের সকল ঋদ্ধিগ্গ্ধর্ম্মতা অধিকরণ।

তথা কামোহর্থসংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “কামঃ তথা”—কামনাও সেইরূপ হইবে, “অর্থ-সম্বন্ধাৎ”—যে হেতু তাহা অর্থের সহিত অর্থাৎ যাগফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে স্রোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “যদি কাময়েত বরুণঃ পজ্জন্তু শ্রাৎ নীচৈঃ সদো মিমুয়াৎ” অর্থাৎ “পজ্জন্তু বর্ষণশীল

* এই স্থটিকে পূর্ব্ব অধিকরণের শেষরূপে বর্ণনা করিয়া পরে পুনরুক্তি হয় বলিয়া ভাষ্যমধ্যে এই প্রকারে অধিকরণান্তরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

হউন :ইহা যদি কামনা করে, তাহা হইলে নীচুভাবে সদোমগুপ পরিমাণ করিতে হইবে।" এস্থলে সংশয়, এই যে সদোমগুপপরিমাণের হেতুভূত কামনা, ইহা কি বজ্রমানের অথবা ইহা অধ্বৰ্য্যুর ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সদোমগুপ পরিমাণ কার্যটি যখন অধ্বৰ্য্যুরই কর্তব্য, তখন এই কামনাবিশেষটিও অধ্বৰ্য্যুরই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "কামন্তথা"—এই যে কামনা, ইহাও সেইরূপ অর্থাৎ অনশনাদি তপস্তার দ্বারা হইবে অর্থাৎ ইহা বজ্রমানসংক্রান্তই হইবে। কারণ "অর্থসম্বন্ধা"—যাগকালের সহিত বজ্রমানেরই সম্বন্ধ আছে। আর এই যে কামনা, ইহারও উদ্দেশ্যীভূত ফল যাগেরই প্রভাবে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহাও বজ্রমানেরই হওয়া উচিত। আরও "মিল্লয়াৎ" এই পদে যে পরস্মৈপদের প্রয়োগ আছে, তাহা হইতে ইহা নিরূপিত হয়। কারণ, "মি" ধাতু ঐৎ (উভয়পদী) বলিয়া ফল অধ্বৰ্য্যুগামী হইলে তাহার পরস্মৈপদে প্রয়োগ হইত না, কিন্তু "স্বরিতঐতঃ কত্র ভিপ্রায়ে ক্রিয়াকলে" এই পাণিনিয় নিয়মানুসারে আত্মনেপদীই হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন এই কামনা যে অধ্বৰ্য্যুর নয় কিন্তু বজ্রমানেরই, তাহা অবধারিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

ব্যপদেশাদিতরেবাং স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ব্যপদেশাৎ"—ব্যপদেশ অর্থাৎ বিশেষ নির্দেশ অনুসারে, "ইতরেবাং স্যাৎ"—অন্তের অর্থাৎ ঋত্বিকগণেরও (কামনা) হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। এই নিয়মই কি সার্বত্রিক যে কামনা বজ্রমানেরই হইবে—অন্ত কাহারও অর্থাৎ ঋত্বিকগণেরও তাহা হইতে পারে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "ব্যপদেশাৎ ইতরেবাং স্যাৎ"—যেখানে বিশেষ বচনের দ্বারা নির্দেশ করা আছে, তথায় ঋত্বিকগণেরও কামনা হইতে পারিবে। যেমন "একবিদ্বদগাতা আত্মনে বা বজ্রমানায় বা যঃ কামঃ কাময়তে তম্ আগায়তি" অর্থাৎ "এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তাদৃশ উদ্গাতা নিম্নের জন্তই হউক অথবা বজ্রমানের জন্তই হউক, যে কামনা পোষণ করেন—যে ফল ইচ্ছা করেন, তাহার জন্ত গান করেন, ইত্যাদি বচনে ঋত্বিকেরও কামনা নির্দেশ করা আছে বলিয়া এতাদৃশস্থলে বজ্র অন্তের হইলেও ঋত্বিকেরও কামনা থাকিলে সেই অঙ্গক্রিয়ার প্রভাবে ফলবিশেষপ্রাপ্তি ঋত্বিকেরও হইয়া থাকে। ইতি ৫ম গুণজ্ঞত্বকামনা সকলের বাজ্রমানত্বাধিকরণ।

মন্ত্রাংচাকর্মকরণান্তত্বং ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অকর্মকরণাঃ”—বাহ্য কর্মের করণ অর্থাৎ আরক নহে তাদৃশ, “মন্ত্রাঃ চ”—মন্ত্রসকলও “তত্বং”—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্বাধিকরণোক্ত কামনার তায় বজ্রমান সংক্রান্তই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে “আয়ুর্দা অগ্নেহশ্রায়মে দেহি” অর্থাৎ “হে অগ্নি, তুমি আয়ুর্দা হইতেছ আমার আয়ুঃ দান কর” ইত্যাদি প্রকার যে সকল মন্ত্র আছে, তাহা অধ্বর্ষ্য্যুকাণ্ডে পঠিত বলিয়া অধ্বর্ষ্য্যব এই সমাখ্যা অনুসারে কি অধ্বর্ষ্য্যর পাঠ্য হইবে, অথবা বজ্রমানেরই পঠনীয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সমাখ্যা অনুসারে ইহা অধ্বর্ষ্য্যরই পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অকর্মকরণাঃ মন্ত্রাঃ চ তত্বং”—এ সমস্ত মন্ত্রগুলি কর্মকরণ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের আরক নহে বলিয়া ঐগুলি লিঙ্গ অনুসারে বজ্রমানেরই পঠনীয় হইবে, কারণ, এখানে লিঙ্গ অনুসারে ঐ মন্ত্রটি হইতে আয়ুঃ প্রার্থনারূপ অর্থই প্রকাশিত হইতেছে। আর ঐ আয়ুঃ ফলবিশেষ বলিয়া এবং কর্মসাধ্য ফল বজ্রমানেরই প্রাপ্য বলিয়া বজ্রমানেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিপ্রযোগে চ দর্শনাং ॥ ১৬ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “বিপ্রযোগে”—অগ্নিবিষুক্তস্থলে অর্থাৎ প্রবাসে, “দর্শনাং চ”—দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ প্রকার মন্ত্র যে বজ্রমানেরই পাঠ্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “বিপ্রযোগে দর্শনাং চ”। প্রবাসে অর্থাৎ বিদেশে থাকিবার জন্ত অগ্নি দূরস্থ হইলেও “ইহৈব সন্ তত্র সন্ত্য ভাগ্নে” ইত্যাদি বলিয়া অগ্নির উপস্থান করিতে হয়। ইহা কিন্তু বজ্রমান ছাড়া অধ্বর্ষ্য্যর হইতে পারে না। কারণ, কর্মসমীপস্থ না হইলে অধ্বর্ষ্য্য হওয়া যায় না। এই কারণে ইহা হইতেও জানা যায় যে, “আয়ুর্দা অগ্নে” ইত্যাদি মন্ত্র বজ্রমানেরই পাঠ্য। ইতি ঙ্ঠ আয়ুর্দা ইত্যাদি মন্ত্রের বজ্রমানস্বাদিকরণ।

দ্ব্যান্নাতেষুভৌ দ্ব্যান্নাতস্যার্থবদ্ধাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অস্ফরার্থ। “দ্ব্যান্নাতেষু”—দ্ব্যান্নাত অর্থাৎ ঋতিমধ্যে দুইবার উল্লিখিত মন্ত্র সকলে, “উভৌ”—দুই জনে অর্থাৎ অধ্বর্যু এবং যজমান উভয়েই (বাচক হইবে), দ্ব্যান্নাতস্য অর্থবদ্ধাৎ—যে হেতু ইহাতেই ঋতি-মধ্যে যে দুইবার উল্লেখ আছে তাহার সার্থকতা থাকে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “বাজস্ত মা প্রসবেন” ইত্যাদি মন্ত্রগুলি আধ্বর্যব কাণ্ডে এবং যজমান কাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্ত ইহাতে এই প্রকার সন্দেহ হয় যে, ঐগুলি কি উভয়ের মধ্যে যে কেহ পাঠ করিলেই চলিবে, অথবা ঐগুলি অধ্বর্যুরই পাঠ্য, কিংবা উহার যজমানেরই পঠিতব্য, অথবা ঐগুলি উভয়েরই পঠনীয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, নিয়মাদৃষ্টের জন্তই যখন মন্ত্রপাঠ, আর যে কেহ এক জন পাঠ করিলেই যখন তাহা চরিতার্থ হয়, তখন উভয়ের পাঠ করিবার কোনও কারণ নাই—প্রত্যুত ইহাতে গৌরবই হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “দ্ব্যান্নাতেষু উভৌ”—ঐ সমস্ত দ্ব্যান্নাত অর্থাৎ একই প্রকরণে স্থলদ্বয়ে পঠিত মন্ত্র সকলের বিষয়ে যজমান এবং অধ্বর্যু উভয়েই বাচক (পাঠক) হইবে অর্থাৎ উভয়েই পাঠ করিবে। কারণ, “দ্ব্যান্নাতস্য অর্থবদ্ধাৎ”—ইহা হইলে তবেই ঐ যে দুই বার উল্লেখ আছে তাহার সার্থকতা হয়—অতথা উভয়কাণ্ডে উহার যে পাঠ আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। আরও একজন মাত্র পাঠ করিলেও নিয়মাদৃষ্ট হয় বটে কিন্তু নিয়মাদৃষ্ট স্থলে দৃষ্ট দ্বাবাই অপূর্ব হইয়া থাকে। আর অম্লষ্ঠেরার্থস্বারকতাই মন্ত্রের দৃষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু এখানে অধ্বর্যুর পাঠে এবং যজমানের পাঠে মন্ত্রের অর্থ ভিন্নই হইয়া থাকে। কারণ, ঐ মন্ত্রের পাঠে অধ্বর্যুর এই জ্ঞান হয় যে, এই মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত কৰ্ম্মটি আমি অম্লষ্ঠান করিব, আর ইহা পাঠে যজমানের এই প্রকার বোধ জন্মে যে, আমি ইহাতে প্রমত্ত (প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ অসাবধান) না হই। এই প্রকারে দৃষ্টার্থ বিভিন্নই হইতেছে বলিয়া, ইহা এক জনের দ্বারা পঠিত হইলে নিয়মাদৃষ্ট সম্পূর্ণ হইবে না। অতএব ঐ সমস্ত মন্ত্র উভয়েরই পাঠ্য। ইতি ৭ম দ্ব্যান্নাত মন্ত্রসকলের উভয় প্রয়োজ্যত্বাধিকরণ।

জ্ঞাতে চ বাচনং নহ্যবিদ্বান্ বিহিতোহস্তি ॥ ১৮ ॥ (.সিঃ)

অস্ফরার্থ। “জ্ঞাতে চ বাচনং”—জ্ঞাত মন্ত্রেরই বাচন অর্থাৎ

পাঠ করান হয়, “হি”—যে হেতু, “অবিদ্বান্ ন. বিহিতঃ অস্তি”—অবিদ্বান্ ব্যক্তি বিহিত অর্থাৎ অধিকারী নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে বাজপেয় প্রকরণে “কমীপ্তীর্ষজ্ঞমানঃ বাচয়তি” অর্থাৎ “যজ্ঞমানকে কমপ্তি মন্ত্র পাঠ করাইবে” ইত্যাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। “আয়ুর্বজ্ঞেন কল্পতাম্” ইত্যাদি ‘কপ্’ ধাতুযুক্ত মন্ত্রগুলির নাম কমপ্তি মন্ত্র। ঐগুলি কি অনভিজ্ঞ যজ্ঞমানকেই পাঠ করাইতে হইবে, অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উহা পাঠ করিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই পাঠ করিতে হইবে, এরূপ উক্তি যখন নাই, আর অনভিজ্ঞ-ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলে সেও যখন পাঠ করিতে পারে, তখন উহা অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ সকলেরই পাঠ্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “জ্ঞাতে চ বাচনম্”—জ্ঞানবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উহা পাঠ করিবে। কারণ, “ন হি অবিদ্বান্ বিহিতঃ অস্তি”—অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কণ্ঠের অধিকারী নহে, ইহা অধ্যয়নবিধির দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। ইতি ৮ম বাজপেয়াদিতে অভিজ্ঞেরই বাচন অধিকরণ।

যাজ্ঞমানে সমাখ্যানাং কর্ম্মাণি যাজ্ঞমানং স্ম্যঃ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “যাজ্ঞমানে সমাখ্যানাং”—যাজ্ঞমানকাণ্ডে সমাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া, “কর্ম্মাণি”—সেই সকল কর্ম্ম, “যাজ্ঞমানং স্ম্যঃ”—যজ্ঞমান সম্বন্ধীয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে যাজ্ঞমান কাণ্ডে “বৎসং চোপাবস্রজতি উখাং চাধিশ্রয়তি” ইত্যাদি বাক্যে দ্বাদশটি কর্ম্মবৎস সম্পাদন উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি কি সমাখ্যা অন্তরে যজ্ঞমানের কর্ম্মবৎ অথবা ঐগুলি অধ্বয্যুর অন্তর্ভুক্ত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “কর্ম্মাণি যাজ্ঞমানং স্ম্যঃ”—ঐ যে দ্বাদশটি দ্বন্দ্বকর্ম্ম সম্পাদন তাহা বাহাতে যাজ্ঞমান অর্থাৎ যজ্ঞমান সম্বন্ধীয়—যজ্ঞমানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাই হইবে; কারণ, “যাজ্ঞমানে সমাখ্যানাং”—ঐগুলি যাজ্ঞমান কাণ্ডে পঠিত হইয়াছে। আর বাহা যাজ্ঞমান কাণ্ডে পঠিত, তাহা যজ্ঞমানেরই স্বয়ং অন্তর্ভুক্ত। ইতি পূর্বপক্ষ।

অধ্বয্যুর্বা তদর্থো হি ন্যায়পূর্বং সমাখ্যানম্ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অধ্বয্যুঃ”—অধ্বয্যুই উহার অন্তর্গত হইবে,

“বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “হি”—যে হেতু, “তদর্থঃ”—তাহার জ্ঞত অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্মের জ্ঞতই (অধ্বর্ষ্য প্রভৃতি ঋত্বিক ক্রীত হইয়া থাকেন), “ত্ৰায়পূর্বঃ সমাখ্যানম্”—সমাখ্যা ত্ৰায়পূর্বক অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ না হইয়াই বস্তুর প্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অধ্বর্ষ্যবা তদর্থো হি”—অধ্বর্ষ্য প্রভৃতি ঋত্বিকগণকে যখন যজ্ঞমানেরই করণীয় কর্মকলাপ সম্পাদন করিবার জ্ঞতই দক্ষিণা দিয়া পরিক্রম করা হয়, আর সাধারণ হোমাদি কর্ম যখন অধ্বর্ষ্যরই কর্তব্য, তখন ঐ দ্বাদশটি দ্বন্দ্ব কর্মও অধ্বর্ষ্যরই অন্তর্গত হইবে। আরও যাজ্ঞমান কাণ্ডটি অবাস্তব কাণ্ড, কিন্তু আধ্বর্ষ্যব কাণ্ডই মহাকাণ্ড। আর সেই আধ্বর্ষ্যব কাণ্ডরূপ মহাকাণ্ডেই ঐ দ্বাদশটি দ্বন্দ্বকর্ম উপলিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে উহা অধ্বর্ষ্যরই কর্তব্য। যদি বলা হয়, আধ্বর্ষ্যব সমাখ্যা ব্যাপিকা এবং যাজ্ঞমান সমাখ্যা ব্যাপ্যা। এই কারণে ব্যাপ্যের বাধ হইলে তাহা নিরবকাশ হয় বলিয়া নিরবকাশের দ্বারা সাবকাশেরই বাধ হওয়া উচিত, কারণ, সাবকাশের বাধ হইলে স্থলান্তরে তাহার বিষয় আছে বলিয়া তাহার সর্বথা অপ্ৰমাণ্য হয় না, কিন্তু সেই বিশেষ স্থলটি ছাড়া নিরবকাশের আর বিষয় নাই বলিয়া তথায় যদি তাহার বাধ হয়, তাহা হইলে তাহা সর্বথা অপ্ৰমাণ্য হইয়া পড়ে। আর নিরবকাশবিধিও শাস্ত্র বলিয়া তাহার অপ্ৰমাণ্য কোনও আশ্রিকই অনুমোদন করিবেন না। এই কারণে নিরবকাশের দ্বারা সাবকাশেরই বাধ হইয়া থাকে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নিরবকাশ যাজ্ঞমান সমাখ্যার দ্বারা সাবকাশ আধ্বর্ষ্যব সমাখ্যারই বাধ হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন “ত্ৰায়পূর্বঃ সমাখ্যানম্”—একথা সত্য বটে যে, নিরবকাশের দ্বারা সাবকাশের বাধ হওয়া উচিত। কিন্তু সমাখ্যাও যে ত্ৰায়বিরুদ্ধ হইবে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা হইলে সমাখ্যার বিনিয়োজকতাই থাকে না। ঐখানে যাজ্ঞমান সমাখ্যার দ্বারা আধ্বর্ষ্যব সমাখ্যার বাধ হইলে ঐ ত্ৰায়বিরোধই হইয়া থাকে। যেহেতু, আধ্বর্ষ্যব কাণ্ড অনুসারে পদার্থসকল অধ্বর্ষ্যরই কর্তব্য হয়, আর যাজ্ঞমান কাণ্ড অনুসারে দ্বন্দ্বতাসম্পাদন যজ্ঞমানের অন্তর্গত হইয়া থাকে। আর দ্বন্দ্বতাসম্পাদন বলিতে দুইটি দুইটি ক্রিয়ার অব্যবধানসাধন অর্থাৎ অব্যবহিতভাবে অনুষ্ঠান। এই অব্যবধানসম্পাদন দুই জনের দ্বারা হইতে পারে না—কারণ, এক জন দুইটি ক্রিয়া পর পর সম্পাদন করিবে এবং অপর এক জন তাহার অব্যবধান করিবে, ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। এই কারণে অধ্বর্ষ্য এবং যজ্ঞমান ইহাদের এক জনের

কর্তৃত্ব বাধিতই হইবে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অধ্বয্যুর কর্তৃত্ব পদার্থাশ্রিত এবং বজ্রমানের কর্তৃত্ব পদার্থের গুণ অর্থ অঙ্গ যে অব্যবধান, তাহাকে আশ্রিত বলিয়া অঙ্গাশ্রিত ধর্মের দ্বারা প্রধানাশ্রিত ধর্মের বাধ হওয়া ত্রায়বিকল্প বলিয়া বজ্রমানের কর্তৃত্বের দ্বারা অধ্বয্যুর কর্তৃত্বের বাধ হইতে পারে না। অঙ্গগুণ ও প্রধানগুণের বিরোধে যে প্রধানাশ্রিত গুণই প্রবল, ইহা “অঙ্গগুণবিরোধে চ তাদর্থ্যাৎ” (১২।২।২৭ শ্লঃ) এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব প্রতিমধ্যে যাজ্ঞমান কাণ্ডে পঠিত হইলেও দ্বন্দ্বতাসম্পাদন অধ্বয্যুরই কর্তব্য। ইতি ৯ম দ্বাদশ-দ্বন্দ্বের আধ্বব্যবস্থাদিকরণ।

বিপ্রতিষেধে করণঃ সমবায়বিশেষাদিতরমন্যস্তেষাং যতো
বিশেষঃ স্মৃৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিপ্রতিষেধে”—বিরোধ হইলে, “করণঃ”—করণমন্ত্র (হোতারই পাঠ্য হইবে), “সমবায়বিশেষাৎ”—যে হেতু সমবায়ের অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষত্ব রহিয়াছে, “ইতরম্ অতঃ”—অপর বিষয়টি অতঃ লোক করিবেন, “তেষাং”—তাঁহাদের মধ্যে, “যতঃ” (যন্ত)—যাঁহার, “বিশেষঃ স্মৃৎ”—বিশেষ থাকিবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পণ্ডসংক্রান্ত যে সমস্ত অনুষ্ঠান আছে, ব্রশনা (বজ্রবিশেষ) দ্বারা যুগের পরিব্যাণ (বেষ্টন) সেইগুলির অন্ততম। অধ্বয্যুর “পরিবীরসি” এই করণ মন্ত্রে সেই কর্তব্যটি সম্পাদন করেন। আর হোতা তখন “যুবা স্রবাসাঃ” এই যে মন্ত্রটি, যাহা ঐ ক্রিয়মাণ যুগপরিব্যাণ কর্ত্ত্বেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, ইহা পাঠ করেন। ‘কুণ্ডপায়িনাময়ন’ নামে একটি কর্তব্য আছে। তদন্তর্ভূত পশুযাগেও উপদেশ-বিধি-পরম্পরায় উক্ত কর্তব্যটি প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাতেও উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু তথায় “যো হোতা সোঃধ্বয্যুরঃ” অর্থাৎ যিনি হোতা তিনিই অধ্বয্যুর, এই বিশেষ বচনের দ্বারা হোতাকেই অধ্বয্যুর কর্তব্য করিতে হয় অর্থাৎ “পরিবীরসি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রশনার দ্বারা যুগপরিব্যাণ করিতে হয়। এখন এস্থলে সন্দেহ এই যে, হোতা উক্ত কর্তব্যে তাঁহার পাঠ্য যে “যুবা স্রবাসাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র, তাহা পাঠ করিবেন কি না? ইহাতে পূর্বপক্ষ-বাদী বলেন যে, হোতার পাঠ্য যে মন্ত্র তাহা পরিত্যাগ করিবার যখন কোনও হেতুই

নাই, তখন হোতা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাকে উভয়ই করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “বিপ্রতিষেধে করণঃ”—এতাদৃশ স্থলে বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় বলিয়া হোতা আধ্বর্য্যব কর্মই করিবেন, কিন্তু হোতার কর্ম করিবেন না। কারণ, হোতা একাকী যুগপৎ হোতার এবং অধ্বর্য্যর দুই জনের কর্ম করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর তাহাই যদি হয়, তাঁহার পক্ষে তৎকালে অধ্বর্য্যর কর্মট প্রত্যক্ষ ঋতিবিহিত বলিয়া আধ্বর্য্যব কর্মই অনুষ্ঠেয়। এই জ্ঞাত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—“সমবায়-বিশেষাৎ”। আর যে হোত্র কর্মটি, তাহা অতিদেশপ্রাপ্ত বলিয়া হোতার কর্তব্য হইবে না, যে হেতু, অতিদেশপ্রাপ্ত কর্মটি আনুমানিক ঋতিবিহিত বলিয়া প্রত্যক্ষ ঋতির দ্বারা বাধিতই হইবে। যদি বলা হয়, হোতার যে কর্ম “যুবা স্রবাসাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ, তাহা কি তবে লোপ পাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “ইতরম্ অতঃ”—অপর বিষয়টি অতঃপক্ষেই করিবেন। ইহাতে যদি বলা হয়, যোলজন ঋত্বিকের মধ্যে হোতা ছাড়া যে কেই কি তাহা করিবেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন “তেষাং যতঃ বিশেষঃ স্মাৎ”—তাঁহাদের মধ্যে হোতার পরেই যাহার প্রাপ্তি আসন্ন, তিনিই বিষয়টি সম্পাদন করিবেন। আর ‘মৈত্রাবরুণ’ নামক ঋত্বিকই প্রত্যাসন্ন বলিয়া তিনি, তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্ন ‘অচ্ছাবাক’ প্রভৃতি ঋত্বিকব্যক্তির কর্তব্য হইবে। ইতি ১০ন হোতার করণমন্ত্রানুষ্ঠানাদিকরণ।

প্রৈষেষু চ পরাধিকারাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকরাৎ। “প্রৈষেষু চ”—প্রৈষ স্থল সকলেও (অপর ঋত্বিক পুরুষ কর্তা হইবেন), “পরাদিকারাৎ”—যে হেতু তাহাতে পরের অর্থাৎ অধ্বর্য্য ছাড়া অতঃপক্ষে পুরুষেরই অধিকার স্থচিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “প্রোক্ষণীরাণাদয়ঃ। ইধ্নাবহিরুপসাদয়ঃ। ঋবং ঋচশ্চ সংযুজ্জি” অর্থাৎ “প্রোক্ষণী গ্রহণ করুন, ইধ্নাবহিঃ কাছে আনুন, ঋব ও ঋক্ মাজ্জিত করুন” ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্র আছে। ঐগুলি নিয়োগবোধক বলিয়া উহাদিগকে প্রৈষমন্ত্র বলা হয়। ঐ প্রৈষ মন্ত্র অনুসারে যে কার্য্য করা হয়, তাহা কি অধ্বর্য্যর কর্তব্য, অথবা অন্তের অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, প্রৈষমন্ত্র এবং প্রৈষানুসারী কার্য্য

৮ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৬৫৩

যখন 'অধ্বর্ষ্য' এই একই সমাখ্যার বিষয়, তখন উহা অধ্বর্ষ্যই কর্তব্য হইবে।

ইহার উত্তরে দ্বিতীয়া বলিতেছেন "প্রৈষেযু চ পরাধিকারঃ"—এ প্রৈষকার্য সকল অস্ত্র ঋষিকেরই অল্পষ্ঠাতব্য। কারণ, প্রৈষ অর্থ অপর মধ্যম পুরুষকে—যুদ্ধদর্শকে নিয়োগ করা। আরও কেহ নিজেই নিজের নিয়োজ্য হইতে পারে না। এই কারণে এস্থলে লিঙ্গের দ্বারা সমাখ্যার বাধ হইবে। অবএব প্রৈষ স্থলে কেবলমাত্র অধ্বর্ষ্যই কর্তা নহে। ইতি ১১শ প্রৈষ ও প্রৈষার্থের ভিন্ন কর্তৃকঋষিকরণ।

অধ্বর্ষ্যস্ত দর্শনাং ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অঙ্কন্যার্থ। "অধ্বর্ষ্যঃ—অধ্বর্ষ্যই (প্রৈষোক্ত কর্মের কর্তা হইবে), "তু"—প্রত্যবস্থানে, "দর্শনাং"—যে হেতু সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, প্রৈষস্থলে কেবল মাত্র অধ্বর্ষ্যই কর্তা নহে কিন্তু অস্ত্র ঋষিক পুরুষ অর্থাৎ 'অগ্নীং' নামক ঋষিকও তথায় প্রৈষকর্তা। ইহাতে সংশয় এই যে, অগ্নীং নামক ঋষিকই কি প্রৈষকর্তা এবং অধ্বর্ষ্য সেই প্রৈষবাহুসারে কর্মকর্তা, অথবা ইহার বিপরীত। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"অধ্বর্ষ্যস্ত দর্শনাং"—অধ্বর্ষ্যই প্রৈষবাহুসারে কর্ম করিবেন। কারণ, হোমাদি কর্ম অধ্বর্ষ্যই কর্তব্য। আরও "তির্ঘ্যং স্য ধারয়েৎ। বস্ত্রো বৈ স্যঃ। স্যেন অধ্বর্ষ্যং ক্ষিত্বীত" অর্থাৎ স্যনামক খড়্গাকার কাষ্ঠকলকটিকে তির্ঘ্যংভাবে ধারণ করিবে—ইত্যাদি বাক্যে যিনি প্রৈষণ (প্রৈষ) করিবেন, তাঁহাকেই হস্তে স্য ধারণ করিতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। আর স্য ধারণ অধ্বর্ষ্যই নহে কিন্তু অগ্নীং নামক ঋষিকেরই কর্ম। এই কারণে তিনিই প্রৈষণ করিবেন আর অধ্বর্ষ্য তদনুসারে কর্ম করিবেন। যে হেতু, ঐ শ্রুতিবাক্যে অধ্বর্ষ্যকে স্যধারী হইতে পৃথকভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

গৌণো বা কর্মসামান্যো ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। "গৌণঃ"—অগ্নীং নামক ঋষিকের অধ্বর্ষ্য এই

নাম গোণ, “বা”—পূর্বপক্ষবাবর্তক, “কর্মসামান্যঃ”—যে হেতু কর্মের সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ক্ষ্যেণ অধ্বয্যুৎ ক্ষিপীত” এই প্রতিবাক্যে যে অধ্বয্যুর নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনি আসল অধ্বয্যু নহেন কিন্তু অগ্নীংকেই অধ্বয্যু বলা হইয়াছে। আর ইহা “গোণঃ বা”—গোণ প্রয়োগ। যদি বলা হয়, কি জন্য গোণ প্রয়োগ হইল? তাহা হইলে বলিব, “কর্মসামান্যঃ”—এস্থলে অধ্বয্যু এবং অগ্নীতের কর্মের সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া ঐক্য বলা হইয়াছে। কারণ, অধ্বয্যু বজ্রকোদোক্ত কর্ম করেন। আর এস্থলে অগ্নীংকেও বজ্রকোদোক্ত প্রৈষানুসারী কর্মসকল করিতে হয়। এই কারণে তাঁহাকে অধ্বয্যু বলা হইয়াছে। যদি বলা হয়, প্রকৃত অধ্বয্যুই প্রৈষানুসারী কর্ম করুন আর অগ্নীং প্রৈষণ করুন না কেন? তাহা হইলে বলিব, ইহাতে সমাখ্যাবিরোধ হয়। কারণ, সমাখ্যা অনুসারে প্রৈষ এবং প্রৈষার্থ উভয়ই অধ্বয্যুর কর্ম। কিন্তু প্রৈষগত লিঙ্গের (অর্থের) সহিত বিরোধ হয় বলিয়া অধ্বয্যু অপরের দ্বারা তাহা করান। সুতরাং অধ্বয্যু প্রয়োজক কর্তা। আর অস্ত্রের দ্বারা করান হইলেও প্রয়োজকের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে বলিয়া এস্থলে প্রৈষ করা এবং প্রৈষার্থ করান হইলেও প্রয়োজকের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে বলিয়া এস্থলে ফলতঃ প্রৈষ এবং প্রৈষার্থ উভয়ই অধ্বয্যুর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে অগ্নীং নামক ঋত্বিকপুরুষকে যদি প্রৈষ-কর্তা বলা হয়, তাহা হইলে সমাখ্যার বাধ হইয়া থাকে। এই কারণে প্রৈষ অধ্বয্যুর কর্তব্য আর প্রৈষার্থ অর্থাৎ প্রৈষানুরূপ কর্ম অগ্নীং নামক ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয়। ইতি ১২শ প্রৈষের আধ্বয্যবত্বাধিকরণ।

ঋত্বিকফলং করণেশ্বর্থবত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “করণেশু”—করণমস্ত্রে, “ঋত্বিকফলম্”—ঋত্বিকেরই ফল (প্রকাশিত হয়), “অর্থবত্বাৎ”—যে হেতু তাহাতে অর্থবত্তা অর্থাৎ শকার্থ স্বীকার হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “মম্যগ্রে বর্চো বিহবেষশ্চ” এই মন্ত্রটি আহবনীয়াগ্নির অবাধানে করণরূপে পঠিত হয়। উহার অর্থ এই যে, অগ্নির নিকট ঋত্বিক (অধ্বয্যু) প্রার্থনা করিতেছেন—“হে অগ্নে বিহবে অর্থাৎ যজ্ঞে যে বর্চঃ তাহা আমার হউক”। এস্থলে বর্চঃ এই শব্দের দ্বারা যে ফল বোধিত

হইয়াছে, তাহা কি যজ্ঞমানের প্রাপ্য, অথবা ঋষিকুলং করণেহু—এই সমস্ত করণমন্ত্রের যে ফল, তাহা ঋষিগণগামী হইবে—ঋষিকুই ঐ ফল প্রাপ্ত হইবেন। কারণ, “অর্থবজ্জাং”—ইহাতে ঐ বচনের “মম” এই পদটির সার্থকতা থাকে—শস্যার্থ পরিগৃহীত হয়, অত্যা এ পদের লিঙ্গলভ্য (সামর্থ্যপ্রাপ্ত) অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

স্বামিনো বা তদর্থজ্জাং ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্কুরার্থ। “স্বামিনঃ”—(ঐ ফল) স্বামীর অর্থাৎ কর্তৃকর্তা যজ্ঞমানেরই প্রাপ্য, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তদর্থজ্জাং”—যে হেতু সমস্ত কর্ম অর্থাৎ কর্মজন্ত ফল যজ্ঞমানেরই প্রাপ্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“স্বামিনো বা”—সমগ্র বাগ যজ্ঞমানেরই প্রাপ্য; কারণ, “তদর্থজ্জাং”—অঙ্গের সহিত প্রধান কর্ম যজ্ঞমানেরই ফলের জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ইহা “দর্শপূর্ণমাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” এই ঋতিবাক্যের আত্মনেপদের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। অতএব আত্মনেপদশ্রুতি দ্বারা “মম” এই পদের লিঙ্গেরই বাধ হওয়া ত্রায্য বলিয়া উহার গোণার্থই গ্রহণীয়। সুতরাং এখানে লক্ষণা-বলে “মম” অর্থে মনীয় যজ্ঞমানের। যেমন জয় পরাজয় রাজগামী হইলেও অর্থাৎ রাজার জয় বা রাজার পরাজয় হইলেও তদাশ্রিত লোকেরা ‘আমাদের জয় হইল’ কিংবা ‘আমাদের পরাজয় হইল’ এইরূপ বলিয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৭ ॥

অঙ্কুরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাং চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ ফল যে যজ্ঞমানগামী, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাং চ”। ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “যাং বৈ কাঞ্চন ঋষিজ্ঞ আশিষমাশাসতে যজ্ঞমানশ্চৈব সা” অর্থাৎ ঋষিগণ যজ্ঞে যে কোন ফল প্রার্থনা করেন, তাহা যজ্ঞমানেরই হইয়া থাকে। এই ঋতিবাক্যের জ্ঞাপকতা

৬৫৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৩য় অঃ

অল্পসারে জানা যায় যে, ঐ ফল বজমানেরই প্রাপ্য। ইতি ১৩শ করণমন্ত্রপ্রকাশ—
ফলের বাজমানত্বাধিকরণ।

কর্মার্থঃ তু ফলং তেবাং স্বামিনং প্রত্যর্থবদ্বাং

॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “কর্মার্থঃ ফলং”—কর্মের উপকারসাধক ফলটি,
“তু”—অধিকরণান্তর সূচক, “তেবাং”—তঁাহাদের অর্থাৎ স্বত্বিগ্গণের
হইবে, “স্বামিনং প্রতি অর্থবদ্বাং”—যেহেতু তাহাতে স্বামীর প্রতি
অর্থবদ্বাং হয় অর্থাৎ বজমানেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে “মা মা সন্তাপ্তং লোকং যে
লোককর্ত্তো কুণ্ডতম্” অর্থাৎ তোমরা দুইজনে আমাকে সন্তাপিত করিও না, তোমরা
দুইজন স্থানকারী—আমার স্থান করিয়া দাও” এই মন্ত্রটি অধ্বযুর পাঠ্য। ইহাতে
যে ফল উক্ত হইয়াছে তাহা কাহার প্রাপ্য—বজমানের না অধ্বযুর ইহাই সংশয়।
পূর্বপক্ষী বলেন—পূর্বাধিকরণের যুক্তি অল্পসারে ইহা বজমানেরই হইবে। ইহার
উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “কর্মার্থঃ তু ফলং তেবাং”—এই যে ফল ইহা কর্ম
সম্পাদন করিবারই হেতু বলিয়া, কেন না, অধ্বযুর সন্তপ্ত হইলে কর্ম সম্পন্ন হইবে
না, এই কারণে উহা অধ্বযুরই প্রাপ্য। ফলতঃ ইহার দ্বারা বজমানেরই প্রয়োজন
সাধিত হয়। কারণ, অধ্বযুর যদি সন্তপ্ত না হয়, তাহা হইলে কর্ম সুসম্পন্ন হইবে।
আর তাহা হইলে বজমানও ফল পাইবে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “স্বামিনং
প্রত্যর্থবদ্বাং”।

ব্যপদেশোচ্চ ॥ ২৯ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “ব্যপদেশোচ্চ” —ব্যপদেশ অর্থাৎ নির্দেশ থাকিলেও
(ফল স্বত্বিকের হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহাই কি
সার্বত্রিক নিয়ম যে, ফল স্বত্বিগ্গামী হইয়া যদি ক্রতুপকারক হয় তবেই
স্বত্বিগ্গামী, নচেৎ বজমানগামী হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “ব্যপদেশোচ্চ

চ"—যে স্থলে ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, তথায় ক্রতুপকারক না হইলেও ফল ঋত্তিগ্গামীও হয়। যেমন "স আহ ভজ্রমিতি। তন্নো সহ ইত্যধ্বর্যুঃ প্রত্যাহ" অর্থাৎ "বজ্রমান বলিলেন, ইহাতে ভজ্র (মঙ্গল) আছে। তাহাতে অধ্বর্যু বলিলেন, তাহা আমাদের দুইজনের হউক"। এস্থলে ফল বজ্রমান এবং অধ্বর্যু উভয়েরই প্রাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় এতাদৃশ স্থলে ঋত্তিকেরও ফলপ্রাপ্তি হইবে। ইতি ১৪শ করণমন্ত্রে কস্মার্থফলের ঋত্তিগ্গামিতাধিকরণ।

দ্রব্যসংস্কারঃ প্রকরণাবিশেষাৎ সর্বকর্মণাম্ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অম্ফব্রাহ্মণ্য। "দ্রব্যসংস্কারঃ"—দ্রব্যের সংস্কার, "সর্বকর্মণাম্"—(অঙ্গ এবং প্রধান) সকল কর্মেই হইবে, "প্রকরণাবিশেষাৎ"—যে হেতু প্রকরণগত কোনও বিশেষ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে যে সকল বর্হিধর্ম্ম এবং বেদিধর্ম্ম আছে, সেইগুলি কি অঙ্গ এবং প্রধান উভয় প্রকার কর্মের জন্ত অথবা কেবলমাত্র প্রধান কর্মের জন্ত ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—প্রকরণানুসারে উহা কেবল প্রধানেরই ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ সমস্ত দ্রব্যসংস্কারগুলি অঙ্গ এবং প্রধান সকলকর্মেরই জন্ত; ইহা পূর্বে ৭ম পাদের ১ম অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এখানে কেবল প্রাপ্তির জন্ত উল্লেখ করা হইল। ইতি ১৫শ দ্রব্যসংস্কার সকলের অঙ্গপ্রধানার্থতাধিকরণ।

বার্ত্তিককার বলেন, এই সূত্রটিকে পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্বপক্ষরূপেও ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া প্রাপ্তিপক্ষ স্বীকার না করিলেও চলে। পূর্বাধিকরণ পর্য্যন্ত অংশে সমাখ্যার বিরোধাবিরোধ বিচার করা হইয়াছে। আর ঐ যে ঋতিলিঙ্গাদির বিরোধাবিরোধবিষয়ক বিচার হইল, উহা প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতিতেও প্রযোজ্য। সুতরাং প্রকৃতিভূত কর্ম্মে ধর্ম্মসকল অঙ্গ এবং প্রধান উভয় কর্ম্মেই সমানবিধিবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা বিকৃতিভূত কর্ম্মে কিরূপে হয় এই প্রকার সংশয় হইতে পারে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "দ্রব্যসংস্কারঃ সর্বকর্ম্মণাম্"—দ্রব্যসংস্কারক ধর্ম্মসকল প্রকৃতি হইতে বিকৃতিতে সকল কর্ম্মেই অতিদেশবিধিবলে সমানভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, "প্রকরণাবিশেষাৎ"—যখন প্রকৃতিভূত যাগের অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মগুলির জন্তই বর্হিধর্ম্ম, আজ্যধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি প্রকরণগত বিশেষ না থাকায় একই

প্রকরণবলে সমানভাবেই বিহিত হয়, তখন বিকৃতি যাগের সকল কর্মেই সেইগুলি অতিদেশ-বিধিবলে প্রাপ্ত হইবে ; কারণ, ঐ প্রাকৃত (প্রকৃতিবাগসম্বন্ধীয়) ধর্মগুলির অতিদেশ-বিধির বিষয় না হইবার কোনও নিয়ামক নাই। সুতরাং বিকৃতি যাগে যে কুশগুচ্ছের দ্বারা যুপাট (যুপ প্রোথিত করিবার গর্ত) আস্তরণ করা হয়, সেই কুশগুলিতেও প্রকৃতি যাগের বর্হিধর্ম সকল অল্পষ্ঠেয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

নির্দেশাত্ত্ব বিকৃতাবপূর্বস্থানধিকারঃ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গরার্থ। “নির্দেশাৎ”—নির্দেশ অর্থাৎ কার্যের নির্দেশ বা স্বতন্ত্র্যভাব উল্লেখ আছে বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “বিকৃতো”—বিকৃতিভূতকর্মে, “অপূর্বস্ত”—যাহা অপূর্ব অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে অপ্রাপ্ত তাদৃশ কর্মের, “অনধিকারঃ”—(ঐ সমস্ত প্রাকৃত ধর্মে) অধিকার (সম্বন্ধ) নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“নির্দেশাত্ত্ব বিকৃতো অপূর্বস্ত অনধিকারঃ”। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, তদযুক্ত সকল কর্মেই বর্হিধর্ম প্রভৃতি গুলি অতিদৃষ্ট হইবে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, প্রকৃতিবাগে যে বর্হিঃসংস্কার করা হয়, তাহা বর্হিঃসংস্কারের জগুই নহে, কিন্তু সেই সংস্কৃতবর্হির দ্বারা যে অপর কর্ম সম্পাদিত হয়, তজ্জগু অপূর্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; যে হেতু, অসংস্কৃত বর্হির দ্বারা সেই কর্ম সাধিত হইলে তাহা হইতে অপূর্ব হইবে না। এইজগু সূত্রে বলা হইয়াছে “নির্দেশাৎ” অর্থাৎ প্রকৃতি যাগে কার্যাবিশেষ সাধন করিবার জগু নির্দেশ অর্থাৎ বিধান হইয়াছে। এই কারণে “বিকৃতো অপূর্বস্ত অনধিকারঃ”—বিকৃতিবাগের যে অপূর্ব (অপ্রাকৃত) কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম প্রকৃতি যাগে নাই বলিয়া অতিদেশ-বিধিবলে প্রাপ্ত নহে, তাহার অনধিকার হইবে অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কর্মের ধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে না। কারণ,—

“প্রকৃতো কার্যকৃৎস্মা বিকৃতো স্ত্যন চেতরে”

—যে সমস্ত ধর্ম (গুণ) প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদন করে, বিকৃতি যাগে সেইগুলিরই অতিদেশ হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল মাত্র ধর্মের অর্থাৎ গুণবিশেষের অতিদেশ হয় না। আর প্রকৃতি যাগে বর্হির দ্বারা যুপাটের (যুপগর্তের) অবস্তরণ নাই বলিয়া (কারণ, প্রকৃতিভূত বাগ যে দর্শপূর্ণমাস তাহা ইষ্টি বাগ বলিয়া তাহাতে পশু না থাকায় যুপ

থাকিতে পারে না) প্রকৃতি বাগে বহির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ধর্ম বিহিত হইয়াছে, যুপাবটের আন্তরণের জন্ত যে বর্হিঃ অর্থাৎ যে বহির দ্বারা যুপাবটের অবস্তরণ করা হয়, তাহাতে, প্রকৃতিবাগে বিহিত বর্হিঃসংস্কারক ধর্মসকল অল্পত্রেয় হইবে না। তবে যে সমস্ত কর্ম প্রকৃতিবাগে সংস্কৃত বহির দ্বারা অল্পত্রেয় হয়, সেই কর্মগুলি যখন বিকৃতি বাগে অতিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন তাহাদের অনুষ্ঠানের জন্ত বর্হিঃ ধর্ম সকল অবশ্যই অল্পত্রেয় হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম সকল প্রাকৃত (প্রকৃতিবাগীর) কার্যকে দ্বার করিয়াই বিকৃতি বাগে স্থান লাভ করিয়া থাকে, নচেৎ নহে। অতএব যুপাবট অবস্তরণের জন্ত যে বর্হিঃ, তাহাতে প্রাকৃত বর্হিঃ ধর্ম সকল কর্তব্য হইবে না। যে হেতু, প্রকৃতিবাগের কার্যকারী ধর্মসকল বিকৃতিবাগে অতিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইতি ১৬শ প্রাকৃতধর্ম সকলের বৈকৃত অপূর্বপদার্থে অনঙ্গতাধিকরণ।

বিরোধে চ শ্রুতিবিশেষাদব্যক্তঃ শেষে ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শ্রুতিবিশেষাৎ”—শ্রুতিবিশেষ হেতু অর্থাৎ বিশেষ শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া, “বিরোধে”—বিরোধ হইলে, “চ”—অধিকরণান্তরসূচক, “শেষে”—অন্ত অবশিষ্ট কার্যে, “ব্যক্তঃ”—ব্যক্ত অর্থাৎ ধর্মরহিত (গুণরহিত) হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে যে নিয়ম বলা হইল, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, প্রকৃতিবাগে বর্হিঃ ধর্মমাত্রেরই সমানবিধান। এ কারণে তাহার অন্তথাভাব দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন “বিরোধে চ” ইত্যাদি। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে “সমাবপ্রচ্ছিন্নার্ঘ্যো দর্ভো প্রাদেশমার্জ্যো পবিত্রে কয়োতি” অর্থাৎ “সমপ্রমাণ অচ্ছিন্ন অগ্রভাগ যুক্ত প্রাদেশপ্রমাণ দুই গাছি কুশকে পবিত্র (কুশনির্ম্মিত দ্রব্য-বিশেষ) করিবে” এবং “অরত্মিমাতে বিধ্তী কয়োতি” অর্থাৎ “অরত্মিপ্রমাণ দুইটি বিধ্তি (কুশনির্ম্মিত বাগীয় দ্রব্যবিশেষ) করিবে”। এই যে ‘পবিত্র’ এবং ‘বিধ্তি’ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইল, ইহা বেদিস্তরণের জন্ত যে সকল সংস্কৃত বর্হিঃ আছে, তাহা হইতে কর্তব্য হইবে কি না ইহাই সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, প্রকৃতি বাগে যখন সংস্কৃত বর্হিতে কার্য করিতে হয় আর বেদিস্তরণবহিরই যখন লবনাদি সংস্কার করা হইয়াছে, তখন তাহা হইতেই পবিত্র এবং বিধ্তি করা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ব্যক্তঃ শেষে”—এই যে পবিত্র এবং বিধ্তি,

ইহা শেষ অর্থাৎ বেদিস্তরণ হইতে স্বতন্ত্র কার্য্য বলিয়া ইহার ধর্ম্ম অব্যক্ত হইবে অর্থাৎ ইহা বেদিস্তরণার্থ লবনাদিসংস্কৃত বর্হিঃ হইতে কর্তব্য হইবে না। কারণ, “শ্রুতিবিশেষাৎ বিরোধে”—শ্রুতিবিশেষ হইতে জানা যায় যে, সমগ্র বর্হিঃ আস্তরণে বিনিযুক্ত, সুতরাং বেদিস্তরণ ছাড়া অল্প কথ্যে যদি তাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব পূর্বাধিকরণোক্ত বৃপাবটাস্তরণ যেমন অসংস্কৃত বর্হির দ্বারাই কর্তব্য, পবিত্র এবং বিধতি বাগীয় হইলেও তাহাও অসংস্কৃত ‘পরিভোজনীয়’ নামক কুশের দ্বারা সম্পাদনীয়। ইতি ১৭শ প্রকৃতিবাগেও লবন (ছেদন) প্রভৃতি ধর্ম্মের অসম্বন্ধতাদিকরণ।

অপনয়ন্ত্বেকদেশশ্চ বিদ্যমানসংযোগাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অসম্বন্ধার্থ। “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “একদেশশ্চ অপনয়ঃ”—একদেশের অর্থাৎ খানিকটা অংশের অপনয় হইবে অর্থাৎ কিয়দংশ সরাইয়া রাখিতে হইবে, “বিদ্যমানসংযোগাৎ”—যে হেতু বিদ্যমানের সহিতই (বিধির) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ—শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “পুরোডাশশকলমৈল্লবায়বস্ত্র পাত্রে নিদধাতি” অর্থাৎ “ঐল্লবায়ব সোমের পাত্রে পুরোডাশের টুকরা রাখিতে হইবে” ইত্যাদি। এই যে পুরোডাশ-খণ্ড, ইহা কি সবনীয় পুরোডাশেরই একাংশ অথবা ইহা অল্প পুরোডাশ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা অল্প পুরোডাশই হইবে; কারণ, সবনীয় পুরোডাশের দ্বারা যখন যাগ নিষ্পন্ন হইবে, তখন তাহা কিরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অপনয়ন্ত্বেকদেশশ্চ”—ঐ যে অপনয় অর্থাৎ ঐল্লবায়ব পাত্রে পুরোডাশখণ্ড সরাইয়া রাখা, উহা সবনীয় পুরোডাশেরই একদেশেরই হইবে। কারণ, “বিদ্যমানসংযোগাৎ”—ইহাতে বিদ্যমান বস্তুর সহিতই সম্বন্ধ হয়, অতথা তজ্জন্ত নূতন বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং সেই কল্প্য বস্তু অপেক্ষা কল্প বস্তুর সহিতই সম্বন্ধ হওয়া আশ্চর্য্য বলিয়া তাহাই আদরণীয়। আর পুরোডাশ যাগে বিনিযুক্ত হওয়ায় তাহার খণ্ড থাকিতে পারে না এই প্রকার যে আপত্তি তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, এই যে পুরোডাশখণ্ডের অপনয়, ইহা প্রতিপত্তিস্বরূপ বলিয়া ইহার দ্বারা পুরোডাশের সংস্কার হইয়া থাকে; ইহা “পুরোডাশশকলম্” এই

স্থলের দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা যে সংস্কার্যতা বোধিত হয়, তাহা হইতে পাণ্ডুরা যায়। আর প্রতিপত্তির জন্ত কিয়দংশ অবশিষ্ট রাখিতে হয় বলিয়া বাগার্থ পুরোডাশর্য কিঞ্চিৎমাত্রও থাকে না যে, তাহা নহে। অতএব সবনীয় পুরোডাশেরই কিয়দংশ ঐন্দ্রবায়ব পাত্রে অপনেয়। ইতি ১৮শ প্রকৃত পুরোডাশাদির নিধানার্থতাবিকরণ।

বিকৃতৌ সর্বার্থঃ শেষঃ প্রকৃতিবৎ ॥ ৩৪ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “বিকৃতৌ”—বিকৃতিতে, “শেষঃ সর্বার্থঃ”—শেষ অর্থাৎ ধর্মবিশেষ সর্বার্থ অর্থাৎ অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্মের জন্ত, “প্রকৃতিবৎ”—প্রকৃতিবাগের ত্যয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“যজ্ঞার্থকরণং বৈ কাম্য ইষ্টয়ন্তা উপাংস্তু কর্তব্যঃ” অর্থাৎ “কাম্য ইষ্টি যজ্ঞে অথর্বস্বরূপ, সেইগুলি উপাংস্তু অনুষ্ঠেয়”। ভাবার্থ এই যে অথর্ববেদীয় আভিচারিক কর্মকলাপ যেমন গোপনীয় বলিয়া উপাংস্তু করিতে হয়, যজ্ঞের মধ্যে কাম্যকর্মগুলিও সেইভাবে উপাংস্তু করা উচিত। এই যে উপাংস্তু ইহা কি অঙ্গ এবং প্রধান সকলেরই ধর্ম অথবা এই-গুলি কেবল প্রধানেরই ধর্ম, ইহাই সন্শয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবারী বলিতেছেন—“বিকৃতৌ শেষঃ সর্বার্থঃ প্রকৃতিবৎ”—বিকৃতিভূত ইষ্টি বাগে এই যে উপাংস্তুরূপ শেষ, ইহা প্রকৃতি বাগের ত্যয় সর্বার্থ—অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েরই ধর্ম। সূতরায় বিকৃতিভূত ইষ্টিবাগে অঙ্গ এবং প্রধান সবগুলিই উপাংস্তু অনুষ্ঠেয়, যে হেতু প্রকৃতিভূতবাগের বেদিধর্ম, আজ্যধর্ম, বহিধর্ম প্রভৃতির ত্যয় ইহাও সমানবিধান হইতেছে অর্থাৎ একই বিধির বিষয় হইতেছে, অথচ এখানে বিশেষত্ববোধক কিছুই নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

মুখ্যার্থো বাঙ্গস্ত্যচোদিতত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “মুখ্যার্থঃ”—প্রধানের জন্তই হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষ-ব্যবর্তক, “বাঙ্গস্ত্য অচোদিতত্বাৎ”—যে হেতু অঙ্গগুলি চোদিত নাই অর্থাৎ উপদেশবিধিবোধিত নহে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“মুখ্যার্থো বা”—কাম্যবাগের ঐ যে উপাংস্তু ইহা প্রধানেরই, ধর্ম হইবে; কারণ,

“অঙ্গশ্চ অচোদিতত্বাং”—এস্থলে কাম্যত্বই বিশেষ হইতেছে। আর অঙ্গকর্ম কাম্য নহে, যে হেতু, তাহার কাম্যত্ব বিধিবোধিত নহে। কিন্তু প্রধানেরই কাম্যত্ব বিধিবোধিত, কারণ, ফলের সহিত প্রধান কর্মেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধ, কিন্তু অঙ্গ কর্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। অতএব সাক্ষাৎ ফলসাধন যে প্রধান কর্ম তাহাতেই উপাংশুত্ব বাইবে অর্থাৎ তাহাই উপাংশু করণীয় হইবে। আর অঙ্গকর্মসকল সেই সেই বেদ অনুসারে উচ্চৈশ্বর বা উপাংশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। ইতি ১৯শ কাম্যোক্তি সকলের যে উপাংশুত্ব তাহার প্রধানার্থতা অধিকরণ।

সন্নিধানবিশেষাদসম্ভবে তদঙ্গানাম্ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্য। “সন্নিধানবিশেষাং”—সন্নিধানরূপ বিশেষত্ব অনুসারে, “অসম্ভবে”—(প্রধান) অসম্ভব হইলে, “তদঙ্গানাম্”—তাহার অঙ্গে অর্থাৎ মুখ্যের অঙ্গে যাইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে শ্বেনবাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “দৃতিনবনীতমাজ্যম্” অর্থাৎ “দৃতিস্থিত নবনীত আজ্য হইবে”। এই যে নবনীত বিহিত হইয়াছে, ইহা কি প্রধানে প্রবিষ্ট হইবে অথবা অঙ্গেতে যাইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—ইহা প্রধান কর্মেই বিহিত হইবে। কারণ, প্রকরণ অনুসারে প্রধানের সহিতই ইহার সম্বন্ধ হয়। আর ঐ বচনের বলে তাহাতে নবনীত বিহিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অসম্ভবে তদঙ্গানাম্”—প্রধান যে শ্বেনবাগ তাহাতে আজ্যের প্রাপ্তি না থাকায় দৃতিনবনীতের প্রাপ্তি সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার অঙ্গেই ইহার স্থান হইবে। কারণ, “সন্নিধানবিশেষাং”—অঙ্গেতেই আজ্যের সহিত সন্নিধানরূপ বিশেষ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এস্থলে শ্বেনবাগ প্রধান। আর তাহা সোমবাগের বিকৃতি বলিয়া তাহাতে আজ্যের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সোমই আবশ্যক। কিন্তু শ্বেনের যে অঙ্গ বাগ, তাহাতে আজ্য আছে। এই কারণে “দৃতিনবনীতমাজ্যং ভবতি” এই প্রকারে আজ্যের উদ্দেশ্যে দৃতিনবনীত বিহিত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে প্রধানবাগ যে শ্বেন তাহাতে নবনীতত্বরূপ গুণবিশিষ্ট আজ্য বিধান করিতে হয় বলিয়া এ পক্ষে গৌরবদোষ হইয়া থাকে। অতএব দৃতিনবনীত প্রধানার্থ (প্রধানের জন্ত) নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

আধানেহপি তথৈতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “আধানে অপি তথা”—আধানেও ঐরূপ হইবে অর্থাৎ দৃত্তিবনীত হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয় । (আশঙ্কা) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বগন্ধবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, “আধানে অপি তথা” । শ্রেন বাগের অঙ্গে যদি দৃত্তিবনীত প্রয়োজ্য হয়, তাহা হইলে আধানেও তাহা আবশ্যক হইবে । “আজ্যং দৃত্তিবনীতম্” ইহার অর্থ শ্রেনোপকারী যে আজ্য, তাহা দৃত্তিবনীত । আর আধানের পবমান হবির আজ্যও শ্রেনের উপকারী বলিয়া আধানও পবমানেষ্টির দ্বারা শ্রেনের অঙ্গ । সুতরাং পবমানেষ্টিতেও দৃত্তিবনীতের প্রসঙ্গ হয় । ইতি আশঙ্কা ।

নাংপ্রকরণত্বাদঙ্গস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ ঐ প্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে, “অপ্রকরণত্বাৎ”—যে হেতু উহা প্রকরণে নাই, “অঙ্গস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ”—কারণ, প্রকরণ অঙ্গের অর্থাৎ অঙ্গত্ববোধের নিমিত্ত । (আশঙ্কানিরাস) ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বগন্ধবাদী যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, আধান শ্রেন প্রকরণে পঠিত নহে বলিয়া শ্রেনের অঙ্গ নহে । যে হেতু, ঋতি-লিঙ্গাদির অভাবে প্রকরণের দ্বারাই অঙ্গত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে । আর উপকারক হইলেই যে অঙ্গ হইবে, তাহা নহে ; যে হেতু, উপকারিত্ব শেষত্বের লক্ষণ নহে । ইতি ২০শ শ্রেনাঙ্গ সকলের নবনীতাজ্যত্যাগিকরণ ।

তৎকালে বা লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৩৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎকালে”—সুত্যা (সবন) কালে, “বা”—অধিকরণ-স্তরসূচক, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যেহেতু লিঙ্গ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এ সম্বন্ধে অনুমান প্রমাণ আছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, দৃত্তিবনীত শ্রেনবাগের অঙ্গের গুণ । এক্ষণে পুনরায় স্মরণ এই যে, উহা কি সুত্যা কালীন

অঙ্গের গুণ অথবা সমস্ত অঙ্গেরই গুণ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তৎকালে বা”—উহা তৎকালে অর্থাৎ সূত্রাকালেই বিহিত হইবে অর্থাৎ সূত্রাকালীন অঙ্গেরই গুণ হইবে। কারণ, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—সেইরূপই অনুমাপক লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অনুমান যথা—বিবাদাশ্পদীভূত ঐ (দ্বিতিনবনীতরূপ) গুণটি কেবলমাত্র সূত্রাকালীন অঙ্গের ধর্ম (ইতি প্রতিজ্ঞা), যে হেতু, উহা শ্রেনের বিশেষ ধর্ম (ইতি হেতু), যেমন পশুসাহিত্য (ইতি দৃষ্টান্ত)। শ্রেনবাগে সবগুলি পশুকে একসঙ্গেই আলম্বন করিতে হয়। আর তাহা বচন না থাকিলেও যুক্তি অনুসারে সূত্রাকালেই হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, শ্রেন-বৈশেষিকত্বরূপ হেতুর দ্বারা দ্বিতিনবনীতরূপ গুণেরও সূত্রাকালীন অঙ্গের ধর্ম অনুমিত হইয়া থাকে। আর ইহার বাধক কোনও বেদবচনও দৃষ্ট হয় না যে, ঐ দ্বিতিনবনীতরূপ গুণটিকে সার্বকালিক বলা যাইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বেষাং বাহবিশেষাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বেষাং”—(উহা) সকল অঙ্গেরই (গুণ হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “বাহবিশেষাৎ”—যেহেতু কোন বিশেষ বচন নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সর্বেষাং বা”—ঐ যে দ্বিতিনবনীতরূপ গুণ উহা সকল অঙ্গেরই ধর্ম (গুণ) হইবে। কারণ, “বাহবিশেষাৎ”—এখানে কোনও বিশেষ প্রতিবচন নাই, বাহার দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, উহা সূত্রাকালীন অঙ্গেরই গুণ হইবে। যদি বিশেষ প্রতিবচন থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা যাইত। ইতি সিদ্ধান্ত।

ত্ৰায়োক্তে লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। “ত্ৰায়োক্তে”—ত্ৰায়গম্য স্থলে, “লিঙ্গদর্শনম্”—লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমান উপসন্ন্যাস (সঙ্গত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, অনুমানের দ্বারা দ্বিতিনবনীত যে সূত্রাকালীন অঙ্গের ধর্ম, তাহা অবধারিত হয়; তাহার উত্তরে বলিতেছেন, “ত্ৰায়োক্তে লিঙ্গদর্শনম্”। যে সমস্ত পদার্থ আগমনিরপেক্ষ—কেবলমাত্র যুক্তিগম্য, তথায় অনুমানের দ্বারা নির্ণয় হয় বটে, কিন্তু ধর্মাদ্বৈতত্ব আগমৈকসমধিগম্য

বলিয়া শাস্ত্রানুসারে যে অর্থ আছে, তাহার বিক্রমে অনুমান উদ্ভূত হইতে পারে না। আর যে পশুসাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তথায় যুক্তির দ্বারা “সহ পশুনালভতে” এই অঙ্গবিধি এবং অজ্ঞাত অঙ্গবিধির অবিরোধে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় বলিয়া তাহা অনাদর্য্য নহে।* অতএব সর্বকালীন অঙ্গেই দ্তিনবনীতরূপ গুণ হইবে। ইতি ২১শ সকল শ্রোতাদের নবনীতাজ্যতাধিকরণ।

মাংসং তু সবনীয়ানাং চোদনাবিশেষাৎ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যার্থ। “মাংসং”—শ্রুতি-উপদিষ্ট মাংস, “তু”—অধিকরণা-স্তরসূচক, “সবনীয়ানাম্”—সবনীয় সম্বন্ধীয় দ্রব্যসকলের (বদলে হইবে), “চোদনাবিশেষাৎ”—যেহেতু চোদনায় অর্থাৎ বেদবিধিতে বিশেষ অর্থ্যাৎ সন্নিধিরূপ বিশেষ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে ‘শাক্যায়ন’ নামক একটি ব্রহ্ম আছে, তাহা ছত্রিশবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিসমাপ্ত হয়। তৎপ্রকরণে শ্রুতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “গৃহপতিমৃগয়া যতি। স তত্র যান্ মৃগান্ হস্তি তেবাং তরসাঃ সবনীয়াঃ পুরোডাশাঃ ভবন্তি” অর্থাৎ “গৃহপতি (ব্রহ্মমান) মৃগয়ায় যাইবে। সে সেখানে যে সমস্ত মৃগ বধ করিবে, তাহাদের মাংসে সবনীয় পুরোডাশ হইবে।” এই যে এস্থলে পুরোডাশের মাংসময়তা বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ মাংস দিয়া পুরোডাশ করিতে বলা হইয়াছে, সেই মাংসময়তা কি সকল অঙ্গের পুরোডাশের জন্ত অথবা কেবলমাত্র সবনীয় পুরোডাশের জন্ত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—পূর্বাধিকরণের নিয়মানুসারে দ্তিনবনীত যেমন সকল অঙ্গেরই গুণ, এস্থলেও সেইরূপ মাংসময়তা সবনীয় এবং অসবনীয় সকল পুরোডাশেরই গুণ

* জ্যোতিষ্টোম অথবা তাহার বিকৃতিভূত সোমযোগে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং আনুবন্ধ্য এই তিনটি পশু তিন দিনে বধ করিবার বিধি আছে। কিন্তু যে স্থানে বচনবলে তিনটিরই একসঙ্গে আলম্বন করিতে হয়, তথায় প্রধানের সহিত সবগুলির নৈকট্য সমান রাখিতে হইলে ঔপবস্যা দিবসের অগ্নীষোমীয় পশুকে একদিন পিছাইয়া দিয়া এবং অবভূথ দিবসের আনুবন্ধ্য পশুকে একদিন আগাইয়া দিয়া মধ্যম হৃত্যাহে বইয়া আসিয়া তদ্বিবসীয় সবনীয় পশুর সহিত উহাদের আলম্বন করিলে যুক্তি অনুসারে প্রধানপ্রতাপসত্তি সকলেরই সমান থাকে বলিয়া তাহাই করা হয়। এস্থলে বিশেষ বচন না থাকিলেও যুক্তি শাস্ত্রার্থের অনুকূল বলিয়া তাহাই আদর্য্য।

হইবে। অত্থা পুরোডাশের মাংসময়তা এবং তাহার সবনীয়তা বিধান করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “মাংসং তু সবনীয়ানাম্”—ঋতিবাক্যের “তরসাঃ” এই শব্দে যে মাংস কথিত হইয়াছে, তাহা ধানা, করস্ত, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়স্তা এই পঞ্চবিধ সবনীয় দ্রব্যের সকলের স্থানেই হইবে কিন্তু অসবনীয় দ্রব্যের স্থানে হইবে না। কারণ, “চোদনাবিশেষাৎ”—উক্ত বিধিবাক্যের মধ্যে তরস এবং সবনীয় এই দুই শব্দের মধ্যে সন্নিধিরূপ বিশেষ রহিয়াছে। আরও এখানে যদি পুরোডাশের উদ্দেশ্যে তরস বিহিত হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা বাইত কিন্তু ওস্থলে “তরসাঃ পুরোডাশা ভবন্তি” ইহার অনুবাদ-পূর্বক “তরসাঃ সবনীয়াঃ ভবন্তি” এইরূপে তরস ও সবনীয়ের সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে বলিয়া—সবনীয়ের উদ্দেশ্যে তরস বিহিত হইয়াছে বলিয়া তরস সর্বগামী হইবে না এবং এইরূপ বলিলে বাক্যভেদও হইতে পারে না। অতএব সবনীয় দ্রব্য সকলের স্থানেই মাংসময় পুরোডাশ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভক্তিরসসন্নিধাবন্ত্যযোতি চেৎ ॥ ৪৩ ॥ (আঃ)

অঙ্গ-ব্রাহ্মণার্থ। “ভক্তিঃ”—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা, “অসন্নিধৌ অত্যায়া”—অসন্নিহিত অর্থে অনুচিত, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, কেবল সবনীয় দ্রব্যের মাংসময়তা হইলে উক্ত ঋতিবাক্যের “পুরোডাশাঃ” এই পদে লক্ষণা করিতে হয়। কারণ, পুরোডাশ অর্থে পুরোডাশ, ধানা, করস্ত ইত্যাদি এইরূপই বলিতে হয়। ইহা কিন্তু অনুচিত। ইতি আশঙ্কা।

শ্রাৎ প্রকৃতিলিঙ্গত্বাদ্ বৈরাজবৎ ॥ ৪৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গ-ব্রাহ্মণার্থ। “শ্রাৎ”—হইবে অর্থাৎ পুরোডাশ শব্দে লক্ষণা হইবে, “প্রকৃতিলিঙ্গত্বাৎ”—প্রকৃতি যাগের লিঙ্গ (জ্ঞাপকতা) অনুসারে, “বৈরাজবৎ”—বৈরাজ্যনামক সামের শ্রায়। (আশঙ্কা নিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, সিদ্ধান্তীর মতে পুরোডাশশব্দে লক্ষণা করিতে হয়, তাহা ইষ্টাপত্তি দ্বারা পরিহার করিবার জন্ত বলিতেছেন “শ্রাৎ প্রকৃতিলিঙ্গত্বাৎ”—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে পুরোডাশ শব্দটি

ধানা প্রভৃতি অর্থে লাক্ষণিক ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিকৃতিভূত এই 'শাক্যারনে'ও ইহার লাক্ষণিকতা দোষাবহ নহে। পক্ষান্তরে পূর্বপক্ষবাদীর মতে সবনীয় শব্দটিকে লক্ষণাবলে :সবনীয় এবং অসবনীয় সকল প্রকার পুরোডাশের বোধক ত বলিতেই হয়, অধিকন্তু ইহা অপ্রামাণিকও হয়। কারণ, ইহার অনুকূলে কোনও প্রমাণ নাই। যদি বলা হয়, প্রকৃতিতে লক্ষণা আছে বলিয়া বিকৃতিতেও যে লক্ষণা করিতে হইবে, তাহার নিদর্শন কি আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "বৈরাজ্যবৎ"—বৈরাজ্যসাম্য ইহার নিদর্শন। "উকথ্যো বৈরূপসাম্য একবিশঃ; ষোড়শী বৈরাজ্যসাম্য" এই বাক্যের 'বৈরূপ' এবং 'বৈরাজ্য' এই শব্দ দুইটি প্রকৃতিভূত বাগের লিঙ্গ অনুসারে যেমন 'বৈরূপপৃষ্ঠ' এবং 'বৈরাজ্যপৃষ্ঠ' সামের বাচক, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব সবনীয় দ্রব্যসকলেরই স্থানে মাংস প্রদেয় রূপে বিহিত হইয়াছে কিন্তু অসবনীয় দ্রব্যের মাংসময়তা বিধিবোধিত নহে। ইতি ২২শ সবনীয় হবির্দ্রব্যসকলের মাংসময়তাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের অষ্টমপাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ব্যোগেন্দ্রনাথশর্মাশ্রীচরণান্তেবাদি-
শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহনবিজ্ঞানব্রাহ্মজ-শ্রীভূতনাথশর্মকৃত
মীমাংসাভাষ্য-ভাবার্থানুবাদে
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ

অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োজিজ্ঞাসা ॥১॥

অক্ষরার্থ। “অথ”—(শেষশেষিভাবনিরূপণের) অনন্তর,
“অতঃ”—এই হেতু অর্থাৎ যেহেতু শেষশেষিভাবনিরূপণ বক্ষ্যমাণ
বিষয়ের কারণ বা অপেক্ষিত সেই হেতু, “ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা”—
ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার আরম্ভ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধ্যায়ে ঋতিলিঙ্গাদি প্রমাণের দ্বারা
শেষশেষিত্ব বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই শেষত্ব কিংপ্রযুক্ত—শেষত্বের
প্রয়োজক কে, কাহার জন্ত শেষের অর্থাৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহা বিচারিত
হইবে। আর পুরুষার্থ এবং ক্রত্বর্থই ‘শেষ’ এই নামে অভিহিত হয় বলিয়া
কোনটি পুরুষার্থ এবং কোনটি ক্রত্বর্থ, তাহা বিচারিত হইলেই শেষত্বের প্রয়োজক কে,
তাহাও নিরূপিত হইয়া পড়ে। এই কারণে ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ
বিচার আবশ্যক। আর শেষশেষিভাব সিদ্ধ না হইলে তাহা সম্ভব হয় না
বলিয়া শেষশেষিভাব নিরূপণের পূর্বে না হইয়া পরেই ঐ ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের
জিজ্ঞাসা হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। ইহা সূত্রের “অথ” এবং “অতঃ” এই দুইটি পদের দ্বারা
সূচিত হইয়াছে। ইতি ১ম প্রতিজ্ঞাধিকরণ।

যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্ত তস্ত নিস্পার্থলক্ষণা

অবিতস্তদ্বাৎ ॥২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “যস্মিন্”—যে বিষয়ে, “পুরুষস্ত প্রীতিঃ”—পুরুষের
প্রীতি হয় (তাহাই পুরুষার্থ), “তস্ত নিস্পা”—তাহার যে নিস্পা অর্থাৎ
অনুষ্ঠান তাহা, “অর্থলক্ষণা”—অর্থতঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিধি বিনাই

১ম পাঃ]

গীমাংসা-দর্শনম্

৬৬৯

স্বভাবতঃ প্রাপ্ত, “অবিভক্তত্বাৎ”—যেহেতু তাহা (প্রীতির সহিত) অবিভক্ত। (সিদ্ধান্ত)।

ভাব্যভাবার্থ। ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের লক্ষণ কি, তাহাই বলিতেছেন—“যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্ত”—পুরুষের প্রীতির জন্ত অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের জন্ত যে কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাই পুরুষার্থ। যেমন দর্শপূর্ণমাস, গোদোহন প্রভৃতি। ‘বাহার দ্বারা প্রীত হয়’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রীতি বলিতে স্বর্গাদি ফলই বুঝায়। অথবা উৎকৃষ্টসুখাত্মক যে প্রীতি তাহাই স্বর্গ ইহা অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে। আর ক্রতুর স্বরূপসিদ্ধির জন্ত, ভাবনার কথস্তাব, পরিপূরণের নিমিত্ত বাহা বিহিত হইয়া থাকে, তাহা ক্রত্বর্থ, যেমন প্রবাহাদি। ইহাই ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের মোটামুটি লক্ষণ। ইতি ১ম বর্ণক।

ইহা বিচার শাস্ত্র; এই কারণে ইহাতে লক্ষণ নির্দেশ করা অস্বচিত। সুতরাং এই সূত্রে কেবলমাত্র ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের লক্ষণ বলা হইয়াছে ইহা বলিলে সূত্রের ন্যূনতা ঘটে। এই জন্ত প্রকারান্তরে সূত্রযোজনা করা হয়। “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি ক্ষতিবাক্যে স্বর্গ প্রভৃতিকে ফলরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই যে স্বর্গাদি ফল, ইহা বিধেয় কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ফলও বিধেয় হইবে, যেহেতু, করণ এবং ইতিকর্তব্যতার দ্বারা ফলও সাধ্যাংশ বলিয়া ভাবনার অংশবিশেষই হইতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্ত তস্ত লিপ্সা অর্থলক্ষণা”—ঐ যে স্বর্গাদি ফল বাহা পুরুষের তৃপ্তির হেতু, তাহা বিধেয় হইতে পারে না, কিন্তু “তস্ত লিপ্সা অর্থলক্ষণা”—তাহাতে অর্থতঃ অর্থাৎ রাগতঃ বা স্বভাবতই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আর বাহাতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়, তাহা বিধেয় হইতে পারে না; যে হেতু, তাহা অপ্রাপ্ত নহে, কিন্তু তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি স্বভাবিক অনুরাগ বশতঃ প্রাপ্ত। এই জন্ত গ্রামমালাকার বলিয়াছেন,

“ন ভাব্যাংশো বিধেয়ঃ শ্রাদ্ধাগান্তত্র প্রবর্তনাৎ”

অর্থাৎ আর্থী ভাবনার যে সাধ্য, সাধন এবং ইতিকর্তব্যতারূপ তিনটি অংশ আছে, তন্মধ্যে করণ ও ইতিকর্তব্যতাংশই বিধেয় হয়। যেহেতু, তাহা ক্লিষ্ট (কষ্টপ্রদ) বলিয়া তাহাতে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। আর উহার যে ভাব্যাংশ অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলরূপ সাধ্যাংশ, তাহা বিধেয় হইতে পারে না; কারণ, তাহাতে ফলের সুন্দরতা বোধে স্বাভাবিক অনুরাগ বশতই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা সূত্রের “অবিভক্তত্বাৎ” এই অংশে সূচিত হইয়াছে। ইতি ২য় বর্ণক।

অথবা, ঋতিমধ্যে “চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ গোদোহনেন পশুকামশ্চ” ইত্যাদি বাক্যে যে গোদোহন প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, তাহা কি পুরুষার্থ অথবা ক্রত্বার্থ কিংবা উভয়ার্থ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, গোদোহনাদির দ্বারা ক্রতু এবং পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐগুলি ক্রতুপুরুষ উভয়ার্থ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষশ্চ তশ্চ লিপ্সা অর্থলক্ষণা”—গোদোহনাদি যে সমস্ত পদার্থের দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেগুলি পুরুষার্থই হইবে কিন্তু ক্রত্বার্থ হইবে না; যে হেতু, গোদোহনপাত্র বিনাও চমসের দ্বারা অপ্ৰণয়ন হইতে পারে এবং তাহার দ্বারাই ক্রতু সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতি ৩য় বর্ণক।

অথবা,—শাস্ত্রমধ্যে প্রতিগ্রহ, বাজন এবং অধ্যাপনের দ্বারা ব্রাহ্মণের, রাজ্যজয় প্রভৃতির দ্বারা ক্ষত্রিয়ের, কুবি প্রভৃতির দ্বারা বৈশ্যের এবং সেবাদির দ্বারা শূদ্রের যে দ্রব্যার্জন বিহিত হইয়াছে, তাহা কি ক্রত্বার্থ অথবা পুরুষার্থ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, যে কোনও উপায়ে দ্রব্যার্জন হইলেই যখন পুরুষের প্রীতি হয়, তখন দ্রব্যার্জন বিষয়ক শাস্ত্রকে পুরুষার্থ বলিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ, ফলই পুরুষার্থ হইয়া থাকে। আর ফলে পুরুষের স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া অর্থভাবনার যে ফলাংশ অর্থাৎ ভাব্যাংশ বা সাধ্যাংশ তাহা বিধি প্রত্যয়ের বিষয় নহে। এই জ্ঞা ত্রীমং কুমারিলভট্টপাদ শ্লোকবার্তিক-মধ্যে বলিয়াছেন—

“ফলাংশে ভাবনায়াশ্চ প্রত্যয়ো ন বিধায়কঃ”

অর্থাৎ ভাবনার যে ফলাংশ বা সাধ্যাংশ তাহাতে বিধিপ্রত্যয়ের বিধায়কতা নাই অর্থাৎ তাহা বিধির বিষয় অর্থাৎ বিহিত হইতে পারে না। এ কারণে অত্রত্য দ্রব্যার্জনকে পুরুষার্থ না বলিয়া উহাকে ক্রত্বার্থই বলিতে হয়। কারণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ যদি ঐ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে দ্রব্যার্জন করেন, তবেই তাহা তদ্বারা অনুরাগিত যজ্ঞের অপূর্বের হেতু হইবে, নচেৎ নহে। সুতরাং নিয়মাদৃষ্টের জ্ঞা উহা আবশ্যক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষশ্চ তশ্চ লিপ্সা অর্থলক্ষণা অবিভক্তদ্বাং”। দ্রব্যার্জন বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগবশতই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া তাহা বিধেয় হইতে পারে না। তবে এস্থলে বিধি বিভক্তির দ্বারা যে দ্রব্যার্জন সম্বন্ধে নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যদি অত্র উপায়ে দ্রব্যার্জন করে, তাহা হইলে তাহাতে প্রত্যাবার হইবে। অতএব দ্রব্যার্জন ক্রত্বার্থ নহে, কিন্তু পুরুষার্থই হইতেছে। ইতি ৪র্থ বর্ণক।

তদ্বৎসর্গে কৰ্ম্মাণি পুরুষার্থায় শাস্ত্রশ্রুতানতিশঙ্ক্যত্বান চ দ্রব্যং
চিকীৰ্ষ্যতে তেনার্থেনাভিসম্বন্ধাৎ ক্রিয়ায়াং পুরুষশ্রুতিঃ ॥ ৩৥

অস্বক্ৰান্তার্থ। “তদ্বৎসর্গে”—তাহার অর্থাৎ প্রীতির উৎসর্গ অর্থাৎ
ত্যাগ অর্থাৎ অনুপলব্ধি হইলেও, “কৰ্ম্মাণি”—কর্ম্ম সকল অর্থাৎ নেক্ষেতো-
ত্তমাদিত্যম্। ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত কর্ম্মসকল, “পুরুষার্থায়”—পুরুষার্থ
হইবে, “শাস্ত্রশ্রুতানতিশঙ্ক্যত্বাৎ”—যে হেতু শাস্ত্রের উপর অতিশঙ্কা অর্থাৎ
আপত্তি করা চলে না, “চ”—আর, “দ্রব্যং”—ক্রতুসম্বন্ধী দ্রব্য, “ন
চিকীৰ্ষ্যতে”—(ঐ সমস্ত কর্ম্মে) করিতে অভিপ্রায় করা হয় না অর্থাৎ
ক্রত্বর্থ দ্রব্যের সহিত ঐ সমস্ত কর্ম্মের সম্বন্ধও নাই যে, তদ্বারা উহার ক্রত্বর্থ
হইবে (এই কারণে), “তেন অর্থেন”—সেই অর্থের সহিত অর্থাৎ পুরু-
ষার্থের সহিত, “অভিসম্বন্ধাৎ”—অভিসম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া,
“পুরুষশ্রুতিঃ”—শ্রুতিমধ্যে কর্ত্ত্বরূপে অথবা শেবিরূপে যে পুরুষের উল্লেখ
তাহা, “ক্রিয়ায়াং”—অনীক্শণাদি ক্রিয়াতেই (বুঝিতে হইবে)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অপ্রকরণে “তত্ত্ব ব্রতম্” এই বলিয়া
আরম্ভ করিয়া “নেক্ষেতোত্তমাদিত্যম্” অর্থাৎ ‘উদয়কালীন সূর্য্যকে দেখিবে না’
এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ক্রত্বর্থ কি পুরুষার্থ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষ-
বাদী বলেন যে, ইহা ক্রত্বর্থ; কারণ, এইরূপ হইলে এই বিধিটির আর ফলকল্পনা
করিতে হয় না; পক্ষান্তরে ইহাকে পুরুষার্থ বলিলে ফলকল্পনা করিতে হয়। আর
বাক্যশেষে “এতাবতা হৈনসা অমুক্তো ভবতি” এই অংশে যে এনোবিষুক্তি
(পাপহীনতা) রূপ ফলবাদ, তাহা ফল হইতে পারে না, যেহেতু, তথায় বর্ত্তমান-
কালবোধক বিভক্তি রহিয়াছে। অতএব উহাতে কোন প্রীতি অর্থাৎ ফল না
থাকায় উহা ক্রত্বর্থই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “তদ্বৎসর্গে কৰ্ম্মাণি পুরুষার্থায়”—ঐ সমস্ত
কর্ম্মে প্রীতির অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগের উপলব্ধি না থাকিলেও ঐগুলি পুরুষার্থই
হইবে, কিন্তু ক্রত্বর্থ হইবে না। কারণ, “ন চ দ্রব্যং চিকীৰ্ষ্যতে”—উহার দ্বারা

কোনও ক্রতুর উপকার সাধিত হয় না, যে হেতু, উহা ক্রতুপ্রকরণে পঠিত নহে, কিন্তু অনাবভাবীত । আর ঋতিলক্ষ্যাদিও কিছু নাই বাহাতে ঐ সমস্ত কর্মকে ক্রত্ব বলা যায় । এই কারণে অগত্যা উহাকে পুরুষার্থ বলিতে হয় । এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে—“তেন অর্থেন অভিসম্বন্ধাৎ” । যদি বলা হয়, প্রীতি না থাকিলে কিরূপে পুরুষার্থ হইবে ? তাহা হইলে বলিব, “শাস্ত্রশ্চ অনতিশঙ্ক্যাদাং”—শাস্ত্রের উপর আপত্তি চলে না । এই জন্ত ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন “শাস্ত্রং চ অনতিশঙ্ক্যং পিতৃমাতৃ-বচনাদপি প্রমাণতরম্” অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর আপত্তি চলে না, যে হেতু তাহা মাতাপিতার বাক্য অপেক্ষাও অধিক প্রামাণিক । বস্তুতঃক্ষে ঐস্থলে “তস্য ব্রতম্” এই প্রকার উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া “নেক্ষেতোত্তমাদিত্যম্” এইরূপ উক্ত হওয়ার উহা ব্রতরূপেই অর্থাৎ কর্মরূপেই কর্তব্য বুঝাইতেছে । আর অনীক্ষণসঙ্কল্পই সেই করণীয় ব্রত অর্থাৎ কর্ম হইতেছে । আর “এতাবতা হ এনসা অযুক্তো ভবতি” অর্থাৎ “ইহাতেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়” এই প্রকার বচন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহা না করিলে কোনও ক্রতুর কোনও ইষ্টানিষ্ট হয় না । কিন্তু পুরুষেরই পাপমুক্তির অভাব ঘটে অর্থাৎ পাপযুক্তি—পাপযোগ থাকিয়া যায় । এই প্রকারে ঐ বিধিবিহিত কর্মের অকরণে যে দোষ, তাহা কর্মসম্বন্ধ নহে বলিয়া উহাকে ক্রত্ব বলা যায় না ; কিন্তু উহা পুরুষসম্বন্ধ বলিয়া পুরুষার্থই হইতেছে । ইহা সূত্রের “তেন অর্থেন অভিসম্বন্ধাৎ” এই অংশে সূচিত হইয়াছে । যদি বলা হয়, পুরুষেরই যখন উপস্থিতি নাই, তখন ইহা যে পুরুষার্থ তাহা কিরূপে বলা যায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “পুরুষশ্চৈতঃ ক্রিয়ায়াং”—“নেক্ষেত” এস্থলে “ঈক্ষেত” পদের আখ্যাত হইতে যে কর্তার উপস্থিতি হয়, সেই কর্তৃপুরুষই পাপবিযুক্ত হইয়া থাকে । আর পাপমুক্তি ফল হইতে পারে না এই প্রকারে যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ; যে হেতু উহা অর্থবাদ হইলেও রাজসত্ত্বায়ে ফলবোধক ; ইহা অগ্রে রাজসত্ত্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে । অতএব “নেক্ষেতোত্তমাদিত্যম্” ইত্যাদি বচনে নঞের পর্য্যদাস অর্থ করিয়া যে অনীক্ষণ সঙ্কল্পাদি কর্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা পুরুষার্থই হইয়া থাকে কিন্তু ক্রত্ব হয় না । ইতি সিদ্ধান্ত ।

অবিশেষাৎ তু শাস্ত্রশ্চ যথাক্রমতি ফলানি স্যুঃ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ । “শাস্ত্রশ্চ অবিশেষাৎ”—বিধিশাস্ত্রের বিশেষত্ব নাই বলিয়া, “তু”—পক্ষান্তরসূচক (আশঙ্ক্যাতক), “যথাক্রমতি”—যেমন শ্রুতিমধ্যে আছে সেইভাবে, “ফলানি স্যুঃ”—ফল হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর উত্তর শুনিয়া পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন যে, প্রবাজ প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্মকে ক্রত্বর্থ বলা হয়, সেই-গুলিও ত ঐ ভাবে পুরুষার্থ হইতে পারে। আর তাহাদের অর্থবাদমধ্যে যে ফল কথিত আছে, তাহাই তাহাদের ফল হইবে। ইতি আশঙ্কা।

অপি বা কারণাগ্রহণে তদর্থমর্থস্থানভিসম্বন্ধাৎ ॥ ৫ ॥

অঙ্গকর্মার্থ। “অপি বা”—পক্ষব্যাবর্তক অথবা আশঙ্কানিরাসার্থক, “কারণাগ্রহণে”—অঙ্গত্ববোধক যে সমস্ত কারণ আছে তাহাদের প্রতীতি না থাকিলে, “তদর্থম্”—তদর্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ ই হয়, “অর্থস্ত অনভিসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু কোনও কর্মের সহিত সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, প্রবাজাদি অঙ্গকর্ম সকলও পুরুষার্থ হইত, যদি উহাদের ক্রত্বর্থতাবোধক শ্রুতিলিঙ্গাদি কোনও কারণ না থাকিত। কিন্তু শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণাদির দ্বারা যখন প্রবাজাদির অঙ্গত্ব বোধিত হয়, তখন উহারা ক্রত্বর্থ না হইয়া পুরুষার্থ হইতে পারে না। আর যে অর্থবাদীর ফলশ্রুতি তাহাও অর্থবাদমাত্র, ইহা অগ্রে বর্ণিত হইবে। পক্ষান্তরে “নৈক্ষেতোত্তমাদিত্যম্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবিহিত অনীক্ষণাদি কর্মের ক্রত্বত্ব-বোধক শ্রুতিলিঙ্গাদি কোনও প্রমাণ নাই। কাজেই “কারণাগ্রহণে তদর্থম্”—ক্রত্বর্থতাবোধক কারণ না থাকায় ঐ প্রকার কর্মকলাপ পুরুষার্থ ই হইয়া থাকে; “অর্থস্ত অনভিসম্বন্ধাৎ”—যেহেতু ঐ প্রকার কর্মগুলি অনারভ্যপাঠিত বলিয়া কোনও কর্মের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নাই। ইতি আশঙ্কাপরিহার।

তথা চ লোকভূতেষু ॥ ৬ ॥

অঙ্গকর্মার্থ। “তথা চ”—সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, “লোক-ভূতেষু”—লোকব্যবহারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সমিদ্ধবাগাদি অর্থাৎ প্রবাজাদি যে ক্রত্বর্থ এবং ঐ অনীক্ষণাদি যে ক্রত্বর্থ নহে, তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত বলিতেছেন “তথা চ লোকভূতেষু।” লোকব্যবহারেও দেখা যায় যে, কোনও কর্মের মধ্যে যদি জপ,

উপবাস প্রভৃতি করা হয়, আর তাহার যদি স্বতন্ত্র কোন ফল না থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই কৰ্ম্মেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। অথবা কেহ যদি বলে, ‘স্নান কর, পাক কর’ তাহা হইলে এস্থলে যেমন স্নানকে পাকের অঙ্গ বলিয়া বুঝা যায়, আবার যদি কেবলমাত্র বলা হয় ‘স্নান কর’ তাহা হইলে স্নান কাহারও অঙ্গ হয় না, এস্থলেও প্রযাজ্যাদি এবং অনীক্ষণকর্মাণ্যাদিসম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব সমিদ্ভাগাদিই কর্মাঙ্গ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ কিন্তু অনীক্ষণাদি প্রজ্ঞাপতিব্রত প্রভৃতি কর্মাঙ্গগুলি ক্রত্বর্থ নহে; ঐগুলি পুরুষার্থ। অতএব উহার অভাবে ক্রতুর বৈগুণ্য ঘটবে না। ইতি ৩য় প্রজ্ঞাপতিব্রতাদির পুরুষার্থতাধিকরণ।

দ্রব্যানি ত্ববিশেষণানর্থক্যাং প্রদৌয়েরন্ ॥ ৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। দ্রব্যানি—দ্রব্য সকল, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “আনর্থক্যাং”—আনর্থক্য অর্থাৎ ব্যর্থ হয় বলিয়া, “প্রদৌয়েরন্”—প্রদান করিতে হইবে অর্থাৎ আহুতি দিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শ-পূর্ণ্যাস প্রকরণে “ক্ষ্যশ্চ কপালানিচ” ইত্যাদি বাক্যে আরম্ভ করিয়া “এতানি বৈ দশ যজ্ঞানুধানি” অর্থাৎ “এই দশটি যজ্ঞের অস্ত্র”—এইরূপ উপনিষ্ট হইয়াছে। এই দ্রব্যগুলি কি হবির্দ্রব্যরূপে অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে, অথবা তাহা হইবে না? আর ইহার জন্ত ইহাও নিরূপণ করা উচিত যে ঐ বাক্যটি কি বিধি অথবা অনুবাদ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“দ্রব্যানি তু প্রদৌয়েরন্”—ক্ষ্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে, যেহেতু, তাহা না হইলে “আনর্থক্যাং”—বাক্যটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর “অবিশেষণ”—ইহা উৎপত্তিশিষ্ট পুরোডাশাদির সহিত সমুচ্চিত অথবা বিকল্পিত হইবে। যদি বলা হয় ইহা বিধি নহে, তাহা হইলে বলিব ইহাকে অর্থবাদ বলিলে আনর্থক্য হয়। এই কারণে ইহা যখন যজ্ঞানুধরূপ অপূর্ব অর্থের বোধক, তখন ইহা বিধিই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

স্বেন অর্থেন সম্বন্ধো দ্রব্যানাং পৃথগর্থত্বাং তস্মাদ্

যথাশ্রুতি স্যঃ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তু”—পূর্বপক্ষব্যবর্তক, “স্বেন অর্থেন”—নিজ নিজ অর্থের সহিত অর্থাৎ প্রয়োজন বা কার্যের সহিত, “দ্রব্যানাং সম্বন্ধঃ”

—ক্ষ্য প্রভৃতি দ্রব্য সকলের সম্বন্ধ হইতেছে, “পৃথগর্থত্বাৎ”—যে হেতু উহাদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ অর্থ্যাৎ প্রয়োজন উপদিষ্ট হইয়াছে, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “বথাক্রান্তি স্মাঃ”—ঐগুলি যেমন শ্রুতি আছে তদনুরূপই হইবে অর্থ্যাৎ অনুবাদই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দশমব্রাহ্মণ বাক্য বিধি নহে কিন্তু অনুবাদ। কারণ, “স্বেন অর্থেন দ্রব্যাণাং”—ক্ষ্য, কপাল প্রভৃতি যে দশটি দ্রব্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া কার্য্য বিহিত হইয়াছে। বথা, ক্ষ্য নামক দ্রব্যের দ্বারা উদ্ধনন, কপালের দ্বারা শ্রপণ, অগ্নিহোত্রহবনীর দ্বারা বিবর্পণ, শূর্ণের দ্বারা বিবেচন (বাছাই করা) ইত্যাদি। এই কারণে ঐ সমস্ত ক্ষ্য প্রভৃতিগুলি প্রাপ্ত বলিয়া উহার বিধি হইতে পারে না, কিন্তু উহারা অনুবাদ। আরও আনুশ শব্দ যখন গোণার্থক, কারণ, ইহাও বাস্তবিক আনুশ অর্থ্যাৎ অন্ত্র নহে, তখন ইহাকে অনুবাদী বলাই সম্ভব। আরও ঐ যে ক্ষ্য প্রভৃতি ঐগুলি উদ্ধননাদি কৰ্ম্মের দ্বারা প্রযুক্ত অর্থ্যাৎ কৰ্ম্মাদিরূপে আবৃষ্ট হয় বলিয়া সেই সেই উদ্ধননাদি কৰ্ম্মই বিধেয় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐগুলিকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে এইরূপ বিধি হয় না। অতএব ঐ ব্রাহ্মণবাক্য সম্ভারবিধির অর্থবাদ। আর “ব্রাহ্মণধানি সম্ভবন্তি” এই বাক্যে ব্রাহ্মণ সকলের সংজ্ঞায় অর্থ্যাপত্তিবলে সংগ্রহ কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোত্তন্তে চার্ধকৰ্ম্মস্ব ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “চোত্তন্তে চ”—বিহিত হয়, “অর্থকৰ্ম্মস্ব”—অর্থকৰ্ম্মে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ঐগুলিকে বিধেয় বলা হয়, তাহা হইলে ঐগুলির দ্বারা অর্থকৰ্ম্মই সম্পাদিত হয়। আর তাহা হইলে উৎপত্তিশিষ্ট যে পুরোডাশ আছে, তাহার দ্বারা অর্থকৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহার সহিতই বিকল্প হইবে। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। যে হেতু, ক্ষ্যাদি দ্রব্যগুলি উৎপত্তিশিষ্ট বলিয়া উৎপত্তিশিষ্ট পুরোডাশের সহিত তাহার বিকল্প হইতে পারে না। ঠিক এই কারণেই উহার সমুচ্চয় হওয়াও সম্ভব নহে। এই জন্ত শ্রাব্যমালাকার বলিয়াছেন—

“সাদ্ধর্মুৎপত্তিশিষ্টেন বিকল্পাদি ন হুন্ত্যতে”

অর্থ্যাৎ উৎপত্তিশিষ্ট পদার্থের সহিত উৎপত্তিশিষ্ট কোন পদার্থের বিকল্প বা সমুচ্চয় কোনটিই যুক্তিযুক্ত হয় না।

অথবা স্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলি আহতিরূপে প্রদেয় হইতে পারে না, কারণ, “চোন্তন্তে চ অর্থকর্মসু”—ঐ যজ্ঞপাত্রগুলিকে যজ্ঞমানের মৃত্যুর পর তাহার দেহের সহিত ভস্মসাৎ করিবার বিধি আছে। যেহেতু ঋতি বলিতেছেন—“আহিতাগ্নিমগ্নিভিদ ইন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চ” অর্থাৎ আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে তাহার আহিত অগ্নি এবং যজ্ঞপাত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দহ্য করিবে। অতএব শবদাহনকাল পর্য্যন্ত স্য প্রভৃতি গুলিকে রাখিতে হইলে এস্থলে ঐগুলি হবির্দ্রব্য হইতে পারে না।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (ঐগুলি হবনীয় নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। স্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলি যে আহতিরূপে প্রদেয় নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণ্যাস প্রকরণে “চতুর্দশ পৌর্ণমাস্যামাহতয়ঃ” ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, পৌর্ণমাসীতে মাত্র চৌদ্দটি আর দর্শে তেরটি আহতি দিতে হইবে। কিন্তু স্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে যদি আহতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে আহতির সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই কারণে উক্ত ঋতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে ইহা নিরূপিত হয় যে, যজ্ঞায়ুধ হবির্দ্রব্য নহে। ইতি ৪র্থ যজ্ঞায়ুধবাক্যের অনুবাদতাত্ত্বিকরণ।

তত্রৈকত্বমযজ্ঞাঙ্গমর্থস্য গুণভূতত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—সেইস্থলে অর্থাৎ ‘পশুমাংসভেদ’ ইত্যাদি স্থলে, “একত্বম্ অযজ্ঞাঙ্গম্”—পশুপদগত একত্ব যজ্ঞের অঙ্গ নহে, “অর্থস্য গুণভূতত্বাৎ”—যে হেতু উহা প্রকৃত্যর্থের গুণভূত অর্থাৎ বিশেষণ। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অগ্নীষোমীয় পশুমাংসভেদ”, “বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেদ” ইত্যাদি বচনে পশাদির আলস্ত (বধ) বিহিত হইয়াছে। এই রূপ অনড়াহো যুক্তি” অর্থাৎ দুইটি বৃষকে যুক্ত করিবে ইত্যাদি ঋতিবাক্যে আছে। ও সমস্ত বাক্যের “পশুম্”, “কপিঞ্জলান্” প্রভৃতি পদে যে প্রত্যয়ান্বক-বিভক্তিবোধিত একবচন, বহুবচনাদি সংখ্যা আছে, তাহা বিবক্ষিত কি অবিবক্ষিত ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“তত্র একত্বম্ অযজ্ঞাঙ্গম্”—

ঐ সমস্ত বাক্যে যে একত্বাদি সংখ্যা আছে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গ নহে বলিয়া বিবক্ষিতও হইতে পারে না। যদি বলা হয়, ঐ সংখ্যা যজ্ঞের অঙ্গ নহে কেন? তাহা হইলে বলিব—“অর্থস্তা গুণভূতত্বাৎ”—উহা প্রকৃত্যর্থ যে পশু, কপিঞ্জল বা অনডান প্রভৃতি তাহারই গুণভূত অর্থাৎ বিশেষণ কিন্তু আলম্ব্য বা নিয়োজন ক্রিয়ার বিশেষণ নহে। যদি বলা হয়, একত্বাদি সংখ্যা যাগের—আলম্ব্যাদিক্রিয়ার বিশেষণ হইবে না কেন অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব, এ স্থলে পশু, কপিঞ্জল প্রভৃতি শব্দগুলি তদুপরি প্রযুক্ত যে বিভক্তি তদগত সংখ্যাদির অন্তরঙ্গ হওয়ায় সন্নিবৃত্ত হইতেছে, কেন না, উহা প্রকৃত্যর্থ; আর “আলভেত” এইটি স্বতন্ত্র একটি পদ বলিয়া ইহা বিপ্রকৃষ্ট। এই কারণে পশু প্রভৃতির সহিত একত্বাদির যে সম্বন্ধ, তাহা শ্রুতিবোধিত; আর “আলভেত” এই পদের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা পদান্তরবোধিত হওয়ায় বাক্যবোধিত। আর শ্রুতি ও বাক্যের মধ্যে শ্রুতিই প্রবল বলিয়া শ্রুতি অনুসারে একত্বাদি সংখ্যা পশ্বাদি শব্দেরই অঙ্গ হইবে, কিন্তু যাগের—আলম্ব্যাদি ক্রিয়ার অঙ্গ হইবে না। যদি বলা হয়, পশু যাগের উপকারক; আর সংখ্যা পশুরূপ যাগাদ্যের উপকারক; এই কারণে সংখ্যাও যাগের উপকারক হইবে। তাহা হইলে বলিব, পশুর সংখ্যা পশুতেই বিবক্ষিত বলিয়া তাহার দ্বারা যাগের কোনও ইষ্টানিষ্ট নাই। যে হেতু, সংখ্যা ও পশুর সম্বন্ধ প্রথমে সিদ্ধ হইলে তবে যে আলম্ব্যাদি ক্রিয়া এবং পশুর সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় তাহা নহে। এই কারণে পশুর সংখ্যা বিবক্ষিত হইলে অথবা বিবক্ষিত না হইলে উভয়থাই যাগের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অতএব এতাদৃশ স্থলে সংখ্যা অববক্ষিত বলিয়া ইচ্ছা অনুসারে এক, দুই বা তিন যে কোনও সংখ্যা অনুসারে পশ্বাদির গ্রহণ হইলেই বাগ সম্পন্ন হইবে।

একশ্রুতিত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥

অঙ্গব্যবহার্য্য । “একশ্রুতিত্বাৎ চ”—‘এক’ এই শব্দের শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে উল্লেখ আছে বলিয়াও (সংখ্যা অবিবক্ষিত) ।

ভাব্যভাবার্থ । পশ্বাদি পদের সংখ্যা যে অবিবক্ষিত, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “একশ্রুতিত্বাৎ চ” । শ্রুতিমধ্যে উপদৃষ্ট হইয়াছে “যদি সোমমপ-হরয়রেকাং গাং দক্ষিণাং দত্তাং” ইত্যাদি। যদি পদের সংখ্যা বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে “গাং দক্ষিণাং দদ্যাৎ” ইহাই থাকিত—“একাম্” এই অধিক পদটি আর থাকিত না। কিন্তু ঐ পদটি যখন অধিক রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

“একং” এই ‘এক’ শব্দটি না দিলে অনির্দিষ্টসংখ্যক গুরু দক্ষিণাক্রমে দেয় হইত। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিশেষণশূন্য “গাম্” এই পদের সংখ্যা বিবক্ষিত নহে। আর ঐ দৃষ্টান্ত অপরাপর স্থলেও প্রয়োজ্য বলিয়া তথ্যও একত্বাদিসংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না।

প্রতীয়ত ইতি চেৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রতীয়তে—(একত্বাদি সংখ্যা) প্রতীয়মান হয়, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, ‘পশুমানয়’, ‘গাং বধান’ অর্থাৎ ‘পশু আন’, ‘গুরু বাধ’ ইত্যাদি স্থলে যখন একত্বাদিসংখ্যাবিশিষ্টরূপেই পশুর প্রতীতি হয় বলিয়া তদনুসারেই আনয়নাদি ব্যবহার হইতে দেখা যায়, তখন “পশুমালাভেত” ইত্যাদি স্থলে সংখ্যা বিবক্ষিত নহে ইহা কিরূপে বলা যায়? কারণ, বাহা শব্দ হইতে প্রতীতি হয়, তাহা শব্দার্থই হইয়া থাকে। ইতি আশঙ্কা।

নাশব্দং তৎ-প্রমাণত্বাৎ পূর্ববৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, “অশব্দং”—উহা অশব্দ হইতেছে অর্থাৎ শব্দার্থ নহে, “পূর্ববৎ”—‘পূর্ব’ এই শব্দের আয়, “তৎপ্রমাণত্বাৎ”—যেহেতু একপদশ্রুতিরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। (আশঙ্কা পরিহার)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ প্রকারে যে সংখ্যার প্রতীতি, তাহা অশব্দ বলিয়া অর্থাৎ শব্দার্থ নহে বলিয়া বিবক্ষিত হইতে পারে না। যেমন ‘পূর্ব’ ব্যক্তিটি আসিতেছে’ বলিলে অপর ব্যক্তির না আসাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝায়, সুতরাং ‘পূর্ব’ বলিলে ‘অপর’ পদার্থেরও প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা পূর্ব শব্দের অভিধেয় তাহা নহে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই কারণে একত্বাদি প্রতীয়মান হইলেও তাহা বিধেয় নহে। আর যদি বিধেয় হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। আরও উগা যে বিধেয় নহে তাহার হেতু বলিতেছেন “তৎপ্রমাণত্বাৎ”—যে হেতু একপদশ্রুতি

অল্পসারে ঐ একত্বাদিসংখ্যা পশুর সহিতই অধিত হয় কিন্তু ক্রিয়ার সহিত উহার সম্বন্ধ থাকে না। অতএব একত্বাদি সংখ্যা বিধেয় নহে। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

শব্দবত্পুলভ্যতে তদাগমে হি তদ্ দৃশ্যতে তস্ম জ্ঞানং
যথান্বেষাম্ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গ-ব্যাখ্যা। “শব্দবৎ”—শব্দবিশিষ্টরূপে, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “উপলভ্যতে”—উপলব্ধ হয়, “হি”—যে হেতু, “তদাগমে”—শব্দের আগম হইলে, “তৎ দৃশ্যতে”—তাহা অর্থাৎ সেই অর্থ বিষয়ক স্মরণ দৃষ্ট হয়, “তস্ম জ্ঞানম্”—তাহারও জ্ঞান (শব্দ জ্ঞাত), “যথা অন্বেষাম্”—অপরাপর পদার্থের জ্ঞায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, একত্বাদিসংখ্যা বিভক্তি হইতে প্রতীত হইলে তাহা শব্দ অর্থাৎ শব্দাভিহিত হয় না, ইহা সমীচীন নহে। কারণ, “শব্দবৎ তু উপলভ্যতে”—যে শব্দ হইতে যে অর্থ নিয়মিতভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা তাহারই অভিধেয় হয়। সুতরাং “পশু আনয়,” “পশু আনয়” এবং “পশু আনয়” এই তিনটি স্থলে যখন ‘গাম আনয়, অশ্বম্ আনয়’ এই দুইটি বাক্য শ্রবণে যেমন বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভিন্ন-প্রকারই ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যাপন্ন ব্যক্তি ঐ তিনটি বাক্যের প্রথমটি শুনিলে একটি পশু, দ্বিতীয় বাক্যটি শুনিলে দুইটি পশু এবং তৃতীয়টি শুনিলে যখন বহু পশু আনিয়া উপস্থিত করে, তখন বিভক্তিবোধিত সংখ্যা যে শব্দাভিহিত নহে, ইহা বলা সমীচীন হয় না। এই জন্য বলা হইয়াছে “তদাগমে হি তদ্ দৃশ্যতে তস্ম জ্ঞানং যথা অন্বেষাম্”। আর যে বলা হইয়াছে, ঋতিবিরোধ হয় বলিয়া সংখ্যা ক্রিয়াধরিনী হইতে পারে না, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, “পশুম্” এই পদটি যদিও স্বরূপত একটিই হইতেছে, তথাপি ইহার প্রকৃত্যাংশের দ্বারা পশু আর প্রত্যয়াংশের দ্বারা কারক ও একত্ব বোধিত হইয়া থাকে। আর এস্থলে প্রকৃত্যাংশ পশু অপেক্ষা কারক্যাংশটিই একত্বের আসন্নতর অর্থাৎ অধিক সন্নিহিত হইতেছে। সুতরাং একত্বাদি সংখ্যা পশুর সহিত অধিত না হইয়া কারকের সহিতই অধিত হইয়া থাকে। আর যাহা ক্রিয়ার হেতু, তাহাই কারক বলিয়া ক্রিয়ার সহিতই একত্বের সম্বন্ধ প্রত্যয়াংশের দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে। আর

সম্মিহিত পদান্তরোপান্ত বাগাদিহি ক্রিয়াবিশেষ হইতেছে বলিয়া তাহার সহিতই একত্বাদি সংখ্যার প্রথমত অঙ্গ হয়। এইরূপে একত্বাদি সংখ্যার যজ্ঞাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর সংখ্যা স্বয়ং অমূর্ত—মূর্তিহীন হওয়ার বাগক্রিয়া নিষ্পাদন করিবার অযোগ্য বলিয়া অরুণাদি গুণের ত্রায় পশু প্রভৃতি দ্রব্যকে অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিশেষিত করিয়া তদ্বারাই বাগ সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের বষ্ঠ অধিকরণে ১২শ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব একত্বাদি সংখ্যা পশু হইবার পূর্বেই ক্রিয়াঙ্গ হয় বলিয়া কোনও বিরোধই হইতেছে না। এই জ্ঞাত শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—

“সমানপ্রত্যয়ান্বন কারকেণান্বসংকৃত।

ক্রিয়ায়ৈ নীয়তে সংখ্যা ন পশুঙ্গ পদাদ্ ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ “সমানপ্রত্যয়বোধিত কারকের দ্বারা সংখ্যা আত্মীয়রূপে গৃহীত হইয়া ক্রিয়ার অঙ্গরূপে সমর্পিত হইয়া থাকে বলিয়া তাহা আর সমানপদের দ্বারা পশুর অঙ্গ হইতে পারে না।” আর যে বাক্যভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইত, যদি পশুও বিধীয়মান হইত এবং পশুর সহিত সংখ্যাসম্বন্ধও বিধেয় হইত। কিন্তু পশুর সহিত সংখ্যার সম্বন্ধ যখন অর্থাপত্তিলভ্য, যে হেতু পশুবচ্ছেদকতা বিনা সংখ্যার ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব উপপন্ন হয় না, তখন বাক্যভেদ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ক্রিয়ার অঙ্গ হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদ্বচ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গব্রাহ্মার্থ। “তদ্বৎ”—সেইরূপ, “লিঙ্গদর্শনং চ”—জ্ঞাপকবেদ-বচনও দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রত্যয়ান্বক বিভক্তিবোধিত সংখ্যা যে বিবক্ষিত তাহার জ্ঞাপক বেদবচনও আছে। এইজন্ত বলিতেছেন “লিঙ্গদর্শনং চ তদ্বৎ”। ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে “কর্ণা যাম্যাঃ। অবলিগ্না রৌদ্রাঃ। নভোরূপাঃ পার্জন্তাঃ। তেবামৈন্দ্রাগ্নৌ দশমঃ”। এই স্থলে যে ঐন্দ্রাগ্নকে দশম বলা হইয়াছে, তাহা তবেই সঙ্গত হয়, যদি পূর্বোক্ত “কর্ণা যাম্যাঃ” ইত্যাদি তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে তিনটি তনটি করিয়া বুঝায়। আর বিভক্তিবোধিত সংখ্যা যদি বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে ঐ তিনস্থলের বহুবচন হইতে তিনটি যাম্য, তিনটি রৌদ্র ও তিনটি পার্জন্তের প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর তাহা হইলে “তেবাম্ ঐন্দ্রাগ্নঃ দশমঃ” এই ঋতিতে যে

ঐন্দ্রায়কে উহাদের দশম বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই কারণে বলিতে হয় যে, এস্থলে বহুত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত। আর তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ কপিঞ্জলাধিকরণত্য়ায়ানুসারে এ তিন স্থলে বিশেষণরহিত বহুত্ব সংখ্যা হইতে ত্রিষেরই প্রাপ্তি হয়। অতএব বিশেষ্যগত বিভক্তিবোধিত সংখ্যাও বিবক্ষিত বলিয়া “পশুমালাভেত” এস্থলে পশুগত একত্বও বাগের অঙ্গ। ইতি ৫ম পশ্বেকত্বাধিকরণ।

তথা চ লিঙ্গম্ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্কুরার্থ। “তথা”—ঐ ভাবে, “লিঙ্গম্ চ”—লিঙ্গও বিবক্ষিত।

ভাষ্যভাবার্থ। পশু প্রভৃতি শব্দের লিঙ্গও বিবক্ষিত কি না, ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন—সংখ্যা যেমন অব্যভিচরিতভাবে অবচ্ছেদক হয়, লিঙ্গ তাদৃশ নহে বলিয়া এবং লিঙ্গের দ্বারা অনুষ্ঠানের কোনও ইতরবিশেষ হয় না বলিয়া সংখ্যা বিবক্ষিত হইলেও লিঙ্গ বিবক্ষিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “তথা চ লিঙ্গম্”—লিঙ্গও পশুত্বজ্ঞাতি এবং একত্বাদি সংখ্যার দ্বারা অবচ্ছেদকরূপে অযিত হইয়া থাকে এবং অনুষ্ঠানবিষয়েও “মেঢ়ং ত আপ্যায়তাম্” এই মন্ত্বে পুংস্পশুর উপস্থবোধক পদ উল্লিখিত আছে বলিয়া লিঙ্গও বিবক্ষিত। তবে লিঙ্গবিহীন বৃক্ষাদি শব্দে লিঙ্গের ব্যভিচার থাকিলেও সর্বত্রই যে তাহা হইবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। ইতি ৬ষ্ঠ পশুর লিঙ্গবিবক্ষাধিকরণ।

আশ্রয়িষ্বিশেষেণ ভাবোহর্থঃ প্রতীয়েত ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্কুরার্থ। “আশ্রয়িষু”—আশ্রয়ী পদার্থ স্থলে, “অবিশেষেণ”—বিশেষ নাই বলিয়া, “ভাবঃ অর্থঃ”—অপূর্ব, “প্রতীয়েত”—প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উত্তমপ্রযাজ অর্থাৎ সর্বশেষে অনুষ্ঠেয় (অন্ত্য) প্রযাজ, পশুপুরোডাশ, ষষ্ঠিকৃত প্রভৃতি পদার্থগুলিকে আশ্রয়ী বলা হয়, কারণ, ঐগুলি পরকীয় দ্রব্য ও দেবতার সংস্কার সাধন করে বলিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করে। ঐগুলি কি পরকীয় দ্রব্য ও দেবতার সংস্কারসাধন করিয়া কৃতার্থ হয় অথবা ঐ সকল হইতে অপূর্বও জন্মায় ইহাই সংশয়। এই প্রকার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তপক্ষ উল্লেখ করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—“আশ্রয়িষু ভাবঃ অর্থঃ প্রতীয়েত”—ঐ সমস্ত আশ্রয়ী পদার্থে অপূর্বও হইয়া থাকে। কারণ, “অবিশেষেণ”—অন্ত্য

স্থলে যেমন অপূর্বই প্রয়োজন, এ স্থলেও তাহা হইতে বিশেষত্ব নাই অর্থাৎ “সোমেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্য যেমন অপূর্বার্থতাবোধক, উত্তমপ্রবাজাদি বাক্যও তদ্রূপ। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদনায়াং হুনরন্তো বিভক্তত্বান্ন হন্তেন

বিধীয়তে ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনায়াং”—(এতাদৃশ) চোদনার অর্থাৎ বিধিবাক্যে, “তু”—পক্ষপরিবর্তনস্থচক, “অনারন্তঃ”—(অপূর্বের) আরম্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি হইবে না, “বিভক্তত্বাৎ”—যে হেতু ইহা বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক প্রকারের হইতেছে, “হি”—যে হেতু, “অন্তেন ন বিধীয়তে”—অন্তের দ্বারা বিহিত হইতেছে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “চোদনায়াং তু অনারন্তঃ”—এতাদৃশ স্থলে যে বিধি, তাহা অপূর্বের বোধক নহে। কারণ, “বিভক্তত্বাৎ”—এস্থলে দেবতাসংস্কারাদি দৃষ্ট প্রয়োজন সাধিত হইতেছে বলিয়া আখ্যাত পৃথক প্রকারেরই হইতেছে। যে হেতু, যে স্থলে ফল দৃষ্ট হয়, তথায় আর অদৃষ্টকল্পনা করা হয় না। আর, “ন হি অন্তেন বিধীয়তে”—অন্ত কোনও অখ্যাতের দ্বারা যে অপূর্বার্থে বিধীয়মান হইতেছে তাহাও নহে। আর একটি কর্ণের দুইটি প্রয়োজন হইতে পারে না। অতএব স্থিষ্টকৃৎ যাগাদিস্থলে অপূর্ব নাই। ইতি পূর্বপক্ষ।

শ্রাদ্ বা দ্রব্যচিকীর্ষায়াং ভাবোহর্থো চ গুণভূততাশ্রয়াদ্ধি

গুণীভাবঃ ॥ ২০ ॥ (পূঃ পঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “বা”—পূর্বপক্ষ নিরাসার্থক, “ভাবঃ শ্রাৎ”—অপূর্ব হইবে, “দ্রব্যচিকীর্ষায়াং”—দ্রব্য দেবতার সংস্কারাদি অভিপ্রেত হইলেও “চ”—যে হেতু, “অর্থো”—দ্রব্য-দেবতাসংস্কারাদিরূপ অর্থ, “গুণভূততা”—যাগের গৌণ প্রয়োজন, “হি”—যে হেতু, “আশ্রয়াৎ”—আশ্রয় অর্থাৎ নির্ভর

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৬৮৩

প্রাধাত্ত অল্পসারে, “গুণীভাবঃ”—গুণীভাব অর্থাৎ নিজের অঙ্গত্ব হইয়া থাকে। (ইতি পূর্বপক্ষনিরাস)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, একই কর্ণের অংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন হওয়া বিরুদ্ধ নহে। আর এস্থলে মন্ত্রপাঠ, দ্রব্যপ্রক্ষেপ এবং দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ, এই তিনটি অংশ রহিয়াছে। তন্মধ্যে মন্ত্রপাঠ হইতে যে দেবতাস্বরূপ এবং প্রক্ষেপ হইতে যে দ্রব্যের সন্ধান হয়, এই দুইটি দৃষ্টার্থক। আর ত্যাগাংশ হইতে অবাস্তব অপূর্ব জন্মে। ইহা স্বীকার না করিলে ঐ ত্যাগটির কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট না হওয়ার উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে উহাকে অদৃষ্টার্থক বলিতে হয়। আর ত্যাগজন্ম সেই যে অদৃষ্ট, তাহা পরমাপূর্বের পরিপোষক। অতএব দ্বিষ্টকৃত, অন্ত্যপ্রাজ, পশুপুরোডাশ প্রভৃতিগুলি দৃষ্টাদৃষ্টার্থক—উভয়ার্থক। ইতি ৭ম আশ্রয়িকর্মসকলের অদৃষ্টার্থতাবিকরণ।

অর্থে সমবৈষম্যমতো দ্রব্যকর্ষণাম্ ॥২১॥

অক্ষরার্থ। “অর্থে”—প্রয়োজন বিষয়ে, “দ্রব্যকর্ষণাম্ সমবৈষম্যম্”—দ্রব্য ও কর্ণের সাম্য এবং বৈষম্য (প্রদর্শিত হইবে), “অতঃ”—এস্থান হইতে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ পর্য্যন্ত প্রয়োজকত্ব এবং অপ্রয়োজকত্ব অবলম্বনে শেষশেষিবিষয়ক আলোচনাই হইয়াছে। এইবারে যে প্রয়োজকত্ব এবং অপ্রয়োজকত্ব বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা হইবে আর কোন কোন স্থলে ঐ প্রয়োজকত্বের হেতুরূপে শেষশেষিভাবের বিচার হইবে, তাহারই প্রতিজ্ঞা নির্দেশ করা হইল। আর সেই যে প্রয়োজকত্বাপ্রয়োজকত্ব বিচারিত হইবে, তাহাতে কোন কোন স্থলে দ্রব্য ও কর্ণের প্রয়োজন বিষয়ে সাম্য অর্থাৎ একত্ব আবার কোথাও বা বৈষম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধতা প্রতিপাদিত হইবে। ইতি ৮ম প্রতিজ্ঞাধিকরণ।

একনিষ্পত্তেঃ সর্বং সমং স্মাৎ ॥২২॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “একনিষ্পত্তেঃ”—একই সময়ে নিষ্পত্তি হয় বলিয়া

অথবা একই কার্য হইতে নিষ্পত্তি হয় বলিয়া, “সর্বং”—সবগুলিই, “সমঃ
শ্রাৎ”—সমানভাবে প্রয়োজক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্রতিমধ্যে উপনিষ্ট হইয়াছে, “তপ্তে পয়সি
দধ্যানয়তি। সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা। বাজ্রিত্যো বাজিনম্” অর্থাৎ “তপ্তে দ্রুক্ষে
দধি আনিবে অর্থাৎ দধি দিবে। তাহা বিশ্বদেবনামক দেবতার জন্ত আমিক্ষা
হইবে। আর বাজ্রিনটি বাজ্রিনামক দেবতার (জন্ত) হইবে। আমিক্ষা অর্থ
ছানা, আর বাজ্রিন অর্থ ছানার জল। এই যে আমিক্ষা এবং বাজ্রিন ইহার
উভয়েই কি দধি আনয়নের প্রয়োজক অথবা কেবলমাত্র আমিক্ষাই তাহার
প্রয়োজক ইহাই সংশয়। বাহার উদ্দেশ্যে কোন কিছু অনুষ্ঠিত হয় সেই
উদ্দেশ্যভূত পদার্থটিকে প্রয়োজক বলা হয়, আর বাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে
প্রয়োজ্য, প্রয়োজনীয়, প্রযুক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।
এখানে তপ্ত দ্রুক্ষে দধি আনয়নরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে ছানা এবং ছানার জল
তৈয়ারি হয় বলিয়াই দধি-আনয়ন আপাতদৃষ্টিতে আমিক্ষা প্রযুক্ত এবং বাজ্রিন
প্রযুক্ত আর আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা এবং বাজ্রিন অর্থাৎ ছানার জল দধি আনয়নের
প্রয়োজক। এস্থলে ছানা এবং ছানার জল উভয়কেই দধি আনয়নের প্রয়োজক
বলা হইবে কি না, তাহারই সন্দেহ হইতেছে। যদি উভয়েই প্রয়োজক হয়, তাহা
হইলে তাহার ফলে বাগের অত্যাশ্রয় স্থলে এক প্রকার ব্যবহার হইবে, আবার যদি
উহাদের একটিই প্রয়োজক হয়, তাহা হইলে আর প্রকার ব্যবহার হইবে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “সর্বং সমঃ শ্রাৎ”—আমিক্ষা এবং বাজ্রিন
উভয়েই সমান হইবে অর্থাৎ প্রয়োজক হইবে। কারণ, “একনিষ্পত্তেঃ”—তপ্তদ্রুক্ষে
দধি-আনয়ন অর্থাৎ দধিপ্রদান রূপ কার্য একবার মাত্র হইলেও আমিক্ষা
এবং বাজ্রিন উভয়েরই যুগপৎ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে—দুইটাই একই সময়ে
উৎপন্ন হয়। এই জন্ত যে কারণে আমিক্ষাকে প্রয়োজক বলা হইবে, ঠিক
সেই কারণেই বাজ্রিনকেও প্রয়োজক বলিতে হয়। অতএব বিনিগমনার হেতু না
থাকায় উভয়েই প্রয়োজক। এই সূত্রটিকে পরবর্তী করেকটি অধিকরণেরও
পূর্বপক্ষরূপে অনুব্ধ করিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সংসর্গরসনিষ্পত্তেরামিক্ষা বা প্রধানং শ্রাৎ ॥২৩॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সংসর্গরসনিষ্পত্তেঃ”—সংসর্গ হইতে রসের নিষ্পত্তি

হয় বলিয়া, “আমিফা”—আমিফা, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “প্রধানঃ শ্রাৎ”—প্রধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—
“আমিফা প্রধানঃ শ্রাৎ”—আমিফাই প্রধান হইবে অর্থাৎ আমিফাই দধি আনয়নের প্রয়োজক হইবে। কারণ, “সংসর্গরসনিপত্তেঃ”—পয়ঃ এক দধির সংসর্গ হইতে আমিফার রস নিপন্ন হয়। অর্থাৎ দুগ্ধের স্বাদুতা এবং দধির যে অন্নরস তাহারও কথঞ্চিৎ মিলিত হইয়া আমিফার অর্থাৎ ছানাতে একটি সংসৃষ্ট অর্থাৎ উভয়াত্মক রসের সৃষ্টি করিয়া থাকে; কিন্তু বাজিনে অর্থাৎ ছানার জলে দুগ্ধের স্বাদুতা মোটেই থাকে না; তাহাতে অল্প প্রকার স্বাদ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ তিক্তকটু ও অল্প রসই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাই এস্থলে আমিফার প্রয়োজকত্বের বিনিগমক। আরও “সা আমিফা” এইরূপ যে প্রয়োগ আছে, এস্থলে সর্বনাম শব্দের দ্বারা এবং “যং পয়ঃ সা আমিফা” অর্থাৎ যাহা দুগ্ধ তাহাই আমিফা এই প্রকার সামানাধিকরণ্যের দ্বারা আমিফারই প্রাধান্য অর্থাৎ উদ্দেশ্যতা অর্থাৎ প্রয়োজকতা সিদ্ধ হয়। আরও মস্তুর বর্ণনার মধ্যেও ঐ আমিফাকে “জুষস্তাং যজ্ঞাং পয়ঃ” এই প্রকারে “পয়ঃ” শব্দের দ্বারা নির্দেশ থাকায় পয়ঃাত্মক আমিফাদ্রব্যেরই প্রাধান্য বোধিত হইয়া থাকে। আর ঐ যে বাজিন উহা অনুনিপাদী—নাস্তরীয়কতাবশতঃ উৎপন্ন। এই জন্ত ত্রায়মালাকার বলিয়াছেন—

“আমিফা পয় এবাত্র তচ্ছদ্যায়ন্ততো রসাৎ।

প্রয়োজিকৈকা প্রাধান্যাদনুনিপাদি বাজিনম্।”

অর্থাৎ বিধিবাক্যে ‘তদ্’ শব্দের প্রয়োগ থাকায়, মস্তুবর্ণনার ‘পয়ঃ’ শব্দে নির্দেশ থাকায় এবং দুগ্ধের রসের অনুবৃত্তি থাকায় পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধই আমিফা আর বাজিনটি অনুনিপাদী অর্থাৎ তাহার জন্ত অল্প প্রযত্নবিনাও তাহা হয়। অতএব আমিফা একাই প্রয়োজক, বাজিন প্রয়োজক নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

মুখ্যশব্দাভিসংস্তুবাচ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “মুখ্যশব্দাভিসংস্তুবাং চ”—মুখ্য শব্দের দ্বারা অভিসংস্তুব অর্থাৎ প্রশংসা আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আমিফা দ্রব্যই যে প্রধান, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“মুখ্যশব্দাভিসংস্তুবাং চ।” ক্ষতিমধ্যে অর্থবাদে বৈরূপ বর্ণনা আছে,

তাহাতে আমিস্কাকেই প্রধান বলিয়া বুঝা যায়। আর যাহা প্রধান, তাহাই উদ্দেশ্য হয় বলিয়া তাহাই প্রয়োজক হইয়া থাকে। এই বিচারটির প্রয়োজন এই যে, পূর্বপক্ষীর মত স্বীকার করিলে বাজিনবাগের পূর্বে যদি বাজিন দ্রব্যটির অপচার অর্থাৎ নাশ ঘটে, তাহা হইলে তাহা পুনরায় দধি আনিবার প্রয়োজক হইবে। আর সিদ্ধান্তীর মতে বাজিন প্রয়োজক নহে বলিয়া তাদৃশ স্থলে বাজিনবাগের লোপই হইবে। ইতি ৯ন আমিস্কাপ্রযুক্তত্যাধিকরণ।

পদকর্মাপ্রয়োজকং নয়নস্ত পরার্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পদকর্ম”—পদকর্ম, “অপ্রয়োজকং”—প্রয়োজক নহে, “নয়নস্ত পরার্থত্বাৎ”—যেহেতু নয়ন (লইয়া যাওয়া) পরার্থ অর্থাৎ অন্য উদ্দেশ্যসাধক হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। একহারনৌ গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিবার বিধি আছে। সেই গরুটিকে যে স্থানে সোম ক্রয় করিতে হয় তথায় লইয়া যাইতে হয়। আর অধ্বর্যুকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হয়। সেই গাভীটি যে যে জায়গায় খুর নিক্ষেপ করে, তাহার মধ্যে প্রথম ছয় জায়গায় খুরচিহ্নিত মাটার উপরে উপরে পা ফেলিয়া অধ্বর্যুকে যাইতে হয়। আর সপ্তমবার যে স্থানে সেই গরুটি পাদ-বিক্ষেপ করে, সেই স্থানের ধূলি অঞ্জলি করিয়া লইয়া অধ্বর্যুকে হবির্ধান নামক শকটের ধুরায় (জোয়ালে) অঙ্গনসংযোগে লাগাইয়া দিতে হয়—ইহাকে পদকর্ম বলা হইয়া থাকে। এ সমস্ত এইরূপেই “বটপদাশ্রয়নিজামতি। সপ্তমং পদং গৃহ্নতি” ইত্যাদি বাক্যে স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে যে সোমক্রয়ণী (বাহার দ্বারা সোম ক্রয় করা হয়) গাভীকে লইয়া যাওয়া হয়, উক্ত পদকর্মই কি ইহার প্রয়োজক অর্থাৎ উক্ত পদকর্মের জন্তই কি লইয়া যাওয়া হয় অথবা সোমক্রয়ই ইহার প্রয়োজক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে—“একনিপত্তে সর্বং সমং শ্রাৎ”—সোমক্রয় এবং পদকর্ম উভয়ই নয়নের প্রয়োজক হইবে, যে হেতু উভয়ই এক নয়নক্রিয়া হইতে নিপন্ন হইয়া থাকে। অথবা পদকর্মই উক্ত প্রকার নয়নের প্রয়োজক। কারণ, উভয়েরই যখন প্রয়োজকতা রহিয়াছে, অথচ পদকর্মই যখন নয়নের সন্নিহিত, যে হেতু প্রথমে পদকর্ম করা হয় তাহার পর সোমক্রয় হইয়া থাকে, তখন সেই সন্নিহিতের সহিতই প্রথমতঃ সম্বন্ধ হয় বলিয়া তাহাকেই প্রয়োজক বলিতে হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “পদকর্ম্ম প্রয়োজকম্”—এ যে পদকর্ম্ম, উহা সোমক্রয়ণী গাভীর নয়নে (লইয়া বাওয়ার) প্রয়োজক নহে। কারণ, “নয়নশ্চ পরার্থত্বাৎ”—এ যে নয়ন উহার অল্প উদ্দেশ্য আছে। “একহায়ন্যা ক্রীণাতি” এস্থলে “একহায়ন্যা” এই পদে তৃতীয়া থাকায় গাভীটি ক্রয়ের সাধন, তাহা অবধারিত। আর না লইয়া গেলে ক্রয় সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কারণে সেই যে আনয়ন ক্রিয়া, তাহা গোরুটিকে দ্বার করিয়া ক্রয়েরই সাধন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাও ক্রয়োদ্দেশ্যকই হইতেছে। আর ক্রয়োদ্দেশ্যক যে নয়ন, তাহাকে উপজীব্য করিয়াই পদকর্ম্মের প্রবৃত্তি। এই কারণে এ সোমক্রয়কেই নয়নের প্রয়োজক বলিতে হয়। ইতি ১০ম একহায়নী নয়নের অক্ষাভ্যঙ্গনা-প্রযুক্তাধিকরণ (গবানয়নের পদকর্ম্মা প্রযুক্তাধিকরণ)।

অর্থাভিধানকর্ম্ম চ ভবিষ্যতা সংযোগশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ
তদর্থো হি বিধীয়তে ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থাভিধানকর্ম্ম”—প্রয়োজনের সহিত অভিধীয়-
মান পদার্থের দ্বারা সাধিত যে কর্ম্ম তাহাও (অপ্রয়োজক), “ভবিষ্যতা”
—ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উৎপৎশ্রুমান দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ, “সংযোগশ্চ”—
যে হেতু তাহারই জন্ত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ, “হি”—যে হেতু, “তদর্থঃ
বিধীয়তে”—তাহারই জন্ত অর্থাৎ সেই প্রয়োজনেই বিধীয়মান হইয়া
থাকে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট “কপালেবু শ্রপয়তি” এই
বাক্যে পুরোডাশ শ্রপণ অর্থাৎ পুরোডাশপাক বিহিত হইয়াছে। আর “পুরো-
ডাশকপালেন তুবান্নপবপতি” এই বচনে কপালে (খোলায় অর্থাৎ সরার ত্রায়
মৃদয় পাত্রবিশেষে) তুব রাখিবার কথাও বলা হইয়াছে। আর সেই তুবগুলি
সেই কপালে করিয়া নৈঋত কোণে “রক্ষসাং ভাগোহসি” এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে
হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, পুরোডাশ শ্রপণ এবং তুববাপ উভয়েই কি কপালের
প্রয়োজক অথবা কেবলমাত্র শ্রপণই তাহার প্রয়োজক। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী
বলেন যে, বিনিগমনার হেতু না থাকায় উভয়েই কপালানয়নের প্রয়োজক।

আর “কপালেন” এস্থলে যখন সাধনত্ববোধক তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, তখন উহাও যে পূর্বাধিকরণের সিদ্ধান্তপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে অরুণা গাতীর জ্ঞায় এস্থলে প্রয়োজক, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থাভিধানকর্ম চ”—তুযোপবাপাদি অর্থাভিধানকর্মও পূর্বোক্ত পদকর্মের জ্ঞায় প্রয়োজক নহে, কিন্তু পুরোডাশশ্রপণই কপালের প্রয়োজক। যদি বলা হয়—পুরোডাশই যখন পূর্ব হইতে সিদ্ধ নাই, তখন কপালের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? আর তাহা না হইলে তাহা পুরোডাশকপাল হইবে কিরূপে? আর পুরোডাশকপাল সিদ্ধ না হইলে তুযোপবাপকেই কপালের নিমিত্ত বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ভবিষ্যতা”—ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উৎপাদ্যমান পুরোডাশের সহিত কপালের সম্বন্ধ হইবে। যে হেতু “সংযোগস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ তদর্থো হি বিধীয়তে”—পুরোডাশের জন্তই কপাল বিহিত হইয়াছে, কারণ, কপালের সহিত সংযোগই পুরোডাশের নিমিত্ত, যে হেতু কপালের সহিত সম্বন্ধ হইতেই পুরোডাশ নিষ্পন্ন হয়। অতএব কপাল তুযোপবাপপ্রযুক্ত নহে। যদি বলা যায় তৃতীয়া বিভক্তির কি দশা হইবে? তাহা হইলে বলিব, তৃতীয়ার দ্বারা সাধনত্ব বোধিত হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত কপালই যে তুযোপবাপের সাধন, তাহা উহার দ্বারা বুঝাইতেছে না; তবে যে কপালটি পুরোডাশশ্রপণের জন্ত গৃহীত হইয়াছিল এবং বসানও হইয়াছিল, তাহারই তুযোপবাপসাধনতা বোধিত হইতেছে। ইহা “পুরোডাশকপালেন তুযানুপবপতি” এই বাক্যের ‘কপাল’ পদে পুরোডাশরূপ বিশেষণ থাকায় বুঝাইয়া দিতেছে। আর তাহা হইলে কপালখানি শ্রপণের দ্বারাই প্রথমেই প্রযুক্ত হয় বলিয়া, কেন না, পুরোডাশ শ্রপণ না হইলে তাহা পুরোডাশকপাল হইতে পারে না, পুনরায় তুযোপবাপের দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে না, যে হেতু “প্রযুক্তস্ত প্রযুক্তিনো” অর্থাৎ প্রযুক্তের আর প্রযুক্তি হয় না। অতএব শ্রপণই কপালের প্রয়োজক কিন্তু তুযোপবাপ প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার প্রয়োজক নহে। ইতি ১৩শ কপালসকলের তুযোপবাপপ্রযুক্ততাধিকরণ।

পশাবনালস্তাল্লোহিতশকৃতোরকর্মত্বম্ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পশৌ”—পশুবিষয়ে, “লোহিতশকৃতোঃ অকর্মত্বম্”—লোহিত এবং শকৃতের প্রয়োজকত্ব নাই, “অনালস্তাৎ”—যে হেতু তহুদ্দেশেই পশুর আলস্তন হয় না। (সিদ্ধান্ত)

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৬৮৯

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞে অগ্নীষোমীয় পণ্ডর আলম্বনবিধি আছে এবং তাহারই সমীপে ঋতি বলিতেছেন “হৃদয়ত্ৰাণেহবজ্ঞতথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ”, “লোহিতং নিরশ্রুতি শকুং সম্প্রবিধ্যতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ “প্রথমে হৃদয়াশ টুকরা করিয়া কাটিবে, তৎপরে জিহ্বা” ইত্যাদি। ইহার পর বলা হইয়াছে “লোহিত অর্থাৎ রক্ত সরাইয়া দিবে, শকুং (বিষ্ঠা) সম্প্রবিদ্ধ করিবে।” এই যে হৃদয়াদির অবদান, ইহাই কি একা পশ্বালম্বের প্রয়োজক অথবা লোহিতনিরসন এবং শকুংসম্প্রব্যাদিও তাহার প্রয়োজক। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পশ্বালম্বরূপ একই ক্রিয়ার দ্বারা যখন উক্ত উভয়প্রকার কৰ্মই নিষ্পন্ন হয়, তখন উভয়েই পশ্বালম্বের প্রয়োজক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “পর্যো লোহিতশকুতোঃ অকৰ্ম্মত্বম্”—এই যে লোহিতনিরসন এবং শকুংসম্প্রব্যাদি উহা পশ্বালম্বের প্রয়োজক নহে। কারণ, “অনালম্বাৎ”—তদ্বদ্বৈশ্বে আলম্বন করা হয় না, কিন্তু হবিঃ সম্পাদনের জন্তই আলম্বন করা হয়। আর হৃদয়াদি অংশগুলিই হবির্জ্বা কিন্তু শকুদাদি অংশগুলি হবির্জ্বা নহে। তবে যে ঐক্লপ লোহিতনিরসনাদি করা হয়, উহা প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে। অতএব শকুং এবং লোহিত পশ্বালম্বের প্রয়োজক নহে। ইতি ১২শ শকুং এবং লোহিতের পশ্বপ্রয়োজকত্বাধিকরণ।

একদেশদ্রব্যং চোৎপত্তৌ বিদ্যমানসংযোগাৎ ॥২৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একদেশদ্রব্যং চ”—(একদেশ হইতেছে দ্রব্য অর্থাৎ প্রদেশদ্রব্য বাহার তাদৃশ) স্থিষ্টকুং প্রভৃতি কৰ্ম্মও (পুরোডাশাদির প্রয়োজক নহে), “উৎপত্তৌ বিদ্যমানসংযোগাৎ”—যেহেতু উৎপত্তিবাক্যে বিদ্যমান-সংযোগ অর্থাৎ কণ্ঠসম্বন্ধ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “উত্তরার্দ্ধাং স্থিষ্টকুতে সমবজ্ঞতি” অর্থাৎ “উত্তরার্দ্ধ হইতে স্থিষ্টকুং-দেবতার জন্ত অবদান করিবে।” এই স্থিষ্টকুং কৰ্ম্ম কোনও নূতন পুরোডাশ ও তাহার উত্তরার্দ্ধের প্রয়োজক কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, আগ্নেয়াদি দ্রব্য যখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা অবরুদ্ধ, তখন স্থিষ্টকুং-কৰ্ম্মও নূতন পুরোডাশ এবং তদুত্তরার্দ্ধের প্রয়োজক হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “একদেশদ্রব্যং চ”—স্থিষ্টকুদাদিকৰ্ম্মও প্রয়োজক নহে অর্থাৎ স্থিষ্টকুতের জন্ত স্বতন্ত্র পুরোডাশাদি আবশ্যক

নহে। কারণ, “উৎপত্তৌ বিত্তমানসংযোগাৎ”—কর্শোৎপত্তিদশাতেই আগ্নেয়াদি-
 যে সমস্ত পুরোডাশাদি বিত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত উহা সম্বন্ধ করিয়াই
 উৎপন্ন হইতেছে। যেহেতু ঐ উৎপত্তিবাক্যে যে ‘উত্তর’ এবং ‘অর্দ্ধ’ এই দুইটি
 সর্বনাম শব্দ রহিয়াছে, উহা পূর্বোক্ত কোনও অংশীকেই বুঝাইয়া থাকে।
 আর আগ্নেয় পুরোডাশাদিই সেই অংশী। ইতি সিদ্ধান্ত।

নির্দেশান্তস্ত্র্যান্তদর্থাদিতি চেৎ ॥২৯॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “তন্ত্ৰ নির্দেশাৎ”—তাহার অর্থাৎ আগ্নেয়াদি
 পুরোডাশাদির দেবতা নির্দেশ আছে বলিয়া, “অর্থাৎ অন্তঃ”—স্বিষ্টকৃৎ
 দেবতার জন্ত অন্ত্ৰ দ্রব্য অর্থতঃ প্রাপ্ত, “ইতি চেৎ”—এইরূপ যদি বলা
 হয়! আশঙ্কা।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন যে,
 শ্রৌত অর্থবাদ বাক্যের নির্দেশ অনুসারে আগ্নেয়াদি দ্রব্য অগ্নি প্রভৃতি দেবতার
 দ্বারা অবরুদ্ধ বলিয়া তদ্বারা স্বিষ্টকৃৎকর্মের পুরোডাশাদি অর্থতঃ প্রাপ্ত। আর
 তাহা হইলে স্বিষ্টকৃৎকর্ম দ্রব্যান্তরের প্রয়োজকই হইয়া থাকে।

ন শেষসন্নিধাৎ ॥৩০॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, “শেষ-
 সন্নিধাৎ”—যেহেতু শেষদ্রব্যের সন্নিধান রহিয়াছে। (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—
 আগ্নেয়াদি দ্রব্যের সবটাই যদি অগ্নি প্রভৃতির প্রাপ্য হইত, তাহা হইলে পূর্ব-
 পক্ষবাদীর আশঙ্কা সঙ্গত হইত। কিন্তু আগ্নেয়াদির শেষ (অবশিষ্টাংশ)
 রাখিবার যখন বিধি আছে, আর তাহাই যখন সন্নিহিত, তখন স্বিষ্টকৃৎকর্মের
 উৎপত্তিবাক্যের ‘উত্তর’ এবং ‘অর্দ্ধ’ এই দুই সর্বনামশব্দে উহারই পরামর্শ অর্থাৎ
 নির্দেশ হইয়া থাকে। এই কারণে নূতন দ্রব্যের আবশ্যক হয় না। অতএব
 স্বিষ্টকৃৎকর্ম কাহারও প্রয়োজক নহে।

কর্মকার্য্যাং ॥৩১॥

অঙ্গক্কার্থ। “কর্মকার্য্যাং”—(দেবতাদের নিকট হবির্দ্রব্য বহন রূপ) কর্মের ফল আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয়াদি দ্রব্য হইতেই যে ষিষ্টকৃতের অংশ প্রাপ্য, তাহার আরও হেতু এই যে, ষিষ্টকৃত্যাগের অর্থবাদশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ষিষ্টকৃত্যনামক দেবতা অপরাপর দেবতাদের হব্যদ্রব্য বহন করেন বলিয়া তাহার ফলস্বরূপ দেবতাগণ তাঁহাকে স্ব স্ব ভাগ হইতে কিয়দংশ দিয়া থাকেন। এই কারণে ষিষ্টকৃত্যকর্মের জন্ত অল্প দ্রব্যের প্রাপ্তি হইতে পারে না।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥৩২॥

অঙ্গক্কার্থ। “লিঙ্গদর্শনাচ্চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয়াদি দ্রব্য হইতেই যে ষিষ্টকৃত্যকর্ম হয়, তাহার জ্ঞাপক বেদবচনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু “শেবাদিডামবততি শেবাং ষিষ্টকৃতম্” অর্থাৎ শেব অর্থাৎ ছতাবশিষ্ট দ্রব্য হইতেই ইড়া এবং ষিষ্টকৃতের জন্ত অবদান করিতে হয়। অতএব “সর্বেভ্যো হবির্ভ্যঃ সমবততি” ইত্যাদি বচন অনুসারে স্থিত অর্থাৎ তত্ত্ব দেবতাকে প্রদান করিবার পর রক্ষিত সকল হবির্দ্রব্য হইতেই ষিষ্টকৃত্যাগাদি কর্ম সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহার জন্ত অল্প দ্রব্য আবশ্যক হয় না। এই কারণে ষিষ্টকৃত্যকর্ম প্রভৃতিগুলি কাহারও প্রয়োজক নহে। ইতি ১৩শ ষিষ্টকৃতের পুরোডাশাপ্রয়োজকত্বাধিকরণ।

অভিঘারণে বিপ্রকর্ষাদনুযাজবৎ পাত্ৰভেদঃ স্রাং ॥৩৩॥ (পূঃ)

অঙ্গক্কার্থ। “অভিঘারণে”—অভিঘারণ বিষয়ে, “পাত্ৰভেদঃ স্রাং”—পাত্ৰভেদ হইবে, “অনুযাজবৎ”—অনুযাজের স্রায়, “বিপ্রকর্ষাং”—যেহেতু তাহার বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিলম্ব আছে। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয় নামক বাগে ক্রতুপণ্ড (প্রধান বাগের জন্ত পণ্ড) এবং প্রাজাপত্য (প্রজাপতিদেবতার জন্ত) পণ্ড আছে। আর সেই

ক্রতুপণ্ড এবং প্রাজাপত্য পণ্ডগুলির যে পর্যায়িকরণ প্রভৃতি সংস্কার আছে, সেগুলি একসঙ্গেই কর্তব্য বলিয়া ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ক্রতুপণ্ডগুলিকে প্রাতিঃসবনে বধ করিতে হয়, আর প্রাজাপত্যগুলিকে তৎকালে পর্যায়িকরণ পর্যায়ন্ত সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়; পরে মাধ্যম্নিনসবনে ব্রহ্মসাম্যবৃত্তিকালে তাহাদের আলম্বন অর্থাৎ বধ করিতে হয়। আর পণ্ডর যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে আহুতি দিতে হয়, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পণ্ডর আলম্বন (বধ), বিশসন (ছেদন) প্রভৃতি না করিলে হইতে পারে না। এই কারণে তজ্জন্তই পণ্ডগুলিকে বধ করিতে হয়। সুতরাং ক্রতুপণ্ডগুলির যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বপা (বসা) রূপ হবির্দ্রব্য তাহা প্রথমেই প্রাপ্ত, আর প্রাজাপত্যপণ্ডগুলির যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বসারূপ হবির্দ্রব্য, তাহার দ্বারা অনেক পরে যাগ করিতে হয় বলিয়া সেইগুলি বিলম্বে প্রাপ্ত। আবার দশপূর্ণমাস সকল ইষ্টিযাগেরই প্রকৃতি। সেই দশপূর্ণমাসে “প্রযাজশেষেণ হবীংবি অভিষারয়তি” অর্থাৎ প্রযাজ যাগ করিয়া তদবশিষ্ট আজ্যের দ্বারা হবির্দ্রব্য সকলকে অভিষারণ করিবে অর্থাৎ সিক্ত করিবে এইরূপ বিধি আছে। বাজপেয় যাগমধ্যে ইষ্টিযাগ আছে বলিয়া তাহা অতিদেশবিধিবলে প্রকৃতিভূত দশপূর্ণমাসেরই ইতিকর্তব্যতা সকল গ্রহণ করে। আর তদনুসারে প্রযাজশেষের সমস্ত হবির্দ্রব্যেরই অভিষারণ করিতে হয়। সুতরাং ক্রতুপণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বপাও যেমন হবিঃ, প্রাজাপত্যপণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বপাও সেইরূপ হবিঃ। কিন্তু ক্রতুপণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বপারূপ হবির্দ্রব্য প্রযাজের সন্নিহিত; আর প্রাজাপত্য পণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বপারূপ হবির্দ্রব্যগুলি বিলম্বিতকালে অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিপ্রকৃষ্ট। আর জুহু নামক পাত্রবিশেষের দ্বারাই প্রযাজহোম করা হয় বলিয়া তাহাতে যে আজ্যদ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারাই হবির্দ্রব্যের অভিষারণ করিতে হয়। এখন সংশয় এই যে, প্রাজাপত্য পণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বপা হবির্দ্রব্য বলিয়া তাহারও যখন অভিষারণ কর্তব্য অথচ সেই হবির্দ্রব্য বিলম্বকালে প্রাপ্তব্য, তখন তাহার অভিষারণের জন্য জুহুপাত্রে স্থিত যে প্রযাজশেষ, তাহা অল্প পাত্রে ধরিয়া রাখিতে হইবে কি না। তাহা অল্প পাত্রে ধরিয়া রাখিবার হেতু এই যে, প্রযাজ ও ক্রতুপণ্ডর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বপারূপ হবির্দ্রব্যের অভিষারণের পর ও প্রাজাপত্য পণ্ডগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বপারূপ হবির্দ্রব্যের অভিষারণের পূর্বে জুহু দ্বারা অপরাপর কৰ্ম করিতে হয় বলিয়া জুহু নামক পাত্রটি জোড়া (আটক) করিয়া রাখা যায় না। ঐ প্রকার সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“অভিষারণে পাত্রভেদঃ স্ত্যং”—এই যে প্রাজাপত্য হবির্দ্রব্যে কর্তব্য অভিষারণ কৰ্ম, তাহার জন্য অপর পাত্র আনিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, “বিপ্রকর্ষাং”—

তাহার কালিক বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ দূরত্ব অর্থাৎ বিলম্বিতত্ব আছে। ইহার উদাহরণ দিতেছেন—“অনুযাজবৎ”—যেমন অনুযাজনামক কর্ণের জন্ত যে পৃথদাজ্য নামক দধিমিশ্রিত আজ্য রাখিতে হয়, তাহার জন্ত স্বতন্ত্র পাত্রের বিধি আছে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে—স্বতন্ত্র পাত্রে প্রযাজ্যশেষ রাখিয়া দিতে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বাহ্যপাত্রত্বাদপাত্রত্বং ত্বেকদেশত্বাৎ ॥৩৪॥ (সিঃ)

অক্ষন্নার্থ। “ন”—না অর্থাৎ অভিধারণ হইবে না, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক “অপাত্রত্বাৎ”—যেহেতু তাহাতে পাত্র নাই, “তু”—আর, “অপাত্রত্বম্”—অপাত্রতা অর্থাৎ উহাতে যে পাত্র নাই তাহা, “একদেশত্বাৎ”—যেহেতু একদেশ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রাজাপত্য হবির্দ্রব্যের অভিধারণের নিমিত্ত প্রযাজ্যশেষ ধারণ এবং সেই ধারণের জন্ত অল্প পাত্র আবশ্যক নাই; যেহেতু, এস্থলে প্রাজাপত্য হবির্দ্রব্যের অভিধারণ কর্তব্য নহে। কারণ, ঐ যে প্রযাজ্যশেষ দ্রব্যের অভিধারণ। উহা করণ নহে কিন্তু কর্ম। আর ঐ অভিধারণের দ্বারা যে হবির্দ্রব্যের সংস্কার হয় তাহাও নহে, ধারণ, তাহা হইলে সেই সংস্কারকে অদৃষ্টফলক বলিতে হয়। অথচ উহাকে প্রতিপত্তিকর্ষ বলিলে উহা দৃষ্টার্থকই হইয়া থাকে। কারণ, জুহুটিতে যে প্রযাজ্যশেষ থাকে, তাহার কোনও বিলি না করিলে জুহু অল্প দ্রব্যযুক্ত হওয়ার আটক থাকিয়া যায় বলিয়া তদ্বারা কর্তব্য অপরাপর কর্ণের (আজ্যভাগাদির) প্রতিবন্ধকতা হইয়া পড়ে। আর দৃষ্টার্থতা সম্ভব হইলে অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করা উচিত নহে। এই জন্ত ঐ অভিধারণকে রিক্তীকরণরূপ প্রতিপত্তিকর্ষই বলিতে হয়। সুতরাং এই যে প্রযাজ্যশেষ, ইহা কৃতার্থ (বাহার প্রয়োজন বা কার্য সম্পাদিত হইয়াছে তাদৃশ) দ্রব্যের একদেশ বা অংশ বলিয়া উহার প্রতিপত্তিই আবশ্যক। আর সেই ক্রতুপণ্ডুর হবির্দ্রব্যে অভিধারণ করিলে অর্থাৎ সেই ঘৃত ছড়াইয়া দিলেই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—প্রতিপত্তিকর্ষ সুসম্পন্ন হয়, তখন তাহাকে পরবর্তিকালের প্রাজাপত্য হবির্দ্রব্যের অভিধারণ করিবার জন্ত রাখিবার কোনও হেতু নাই। সুতরাং উহা একদেশ বলিয়া পাত্রের প্রয়োজক নহে, আর পাত্রের প্রয়োজক না হইলে ধারণও হইতে পারে না। আর ধারণ না হইলে অভিধারণও

হয় না। এই জ্ঞান সূত্রে বলা হইয়াছে “অপাত্রস্থং তু একদেশত্বাৎ”। আর যে অনুযাজের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এস্থলে খাটে না ; কারণ, পুষদাজ্য অনুযাজের অঙ্গ বলিয়া তাহার ধারণ আবশ্যক। কিন্তু এই অভিধারণ সেক্ষেপভাবে প্রধান বাগের অঙ্গ নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

হেতুত্বাচ্চ সহপ্রয়োগস্ত ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। “হেতুত্বাৎ চ”—হেতুতা আছে বলিয়াও, “স-প্রয়োগস্ত”—সহ প্রয়োগের।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাজাপত্য পণ্ডর বপার যে অভিধারণ করিতে হয় না, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“হেতুত্বাচ্চ সহপ্রয়োগস্ত”। অভিধারণ প্রাতঃসবনে যে ক্রতুপণ্ড সকলের সহালম্বন হয় তাহার হেতু। যে হেতু ঋতি অর্থবাদরূপে বলিতেছেন “তীর্থং বৈ প্রাতঃসবনং, যৎ প্রাতঃসবনে পশব আলভ্যন্তে তীর্থ এব এতান্ আলভতে সযোনিদ্বায় অথো বপানাম্ অভিযুতদ্বায়” অর্থাৎ “প্রাতঃসবনই তীর্থস্বরূপ। প্রাতঃসবনে যে পণ্ড সকলের আলম্বন করা হয়, তাহাতে তীর্থেই ইহাদিগকে (পণ্ডগুলিকে) আলম্বন করা হয়; সযোনিদ্বয়ের জন্ত এবং বপাসকলের অভিযুতদ্বয়ের জন্ত অর্থাৎ অভিধারণের জন্ত”। এস্থলে অভিধারণকে প্রাতঃসবনের সহালম্বনের প্রয়োজকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইজন্ত ইহার দ্বারা প্রাতঃসবনে আলম্ব্য ক্রতুপণ্ডগুলিরই বপার অভিধারণ কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মাধ্যন্দিন সবনের প্রাজাপত্য পণ্ডগণের বপার অভিধারণ নাই। অতএব তজ্জন্ত পাত্রান্তর অনাবশ্যক।

অভাবদর্শনাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। “অভাবদর্শনাৎ চ”—অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাজাপত্য পণ্ডর বপারূপ হবির্জীব্যের যে অভিধারণ নাই, তাহার হেতু বলিতেছেন “অভাবদর্শনাৎ চ”। অর্থবাদরূপে ঋতি বলিতেছেন “সব্যা বা এতহি বপা য়ি অনতিযুতাঃ। ব্রহ্ম বৈ ব্রহ্মসাম। যদ-ব্রহ্মসামি আলভতে তেন অসব্যাঃ তেন অভিযুতাঃ” অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বপার অভিধারণ করা না হয়, ততক্ষণ তাহা সব্য অর্থাৎ ব্রহ্ম থাকে। ব্রহ্মই ব্রহ্মসাম।

আর ব্রহ্মসামকালে যে আলম্বন করা হয়, তাহাতে অসব্য অর্থাৎ অরক্ষ (রক্ষতা-রহিত) করা হয়, তাহাতেই তাহা অভিযুক্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার অভিধারণ হইয়া যায় ।” এখানে প্রাজাপত্য পণ্ডর বপারূপ হবির্দ্রব্যের অভিধারণের অভাবই ঋতিমধ্যে বোধিত হইয়াছে । ঋতি বলিতেছেন—ব্রহ্মসামকালে যাহার আলম্বন হয়, তাহার দেহনিপন্ন হবির্দ্রব্য রক্ষতাবর্জিত হইয়া যায় বলিয়া অভিধারণ আবশ্যক হয় না, যে হেতু অভিধারণের কার্য যে রক্ষতানিবারণ—অরক্ষতাসম্পাদন করা—স্নিগ্ধতাসাধন করা, তাহা ব্রহ্মসামের দ্বারাই পূর্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া আছে । এই কারণে প্রাজাপত্যপণ্ডর বপার অভিধারণ নাই বলিয়া তজ্জন্ত প্রাতঃসবন-কালীন প্রয়াজশেষ উদ্ধৃত করিয়া রাখিতে হইবে না এবং তাহার জন্ত স্বতন্ত্র পাত্রেরও আবশ্যকতা নাই ।

সতি সব্যবচনম্ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। “সতি”—বিস্তৃপ্তমান বস্তুকেই, “সব্যবচনম্”—সব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর উক্তি বিঘটিত করিবার জন্ত পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—“সতি সব্যবচনম্” । এই যে ব্রহ্মসামের দ্বারা সব্যতা অর্থাৎ রক্ষতা রহিত হয়, আর ব্রহ্মসামকালে যাহার আলম্বন হয় না, তাহার রক্ষতা থাকে বলা হইয়াছে, তাহা অরক্ষতাবস্তুকেই রক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । কারণ, “উপস্তুণাত্যাজ্যং” এই বাক্যে সর্বপ্রথমই আন্ত্যের (স্থতের) দ্বারা উপস্তুরণ করিতে বলা হইয়াছে । আর যাহা প্রথমে স্থতসিক্ত হইয়াছে, তাহা রক্ষ—অস্নিগ্ধ থাকিতে পারে না । সুতরাং রক্ষতা নিবারণের জন্তই যে অভিধারণ, তাহা নহে ।

ন তস্মৈতি চেৎ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়, “ন”—না অর্থাৎ তাহা সঙ্গত হইবে না, “তন্ত”—তাহার অর্থাৎ যাহা স্নেহন করে তাহারই সম্বন্ধে এই বচনটি ।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে স্থতের “ইতি চেৎ” এই অংশটিকে প্রথমে আনিতে হইবে, কারণ, উহার দ্বারা পূর্ব স্থতের অমুভাবণ করা হইয়াছে । পূর্ব-

পক্ষবাদী যে আপত্তি দিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, বাহাতে আজ্ঞা দিয়া উপ-
স্तरণ করিতে হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে সব্য বলা হয় নাই কিন্তু অপর রক্ষ-
বস্তকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে। আরও বাহা প্রথমে স্নেহন করে
(আর্দ্র করে) তাহাকেই স্নেহকর্তা বলা হয়। তদনন্তর বাহা স্নেহ করিতে আসে,
তাহা স্নিগ্ধেরই স্নেহকারক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহা স্নেহকর্তা নহে। আর শ্রুতি-
বচন অনুসারে ব্রহ্মসাময়ি প্রাজাপত্যবপার প্রথম স্নেহকর্তা। সুতরাং তাহা দ্বারাই
স্নেহ যুক্ত করা হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্নেহের জ্ঞান অল্প বস্তু অনাবশ্যক। অতএব
তাহার জ্ঞান প্রযোজ্যে ধারণীয় নহে।

শ্রাৎ তস্য মুখ্যত্বাৎ ১৩৯॥

অক্ষরার্থ। “তস্য”—তাহার অর্থাৎ সেই অপর বস্তুর,
“মুখ্যত্বাৎ”—প্রাধান্য আছে বলিয়া, “শ্রাৎ”—হইবে অর্থাৎ তাহারই
অভিধারণ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পাক করিবার কালে যে হবির্দ্রব্য অগ্নিশিখায় দগ্ধ
হয় কিংবা পাক করিয়া নামাইয়া রাখিলেও অন্তরুপার উত্তাপে যে অংশ দগ্ধ হয়,—
অবশ্যই কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই রক্ষ, তাহারই অভিধারণ কর্তব্য। আর
ক্রতুপণ্ডর বপার সেই রক্ষতা প্রযোজ্যে ধের দ্বারা নিবারিত হয় এবং ব্রহ্মসাময়ের
দ্বারা প্রাজাপত্য পণ্ডর বপার রক্ষতা বিদূরিত হয়। অতএব তজ্জ্ঞান প্রযোজ্যে
আজ্ঞা রাখিতে হইবে না। সুতরাং তদর্থে পাত্রান্তর অনাবশ্যক। ইতি ১৪শ
প্রযোজ্যে অভিধারণাধিকরণ।

সমানয়নং তু মুখ্যং শ্রাল্লিঙ্গদর্শনাৎ ১৪০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সমানয়নং”—(ঔপভূত আজ্যের) সমানয়ন,
“তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “মুখ্যং শ্রাৎ”—মুখ্য হইবে অর্থাৎ ঔপভূতের
প্রয়োজক হইবে, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যেহেতু সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে
“অতিহার ইড়ঃ বহিঃ প্রতিসমানয়তি জুহ্বাম্ ঔপভূতম্” অর্থাৎ “ইড়ঃ দেবতার
যোগকে অতিক্রম করিয়া বহির্দেবতার জ্ঞান জুহুতে ঔপভূত আনিবে।” ইহার

তাৎপর্য এইরূপ ;—সমিধ, তনুপাং, ইড়, বহিঃ এবং স্বাহাকার এই পাঁচটি প্রযাজ আছে। ঐ পাঁচ নামের পাঁচজনই আবার ঐ পাঁচটি যাগেরই দেবতা হইতেছেন। উহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। জুহু নামক পাত্রে যুত লইয়া প্রথমে সমিধ, তনুপাং ও ইড় এই তিন জনের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া ঐ ইড় নামক দেবতার আহুতিকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাহা সমাপ্ত করিয়া তদনন্তর উপভূং নামক পাত্রে যে যুত পূর্বে গ্রহণ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম প্রযাজের হোম করিবার জন্ত জুহু নামক পাত্রে আনয়ন করিতে হইবে, ইহাই এই ঋতিবাক্যটির তাৎপর্যার্থ। চতুর্থ প্রযাজাদির জন্ত এই যে জুহুপাত্রে উপভূত যুত আনয়ন, ইহা উপভূতের অর্থাৎ উপভূং নামক পাত্রস্থ যুতের প্রয়োজক কি না অর্থাৎ এই আনয়নের জন্তই উপভূংপাত্রে আজ্য গ্রহণ করা হয় কি না ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, উহা অর্থাৎ চতুর্থ প্রযাজাদির জন্ত উপভূংপাত্র হইতে জুহুপাত্রে ঐ যে যুত আনয়ন, উহা উপভূত যুত দ্রব্যের প্রয়োজক নহে। কারণ, প্রযাজ ও অনুযাজের জন্ত যে আজ্য, ইহা অর্থাৎ উপভূংপাত্রে স্থিত এই আজ্য তাহারই একদেশ অর্থাৎ অংশ। আর ইহা একদেশ হইতেছে বলিয়াই পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে প্রয়োজক হইতে পারে না। ভাবার্থ এই যে, জুহু, উপভূং এবং ঋবা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ তিনটি পাত্রে হোমীয় যুত গ্রহণ করিবার বিষয়ে ঋতিমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে “জুহুতে চারিবার, উপভূতে আটবার এবং ঋবাতে চারিবার যুত লইতে হইবে।” আর “জুহুতে যে গ্রহণ করা হয় তাহা প্রযাজের জন্ত”, “উপভূং পাত্রে যে গ্রহণ করা হয় তাহা প্রযাজ এবং অনুযাজের উভয়ের জন্ত”, এবং “ঋবা নামক পাত্রে যে আজ্য গৃহীত হয় তাহা সমস্ত যজ্ঞীয় কর্মের জন্ত”। সুতরাং প্রযাজের উদ্দেশ্যে জুহু এবং উপভূং উভয় পাত্রেই যুত গৃহীত হয় বলিয়া জোঁহব (জুহুস্থিত) এবং উপভূত (উপভূং পাত্রে-স্থিত) যে যুত উহাদের বিকল্প হইবে অর্থাৎ হয় জোঁহব যুতের দ্বারা না হয় উপভূত যুতের দ্বারা প্রযাজ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে জোঁহব আজ্যের দ্বারা যখন প্রযাজ হোম করা হয়, তখন উপভূত আজ্যের প্রসঙ্গই নাই বলিয়া, (কেন না যাগের জন্তই যুত আনা হইবে, কিন্তু সেই বাগ অন্ত অর্থাৎ জুহুস্থত যুতের দ্বারা করা হইয়া গিয়াছে এই কারণে) চতুর্থ ও পঞ্চম প্রযাজার্থ আনয়ন অর্থাৎ চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রযাজ উপভূত যুত দ্রব্যের প্রয়োজক হইতে পারে না। আর যখন উপভূতের দ্বারাই বাগ হইবে, তখনও অর্ধেক অংশটি পঞ্চপ্রযাজের জন্ত এবং বাকী অর্ধেক অংশটি অনুযাজের জন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আর এই দুইটি

অর্দ্ধাংশের মধ্যে প্রযোজ্যসাধন যে অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ যে অর্দ্ধাংশের দ্বারা প্রযোজ্য করিতে হইবে, তাহা পাঁচটি প্রযোজ্যের প্রথম প্রযোজ্য বাগ সম্পাদন করিবার কালেই উপভূতপাত্র হইতে জুহু নামক পাত্রে আনীত হয় বলিয়া চতুর্থ প্রযোজ্যের জন্ত যে তাহার সমানয়ন বিহিত হইবে তাহা বলা যায় না, কারণ, সেই যে আনয়ন তাহা পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া চতুর্থ প্রযোজ্যের জন্ত তাহা পুনরায় বিহিত হইতে পারে না। অতএব চতুর্থ প্রযোজ্যের জন্ত যে আনয়ন তাহা উপভূত আজ্যের প্রয়োজক নহে। যদি বলা হয় অনুযোজ্যের জন্ত যে অপর অর্দ্ধাংশ উপভূত পাত্রে আছে, তাহারই সমানয়ন হইবে, তাহা হইলে বলিব ইহাতে সমানয়নের বৈধত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে কিন্তু ঐ সমানয়ন চতুর্থ ও পঞ্চম প্রযোজ্যের জন্ত নহে বলিয়া চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রযোজ্য যে উপভূত আজ্যের প্রয়োজক তাহা সিদ্ধ হয় না, যেহেতু তাহা অনুযোজ্যের জন্ত রক্ষিত বলিয়া অনুযোজ্যই তাহার প্রয়োজক হইয়া থাকে। অতএব চতুর্থ প্রযোজ্যের জন্ত যে আনয়ন তাহা উপভূত আজ্যের প্রয়োজক নহে অর্থাৎ চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রযোজ্য উপভূত আজ্যের প্রয়োজক নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “সমানয়নং তু মুখ্যং ত্রাণং”—এই যে সমানয়ন ইহা মুখ্য অর্থাৎ ইহা উপভূত আজ্যের প্রয়োজক হইবে। কারণ, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—এ সম্বন্ধে শ্রোত লিঙ্গ রহিয়াছে অর্থাৎ জ্ঞাপক ঋতিবাক্য রহিয়াছে। যেহেতু, “চতুর্গৃহী-তান্ত্রাজ্যানি ভবন্তি। ন হি অত্র অনুযোজ্যান্ বক্ষ্যন্ ভবতি” অর্থাৎ “আজ্য সকল চতুর্গৃহীত হইবে, কারণ, এ স্থলে অনুযোজ্য বাগ করিতে হইবে না” এই ঋতিবাক্যে চতুর্গৃহীত আজ্যের যে বহুত্ব আছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, আতিথ্য নামক ইষ্টির প্রকরণে ঐ ঋতিটি আছে। আর আতিথ্যায় অনুযোজ্য করিতে হয় না, ইহা উক্ত ঋতির “ন হি অত্র অনুযোজ্যান্ বক্ষ্যন্ ভবতি” এই অংশে বোধিত হইয়াছে। এই কারণে উপভূতে আজ্য অষ্টগৃহীত হইলেও অনুযোজ্যের অর্দ্ধাংশটি বাদ বাইলে চতুর্গৃহীতই হয়। আর জুহুতে চতুর্গৃহীত আজ্য উপভূতে চতুর্গৃহীত আজ্য এবং ধ্রুবার চতুর্গৃহীত আজ্য এই প্রকারে তিন বার তিনটি চতুর্গৃহীত আজ্য আছে বলিয়াই “চতুর্গৃহীতানি” এ স্থলে যে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়। অগ্ন্যথা জুহু এবং উপভূতের আজ্যের বিকল্প হইয়া যায় বলিয়া ঐ দুইটিকে ফলতঃ একটি বলিয়াই ধরিতে হয়, কারণ, বিকল্প স্থলে অনেকের মধ্যে একটিরই প্রয়োজন-সাধনতা এবং অপরটির নিষ্ফলতা হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে “চতুর্গৃহীতানি” এ স্থলে যে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। আরও, পূর্বপক্ষীর মতে জুহু এবং উপভূতের আজ্যের বিকল্প স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে জ্যোহব এবং উপভূত উভয়েরই এক একবার বাধ হয় বলিয়া এবং বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত

বলিয়াও, সম্ভব হইলে তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। আর এ স্থলে যখন সমুদয় স্বীকার করিলে উপপত্তি হয়, তখন অষ্টদোষগ্রস্ত বিকল্প স্বীকার করা অত্যাব্য। কারণ, জোঁহব আজ্যের দ্বারা তিনটি প্রযাজ বাগ করিয়া অবশিষ্ট দুইটি প্রযাজবাগ ঔপভূত আজ্যেই করিতে হইবে ইহাই ঞ্জতি বচনের “অতিহার ইডঃ” এই অংশে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে এ স্থলে সমুদয় সম্ভব হয় বলিয়া বিকল্প স্বীকার করা অনুচিত। অতএব চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রযাজ ঔপভূত স্বতন্ত্রব্যের প্রয়োজক। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনে হি হেত্বসামর্থ্যে ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। “বচনে”—উহা বচন হইলে, “হি”—যে হেতু, “হেত্বসামর্থ্যে”—হেতুর অসমর্থ্য হয় অর্থাৎ হেতু সমর্থিত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর মতে “চতুর্গৃহীতানি আজ্যানি ভবন্তি। নহি অত্র অনুযাজান্ যক্ষ্যন্ ভবতি” এই ঞ্জতিবাক্যটি অর্থবাদ বলিয়া এ স্থলে উহার জ্ঞাপকতা স্বীকার করা হয়; ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ঐ বচনটিকে বিধি বলা হউক না কেন? এই জ্ঞত বলিতেছেন “বচনে হি হেত্বসামর্থ্যে”—যদি উহাকে বিধি বলা হয় তাহা হইলে “ন হি অত্র অনুযাজান্ যক্ষ্যন্ ভবতি” এই হেতুবল্লিগদটি সমর্থিত হয় না অর্থাৎ উহার কোনও সার্থকতা থাকে না। কারণ, ঔপভূতে অষ্টগৃহীত হয়। কিন্তু যে হেতু আতিথ্যবাগে অনুযাজ বাদ যায়, এই কারণে তাহা চতুর্গৃহীতই হয় এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিবার জ্ঞতই ঞ্জতিমধ্যে “ন হি অত্র অনুযাজান্ যক্ষ্যন্ ভবতি” এইরূপ বলা হইয়াছে। ইতি ১৫শ প্রযাজত্বের সমানয়নাদি-প্রয়োজকস্বাধিকরণ।

তত্রোৎপত্তিরবিভক্তা স্মাৎ ॥ ৪২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—পূর্বোক্ত স্থলে, “উৎপত্তিঃ”—উৎপত্তি অর্থাৎ আজ্যগ্রহণ ক্রিয়া, “অবিভক্তা স্মাৎ”—অবিভক্ত হইবে অর্থাৎ কোনও বিশেষ কার্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় উহা সর্বসার্থ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ জুহু, উপভূৎ প্রভৃতিতে যে আজ্য দ্রব্য গ্রহণ করা হয়, তাহা কি অবিশেষে সকল কার্যের জ্ঞতই হইবে অথবা তাহার ব্যবস্থা আছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তত্র উৎপত্তিঃ অবিভক্তা

শ্রাং”—ঐ যে জুহু প্রভৃতিতে আজ্যগ্রহণক্রিয়া, উহা অবিশেষে সকল কার্য সাধন করিবে অর্থাৎ জুহুর আজ্যের দ্বারাও যে কোন কার্য করা যাইবে এবং উপভূতের আজ্যের দ্বারাও যে কোন কার্য করা চলিবে। কারণ, এইগুলি অসংযুক্তোৎপন্ন বলিয়া “অসংযুক্ত প্রকরণাং” (৩৩।১১) এই সূত্রানুসারে প্রকরণ অনুসারেই ইহাদের বিনিয়োগ হইবে। আর তাহা হইলে প্রকরণী অর্থাৎ প্রকরণান্তর্গত প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি আজ্যসাধ্য সকল কার্যই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইবে। কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ কার্যে যে ঐগুলি ব্যবস্থিত তাহা নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

তত্র জৌহবমনুযাজপ্রতিষেধার্থম্ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—তাহাদের মধ্যে, “জৌহবম্”—জৌহব অর্থাৎ জুহুস্থিত আজ্য, “অনুযাজপ্রতিষেধার্থম্”—অনুযাজনিষেধের জ্ঞ অর্থাৎ তাহার দ্বারা অনুযাজ করা চলিবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “চতুর্জুহাং গৃহ্নাতি” এই বাক্যবলে উৎপত্তমান জৌহব আজ্য প্রয়োজনসাপেক্ষ। আবার প্রযাজ সকল দ্রব্যসাপেক্ষ। এই কারণে “যং জুহাং গৃহ্নাতি ঋতুভ্যন্তদ্-গৃহ্নাতি। ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ” অর্থাৎ “জুহুতে যে আজ্য গ্রহণ করা হয় তাহা ঋতু সকলের জ্ঞই গ্রহণ করা হয়। প্রযাজগুলিই ঋতুস্বরূপ হইতেছে” এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে প্রযাজের সহিতই জৌহব আজ্য দ্রব্যের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর তাহার ফলে আর্থিক ভাবে অর্থাৎ অর্থতঃ সিদ্ধরূপে অনুযাজ সকলের নিবৃত্তি হইয়া যায়। অতএব জৌহব আজ্য কেবলমাত্র প্রযাজের জ্ঞ। ইতি সিদ্ধান্ত।

উপভূতং তথৈতি চেৎ ॥ ৪৪ ॥ (তাঃ)

অক্ষরার্থ। “উপভূতং”—উপভূৎ পাত্রে স্থিত আজ্য, “তথা”—ঐরূপ হইবে অর্থাৎ ইতরনিষেধফলক অর্থাৎ প্রযাজ প্রতিষেধার্থক হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর উত্তর শুনিয়া আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন যে, যে যুক্তি অনুসারে জৌহব আজ্যকে অনুযাজনিবৃত্তিফলক বলা হইল, সেই নিয়ম অনুসারে উপভূত আজ্যকেও ত প্রযাজপ্রতিষেধফলক

বলা চলে ? কারণ, “বহুপভূতি গৃহাতি অনুযাজ্ঞেভ্যস্তৎ” “অর্থাৎ বাহ্য উপভূত-পাত্রে গ্রহণ করা হয় তাহা অনুযাজ্ঞের জ্ঞাত” এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ঐক্লপ অর্থ আসিতে পারে। অথচ তাহা ত সিদ্ধান্তসম্মত নহে। কারণ, উপভূত আজ্যে প্রযাজ্ঞও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইতি আশঙ্কা।

শ্রাজ্জুহুপ্রতিষেধানিত্যানুবাদঃ ৪৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “জুহুপ্রতিষেধাৎ”—(উহার দ্বারা) জুহুর প্রতিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, “নিত্যানুবাদঃ শ্রাৎ”—(অনুযাজ্ঞক বাক্য) নিত্য-প্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বালিতেছেন—পূর্ব-পক্ষীর আশঙ্কা সম্ভব হইত, যদি ঐ বাক্যটিই উপভূত আজ্যের অনুযাজ্ঞার্থতা-বিধায়ক হইত। কিন্তু “বহুপভূতি গৃহাতি প্রযাজ্ঞানুযাজ্ঞেভ্যস্তৎ” এই বাক্যটিই যখন উপভূত আজ্যের অনুযাজ্ঞার্থতা বিধায়ক, তখন উক্ত বাক্যটি বাক্যান্তরবিহিত বিষয়ের অনুবাদক বলিয়া উহার দ্বারা যে পুনরায় উপভূতের বিধি হইয়াছে ইহা আর বলা যায় না। একারণে উপভূতের অনুযাজ্ঞার্থতার অনুবাদ পূর্বক উহার দ্বারা জ্যোৎস্নারই অনুযাজ্ঞার্থতা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উপভূতের প্রযাজ্ঞার্থতা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই—ইহাই বলিতে হয়। কারণ, ইহা বলিলেই অল্প শ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হয়। স্মৃতরাং জুহুস্থিত আজ্যের দ্বারা কেবল প্রযাজ্ঞই হইবে কিন্তু তদ্বারা অনুযাজ্ঞাদি হইবে না, আর উপভূত দ্বিত দিয়া প্রযাজ্ঞ এবং অনুযাজ্ঞ উভয়ই হইবে এবং ধ্রুবস্থিত আজ্যের দ্বারা তদতিরিক্ত কৰ্ম কলাপ সম্পাদন করিতে হইবে ইহাই ব্যবস্থা। এই প্রকারে এই অধিকরণে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব অধিকরণটির প্রবৃতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইতি ১৬শ উপভূত আজ্যের প্রযাজ্ঞানুযাজ্ঞার্থতাধিকরণ।

তদষ্টসংখ্যং শ্রবণাৎ ॥ ৪৬ ॥ (পূঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “তৎ”—উক্ত ‘অষ্টাবুপভূতি’ ইত্যাদি বাক্য, “অষ্টসংখ্যং”—অষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট উপভূতেরই বিধান করিতেছে, “শ্রবণাৎ”—যে হেতু উহাতে অষ্টসংখ্যার শ্রবণ অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বতর অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, চতুর্গ্ৰহণাদির দ্বারা আজ্যের সংস্কার হয়। ঐ যে “অষ্টাউপভৃতি” এই বাক্যে উপভূতপাত্রে অষ্ট গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, এই অষ্টসংখ্যক গ্রহণের দ্বারাই কি আজ্যের সংস্কার হয় অর্থাৎ আজ্যের সংস্কার হয় বলিয়া অষ্টসংখ্যক গ্রহণ কি একবারেই কর্তব্য, অথবা উহা চতুঃসংখ্যকরূপে দুইবারে সম্পাদনীয়, ইহাই সংশয়। দুই বারে চতুঃসংখ্যক-রূপে গ্রহণ হইবে কি না, এই সংশয়ের হেতু এই যে, প্রবাজ এবং অনুবাজ উভয়ই উপভূত আজ্যের অর্দেক অর্দেক অংশে অনুষ্ঠের বলিয়া ঐ প্রকার সংশয় হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তৎ অষ্টসংখ্যকং”—সেই যে উপভূতে গ্রহণ তাহা অষ্টসংখ্যকই হইবে। কারণ, “ঋবণং”—ঋতিমধ্যে “অষ্টো উপভৃতি” এই বাক্যে অষ্ট সংখ্যারই উল্লেখ আছে। কিন্তু চতুঃসংখ্যক করিয়া গ্রহণ হইলে অষ্ট শব্দের অবয়ব লক্ষণা করিতে হয় অর্থাৎ অষ্টের অবয়ব যে দুই দফা চার, তাহাই এখানে অষ্টশব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য অষ্ট শব্দে লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু শ্রোতার্থ অর্থাৎ মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা ন্যায় নহে।

অনুগ্রহাচ্চ জোহবন্ত ॥ ৪৭ ॥

অক্ষরার্থ। “জোহবন্ত অনুগ্রহাৎ চ”—জোহবের অর্থাৎ জুহুস্তিত আজ্যের প্রতি অনুগ্রহ কর্তব্য বলিয়াও (অষ্টসংখ্যক গ্রহণ কর্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি বলিতেছেন—
“অনুগ্রহাচ্চ জোহবন্ত”। জুহুতে যে আজ্য থাকে, তাহা চতুর্গ্ৰহীত হওয়ার অন্ন বলিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য উপভূত হইতে আজ্য আনয়ন করিবার বিষয় ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। আর বাহাতে অধিক থাকে, তাহাই অন্নের প্রতি অনুগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং উপভূতে যদি দুই বার চতুর্গ্ৰহীত হয়, তাহা হইলে তাহাতে এক একবার করিয়া চতুঃসংখ্যক গ্রহণ করা হয় বলিয়া তাহা জোহব চতুর্গ্ৰহীত অপেক্ষা অধিক হয় না; সুতরাং তাহা জোহবের প্রতি অনুগ্রহও করিতে পারে না। এই কারণ উপভূতে যে একবারেতেই অষ্টসংখ্যক গ্রহণ করা হয়, ইহা স্বীকার না করিলে চলে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

দ্বয়োস্তু হেতুসামর্থ্যং শ্রবণং চ সমানয়নে ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দ্বয়োঃ”—দুইটি চতুর্গ্ৰহণেরই (বিধি), “তু”—পূর্ব-পক্ষ ব্যাবর্তক, “হেতুসামর্থ্যং”—যে হেতু হেতুর সামর্থ্য হয় অর্থাৎ

ইহাতেই হেতুবল্লিগদটি সমর্থিত হয়, “চ”—আর, “শ্রবণং”—অষ্টদ্ব্যশ্রুতি-
“সমানয়নে”—সমানয়নে পাত্রভেদাভাবস্তোতক । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—
এস্থলে দুইটি চতুর্গ্রহণেরই বিধি হইয়াছে। কারণ, আতিথ্যা ইষ্টির প্রকরণে,
চতুর্গ্রহীতাজ্ঞ্যানি ভবন্তি। ন হি অত্র অনুবাজ্ঞান বক্ষ্যন্ ভবতি” এই বে,
হেতুবল্লিগদ আছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীত হয়। যেহেতু উপভূতপাত্রে যদি দুই-
বার করিয়া চতুর্গ্রহীতভাবে গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে “চতুর্গ্রহীতানি আজ্ঞ্যানি”
এস্থলের বহুবচনটি খাটে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পূর্বে ৪০শ সূত্রে বলা
হইয়াছে। যদি বলা হয়, একরূপ হইলে “অষ্টো-উপভূতি” না বলিয়া “যে চতুর্গ্রহীতে
উপভূতি” এইরূপ বলিলেই ত চলিত, সমষ্টিবোধক অষ্টশব্দের উল্লেখ কেন? তাহা
হইলে বলিব, “শ্রবণং চ সমানয়নে”—এরূপ হইলে দুইটি উপভূত পাত্রে দুইবার
আনয়নের প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু “অষ্টো” বলায় তাহার নিবৃত্তি করা হইয়াছে। কারণ,
একটি পাত্রেই অষ্টবার গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ বিধি হইলে দুইবার করিয়া চতু-
র্গ্রহীত হইলেও দুইটি পাত্রের প্রসঙ্গ হয় না। আর যে জোহবের অনুগ্রহের কথা বলা
হইয়াছে, উহা অনুমান মাত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রবা-
জের জ্ঞত উপভূত আজ্যের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ প্রথমচতুর্গ্রহীত অংশটি জুহুতে আনিবার
বিধি আছে। এই কারণে অনুগ্রাহকত্বরূপ লিঙ্গের দ্বারা অষ্টসংখ্যক গ্রহণ সমর্থিত হয়
না। আরও “চতুর্গ্রহীতঃ জুহোতি” এই বাক্যে যত হোম আছে, সবগুলিই চতুর্গ্রহীত
আজ্য দ্রব্যের দ্বারা সম্পাদনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আর উপভূতপাত্রের
যে আজ্য গ্রহণ, তাহাও হোমেরই জ্ঞত বলিয়া তাহাও চতুর্গ্রহীতই হইবে।
অতএব “অষ্টো উপভূতি” এ স্থলের “অষ্টো” পদে লক্ষণা করিতে হয় বলিয়া যে
চতুর্গ্রহীতত্ব হয় হইবে না, ইহা বলা সমীচীন নহে। ইতি ১৭শ উপভূতপাত্রে
চতুর্গ্রহীতত্ববিধানার্থতাত্ত্বিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

স্বরূপেনেকনিষ্পত্তিঃ স্বকর্মশব্দত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বরূঃ”—স্বরূপনামক কাষ্ঠখণ্ড, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “অনেকনিষ্পত্তিঃ”—অনেকনিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ একনিষ্পত্তি (যূপের সহিত একই ক্রিয়ায় নিষ্পন্ন নহে, “স্বকর্মশব্দত্বাৎ”—যে হেতু ইহার স্বক্রিয়াবোধক অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাবনাবোধক শব্দ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নীবোমীয় পশুর প্রকরণে যূপ উপ-
দিষ্ট হইয়াছে। আর তথায় “যূপস্ত স্বরূপ করোতি” এই বাক্যে স্বরূপনামক কাষ্ঠ-
খণ্ড প্রস্তুত করিবারও বিধি আছে। ঐ স্বরূপ দ্বারা পশুর অঙ্গন করিতে হয়, ইহা
“স্বরূপা পশুমনন্তি” এই ঋতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। যূপ যে বৃক্ষচ্ছেদনের
প্রয়োজক ইহা নিশ্চিত। কিন্তু ঐ স্বরূপ পৃথকভাবে বৃক্ষচ্ছেদনের প্রয়োজক কি
না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“স্বরূপ অনেকনিষ্পত্তিঃ”—
স্বরূপ যে যূপের অল্পনিষ্পাদী অর্থাৎ যূপের জন্ত যে তক্ষণ (চাঁচা ছোলা) ক্রিয়া হয়,
তাহারই দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহা নহে। কারণ, “স্বকর্মশব্দত্বাৎ”—ঋতিমধ্যে “স্বরূপ
করোতি” এই বাক্যে স্বতন্ত্র ভাবেই স্বরূপভাবনা (স্বরূপবিষয়ক করণেতিকর্তব্যতা-
বিশিষ্ট ভাবনা) বিহিত হইয়াছে। এ স্থলে স্বরূপ হইতেছে ভাব্য “যূপস্ত” এই
যূপশব্দোপলক্ষিত খদিরবৃক্ষ করণ, আর ছেদনাদি তাহার ইতিকর্তব্যতা।

জাত্যান্তরাচ্চ শব্দতে ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। “জাত্যান্তরাৎ”—অন্ত জাতির অর্থাৎ যূপের প্রকৃতি
যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষ ছাড়া অন্য বৃক্ষের প্রকৃতিত্ব, “শব্দতে”—(ঋতি)
আশঙ্কা করিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ।—উহা যে স্বতন্ত্র একটি ভাবনা, তাহার হেতু বলিতেছেন
—“জাত্যান্তরাৎ চ শব্দতে”। ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে, অন্য বৃক্ষের স্বরূপ করিবে না।

২য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭০৫

পাছে কেহ যে বৃক্ষে যুগ করা হইবে, তাহা ছাড়া অন্য বৃক্ষ হইতে স্বরু প্রস্তুত করে, এই আশঙ্কাতেই ঞ্জতি ঐরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু স্বরু যদি যুগভাবনার অনুনিষাদী হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার আশঙ্কা মোটেই সঙ্গত হয় না—ঐ প্রকার নিবেধ মোটেই খাটে না। যেহেতু, যদি এক বৃক্ষ হইতে যুগ হয়, আর অন্য বৃক্ষ হইতে স্বরু হয়, তাহা হইলে স্বরু যুগের অনুনিষাদী হইতে পারে না। অথচ ঐরূপ আশঙ্কা করিয়াই ঞ্জতি অন্য বৃক্ষের নিবেধ করিতেছেন। এ কারণে ঞ্জতিবাক্যের স্বারস্ত্রে বুঝা যায় যে, স্বরুভাবনা যুগভাবনা হইতে স্বতন্ত্র। ইতি পূর্বপক্ষ।

তদেকদেশো বা স্বরুত্বশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিং)

অশ্মক্কার্থ। “তদেকদেশঃ”—সেই যুগেরই একদেশ অর্থাৎ অংশ, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “স্বরুত্বশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ”—যে হেতু স্বরুত্বের মধ্যে তন্নিমিত্তত্ব আছে (তৎ অর্থাৎ যুগ নিমিত্ত বাহার তাহা তন্নিমিত্ত, তাহার ভাব) অর্থাৎ স্বরুর প্রতি যুগের কারণতা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“তদেকদেশো বা”—স্বরু তাহারই অর্থাৎ যুগেরই একদেশ বলিয়া যুগের অনুনিষাদী। আর তাহা যে যুগের একদেশ তাহার কারণ ঞ্জতিমধ্যে “যুগশ্চ স্বরুং করোতি” এই বাক্যে “যুগশ্চ” এস্থলে বগী বিভক্তি রহিয়াছে। ঐ যে বগী বিভক্তি, উহা “শাক্ত্য দেহি, যতশ্চ বজ্জতি, সোমশ্চ পিবতি” ইত্যাদি স্থলে পক্ষম্যাদি বিভক্তির অর্থের দ্বায় এখানে অপ্ৰাণিবাচক শব্দে পক্ষমী বিভক্তির অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং “যুগশ্চ স্বরুং করোতি” ইহার অর্থ যুগ হইতে স্বরু করিবে। আর তাহা হইলে যুগই স্বরুর নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত্য শূত্রে বলা হইয়াছে “স্বরুত্বশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ”। আর যুগই যে স্বরুর নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা “তদশ্চ এতৎ স্বমিব অকুর্ভবতি” এই বচন হইতে অবধারিত হয়, যেহেতু এখানে স্বরুকে যুগের স্ব অর্থাৎ আত্মীয় বলা হইয়াছে। আর স্ব অর্থাৎ অংশরূপ আত্মীয়, সমুদায়েরই অর্থাৎ অংশীয়ই একদেশ অর্থাৎ অংশ হইয়া থাকে; এই জ্ঞাত্য শূত্রে বলা হইয়াছে “তদেকদেশঃ”। আর পূর্বপক্ষবাদী যে এস্থলে স্বরুভাবনা বিহিত হইয়াছে এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে বিধি বিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয় বলিয়া গৌরবদোষ হইয়া থাকে এবং ইহাতে মুখ্য যুগ শব্দেও লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে

কেবলমাত্র স্বরু এই নামে অর্থাৎ বিশেষণে বিধি হয় বলিয়া বিশিষ্টবিধি না থাকার
গৌরব-দোষের প্রসঙ্গ নাই। তবে এ পক্ষে “করোতি” ধাত্বর্থ প্রাপ্তপ্রাপক বলিয়া
অনুবাদ হওয়ায় তাহাতেই লক্ষণ করা হয় বটে; কিন্তু তাহা পূর্বপক্ষী যে মুখ্য
শব্দে লক্ষণা করেন, তদপেক্ষা শ্রেনান, যেহেতু ইহা গুণভূত বলিয়া ইহাতে
লক্ষণা দোষাবহ নহে। ইতি সদ্ধান্ত।

শকলশ্রুতেশ্চ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “শকলশ্রুতে: চ”—স্বরূর শকলত্ববোধক (নির্মায়মাণ
যুপেরই তক্ষণসঞ্জাত খণ্ডত্ববোধক) শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—
“শকলশ্রুতে: চ”। শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে—“যঃ প্রথমঃ শকলঃ পরাপতেং স স্বরুঃ”
অর্থাৎ “যুপ তক্ষণ করিবার সময় যে প্রথম কাষ্ঠখণ্ডটি পড়িবে, তাহারই নাম
স্বরু”। এইরূপে নির্মায়মাণ যুপেরই একদেশকে স্বরু বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা
যুপের অনুনিষাদী। এই কারণে পূর্বপক্ষী “জাত্যন্তরাস্ত শক্লতে” এই সূত্রে যাহা
বলিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিংকর। যে হেতু, তত্রত্য শ্রুতিবাক্য নিত্যানুবাদ।
অতএব তাহা বৃক্ষচ্ছেদনের প্রয়োজক হইতে পারে না।

প্রতিষুপং চ দর্শনাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রতিষুপং”—প্রত্যেক যুপে, “দর্শনাৎ চ”—
স্বরু দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। বৃষ্টেকাদশিনীতে এগারটি যুপের প্রত্যেকটি
হইতে স্বরু অঙ্গনার্থে গ্রহণীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়াও উহা যুপেরই
অনুনিষাদী। আর প্রথম কাষ্ঠখণ্ডটিই স্বরু পদবাচ্য বলিয়া একটি হইতে যে অনেক
স্বরু হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। এই কারণে প্রত্যেক যুপের স্ব স্ব স্বরুর বিবরণই
শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহা ছেদনের প্রয়োজক নহে।

আদানে করোতিশব্দঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “করোতিশব্দঃ”—শ্রুতিবাক্যের করোতি এই
শব্দটি, “আদানে”—আদানার্থক।

২য় পাতা:]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭০৭

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়া যদি বলেন যে, স্বরূপে অনুনিষ্পাদী বলিলে “বৃপ্ত স্বরূপ করোতি” এই প্রতিমধ্যে যে “করোতি” শব্দটি আছে, তাহার অর্থ কি হইবে? তাহা হইলে বলিব—“আদানে করোতিশব্দঃ”—এস্থলে “করোতি” ইহার অর্থ “আদত্তে” অর্থাৎ গ্রহণ করিবে। সুতরাং ঐ প্রতির অর্থ বৃপের স্বরূপমক প্রথমতঃ ক্রিত কাঠখণ্ডটি গ্রহণ করিবে—প্রস্তুত করিবে নহে। ইতি ১ম স্বরূপ ছেদনাদপ্রয়োজকতাধিকরণ।

শাখায়াং তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শাখায়াং”—শাখাতে বৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যুক্ত ‘প্রাচী’ এই শব্দটি শাখাবাচক, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু তাহারই অর্থাৎ শাখারই প্রধানত্ব রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে “পলাশশাখয়া বৎসানপাকরোতি” অর্থাৎ “পলাশবৃক্ষের শাখা দিয়া বৎসকে সরাইয়া দিবে” এইরূপে আরম্ভ পলাশশাখার প্রকরণে বলা হইয়াছে—“বৎপ্রাচীমাহরেৎ দেবলোকমভিজয়েৎ” অর্থাৎ “প্রাচীকে যে অভিহরণ করা হয়, তাহাতে দেবলোক জয় করা হয়।” এই প্রাচী শব্দে কি পূর্বদিককে নির্দেশ করা হইয়াছে অথবা শাখার বিষয় বলা হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, প্রাচীশব্দটি দ্বিধাচক বলিয়া উহার দ্বারা প্রাচীদিকেরই আহরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন “শাখায়াং তৎপ্রধানত্বাৎ”—এস্থলে শাখার বিষয়ই বক্তব্য বলিয়া শাখাই যখন প্রধান, তখন উহা শাখাকেই বুঝাইতেছে। আরও “প্রাচীমাহরেৎ” এই বাক্যে আহরণ বিহিত হইয়াছে; কিন্তু দিককে আহরণ (সংগ্রহ) করা অসম্ভব। এই জন্ত উহার দ্বারা প্রাচী শাখাই অভিহিত হইয়াছে। আরও, এইরূপ বলিলে শাখাপ্রকরণের মর্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। ইতি ২য় শাখাবাদাধিকরণ।

শাখায়াং তৎপ্রধানত্বাৎ উপবেশেণ বিভাগঃ স্তাদ্

বৈষম্যং তৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “শাখায়াং”—শাখাবাক্যে, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—তাহারই অর্থাৎ শাখারই প্রধানতা আছে বলিয়া, “উপবেশেণ বিভাগঃ

শ্রাং”—উপবেষের সহিত বিভাগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ হইবে অর্থাৎ উপবেষের সহিত শাখাচ্ছেদনের সম্বন্ধ হইবে না, “তৎ বৈষম্যম্”—(যে হেতু) সেই বৈষম্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“মূলতঃ শাখাং পরিবাস্ত্র উপবেষ্য করোতি” অর্থাৎ “মূলের দিকে শাখাটিকে ছেদন করিয়া উপবেষ করিবে”। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যে পলাশশাখাটি ছেদন করিয়া বৃক্ষ হইতে আহরণ করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় ছেদন করিয়া গোড়ার দিকটাতে প্রাদেশপ্রমাণ উপবেষনামক কাষ্ঠ করিতে হয়। আর সেই অগ্রভাগটি দিয়া বংসাপাকরণ এবং ‘উপবেষ’ভাবাপন্ন মূল ভাগটি দ্বারা কপালস্থাপন করিবার বিধি আছে। সুতরাং বৃক্ষ হইতে যে শাখাটি আহরণ করা হয়, তাহার দ্বারা বংসাপাকরণ এবং কপালোপধান এই দুইটি কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয়। এ কারণে এস্থলে সন্দেহ এই যে, উক্ত দুইটি কার্য্যই শাখাচ্ছেদন এবং আহরণের প্রয়োজক কি না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, বিনিগমনার হেতু না থাকায় উক্ত দুইটি কৰ্ম্মই পলাশশাখাচ্ছেদনের প্রয়োজক।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“উপবেষেণ বিভাগঃ শ্রাং”—এস্থলে বৃক্ষ হইতে যে শাখাচ্ছেদন হয় তাহার সহিত উপবেষের সম্বন্ধ নাই। কারণ, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—এস্থলে শাখাই প্রধান। যে হেতু শাখা শব্দটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে এবং “পরিবাস্ত্র” এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধও রহিয়াছে বলিয়া তাহারই প্রাধান্ত হইতেছে। যদি বলা হয়, ‘উপবেষ’ শব্দেও বখন দ্বিতীয়া রহিয়াছে, তখন তাহার সহিত “পরিবাস্ত্র” এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—“মূলতঃ শাখাং পরিবাস্ত্র” এইখানে একটি বাক্য শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপবেষটি ‘করোতি’ এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় পূর্ব্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আর যদি ‘পরিবাস্ত্র’ পদটিকে উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলা হয়, তাহা হইলে মূলান্বিকরণক ছেদনটি বাক্যান্তসারে শাখার অঙ্গ হয়, আর প্রকরণ অনুসারে উপবেষের অঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপে বাক্য এবং প্রকরণের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় বাক্যবিনিয়োগই প্রবল বলিয়া উহা শাখারই অঙ্গ হইয়া থাকে। ইহাই এস্থলে শাখা ও উপবেষের মধ্যে বৈষম্য। আর এই বৈষম্য আছে বলিয়া উপবেষ অনুনিষ্পাদী। সুতরাং শাখাই শাখাচ্ছেদনের প্রয়োজক। সুতরাং পৌর্ণমাসে দোহন না থাকায় উপবেষার্থ শাখাচ্ছেদ অকর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

শ্রুত্যায়াচ্চ ॥ ৯ ॥

অঙ্গস্বার্থ। “শ্রুত্যায়াচ্চ”—শ্রুতির অর্থাৎ মুখ্যার্থের অপার অর্থাৎ অপগম হইয়া থাকে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শাখার জন্তই যে ছেদন অর্থাৎ শাখাই যে ছেদনের প্রয়োজক, তাহার আরও হেতু এই যে, যদি সমূল থাকে, তাহা হইলে সমগ্রটিই শাখা হয়, আবার যদি গোড়ার খানিকটা বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ডগার অবশিষ্ট অংশটাকেই শাখা বলা হয়। এই কারণে “শ্রুত্যায়াচ্চ”—ছিন্ন হইলে মূলের দিকের অংশটি হইতে শাখা শব্দের শ্রুতি অর্থাৎ অভিধায়কতা অপগত হয় বলিয়া তাহা আর শাখা নহে। আর শাখার জন্তই ছেদন হয় বলিয়া, কারণ, তাহা না হইলে সমূল শাখাটি উত্তোলন করিয়া বৎসাপাকরণ সম্ভব হয় না, এই কারণে, বৃক্ষ হইতে ছেদনের পর দ্বিতীয়বার যে ছেদন তাহা শাখার জন্তই অবশ্যকর্তব্য; আর তাহার ফলে উপবেষটি অনুনিপাদী হয়। সুতরাং তাহা প্রয়োজক হইতে পারে না, কিন্তু শাখারই প্রয়োজকতা হইয়া থাকে। প্রয়োজন পূর্বসূত্রে ব্যাখ্যাত। ইতি ৩য় শাখার ছেদনাদি প্রয়োজকত্বাধিকরণ।

হরণে জুহোতিৰ্যোগসামান্যাদ্ দ্রব্যাণাং

চার্থশেষত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অঙ্গস্বার্থ। “হরণে”—প্রহরণ কর্ণে, “জুহোতিঃ”—হোমই অভিহিত হইবে, “যোগসামান্যং”—যে হেতু উভয়েরই যোগের অর্থাৎ ধাত্বার্থের প্রতি সাধনত্বসংযোগের সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে, “চ”—আরও, “দ্রব্যাণাম্ অর্থশেষত্বাৎ”—যে হেতু দ্রব্যসকলের অর্থশেষত্ব অর্থাৎ যোগাঙ্গত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যসকল যোগেরই অঙ্গ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি” অর্থাৎ “পলাশশাখার সহিত দর্ভমুষ্টিরূপ প্রস্তর প্রহার (অগ্নিতে প্রক্ষেপ) করিবে”। এস্থলে বলা হইয়াছে এই যে, দর্ভমুষ্টিরূপ প্রস্তর যেমন অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়, যেটি দিয়া বৎসাপাকরণ করা হইয়াছিল,

সেই পলাশশাখাটিকেও সেইরূপ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। শাখার এই যে প্রহার অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ, ইহা কি প্রতিপত্তিকর্ম কিংবা অর্থকর্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“হরণে জুহোতিঃ”—এই যে প্রহার অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ, ইহা হোম ; সুতরাং ইহা অর্থকর্ম। আর “প্রস্তরঃ” এস্থলে দ্বিতীয়া আছে বলিয়া উহা যেমন প্রধান, শাখাও সেইরূপ প্রস্তরের বিশেষণ বলিয়া ধাত্বর্থ যে প্রহার অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। আর প্রস্তরপ্রহার যখন বাগ, ইহা পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন শাখাপ্রহারও বাগই হইবে। এই জ্ঞা বলা হইয়াছে “যোগসামান্যং”। আরও শাখা গুণভূত বলিয়া তাহার প্রতিপত্তি হইতে পারে না। শাখা গুণভূত, কারণ, “দ্রব্যানাং চ অর্থশেষত্বাৎ”—দ্রব্যসকল বাগেরই অঙ্গ ; আর শাখার দ্বারা হোম সম্পাদন হইয়া থাকে। অতএব অগ্নিতে শাখাপ্রক্ষেপ অর্থকর্ম। আরও, “বাহা অর্থের জ্ঞা” অর্থাৎ ক্রতু-সাক্ষ্যরূপ (যজ্ঞের সফলতাসম্পাদনরূপ) প্রয়োজনের জ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অর্থকর্ম বলিয়া এই শাখাপ্রহারও অর্থকর্মই হইবে, কেন না, উহা করা না হইলে যজ্ঞ বিগুণ হওয়ায় সফল হইবে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

প্রতিপত্তির্বা শব্দস্য তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রতিপত্তিঃ”—উহা প্রতিপত্তিকর্ম, “বা”—পূর্ব-পক্ষব্যাবর্তক, “শব্দস্য তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু শব্দের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিবাক্যের মধ্যে এখানে তাহারই অর্থাৎ শাখারই প্রাধান্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “প্রতিপত্তির্বা”—এই যে পলাশশাখাপ্রহার, ইহা প্রতিপত্তি কর্ম। কারণ, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—এস্থলে শাখার প্রাধান্য রহিয়াছে। যে হেতু, “পলাশশাখয়া সহ প্রস্তরঃ প্রহরতি” এখানে সহ শব্দের অর্থ তুল্যযোগ। আর তুল্যযোগ অর্থ হইলে প্রস্তরের যেমন প্রাধান্য, শাখাশব্দেরও সেইরূপই প্রধানত্ব রহিয়াছে, কারণ, ক্রিয়াঘর বিষয়ে উভয়ের সাম্যই তুল্যযোগ শব্দের অর্থ। আর তাহা হইলে প্রস্তর প্রধান এবং শাখা যে তাহার বিশেষণ হইবে, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং প্রস্তরের উদ্দেশ্যে যেমন প্রহরণ অর্থাৎ প্রক্ষেপ বিহিত হইয়াছে, শাখার উত্তরেও সেইরূপ প্রহরণই বিহিত হইয়াছে। ইহাতে বাদি বলা হয়, উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রহার (অগ্নিতে

প্রক্ষেপ) সমানভাবে বিহিত হইলেও প্রস্তরপ্রহার বাগ আর শাখাপ্রহার প্রতি-
পত্তিকৰ্ম হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব—প্রস্তরপ্রহার যে বাগ, তাহা 'স্ব'
ধাতুর যোগে নহে, কিন্তু তাহা মাস্ত্রবর্ণিক (মস্ত্রবর্ণ হইতে লব্ধ) দেবতা এবং
প্রস্তররূপ দ্রব্য, আর প্রহাররূপ ত্যাগ এই তিনের সম্মেলনে কল্পিত হয়। পক্ষান্তরে
শাখার যে প্রহার তথায় মাস্ত্রবর্ণিক দেবতা নাই। অথচ যে পলাশশাখাটি
দিয়া বৎসাপাকরণ কার্য হইয়া গিয়াছে, তাহার আর অন্য কোন উপযোগ না
থাকায় প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার আবশ্যক। আর তাহার প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে বলিয়া তাহাকে অন্যস্থলে না ফেলিয়া তাহা বজ্রস্থলেরই যে কোনও
স্থানে ফেলিয়া রাখিতে হয়, ইহা শাস্ত্র বিনাই অবগত হওয়া যায়। কারণ,
উত্তম কার্যে ব্যবহৃত বস্তুকে ত আর কোন অধম স্থানে ফেলিয়া দেওয়া
যায় না। এই কারণে ঐ শাখাটির প্রক্ষেপ অর্থতঃপ্রাপ্ত হইলেও শাস্ত্রে
নিয়মবিরূপে বলা হইয়াছে যে, উহা আহবনীর অগ্নিতেই ফেলিতে হইবে।
আর এই যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রক্ষেপ বা ত্যাগ, ইহা প্রতিপত্তিকৰ্ম; কারণ, যে বস্তুর
উপযোগ অর্থ্যৎ প্রয়োগ বা ব্যবহার হইয়া গিয়াছে, তাহার যে সংস্কার অর্থ্যৎ বলি
বন্দোবস্ত করিয়া আকীর্ণতা দূর করা, ইহা দৃষ্ট প্রয়োজন; কেন না, তাহা না হইলে
বজ্রভূমির খানিকটা স্থান তাহার দ্বারা আকীর্ণ অর্থ্যৎ আটক হইয়া থাকে।
আর ঐ যে প্রতিপত্তি, উহা শাস্ত্রীয় বলিয়াই নিয়মাদৃষ্টেরও হেতু হয়, ইহা অগ্রে
বলা হইবে। অতএব শাখার যে প্রহার অর্থ্যৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ, তথায় দেবতা
না থাকায় তাহার বাগত্ব কল্পিত হইতে পারে না বলিয়া 'প্রহারতি' ধাতুর স্বার্থ
যে প্রহার অর্থ্যৎ প্রক্ষেপ তাহাই উহার অর্থ। আর উহা উপযুক্ত অর্থ্যৎ
ব্যবহৃত বস্তুর সংস্কারস্বরূপ বলিয়া প্রতিপত্তি কৰ্ম। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থহপি ইতি চেৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থহপি"—অর্থ অর্থ্যৎ পরার্থে বা গুণেও
(দ্বিতীয়া হয়), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—'শাখয়া' এস্থলে তুল্যযোগে
ভূতীয়া হওয়ার উহাও 'প্রস্তরঃ' এই পদের দ্বারা দ্বিতীয়ার্থক হওয়ার প্রধানই
হইতেছে বলিয়া গুণভূত হইতে পারে না। এই কারণে উহা অর্থকৰ্ম নহে। ইহাতে
পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অর্থহপি"—পরার্থ শব্দেও অর্থ্যৎ

গুণীভূত শব্দেও যখন দ্বিতীয়া হয়, যেমন “শক্তুন্ জুহোতি” এস্থলে গুণ অর্থাৎ হোমের অঙ্গ যে শক্তু তাহাতে দ্বিতীয়া হইয়াছে, তখন দ্বিতীয়া আছে বলিয়াই যে শাখাকে প্রধান বলা যাইবে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয় ? ইতি আশঙ্কা ।

ন তত্শানধিকারাদর্থস্ত চ কৃতত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ । “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, “তত্শানধিকারাৎ”—যে হেতু সেই শক্তু প্রভৃতির ব্যবহার হয় নাই, “চ”—পক্ষান্তরে, “অর্থস্ত কৃতত্বাৎ”—এস্থলে পলাশশাখার অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন যে বৎসাপাকরণ তাহা সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে । আশঙ্কা নিরাস ।

ভাষ্যভাবার্থ । সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষবাদীর শক্তু এবং পলাশশাখার বৈষম্য দেখাইয়া আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্ত বলিতেছেন “ন” ইত্যাদি । শক্তু প্রভৃতির কোনও কর্মে নিয়োগ হয় নাই বলিয়া তাহার আনর্থক্য পরিহারের জন্ত গুণতাব আবশ্যক । কিন্তু পলাশশাখার ব্যবহার হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বিলি করা দরকার । এই কারণে এস্থলে পলাশশাখার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রক্ষেপ বিহিত হইয়াছে বলিয়া উহা প্রধান । অতএব উহা প্রতিপত্তিকর্ম । আর এই কারণে গোঁর্গমাসী বাগে প্রহরণকর্ম শাখার প্রয়োজক হইবে না । যে হেতু উহা অর্থকর্ম নহে, কিন্তু প্রতিপত্তি কর্ম । আর এই কারণে ইহার অভাবে ক্রতুর বৈগুণ্য ঘটে না । ইতি ৪র্থ শাখাপ্রহারের প্রতিপত্তিকর্মসাধিকরণ ।

উৎপত্যসংযোগাৎ প্রণীতানামাজ্যবদ্বিভাগঃ স্ত্রাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ

অক্ষরার্থ । “উৎপত্যসংযোগাৎ”—উৎপত্তৌ—উৎপত্তি বাক্যে অসংযোগাৎ—কার্যের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, “আজ্যবৎ”—(ধ্রুবাস্থিত) আজ্যের ত্যায়, “প্রণীতানাং বিভাগঃ স্ত্রাৎ”—প্রণীতার বিভাগ হইবে অর্থাৎ বিভক্তভাবে প্রণীতার বিনিয়োগ হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ । ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“অপঃ প্রণয়তি” অর্থাৎ “অপ্ প্রণয়ন করিবে” । আর “প্রণীতাভির্ববীধিঃ সন্ধ্যোতি” । অন্তর্বেদি প্রণীতা নিনয়তি” অর্থাৎ “সেই প্রণীতা অপ্ (জল) দ্বারাঃ

হবির অর্থাৎ পুরোডাশের জ্ঞাত যে ব্রীহি বা যব চূর্ণ করা হইয়াছে, তাহার সংযবন করিবে অর্থাৎ মাথিয়া পিণ্ড করিবে। বেদির মধ্যে প্রণীতার নিনয়ন (আনয়ন) করিবে। এই যে 'হবিসংযবন' এবং 'অন্তবেদি নিনয়ন' ইহারা দুইটিই প্রণীতা অপের প্রয়োজক কি না, ইহাই নঃশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“প্রণীতানাম্ আজ্যবদ্ বিভাগঃ স্তাৎ”—ঋবাস্থিত আজ্য যেমন সকল কণ্ঠের জ্ঞাত গৃহীত বলিয়া সর্বত্র ব্যবহার্য, প্রণীতা অপ্ ও সেইরূপ সকল কণ্ঠের জ্ঞাত স্থাপিত বলিয়া তাহা সংযবন এবং নিনয়ন এই উভয়কণ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিনিযুক্ত হইবে। কারণ, “উৎপত্ত্যসংযোগাৎ”—প্রণীতার যে উৎপত্তিবাক্য তাহার সহিত কাহারও বিশেষভাবে সম্বন্ধ নাই। এই জ্ঞাত উক্ত কণ্ঠ দুইটির মধ্যে কোনও একটি বিশেষ কণ্ঠে উহার বিনিয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং প্রণীতা উভয়ার্থক। অতএব উভয়েই প্রণীতার প্রয়োজক। ইতি পূর্বপক্ষ।

সংযবনার্থানাং বা প্রতিপত্তিরিতরাসাং

তৎপ্রধানত্বাৎ ॥১৫॥ (সিঃ)।

অক্ষরার্থ। “সংযবনার্থানাং”—সংযবনের জ্ঞাত যে অপ্ তাহাই সংযবন সাধন করিবে, “ইতরাসাং প্রতিপত্তিঃ”—অবশিষ্ট অপের প্রতিপত্তি কণ্ঠ হইবে, “তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু তাহার অর্থাৎ অবশিষ্ট অপের তৎকালে প্রধানত্ব আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “প্রণীতাভিঃ সংযোতি” এই বিনিয়োগবাক্যে “প্রণীতাভিঃ” এ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় ঐ তৃতীয়া শ্রুতির দ্বারাই অপের সংযবনাদ্ব—প্রণীতা অপ্ যে সংযবনের অঙ্গ তাহা, বোধিত হইয়াছে। এই কারণে সংযবন করিতে যতটা প্রণীতা অপ্ আবশ্যক, তাহার দ্বারাই সংযবন করিতে হইবে। আর অবশিষ্ট অংশটির প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার হইবে। আর নিনয়ন অর্থাৎ বেদির মধ্যে স্থাপনই এ স্থলে সেই প্রতিপত্তি। যে হেতু “প্রণীতাঃ নিনয়তি” এই বাক্যে “প্রণীতাঃ” এ স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় উহার সংস্কার্যতা বুঝাইতেছে। আর সেই কারণে নিনয়ন প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার বলিয়া তাহা প্রয়োজক হইতে পারে না, কিন্তু সংযবনই প্রণীতা অপের প্রয়োজক। ইতি ৫ম প্রণীতার সংযবনপ্রযুক্তাধিকরণ (নিনয়নের প্রতিপত্তিকণ্ঠতাধিকরণ)।

প্রাসনবমৈত্রাবরুণায় দণ্ডপ্রদানং কৃতার্থত্বাৎ ॥১৬॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “মৈত্রাবরুণায় দণ্ডপ্রদানং”—মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্কে যে দণ্ড প্রদান করা হয় (তাহা), “প্রাসনবৎ”—প্রাসনের আশ্রয় (প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম), “কৃতার্থত্বাৎ”—যে হেতু তাহার অর্থ অর্থ্যাৎ প্রয়োজন পূৰ্ণ হইতেই তাহার দ্বারা কৃত অর্থ্যাৎ সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে —“ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি” অর্থ্যাৎ “সোম ক্রয় হইয়া গেলে মৈত্রাবরুণকে দণ্ডদান করিবে”। মৈত্রাবরুণকে এই যে দণ্ডপ্রদান অর্থ্যাৎ যষ্টিটি তাহার হাতে দেওয়া হয়, ইহা প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম কি অর্থকৰ্ম্ম ইহাই সংশয়। ইহাতে পূৰ্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“মৈত্রাবরুণায় দণ্ডপ্রদানং প্রাসনবৎ”—মৈত্রাবরুণকে যে দণ্ড প্রদান করা হয়, তাহা প্রাসনের আশ্রয় ; অর্থ্যাৎ চাঞ্চালনামক গর্তে যে কৃষ্ণ যুগের বিষাণটিকে প্রাসন করা হয়—ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা যেমন প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম, ইহাও সেইরূপ প্রতিপত্তিকৰ্ম্ম। কারণ, “কৃতার্থত্বাৎ”—দণ্ডটির যে প্রয়োজন, যে কার্যের জন্য দণ্ডটি গ্রহণ করিতে হয় তাহা পূৰ্বেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। যে হেতু, দীক্ষাসিদ্ধির জন্য অধ্বয্য যজ্ঞমানের হস্তে যে দণ্ড প্রদান করেন, (কারণ, দণ্ড গ্রহণপূৰ্ব্বক দীক্ষিত হওয়াই বিধি), তাহা সোমক্রয় পর্য্যন্ত যজ্ঞমানকে ধারণ করিতে হয়। সুতরাং সে কার্য সমাপ্ত হইলে উহার প্রতিপত্তি আবশ্যক বলিয়া উহা দিয়া দিবার কথা এই ঋতিতে বলা হইয়াছে। অতএব উহা কৃতার্থের সংস্কারস্বরূপ বলিয়া প্রতিপত্তিকৰ্ম্মই হইবে। আর তাহা হইলে দণ্ডদান দণ্ডের প্রয়োজক হইবে না। ইতি পূৰ্ব্বপক্ষ।

অর্থকৰ্ম্ম বা কৰ্ত্তৃসংযোগাৎ স্রগ্বৎ ॥১৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থকৰ্ম্ম”—অর্থকৰ্ম্ম অর্থ্যাৎ প্রধানকৰ্ম্ম, “বা”—পূৰ্ব্বপক্ষব্যাবর্তক, “কৰ্ত্তৃসংযোগাৎ”—কর্ত্তার সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে বলিয়া, “স্রগ্বৎ”—মাল্যের আশ্রয় অর্থ্যাৎ উদ্গাতাকে মাল্যদানের আশ্রয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থকৰ্ম্ম বা”—ঐ যে মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্কে দণ্ডটি দেওয়া হয়, উহা অর্থকৰ্ম্ম, প্রধান কৰ্ম্ম। কারণ

“স্রগ্‌বৎ কর্ণসংযোগাৎ”—‘স্রগ্‌বৎ উদ্‌গাত্রে দদাতি’ অর্থাৎ উদ্‌গাতাকে স্রগ্‌ (মালা) দিবে—এস্থলে উদ্‌গাতা যেমন উদ্দেশ্যীভূত, এখানেও সেইরূপ মৈত্রাবরূপ উদ্দেশ্যীভূতই হইতেছেন। আর বাহা উদ্দেশ্য হয়, তাহা প্রধানই হইয়া থাকে। এই কারণে মৈত্রাবরূপ এস্থলে প্রধান, আর দণ্ডদান তাহার গুণভূত। এই কারণে দণ্ডদান প্রতিপত্তি কর্তৃক হইতে পারে না। কারণ, প্রতিপত্তিকর্ত্তে প্রতিপাত্ত বস্তুটি অর্থাৎ বাহার প্রতিপত্তি করা হয় সেই বস্তুটি প্রধান হইয়া থাকে। আরও নিম্নয়োজন বস্তুরই প্রতিপত্তি হয় অর্থাৎ বাহার প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারই প্রতিপত্তি হয়। কিন্তু মৈত্রাবরূপকে দিবার পরেও দণ্ডের অপর প্রয়োজন বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহা নিম্নয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য না হওয়ার তাহার প্রতিপত্তি হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

কর্মযুক্তে চ দর্শনাৎ ॥১৮॥

অক্ষরার্থ। “কর্মযুক্তে”—প্রৈবাদিকর্মযুক্ত মৈত্রাবরূপে,
“দর্শনাৎ চ”—(দণ্ডধারণের প্রয়োজন) দৃষ্ট হয় বলিয়াও—।

ভাষ্যভাবার্থ। দণ্ডদান যে প্রতিপত্তিকর্ত্ত নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“কর্মযুক্তে চ দর্শনাৎ”। মৈত্রাবরূপ নামক স্বত্বিককে দণ্ডধারণ করতঃ প্রৈবানুবচন করিতে হইবে, ইহা “দণ্ডী প্রৈবানু অবাহ” এই প্রতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডদান যদি প্রতিপত্তিকর্ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই তাহার উপযোগিতা সমাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া মৈত্রাবরূপকে যে তাহা ধরিয়া থাকিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম আর হইতে পারে না। অতঃ মৈত্রাবরূপকে দণ্ডধারণ করতই প্রৈবানুবচন করিতে হয়। এই কারণে উহা প্রতিপত্তি নহে। আরও প্রতিপত্তিকর্ত্ত উপযুক্তসংস্কারস্বক—যে হেতু ইহার দ্বারা উপযুক্তের অর্থাৎ কর্মবিশেষে বিনিযুক্ত পদার্থের সংস্কার হয়। আর অর্থকর্ম উপযোক্তব্য সংস্কারস্বক—কারণ, ইহার দ্বারা উপযোক্তব্যের অর্থাৎ কর্মবিশেষে বাহার ব্যবহার হইবে, তাদৃশ বস্তুর সংস্কার হইয়া থাকে। আর উপযুক্ত সংস্কার অপেক্ষা উপযোক্তব্য সংস্কার প্রবলই হয়, যে হেতু উপযোক্তব্যের সংস্কার না হইলে তদ্বারা যে অঙ্গকর্ম সম্পাদিত হইবে তাহার ক্রটি হইয়া পড়ে; কারণ, তত্ত্ববস্তুকে কর্মোপযোগী অর্থাৎ কর্মের যোগ্য করিবার জগ্‌ই সর্বত্র সংস্কার বিহিত। সংস্কারাভাবে দ্রব্যটি কর্ম্যই হয় না। পক্ষান্তরে উপযুক্তসংস্কার স্থলে কৃতার্থ অর্থাৎ পূর্ব

হইতেই বাহার প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাদৃশ বস্তুর সংস্কার হইয়া বলিয়া তাহার হানিতে অঙ্গের কোনও ক্ষতি হয় না। এইজন্য ত্রায়মালাকার বলিয়াছেন—

“যুক্তোপযুক্তসংস্কারাহপযুক্তব্যসংক্রিয়া” ।

সুতরাং দণ্ডের দ্বারা যখন প্রৈষাল্লবচনাদিও সাধিত হয়, তখন ইহার দ্বারা একটি প্রয়োজন সাধিত হইলেও অপর একটি প্রয়োজন বিद्यমান থাকায় ইহাকে প্রতিপত্তি কর্ত্ত্ব না বলিয়া অর্থকর্ত্ত্ব বলাই যুক্তিযুক্ত। অতএব দণ্ডদান অর্থকর্ত্ত্ব বলিয়া উহা দণ্ডের প্রয়োজক। ইতি ৬ষ্ঠ মৈত্রাবরুণের দণ্ডদানের অর্থকর্ত্ত্বত্বাধিকরণ।

উৎপত্তৌ যেন সংযুক্তং তদর্থং তচ্ছ্রুতিহেতুত্বাৎ
তস্যার্থান্তরগমনে শেষত্বাৎ প্রতিপত্তিঃ স্মৃৎ ॥১৯॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “উৎপত্তৌ”—কর্ম্মোৎপত্তি বাক্যে, “যেন সংযুক্তং”—যে অঙ্গ বাহার অর্থ্যাৎ যে ফলের সহিত সংযুক্ত, “তদর্থং তৎ”—তাহা তাহারই জন্ত হইয়া থাকে, “শ্রুতিহেতুত্বাৎ তস্ত”—যে হেতু তাহার শ্রুতি-হেতুতা আছে অর্থ্যাৎ তাহা শ্রুতিবোধিত হইতেছে, “অর্থ্যান্তরগমনে”—অন্য কার্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে, “প্রতিপত্তিঃ স্মৃৎ”—(সেই যে অর্থ্যান্তর-গমন অর্থ্যাৎ অন্য কার্যের সহিত সম্বন্ধ তাহা) প্রতিপত্তি হইবে, “অশেষ-ত্বাৎ”—যে হেতু তাহা কাহারও শেষ অর্থ্যাৎ অঙ্গ হইতেছে না। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। এই শ্রুটিকে ভাষ্যমধ্যে পূর্ব্ব অধিকরণের শেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অধিকরণান্তরপর ধরিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “প্রস্তান্ন দক্ষিণান্ন চাৎসালে কুষ্মবিষাণং প্রাপ্ততি”। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ঋত্বিগ্গণ যজমান কর্ত্ত্বক প্রদত্ত দক্ষিণা গ্রহণ করিলে যজমান নিজ হস্তে যে কুষ্মমৃগের বিষাণ (শৃঙ্গটি) পূর্ব্ব হইতে ধরিয়া ছিলেন, তাহা যজ্ঞভূমির একদেশে স্থিত চাৎসাল নামক গর্ত্তে ফেলিয়া দিবেন। এই যে কুষ্মবিষাণপ্রাপ্তি ইহা কি অর্থকর্ত্ত্ব অথবা প্রতিপত্তিকর্ত্ত্ব, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহাকে যদি প্রতিপত্তি বলা হয়, তাহা হইলে ইহা অপূর্ব্বজনক হয় না বলিয়া

নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে অপূর্বোৎপত্তির জন্ম ইহাকে অর্থকর্ম বলাই উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অর্থান্তরগমনে প্রতিপত্তিঃ শ্রাং”—ইহা অর্থান্তরগামী বলিয়া প্রতিপত্তিই হইবে। কারণ, “উৎপত্তৌ যেন সংযুক্ত তদর্থং তং”—উৎপত্তিবাক্যে বাহা যে প্রয়োজনের জন্ম বিহিত হইয়াছে, যদি তাহা সেই প্রয়োজন সাধন করে, তবেই তাহা অর্থকর্ম হইতে পারে, যে হেতু তাহা সাধন করাই উহার প্রয়োজন; কারণ, “শ্রুতিহেতুশ্চ তত্ত্বং”—ইহার মধ্যে যে তৎকর্ম সাধন করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাই শ্রুতিাদির দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে, আর তাহা হইলেই উহার শেষত্ব—উহা যে অপরের অঙ্গ, তাহার স্বার্থতা রক্ষিত হয়। এইজন্ম বলা হইয়াছে “শেষত্বাৎ”। এস্থলে “কৃষ্ণবিবাণয়া কণ্ডুরতে” এই বাক্যে “কৃষ্ণবিবাণয়া” এই পদে যে তৃতীয়াবিভক্তি রূপ শ্রুতি রহিয়াছে, উহার দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, কৃষ্ণবিবাণ বজ্রমানের শিরঃকণ্ডূরনক্রিয়ার অঙ্গ—উহা সম্পাদন করাই বিবাণের প্রয়োজন। এই কারণে উহা ঐ কণ্ডূরনক্রয়—কণ্ডূরনই উহার প্রয়োজক। আর এই প্রয়োজন যখন সম্পাদিত হইয়া যায়, তখন উহার প্রতিপত্তি আবশ্যক হইয়া থাকে। আর “চাঞ্চালে প্রাপ্ততি” এই শ্রুতিবাক্যে, সেই প্রতিপত্তি কি ভাবে করণীয়, তাহা উপনিষ্ট হইয়াছে। আর প্রতিপত্তি যে অপূর্বের হেতু অর্থাৎ জনক নহে, এ প্রকার উক্তি সমীচীন নহে, কারণ, উক্ত বাক্যে “চাঞ্চালেই নিক্ষেপ করিতে হইবে” এই প্রকার অর্থ হয় বলিয়া উহা নিয়মবিধিই বুঝাইতেছে। এই কারণে ইহার ফলে নিয়মাপূর্ব হইয়া থাকে। অতএব, উহা প্রতিপত্তিকর্ম। কারণ, “অর্থান্তরগমনে প্রতিপত্তিঃ শ্রাং”—কৃতার্থ দ্রব্য যদি অল্পকর্মে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহারই সংস্কার হইয়া থাকে বলিয়া তাহা প্রতিপত্তিই হইয়া থাকে। ইতি ৭ম কৃষ্ণবিবাণপ্রাসনের প্রতিপত্তিকর্মসাধিকরণ।

সৌমিকে চ কৃতার্থত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (সি)

অক্ষরার্থ। “সৌমিকে চ”—সৌমিকে অর্থাৎ সৌম্যাগীর অবস্থায় যে সৌমলিপ্ত দ্রব্যের সহিত যান অর্থাৎ তাহা বহিয়া লইয়া গমন তাহাও (প্রতিপত্তিকর্ম), “কৃতার্থত্বাৎ”—যেহেতু তাহার অর্থ (প্রয়োজন) কৃত অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে অবভূত নামক একটি কৰ্ম আছে; বাহাতে দীক্ষার অবসান হয়। সেই অবভূতপ্রকরণে ঋতি বলিতেছেন “বরুণগৃহীত বা এতদ্ব্যজ্ঞস্ত বদ্ ঋজীযং বদ্ গ্রাবাণঃ যদৌদুহরী, বদধিষবণফলকে তন্মাদ্ বংকিঞ্চিৎ সোমলিপ্তং দ্রব্যং তেনাবভূৎ যন্তি” অর্থাৎ “এই যে ঋজীয (সোমের ছিবড়া), এই যে পাষণ শকল, এই যে অধিষবণফলক—ইহা বরুণগৃহীত। এই কারণে যে কোন দ্রব্য সোমলিপ্ত হইয়া থাকিবে, তৎসমস্ত লইয়া অবভূতে যাইবে।” অভিপ্রায় এই যে, উক্ত ঋজীয, গ্রাবা প্রভৃতি দ্রব্যগুলিতে সোম (সোমলতার অংশ) অবশ্যই কিঞ্চিৎ লিপ্ত থাকে; সেইগুলিকে অবভূত কর্মের স্থলে লইয়া যাইতে হইবে। এই যে সোমলিপ্ত দ্রব্য সকলের বহন (বহন) উপদিষ্ট হইল, ইহা কি অর্থকর্ম অথবা প্রতিপত্তিকর্ম ইহাই সংশয়। ইহাতে প্রথমে সিদ্ধান্তীর মত উল্লেখপূর্বক অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলা হইতেছে “সৌমিকে চ”—সৌমিক অবভূতে যে সোমলিপ্ত দ্রব্যের বহন তাহাও পূর্বের দ্বারা প্রতিপত্তিকর্ম। কারণ, “কৃতার্থত্বাৎ”—তাহারও অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন কৃত অর্থাৎ তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থকর্ম বাহিভিধানসংযোগাৎ ॥ ২১ ॥ (পৃঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “অর্থকর্ম”—উহা অর্থকর্ম, “বা”—পক্ষপরিবর্তন-সূচক, “অভিধানসংযোগাৎ”—যেহেতু অভিধানের সহিত অর্থাৎ অঙ্গ-বোধক শব্দের সহিত অর্থাৎ তৃতীয়াবিভক্তি ঋতির সহিত এস্থলে উহার সম্বন্ধ ঋতিমধ্যে উক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তেন অবভূৎ যন্তি” এই বাক্যে “তেন” এই পদে তৃতীয়া ঋতি থাকায় উহার দ্বারা উহাদের অঙ্গ-বোধিত হইতেছে—সোমলিপ্ত দ্রব্য সকল যে অবভূতের সাধন, তাহা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এই কারণে, “অর্থকর্ম বা অভিধানসংযোগাৎ”—অঙ্গ-বোধক নিরপেক্ষ শব্দের দ্বারা অর্থাৎ তৃতীয়া ঋতির দ্বারা উহার অর্থকর্মতাই প্রতিপাদিত হয়। অত্যাখ্য সিদ্ধান্তীর মতে লক্ষণা করিবার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। ইতি পূর্বপক্ষ।

প্রতিপত্তির্বা তন্ম্যায়ত্বাদ্ দেশার্থাবভূতশ্রুতিঃ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “প্রতিপত্তিঃ”—উহা প্রতিপত্তিকর্ম, “বা”—

পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তন্মায়ত্বাৎ”—সেই পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে, “অবত্থ-
শ্রুতিঃ দেশার্থা”—অবত্থশব্দটি অবত্থস্থানের লক্ষক । (পূর্বপক্ষ নিরাস) ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিয়া বলিতে-
ছেন—উৎপত্তৌ যেন সংযুক্তঃ ইত্যাদি ১৯শ সূত্রে যে ত্রায় অর্থাৎ নিয়ম উক্ত হই-
য়াছে, তদনুসারে ইহাও প্রতিপত্তি কর্ত্ত্ব । কারণ, ঐ সমস্ত কুতর্থাৎ আকীর্ণ দ্রব্যগুলিকে
স্থানান্তরে লইয়া গেলে যজ্ঞভূমি রিক্ত অর্থাৎ খালি হইয়া যায়—ইহাই উহাদের
বহনের প্রয়োজন । আর অবত্থ স্থানেই যে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে নিয়মাপূর্ণ
জন্মিয়া থাকে । আর যে তৃতীয়াশ্রুতির দ্বারা অবত্থসাধনত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত নহে । কারণ, “বাকুণেন এককপালেন অবত্থমববন্তি” এই অবত্থখোপশ্রি-
বোধক শ্রুতিবাক্যে যে এককপালরূপ দ্রব্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা উৎপত্তিশিষ্ট
বলিয়া তাহার সহিতই যাগের প্রথমত সযুক্ত হইয়া থাকে । আর তাহার দ্বারাই
দ্রব্যাকাজ্জার নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া পুনরায় অল্প দ্রব্যের প্রতি আকাজ্জা না
হওয়ায় পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত যে উৎপন্নশিষ্ট অর্থাৎ অল্প বাক্যের দ্বারা যে
কর্ণের স্বরূপবোধিত হইয়াছে, সেই কর্ণ অপরা এক বাক্যের দ্বারা যে দ্রব্য উপদিষ্ট
হয়, তাহাই উৎপন্নশিষ্ট বলিয়া, তাহা আর সেই যাগের দ্রব্যরূপে অল্প হইতে পারে
না । এই কারণে “তেন অবত্থং যন্তি” এই স্থলের অবত্থশব্দটিকে লক্ষণাবলে
অবত্থদেশেরই বোধক বলিতে হয় । এই জন্ত সূত্রে বলা হইয়াছে “দেশার্থা
অবত্থশ্রুতিঃ ।” আর এখানে সোমলিপ্ত দ্রব্যকে উদ্দেশ্য করিয়া যান অর্থাৎ
গমনই বিহিত হইয়াছে । সুতরাং “তেনাবত্থং যন্তি” ইহার অর্থ ‘অবত্থ স্থানে
গমনকারী ঋত্বিগ্ণ যথাসোমলিপ্ত দ্রব্য লইয়া যাইবেন—কারণ, সেইগুলিকে সেইখানে
ফেলিয়া দিতে হইবে । এই কারণে ইহা প্রতিপত্তি কর্ত্ত্ব । ইতি চম অবত্থ-
গমনের প্রতিপত্তিকর্ত্ত্বাধিকরণ ।

কর্ত্তৃদেশকালানামচোদনং প্রয়োগে

নিত্যসমবায়াত্ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষম্ভার্থ। “কর্ত্তৃদেশকালানাম্”—কর্ত্তা, দেশ এবং কাল
ইহাদের, “অচোদনম্”—চোদনা নাই অর্থাৎ উহারা বিধি নহে কিন্তু
অনুবাদ, “প্রয়োগে নিত্যসমবায়াত্”—যে হেতু প্রয়োগে অর্থাৎ
কর্ত্তারূপে উহাদের সর্বদাই সমবায় অর্থাৎ সযুক্ত বা প্রাপ্তি আছে ।

ভাষ্যভাবার্থ। “বড় ঋত্বিজঃ”, “সমে যজ্ঞেত” ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য আছে, বাহাতে কর্ত্ত্বের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, কর্ত্ত্বের দেশ অর্থাৎ স্থান এবং কর্ত্ত্বের কাল উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ যে কর্ত্তা দেশ এবং কাল ঐগুলি কি অনুবাদ অথবা বিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “কর্ত্ত্বদেশকালানাম্ অচোদনম্”—কর্ত্তা, দেশ (স্থান) এবং কাল এই গুলির সম্বন্ধে যে সকল বাক্য আছে, সেগুলি চোদনা অর্থাৎ বিধি নহে কিন্তু অনুবাদ। কারণ, “প্রয়োগে নিত্যসমবায়াত্”—কর্ত্ত্বমাত্রেই দেশ, কাল এবং কর্ত্তা অর্থতঃ প্রাপ্ত, যে হেতু, দেশ, কাল এবং কর্ত্তা না থাকিলে কোন কর্ত্ত্বেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আর ঐগুলি প্রাপ্ত বলিয়া বিধি হইতে পারে না, কারণ, প্রাপ্তের বিধি হয় না। অতএব ঐগুলি অনুবাদ। ইতি পূর্বপক্ষ।

নিয়মার্থা বা শ্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “নিয়মার্থা”—নিয়মিত করিবার জ্ঞা, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, “শ্রুতিঃ”—শ্রুতিবচন। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ত্ত্বদেশকালাদির অনুবাদস্ব মাত্র স্বীকার করিলে বাক্য বার্থ হইয়া পড়ে। এই কারণে উহাকে বিধিই বলিতে হয়। আর বিধি হইলেও ইহা অপূর্ববিধি নহে। যে হেতু, ঐগুলি অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নহে। এই জ্ঞা ঐগুলিকে নিয়মবিধিই বলিতে হইবে। কারণ, দেশ, কাল এবং কর্ত্তা এইগুলিকে অর্থতঃপ্রাপ্ত বলিলে যে কোন দেশে (স্থানে), যে কোন সময়ে, যে কোন লোকে সকল কর্ত্ত্ব করিতে পারে। কিন্তু ঐ শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সমদেশে দশপূর্ণমাস অনুষ্ঠেয়, প্রাচীনপ্রবণ স্থানেই বৈশ্বদেব যাগ কর্ত্তব্য, দর্শে এবং পূর্ণিমাতেই দশপূর্ণমাস করণীয়, চারিজন ঋত্বিক কর্ত্ত্বকই দশপূর্ণমাস সম্পাদনীয়। কিন্তু অর্থতঃ প্রাপ্ত বিষয়ে ঐ প্রকার নিয়ম পাওয়া যায় না। এই জ্ঞা শ্রুতিমধ্যে ঐ নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব কর্ত্ত্বদেশকালবিষয়ক বাক্য অনুবাদ নহে কিন্তু বিধি। ইতি ২ম কর্ত্ত্ব, দেশ ও কালের নিয়মার্থাভিকরণ।

তথা দ্রব্যেষু গুণশ্রুতিরুৎপত্তিসংযোগাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দ্রব্যেষু গুণশ্রুতিঃ”—দ্রব্যেতে যে গুণবিধান বিষয়ক বাক্য তাহাও, “তথা”—ঐরূপ নিয়মবিধি, “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—যে হেতু

—উৎপত্তি সংযোগ আছে অর্থাৎ ক্রিয়োৎপাদক দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “বায়ব্যাং শ্বেতমালতেত” ইত্যাদি বচনে যে শ্বেতত্ব প্রভৃতি গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐগুলি বিধি কি অনুবাদ, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—শ্বেতত্ব প্রভৃতি গুণ বখন দ্রব্য ছাড়া ক্রিয়ান্বক বাগে অধিত হইতে পারে না, তখন দ্রব্যেরই বিধান হয় আর গুণগুলির অনুবাদই হইয়া থাকে ; যে হেতু, দ্রব্য স্বীয় গুণের সহিতই ক্রিয়ার সহিত অধিত হয় বলিয়া গুণ অর্থতঃ প্রাপ্ত হইতেছে । আর তাহা বচন বিনাই প্রাপ্ত বলিয়া তাহার বিধি হইতে পারে না । ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “দ্রব্যেযু গুণশ্রুতিঃ তথা”—ঋতিমধ্যে বায়ব্যাদি দ্রব্যে যে শ্বেতত্বাদি গুণের উল্লেখ, তাহাও পূর্বের দ্বারা নিয়ম-বিধি । কারণ, “উৎপত্তিসংযোগঃ”—উৎপত্তি বাক্যে ক্রিয়োৎপাদক দ্রব্যের সহিত বখন ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন সেই দ্রব্যের পরিচ্ছেদকল্পেই শুক্লাদি গুণ সকলও ক্রিয়ার সহিত অধিত হয়, কেন না, তাহা না বলিলে শ্বেত দ্রব্যের দ্বারাই যে বাগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না বলিয়া যে কোন বর্ণের দ্রব্যের দ্বারা বাগের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গ হয় । এই জন্ত “নিয়মার্থা বা শ্রুতিঃ”—ঐ শ্বেতত্বাদি শ্রুতি নিয়মবিধি । ইতি ১০ম দ্রব্যগুণবিধানের নিয়মার্থাধিকরণ ।

সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সংস্কারে চ”—(অবহনন প্রভৃতি দৃষ্টফল) সংস্কারেও (শ্রুতিবচন নিয়মার্থ), “তৎপ্রধানত্বাৎ”—যে হেতু, তৎপ্রধানতা—তাহার অর্থাৎ বিধির প্রধানতা আছে । (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “ব্রীহীন্ অবহন্তি,” “তণুলান্ পিনষ্টি” ইত্যাদি যে সমস্ত বচন আছে, ঐগুলিও কি বিধি অথবা অনুবাদ, ইহাই সংশয় । পূর্বপক্ষবাদী বলেন কর্তৃ, দেশ, কাল প্রভৃতির যেমন বাগের সহিত সম্বন্ধ আছে, উক্ত অবঘাত বা পেষণের সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই ; যে হেতু, ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিতই উহাদের সম্বন্ধ শ্রুতিবোধিত । এই কারণে এখানে নিয়মবিধি হইতে পারে না । অতএব উহা বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদ ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ”—অবঘাতাদি

সংস্কারেও নিয়মবিধিই হইতেছে, যে হেতু ত্রীহি শব্দটি এখানে লক্ষণাবলে বাগসাধনপর—এস্থলে লক্ষণাবলে বাগের বাহা সাধন, তাহাই ত্রীহি শব্দের অর্থ। আর অবঘাত তাহারই সাধনরূপে নিয়মিত হইয়াছে—পাছে কেহ নথবিদলনাদি দ্বারা তণ্ডুল নিষ্পাদন করে, এই জন্ত তাহার নিষেধের নিমিত্ত এস্থলে “ত্রীহীনবহন্তি” এই বাক্যে অবঘাতের দ্বারাই তণ্ডুলসম্পাদন কর্তব্য, ইহাই বলা হইয়াছে। আর বাগের সহিত অবঘাতের সম্বন্ধ যে নাই তাহা নহে, যে হেতু, প্রধান যে বাগ তাহার প্রকরণে পঠিত বলিয়া অবঘাতও যে বাগের অঙ্গ, তাহা প্রকরণবলে বোধিত হয়। অতএব অবঘাতাদি দৃষ্টার্থ সংস্কার সকলেও নিয়মার্থী শ্রুতি—এতাদৃশ স্থলসকলেও নিয়মবিধি। ইতি ১১শ অবঘাতাদি সংস্কারবিধানের নিয়মার্থাধিকরণ।

যজ্ঞতিচোদনা দ্রব্যদেবতাক্রিয়ং সমুদায়ে

কৃতার্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “যজ্ঞতিচোদনা”—যজ্ঞতি (যজি) ধাতুর অর্থ, “দ্রব্যদেবতাক্রিয়ম্”—দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগক্রিয়া এই তিনের সমষ্টিতে, “সমুদায়ে কৃতার্থত্বাৎ”—যে হেতু উক্ত সমুদায়েই অর্থাৎ তিনের সমষ্টিতেই উহা কৃতার্থ অর্থাৎ কণ্ঠশক্তি অর্থাৎ শক্তিযুক্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বাগ, হোম এবং দান উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ আছে কি না, ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন, সবগুলিরই অর্থ যখন কাহারও উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, তখন ইহাদের অর্থসাক্ষ্যই ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী প্রথমতঃ বাগের লক্ষণ দেখাইয়া বলিতেছেন, “যজ্ঞতিচোদনা দ্রব্যদেবতাক্রিয়ং সমুদায়ে কৃতার্থত্বাৎ”—দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগাত্মক কৰ্ম্ম এই তিনটি মিলিতভাবে ‘যজ্’ ধাতুর বাচ্য অর্থ বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে যে বিধিপূর্বক দ্রব্যত্যাগ তাহারই নাম বাগ। ইতি ১২শ বাগ-স্বরূপনিরূপণাধিকরণ।

তদ্বক্তে শ্রবণাজ্জুহোতিরাসেচনাধিকঃ স্মৃতাৎ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “তদ্বক্তে”—যজি ধাতুর দ্বারা উক্ত যে অর্থ তাহাতে অর্থাৎ উক্ত লক্ষণাক্রান্তবাগে, “আসেচনাধিকঃ”—আসেচন অর্থাৎ অগ্নিতে

যে ঘৃতাদি দ্রব্য দ্রব্যের প্রক্ষেপ, সেই অধিক ক্রিয়াযুক্ত যে ব্যাপার তাহাই, “জুহোতি: স্রাৎ”—জুহোতি হইবে অর্থাৎ হ ধাতুর অর্থ, “শ্রবণাৎ”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে যাগের মধ্যেও হোমের উল্লেখ আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যক্ত হইলে তাহা যে অগ্নিতে বিধিপূর্বক প্রক্ষেপ করা হয়, তাহারই নাম হোম—ইহাই হোমের লক্ষণ। কারণ, “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞতঃ” এই বাক্যে যাগের বিধান করিয়া পুনরায় সেই যাগে “চতুরবন্তঃ জুহোতি” এই বাক্যে চতুরবন্ত হোমের বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কর্মকালে যজমান যে “ইদম্ অমুকদেবতায়ৈ ন ম” এই বলিয়া দ্রব্য ত্যাগ করেন ইহাই বাগ ; আর সেই ত্যক্ত দ্রব্যটিকে যে অগ্নিতে বথাবিধি নিক্ষেপ করা হয়, তাহাই হোম। আর স্ব স্ব দ্রব্য ত্যাগপূর্বক যে পরস্বত্বাপাদন—কোনও দ্রব্যে নিজের যে স্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সেই দ্রব্যের সহিত উক্ত সম্বন্ধবর্জিত অথ এক ব্যক্তির সহিত উক্ত প্রকার সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবার অনুকূল যে ক্রিয়া, তাহার নাম দান। এই ভ্রূত কথিত হইয়াছে, “দদাতিক্রতুর্গর্গ-পূর্বকঃ পরস্বত্বেন সম্বন্ধঃ।” * অতএব যজ্ঞতি, জুহোতি এবং দদাতি এই তিনের মধ্যে তাগদ্বরূপ সাধারণতা থাকিলেও ইহাদের প্রত্যেকের প্রভূত পার্থক্য থাকায় পরস্পর সাদৃশ্য হইতে পারে না। ইতি ১৩শ বাগহোমস্বরূপনিরূপণাধিকরণ।

বিধেঃ কর্ম্যাপবর্গিত্বাদর্থান্তরে বিধিপ্রদেশঃ স্রাৎ

॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অম্পকভ্রাতার্থ। “বিধেঃ কর্ম্যাপবর্গিত্বাৎ”—যে হেতু বিধির কর্ম্যাপ-বর্গিতা আছে অর্থাৎ আতিথ্যা প্রভৃতি ইষ্টির সহিত যে সম্বন্ধ তাহা সেই কর্মের অপবর্গ অর্থাৎ সমাপ্তির সহিত সমাপ্ত হয় সেই হেতু, “অর্থান্তরে”—অন্য কর্মে, “বিধিপ্রদেশঃ স্রাৎ”—বিধিপ্রদেশ হইবে অর্থাৎ আতিথ্যায় যে ধর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহার অতিদেশই হইবে।

* সুবোধিনীকারের মতে ইহা স্বতন্ত্র একটি সূত্র। কিন্তু ইহা ২৮শ সূত্রের ভাষ্যের অংশবিশেষরূপেই দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—
 “যদাতিথ্যায় বহিস্তৃপসদাং, তদগ্নীবোমীয়ন্ত” অর্থাৎ “আতিথ্যা ইষ্টিতে যে বহিঃ
 (ব্যবহার্য), তাহা উপসং নামক ইষ্টিতে এবং তাহা অগ্নীবোমীয় যাগে
 (ব্যবহার্য)। এই যে বহিঃ সম্বন্ধে ঋতিবাক্য ইহা কি অগ্নত্র ব্যবহার্য বহির
 অপবিত্র উপদেশ অথবা একত্র যাগে ব্যবহৃত যে বহি তাহারই অগ্নত্র প্রয়োগের
 বিধি কিংবা ইহা ধর্ম্মাতিদেশ অথবা বহিঃ সাধারণের বিধান—ইহাই সংশয়।

ইহাতে প্রথম পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ইহা পরজব্যোমই উপদেশ হইবে।
 কারণ, “বহুর গরুটি শ্রামকে দাও” ইহা বলিলে বেক্রপ অর্থ বুঝায়, “আতিথ্যা ইষ্টিক
 যে বহিঃ তাহা উপসং যাগে যাইবে” ইহা বলিলেও সেইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে।
 এই কারণে আতিথ্যা ইষ্টিতে যে বহিঃ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া রাখা হইয়াছিল,
 তাহা তথা হইতে সরাইয়া গইয়া উপসং যাগাদিতে ব্যবহার করিতে হইবে, এই
 প্রকার পরজব্যোপদেশই বুঝাইতেছে।

ইহাতে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এক্রপ অর্থ হইলে আতিথ্যা ইষ্টিক
 মধ্যে এই বহির যে শ্রবণ, তাহা একেবারে অনর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে
 উহা ‘নিরিষ্টকোপদেশ’ অর্থাৎ যাহার দ্বারা নিঃশেষে ইষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যাগ
 সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাদৃশ বহিঃর উপদেশ। অর্থাৎ আতিথ্যা ইষ্টিক যে সমস্ত বহির
 দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই বহিঃগুলিই উপসং প্রভৃতি ইষ্টিতে ব্যবহার
 করিতে হইবে, ইহাই ঐ ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে তৃতীয় পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এতাদৃশ অল্পাঙ্গান শিষ্টাচারবিরুদ্ধ
 হওয়ার এক কর্ণে ব্যবহৃত বস্ত্র অল্প কর্ণে পুনরায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি
 বলা হয়, উচ্ছিষ্টভোজন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও সোমোচ্ছিষ্টভোজন যেমন শ্রোত
 বলিয়া দোষাবহ নহে, এস্থলেও সেইরূপ উহা শ্রোত বলিয়াই দৃষ্ট হইতে পারে না।
 তাহা হইলে বলিব, যদি অল্প প্রকারে উপপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে শিষ্টাচার-
 বিরুদ্ধ এই কর্ণটিকে শ্রোত বলিয়া সমর্থন করা উচিত হয় না। যদি বলা হয়,
 শিষ্টাচার অপেক্ষা ঋতি প্রবল বলিয়া ঋতির দ্বারা শিষ্টাচারের বাধ হইবে। তাহা
 হইলে বলিব, সাবকাশ ঋতির দ্বারা নিরবকাশ আচারের বাধ হইতে পারে না।
 অতএব নিরিষ্টকোপদেশ পক্ষ সঙ্গত নহে। অতএব “অর্থান্তরে বিধিপ্রদেশঃ স্তাৎ”—
 আতিথ্যা ইষ্টিতে ব্যবহার্য যে বহিঃ, তাহারই বিধির অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থান্তরে অর্থাৎ
 উপসং প্রভৃতি কর্ণে প্রদেশ অর্থাৎ অতিদেশ হইবে। সুতরাং আতিথ্যা ইষ্টিতে
 যাদৃশ বহিঃ ব্যবহার করিতে হয়, উপসং প্রভৃতি স্থলেও তাদৃশ বহিই ব্যবহার্য।
 কারণ, “বিধেঃ কর্ণাপবর্গিত্বাৎ”—আতিথ্যায় যে বহিঃবিধি তাহা তাহাতেই নিবন্ধ

বলিয়া তাহাতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়—এই কারণে সেই বিধিবিহিত বে বর্হিঃ, তাহাই আবার অপরত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বোৎপত্তিসংযোগাদর্থসম্বন্ধোহবিশিষ্টানাং

প্রয়োগৈকত্বহেতুঃ শ্রাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—উৎপত্তিবাক্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (উৎপত্তিবাক্যশ্রুত বর্হিরই), “অর্থসম্বন্ধঃ”—কর্মের সহিত সম্বন্ধ, “অবিশিষ্টানাং”—অবিশিষ্ট অর্থাৎ তুল্যপ্রকার সকল বর্হিরই, “প্রয়োগৈকত্বে হেতুঃ শ্রাৎ”—বর্হির ছেদনাদি প্রয়োগের হেতু হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ধর্ম্মাতিদেশ স্বীকার করিলে বর্হিঃশব্দে লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু ক্রতির দ্বারা জানা যায় যে, আতিথ্যা, উপসং এবং অগ্নীবোমীয়ের মধ্যে বর্হির একত্ব অর্থাৎ সাধারণত্ব রহিয়াছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, এস্থলে উক্ত ক্রতিবাক্যের দ্বারা তিনটি কর্ণে বর্হির সাধারণতাই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং “বদাতিথ্যায়ানং বর্হিস্তুত্পদসদাম্” ইত্যাদি বাক্যটির অর্থ এই যে, আতিথ্যা ইষ্টির জন্ত যে বর্হিঃ সংগৃহীত হয়, তাহা কেবলমাত্র আতিথ্যার জন্তই সংগৃহীত হইবে না কিন্তু তাহা উপসং এবং অগ্নীবোমীয়ের প্রয়োজনের জন্তও হইবে। ফলিতার্থ এই যে, আতিথ্যানামক ইষ্টির জন্ত যখন বর্হিঃ সংগ্রহ করা হইবে, তখন যেন আতিথ্যা, উপসং এবং অগ্নীবোমীর এই তিনটি কর্ণের উপযুক্ত বর্হিঃ সংগ্রহ করা হয়। এই কারণে আতিথ্যা, উপসং এবং অগ্নীবোমীর এই তিনটি কর্ণই উক্ত বর্হির প্রয়োজক। ইতি ১৪শ আতিথ্যা প্রভৃতি কর্ণে বর্হির সাধারণত্বাধিকরণ।

ইতি নীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ। .

অথ চতুর্থাধ্যায়ৈ তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

দ্রব্যসংস্কারকর্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিবিরোধাদঃ

শ্রাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অসংস্কারার্থ। “দ্রব্যসংস্কারকর্মসু”—দ্রব্য সংস্কার এবং কর্মে,
“ফলশ্রুতিঃ”—যে ফলশ্রুতি অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে ফলের উল্লেখ আছে তাহা,
“অর্থবাদঃ শ্রাৎ”—অর্থবাদ হইবে, “পরার্থত্বাৎ”—যে হেতু তাহার পরার্থতা
অর্থাৎ ক্রত্বর্থতা আছে অর্থাৎ তাহা ক্রত্বর্থ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এই অধ্যায়ে ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের বিষয়
আলোচিত হইবে, ইহাই প্রতিজ্ঞা হুত্রে (এই অধ্যায়ের প্রথম হুত্রে) বলা
হইয়াছে। আর তদনুসারে প্রথম দুইটি পদে ক্রত্বপ্রযুক্তত্ব অর্থাৎ ক্রত্বর্থ-
বিষয়ক বিচার করা হইয়াছে। এই বারে ফলপ্রযুক্ততা অর্থাৎ কোন
কোন কর্ম ফলপ্রযুক্ত—ফলপ্রদ তাহাই বিচারিত হইবে। আর তাহা হইলেই
পুরুষার্থবিষয়ক বিচারও হইবে, যে হেতু, ফলই পুরুষার্থ হইতেছে।

শ্রুতিমধ্যে, “যশ্চ পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি”
অর্থাৎ “যাহার জুহু পর্ণময়ী (পলাশপত্রনির্মিত) হয়, তাহাকে পাপশ্লোক
(নিন্দাবাদ) শুনিতে হয় না”; “যদাঙ্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃঙ্ক্তে”
অর্থাৎ “এই যে অঙ্গন পরে ইহাতে শক্রর চক্ষুকে নষ্ট করিয়া দেয়”; “যৎ
প্রযাজান্নযাজ্ঞা ইজ্যন্তে বর্ষ বা এতদ্ যজ্ঞস্ত ক্রিয়তে বর্ষ যজ্ঞমানস্ত
ভ্রাতৃব্যভিভূত্যে” অর্থাৎ “এই যে প্রযাজ অনুযাজ যাগ করা হয়, ইহা যজ্ঞের
বর্ষস্বরূপ করা হয়, শত্রু পরাভব করিবার নিমিত্ত ইহা যজ্ঞমানের বর্ষ-
স্বরূপ হইয়া থাকে” ইত্যাদি বচনে যে পর্ণময়ীস্বরূপ দ্রব্য, অঙ্গনরূপ সংস্কার
এবং প্রযাজান্নযাজ্ঞাদিরূপ কর্ম প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ঐগুলি কি
ক্রত্বর্থ অথবা ফলার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঐগুলি পুরুষার্থরূপেই বিহিত হইয়াছে।
যে হেতু, উহাদের যথাক্রমে পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্য, বৈরিনয়নবৃঞ্চনষ এবং

শক্রপরাভব এই সমস্ত পুরুষস্বত্বীয় ফল উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বাহ্য ফলের জন্ত উপদিষ্ট হয়—ফলের হেতু হয়, তাহা পুরুষার্থই হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মস্থ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ”—এ যে পর্ণদ্রব্য, অঙ্গনরূপসংস্কার এবং প্রযাজাদিরূপ কর্ম্ম—এ প্রকার দ্রব্য, সংস্কার এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে যে ফলশ্রুতি থাকে, অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে ফলের যে উল্লেখ থাকে, তাহা অর্থবাদ। কারণ, “পরার্থত্বাৎ”—এগুলি সকলেই পরার্থ অর্থাৎ যাগের জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। যে হেতু, জুহু প্রদানের (দেবতোদ্দেশে ত্যাগের) গুণভূত, অঙ্গন বজমানের গুণভূত এবং প্রযাজানুযাজ আগ্নেয়াদির গুণভূত হইতেছে। এস্থলে পর্ণময়ীষ অনারভ্যাধীত বলিয়া বাক্যের দ্বারা তাহার ক্রত্বর্থতা বিজ্ঞাপিত হয়; আর অঙ্গনরূপ সংস্কার এবং প্রযাজাদিরূপ যে কর্ম্ম তাহাদের ক্রত্বর্থতা প্রকরণানুসারেই বোধিত হইয়া থাকে। অতএব উহার পুরুষার্থ নহে কিন্তু ক্রত্বর্থ। ইতি সিদ্ধান্ত।

উৎপত্তেশ্চাতংপ্রধানত্বাৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। “উৎপত্তেঃ”—উৎপত্তি বাক্যের, “অতংপ্রধানত্বাৎ চ”—তৎপ্রধানতা অর্থাৎ পুরুষপ্রধানতা নাই বলিয়াও অথবা ফলপ্রধানতা নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এগুলি যে পুরুষার্থ বা ফলপ্রযুক্ত নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“উৎপত্তেশ্চ অতংপ্রধানত্বাৎ”—এগুলি যে পুরুষার্থ নহে, তাহারও কারণ এই যে, এ স্থলে উহাদের ফলজনকতা বলা হয় নাই। কারণ, এ স্থলে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে “বাহার জুহু এইরূপ, তাহার অপাপম্লোকশ্রবণ”। কিন্তু উহার দ্বারা এরূপ বলা হয় নাই যে, জুহুর দ্বারা এই অপাপম্লোকশ্রবণ সম্পাদিত হয়। এই কারণে জুহু প্রভৃতি এ অপাপম্লোকশ্রুতি প্রভৃতির জন্ত বিহিত হয় নাই। এইজন্য জুহু প্রভৃতি ফলার্থ নহে।

ফলং তু তৎপ্রধানীয়াম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। “ফলং তু”—ফল কিন্তু, “তৎপ্রধানীয়াম্”—তৎপ্রধানা অর্থাৎ ফলপ্রধানা চোদনা হইতেই বোধিত হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ অপাপম্নোকশ্রবণত্ব প্রভৃতিগুলি ফল হইতে পারে না। কারণ, “ফলং তু তৎপ্রধানাং”—ফলপ্রধানা চোদনা হইতেই ফল বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই যে পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে চোদনা অর্থাৎ বেদবাক্য উহা ফলবোধক নহে। কারণ, এস্থলে “ন শৃণোতি”, “ন বুঙক্তে” এবং “বর্ষ্য ক্রিয়তে” এই প্রকারে বর্তমান কালবোধক বিভক্তি রহিয়াছে। কিন্তু ক্রিয়া ও ফলের সাধ্যসাধনতাবোধক যে বাক্য, তাহা বিধ্যাত্মকই হইয়া থাকে। আর বিধি বর্তমানকালবোধক বিভক্তিবোধিত হয় না। কিন্তু তাহা “কুর্ধ্যাং, ক্রিয়তে” ইত্যাদি প্রকার বিধ্যর্থবোধক বিভক্তি বা প্রত্যয়ের দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে। এইজন্য কথিত আছে—

“কুর্ধ্যাং ক্রিয়তে কৰ্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।

এতৎ শ্রাৎ সৰ্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥”

অর্থাৎ “সকল বিধি স্থলেই ‘কুর্ধ্যাং’, ‘ক্রিয়তে’, ‘কৰ্ত্তব্যম্’, ‘ভবেৎ’ এবং পঞ্চম ‘শ্রাৎ’ এই পাঁচটি বিধির বোধক হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ঐগুলির কেনটিই নাই বলিয়া উহা বিধি হইতে পারে না। আর অনুমানের দ্বারা যে ফল কল্পনা করা হইবে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, বাক্য এবং প্রকরণাদির দ্বারা পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতির ক্রত্বর্থতা বোধিত হইতেছে। আর বাহ্য ক্রত্বর্থ, ক্রতু সম্পাদন করা ছাড়া তাহার অন্য কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না বলিয়া তাহার ফলাকাজ্ঞা নাই। এই জন্য ঐ বর্তমানকালবোধক বিভক্তিকে বিধিজ্ঞাপকরূপে পরিবৰ্ত্তিত করিয়াও যে ফল কল্পিত হইবে, তাহাও হইতে পারে না। আরও শ্রুতির দ্বারা উহাদের ক্রত্বর্থতা বোধিত হইতেছে বলিয়া অনুমানের দ্বারা যদি ফলকল্পনা করা হয়, তাহা হইলে সেই অনুমান অপ্রমাণই হইবে। ইতি ১ম দ্রব্য, সংস্কার ও কর্মের ফলপ্রযুক্ততাধিকরণ।

নৈমিত্তিকে বিকারত্বাৎ ক্রতুপ্রধানমন্ত্যৎ শ্রাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্গভাষ্যার্থ। “নৈমিত্তিকে”—নৈমিত্তিক হইলে, “বিকারত্বাৎ”—যে হেতু (তাহা অর্থাৎ সেই নৈমিত্তিকটি) বিকার অর্থাৎ বিশেষ বচনের দ্বারা বিহিত এবং অনিত্য সেই কারণে, “অন্ত্যৎ”—অন্ত একটি দ্রব্য, “ক্রতুপ্রধানং শ্রাৎ”—ক্রতুপ্রধান অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাব্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—
 “গোদোহনেন পশুকামশ্চ প্রণয়েৎ কাংস্তেন ব্রহ্মবর্চসকামশ্চ মাস্তিকেন প্রতিষ্ঠা
 কামশ্চ” অর্থাৎ “পশুকামনামুক্ত ব্যক্তির জন্ত গোদোহনপাত্রে অপ্, প্রণয়ন করিবে,
 ব্রহ্মবর্চসকামী ব্যক্তির পক্ষে কাংস্তপাত্রে এবং প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির জন্ত
 মুম্ময় পাত্রে”। এই পাত্রগুলি ব্রহ্মবর্চসাদি কামনারূপ নিমিত্ত বশতঃ বিহিত হওয়ার
 নৈমিত্তিক স্মরণ্য পুরুষার্থ। কিন্তু ঐ বচনটি নিত্য যে অপ্, প্রণয়ন, তাহারই
 প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, এই নৈমিত্তিক মৃৎকাংস্তাদি
 পাত্রগুলি নিত্য যে অপ্, প্রণয়ন তাহার সাধন হইবে কি না, অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হইবে
 কি না। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, ঐগুলি নিত্য অপ্, প্রণয়নেরও সাধন হইবে।
 কারণ, নিত্য অপ্, প্রণয়নে পাত্র আবশ্যক, আর অশ্রুত পাত্রের করনা করা
 অপেক্ষা শ্রুত সন্নিহিত পাত্রেরই সাধনতা—ক্রত্বর্থতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নৈমিত্তিকে অগ্ন্যং ক্রতুপ্রধানং শ্রাৎ”—
 এতাদৃশ স্থলে নৈমিত্তিক বস্ত থাকিলে ক্রত্বর্থ, নিত্য অপ্, প্রণয়নের সাধন অগ্ন্য পাত্রই
 হইবে। কারণ, “বিকারশ্রাৎ”—তাহা বিকার অর্থাৎ অনিত্য হইতেছে; আর নিত্য
 এবং অনিত্যের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। যে হেতু তাহাতে নিত্যানিত্য-
 সংযোগবিরোধ হয়। কারণ, বাহা নিত্য, তাহা সর্বদাই আবশ্যক। কিন্তু
 বাহা নৈমিত্তিক তাহা নিমিত্তের বিজ্ঞামানতা থাকিলে তবেই আবশ্যক
 হইয়া থাকে। যে হেতু তাহা না হইলে, নিমিত্ত না থাকিলেও বাহা
 থাকে, তাহাকে নৈমিত্তিক বলা বিরুদ্ধই হইয়া পড়ে। আর শ্রুত এবং সন্নিহিত
 বলিয়াও যে মুম্ময়াদি পাত্র নিত্যও নিবিষ্ট হইবে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, বাহা
 সামর্থ্যহীন, তাহা সন্নিহিত হইলেও অর্থসাধক হয় না। এই জন্ত কথিত আছে—

“অর্থভো হুসমর্থানামানন্তর্ধ্যমকারণম্।”

অতএব বিশেষবচনবিহিতপাত্রাতিরিক্ত অগ্ন্য পাত্রই নিত্য অপ্, প্রণয়নের
 সাধন অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হইবে। ইতি ২য় নৈমিত্তিক সকলের নিত্যার্থভাবাধিকরণ
 (নিত্যপ্রযুক্ততাভাবাধিকরণ)।

একশ্চ তুভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “একশ্চ”—একটি পদার্থের, “তু”—অধিকরণান্তর-
 হৃচক, “উভয়ত্বে”—উভয়ার্থতায় অর্থাৎ ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থতায়,

“সংযোগপৃথক্ত্বম্”—সংযোগের অর্থাৎ বিধিবাক্যের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ পার্থক্য বা ভিন্নতাই কারণ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নিহোত্র প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “দগ্না জুহোতি” অর্থাৎ দধি দিয়া হোম করিবে। তথায় পুনরায় বলা হইয়াছে “দগ্না ইন্দ্রিয়কামস্ত জুহুয়াং” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কামনার দধি দ্বারা হোম করিবে। এই দধি নিত্যকর্মে প্রয়োজ্য কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম আর দধিহোম কাম্যকর্ম। সুতরাং পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে অগ্নিহোত্রে দধি দিয়া হোম করা চলিবে না, কিন্তু অল্প কিছু দিয়াই হোম করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একই দধি উভয়ার্থ হইবে—কাম্য এবং নিত্য উভয় কর্মই সমাধা করিবে। কারণ, “একস্ত তু উভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্”—পৃথক্ পৃথক্ বিধিবাক্যই ইহা নির্দেশ করিয়া দিতেছে। পূর্বাধিকরণে নৈমিত্তিকের নিত্যার্থতাবোধক ঋতিবাক্য নাই বলিয়া গোদোহন পাত্র বা কাংস্তপাত্রাদির নিত্যার্থতা স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, কল্পনার দ্বারা বিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু এস্থলে সংযোগপৃথক্ত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ একই দ্রব্যের উভয়ার্থতাবোধক পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্য যখন রহিয়াছে, তখন একই দ্রব্যের উভয়ার্থতা স্বীকার করিতে কোনও আপত্তিই হইতে পারে না। কারণ, “কিমিব বচনং ন কুর্যাৎ নাস্তি বচনশ্রুতিভারঃ।” এস্থলে “সংযুক্ত্যতে-তাদর্থ্যেন বোধ্যতে অনেন” অর্থাৎ বাহার দ্বারা তৎসম্বন্ধযুক্তরূপে—তৎপ্রয়োজনসম্পাদকরূপে বোধিত হয়, তাহাই সংযোগ—এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে সূত্রে সংযোগ বলিতে বিধিবাক্যই অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্নার্থতাবোধক ঋতিবাক্য থাকায় একই দধি ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থ—উভয়ার্থই হইবে, উভয় প্রয়োজনই সাধিত করিবে। “খাদিরে বগ্নাতি” অর্থাৎ “খদির কার্ঠের যুগে পশু বন্ধন করিবে” এবং “খাদিরঃ বীর্ঘ্যকামস্ত যুগং কুর্ক্বীত” অর্থাৎ “বীর্ঘ্যকামী ব্যক্তির জন্ত যুগ খদিরকার্ঠনির্মিত কর্তব্য” ইত্যাদি স্থলেও এই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষ ইতি চেৎ ॥ ৬ ॥ (অঃ)

অক্ষরার্থ। “শেষঃ”—উহা শেষ অর্থাৎ পূর্বেরই অংশ, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন—ঐ যে “দগ্না ইন্দ্রিয়কামস্ত” ইত্যাদি বাক্য, উহা পূর্ববাক্যেরই অংশ। যেহেতু উভয়ের

একবাক্যতাই হইতেছে। আর ইন্দ্রিয় সেই দধিরই ফল অতএব একই দধির নিত্যতা এবং নৈমিত্তিকতারূপ উভয়ার্থতা স্বীকার করা অনাবশ্যক। ইতি আশঙ্কা।

নার্থপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অসম্বন্ধার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, “অর্থ-পৃথক্ত্বাৎ”—যেহেতু এস্থলে অর্থের পৃথক্ রহিয়াছে। (আশঙ্কা নিরাস)।

ভাব্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উক্ত আপত্তি সম্ভব নহে। কারণ, এস্থলে উভয়ের পরস্পরাকাজ্ঞা নাই এবং অন্ততরাকাজ্ঞাও নাই, অথচ অর্থেরও পার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণে এস্থলে ইহাদের একবাক্যতা হইতে পারে না। সে হেতু, অর্থেকত্ব অর্থাৎ অভিন্নপ্রয়োজনতা থাকিলে তবেই একবাক্যতা হইয়া থাকে, ইহা “অর্থেকত্বাদেকং বাক্যম্” ইত্যাদি সূত্রে পূর্বে বলা হইয়াছে। আর এস্থলে দধি ও হোমের সম্বন্ধ বিধান করাই “দগ্না জুহোতি” এই বাক্যের প্রয়োজন এবং দধি ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপন করাই “দগ্না ইন্দ্রিয়কামস্ত” ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োজন। এইরূপে প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ইহাদের একবাক্যতা হইতে পারে না। অতএব সংযোগপৃথক্ হেতু দধি প্রভৃতি উভয়ার্থই হইতেছে। ইতি ৩য় দধ্যাদির উভয়ার্থতাধিকরণ (সংযোগপৃথক্ ত্যার)।

দ্রব্যাণাং তু ক্রিয়ার্থানাং সংস্কারঃ ক্রতুধর্ম্মঃ স্মৃতাঃ ॥৮॥ (সিঃ)

অসম্বন্ধার্থ। “ক্রিয়ার্থানাং দ্রব্যাণাং সংস্কারঃ”—যাহা ক্রিয়ার্থ দ্রব্যের সংস্কার অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াসম্পাদক দ্রব্যের সংস্কার তাহা, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “ক্রতুধর্ম্মঃ স্মৃতাঃ”—ক্রতুধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হইবে।

ভাব্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, “পয়ো ব্রতং ব্রাহ্মণস্ত, যবাগু রাজস্বস্ত, আমিক্ষা বৈশ্বস্ত” অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দুগ্ধের দ্বারা, ঋত্বিরের যবাগু (বাউ) দ্বারা এবং বৈশ্বের ছানা দ্বারা ব্রত কর্তব্য। ব্রত অর্থ বর্তমানকালে যেমন পূজাদি ক্রিয়ার পূর্বাহে ‘ইবিষ্য’ করা হয়, সেইরূপ সংঘমবিশেষ। এই যে ব্রত ইহা পুরুষার্থ কি ক্রত্বর্থ, ইহাই সংশয়। পূর্বপক্ষবাদী বলেন—ব্রাহ্মণাদি পুরুষের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে এই ব্রত পুরু-

বার্থ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ক্রিয়ার্থানাং দ্রব্যাণাং সংস্কারঃ কৃত্ত্বর্থঃ
 স্মৃতাং”—ব্রাহ্মণাদি পুরুষ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদক; আর ঐ যে পয়োত্রতাদি,
 উহা ক্রিয়ানিষ্পত্তির নিমিত্তই ব্রাহ্মণাদি পুরুষের শরীরধারণ এবং বলকরণের জন্ত
 তাঁহাদের সংস্কাররূপে বিহিত হইয়াছে। যে হেতু, তাহা না হইলে উপবাসবশতঃ
 শরীর অপটু হইলে কৰ্ম করিতে পারিবে না। এই কারণে উহা পুরুষার্থ নহে
 কিন্তু প্রকরণ অনুসারে কৃত্ত্বর্থ। আর পুরুষসংযোগ আছে বলিয়াই যে ইহা
 বাক্যানুসারে পুরুষার্থ হইবে, তাহা নহে। যে হেতু পূর্বাধিকরণে বিষয়বাক্যে যেমন
 ইঞ্জিরবীৰ্যাদি কল উক্ত হইয়াছে, এস্থলে সেরূপ কোনও ফলের উল্লেখ নাই।
 ইতি সিদ্ধান্ত।

পৃথক্ত্বাদ ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “পৃথক্ত্বাৎ”—(কর্তৃপুরুষের) পার্থক্য আছে বলিয়া,
 “ব্যবতিষ্ঠতে”—ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিয়মিত করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যদি জিজ্ঞাসা করেন, এস্থলে পুরুষশ্রুতি
 কি জন্ত? এই কারণে বলিতেছেন, “পৃথক্ত্বাদ ব্যবতিষ্ঠতে”—কর্তৃপুরুষগণ
 ব্রাহ্মণাদিভেদে ভিন্নজাতীয় বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে পয়ঃ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবস্থিত
 করিবার জন্তই নিমিত্তরূপে ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে
 ব্রাহ্মণের হৃদ্ধ দ্বারাই ব্রত হইবে ইত্যাদি প্রকার নিয়মবিধিই হইতেছে। অতএব
 পয়োত্রতাদি পুরুষার্থ নহে কিন্তু কৃত্ত্বর্থ। ইতি ৪র্থ পয়োত্রতাদির কৃত্ত্বর্থতাধিকরণ।

চোদনায়াং ফলাশ্রুতেঃ কৰ্ম্মমাত্রং বিধীয়তে ন

অশব্দং প্রতীয়তে ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “চোদনায়াং”—বেদবাক্যে, “ফলাশ্রুতেঃ”—ফল-
 শ্রুতি নাই বলিয়া অর্থাৎ ফল উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া, “কৰ্ম্মমাত্রং
 বিধীয়তে”—তাদৃশস্থলে কেবলমাত্র (ফলরহিত) কৰ্ম্মই বিহিত হইয়া থাকে,
 “হি”—যেহেতু, “অশব্দং ন প্রতীয়তে”—যাহা অশব্দ অর্থাৎ বেদবচন হইতে
 লব্ধ নহে, বৈদিক বিষয়ে তাদৃশ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “বিশজিতা বজ্জত” ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত ফলরহিত কর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহার কোনও ফল আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“চোদনায়াং ফলাশ্রিতে: কর্মমাত্রং বিধীয়তে”—এতাদৃশ স্থলে বেদবচনমধ্যে কোনও ফল উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া শুদ্ধ কর্মই বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ একপ স্থলে কেবলমাত্র ধাত্বর্থ বাগেরই সাধ্যতা (কর্তব্যতা) বুঝাইতেছে; কিন্তু একপ স্থলে বাগ করণরূপে বিহিত হয় নাই। যদি বলা হয়, ফল ঋতিবোধিত না হইলেও কল্পিত হইবে, তাহা হইলে বলিব, “ন হি অশব্দ প্রতীয়তে”—যে স্থলে ফল অদৃষ্ট তথায় কোন্ কর্মের কি ফল, তাহা শব্দাতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়া শব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রবচনে যদি ফলের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে তাহা করনা করা চলে না, তাহা অর্থাপত্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বাস্মানসামর্থ্যাচ্চোদনার্থেন গম্যেতার্থানাং
 হর্থবত্ত্বেন বচনানি প্রতীয়ন্তেহর্থতো হসমর্থানামানন্তর্য্যে-
 হপ্যসম্বন্ধস্তস্মাচ্ছ্রুত্যেকদেশঃ সঃ ॥১১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “বাস্মানসামর্থ্যাং”—বিধিবাক্যের অর্থাৎ ভাবনার সামর্থ্য অনুসারে, “অর্থেন”—অর্থ-ভাবনাহেতু, “চোদনা”—চোদনা অর্থাৎ ফলচোদনা অর্থাৎ ফলশ্রুতি, “গম্যেত”—বোধিত হয়, “হি”—যেহেতু, “অর্থানাং”—অর্থ সকলের অর্থাৎ লিঙ্ঘ্য বাচ্য শব্দভাবনাসকলের, “অর্থবত্ত্বেন”—অর্থবত্তা হেতু অর্থাৎ পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপ প্রয়োজন বশতঃ, “বচনানি প্রতীয়ন্তে”—যেমন অপরাপর বচন সকলের সার্থকতা বোধিত হয়, এস্থলেও বচন সকল সেইভাবে প্রতীত হইবে, “হি”—যেহেতু, “অর্থতঃ অসমর্থানাম্”—যে সমস্ত শব্দ অর্থতঃ সমর্থ নহে তাহাদের, “আনন্তর্য্যে অপি”—আনন্তর্য্য থাকিলেও, “অসম্বন্ধঃ”—পরস্পর সম্বন্ধ হয় না, “তস্মাৎ”—সেই কারণে, “শ্রুত্যেকদেশঃ সঃ”—

তাহা অর্থাৎ সেই অধ্যাহত ফলবোধক বাক্য প্রতিবাক্যেরই একদেশ বা অংশ (অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলে ফলবোধক বাক্য কল্পনীয়) ।

ভাব্যভাবার্থ । পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, অশ্রুতকল কল্প-সকল নিষ্ফলই হইবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—“অপি বা আশ্রয়সামর্থ্যাং চোদনা অর্থেন গম্যোত”—পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনা যখন লিঙ-বিভক্তি-বোধিত বিধিভাবনার (শাস্ত্রভাবনার) ভাব্য, তখন সেই অর্থভাবনার দ্বারাই ফলচোদনা অর্থাৎ ফলসম্বন্ধবোধক বাক্য অধ্যাহত হইবে। যে হেতু আশ্রয়সামর্থ্যে অর্থাৎ শাস্ত্রভাবনার শক্তি অনুসারে ইহাই অবধারিত হয়। কারণ, নিষ্ফল কার্য্যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্য শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—

“বিধিযুক্তা ক্রিয়া নৈব ধাত্বর্থং ভাব্যমুচ্ছতি”

আর পুরুষের প্রবৃত্তি না হইলে প্রবর্তনাজনক শাস্ত্রভাবনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ শাস্ত্রভাবনার প্রবর্তকরূপ ভাবনাত্ত থাকে না। এই জন্য বলা হইয়াছে—“অর্থানাং হর্থবৎশ্চেন গম্যোত”। এই কারণে ধাত্বর্থ অর্থভাবনার বিষয় অর্থাৎ সাধ্য হইতে পারে না, যে হেতু তাহা হইল নিষ্ফল বাগে পুরুষের প্রবৃত্তিই হইবে না। আর ধাত্বর্থ যদি অর্থভাবনার ভাব্য না হয়, তাহা হইলে ফলবাচক পদের অধ্যাহার না করিলে বিধিবাক্যটি পূর্ণ হইবে না। আর ধাত্বর্থ একপদোপান্ত বলিয়া নিকটবর্তী হইলেও তাহার দ্বারা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না, যে হেতু সেই সাধ্যাকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য ধাত্বর্থের নাই। এই জন্য নৃত্তে বলা হইয়াছে “অর্থতো হি অসমর্থানাম্ আনন্তর্য্যে অপি অসম্বন্ধঃ”। অতএব বিধিবাক্যের অর্থবত্তা হেতু আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য তাহা কর্তৃক অপেক্ষিত ফলসম্বন্ধবোধক পদের অধ্যাহার করিতেই হইবে। আর সেই অধ্যাহত পদটিও বৈদিক বলিয়া গৃহীত হইবে। এই জন্য বলা হইয়াছে “ঋত্ব্যকদেশঃ সঃ”। ইতি সিদ্ধান্ত।

বাক্যার্থশ্চ গুণার্থবৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ । “বাক্যার্থঃ চ”—বাক্যার্থও, “গুণার্থবৎ”—গুণবিধির আশ্রয় (হইবে) ।

ভাব্যভাবার্থ । যদি বলা হয়, অশ্রুত অবৈদিক পদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া বিধিবাক্যের অম্বয়পূর্বক যে অর্থবোধ হইবে, তাহাও ত

সঙ্গত নহে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন “বাক্যর্থশ্চ গুণার্থবৎ”—স্থলবিশেষে কেবল মাত্র গুণ শ্রুত হইলে স্থলান্তরস্থিত বিধিপদের অধ্যাহার করিয়া যেমন বাক্যার্থ বোধিত হয় কিংবা অর্থপ্রতিগ্রহেষ্টি-অধিকরণোক্ত নিয়মাল্লসারে যেমন ব্যবধারণ কল্পনা (যথাক্রম বাক্যের অন্ত্যথাভাব) করিয়া অময় করা হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, এই অধিকরণে অশ্রুতফল কৰ্ম্মের ফলবস্তামাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর সেই ফল ক্রম্বর্থ কি পুরুষার্থ তাহা “তদুৎসর্গে কৰ্ম্মণি” ইত্যাদি সূত্রনিবহে (৪।১।৩ সূঃ) বিচারিত হইয়াছে। আর তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের দ্বাদশ অধিকরণে “অপ্রকরণে তু তদ্ব্যসঃ” (৪৩।৪।২৬) ইত্যাদি সূত্রনিচয়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, হিরণ্যভরণাদি পুরুষার্থ হইতে পারে না।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য, ভগবান্ ভাষ্যকার যে বিশ্বজিৎ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে এই অধিকরণের বিষয় বলিলে এই অধিকরণটিকে ‘কুত্বাচিন্তা’ রূপ বিচার বলিতে হয়। কারণ, ঐ বিশ্বজিৎটি প্রায়শ্চিত্তাস্ত্রক বলিয়া স্বব্যাক্যপাঠিত সত্রফল অথবা তত্রত্য বৈগুণ্যপরিহারই ইহার ফল। অথচ ইহাকে কুত্বাচিন্তাস্ত্রক না বলিলেও চলে, যেহেতু শ্রুতিমধ্যে একাহকাণ্ডে ফলসংযোগবিহীন একটি বিশ্বজিৎ বাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে বার্তিককার বলিতেছেন “একাহকাণ্ডপাঠিতো বিশ্বজিৎ ইহ উদাহরণম্”। অথবা ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ং “তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূৰ্ব্বোক্ত্যঃ ক্রোতি” এই যে শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে অশ্রুতফল পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক কৰ্ম্ম এস্থলে বিচার্য বিষয় হইতে পারে। যেহেতু তাহাতেও ফলশ্রুতি নাই বলিয়া তাহারও যে কিঞ্চিৎ ফল আছে, ইহা পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে প্রমাণিত হয়। ইতি ৫ম বিশ্বজিৎদিগের ফলবস্ত্বাধিকরণ।

তৎ সৰ্ব্বার্থমনাদেশাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “তৎ”—তাহা অর্থাৎ অশ্রুতফল সেই বিশ্বজিৎাদি কৰ্ম্ম, “সৰ্ব্বার্থম্”—সকল প্রকার ফলেরই জনক, “অনাদেশাৎ”—যেহেতু আদেশ অর্থাৎ বিশেষ ফলের নির্দেশ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অশ্রুতফল বিশ্বজিৎ প্রভৃতি কৰ্ম্মের যে যৎকিঞ্চিৎ ফল আছে, ইহা পূৰ্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয় এই যে, ইহা কি কাঙ্ক্ষিতব্যবৎ ফলের জনক অথবা ইহা একটি মাত্র ফলেরই হেতু। ইহাতে পূৰ্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তৎ সৰ্ব্বার্থম্”—যত কিছু কাম্য পদার্থ আছে, সমস্তই ঐ

৭৩৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৪র্থ অঃ

বিশ্বজিৎ প্রভৃতি অশ্রুতকল কৰ্মের ফল হইবে। কারণ, “অনাদেশাৎ”—এস্থলে কোনও বিশেষ ফলের নির্দেশ নাই বলিয়া ‘এইটিই ইহার ফল’ এই প্রকার অবধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং বিশ্বজিৎাদি সর্বকলার্থ। ইতি পূর্বপক্ষ।

একং বা চোদনৈকত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একং”—একটি পদার্থই উহার ফল হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “চোদনৈকত্বাৎ”—যেহেতু বিধি অর্থাৎ ফলরহিত বিহিত কৰ্ম্ম একটিমাত্রই হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ফল না থাকিলে বিধিবাক্যের আকাজকা পূর্ণ হয় না, এই কারণে ফলপদ অধ্যাহার করিতে হয়। আর একটি ফলের দ্বারাই যখন সেই আকাজকা পূরণ হয়, তখন লাঘব তর্ক অনুসারে একটি ফলই কল্পনীয়, কিন্তু অনেক ফলের অধ্যাহার করা উচিত নহে। এই জন্ত ত্রায়মালাকার বলিয়াছেন—

“একেন তন্নিরাকাজক্ষমতোহনেকং ন কল্প্যতে”।

অতএব বিশ্বজিৎ প্রভৃতি অশ্রুতকল কৰ্মের ফল একটিমাত্রই হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ বিশ্বজিৎাদির এককলত্বাধিকরণ।

স স্বর্গঃ স্মাৎ সর্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স স্বর্গঃ স্মাৎ”—(সেই যে একটি ফল) তাহা স্বর্গই হইবে, “সর্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ”—যে হেতু তাহা সকলের নিকট অবিশিষ্টভাবে অভিলষণীয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অশ্রুতকল কৰ্মের একটিমাত্রই ফল হইবে, ইহা পূর্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই যে একটি ফল তাহা কি?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—ইহার যখন নিয়ামক কোনও হেতু নাই, তখন ঐ সমস্ত কৰ্ম্মে যে বাহা অভিলাষ করিবে, তাহাই তাহার ফল হইবে, এইরূপই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে অনন্ত লোকের অনন্তপ্রকার অভিরুচি বলিয়া ঐ সমস্ত কৰ্মের ফলও অনন্তপ্রকারই হইবে। আর তাহা হইলে ঐগুলি সর্বার্থ—

সর্বফলপ্রদ হওয়ার গৌরবদোষই হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্বাধিকরণের পূর্বপক্ষই প্রবল হইয়া থাকে।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “স স্বর্গঃ শ্রাং”—লাঘব তর্ক অনুসারে অশ্রুতফল বিশ্বজিদাদির একটিমাত্রই ফল কল্পনীয়। আর সেই যে একটিমাত্র ফল, তাহা স্বর্গই হইবে। কারণ, “সর্বান্ প্রতি অবিশিষ্টাং”—স্বর্গ নিরতিশয় প্রীতিস্বরূপ বলিয়া তাহা সকলের নিকটেই সমানভাবে প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। যে হেতু, শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

“বল্ল দুঃখেন সংভিন্নং ন চ প্রস্তুতমন্তরম্।

অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্।”

অর্থাৎ বাহ্য দুঃখ-মিশ্রিত নহে এবং পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায় না, অথচ অভিলাষানুসারে উপস্থিত হয়, তাদৃশ যে সুখ তাহাই স্বর্গ নামে অভিহিত হয়। আর এতাদৃশ যে নিরতিশয় সুখ, তাহা মুক্তিকামী ছই একজন লোক ছাড়া সকলেই অবিশেষে প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই কারণে তাহাই বিশ্বজিৎ প্রভৃতি অশ্রুতফল কর্মের ফল হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রত্যয়াচ্চ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “প্রত্যয়াং চ”—ঐ প্রকার লৌকিক প্রত্যয় অর্থাৎ প্রসিদ্ধি বা বিশ্বাস আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এতাদৃশ স্থলে একমাত্র স্বর্গই যে ফল তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “প্রত্যয়াং চ”। লোকেরও এরূপ বিশ্বাস আছে যে, এতাদৃশ স্থলে স্বর্গ হইয়া থাকে। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোনও সং কর্ম করে, যাহার ফল জানা নাই, তথাপি তাহাতে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহার স্বর্গ হইবে। এই প্রকার লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বর্গই অশ্রুতফল কর্মের ফল বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। ইতি ৭ম বিশ্বজিদাদির স্বর্গফলকথাধিকরণ।

ক্রতোঁ ফলার্থবাদমঙ্গবৎ কাঞ্চাজিনিঃ ॥ ১৭ ॥ (পুঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “ক্রতোঁ”—ক্রতুতে (যে আর্থবাদিক ফলশ্রুতি তাহাকে), “ফলার্থবাদম্”—ফলবিষয়ক অর্থবাদ বলেন, “অঙ্গবৎ”—অঙ্গকর্মের ফলের শ্রায়, “কাঞ্চাজিনিঃ”—কাঞ্চাজিনি নামক আচার্য।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “প্রতিষ্ঠিত্তি হ বা ব এতা রাজী-
রূপযন্তি” অর্থাৎ “বাহারা এই সমস্ত রাজি অর্থাৎ এই রাজিসত্ত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ
অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি বাক্যে
রাজিসত্ত্ব প্রভৃতি যাগ এবং তাহার সহিত প্রতিষ্ঠাদি ফল উক্ত হইয়াছে, অথচ এস্থলে
কোনও বিধি দেখা যাইতেছে না। এই কারণে ঐ.রাজিসত্ত্বাদি স্থলে স্বর্গই কি
উহার ফল হইবে, অথবা স্ববাক্যগত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই উহার ফল হইবে, ইহাই
সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদীর মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—“ক্রতো ফলার্থবাদম্
কার্ণাজিনিঃ”—কার্ণাজিনি নামক আচার্য্য বলেন যে এতাদৃশ স্থলে যে, ফলশ্রুতি
তাহা অর্থবাদ। ইহার উদাহরণ “অঙ্গবৎ”—যেমন অঙ্গভূত জুহু প্রভৃতির ফলকে
অর্থবাদই বলা হয়, কারণ, তথায় কোনও বিধি বিভক্তি নাই; ইহা পূর্বে এই পাদে
প্রথমাদিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলেও সেইরূপ কোনও বিধি বিভক্তি
নাই বলিয়া ঐ ফলশ্রুতি অর্থবাদ। ইতি পূর্বপক্ষ।

ফলমাত্রেয়ো নির্দেশাদশ্রুতৌ হনুমানঃ শ্রাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গরার্থ। “ফলং”—ফল (বোধিত হয়), “আত্রেয়ঃ”—আত্রেয়-
নামক আচার্য্য বলেন, “নির্দেশাৎ”—যে হেতু নির্দেশ রহিয়াছে, “অশ্রুতৌ”—
বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হইলেও, “হি”—যে হেতু, “হনুমানঃ শ্রাৎ”—তাহার
হনুমান অর্থাৎ অধ্যাহার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজিসত্ত্বাদির ফল যে স্বর্গ হইবে, তাহা নহে এবং ঐ
অর্থবাদগত প্রতিষ্ঠাদি ফলও যে অবিকল্পিত তাহাও নহে। কারণ, যখন কর্ম
আছে তখন তাহার ফলও অবশ্যই আছে। আর সেই ফল অধ্যাহার করা অপেক্ষা
স্ববাক্যগত ফলই আদরণীয়। যদি বলা হয়, এস্থলে যখন বিধি নাই, তখন ফলশ্রুতি
অর্থবাদ হইবে, তাহা হইলে বলিব “অশ্রুতৌ হনুমানঃ শ্রাৎ”—বিধিবিভক্তি শ্রুত না
হইলেও তাহার হনুমান অর্থাৎ অধ্যাহার করিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অঙ্গেষু স্তুতিঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অঙ্গরার্থ। “অঙ্গেষু”—অঙ্গকর্ম বিষয়ে যে ফলশ্রুতি তাহা,
“স্তুতিঃ”—অর্থবাদ, “পরার্থত্বাৎ”—যে হেতু তাহার পরার্থতা আছে
অর্থাৎ যেহেতু অঙ্গ সকল প্রধানার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন “যন্ত্র পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকঃ শৃণোতি” ইত্যাদি বাক্যবোধিত ফলশ্রুতিক্বে যে এই পাদের প্রথম অধিকরণে অর্থবাদ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিরোধ হয়, যে হেতু এই নিয়মানুসারে তাহাও ফলবিধি হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন “অঙ্গেষু স্ততিঃ”—ঐ যে জুহু প্রভৃতির পর্ণময়ত্বাদি উহা অঙ্গের ধর্ম্ম। আর অঙ্গকর্ণের স্বতন্ত্র কোনও ফল হইতে পারে না। কারণ “পরার্থত্বাৎ”—প্রধান কর্ম্মকে সঙ্গ করাই—প্রধান কর্ম্মকে পূর্ণ করাই তাহার ফল। এই কারণে ঐ যে ফল উহা অর্থবাদ। পক্ষান্তরে রাক্ষসভাদি কাহারও অঙ্গ নহে—কিন্তু উহার স্বপ্রধান। এই কারণে উহাদের ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইতে পারে না, এবং তাহা অবিবক্ষিতও হইতে পারে না। এইজন্য এতাদৃশ স্থলে বিধিবিভক্তি না থাকিলেও তাহার অধ্যাহার করিতে হয়। অতএব অর্থবাদাধিকরণে স্থাপিত হইয়াছে যে, বিধি সম্বন্ধে যদি অর্থবাদ না থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থ্যাৎ অর্থবাদের অধ্যাহার করিতে হয়। কারণ, বিধেয় যাগাদি ক্রিয়া কষ্টসাধ্য বলিয়া সেই কষ্ট স্মরণ করিয়া পুরুষ তাহাতে সহসা প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। ইহার ফলে লিঙাদিবোধিত শাব্দভাবনার প্রবর্তকত্বরূপ বিশিষ্টকৃতি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। পরে অর্থবাদে যখন সেই কার্যের ফলের সুন্দরতা বোধিত হয়, তখন সেই লোভে সেই কার্য করিতে তদধিকারী পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কুণ্ঠিতা বিশিষ্টকৃতি অর্থবাদের দ্বারা উত্তরক অর্থ্যাৎ উত্তেজিত হইয়া থাকে। আর এই অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইল যে, অর্থবাদ সম্বন্ধে যদি বিধি না থাকে, তাহা হইলে বিধিবিভক্তির অধ্যাহার করিতে হইবে। অতএব রাক্ষসভাদি স্থলে অর্থবাদগত ফলই সাধ্য এবং তথায় বিধিবিভক্তি অধ্যাহার্য। ইতি চম রাক্ষসভ্রের আর্থবাদিক-ফলকত্বাধিকরণ।

কাম্যে কর্ম্মণি নিত্যঃ স্বর্গো যথা

যজ্ঞাঙ্গে ক্রত্বর্থঃ ॥ ২০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “কাম্যে কর্ম্মণি”—কাম্যকর্ম্মে, “স্বর্গে নিত্যঃ”—স্বর্গ নিত্য অর্থ্যাৎ স্বর্গই নিত্যফল অর্থ্যাৎ অব্যভিচারিত ফল, “যথা”—যেমন, “যজ্ঞাঙ্গে ক্রত্বর্থঃ”—যজ্ঞের অঙ্গের ক্রতুর উপকার নিত্যফল (আর অপর-গুলি অবাচ্যসিদ্ধ)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “সৌধ্যং চক্ৰং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চসকামঃ” ইত্যাদি যে সমস্ত বচন আছে, তাহাতে ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতিকে কাম্য অর্থাৎ ফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ এই যে, এস্থলে পূর্বোক্ত বিখ্যক্তিভায়ে অশ্রুত স্বর্গাদিই কি ফল হইবে অথবা শ্রুত ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতিও ফল হইবে? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “কাম্যে কৰ্ম্মণি নিত্যঃ স্বর্গো যথা যজ্ঞাদ্বে ক্রতুর্থঃ”—এস্থলে স্বর্গ এবং ব্রহ্মবর্চসাদি উভয়ই ফল হইবে। তবে গোদোহন পাত্রের দ্বারা যেমন ক্রতুপকরই প্রথম সম্পাদ্য বলিয়া তাহাই প্রধান প্রয়োজন আর পশু তাহার অবাচয়সিদ্ধ ফল, এস্থলেও সেইরূপ স্বর্গ সকলেরই অভীপ্সিত বলিয়া তাহাই ইহার নিত্য অর্থাৎ প্রধান ফল হইবে আর ব্রহ্মবর্চস প্রভৃতি তাহার প্রাসঙ্গিক ফল। ইতি পূর্বপক্ষ।

বীতে চ কারণে নিয়মাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। “বীতে কারণে”—কারণ অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বীত অর্থাৎ বিগত অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে, “নিয়মাৎ চ”—নিয়ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম সম্পন্ন কবিবার নিয়ম আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে শ্রুত ব্রহ্মবর্চসাদি ছাড়াও যে অশ্রুত স্বর্গ ফল বলিয়া কল্পিত হইবে, পূর্বপক্ষবাদী তাহার আরও হেতু দেখাইতেছেন—“বীতে চ কারণে নিয়মাৎ”। ফলের জন্মই কৰ্ম্ম করা হয়। সুতরাং ফলপ্রাপ্তি হইলেও যদি সেই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ। অথচ কার্যরী প্রভৃতি যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল দুষ্ট, অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেইগুলির ফল পাওয়া গেলেও সেই কৰ্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবার বিধি আছে। অর্থাৎ বৃষ্টির জন্ম কার্যরী বজ্র অনুষ্ঠেয়। আর যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞের ফলে বৃষ্টি হইতে থাকিলেও যে সেই বজ্র অসমাপ্ত অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিবে তাহা চলিবে না—কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিতেই হইবে। সুতরাং স্বর্গ যদি ফল না হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলের প্রাপ্তির পরেও যে সেই যজ্ঞের অবশ্য সমাপনীয়তাবিধি তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে স্বর্গই কৰ্ম্মের ফল আর ব্রহ্মবর্চসাদি তাহাতে অবাচয়সিদ্ধ।

কামো বা তৎসংযোগেন চোদ্যতে ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “কামঃ”—কাম অর্থাৎ কামপদসমভিব্যাহত অর্থই (ফল), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তৎসংযোগেন”—তাহার সহিত সম্বন্ধ সহকারে, “চোদ্যতে”—বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “কামো বা”—কামশব্দ সমভিব্যাহত যে ব্রহ্মবর্চস, পশু প্রভৃতি তাহাই এতাদৃশ স্থলে কৰ্ম্মের ফল। কারণ, “তৎসংযোগেন চোদ্যতে”—কামপদের বিশেষণীভূত সেই সেই অর্থের সাধনরূপেই সেই সেই কৰ্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে। আরও বিহিত কৰ্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষায় স্বর্গ ফলরূপে কল্পিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষবচনবোধিত ফলের দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া আর স্বর্গ ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অঙ্গে গুণত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। “অঙ্গে”—গোদোহনাদি অঙ্গে, “গুণত্বাৎ”—গুণত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ গুণরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া (তাহা উভয়ার্থ হইতে পারে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে গোদোহনাদির উভয়ার্থতার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন “অঙ্গে গুণত্বাৎ”। গোদোহনাদি স্থলে প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা কৃত্রিমকার এবং স্বতন্ত্র ফল বোধিত হইয়াছে বলিয়া তাহা উভয়ার্থ হইবে। কিন্তু তদনুসারে এতাদৃশ স্থলে স্বর্গ এবং ব্রহ্মবর্চসাদি উভয়ই ফল হইতে পারে না। যে হেতু এস্থলে কেবলমাত্র ব্রহ্মবর্চস এবং কৰ্ম্মের মধ্যেই সাধ্যসাধনতা বচনের দ্বারা বোধিত হইতেছে।

বীতে চ নিয়মস্তুদর্থম্ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। “বীতে”—বীত হইলে অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির ফলে ফলেচ্ছা বিগত হইলে, “চ”—আর, “নিয়মঃ”—কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিবার যে বিধি তাহা, “তদর্থম্”—শিষ্টাভির্গহণের জ্ঞাত।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্মের অনুষ্ঠায়মানত্ব দশাতেই কামপদসমভিব্যাহৃত ফল প্রাপ্ত হইলেও কর্ম সমাপ্ত করিবার বিধি আছে বলিয়া স্বর্গকেও সর্বকর্মের ফল বলিতে হয় এই প্রকার যে আপত্তি, তাহার পরিহারকল্পে বলিতেছেন “বীতে চ নিয়মস্তদর্থম্”। এতাদৃশ স্থলে স্বর্গলাভের জন্ত যে সমাপ্ত করা হয় তাহা নহে, কিন্তু প্রারদ্ধ কর্মের সমাপ্তি না করিলে শিষ্টজনগণ নিন্দা করেন এবং তাহাতে “প্রারদ্ধশ্রাসমাপ্তৌ তু চাণ্ডালত্বং স্বতাততঃ” এই বচনানুসারে প্রত্যবায়ও হইয়া থাকে। এই কারণে শিষ্টগণের বিগর্হণ এবং প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্তই আরদ্ধ কর্ম অবশ্য সমাপ্য। অতএব শ্রুতফল স্থলে অশ্রুত স্বর্গ ফলরূপে কল্পনীয় নহে। ইতি ৯ম স্ববাক্যশ্রুতফলযুক্ত কর্ম সকলের স্বর্গফলকত্বাভাবাধিকরণ।

সার্বকাম্যমঙ্গলকাটমৈঃ প্রকরণাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “সার্বকাম্যম্”—সর্বকামতা, “অঙ্গকাটমৈঃ”—অঙ্গ-কামনার দ্বারা, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “একমৈ বা অগ্না ইষ্টয়ঃ কামায় আহ্নয়ন্তে সর্বেভ্যো দশপূর্ণমাসৌ” অর্থাৎ “অপরায়ণর ইষ্টিগুলি এক একটি নির্দিষ্ট কামনার জন্তই আহৃত (অনুষ্ঠিত) হয় কিন্তু দশপূর্ণমাস সকল কামনার জন্তই হইয়া থাকে” এবং “একমৈ বা অগ্নে যজ্ঞকৃতবঃ কামায় আহ্নয়ন্তে সর্বেভ্যো জ্যোতিষ্টোমঃ” অর্থাৎ “অগ্নি যজ্ঞকৃত কেবলমাত্র এক একটি (বিশেষ) ফলের জন্তই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু জ্যোতিষ্টোম সর্ববিধ ফলের জন্ত।” এইগুলি কি ফলে বিধি অথবা অনুবাদ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে কোনও লিঙাদি বিধি নাই এবং ভাবনা-বাচক কোন আখ্যাতও নাই বলিয়া ইহা অনুবাদই হইবে। কারণ, সর্বকাম প্রাপ্তই হইতেছে বলিয়া পুনরায় তাহার সযত্নবিধান হইতে পারে না। যদি বলা হয় দশপূর্ণমাসের দ্বারা কেবলমাত্র স্বর্গই যখন কাম্যরূপে প্রাপ্ত কিন্তু অগ্ন কোনও ফল যখন প্রাপ্ত নহে, তখন সর্বকাম প্রাপ্ত কিরূপে ? তাহা হইলে বলিব “সার্বকাম্যম্ অঙ্গকাটমৈঃ প্রকরণাৎ”—এ স্থলে অঙ্গ এবং উপাস্থের যে সকল ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রকরণ অনুসারে সর্বকাম পদের অর্থ। যেমন সামিধেনী সকল দশপূর্ণমাসের অঙ্গ ; আর প্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মবর্চস তাহার ফল। এইরূপ দোহন সান্নাঘ্যের অঙ্গ ; আবার বৎসাপাকরণ সেই অঙ্গরূপ দোহনের অঙ্গ বলিয়া

তাহা উপাঙ্গ। আর সেই উপাঙ্গে যে পলাশশাখা আহরণ করিতে হয়, তাহার ফল হইতেছে পশুসম্ব। সুতরাং এই যে সকল অঙ্গ এবং উপাঙ্গের ফল ইহাই “সর্বভাঃ দর্শপূর্ণমাসো” এই বাক্যে অনূদিত হইয়াছে। অতএব ইহা অনুবাদ। ইতি পূর্বপক্ষ।

ফলোপদেশো বা প্রধানশব্দসংযোগাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ফলোপদেশঃ”—উহা ফলোপদেশ অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ-বোধক বিধি, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “প্রধানশব্দসংযোগাৎ”—যেহেতু এ স্থলে প্রধানবাগবাচকশব্দের যে সংযোগ অর্থাৎ ফলের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ফলোপদেশো বা”—এই যে “সর্বভাঃ দর্শপূর্ণমাসো” ইত্যাদি বাক্য ইহা ফলবিধি—ফলসংযোগবিধি। আর উৎপত্তিবাক্যে যে লিঙবোধিত বিধি এবং আখ্যাতা-ভিহিত ভাবনা আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই এস্থলে “সর্বভাঃ” এই পদের তাদর্থ্যবাচিনী চতুর্থী বিভক্তির দ্বারা কেবলমাত্র ফলসম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে। আর ইহার দ্বারা যে অঙ্গোপাঙ্গের ফলসম্বন্ধ বোধিত হইতেছে তাহা নহে; কারণ, “প্রধানশব্দসংযোগাৎ”—প্রধানকর্মবোধক যে দর্শপূর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোম তাহারই ফলসম্বন্ধ বোধিত হইতেছে। সুতরাং সকল প্রকার ফল বলিতে অঙ্গোপাঙ্গের ফলের দ্বারা সর্বপ্রকারতা বুঝাইবে না, কিন্তু সকল ফলগুলি প্রধান কর্মেরই হওয়া চাই। আর এই যে সকল প্রকারের ফল তাহাও বেদের মধ্যে যে সমস্ত ফল কাম শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। আর ইহাতে যে তত্ত্ব কর্মের আনর্থক্য হইবে তাহাও নহে, কারণ, কর্মের তারতম্য অনুসারে একই ফলেরও যে তারতম্য হয়, তাহা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের “ফলন্ত কর্মনিম্পত্তেঃ” ইত্যাদি ১৭শ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি ১০ম দর্শপূর্ণ-মাসাদির সর্বকামার্থতাদিকরণ।

তত্র সর্বৈব বিশেষাৎ ॥ ২৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “তত্র”—সেই স্থলে অর্থাৎ সেই একবার মাত্র অনু-ষ্ঠানেই, “সর্বৈব”—সকল কাম অর্থাৎ ফলই হয়, “বিশেষাৎ”—যে হেতু কোনও বিশেষ অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে সার্বকামিক দর্শপূর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোমের বিষয় পূর্বাধিকরণে উদাহৃত “সর্বভ্যো দর্শপূর্ণমাসো” এবং “সর্বভ্যো জ্যোতিষ্টোমঃ” এই ঋতিবাক্যে বোধিত হইয়াছে, উহাতে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, ঐ সর্বকামতা একবার মাত্র অনুষ্ঠানেই সিদ্ধ হইবে কি না অর্থাৎ একবার মাত্র দর্শপূর্ণ অথবা একবার মাত্র জ্যোতিষ্টোম করিলেই সকল প্রকার ফল পাওয়া যাইবে কি না ? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অত্র সর্বৈ”—একবার মাত্র প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিলেই সকল ফল পাওয়া যাইবে। কারণ, “অবিশেষাৎ”—একই দর্শপূর্ণমাস অথবা জ্যোতিষ্টোম অবিশেষে সকল কামনারই (ফলেরই) নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু হইতেছে। আর যাহা সকলেরই সাধারণ কারণ, তাহা বর্তমান থাকিতে নৈমিত্তিক কার্য সকলের পর্যায়ত অর্থাৎ ক্রমিকতা হইতে পারে না। যেমন বহি দাহ এবং প্রকাশের কারণ বলিয়া বহির দ্বারা যৎকালে দাহ হয়, তখন তাহা হইতে প্রকাশরূপ কার্য হয় না যে তাহা নহে। অতএব একবার অনুষ্ঠানেই অশেষবিধ ফল ফলিবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

যোগসিদ্ধির্বার্থস্তোৎপত্ত্যসংযোগিত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “যোগসিদ্ধিঃ”—পর্যায়সিদ্ধি অর্থাৎ পৃথক পৃথক প্রয়োগের দ্বারা ফলনিষ্পত্তি, (হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “অর্থস্ত উৎপত্ত্যসংযোগিত্বাৎ”—যেহেতু কামনারূপ অর্থের উৎপত্তিসংযোগ অর্থাৎ উৎপত্তিবিধায়ক সংযোগ অর্থাৎ বাক্য নহে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যোগসিদ্ধির্বা”—এতাদৃশ স্থলে পৃথক পৃথক যোগ অর্থাৎ প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দ্বারাই ফলের সিদ্ধি অর্থাৎ নিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কামনার জন্য পৃথক পৃথক করিয়া একই কর্মের বার বার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, “অর্থস্ত উৎপত্ত্যসংযোগিত্বাৎ”—এস্থলে ঋতিমধ্যে কামনারূপ অর্থই যে বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ “সর্বভ্যো দর্শপূর্ণমাসো” এবং “সর্বভ্যো জ্যোতিষ্টোমঃ” এই ঋতিবাক্যে জ্যোতিষ্টোমাদিকে নিমিত্ত করিয়া যে কামনাকলাপ বিহিত হইয়াছে তাহা নহে; যে হেতু, কামনা অনন্তের, অর্থাৎ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া বিহিত হইতে পারে না; কিন্তু পুরুষের যে স্বতঃপ্রাপ্ত কামনা তাহার উদ্দেশ্যই জ্যোতিষ্টোম বা দর্শপূর্ণমাস বিহিত হইয়াছে। আর এস্থলে কামনা সকল উদ্দেশ্য বলিয়া

এইহকল্পের আয় এস্থলেও তদগত সাহিত্য বিবক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এইজন্ত সাহিত্য বিবক্ষিত নহে বলিয়া কামনা সকলের একটি অপরের অপেক্ষিত না হওয়ায় তাহাদের যুগপৎ প্রাপ্তিও হয় না। সুতরাং যুগপৎ প্রাপ্তি নাই বলিয়া নিমিত্তের সাধারণতা থাকিলেও নৈমিত্তিকের উৎপত্তির প্রশংসাও হইতে পারে না। আরও বাদূশ কারণ বাদূশ নিরপেক্ষ কার্যের উৎপাদক, তাহা সেই নিরপেক্ষ একটি কার্যই যুগপৎ উৎপাদিত করিয়া থাকে। এই কারণে, যুগপিও নিখিল মৃন্ময় ঘটের সাধারণ কারণ হইলেও, একটি যুগপিও হইতে একটি ঘটই উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে একটিই উৎপন্ন হয়, কিন্তু একাধিক উৎপন্ন হয় না, যে হেতু তাহাতে তাহার সামর্থ্য নাই—একটি যুগপিও অনেক ঘট উৎপাদন করিতে অসমর্থ। এস্থলেও সেইরূপ কামনা সকল পরস্পর নিরপেক্ষ বলিয়া একবার অল্পঠানে একটি কামনাই সিদ্ধ হয়। এই কারণে বহির যে দাহকল্প এবং প্রকাশকল্পের যোগপত্ত দেখান হইয়াছে, তাহা এখানে প্রয়োজ্য নহে। যদি বলা হয়, ঘটাদি দৃষ্ট বলিয়া উহা ঐক্যপই হইবে, কিন্তু বেদবিহিতস্থলে বখাবচন অর্থ স্বীকার করিতে হইবে—বচন অল্পসারেই কর্মের সামর্থ্য কল্পনা করিতে হইবে। আর বচনে বখন একটি কর্ম হইতে সকল কামনার সিদ্ধি বোধিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আপত্তি করিলে তাহা ঐক্যের প্রামাণ্যের অল্পকুল হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব, বচন অল্পসারেই ত একটি কর্মের সর্বকলতা স্বীকৃত হইতেছে; কিন্তু একবার মাত্র অল্পঠানেই সর্ববিধ ফলের প্রাপ্তি ঘটে, ইহা স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হয় বলিয়া—ঐ বচনেই দোষ-প্রসঙ্গ হয় বলিয়াই ত কামনা সকলের সাহিত্য স্বীকার করা হইতেছে না। অতএব কামনা সকল উদ্দেশ্য বলিয়া এবং উদ্দেশ্যগত সাহিত্য স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হয় বলিয়া, এস্থলে যোগসিদ্ধিই স্বীকারণীয় অর্থাৎ দর্শপূর্ণ্যমাস কিংবা জ্যোতিষ্টোমরূপ একই কর্মের পৃথক্ পৃথক্ অল্পঠানে পৃথক্ পৃথক্ কামনা সিদ্ধ হইবে ইহাই স্বীকার্য। তবে যে স্থলে একই প্রয়োগে পৃথক্ পৃথক্ ফল সিদ্ধ হইবে বলিয়া বচনে নির্দিষ্ট আছে, তথায় তাহাই স্বীকার্য, যেহেতু “কিমিব বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনশ্রুতিভারঃ”। ইতি ১১শ যোগসিদ্ধ্যাধিকরণ (যোগসিদ্ধিতায়)।

এস্থলে এই অধিকরণের সূত্র দুইটিকে ভগবান্ ভাষ্যকার বর্ণকান্তের অজ্ঞ প্রকারে যোজনা করিয়াছেন। অশ্বমেধাদি কর্মের স্বর্গাদি ফল যে পারলৌকিক, ইহা সুনিশ্চিত এবং জ্ঞাতোক্তি, কার্যরী প্রভৃতি কর্মের ফল যে বৃষ্টি প্রভৃতি সেগুলি যে ঐহলৌকিক তাহাও অবধারিত। কিন্তু চিত্রা প্রভৃতি কর্মের ফল যে পশু প্রভৃতি, তাহা কি ইহজন্মেই প্রাপ্য অথবা পরজন্মেই লভ্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে

পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “তত্র সর্ব্বং”—সমস্ত ফলই “তত্র” অর্থাৎ পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মেই প্রাপ্তব্য ; কারণ, “অবিশেষাৎ”—স্বর্গের সহিত ইহারও অবিশেষ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ স্বর্গের পারলৌকিকত্বে যে যুক্তি, ইহাদেরও পরভবিকত্বে সেই যুক্তি বুলিতে হইবে। আর কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইলেই যে পরক্ষণেই পঞ্চাদি ফল পাওয়া যায়, তাহা নহে ; এই কারণে পরবর্ত্তাকালে পঞ্চাদি লাভ হইলেও তাহা যে তজ্জন্ম ইহা স্বীকার করা যায় না। যে হেতু, বাহা বজ্জন্ম, তাহা তাহার নিয়ত-পরবর্ত্তীই হইয়া থাকে ; যেমন কারীরীকৰ্ম্মজন্ম বৃষ্টাদি। অতএব চিত্তাদি কৰ্ম্মজন্ম যে পঞ্চাদি, তাহা পরজন্মেই লভ্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যোগসিদ্ধির্বা”—যোগসিদ্ধি অর্থাৎ ফলযোগ বা ফলপ্রাপ্তির সিদ্ধি ইহজন্মেও হইতে পারে। কারণ, “অর্থশ্চ উৎপত্ত্যযোগিত্বাৎ”—পঞ্চাদি ফল জন্মান্তরের প্রয়োজক নহে। অভিপ্রায় এই যে, স্বর্গভোগ ইহজন্মে সম্ভব নহে বলিয়া, এই মনুষ্যশরীর তাহার অযোগ্য বলিয়া, তত্ৰূপযোগী দিব্য শরীর স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহা নিয়মিতভাবে মরণের পরই হয়। কিন্তু চিত্তা প্রভৃতি বাগের ফল যে পঞ্চাদি, তাহার ভোগ ইহজন্মেও সম্ভব বলিয়া কেবলমাত্র পরজন্মেই যে তাহার ভোগ হইবে, এই প্রকার নিয়ম স্বীকার করা সম্ভব হয় না। যদি বলা হয়, ইহজন্মে যে পঞ্চাদিলাভ, বাগের সহিত তাহার আনন্তর্য্য নাই বলিয়া চিত্তাদি বাগ এবং পঞ্চাদি ফলের মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকিতে পারে না। তাহা হইলে বলিব, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্য লৌকিক কার্য্যকারণ ভাবস্থলে আনন্তর্য্য অবশ্য অপেক্ষিত বটে, কিন্তু বৈদিক স্থলে—অলৌকিক ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্থলে তাহা স্বীকার্য্য নহে, কিন্তু তথায় স্বথাবচন কার্য্যকারণভাব নিরূপণ করিতে হয়—কোনটি কার্য্য এবং কোনটি কারণ, কোনটি হেতু এবং কোনটি ফল তাহা শাস্ত্রবচন অনুসারেই নিশ্চয় করিতে হয়। সূত্রাসং চিত্তাদি বাগের অব্যবহিত পরক্ষণে পঞ্চাদি ফল প্রাপ্ত না হইলেও ইহাদের কার্য্যকারণভাবের কোনও হানি হয় না। চিত্তাদি বাগের প্রভাবে পঞ্চাদি ফললাভ হইবে সত্য, কিন্তু তাহার যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর করিবার জন্ম পুরুষপ্রবৃত্তি, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি আবশ্যক। যে হেতু, প্রতিবন্ধক থাকিলে সামগ্রীসমবধানোৎপত্তি হয় না, ইহা তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জন্ম জ্ঞানমালাকার বলিয়াছেন,

“পুংপ্রবৃত্ত্যাদিনাপেতে প্রতিবন্ধে ভবেৎ ফলম্”

অর্থাৎ পুরুষের প্রবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। আর প্রারম্ভ কৰ্ম্মের বলীয়স্বহেতু দূরদৃষ্টাধিক্যবশতঃ প্রতিবন্ধক

গুরুতর হওয়ায় যদি তাহা দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে পরজন্মেই পশ্বাদি ফলের প্রাপ্তি ঘটবে। অতএব চিত্রাদি যাগের কল যে পশ্বাদি, তাহা যে পরজন্মেই লব্ধ্য একরূপ নহে কিন্তু তাহা ঐহিকও হইতে পারে এবং আত্মমুখিকও হইতে পারে। ইতি ১১শ কাম্যকর্ণের ঐহিকাত্মমুখিকফলবত্বাধিকরণ।

সমবায়ো চোদনাসংযোগস্তার্থবত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অস্মক্ভ্যর্থ। “সমবায়ো”—অঙ্গাঙ্গিতাবরূপ সমবায়ো অর্থাৎ সম্বন্ধঃ। অথবা, “চোদনা”—বিধি হইবে, “সংযোগস্ত অর্থবত্বাৎ”—যেহেতু তাহা যদি হয় তবেই সংযোগের অর্থাৎ বাজপেয় প্রভৃতি সম্বন্ধের অর্থবত্তা অর্থাৎ সপ্রয়োজনতা থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অগ্নিঃ চিত্বা সৌত্রামণি যজ্ঞেত” অর্থাৎ “অগ্নিচয়ন করিয়া সৌত্রামণি যাগ করিবে” এবং “বাজপেয়েনেষ্ট। বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ বাজপেয় যাগ করিয়া বৃহস্পতিসব (সোমবাগ বিশেষ) করিবে—এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে কি ঋতিবাক্যে অগ্নিচয়ন ও সৌত্রামণি এবং বাজপেয় ও বৃহস্পতিসবের পৌরীপাধ্যাক্ষর কালসম্বন্ধ বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ অগ্নিচয়ন এবং বাজপেয়ের পরই সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব কর্তব্য, ইহাই বুঝাইতেছে, অথবা অঙ্গ বিজ্ঞাপিত করিতেছে ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—উদাহৃত বাক্যদ্বয়ে “যথাক্রমে “চিত্বা” এবং “ইষ্ট।” এই দুইটি ক্র। প্রত্যয়ান্ত পদ রহিয়াছে বলিয়া ঐ দুইটি বাক্য কালসম্বন্ধই বিধান করিতেছে; কারণ, পূর্বকালতাই ক্র। প্রত্যয়ের অর্থ। অতএব সৌত্রামণি ও বৃহস্পতিসব অঙ্গ নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“সমবায়ো চোদনা”—এস্থলে অঙ্গ সম্বন্ধ বিষয়েই বিধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। কারণ, “সংযোগস্ত অর্থবত্বাৎ”—এইরূপ হইলেই তবে বাজপেয় প্রভৃতির যে সংযোগ অর্থাৎ বিধি, তাহা সার্থক হয়, অন্যথা তাহার কোনও প্রয়োজন উল্লিখিত না থাকায় তাহা বিফল হইয়া পড়ে। যদি বলা হয় “বিশ্বজিৎ” দ্বারা স্বর্গই ফল হইবে, তাহা হইলে বলিব, যদিও প্রকরণান্তরে বৃহস্পতিসবনামে স্বতন্ত্র কৰ্ম আছে, তথাপি এস্থলে স্বতন্ত্রকৰ্মতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ফল কল্পনা করা যাইবে না। কারণ ‘ক্র।’ প্রত্যয় কেবলমাত্র পূর্বকালতা বুঝায় না কিন্তু “সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে” এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে ক্রিয়াদ্বয়ের

এককর্তৃকত্ববিশিষ্ট পূর্বকালতাই বুঝাইতেছে। আর অঙ্গাদিহ স্থলেই এই প্রকার দুইটি যাগক্রিয়ার এককর্তৃকত্ব সম্ভব হয়, যে হেতু অগ্রে একাদশ অধ্যায়ে অঙ্গ ও প্রধানের এককর্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হইবে। আরও জ্ঞা। প্রত্যয় যে পূর্বকালতাই সব সময়ে বুঝায় তাহা নহে, যে হেতু “মুখং ব্যাদায় স্বপিতি” (মুখব্যানান করিয়া বুঝাইতেছে) ইত্যাদি স্থলে উহা সমানকালীনতাও বুঝাইয়া থাকে। আরও এ স্থলে লক্ষণাবলে কাল বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু “বাজপেয়েন” ইত্যাদি তৃতীয়া ঋতির দ্বারা অঙ্গত্ব বোধিত হয়। সুতরাং কালসম্বন্ধ বিধান স্বীকার করিলে ঐ ঋতি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাপক্ষ স্বীকার করা হয়। কিন্তু ঋতি ও লক্ষণার মধ্যে ঋতিই প্রবল। আরও ইহাদের অঙ্গত্ব স্বীকার না করিলে ইহা যে বাজপেয় প্রভৃতির প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তাহাও বাধিত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে এস্থলে কালসম্বন্ধবিধান স্বীকার করা যায় না, কিন্তু এস্থলে যে অঙ্গত্বই বোধিত হইতেছে তাহাই স্বীকার্য। অতএব অগ্নিচয়ন এবং বাগের বাজপেয় অনুষ্ঠান বথাবিধি নিষ্পাদন করিলেই যে চরিতার্থ হওয়া যাইবে তাহা নহে কিন্তু তাহার পরে এই সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিস্বরূপ অপর একটি ক্রিয়াও কর্তব্য হইবে। ইহাই উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালশ্রুতৌ কাল ইতি চেৎ ॥ ৩০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “কালশ্রুতৌ”—কালবোধক শ্রুতি অর্থাৎ ত্বা প্রত্যয় আছে বলিয়া, “কালঃ”—ইহা কালসম্বন্ধ বিধি, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—এস্থলে কালবোধক “জ্ঞা।” প্রত্যয় আছে বলিয়া কালসম্বন্ধই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিচয়নের পরেই সৌত্রামণি কর্তব্য এবং বাজপেয়ের পরেই বৃহস্পতিসব অনুষ্ঠেয়, ইহাই শ্রুতির অর্থ। ইতি আশঙ্কা।

নাসমবায়্যাৎ প্রয়োজনেন শ্রাৎ ॥ ৩১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন শ্রাৎ”—না, উহা হইবে না, “প্রয়োজনেন অসমবায়্যাৎ”—যে হেতু তাহা হইলে কোনও প্রয়োজন অর্থাৎ ফল সিদ্ধ হয় না। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ঐ প্রকারে কালবিধি হইতে পারে না। কারণ, সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব স্বতঃ নিষ্ফল বলিয়া ঐ কৰ্ম্মগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর ফলকল্পনা না করিলে যদি উপপত্তি হয়, তাহা হইলে ফল কল্পনা স্বীকার করা উচিত হয় না। যে যেতু, প্রধানকে পূর্ণ করা ছাড়া অঙ্গের অগ্র কোনও ফল থাকিতে পারে না।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বৃহস্পতিসবনামক স্বতন্ত্রফলবিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র কৰ্ম্মই আছে। তাহার সম্বন্ধে এখানে কোনও বিচার হয় নাই। কিন্তু সেই বৃহস্পতিসবনামক বস্তুকে স্বতন্ত্র কৰ্ম্ম ধরিয়া মানসিহোত্রভাষ্যে তাহারই ধৰ্ম্মবিশিষ্ট অগ্র একটি বৃহস্পতিসবনামক কৰ্ম্মই “বাজপেয়েন ইষ্ট। বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত” এই ঋতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর এই অধিকরণে তাহারই বাজপেয়াদ্বয় প্রতিপাদিত হইল। ইতি ১২শ সৌত্রামণী প্রভৃতির চয়নাস্ততাদিকরণ।

উভয়ার্থমিতি চেৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উভয়ার্থম্”—(বৈমুধবাগ) উভয়ের জন্ত অর্থাৎ দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়েরই অঙ্গ, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীং বৈমুধমল্পনির্বপতি” অর্থাৎ পৌর্ণমাসী সম্পন্ন করিয়া পরে বৈমুধবাগ করিবে।” এই যে বৈমুধ নামক বাগের বিষয় বলা হইয়াছে, ইহা কি পৌর্ণমাসী বাগের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, অথবা এস্থলে কালসম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই সংশয়। যদি কালসম্বন্ধ উপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা প্রকরণবলে দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়েরই অঙ্গ হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“উভয়ার্থম্”—এই যে বৈমুধবাগরূপ কৰ্ম্ম, ইহা প্রযাজাদি বাগের আয় উভয়ার্থ। কারণ, প্রযাজাদির আয় ইহাও দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়েরই প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। অতএব ইহা প্রকরণবলে উভয়ঙ্গ। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন শব্দৈকত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ তাহা হইবে না, “শব্দৈকত্বাৎ”—যে হেতু শব্দের অর্থাৎ বিধিপ্রত্যয়ের একত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বৈমূখ্য বাগ দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়ের অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, “শব্দৈকত্বাৎ”—এস্থলে “সংস্থাপ্য পৌর্ণ-মাসীম্” ইত্যাদি বাক্য অনুসারে এবং এককর্তৃকত্ববাচী জ্ঞা। প্রত্যয় অনুসারে উহা পৌর্ণমাসীরই অঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে ইহাকে উভয়ার্থ বলিলে উভয়ের অঙ্গত্বসম্বন্ধ এবং পৌর্ণমাসীর পরবর্তিতা এই প্রকার দুইটি অর্থ বুঝাইতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রকরণাদিতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রকরণাৎ”—প্রকরণানুসারে (উভয়ার্থ হইবে), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন, প্রকরণ অনুসারে ইহাকে উভয়ার্থ অর্থাৎ দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়ের অঙ্গ বলা হইবে, তাহা হইলে আর বাক্যভেদ হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

নোৎপত্তিসংযোগাৎ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ পঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্তপ্রকার আশঙ্কা ঠিক নহে, “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—যে হেতু উৎপত্তিবাক্যে সংযোগ অর্থাৎ পূর্ণমাসের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। আশঙ্কা পরিহার।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বৈমূখ্যের যে উভয়ার্থতা তাহা প্রকরণবোধ্য হওয়ায় অনুমেয়। আর উহার যে পূর্ণমাসাঙ্গতা, তাহা “সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীম্” ইত্যাদি বৈমূখ্যবাগের উৎপত্তি বাক্য বোধিত বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রতিমূলক। এই কারণে অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষের বাধ হইতে পারে না বলিয়া বৈমূখ্যবাগ প্রকরণানুসারে উভয়ার্থ হইবে না, কিন্তু বাক্যানুসারে পূর্ণমাসেরই অঙ্গ হইবে। ইতি ১৩শ বৈমূখ্যাদির পৌর্ণমাস্তঙ্গ-তাধিকরণ।

অনুৎপত্তৌ কালঃ শ্রাৎ প্রয়োজনেন সম্বন্ধাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অনুৎপত্তৌ”—অনুৎপত্তিস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে কক্ষের উৎপত্তি বোধিত হয় না তথায়, “কালঃ শ্রাৎ”—কালসম্বন্ধই বিহিত

হইবে, “প্রয়োজনেন সম্বন্ধাৎ”—যেহেতু প্রয়োজনের সহিত অর্থাৎ প্রয়োজনান্তরের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তথায় অঙ্গত্বের বিধি হইতে পারে না। (সিদ্ধান্ত।)

ভাব্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে—
“আগ্নিমারুতাদুর্দ্ধমমুখ্যাজৈশ্চরন্তি” অর্থাৎ “আগ্নিমারুত নামক শব্দের (স্তোত্রবিশেষের) পাঠের পর অমুখ্যাজ করিবে”। পশুবাগে হোত্রকাণ্ডে পঠিত একাদশটি মন্ত্রের দ্বারা যে একাদশটি হোম করা হয়, তাহার নাম ‘অমুখ্যাজ’। উক্ত “আগ্নিমারুতাদুর্দ্ধম” ইত্যাদি বাক্যে সংশয় এই যে, উহা কি, অমুখ্যাজ হোম সকল যে আগ্নিমারুতশব্দের অঙ্গ ইহাই বুঝাইতেছে, অথবা উহার দ্বারা কালসম্বন্ধ বোধিত হইতেছে? ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলেও পূর্বোক্ত বৃহস্পতিসব এবং বৈশ্বদেববাগের দ্বারা অমুখ্যাজ হোম আগ্নিমারুত শব্দের অঙ্গই হইবে; কারণ, তাহা না বলিয়া কালসম্বন্ধবিধি বলিলে এস্থলে যে আগ্নিমারুতশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার স্বার্থ বোধিত না হওয়ার তাহার অত্যন্ত পারার্থ্য হইয়া পড়ে। কারণ, উহার অমুখ্যাজকালোপলক্ষণার্থতা স্বীকার করিতে হয়—উহাকে অমুখ্যাজের কালের উপলক্ষক বলিতে হয়। কিন্তু স্বার্থপরতা সম্ভব হইলে পরার্থপরতা স্বীকার করা উচিত নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অমুখ্যাজো কালঃ শ্রুতঃ প্রয়োজনেন সম্বন্ধাৎ”—এস্থলে স্বার্থপরতা স্বীকার করিলে আনর্থক্য হয় বলিয়া পারার্থ্য অর্থাৎ পরার্থপরতা স্বীকার করাই উচিত। কারণ, অপরাপর স্তোত্র এবং শব্দ যেমন সোমবাগের অঙ্গ, আগ্নিমারুত শব্দও যে সেইরূপ সোমবাগের অঙ্গ, তাহা এই বচনের প্রবৃত্তির পূর্বেই অঙ্গবচনের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। আবার সবনীয়পশু অগ্নী-ষোমীয় পশুর বিকৃতি বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে অগ্নিষোমীয় পশুর ধর্ম অতিদৃষ্ট (অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত) হয় বলিয়া অমুখ্যাজ হোম সকলও এস্থলে অতিদেশ-বিধিবলে পশুবাগের অঙ্গ বলিয়া প্রাপ্ত। এই কারণে এস্থলে “অমুখ্যাজো”—আগ্নিমারুতশব্দ বচনান্তরের দ্বারা সোমবাগে বিনিযুক্ত হওয়ার এস্থলে আগ্নিমারুত বাক্য কর্মোৎপত্তিবোধক নহে বলিয়া এবং “প্রয়োজনেন সম্বন্ধাৎ”—অমুখ্যাজসকল প্রয়োজনান্তর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া অর্থাৎ পশুবাগরূপ প্রয়োজনে বিনিযুক্ত বলিয়া আগ্নিমারুতশব্দের সহিত উহাদের অঙ্গত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া, “কালঃ শ্রুতঃ”—এস্থলে কালসম্বন্ধই বিহিত হইয়াছে। অতএব বৃহস্পতিসব অথবা বৈশ্বদেববাগের দৃষ্টান্তে আগ্নিমারুতশব্দ এবং অমুখ্যাজ সকলের মধ্যে অঙ্গাদিভ্য হইতে পারে না। কারণ, অঙ্গসকলের মধ্যে যে পুনরায় পরস্পর অঙ্গাদিতা হইতে পারে না, তাহা

“ঊণানাঞ্চ পরার্থত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আনন্তর্য্য প্রাপ্ত না হওয়ায় এতাদৃশ স্থলে আনন্তর্য্য অর্থাৎ কালসম্বন্ধই বিহিত হইয়াছে। “প্রকৃত্য পরিধীন হারিবোজনং জুহোতি” ইত্যাদি স্থলেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি ১৪শ অনুযাজাদির আগ্নিমারুতোর্দ্ধিকালতাদিকরণ।

উৎপত্তিকালবিষয়ে কালঃ শ্রাদ্ বাক্যস্ত

তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “উৎপত্তিকালবিষয়ে”—উৎপত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-
স্তরের উৎপত্তি বিধি কি কালসম্বন্ধবিধি এইরূপ বিষয় অর্থাৎ সংশয়
স্থলে, “কালঃ শ্রাদ্”—কাল সম্বন্ধ বিধিই হইবে, “বাক্যস্ত তৎপ্রধানত্বাৎ”—
যেহেতু তাদৃশ স্থলে বাক্যটি অর্থাৎ ‘দশপূর্ণমাসাত্ম্য ইষ্টা’ এই বাক্যটি
কালপ্রধান হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে—
“দশপূর্ণমাসাত্ম্যমিষ্টা সোমেন বজ্জেত” অর্থাৎ “দশপূর্ণমাস যাগ করিয়া সোমযাগ
করিবে”। এই বাক্যটিতে কি অঙ্গত্ব বিহিত হইয়াছে, অথবা ইহা কালের বিধায়ক
ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে পরার্থতা পরিহার করিতে
হইলে উভয়ের অঙ্গাঙ্গিতাই স্বীকার করা উচিত। আর পূর্বাধিকরণোক্ত আগ্নি-
মারুতশস্ত্র এবং অনুবাজ উভয়েই অগ্নাদ হওয়ায় পরার্থ বলিয়া তাহাদের আর
পরস্পর অঙ্গাঙ্গিত্ব হইতে পারে না বটে, কিন্তু জ্যোতিষ্টোম এবং দশপূর্ণমাস অপর
কাহারও অঙ্গ নহে বলিয়া, কারণ, ইহারা স্ব স্ব প্রধান, ইহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিতা
স্বীকার করিতে কোনই বাধা হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“উৎপত্তিকালবিষয়ে কালঃ শ্রাদ্”—এতাদৃশ
স্থলে—ইহা কি অঙ্গের উৎপত্তিবিধি অথবা কালসম্বন্ধবিধি, এই প্রকার সংশয়
স্থলে কালসম্বন্ধই বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, “বাক্যস্ত তৎপ্রধানত্বাৎ”—
এস্থলে জ্ঞাপ্রত্যয়ান্তপদযুক্ত বাক্যটি প্রধানতঃ কালকেই বুঝাইতেছে। যে হেতু
সোম স্বতন্ত্র ফলযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া উহা কাহারও অঙ্গ হইতে পারে না। এই জ্ঞা
ত্বায়মালাকার বলিয়াছেন—

“স্বতন্ত্র ফলবৎশ্চেন ন যুক্তাঙ্গাঙ্গিতা তয়োঃ”

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৫৩

অর্থাৎ এস্থলে সোমের স্বতন্ত্র ফলবত্তা আছে বলিয়া সোম ও দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গা-
ঙ্গিতা হইতে পারে না। আর বৃহস্পতিসবের দ্বারা যে সোমের ধর্ম্মবিশিষ্ট অঙ্গ একটি
কর্ম্ম অঙ্গরূপে বিহিত হইবে তাহাও হইতে পারে না। কারণ, বৃহস্পতিসব যেমন
কর্ম্মনামধেয়, সোম সে রকম নামধেয় নহে বলিয়া উহার ধর্ম্মাতিদেশকতা থাকিতে
পারে না। সুতরাং অঙ্গাঙ্গিতাব সম্ভব হয় না বলিয়া এস্থলে স্তব্ধ। প্রত্যয়ের দ্বারা
কেবল সমানকর্তৃকতা এবং পৌর্বাপর্য্যমাত্র বুঝাইবে। অতএব দর্শপূর্ণমাসের দ্বারা
তৎপরবর্ত্তী কালই বুঝাইবে। যিনি সোমবাগ করিবেন, তাঁহাকে প্রথমে দর্শপূর্ণমাস
করিয়া পরে সোমবাগ করিতে হইবে, ইহাই “দর্শপূর্ণমাসাত্মমিষ্ট”। সোমেন যজ্ঞেত”
এই বচনটির অর্থ। ইতি ১৫শ জ্যোতিষ্টোমের দর্শপূর্ণমাসান্তরকালত্বাদিকরণ।

ফলসংযোগস্বচোদিতো ন শ্রাদ্দেশেষভূতত্বাৎ ॥৩৮॥ (সিঃ)

অঙ্গরার্থ। “ফলসংযোগঃ”—ফলসংযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মজন্ত ফল-
প্রাপ্তি, “অচোদিতো”—শাস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ ফলবোধক যে বাক্যশেষ
তদ্বারা অনববোধিত ব্যক্তির, “ন শ্রাৎ”—হইবে না, “অশেষভূতত্বাৎ”—যে
হেতু তাহা অর্থাৎ সেই ফল তাহার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার শেষভূত অর্থাৎ অঙ্গ
(বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত) হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে কাম্যোষ্টি কাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে,
“বৈধানরঃ দ্বাদশকপালং নির্কপেং পুজ্ঞে জাতে” অর্থাৎ পুজ্ঞ জন্মিলে বৈধানর দেব-
তার উদ্দেশে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ নির্কপ করিবে। এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া
সর্ব্বশেষে ঋতি বলিতেছেন, “বস্মিগ্নাতে এতামিষ্টিং নির্কপতি পূত এব স তেজস্বান্নাদ
ইন্দিয়াবী পশুমান্ ভবতি” অর্থাৎ “যে শিশু জন্মাইলে এই ইষ্টি সম্পাদন করা হয়,
সে পবিত্রীকৃত হইয়া তেজস্বী, অন্নাদ, ইন্দিয়াবী এবং পশুমান্ হইয়া থাকে”।
এস্থলে বাক্যশেষানুসারে বৈধানরেষ্টির ফল যে পূতত্বাদি, তাহা কি পিচুলভ্য
অথবা পুজ্ঞগামী ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বেগন্ধবাদী বলেন যে, পিতাই যখন
বাগের কর্ত্তা, আর বাগকর্ত্তা এবং তৎফলভোক্তার সামান্যিকরণ্য যখন অবস্থা
অপেক্ষিত, বিশেষ : “অগ্নীনাধীত” এই বাক্যে “আদধীত” এই পদে আত্মনে-
পদ থাকায় যখন সেই অগ্নিসাধ্য কর্ম্মের ফলের কর্ত্তৃগামিতাই বিজ্ঞাপিত হয়, তখন
বৈধানরেষ্টির ফল যে পূতত্বাদি তাহা কর্ম্মকর্ত্তা পিতারই প্রাপ্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “কলসংযোগস্ত অচোদিতো ন ত্যাং”—পিতা কর্মকর্তা হইলেও বাক্যশেষে অর্থাৎ “যশ্বিন্ জাতে” ইত্যাদি বাক্যশেষে তাহার ফলভাগিতা বর্ণিত না হইয়া জাত বালকেরই কলপ্রাপ্তি বোধিত হইয়াছে। এ কারণে এস্থলে ফল পিতৃলভ্য না হইয়া পুত্রগামীই হইবে। কারণ, “অশেষভূতত্বাং”—কল পিতার শেষভূত অর্থাৎ প্রাপ্য বলিয়া শাস্ত্রে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। আর ফলভোক্তৃত্ব থাকিলেই যে আত্মনেপদ হয়, তাহা নহে; কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে স্থলে কর্ম করা হয়, তথায় কলটি কর্তার বিনা স্বার্থে অন্তভোগ্যরূপে অভি-
 প্রেত বলিয়া ‘কর্ত্তাভিপ্রেতত্ব’ থাকায় আত্মনেপদ বিরুদ্ধ নহে। আর যে, কর্মকর্তা ও ফলভোক্তার সামান্যধিকরণ্য আবশ্যক, ইহা সাধারণ নিয়ম বটে কিন্তু শাস্ত্রে যেখানে স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ আছে, সেখানে পর্য্যল্পযোগের কোন কারণ থাকিতে পারে না। এইজন্ত অত্রত্য টীকায় পূজ্যপাদ বার্তিককার বলিয়াছেন, “অতো বচনসামর্থ্যাৎ পুত্রশ্চেব” অর্থাৎ বচনের সামর্থ্য অল্পসারে ফল পুত্রগামী হইবে। আর এখানে কর্মকর্তা পিতার কলপ্রাপ্তি নাই যে তাহাও নহে, যে হেতু, পুত্রের পূত্বদ্বাদি পিতার ঈপ্সিত বলিয়া তাহাতে তাহার অবশ্যই প্রীতি হইয়া থাকে। আর সেই কারণেই স্বফলজ্ঞানে সেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

অঙ্গানাং তুপঘাতসংযোগো নিমিত্তার্থঃ ॥৩৯॥

অঙ্গন্যর্থ। “উপঘাতসংযোগঃ”—উপঘাতসংযোগ অর্থাৎ ব্যাঘাতসম্বন্ধ, “তু”—আশঙ্কানিবারণার্থক, “অঙ্গানাং নিমিত্তার্থঃ”—অঙ্গ অর্থাৎ ফলের অঙ্গভূত যে প্রধান কর্ম, তাহারই নিমিত্তার্থক অর্থাৎ পূর্ণতাসাধনের জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, “যত্তোং কপালং নশ্চেৎ একো মাসঃ সম্বৎসরস্ত নশ্চেৎ” ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, দ্বাদশ কপাল বৈশ্বানরেষ্টির এক বা একাধিক কপালের অপচারে বজ্র-
 মানের অর্থাৎ কর্মকর্তার অনিষ্ট ঘটে। সুতরাং ঐ কর্মের ফল যদি তাহার প্রাপ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অঙ্গবৈগুণ্যে কেন সে অনিষ্ট পাইবে! আর সেই বৈগুণ্যের সমাধান করিলে বজ্রমানেরই শ্রেয়ঃ হয় বলা হইয়াছে। ইহাও সঙ্গত হয় না যদি সে প্রধান কর্মের ফলভোক্তা না হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “উপঘাতসংযোগঃ অঙ্গানাং নিমিত্তার্থঃ”—প্রধান কর্মকে পূর্ণ করিবার

জ্ঞাই এ স্থলে ঐ প্রকার নিন্দার্থবাদ। অঙ্গ বলিতে এখানে ফলের অঙ্গ অর্থাৎ প্রধান কর্ম। যদি পুরোডাশ পাক করিবার কালে কপাল ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে মুখ্য যে জাতেষ্টি কর্ম তাহার ভ্রুটি হইয়া পড়িবে। আর পুত্র-গত পুত্ৰাদিহি যখন ইহার ফল, তখন কর্তা যদি আলস্যবশতঃ, তাহার পূর্ণতা সাধনের জ্ঞাত অপর যে কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা না করেন, এ কারণে এ স্থলে, তাহাতে কর্তার সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে, এই প্রকার নিন্দার্থবাদ কীর্তন করা হইয়াছে। আর “ন হি নিন্দা” জ্ঞায়ে এস্থলে নিন্দা নিন্দ্যমানের অনিষ্টপ্রদ বৃদ্ধাইতেছে না। সুতরাং ইহাও প্রধান কর্মের পরিপূর্ণতার হেতু বুঝিতে হইবে। ইতি ১৬শ বৈখানরেষ্টির পুত্রগতপুত্ৰাদিকলপ্রযুক্তাধিকরণ (জাতেষ্টি জ্ঞায়)।

অথবা,—ঐ যে বৈখানরেষ্টির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা কি পুত্রজন্মের অনন্তরই কর্তব্য অথবা জাতকর্মাদির পর অল্পুঠের ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—পুত্রজন্মই যখন ইষ্টির নিমিত্ত, আর নিমিত্ত থাকিতে নৈমিত্তিকের কালবিলম্ব যখন যুক্তিযুক্ত নহে, তখন পুত্রজন্মের পরক্ষণেই উহা করণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “উপবাস্তসংযোগঃ অঙ্গানাং নিমিত্তার্থঃ” অর্থাৎ পুত্রজন্মরূপ যে উপবাস্ত তাহার সমবধান পুত্ৰাদিকলের অঙ্গ অর্থাৎ তদ্বৎক্ষেপে বিধায়নান যে বৈখানরেষ্টি তাহার নিমিত্ত। আর পুত্রজন্মের অব্যবহিত পরে অথবা বিলম্বেও সেই নিমিত্তটি বর্তমান থাকে। অতএব অব্যবহিত পরক্ষণে তাহার অল্পুঠান করিতে গেলে তাহাতে বহু বিলম্ব হয় বলিয়া জাতকর্মের অত্যধিক বিলম্ব ঘটবে। কারণ, তাহার পরেই জাতকর্ম করিতে হইবে। আর জাতকর্মের বিলম্ব হইলে পুত্রের স্তনপ্রাশনের বিলম্ব অনিবার্য; যে হেতু, জাতকর্ম হইলে তবেই স্তনপ্রাশনের বিধি। আর তাহা হইলে এতাবৎ বিলম্বে নবজাত শিশুর ক্ষুধাজনিত বিপত্তি অনিবার্য। এই কারণে পুত্রজন্মের অব্যবহিত পরক্ষণে বৈখানরেষ্টি কর্তব্য নহে, কিন্তু তাহা জাতকর্মের পরে অল্পুঠের। আর জাতকর্ম অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহাতে শিশুর বিপত্তির সম্ভাবনা নাই। ইতি বর্ণকাস্তরে বৈখানরেষ্টির জাতকর্মোত্তরকালত্যাধিকরণ।

ঐ যে বৈখানরেষ্টি উহা কি জাতকর্মের অব্যবহিত পরেই কর্তব্য অথবা অর্শোচাস্ত্রে অল্পুঠের—পুনরায় এইরূপ সংশয় হয়। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, কালবিলম্বের যখন কোনও কারণ নাই, তখন জাতকর্মের পরক্ষণেই ইষ্টি কর্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ইষ্টি স্বকালেই কর্তব্য। আর “ব ইষ্ট্যা পশুনা সোমেন বা যজ্ঞেত স পৌর্ণমাস্ত্রামমাবাস্ত্রায় বা যজ্ঞেত” অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইষ্টিয়াগ পশুয়াগ অথবা সোময়াগ করিতে ইচ্ছুক সে অমাবস্ত্রায় অথবা পূর্ণিমায় যাগ করিবে।

এই ঋতিবচন অনুসারে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা ইষ্টির কাল। আরও অশৌচ-মধ্যে যে কোন কৰ্ম নিষিদ্ধ। তবে বিপত্তি হইতে পারে বলিয়া জাতকরাদি স্থলে “কর্তৃ স্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ” ইত্যাদি বিশেষবচনবলে কর্তার তাৎকালিকী শুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং নিমিত্ত বিত্তমান থাকিলেও মুখ্যসম্মিধির বাধ বধন অবশু-জ্ঞাতব্য, তখন শাস্ত্রান্তরের অনুবোধে অশৌচাপগমে পূর্ণিমা দি স্বকালেই ঐ বৈধানরেষ্টি সম্পাদনীয়। ইতি বর্ণকান্তরে বৈধানরেষ্টির অশৌচাপগমোত্তরকালতাত্ত্বিকরণ।

প্রধানেনাভিসংযোগাদঙ্গানাং মুখ্যকালত্বম্ ॥ ৪০ ॥ (পূঃ)

অঙ্গসংজ্ঞার্থ। “প্রধানেন অভিসংযোগাৎ”—প্রধানের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, “অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বম্”—অঙ্গ সকলের মুখ্যকালত্ব অর্থাৎ প্রধানসমকালীনত্বই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “অগ্নিঃ চিহ্না সৌত্রা-মণ্যা যজ্ঞেত,” “বাজপেয়েন ইষ্টা। বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি। এই যে সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব ইহার যে অগ্নিচয়ন এবং বাজপেয়ের অঙ্গ, তাহা এই পাদের দ্বাদশ অধিকরণে ২৯-৩১ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। চয়ন ও বাজপেয়ের অঙ্গভূত এই সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব নামক কৰ্ম দুইটি কি প্রধান বাগ যে চয়ন ও বৃহস্পতিসব তাহাদের সমকালে অনুষ্ঠেয়, অথবা ঐগুলি স্বকালে অর্থাৎ ইহাদের যে কাল উপদেশ এবং অতিদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই করণীয়?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বম্”—এই যে সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব নামক কৰ্ম, ইহার মুখ্যকালেই অর্থাৎ উহাদের অঙ্গী যে প্রধান কৰ্ম চয়ন এবং বাজপেয়, তাহা যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়েই অনুষ্ঠেয়। কারণ, “প্রধানেন অভিসংযোগাৎ”—মুখ্য কৰ্মের সহিতই অঙ্গকৰ্মের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া অপরাপর অঙ্গকৰ্ম যেমন প্রধান কৰ্মের কালেই অনুষ্ঠিত হয়, ইহারাও সেইভাবে মুখ্যকালেই সম্পাদিত হইবে। আর অঙ্গ সকলের যে প্রধান কালেই কর্তব্যতা, তাহা অগ্রে একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইবে। আর এইপক্ষ স্বীকার করিলে ‘জ্ঞা’ প্রত্যয়ের যে আনন্তর্য্যার্থকতা তাহারও মর্যাদা রক্ষিত হয়। যেহেতু, “অগ্নিঃ চিহ্না” এবং “বাজপেয়েন ইষ্টা” এস্থলে ‘জ্ঞা’ প্রত্যয়ই রহিয়াছে।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৫৭

অপরন্তে তু চোদনা তৎসামান্যং স্বকালে শ্রাৎ ॥৪১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপরন্তে”—সমাপ্ত হইলে, “তু”—পূর্বপক্ষ-ব্যাবর্তক, “চোদনা”—(বাগান্তরের) বিধি, “তৎসামান্যং”—তাহার অর্থাৎ সেই বৃহস্পতিসবের সামান্য অর্থাৎ প্রকৃতিভূত যে জ্যোতিষ্টোম তাহার কালের সহিত কালের সাদৃশ্য আছে বলিয়া, “স্বকালে শ্রাৎ”—উহা স্বকালে হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসব অঙ্গ হইলেও “স্বকালে শ্রাৎ, তৎসামান্যং”—উপদেশ এবং অভিদেশ বিধির দ্বারা তাহাদের যে কাল অবধারিত হয়, তৎকালেই তাহাদের অনুষ্ঠান হইবে। কারণ, “অপরন্তে তু চোদনা”—উক্ত দুইটি বচনে স্ত্রী প্রত্যয় থাকায় এইরূপ অর্থই অবধারিত হয়। যেহেতু, যে স্থলে অঙ্গ সকল অঙ্গীর সমান কালে অনুষ্ঠেয়, তথায় এভাবে কালিক পৌরুষার্থ্য উপদিষ্ট হয় না। সুতরাং অজ্ঞাত স্থলে অঙ্গীর সমান কালে অঙ্গের অনুষ্ঠান কর্তব্য হইলেও এতাদৃশ স্থলে বিশেষ বচনানুসারে তাহা ভিন্ন কালেই সম্পাদনীয়। আর অঙ্গী হইতে ভিন্ন কালেই যদি তাহা অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে সেই বাগগুলির প্রকৃতিভূত বাগের যে কাল, তাহাতেই তাহাদের অনুষ্ঠান কর্তব্য। আর সৌত্রামণি ইষ্টপ্রকৃতিক বলিয়া ইষ্টির কাল যে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্তা—তাহাতেই তাহা অনুষ্ঠেয়। এইরূপ জ্যোতিষ্টোম বৃহস্পতিসবের প্রকৃতি বলিয়া এবং বসন্তকালে জ্যোতিষ্টোম করণীয় বলিয়া বসন্তকালেই বৃহস্পতিসব অনুষ্ঠেয়। সুতরাং চয়ন এবং বাজপেয়ের স্বকাল যে শরৎকাল, সেই সময় তাহা নিবৃত্ত হইলে তাহাতে তাহার সমুদায়পূর্ব নিষ্পন্ন হয়, আর সৌত্রামণি এবং বৃহস্পতিসবরূপ উহাদের অঙ্গ কল্পটি স্বকালে সম্পাদিত হইলে, তখন তাহাদের পরমাপূর্ব জন্মে। অতএব বাজপেয়ের পরে তিনটি ঋতু ব্যবধান থাকিলেও, বসন্তকালেই তদঙ্গভূত বৃহস্পতিসব অনুষ্ঠেয়। আর আনন্তর্য্য স্ত্রী প্রত্যয়ের অর্থ নহে, কিন্তু পূর্বকালতাই উহার অর্থ। এতদ্ব্যতীত ঋতুর্থেরও ব্যাকোপ হয় না। ইতি ১৭শ সৌত্রামণি প্রভৃতির স্বকালকর্তব্যতাধিকরণ।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ চতুর্থোধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

প্রকরণশব্দসামান্যচোদনানামনঙ্গত্বম্ ॥১॥ (পূঃ)

অঙ্গব্যর্থ। “প্রকরণশব্দসামান্যঃ”—প্রকরণশব্দ অর্থাৎ প্রকরণে
শ্রয়মাণ (উপদিষ্ট) যে রাজস্বয়শব্দ তাহার সামান্য অর্থাৎ সাধারণতা
আছে বলিয়া, “চোদনানাম্”—উপদিষ্টমান কর্ম সকলের, “অনঙ্গত্বম্”—
অঙ্গতা নাই অর্থাৎ সেইগুলি অঙ্গ নহে কিন্তু সবগুলিই সমভাবে প্রধান।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপাদে ফলপ্রযুক্তি বিচারিত হইয়াছে। এই
চতুর্থপাদে তাহার অপবাদ অর্থাৎ ব্যতিক্রম বা অন্ত্যভাব প্রধানতঃ বিচারিত
হইবে। ঋতিমধ্যে রাজস্বয় প্রকরণে “অনুমতৌ পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপতি,”
“নৈঋতমেকপালং,” “আদিত্যং চক্ৰং,” “অগ্নাবৈষ্যবমেকাদশকপালম্” ইত্যাদি
বাক্যে বহু ইষ্টি বাগ এবং “আদিত্যং মল্হাম্ আলভেত,” “মারুতীং পৃশ্নিঃ,”
“প্রতৌহীম্ অধিভ্যাং” ইত্যাদি বচনে বহু পশুবাগ এবং অভিষেকনীয়, দশপেয়
প্রভৃতি বহু সোমবাগও উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দর্কিহোম প্রভৃতি বহু হোমও
বিহিত হইয়াছে। এইরূপ “প্রতৌহীং দীব্যতি,” “অন্ধৈর্দীব্যতি” “রাজস্ব জিনাতি,”
“শৌনঃশেকমাখ্যাপয়তি” ইত্যাদি বচনে উক্ত চতুর্বিধ বাগাতিরিক্ত বিদেবন, শৌনঃ-
শেখাখ্যান প্রভৃতি বহু অপরাপর কর্মও উপদিষ্ট হইয়াছে, যেগুলি অবাগ—বাগ
নহে। এই সমস্ত ব্যব্রাদেবতাবিশিষ্ট কর্মের সমীপে ঋতি বলিতেছেন, “রাজা রাজস্বয়েন
স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বারাজ্যকামী ক্ষত্রিয় রাজস্বয় বজ্র করিবে। এস্থলে এই-
রূপ সংশয় হয়, এই যে ‘অনুমতি’ প্রভৃতি বাগ এবং ‘বিদেবন’ প্রভৃতি অবাগ এই উভয়
প্রকার কর্মই কি মুখ্য অর্থাৎ সমভাবে প্রধান, সুতরাং রাজস্বয়শব্দের বাচ্য অথবা
উহাদের মধ্যে বাগগুলিই প্রধান হওয়ার ঐগুলিই রাজস্বয় শব্দের অভিধেয় আর
অবাগগুলি অপ্রধান সুতরাং রাজস্বয় শব্দের বাচ্য নহে। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী
বলিতেছেন, “চোদনানাম্ অনঙ্গত্বম্”—ঐ যে সমস্ত বাগ এবং অবাগাত্মক বিবী-
র্যমান কর্মকলাপ উহাদের সবগুলিই সমভাবে প্রধান, উহাদের মধ্যে কেহই
অপ্রধান নহে। কারণ, “প্রকরণশব্দসামান্যঃ”—রাজস্বয় এই শব্দটি বাগাত্মক

উভয় প্রকার কর্মেরই প্রকরণে যখন পঠিত হইয়াছে, তখন উহা উক্ত সকল কর্মগুলির সাধারণ বাচক। সুতরাং রাজস্বয় বলিতে উক্ত সকল কর্মগুলিই অভিহিত হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বাঙ্গমনিজ্যাঃ স্যাস্তুতো বিশিষ্টত্বাৎ ॥২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তিবোধক, “অনিজ্যাঃ”—যেগুলি ইজ্যা অর্থাৎ যাগ নহে সেইগুলি, “অঙ্গং স্যাঃ”—অঙ্গ হইবে, “ততো বিশিষ্টত্বাৎ”—যেহেতু তাহা হইতে অর্থাৎ ক্রিয়া হইতে ইহার বিশিষ্টতা অর্থাৎ বিশেষত্ব রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অনিজ্যাঃ অঙ্গং স্যাঃ”—এ সকল অবাগায়ক কর্মগুলি অঙ্গ হইবে। কারণ, “ততো বিশিষ্টত্বাৎ”—সেই যাগ ক্রিয়া হইতে উহাদের বিশেষত্ব রহিয়াছে। যেহেতু “রাজা স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত” এই বিধিবাক্যে “যজ্ঞেত” এই পদের আখ্যাতবাচ্য যে ভাবনা, তাহাতে সমানপদোপান্ত যাগই করণ। আর রাজস্বয় শব্দটির অর্থ কোনও অর্থ প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া উহা বাগের সহিত সামান্যিকরণ্যসহকারে অধিত হইয়া বাগেরই নামধেয় হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে উক্ত বাক্যটি “রাজস্বয় বাগের দ্বারা স্বারাজ্য ভাবনা করিবে” এই প্রকার অর্থে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ‘অনুমতি’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ঐ যে যাগগুলি, ঐগুলিই ফলের সাধন হওয়ার ফলবৎ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিদেবন প্রভৃতি কর্মগুলির স্বতন্ত্র কোনও ফল নাই। এই কারণে ফলবৎ অনুমতি প্রভৃতি যাগের সন্নিধানে পঠিত অফল (ফলহীন) বিদেবন প্রভৃতি কর্মগুলি “ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্” এই নিয়মানুসারে উহাদের অঙ্গই হইবে। অতএব অনুমতি প্রভৃতি যাগগুলিই প্রধান বলিয়া ঐগুলিই রাজস্বয় পদের বাচ্য, কিন্তু বিদেবনাদি রাজস্বয়ের বাচ্য নহে। কিন্তু ঐগুলি রাজস্বয় বাগের অঙ্গ। ইতি ১ম দেবনাদির রাজস্বয়বাগাঙ্গবাধিকরণ।

মধ্যস্থং যশ্চ তন্মধ্যে ॥৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “যশ্চ মধ্যস্থং”—(যাহা) যাহার অর্থাৎ যে কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যস্থ (তাহা সেই কর্মের অঙ্গ), “তন্মধ্যে”—যে হেতু তাহার মধ্যবর্তী হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে উদাহৃত ঐ যে-বিদেবনাদি কৰ্ম্ম, উহা কি কেবলমাত্র অভিষেচনীয় নামক কৰ্ম্মের অঙ্গ অথবা কৰ্ম্মসমুদায়াত্মক রাজ-স্বয়ের অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “মধ্যস্থং যন্ত তন্মধ্যে”—যে হেতু উক্ত বিদেবনাদি কৰ্ম্মগুলি অভিষেচনীয় নামক প্রধানবাগের অন্তর্গতানের সম্মিথানে বিহিত হইয়াছে, সেই কারণে মধ্যপাতী বলিয়া অবাস্তর প্রকরণ অনুসারে ঐগুলি কেবলমাত্র অভিষেচনীয়েরই অঙ্গ। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বসাং বা সমত্বাচ্চোদনাতঃ স্তান্ন হি তন্ত্ৰ প্রকরণং

দেশার্থবুচ্যতে মধ্যে ॥ ৪॥ (সিঃ)

অঙ্গকরার্থ। “সর্বসাং স্তাং”—সমস্ত ইষ্টিরই (অঙ্গ) হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষ ব্যাবর্তক, “চোদনাতঃ সমত্বাং”—যে হেতু অনুমত্যাди সকল কৰ্ম্মগুলির ফলসম্বন্ধবোধকরূপ বিধি অনুসারে সমত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ যে হেতু অনুমত্যাди সকল যাগগুলিরই সমানভাবে প্রাধান্য রহিয়াছে; “ন হি তন্ত্ৰ প্রকরণম্”—আর উহা যে অভিষেচনীয়েরই প্রকরণ তাহা নহে, “দেশার্থম্”—অনুষ্ঠানের দেশ অর্থাৎ স্থানের জন্ত, “মধ্যে উচ্যতে”—অভিষেচনীয়ের মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে বিদেবনাদি উহা অভিষেচনীয় সম্মিথানে পঠিত হইলেও অনুমত্যাди সকল প্রধান কৰ্ম্মেরই অঙ্গ হইবে। কারণ, এস্থলে সম্মিথি অথবা প্রয়োগপরিকল্পিত অবাস্তর প্রকরণকেই বিদেবনাদির অভিষেচনীয়াঙ্গত্বের বিনিয়োজক বলিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ মহা-প্রকরণসম্মিথি অনুমেয় অবাস্তর প্রকরণ অপেক্ষা প্রবল বলিয়া ঋতিলিপ্যধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে বিদেবনাদি বাঙ্গস্বয়েরই অঙ্গ। আর বাঙ্গস্বয় বলিতে অনুমতি প্রভৃতি সকল কৰ্ম্মকেই বুঝায়। এই কারণে উহা অনুমত্যাди সকল কৰ্ম্মেরই অঙ্গ। যদি বলা হয়, অভিষেচনীয়েরই মধ্যে উহাদের অনুষ্ঠান কর্তব্য কেন? তাহা হইলে বলিব, বাঙ্গস্বয়ের প্রয়োগের মধ্যে কোন এক স্থানে অবশ্যই বিদেবনাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া উহার যে কোনও একটি স্থানও আছে ইহা নিশ্চিত। আর বচনবলে অভিষেচনীয়ই বিদেবনাদির অনুষ্ঠানের স্থান

হইবে। এই জ্ঞান বলা হইয়াছে “দেশার্থম্ উচ্যতে মধ্যম্”। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঋতিলিঙ্গাধিকরণান্তর্গত স্থান ও প্রকরণের বলাবল বিচারে এই একই বিষয় লইয়া সন্নিধির প্রাবল্য অনুসারে অভিষেচনীয়াঙ্গতার পূর্বপক্ষ করা হইয়াছিল। আর এখানে অবান্তর প্রকরণানুসারে অভিষেচনীয়াঙ্গতা আশঙ্ক্য করা হইয়াছে। স্মরণ্য পুনরুক্ত হয় নাই। ইতি ২য় বিদেবনাদির কৃৎস্ন রাজসুয়ান্ধতাধিকরণ।

প্রকরণাবিভাগে চ বিপ্রতিষিদ্ধং হ্যভয়ম্ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অম্বল্লার্থ। “প্রকরণাবিভাগে চ”—প্রকরণগত কোনও পার্থক্য না থাকিলেও, “উভয়ং”—উভয় অর্থাৎ সৌম্য চরু প্রভৃতির উপসদঙ্গ এবং তৎপূর্বকালবিধি এতদুভয়, “বিপ্রতিষিদ্ধং হি”—বিপ্রতিষিদ্ধ হয় অর্থাৎ বাক্যভেদপ্রসঙ্গ হওয়ায় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া উপসদঙ্গ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজসুয় প্রকরণে “পুরস্তাহপসদাং সৌম্যেন প্রচরন্তি। অন্তরা স্বাষ্ট্র্যেণ উপরিষ্টাদ্ বৈষ্ণবেন” অর্থাৎ “উপসং নামক হোমের পূর্বে সৌম্য (সৌম দেবতা সম্বন্ধীয়) হব্য কর্তব্য”-স্বাষ্ট্র্য (স্বাষ্ট্র্য দেবতা সম্বন্ধীয়) হব্য মধ্যে এবং বৈষ্ণব (বিষ্ণু দেবতা সম্বন্ধীয়) হব্য শেষে কর্তব্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বাক্যটি কি সৌম্য, স্বাষ্ট্র্য এবং বৈষ্ণব হব্যের উপসদঙ্গত্ববিধি অথবা ইহা কালবিধি অর্থাৎ ইহার দ্বারা উপসংকালে ঐ সকল হব্য কর্তব্য এই প্রকার অর্থ বিহিত হইয়াছে—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কালবিশিষ্ট অঙ্গ হইলে বাক্যভেদ হওয়ায় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এস্থলে প্রকরণানুসারে রাজসুয়ের অঙ্গ হইবার উপযুক্ত হইলেও সৌম্য, স্বাষ্ট্র্য এবং বৈষ্ণব হব্য বাক্য অনুসারে অথবা “উপসদাং” এই স্থলের বগীশ্রুতি অনুসারে উপসংহোমেরই অঙ্গ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা কালমাত্রং স্রাদ্ধদর্শনাদ্ বিশেষশ্চ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অম্বল্লার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “কালমাত্রং স্রাদ্ধং”—কেবলমাত্র কালসম্বন্ধই বিহিত হইবে, “বিশেষশ্চ অদর্শনাৎ”—যে হেতু

(অপরাপর কালবিধায়ক বাক্য হইতে ইহার) কোনও বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “কালমাত্রং শ্রুৎ”—এস্থলে কেবলমাত্র কালসম্বন্ধই বিহিত হইয়াছে। কারণ, “অদর্শনাৎ বিশেষত্ব”—অত্ৰাশ্রয়ে স্থলে যেমন কালসম্বন্ধ বিহিত হয়, “আগ্নিমারুতাদৃক্ক্ষমল্লযাজৈশ্চরন্তি” অর্থাৎ আগ্নিমারুত যাগের পর অল্পযাজ করিবে, এস্থলেও সেইরূপ উপসদের পূর্বে এবং পরে সৌম্য প্রভৃতি হব্য সম্পাদনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আর “পুরস্তাৎ” ইহার সহিত অবশ্য আছে বলিয়া “উপসদাম্” এস্থলে পঞ্চমীর স্থানে বস্তু হইয়াছে। সুতরাং “আগ্নিমারুতাদৃক্ক্ষম্” এই বাক্যে যেমন কালবিধি, “পুরস্তাৎ উপসদাম্” এই বাক্যও ঠিক সেইরূপই বলিয়া এস্থলে কালবিধিই হইতেছে, কিন্তু এখানে অঙ্গাঙ্গিতা বোধিত হয় নাই, কারণ, তাহা হইলে “পুরস্তাৎ” এই শব্দটি নিরর্থক হয়। অতএব সৌম্য, ষাণ্ঠি এবং বৈকব যাগও কাহারও অঙ্গ নহে, কিন্তু উহারা অল্পমতাদির আশ্রয় প্রধানই হইতেছে। ইতি ৩য় সৌম্যাদির উপসংকালত্বাধিকরণ।

ফলবদ্ব্যবোক্তহেতুত্বাদিতরশ্চ প্রধানং শ্রুৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ফলবৎ”—ফলবিশিষ্ট কৰ্ম্ম, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “ইতরশ্চ প্রধানং শ্রুৎ”—অন্য ফলহীন কৰ্ম্মের প্রধান অর্থাৎ অঙ্গ হইবে, “উক্তহেতুত্বাৎ”—যে হেতু ইহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “বৈশ্বদেবীঃ সাংগ্রহণীঃ নির্কপেদ্ গ্রামকামঃ” এই বাক্যে গ্রামকামনায় ফলবতী ‘সাংগ্রহণী’ ইষ্টির বিধান করিয়া “আমনশ্চ আমনশ্চ দেবা ইতি তিস্র আহতীজুহোতি” এই বাক্যে আমনহোম বিহিত হইয়াছে। এই যে ‘সাংগ্রহণী’ ইষ্টি এবং ‘আমন’ হোম ইহার উভয়েই কি সম-প্রধান অথবা ইহাদের একটি অপরটির অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, উভয়েই যখন তুল্যপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন উভয়েই সমপ্রধান। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ফলবৎ ইতরশ্চ প্রধানশ্চ প্রধানং শ্রুৎ”—সাংগ্রহণী ইষ্টির ফলসম্বন্ধ ঋতুপদিষ্ট হওয়ায় তাহা ফলযুক্ত কিন্তু আমনহোম প্রাকরণিক ফলে সম্বন্ধ নহে বলিয়া ফলহীন; সুতরাং ঐ ফলযুক্ত কৰ্ম্মটি ফলহীন কৰ্ম্ম যে আমনহোম তাহার অঙ্গী হইবে। অর্থাৎ আমনহোম সাংগ্রহণী ইষ্টির অঙ্গ।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৬৩

কারণ, “উক্তহেতুহাং”—পূর্বে ইহার হেতু উক্তই হইয়াছে; যে হেতু, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, “ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্”। ইতি ৪র্থ আমনহোমের সাংগ্রহ্যঙ্গতাদিকরণ।

দধিগ্রহো নৈমিত্তিকঃ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “দধিগ্রহঃ”—দধিগ্রহ, “নৈমিত্তিকঃ”—নৈমিত্তিক হইবে, “শ্রুতিসংযোগাৎ”—যে হেতু শ্রুতিসংযোগ অর্থাৎ দেবতান্ত্রায়রূপ নিমিত্তবোধক শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “বাং বৈ কাঞ্চি-দধিযুর্বিজ্ঞমানশ্চ দেবতামন্তরীতঃ তস্তা আবুশ্চেতে। যং প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্নাতি শময়ত্যৈবনাম্” এই বাক্যে যে দধিগ্রহ গ্রহণ করিবার বিধি আছে তাহা নিত্য কি নৈমিত্তিক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “নৈমিত্তিকো দধিগ্রহঃ”—এ যে দধিগ্রহ উহা নৈমিত্তিকই হইবে; কারণ? “শ্রুতিসংযোগাৎ”—যে হেতু “বাং বৈ কাঞ্চিঃ” ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, দেবতার অন্তরায় হওয়ায় দেবতার ক্ষোভ জন্মায়; আর তাহার নিবৃত্তির জন্তই এই দধিগ্রহ গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অন্তরায় উহার নিমিত্ত হওয়ায় উহা নৈমিত্তিকই হইতেছে। ইতি ১ম পূর্বপক্ষ।

নিত্যশ্চ জ্যোষ্ঠশব্দাৎ ॥ ৯ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “নিত্যঃ চ”—উহা নিত্যও হইবে, “জ্যোষ্ঠশব্দাৎ”—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে জ্যোষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, উহা ত নৈমিত্তিক বটেই, কিন্তু উহা নিত্যও হইবে। কারণ, “জ্যোষ্ঠশব্দাৎ”—শ্রুতিমধ্যে “জ্যোষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাম্” এই বাক্যে দধিগ্রহকে জ্যোষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর জ্যোষ্ঠ বলিতে প্রধান অথবা প্রথমকে বুঝায়। কিন্তু দধিগ্রহ যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে উহা প্রথমও হয় না এবং প্রধানও হইতে পারে না। অতএব দধিগ্রহ নিত্যও হইবে। ইতি ২য় পূর্বপক্ষ।

সার্বরূপ্যাচ্চ ॥ ১০ ॥

অঙ্করার্থ। “সার্বরূপ্যাং চ”—সার্বরূপ্য অর্থাৎ সকল দেবতার রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়াও (উহা নিত্যও হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। দধিগ্রহ যে নিত্যও হইবে, তাহার আরও হেতু এই যে, “সর্বেষাং বা এতদেবানাং রূপং যদেষ গ্রহঃ” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ঐ দধিগ্রহকে সমস্ত দেবতার রূপ বলা হইয়াছে। আর দেবতার রূপ যখন প্রত্যক্ষ নহে, তখন শাস্ত্রে তাহার যে রূপের প্রতিক্রম বিহিত হইয়াছে তাহা থাকা নিশ্চিতই আবশ্যক। যে হেতু, দেবতা না হইলে যজ্ঞ হয় না। এই কারণে উহা নিত্যও হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

নিত্যো বা শ্রাদর্থবাদস্তয়োঃ কৰ্ম্মণ্যসম্বন্ধাদ্

ভঙ্গিত্বাচ্চান্তরায়শ্চ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অঙ্করার্থ। “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “নিত্যঃ শ্রাৎ”—ঐ যে দধিগ্রহ উহা নিত্যই হইবে, “তয়োঃ”—অধ্বর্যু এবং যজ্ঞমানের, “কৰ্ম্মণি”—কৰ্ম্মে, “অসম্বন্ধাৎ”—অন্তরায় সম্বন্ধ নাই বলিয়া, “চ”—এবং, “অন্তরায়শ্চ ভঙ্গিত্বাৎ”—অন্তরায় ভঙ্গী অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া, “অর্থবাদঃ”—উহা অর্থবাদ। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নিত্যো বা”—ঐ যে দধিগ্রহ উহা যে নিত্য এবং নৈমিত্তিক তাহা ঠিক নহে, কিন্তু উহা কেবল নিত্যই হইবে। কারণ, “তয়োঃ কৰ্ম্মণ্যসম্বন্ধাৎ ভঙ্গিত্বাৎ চ অন্তরায়শ্চ”। অধ্বর্যু এবং যজ্ঞমান যে দেবতার অন্তরায় হইবে, এমন কোনও কারণ নাই। আর যদিই বা কদাচিৎ তাহা হয়, তথাপি এস্থলে নিমিত্তনৈমিত্তিকতাবোধক ‘যদি’ শব্দ অথবা সপ্তমী বিভক্তি প্রভৃতি কিছুই নাই। এই কারণে ইহাকে নিমিত্ত বলা যায় না। অতএব উহা বিধেয় দধিগ্রহের স্তাবক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র। সুতরাং দধিগ্রহ নিত্যই হইবে। ইতি প্রথম দধিগ্রহের নিত্যতাধিকরণ।

বৈশ্বানরশ্চ নিত্যঃ স্মারিতৈঃ সমানসংখ্যাত্মাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “বৈশ্বানরঃ চ”—বৈশ্বানর বাগও “নিত্যঃ স্মারিতৈঃ”—
নিত্য হইবে, “নির্ভৈঃ সমানসংখ্যাত্মাৎ”—যেহেতু নিত্য যে লোকত্রয়
তাহার সহিত সমানসংখ্যাবিশিষ্ট হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নিচয়নপ্রকরণে “যো বৈ সৎসরম্
উধ্যম্ অভূত্বা অগ্নিঃ চিন্তুতে যথা স্যামি গর্ভো বিপত্ততে তাদৃগেব তদ্যান্তিমাচ্ছৈৎ” এই
অর্থবাদপূর্বক “বৈশ্বানরঃ দ্বাদশকপালং পুরস্তান্নিবপেৎ” এই বাক্যে দ্বাদশ কপাল
বৈশ্বানর বাগ বিহিত হইয়াছে। ইহা নিত্য কি অনিত্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে
পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বৈশ্বানরশ্চ নিত্যঃ স্মারিতৈঃ”—এই যে বৈশ্বানর বাগ ইহাও
নিত্যই হইবে। কারণ, “নির্ভৈঃ সমানসংখ্যাত্মাৎ”—নিত্য যে ভূরাদি লোকত্রয়,
তাহার সহিত ইহার তুলনা করিয়া ঋতিমধ্যে অন্তত ইহার তিনটি সংখ্যা বর্ণিত
হইয়াছে অর্থাৎ তিনটি হবির্ভব্য বিহিত হইয়াছে। যে হেতু, ঋতি বলিতেছেন,
“ত্ৰীণ্যেতানি হবীংষি ভবন্তি। ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামারোহায়”
—এই তিনটি হবিঃ লোকত্রয়ের আরোহণস্বরূপ ইত্যাদি। ইতি পূর্বপক্ষ।

পক্ষে বোৎপন্নসংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পক্ষে”—বিকল্পে অর্থাৎ একবার হয় একবার হয়
না (সুতরাং ইহা নৈমিত্তিক), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “উৎপন্ন-
সংযোগাৎ”—যে হেতু উৎপন্ন নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
“পক্ষে বা”—এ যে বৈশ্বানর বাগ উহা নৈমিত্তিকই হইবে। কারণ, “উৎপন্ন-
সংযোগাৎ”—নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে তবেই উহা কর্তব্য। যে হেতু, ঋতি
বলিতেছেন, “যো বৈ সৎসরমুধ্যম্ ভূত্বাগ্নিঃ চিন্তুতে” ইত্যাদি। সুতরাং যে সৎসর
কাল উধ্য (উখাঙ্কিত) অগ্নি ভরণ না করিয়া অগ্নি চয়ন করিবে, তাহাকে বৈশ্বানর
বাগ করিতে হইবে। সুতরাং উধ্য অগ্নির সৎসর অভরণই ঐ ইষ্টির নিমিত্ত।
অতএব এই বৈশ্বানর বাগ দধিগ্রহের ত্রায় নিত্য হইতে পারে না। কারণ, দধি-
গ্রহকে নৈমিত্তিক বলিলেও তাহার নিত্যতাও অবশ্য স্বীকার্য। আর বাহা নিত্য,

তাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ অনিত্য হইতে পারে না, যে হেতু, তাহাতে বিরোধ হয়। এই কারণে তাহা নিত্য। কিন্তু বৈশ্বানরবাগের নিত্যতার কোনও প্রমাণ নাই। অতএব ইহা অনিত্য। ইতি ৬ষ্ঠ বৈশ্বানরবাগের নৈমিত্তিকত্বাদিকরণ।

ষট্চিতিঃ পূর্ববদ্বাং ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “ষট্চিতিঃ”—ষট্চিতিঃ অর্থাৎ ষষ্ঠ চিতিটি (নিত্য হইবে), “পূর্ববদ্বাং”—যে হেতু তাহা পূর্ববৎ অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচটি চিতির সাপেক্ষ হওয়ার পাঁচটি চিতিযুক্ত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নিচয়নপ্রকরণে, “পঞ্চ পূর্বাশ্চিতয়ো ভবন্তি। অথ ষষ্ঠীঃ চিন্ততে”—এই বাক্যে পাঁচটির পর ষষ্ঠ চিতি সম্পাদনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। লাঙ্গলের দ্বারা কুষ্ঠ ব্যামপরিমাণ স্থানে যে খেন প্রভৃতি পক্ষীর আকারে নানাবিধ ইষ্টক দিয়া অগ্নি রাখিবার স্থান করা হয়, তাহার নাম চিতি। ঐ যে ষষ্ঠী চিতির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা নিত্য কি অনিত্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, ষষ্ঠী চিতিটিও পূর্বসম্পাদিত পাঁচটি চিতির আশ্রয় নিতাই হইবে। কারণ, তাহা না হইলে ‘ষষ্ঠী’ এই শব্দে যে ষট্‌সংখ্যার পূরণ বুঝাইতেছে, তাহা সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্বপক্ষ।

তাভিষ্চ তুল্যসংখ্যানাং ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। “তাভিঃ”—পূর্বোক্ত সেই পাঁচটি চিতির সহিত, “তুল্যসংখ্যানাং চ”—তুল্যপ্রকারে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ষষ্ঠী চিতি যে নিত্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন—“তাভিষ্চ তুল্যসংখ্যানাং।” প্রথম পাঁচটি চিতির যে ভাবে পরিগণনা করা হইয়াছে, ষষ্ঠী চিতিরও সেইভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া প্রথম পাঁচটির আশ্রয় ষষ্ঠীটিও নিত্য। যে হেতু, “ইয়ং বাব প্রথমা চিতিঃ, ওষধয়ঃ পুরীষম্। অস্ত-রিক্ষং বাব দ্বিতীয়া চিতিঃ বয়ংসি পুরীষম্। অসৌ বাব তৃতীয়া চিতিঃ নক্ষত্রাণি পুরীষম্। যজ্ঞো বাব চতুর্থী চিতিঃ দক্ষিণা পুরীষম্। বজ্রমানো বাব পঞ্চমী চিতিঃ প্রজাঃ পুরীষম্। সম্বৎসরো বাব ষষ্ঠী চিতিঃ ঋতবঃ পুরীষম্” এই ঋতিবচনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পঞ্চম চিতির

যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, ষষ্ঠটিরও ঠিক সেই ভাবেই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর প্রথম পাঁচটি চিতি যে নিত্য, তাহা অবিসংবাদিত। সুতরাং ষষ্ঠ চিতিটিও উহাদের তুল্যরূপ বলিয়া যখন বর্ণিত হইয়াছে, তখন উহাও নিত্য হইবে না কেন?

অর্থবাদোপপত্তেশ্চ ॥ ১৬ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “অর্থবাদোপপত্তেঃ চ”—(এ পক্ষে) অর্থবাদের উপপত্তি হয় বলিয়াও (ষষ্ঠ চিতিটি নিত্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে ‘বট্টিতরো ভবন্তি বটপূরীষাণি। তানি দ্বাদশ সম্পত্তন্তে। দ্বাদশ মায়াঃ সৎসরঃ’ ইত্যাদি প্রকার বট্টিচিতিবিবরণক যে অর্থবাদ আছে, তাহা তবেই সঙ্গত হয়—যদি ষষ্ঠ চিতিটি নিত্য হয়। অন্যথা এই অর্থবাদ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। অতএব ষষ্ঠী চিতি নিত্য। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

একচিতির্বা শ্রাদপবৃত্তে হি চোদ্যতে নিমিত্তেন ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “একচিতিঃ”—একচিতি অর্থাৎ উহা একটি স্বতন্ত্র চিতি, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “শ্রাৎ”—হইবে, “হি”—যে হেতু, “অপবৃত্তে”—অপবৃত্ত হইলে অর্থাৎ প্রথম পাঁচটির সমাপ্তি ঘটিলে, “নিমিত্তেন চোদ্যতে”—(উহা স্বতন্ত্র ভাবে) নিমিত্তের সহিত বিহিত হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“একচিতির্বা শ্রাৎ”—এ ষষ্ঠচিতিটি একটি স্বতন্ত্র চিতি। আর উহা “অপবৃত্তে নিমিত্তেন চোদ্যতে”—প্রথম পাঁচটিতে যাগ সমাপ্ত হইয়া গেলে অপ্ৰতিষ্ঠারূপ নিমিত্তবশতঃ তাহার পরিহারের জগ্ন নৈমিত্তিকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাতে বাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, সে ষষ্ঠচিতি করিবে এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত। এই কারণে উহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং পাঁচটি চিতিই নিত্য বলিয়া পঞ্চচিতিক অগ্নি নিত্য আর এই ষষ্ঠ চিতিটি একটি স্বতন্ত্র এবং উহা নিমিত্তজগ্ন বলিয়া এস্থলে একচিতিক নৈমিত্তিক হওয়ায় অনিত্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিপ্রতিষেধাৎ তাভিঃ সমানসংখ্যত্বম্ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। “বিপ্রতিষেধাৎ”—বিরোধ হয় বলিয়া, “তাভিঃ” সেই পাঁচটি চিত্রের সহিত, “সমানসংখ্যত্বম্”—সমানসংখ্যতা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ সূত্রে যে আপত্তি দেখান হইয়াছে, তাহার পরিহার বলিতেছেন—“বিপ্রতিষেধাৎ” ইত্যাদি। প্রথমে পাঁচটি বলা হইয়াছে বলিয়া তদনুসারে ইহাকে ষষ্ঠ বলিতে হয়। আরও পূর্বের পাঁচটি চিত্র এবং পাঁচটি পুরীষ লইয়া যে দশটি হইয়াছিল, তদনুসারে ইহার একাদশত্ব ও দ্বাদশত্বনির্দেশপূর্বক প্রশংসা করা হইয়াছে। আর সাম্য থাকিলেই যে সমানভাবে নির্দেশ হয় তাহা নহে, যে হেতু অতুল্য স্থলেও উৎপ্রেক্ষাদিবশতঃ সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অতএব ষষ্ঠাচিত্র নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত প্রযুক্ত সূত্ররং অনিত্য। ইতি ৭ম ষষ্ঠাচিত্রের নৈমিত্তিকতাধিকরণ।

পিতৃবজ্রঃ স্বকালত্বাদনঙ্গঃ স্ত্রাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “পিতৃবজ্রঃ”—পিণ্ড-পিতৃবজ্রনামক কৰ্ম্ম, “অনঙ্গঃ স্ত্রাৎ”—কাহারও (দর্শ অথবা পূর্ণমাসের) অঙ্গ নহে, “স্বকালত্বাৎ”—যে হেতু স্বশব্দবোধিত কালের সহিতই উহার সম্বন্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসে দর্শবাগের পর উপদিষ্ট হইয়াছে, “অমাবান্ত্রায়ামপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃবজ্রেন চরন্তি” অর্থাৎ অমাবস্তায় অপরাহ্ন-কালে পিণ্ডপিতৃবজ্র (শ্রাদ্ধ) করিবে। এই যে পিণ্ডপিতৃবজ্র ইহা কি স্ববাক্যবোধিত অমাবস্ত্রানামক কৰ্ম্মের অর্থাৎ দর্শবাগের অঙ্গ অথবা ইহা অমাবস্ত্রাতিথিতে কর্তব্য স্বতন্ত্র কৰ্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এ স্থলে অমাবস্ত্রা শব্দটিকে বাগবাচক বলিয়া পিণ্ডপিতৃবজ্রকে তাহার অঙ্গ বলিলে ফলকল্পনা করিতে না হওয়ায় লাঘব হয় বলিয়া উহা দর্শবাগেরই অঙ্গ। অত্থা পিণ্ডপিতৃবজ্র স্বপ্রধান স্বতন্ত্র কৰ্ম্ম হয় বলিয়া বিশ্বজিৎ-গ্রামে স্বর্গকে ফলরূপে কল্পনা করিতে হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “পিতৃবজ্রঃ অনঙ্গঃ স্ত্রাৎ”—ঐ যে পিতৃবজ্র, উহা কাহারও অঙ্গ নহে, কিন্তু উহা স্বতন্ত্র ফলবৎ প্রধান কৰ্ম্ম। আর অমাবস্ত্রা শব্দটি যে এস্থলে দর্শবাগবোধক, তাহাও নহে। কারণ, কাল (তিথিবিশেষ)

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৬৯

অর্থেই উহার শক্তি, আর তৎকালকর্তব্যভারূপ ভক্তি (গোণত্ব) যোগেই উহা দর্শবাগকে বুঝায়। সুতরাং শক্তি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে ভাক্ত অর্থাৎ গোণ অর্থ স্বীকার করা উচিত হয় না। অপিচ, বিধিতে লক্ষণা হয় না কিন্তু অনুবাদেই লক্ষণা হইয়া থাকে। ইহা বিধি বাক্য; একারণে এখানে লক্ষণা শ্রায্য নহে। আরও “অমাবস্তায়াম্ অপরাহ্নে” এইরূপ উক্তি থাকায় কালবাচক সপ্তমাস্ত্র অপরাহ্ন শব্দের সহিত উহার যে সমানাধিকরণ্য (সমানবিভক্তিকত্ব) রহিয়াছে তাহার জ্ঞাতও অমাবস্তা শব্দকে তিথিবিশেষবাচকই বলিতে হয়। অতএব এস্থলে অমাবস্তা শব্দটি বাগবোধক নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তুল্যবচ প্রসংখ্যানাং চ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। “তুল্যবৎ”—তুল্যরূপে, “প্রসংখ্যানাং চ”—উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পিণ্ডপিতৃবজ্ঞ যে স্বতন্ত্র কর্তব্য, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, “তুল্যবৎ চ প্রসংখ্যানাং”। ঋতিমধ্যে “চত্বারো বৈ মহাবজ্ঞাঃ অগ্নি-হোত্রঃ দর্শপূর্ণমাসৌ জ্যোতিষ্টোমঃ পিণ্ডপিতৃবজ্ঞঃ” এই বচনে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোমকে যেমন মহাবজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, এই পিণ্ডপিতৃ-বজ্ঞকেও সেই একই বাক্যে অপরগুলির সহিত তুল্যরূপে মহাবজ্ঞ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা যদি কাহারও অঙ্গ হয়, তাহা হইলে উহার প্রাধান্য থাকিতে পারে না বলিয়া উহাকে অপর তিনটির স্তায় যে অবিশেষ ভাবে মহাবজ্ঞ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। সুতরাং পিতৃবজ্ঞ অঙ্গকর্তব্য নহে।

প্রতিষিদ্ধে চ দর্শনাং ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রতিষিদ্ধে”—(দর্শবাগ) প্রতিষিদ্ধ হইলেও, “দর্শনাং চ”—(পিণ্ডপিতৃবজ্ঞের কর্তব্যতা) দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পিণ্ডপিতৃবজ্ঞ যে দর্শবাগের অঙ্গ নহে, তাহা ব্যতিরেক-ব্যভিচার দেখাইয়া সমর্থন করিতেছেন, “বিপ্রতিষিদ্ধে চ দর্শনাং”। যে স্থলে অমাবস্তা বাগ (দর্শবাগ) নিষিদ্ধ, সে স্থলেও পিণ্ডপিতৃবজ্ঞ কর্তব্য বলিয়া ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর অঙ্গী নিষিদ্ধ হইলে অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে

না। অথচ দর্শবাগ নিষিদ্ধ হইলেও, পিণ্ডপিতৃবজ্জ কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।
এ কারণেও উহা দর্শবাগের অঙ্গ নহে। ইতি চম পিণ্ডপিতৃবজ্জের অনঙ্গতাধিকরণ।

পশ্বঙ্গং রশনা শ্রাৎ তদাগমে বিধানাৎ ॥ ২২ ॥ (পৃঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “রশনা পশ্বঙ্গং শ্রাৎ”—রশনা পশুরই অঙ্গ হইবে,
“তদাগমে বিধানাৎ”—যে হেতু তদাগমে অর্থাৎ পশ্বাগমে অর্থাৎ পশুর
সম্বন্ধ আনয়ন পূর্বক উহার বিধান করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—
“অশ্বিনঃ গ্রহঃ গৃহীত্বা ত্রিবৃত্তা যুগং পরিবীয় আগ্নেয়ং সবনীয়ং পশুশূপাকরোতি”
অর্থাৎ “অশ্বিনঃ গ্রহঃ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়সম্বন্ধীয় বজ্রপাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিয়া
ত্রিবৃত্ত (তিন থি) রশনা অর্থাৎ মেখলা বা রজ্জু দ্বারা যুগং পরিব্যান (বেষ্টন) করিয়া
আগ্নেয় (অগ্নিদেবতাসম্বন্ধীয়) যে সবনীয় পশু (স্তুত্যাদিবসে বধ্য পশু) তাহার
উপাকরণ (সংস্কারবিশেষ) করিবে।” এই বাক্যে “ত্রিবৃত্তা” এই পদে যে ত্রিবৃত্ত
রশনা (মেখলা বা রজ্জু) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি পশুর অঙ্গ অথবা যুগের
অঙ্গ অর্থাৎ পশুই কি তাহার প্রয়োজক অথবা যুগই তাহার প্রয়োজক, ইহাই
সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “পশ্বঙ্গং রশনা শ্রাৎ”—এই যে রশনা
ইহা পশুরই অঙ্গ হইবে। কারণ, “তদাগমে বিধানাৎ”—পশুর সম্বন্ধ উপস্থিত
করিয়াই ইহার বিধান করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সবনীয় পশু অগ্নি-
যোমীরেরই বিকৃতি বলিয়া অতিদেশবিধিবলে তাহার ধর্মসকল ইহাতে উপস্থিত
হয়। আর তদনুসারে রশনার দ্বারা যে যুগপরিব্যান (বেষ্টন) তাহাও প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। এই কারণে পুনরায় যুগপরিব্যানবিধি নিরর্থক। অথচ এস্থলে পশুর
সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় বার রশনার দ্বারা পরিব্যান বিহিত হইয়াছে। আর
ইহাতে পশুর অনপক্ৰমণরূপ দৃষ্ট সংস্কার সাধিত হয়—রশনার দ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধা
থাকিলে পশুটি বেশী চাপল্য করিতে পারিবে না। এই কারণে এই দ্বিতীয়
রজ্জুটি পশুরই অঙ্গ স্তুরাৎ উহা পশুপ্রযুক্তই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

যুপাঙ্গং বা তৎসংস্কারাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “যুপাঙ্গং”—(রশনা) যুগেরই অঙ্গ, “বা”—পূর্ব-
পক্ষব্যাবর্তক, “তৎসংস্কারাৎ”—যে হেতু ইহাতে তাহার অর্থাৎ যুগেরই
সংস্কার সাধিত হয়।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৭১

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“যুপাঙ্গ বা”—ঐ যে দ্বিতীয় রশনা উহাও যুপেরই অঙ্গ। কারণ, “তৎসংস্কারাৎ”—উহাতে যুপের দৃঢ়তা সম্পাদনরূপ দৃষ্টসংস্কার সাধিত হয়। আর পশুর বন্ধন যেমন আবশ্যক, যুপেরও দৃঢ়তা সম্পাদন সেইরূপ প্রয়োজনীয়। আরও এস্থলে “ত্রিবৃত্তা” এই পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি এবং “যুপাং” এই পদে যে দ্বিতীয়া রহিয়াছে ইহাতে যুপের সংস্কার্যতা (সংস্কার কৰ্ম্মতা) এবং রজ্জুর তৎসাধনতা অর্থাৎ তদঙ্গতা বোধিত হয়। অতএব রশনা যুপেরই অঙ্গ। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থবাদশ্চ তদর্থবৎ ॥ ২৪ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “অর্থবাদঃ চ”—অর্থবাদও, “তদর্থবৎ”—যুপার্থতার ত্রায় অর্থাৎ রশনার যুপসংস্কারকতাবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে দ্বিতীয় রশনা উহাও যে যুপাঙ্গ, তাহা “যুবা স্রবাসাঃ পরিবীত আগাৎ” ইত্যাদি অর্থবাদ হইতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু এস্থলে যুপকে যুবা, স্রবাসাঃ এবং পরিবীত অর্থাৎ রশনার দ্বারা কৃতপরিব্যান (বেষ্টিত) বলা হইয়াছে। ইতি ৯ম রশনার যুপাঙ্গতাদিকরণ।

স্বরুশ্চাপ্যেকদেশত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “স্বরুঃ অপি চ”—স্বরুও (যুপের অঙ্গ হইবে), “একদেশত্বাৎ”—যে হেতু তাহা (যুপের) একদেশ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নীবোমীয় পশুর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “যুপশ্চ স্বরুং করোতি,” “স্বরুণা পশুমনস্তি”। এই যে স্বরু নামক কাষ্ঠ-ফলকবিশেষ ইহা কি যুপের অঙ্গ অথবা পশুঙ্গ ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন, “স্বরুশ্চাপি”—স্বরুও যুপেরই অঙ্গ। কারণ, “একদেশত্বাৎ”—উহা যুপেরই একদেশ অর্থাৎ অবয়ব হইতেছে। যে হেতু “যুপশ্চ স্বরুশ্চ” এই বাক্যের “যুপশ্চ” এই পদের সম্বন্ধবাচক বটী বিভক্তি হইতে “যুপকে স্বরুযুক্ত করিবে” এইরূপ অর্থই অবধারিত হয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

নিষ্ক্রয়শ্চ তদঙ্গবৎ ॥ ২৬ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “নিষ্ক্রয়ঃ চ”—নিষ্ক্রয় অর্থাৎ মূল্য বা বিনিময়ও, “তদঙ্গবৎ”—যুপাঙ্গের ত্রায় (দেখাইতেছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বরূপে বৃপেরই অঙ্গ, তাহার আরও কারণ এই যে, “তে প্রস্তুতঃ ক্ষণা নিষ্ক্রিয়মপশ্যন্ত বৃপশ্চ স্বরূপম্” এই ঋতিবাক্যে স্বরূপকে বৃপের নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ বিনিময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং বৃপের সহিত স্বরূপ যদি অঙ্গাঙ্গিতা সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হয় না। (পূর্বপক্ষ সমাপ্ত)।

পশ্চঙ্গং বার্থকস্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “পশ্চঙ্গং”—(স্বরূপ) পশুরই অঙ্গ, “বা”—পূর্বপক্ষ-ব্যাবর্তক, “অর্থকস্মত্বাৎ”—যে হেতু তাহাতে উহা অর্থকস্ম অর্থাৎ দৃষ্টার্থক কস্ম হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্বরূপকে বৃপাঙ্গ বলিলে তাহার অদৃষ্ট প্রয়োজন কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু পশ্চ বুলিলে আর অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয় না, যে হেতু পশুর বন্ধনই তাহার দৃষ্ট প্রয়োজন। এই কারণে, “দৃষ্টঃ বরমদৃষ্টতঃ” এই নিয়মাত্মসারে দৃষ্টার্থক যে পশ্চঙ্গত্ব তাহাই আশ্রয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভক্ত্যা নিষ্ক্রিয়বাদঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “নিষ্ক্রিয়বাদঃ”—নিষ্ক্রিয়বিষয়ক বচন, “ভক্ত্যা স্মৃতাঃ”—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা বা গোণী বৃত্তি অনুসারে সঙ্গত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, ঋতির নিষ্ক্রিয়বাদ অনুসারে উহার বৃপাঙ্গতা অবধারিত হয় তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৃপটিকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, স্বরূপকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলেই বৃপকে অগ্নিতে ফেলা হইল। এই প্রকারে স্বরূপও বৃপের বিনিময় অর্থাৎ প্রতিনিধি হইয়া বৃপের কৰ্ম সম্পাদন করে বলিয়াই উহাকে ঋতি-মধ্যে গোণভাবে বৃপের নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে। সুতরাং নিষ্ক্রিয় বলিয়াই যে উহা বৃপের অঙ্গ তাহা নহে, কিন্তু উহা পশুরই অঙ্গ। ইতি ১০ম স্বরূপ পশ্চঙ্গতাবিকরণ।

দর্শপূর্ণমাসয়োরিজ্যঃ প্রধানান্ত্রবিশেষাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “দর্শপূর্ণমাসয়োঃ”—দর্শপূর্ণমাস যাগে, “ইজ্যঃ”—সকল ইজ্য অর্থাৎ যাগগুলিই, “প্রধানানি”—সমভাবে প্রধান, “অবি-

শেষাৎ”—যে হেতু সেগুলির পরস্পরের গুণপ্রধানতাবের (বোধক) কোনও বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস বাগে আগ্নেয়, অগ্নীবোমীয়, উপাঙ-
যাজ্ঞ, ঐন্দ্রাণ্য ও সান্নাধ্যবাগ এবং আঘার, আজ্যভাগ, প্রবাজ্ঞ, অনুযাজ্ঞ, পত্নীসংবাজ্ঞ,
সমিষ্টবজ্জুঃ ও স্বিষ্টকৃদ্যাগ—এতগুলি বাগ বিহিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই
কি সমপ্রধান অথবা ইহাদের মধ্যে গুণপ্রধানতাব আছে ইহাই সংশয়। ইহাতে
পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ইজ্যাঃ সমপ্রধানানি”—দর্শপূর্ণমাস বাগে
যতগুলি বাগ আছে, সবগুলিই প্রধান। কারণ, “অবিশেষাৎ”—ইহাদের পরস্পরের
মধ্যে গুণপ্রধানতাবোধক কোনও বিশেষত্ব নাই। যে হেতু সবগুলি বাগই মিলিত
হইয়া ফলসাধন করিয়া থাকে। আর যাহা ফলসাধন করে, তাহা ফলবৎ বলিয়া
প্রধানই হয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বাঙ্গানি কানিচিদ্ যেষ্বজ্ঞেন সংস্তুতিঃ

সামাত্তো অভিসংস্তবঃ ॥৩০ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “অঙ্গানি কানি-
চিৎ”—উহাদের কতকগুলি অঙ্গ, “যেষু অঙ্গেন সংস্তুতিঃ”—যেগুলিতে
অঙ্গরূপে প্রশংসা আছে, “হি”—যে হেতু, “সামাত্তো অভিসংস্তবঃ”—সামাত্ত
অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসারেই প্রশংসা।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দর্শপূর্ণমাসের সবগুলি বাগই
যে প্রধান তাহা নহে, কিন্তু কতকগুলি প্রধান এবং কতকগুলি অপ্রধান অর্থাৎ
অঙ্গ। আর অর্থবাদমধ্যে যেগুলিকে অঙ্গের সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে
সেইগুলিই অঙ্গ হইবে। যে হেতু অঙ্গস্বরূপ সাদৃশ্য না থাকিলে অপরের অঙ্গের
উল্লেখ করিয়া আঘারাজ্যভাগ প্রভৃতি গুলিকে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। আর
“অভীযু বা এতৌ যদাঘারৌ চক্ষুবী বা এতে যদাজ্যভাগৌ” অর্থাৎ এই যে আঘার
ইহা (যজ্ঞরূপ রথের) অভীযু (বশি) স্বরূপ এবং এই যে আজ্যভাগদ্বয় ইহা যজ্ঞের
দুইটি চক্ষুঃস্বরূপ; “বৎ প্রযাজানুযাজ্ঞা ইজ্যাস্তে বর্ষ বা এতদ্ যজ্ঞস্ত ক্রিয়তে”
অর্থাৎ এই যে প্রবাজ্ঞ এবং অনুযাজ্ঞ বাগ সম্পাদিত হয়, ইহাতে যজ্ঞের বর্ষ

করিয়া দেওয়া হয়—ইত্যাদি প্রকার বচননিচয় হইতে জানা যায় যে, আচার, আজ্যভাগ, প্রবাজ, অনুবাজ প্রভৃতিগুলি অঙ্গ। সুতরাং উহার প্রধান কৰ্ম হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্ভার্থদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা চ”—সেইরূপ, “অন্যার্থদর্শনম্”—অন্যার্থ-দর্শন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের সবগুলি যাগই যে প্রধান নহে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “তথা চ অন্ত্যার্থদর্শনম্”। অন্ত প্রয়োজনে প্রযুক্ত ঋতিব্যাক্যের দ্বারা যে অন্ত অর্থ বোধিত হয়, তাহাকেই অন্ত্যার্থদর্শন বলা হইয়াছে। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “প্রযাজে প্রযাজে কৃষ্ণং জুহোতি”, “ন চ প্রযাজান্ বজ্জতি ন চ অনুবাজান্ বজ্জতি” ইত্যাদি। কিন্তু প্রযাজ যদি অতিদেশ বিধিবেল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে যাগবিশেষে কৃষ্ণ (সুবর্ণমাস) নামক দ্রব্য বিহিত হইতে পারে না কিংবা কৰ্মবিশেষে প্রযাজ এবং অনুবাজের নিষেধও হইতে পারে না। আর বাহা প্রধান তাহার অতিদেশ হয় না, কিন্তু অঙ্গেরই অতিদেশ হইয়া থাকে। এই কারণে প্রযাজ, অনুবাজাদি প্রধান নহে। সুতরাং পূর্বপক্ষীর মতানুসারে দর্শপূর্ণমাসে সবগুলি যাগই যে প্রধান, তাহা বলা সঙ্গত নহে।

অবিশিষ্টং তু কারণং প্রধানেষু গুণস্ত

বিद्यমানত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “তু”—প্রত্যবস্থানে, “কারণম্ অবিশিষ্টং”—অঙ্গ-রূপে স্ততিরূপ কারণটি অবিশিষ্ট অর্থাৎ গুণকৰ্ম্ম এবং প্রধানকৰ্ম্মে অবিশিষ্ট, “প্রধানেষু গুণস্ত বিद्यমানত্বাৎ”—যে হেতু প্রধানকৰ্ম্মসকলেও ঐ অঙ্গরূপে বর্ণনারূপ গুণ বিद्यমান রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অঙ্গরূপে বর্ণনা করা আছে বলিয়া তৎসাদৃশ্যে যে প্রযাজাদিগুলিও অঙ্গ হইবে তাহা

বলা যায় না, যে হেতু তাহা হইলে উভয়পক্ষেই প্রধান কল্প বলিয়া স্বীকৃত যে আগ্নেয় প্রভৃতি বাগ, সেগুলিকেও অঙ্গ বলিতে হয়। কারণ, “শিরো বা এতদ্ যজ্ঞস্ত বদাগ্নেয়ঃ” ইত্যাদি ঋতিবচন অনুসারে আগ্নেয় প্রভৃতি বাগকেও অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর ঐগুলিও যদি অঙ্গ হয়, তাহা হইলে এস্থলে কোনও প্রধান না থাকায় কে কাহার অঙ্গ হইবে? ইতি আশঙ্কা।

নানুত্তেহন্ত্যর্থদর্শনং পরার্থত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। “ন”—না। “অনুত্তে”—অনুত্ত বিষয়ে। “অন্ত্যর্থ-দর্শনম্”—অন্ত্যর্থ দর্শন, “পরার্থত্বাৎ”—যে হেতু তাহা পরার্থ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্ত্যর্থ দর্শনের দ্বারাও প্রবাজাদির অঙ্গত্ব অবধারিত হয় এই প্রকার বাহা বলা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “অনুত্তে অন্ত্যর্থদর্শনং ন”—বিষয় অনুত্ত বলিয়া অর্থাৎ প্রবাজরূপ বিষয় স্বপ্রাধাণ্যে উক্ত হয় নাই বলিয়া তাহা অন্ত্যর্থদর্শন হইতে পারে না, কারণ, “পরার্থত্বাৎ”—সেই যে অন্ত্যর্থদর্শনসূচক “প্রবাজে কৃষ্ণলং জুহোতি” এই বাক্য ইহা পরার্থ অর্থাৎ কৃষ্ণলের বিধান করাই উহার অর্থ বা প্রয়োজন।

পৃথক্ত্বে ত্বভিধানয়োনিবেশঃ শ্রুতিতো ব্যপদেশাচ্চ তৎ পুন-
মুখ্যলক্ষণং যৎ ফলবৎ, তৎসম্বিধাবসংযুক্তং তদঙ্গং স্যাদ-
ভাগিত্বাৎ কারণশ্রুতশ্চান্ত্যসম্বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “তু”—পক্ষপরিবর্তনসূচক, “শ্রুতিতঃ”—দর্শপূর্ণ-
মাসোৎপত্তিবাক্যরূপ শ্রুতি অনুসারে, “ব্যপদেশাৎ চ”—এবং ব্যপদেশ
অর্থাৎ দ্বিবিচনে যে নির্দেশ আছে তদনুসারে, “অভিধানয়োঃ পৃথক্ত্বে”—
নাম দুইটির পৃথক্বে সিদ্ধ হইলে, “(অভিধানয়োঃ) নিবেশঃ”—সেই নাম
দুইটিরই ফলের সহিত সম্বন্ধ (হইয়া থাকে), “যৎ ফলবৎ”—ঐ যে
ফলবৎ অর্থাৎ ফলসম্বন্ধযুক্ত, “তৎ পুনঃ মুখ্যস্ত লক্ষণম্”—তাহাই মুখ্যের

অর্থাৎ প্রধানের লক্ষণ, “তৎসন্নিধৌ”—তাহার সমীপে অর্থাৎ উক্ত লক্ষণ-
বিশিষ্ট কর্মের সমীপে, “অসংযুক্তঃ”—যাহা অসংযুক্ত অর্থাৎ ফলসম্বন্ধযুক্ত
নহে তাহা, “তদঙ্গং শ্রাৎ”—তাহারই অর্থাৎ সেই ফলবৎ প্রধান কর্মেরই
অঙ্গ হইবে, “কারণশ্চ ভাগিত্বাৎ”—যে হেতু সেই প্রযাজাদিরূপ কারণ
অর্থাৎ নিষ্ফল কর্মেরও ভাগিত্ব অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, “চ”—আর,
“অত্সম্বন্ধঃ অশ্রুতঃ”—অত্সম্বন্ধ শ্রুত হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,
যাহা ফলসম্বন্ধযুক্ত তাহাই প্রধান, আর যাহা ফলসম্বন্ধযুক্ত নহে অথচ প্রধানের
ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষাপূরক, তাহা অপ্রধান। আর “দর্শপূর্ণমাসাত্যং বজ্জৈত স্বর্গকামঃ”
এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, দর্শ এবং পূর্ণমাস এই দুইটি শব্দ কালসম্বন্ধে
বিহিত যে আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টি বাগ তাহারই নামধেয়। আর ঐ ছয়টি বাগের
সহিত সামান্যধিকরণে অধিত হইয়া দর্শপূর্ণমাসই ফলজনক হয় বলিয়া ফলের
সহিত উহারই সম্বন্ধ, ইহা ঐ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বোধিত। পক্ষান্তরে প্রযাজাদি
যে সমস্ত বাগ আছে, সেগুলি ফলহীন অথচ প্রধানের আকাঙ্ক্ষাপূরক। এই
কারণে “তৎসন্নিধৌ অসংযুক্তং তদঙ্গং শ্রাৎ”—ফলবৎ আগ্নেয়াদি প্রধান কর্মের সমীপে
বিহিত ঐ সমস্ত অফল প্রযাজাদি কর্তৃ তাহারই অঙ্গ। ইতি আশঙ্কাপরিহার।

গুণাশ্চ নামসংযুক্তা বিধীয়ন্তে নাস্ত্যেযুপপত্তন্তে ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। “নামসংযুক্তাঃ”—নামসংযুক্ত অর্থাৎ প্রধানের
নামসংযুক্ত, “গুণাঃ চ”—গুণসকলও, “বিধীয়ন্তে”—বিহিত হয়, “নাস্ত্যেযু”
অঙ্গ (না থাকিলে), “ন উপপত্তন্তে”—ইহা সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন এই
যে, “চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীমভিমুশেৎ পঞ্চহোত্রামাবাস্তাম্” এই বাক্যে পৌর্ণমাসী
এবং অমাবাস্তা এই দুইটির নাম উল্লেখ করিয়া চতুর্হোত্রিমর্শন (৩৭।৪র্থ
অধিকরণে দ্রষ্টব্য) এবং পঞ্চহোত্রিমর্শনরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত
হয় না। যদি উহাদের কতকগুলি অঙ্গ না থাকে—উহাদের ভিতর অঙ্গপ্রধান

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা দর্শনম্

৭৭৭

বিভাগ না থাকে। যে হেতু, এখানে পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্তা এই দুইটি নামে ত্রিকল্পাত্মক আগ্নেয়াদি ছয়টি বাগই উক্ত হইয়াছে।

তুল্যা চ কারণশ্রুতিরন্থৈরঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “কারণশ্রুতিঃ”—প্রধান কর্মেরও যে অঙ্গশ্রুতি তাহা, “তুল্যা চ”—তুল্য অর্থাৎ অঙ্গ এবং প্রধানে সমানভাবেই আছে, “অন্থৈঃ অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধঃ”—যে হেতু অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ অন্তের সহিত রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা অনুভাষণ শব্দ। পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত “অবিশিষ্ট তু” ইত্যাদি শব্দে যে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারই অনুভাষণ অর্থাৎ স্মরণার্থে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

উৎপত্তাবতিসম্বন্ধস্তস্মাদঙ্গোপদেশঃ স্মৃতাং ॥ ৩৭ ॥

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “উৎপত্তৌ অভিসম্বন্ধঃ”—উৎপত্তি বিষয়ের অভি-
সম্বন্ধ অর্থাৎ উৎপত্ত্বের সাদৃশ্য (বিবক্ষিত), “তস্মাৎ”—সেই কারণে,
“অঙ্গোপদেশঃ স্মৃতাং”—মন্ত্রের অঙ্গবাচক শব্দের সহিত আগ্নেয়াদি প্রধান
বাগের তুলনা।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গের সহিত সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে বলিয়া যদি
আঘাৱাদি অঙ্গ কর্ম হয়, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গের সহিত সাদৃশ্য আছে
বলিয়া আগ্নেয়াদি প্রধান বাগও অঙ্গ হইয়া পড়িবে, এই প্রকার আপত্তির উত্তরে
সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “উৎপত্তৌ অভিসম্বন্ধঃ”—শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গের সহিত যে
আগ্নেয়াদি প্রধান বাগের তুলনা করা হইয়াছে, তাহাতে উৎপত্তি-সাদৃশ্যই
বিবক্ষিত। যেমন গর্ভমধ্যে প্রথমে ভ্রূণের মস্তক, পরে মধ্যমাংশ এবং শেষে
পদাদি জন্মে, সেইরূপ দর্শপূর্ণমাসেও প্রথমে আগ্নেয়, মধ্যে উপাংশুযাজ ও শেষে
অগ্নীষোমীয় হয়। এই প্রকার সাদৃশ্যই এখানে বিবক্ষিত বলিয়া এখানে অঙ্গের
সহিত তুলনা হইলেও আগ্নেয়াদির প্রধানত্বের কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু
আঘাৱাদির যে সাদৃশ্য, তাহা একরূপ নহে।

তথা চ অন্ত্যর্থদর্শনম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা চ”—সেইরূপ, অর্থাৎ আগ্নেয়াদির প্রধানত্ব-বোধক, “অন্ত্যর্থদর্শনম্”—অন্ত্যর্থদর্শন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয়াদি যাগগুলি প্রধান হইলে তবেই “চতুর্দশ পূর্ণমাস্ত্র্যমাহতয়ঃ ত্রয়োদশমাস্ত্র্যমাহতয়ঃ” অর্থাৎ পূর্ণমাসে চৌদ্দটি এবং অমাবস্ত্র্য তেরটি মাত্র আহুতি ইত্যাদি বচন উপপন্ন হয়, অন্তথা উহা সঙ্গত হয় না। এতএব, “চতুর্দশ পূর্ণমাস্ত্র্যমাহতয়ঃ” ইত্যাদি বচনের অন্ত্যর্থদর্শন হইতেও ইহা সিদ্ধ হয় যে, আগ্নেয়াদি প্রধান এবং আধারাদি অপ্রধান বা তাহার অঙ্গ। ইতি ১১শ আধারাদির অঙ্গতাধিকরণ।

জ্যোতিষ্টোমে তুল্যান্ত্রবিশিষ্টং হি কারণম্ ॥ ৩৯ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “জ্যোতিষ্টোমে”—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে, “তুল্যানি—(কর্ম্ম সকল) তুল্য অর্থাৎ সমপ্রধান, “হি”—যে হেতু, “কারণম্ অবিশিষ্টং”—(প্রধানত্বের) কারণ (যে ফলসম্বন্ধ তাহা সকল কর্ম্মগুলির মধ্যে) অবিশিষ্ট অর্থাৎ তুল্যপ্রকার।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত” এই বাক্যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। আর সেই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে ঐন্দ্রবায়ব-গ্রহাদি সোমবাগ, দীক্ষণীয়া প্রভৃতি ইষ্টিবাগ এবং অগ্নীষোমাদি পশুবাগ বিহিত হইয়াছে। জ্যোতিষ্টোমের এই যে ইষ্টি, পশু এবং সোমবাগ, ইহার সকলেই কি প্রধান অথবা কেবল মাত্র সোমবাগই প্রধান—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“জ্যোতিষ্টোমে তুল্যানি”—রাজস্বয়ের দ্বারা জ্যোতিষ্টোমেরও সকল যাগগুলিই তুল্য অর্থাৎ সমপ্রধান। কারণ, “অবিশিষ্টং হি কারণম্”—প্রাধাত্ত্বের কারণ হইতেছে ফলসম্বন্ধ; আর “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত” এই বাক্যে বাগ হইতেই ফলপ্রাপ্তি বুঝাইতেছে। আর ইষ্টি, পশু এবং সোম সব গুলিই বাগই হইতেছে। অতএব প্রধানত্বের কারণ যে যাগত্ব, তাহা যখন সবগুলিতেই অবিশিষ্ট, তখন দীক্ষণীয়াদি সকল যাগগুলিই প্রধান। ইতি পূর্বপক্ষ।

৪র্থ পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৭৭৯

গুণানাং তুংপত্তিবাক্যেন সম্বন্ধাৎ কারণশ্রুতিস্তস্মাৎ

সোমঃ প্রধানঃ স্মাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “গুণানাং”—গুণ সকলের অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রভৃতি স্তোম সকলের, “তুং”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “উংপত্তিবাক্যেন সম্বন্ধাৎ”—উংপত্তিবাক্যে অর্থাৎ ফলসম্বন্ধবোধক বাক্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, “কারণশ্রুতিঃ”—তাহাই বিশিষ্ট কারণ অর্থাৎ প্রধানের কারণ, “তস্মাৎ”—অতএব, “সোমঃ প্রধানঃ স্মাৎ”—সোমই প্রধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “সোমঃ প্রধানঃ স্মাৎ”—জ্যোতিষ্টোমে সোমবাগই প্রধান হইবে। ইহার কারণ, “গুণানাং উংপত্তিবাক্যেন সম্বন্ধাৎ”—উংপত্তিবাক্যে যে জ্যোতিষ্টোম শব্দটি আছে, তাহাই নামধেয়রূপে বাগের সহিত সামান্যাদিকরণে অধিত হইয়া থাকে। আর ‘জ্যোতিঃ’শব্দগুণ হইয়াছে স্তোম সকল বাহাতে’ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে “ত্রিবিংপঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশ এতানি বা তানি জ্যোতীষি ব এতন্ত স্তোমাঃ” এই শ্রুতিবাক্যমতে ত্রিবিংপঞ্চদশ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ স্তোম (গেয় স্তোত্রবিশেষ) সকলই তথায় যজ্ঞের প্রকাশক বলিয়া ঐগুলি ‘জ্যোতিঃ’ এই নামে অভিহিত হয়। আর স্তুত্যাদিবসে অনুষ্ঠেয় শুদ্ধ সোমবাগেই ঐ স্তোমসকল আছে, কিন্তু তদন্তর্গত ইষ্টি অথবা পশুবাগে স্তোম নাই। এই কারণে সেইগুলি উংপত্তিবাক্যবোধিত জ্যোতিষ্টোমনামক বাগের সহিত সামান্যাদিকরণে অধিত হইতে পারে না বলিয়া কলের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নাই; স্তুতরাং ঐগুলি প্রধান নহে, কিন্তু সোম-বাগই প্রধান। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা চ”—সেইরূপ, “অত্থার্থদর্শনম্”—অত্থার্থদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপক (আছে)।

ভাব্যভাবার্থ। এই প্রকারে সোমবাগের প্রাধাত্য স্থাপিত হইলে “শিরো বা এতদ্বজ্জন্ত যদীক্ষণীয়া” অর্থাৎ “এই যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি, ইহা বজ্জের শিরঃস্বরূপ” ইত্যাদি প্রকার ঋতিবাক্যসকল দীক্ষণীয়া প্রভৃতির প্রথমভাবিত্ব এবং অঙ্গত্ব স্থচিত করিয়া দেয়। আরও দীক্ষণীয়্য চতুর্বিংশতিমান হিরণ্য দক্ষিণা, কিস্ত প্রায়ণীয়ায় দুই প্রস্থ চতুর্বিংশতিমান হিরণ্য দক্ষিণা, এই প্রকার যে বৈগুণ্য বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সবগুলিরই যদি সমপ্রাধাত্য থাকে, তাহা হইলে সম্ভব হয় না। অতএব সোমবাগই প্রধান। ইতি ১২শ সোমবাগেরই প্রধানত্বাধিকরণ (জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষণীয়াদির অঙ্গত্বাধিকরণ) *

ইতি মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ব্যোগেন্দ্রনাথশর্মাশ্রীচরণান্তেবাসি-

শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাশ্রজ-শ্রীভূতনাথ শর্মাকৃত

মীমাংসা-ভাষ্য-ভাবার্থানুবাদে

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

* এই পাদে যে সকল অঙ্গত্ব এবং প্রধানত্ব বিচারিত হইল, সেগুলি সমস্তই প্রয়োজকত্ব নিরূপণ করিবার জন্ত বুলিতে হইবে; কারণ, তাহা না হইলে অধ্যায়সম্বন্ধি থাকে না। আর অঙ্গগুলি যদি প্রধান হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রয়োজকতার ফলে অনুষ্ঠানে এবং দ্রব্যাদিতে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য হইয়া পড়ে। আর সেই তারতম্যে ফলেরও অব্যবস্থা হইতে পারে। এই কারণে প্রয়োজকত্বনিরূপণার্থেই সেই সেই স্থলে অঙ্গপ্রধানভাব বিচারিত হইয়াছে। অতএব অঙ্গত্বনিরূপ্তিপ্রধান তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়ের সাক্ষ্য হইতেছে না।

অর্থ পঞ্চমেধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ।

শ্রুতিলক্ষণমানুপূর্ব্যং তৎপ্রমাণত্বাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থঃ। “আনুপূর্ব্যম্”—আনুপূর্ব্য অর্থাৎ ক্রম, “শ্রুতি-
লক্ষণম্”—শ্রুতিবোধিত, “তৎপ্রমাণত্বাৎ”—যে হেতু শ্রুতিই ধর্মের প্রমাণ।
অথবা “শ্রুতিলক্ষণম্” অর্থ শ্রবণ জ্ঞান এবং “তৎপ্রমাণত্বাৎ” অর্থ তাহাই
অর্থ্যাৎ স্বাচ্ প্রত্যাদিই তাহার অর্থ্যাৎ ক্রমের প্রমাণ। সিদ্ধান্তঃ।

ভাষ্যভাবার্থঃ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎপত্তি বিধির আলোচনাপূর্বক
অনুষ্ঠেয় কর্মসকলের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাদের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠেয়ত্ব স্থাপিত
হইয়াছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিনিয়োগবিধিবিচারমূলক শেষশেষিভাব আলো-
চনাপূর্বক অঙ্গদ্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োগবিধির
অনুসরণ করিয়া প্রযুক্তিবিচার অর্থ্যাৎ প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাব সুনিরূপিত হইল।
এইরূপে অতীত তিনটি অধ্যায়ে অনুষ্ঠেয় কর্মের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।
এক্ষণে এই অধ্যায়ে সেই অনুষ্ঠেয় কর্মসকলের অনুষ্ঠানের ক্রম কি, তাহারই আলো-
চনা হইবে। যে হেতু, অনুষ্ঠেয় বিষয়ের জ্ঞান হইলে তদনন্তর তাহার অনুষ্ঠান ক্রমের
বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। আর এই যে অনুষ্ঠানক্রম, বাহার বিষয় এই
অধ্যায়ে বিচার করা হইবে, তাহা প্রয়োগবিধিরই বিষয়। প্রয়োগের অর্থ্যাৎ
অনুষ্ঠানের আনন্তর্য্য বা ক্রমবোধক যে বিধি, তাহার নাম প্রয়োগবিধি।

শ্রুতিমধ্যে দ্বাদশাহনামক সত্রপ্রকরণে “অধ্বর্যুর্গৃহপতিঃ দীক্ষয়িত্বা ব্রহ্মাণঃ
দীক্ষয়তি” ইত্যাদি বচনে গৃহপতি (বজ্রমান), ব্রহ্মা প্রভৃতির দীক্ষা বিহিত
হইয়াছে। আবার শ্রুতিমধ্যে ইহাও বলা হইয়াছে, “যে বজ্রমানান্তে ঋত্বিজঃ”
অর্থ্যাৎ সত্রে বাহার্য্য বজ্রমান তাহারাই ঋত্বিক্। গৃহপতি, ব্রহ্মা, উদগাতা প্রভৃতির
দীক্ষারূপ যে কর্মগুলি, তাহাদের নিয়মিত ক্রম আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে
পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ক্রমের বোধক কোনও প্রমাণ না থাকায় উহাদের কোনও
ক্রমই থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “শ্রুতিলক্ষণ-
মানুপূর্ব্যম্”—ঐ যে আনুপূর্ব্য অর্থ্যাৎ ক্রম, উহা শ্রুতিবোধিতই হইতেছে; কারণ,

কৰ্ম এবং তাহার অনুষ্ঠান যেমন শ্রুতিমূলক, অনুষ্ঠানের ক্রমও সেইরূপ শ্রুতিমূলকই হইয়া থাকে। ইতি ১ম ক্রমনিরূপাধিকরণে শ্রুতিবলীয়ত্বায়া ১ম বর্ণক।

এই যে দীক্ষাদি পদার্থের অনুষ্ঠানের ক্রম উহা বিধেয় কি অবিধেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, ক্রিয়াই বিধেয় হইয়া থাকে; কিন্তু ক্রম ক্রিয়াত্মক নহে; সুতরাং তাহা বিধেয় হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “দগ্না জুহোতি” ইত্যাদি বাক্যে দধি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন ‘দধিসাধনক হোম করিবে’ এই প্রকারে ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রমও ‘এই ক্রমে অনুষ্ঠান করিবে’ এই প্রকারে ক্রিয়ার বিশেষণরূপেই বিহিত হয়। ইতি ২য় বর্ণক।

পূর্বোদাহৃত “অধ্বৰ্যুর্গৃহপতিঃ দীক্ষয়িত্বা ব্রহ্মাণং দীক্ষয়তি” ইত্যাদি বাক্যে কি দীক্ষাই বিহিত হইয়াছে, আর ক্রম পাঠানুসারে অর্থতঃপ্রাপ্ত—অথবা শ্রুতিবলে ক্রমই বিহিত হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে ‘দীক্ষয়েৎ’ এই পদবোধিত শ্রুতির দ্বারা দীক্ষাই বিহিত হইয়াছে। কারণ, ক্রম বাক্যার্থস্বরূপ বলিয়া শ্রুতির বিধায়কতা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে “যে ঋত্বিজঃ তে বজ্রমানাঃ” এই বাক্যবলে সকল ঋত্বিক পুরুষই যখন সত্রে বজ্রমান, তখন তাহার দীক্ষাও অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত; এই কারণে পুনরায় আর দীক্ষার বিধি হইতে পারে না। এই কারণে এস্থলে বাক্যাবগত যে পাঠানুসারী বিশেষ বিশেষ ক্রম, তাহা অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাই এস্থলে নিয়মিত অর্থাৎ নিয়মরূপে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ ক্রম অনুসারেই দীক্ষা কর্তব্য। ইতি ৩য় বর্ণক।

অর্থোচ্চ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থাৎ চ”—অর্থ অনুসারেও অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারেও আনুপূর্ব্যক্রম ক্রম বিহিত হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “অগ্নিহোত্র জুহোতি যবাগুং পচতি” অর্থাৎ “অগ্নিহোত্রে হোম করিবে, যবাগু পাক করিবে”। এ স্থলে কি ক্রমের কোনও নিয়ম আছে? অর্থাৎ পাঠানুসারে কি প্রথমে হোম এবং পরে যবাগুপাক করণীয় অথবা প্রথমে যবাগুপাক পরে হোম কর্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এতাদৃশ স্থলে ক্রমের নিয়ামক কিছু নাই বলিয়া ক্রম বিহিতই নাই। সুতরাং স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে। ইহার উত্তরে

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অর্থাৎ চ”—একপ স্থলে প্রয়োজন অনুসারে ক্রম নিয়মিত হইবে। আর হোম সম্পাদন করিবার জন্তই যবাগুপাক করা হয়। সুতরাং প্রথমে যবাগুপাক না হইলে যবাগু দ্বারা হোম হইতে পারে না। এই কারণে এখানে অর্থক্রম আদরগীর অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে প্রথমে যবাগুপাক, পরে হোম কর্তব্য; এই প্রকারে ক্রমনিয়ম হইবে। ইতি ২য় অর্থক্রমনিয়মাধিকরণ।

অনিয়মোহন্যত্র ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “অত্ৰ”—অত্ৰস্থলে, “অনিয়মঃ”—নিয়ম নাই। অর্থাৎ ক্রমবোধক প্রমাণের অভাবস্থলে ক্রম ইচ্ছাধীন। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের যাজমানকাণ্ডে প্রযাজানুমন্ত্রণমন্ত্র সকল পঠিত হইয়াছে। “বসন্তযজুনাং প্রীগামি” ইত্যাদি মন্ত্র সকলকে প্রযাজানুমন্ত্রণমন্ত্র বলা হয়। এই মন্ত্রগুলির পাঠের ক্রম আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, আগ্নেয়, উপাংশুবান্ধ প্রভৃতির অনুমন্ত্রণে যেমন নিয়মিত ক্রম আছে, এস্থলেও সেইরূপ নিয়মিত ক্রম অবশ্যই থাকিবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অনিয়মঃ অত্ৰ”—এতাদৃশ স্থলে ক্রমনিয়ম নাই। কারণ, এস্থলে ক্রমের কোনও নিয়ামক নাই। যে হেতু এস্থলে পাঠ অনুসারে যে ক্রম নিয়মিত হইবে তাহা হইতে পারে না, কারণ, শাখান্তরে ঐ মন্ত্র সকলের ব্যুৎক্রমে পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর অর্থক্রম যে হইবে, তাহাও সম্ভব নহে, যে হেতু, ক্রম আশ্রয় না করিলে যেমন যবাগুর হোমার্থভারূপ প্রয়োজন নষ্ট হয়, সেরূপ এস্থলে ব্যুৎক্রমে অনুমন্ত্রণ করিলে কোনও প্রয়োজনেরই হানি হয় না। এই কারণে যেস্থলে কোনও নিয়ামক প্রমাণ নাই, তথায় ক্রমনিয়ম নাই অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কোন ক্রমে কর্তব্য করা যায়। ইতি ৩য় ক্রমনিয়মাধিকরণ।

ক্রমেণ বা নিয়ম্যেত ক্ৰত্বেকত্বে তদগুণত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকল্পার্থ। “ক্রমেণ”—ক্রম অনুসারে অর্থাৎ পাঠক্রম অনুসারে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যবর্তক, “নিয়ম্যেত”—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হয়, “ক্ৰত্বেকত্বে”—ক্রতুর একত্ব থাকিলে, “তদগুণত্বাৎ”—যে হেতু (পাঠক্রমও) তাহার অর্থাৎ অনুষ্ঠানের গুণ বা অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে “সমিধো যজতি”, “তনূনপাতং যজতি” ইত্যাদি বাক্যে সমিদ্‌বাগ, তনূনপাৎ-বাগ প্রভৃতি পাঁচটি প্রযাজ উপদিষ্ট হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোনও ক্রমনিয়ম আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে যখন ক্রমনিয়ামক কোনও শাস্ত্রবচন নাই, তখন এখানে ক্রমনিয়ম থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ক্রত্বেকত্বে ক্রমেণ নিয়ম্যেত”—এস্থলে ক্রতুর একত্ব রহিয়াছে, সবগুলি মিলিয়া যখন একই দর্শপূর্ণমাস ক্রতু সম্পাদন করে, তখন সকলগুলিরই অনুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া পাঠক্রম অনুসারেই উহাদের অনুষ্ঠান হইবে—যে ক্রম অনুসারে পাঁচটি প্রযাজ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রম অনুসারেই উহাদের অনুষ্ঠান হইবে। যেমন স্নান করিবে, অল্পলেপন করিবে, ভোজন করিবে, বলিলে স্নানাদি ক্রিয়ার উক্তি অনুসারে পারস্পর্য বুঝায়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

অশাদ ইতি চেৎ শ্রাদ্ বাক্যশব্দত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “অশাদঃ”—ক্রম অশাদ অর্থাৎ শব্দগম্য নহে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়, “শ্রাদ্”—হইবে অর্থাৎ শব্দবোধ্য হইত, “বাক্যশব্দত্বাৎ”—যদি বাক্যের অভিধায়কতা থাকিত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এই যে পাঠক্রম, ইহাকে বাক্যবোধ্যই বলিতে হয়, কারণ, এ স্থলে বাক্য অনুসারেই অনুষ্ঠানের ক্রম স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু তদভূতাদিকরণে (১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৭ম অধিকরণে) প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, বাক্য বাক্যার্থের অভিধায়ক নহে। সুতরাং তদনুসারে পাঠক্রমও অশাদ—উহা শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। অতএব পাঠ অনুসারে ক্রম স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পাঠক্রম অপ্রামাণিক ইতি আশঙ্কা।

অর্থকৃতে বানুমানং শ্রাৎ ক্রত্বেকত্বে পরার্থত্বাৎ স্মেন
ত্বর্থেন সম্বন্ধস্তশ্রাৎ স্বশব্দমুচ্যেত ॥ ৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থকৃতে”—যাহা অর্থকৃত অর্থাৎ অর্থাপত্তিসিদ্ধ
তাদৃশ ক্রমে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “অনুমানং শ্রাৎ”—অনুমান

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৭৮৫

হইবে অর্থাৎ পাঠক্রম অনুসারে ব্যবস্থা হইবে, “ক্রত্বেকত্বে”—ক্রতুর একত্ব থাকিলে, “পরার্থত্বাৎ”—যেহেতু বেদ পরার্থ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের জগ্ৰহী (অবলম্বনীয়), “স্বেন অর্থেন তু সম্বন্ধঃ”—স্বসম্বন্ধী যে অর্থ অর্থাৎ অনুষ্ঠানকালীন যে অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, “তস্মাৎ স্বশব্দম্ উচ্যতে”—সেই কারণে অনুষ্ঠানবোধক শব্দের দ্বারাই অর্থাৎ পূর্বাগরভাবে অবস্থিত বিধিবাক্যের দ্বারাই (পাঠক্রম) উক্ত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন—পাঠক্রম বাক্যবোধ্য নহে বলিয়া অশাব্দ, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, বাক্যের অভিধায়কতা না থাকিলেও বাক্যার্থ যেমন অশাব্দ নহে, কারণ, পদাভিহিত পদার্থ দ্বারাই বাক্যার্থ বোধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পদার্থ সকলের ক্রমও বাক্যার্থের জ্ঞান পদ হইতেই প্রত্যা-
ন্বিত হয়। আরও স্বাধ্যায়বিধিবলে যেমন অনববুদ্ধ পদার্থ সকলও গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই পদার্থাশ্রিত যে ক্রম, তাহাও পূর্বে গৃহীত ছিল না বলিয়া তাহাও অধ্যয়নবিধিবলে গৃহীত হইয়া থাকে। একটি প্রধান কর্ণে যে সকল বহু অবাস্তব কর্ণ আছে, সেগুলি যে এক জন অধ্যয়্য কর্তৃক যুগপৎ অল্পশ্রিত হইতে পারে না, তাহা সুনিশ্চিত। এই কারণে তথায় ক্রম অর্থাৎপত্তি-
সিদ্ধ—আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর অনুষ্ঠানকালে যুগপৎ সকল মন্ত্রের অথবা বিধিবাক্যের স্মরণ হয় না, কিন্তু একটির পর অপর একটি, এই প্রকার পারম্পর্য্য অনুসারেই তাহাদের উপস্থিতি হইয়া থাকে, ইহাও সুনিশ্চিত। আর সেই অধ্যয়নগৃহীত যে পারম্পর্য্য, তাহার বাধের কোনও কারণ না থাকিলে তাহাকে লঙ্ঘন করা জ্ঞানসম্ভব হয় না। এই কারণে “সমিধো বজ্রতি,” “তনুনপাতঃ বজ্রতি” ইত্যাদি বাক্য সকল অধ্যয়নবিধিবলে স্বাধ্যায়-
গ্রহণকালে যে ক্রমে গৃহীত হইয়াছে, কশ্মলানুষ্ঠানকালে তাহাদের সেই ক্রমেই উপস্থিতি অর্থাৎ স্মরণ হয় বলিয়া, সেই ক্রমেই ঐ সকল কর্ণ অল্পশ্রিত। আর স্বাধ্যায়গৃহীত যে ক্রম, তাহাকেই পাঠক্রম বলা হয়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তথা চান্ভ্যর্থদর্শনম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ, “অন্ত্যর্থদর্শনং চ”—অন্ত্যর্থ-
দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ণানুষ্ঠানে পাঠক্রমও যে আদরণীয়, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “তথাচ অন্ত্যর্থদর্শনম্”। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “অভিচারতা প্রতিলোম হোতব্যম্” অর্থাৎ “অভিচারকারী ব্যক্তি প্রতিলোম হোম করিবে।” এই বাক্যটি প্রতিলোমহোমবিসম্বন্ধ বলিয়া পাঠক্রমের ভ্রাপক। কারণ, অনুলোম হোম না থাকিলে প্রতিলোম হোমের বিধান হইতে পারে না। আর পাঠক্রম অনুসারে হোমের পারম্পর্য্য অর্থাৎ ক্রম নিয়মিত থাকিলে তবেই অনুলামতা বা প্রতিলোমতা সম্ভব হয়, যে হেতু বাদৃচ্ছিক অনিয়মিত হোমের মধ্যে অনুলামতা এবং প্রতিলোমতা উভয়ই সমান। অতএব কর্ণানুষ্ঠানে পাঠক্রমও আদরণীয়। ইতি ৪র্থ পাঠক্রমনিয়মাদিকরণ।

প্রবৃত্ত্যা তুল্যকালানাং গুণানাং তদুপক্রমাৎ ॥ ৮-১ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তুল্যকালানাং গুণানাম্”—যে সমস্ত সংস্কারের অনুষ্ঠান তুল্যকাল অর্থাৎ একই সময়ে প্রাপ্ত সেইগুলির আচরণ, “প্রবৃত্ত্যা”—প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারে হইবে, “তদুপক্রমাৎ”—যেহেতু তদুপক্রম অর্থাৎ প্রধানের উপক্রম অর্থাৎ প্রত্যাসত্তি বা নৈকট্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে বাজপেয় যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—“সপ্তদশ প্রাজ্ঞাপত্যান্ পশূন্ আলভেত” অর্থাৎ “প্রজ্ঞাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে সতরটি পশুর আলম্বন করিবে।” এই যে সতরটি পশু, ইহাদের উপা-করণ, নিয়োজন প্রভৃতি সংস্কার কর্তব্য, ইহা অতিদেশবিধি বলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর উপাকরণরূপ সংস্কারটি যে কোনও একটি পশু হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সতরটি পশুতেই সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা অগ্রে (দ্বিতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে) প্রতিপাদিত হইবে। পরে সেই উপাকৃত পশুগুলির নিয়োজনাदि অন্যান্য সংস্কার করিতে হয়। এই যে নিয়োজন প্রভৃতি সংস্কার, ইহার কোনও নিয়ম আছে কি না, অর্থাৎ ইহাও উপাকরণ-সংস্কারের দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে সতরটি পশুর যে কোন একটি হইতে আরম্ভ করা যাইবে কি না, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এখানে উপাকরণ নামক সংস্কারটি যেমন স্বেচ্ছানু-সারে করা হয়, কারণ, ‘ঈদৃশ পশুতে আরম্ভ করিয়া ঈদৃশ পশুতে উপাকরণ সমাপ্ত

করিতে হইবে' এতাদৃশ নিয়মবোধক কোনও শাস্ত্রবচন নাই, সেইরূপ উপাকৃত পশুগণের যে নিয়োজনাদি সংস্কার করণীয়, তাহারও ক্রমনিয়ামক শ্রুতি, অর্থ অথবা পাঠক্রম না থাকায় এস্থলে বাদৃচ্ছিক ভাবেই নিয়োজনাদি সংস্কারগুলি অনুষ্ঠেয়।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “প্রবৃত্ত্যা”—এতাদৃশ স্থলে প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারেই নিয়োজনাদি কর্তব্য—যে পশু হইতে যে ক্রমে উপাকরণ সংস্কারটি আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই পশু হইতে আরম্ভ করিয়াই সেই পারম্পর্য অনুসারে সকল পশুগুলির নিয়োজনাদি অপরাপর সংস্কারগুলি সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ, “তুল্যকালানাং গুণানাং তদুপক্রমাৎ”—ইহাতে গুণসকল যুগপৎপ্রাপ্ত বলিয়া তুল্যকালে অনুষ্ঠেয় হওয়ায় প্রধানের সহিত তাহাদের প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নৈকট্য থাকে। অভিপ্রায় এই যে, গুণ অর্থাৎ অঙ্গসকল প্রধানের প্রত্যাসন্নই হইবে অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধানের কালিক বিপ্রকর্ষ (দূরত্ব) থাকিবে না—ইহাই প্রয়োগবিধির তাৎপর্য। আর সতরটি পশুর সহালম্বন (যুগপৎ বধ) বিহিত বলিয়া তাহাদের সবগুলিরই অঙ্গত্ব যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাদের ধর্ম যে নিয়োজনাদি সেগুলিতে যে বোলটি উপাকরণ পদার্থের ব্যবধান, তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত; কারণ, তাহা না হইলে শাস্ত্রে যে সতরটি পশুর আলম্বন বিহিত হইয়াছে এবং তাহার যে নিয়োজনাদি অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, সবগুলিরই যুগপৎ উপাকরণ, যুগপৎ নিয়োজন প্রভৃতি করা উচিত। কিন্তু অধ্বর্যু একক তাহা করিতে পারেন না বলিয়া, আনন্তর্য্যে একটির পর আর একটির উপাকরণ করিতে হয়। আর সতরটিরই উপাকরণ হইয়া গেলে, তদনন্তর সেই ক্রমে নিয়োজনাদি পরবর্তী অনুষ্ঠান সকল কর্তব্য হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রথম বাহার উপাকরণ হইয়াছিল, বোলটি পশুর উপাকরণের পর পুনরায় তাহারই নিয়োজন এবং তাহার পরে তৎপরবর্তীগুলির নিয়োজন করা বিধিসম্মত হয়। এই কারণে বোলটি পদার্থের যে ব্যবধান, তাহার নূনতা বা আধিক্য কোনটিই শাস্ত্রানুমত নহে। কিন্তু এই অঙ্গকর্মসকলের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের ব্যবধানই সহালম্বন-বিধিবলে প্রাপ্ত। এই জ্ঞাত যে পশু থেকে আরম্ভ করিয়া উপাকরণ সম্পাদন করা হইয়াছে, ঠিক সেই পশু হইতেই এবং ঠিক সেই পারম্পর্য্যেই যদি নিয়োজনাদি সংস্কার করা হয়, তাহা হইলে সকলগুলিতেই প্রধানের নৈকট্য থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সহিতও অন্যান্যতিরেকে বোলটি পদার্থের ব্যবধান থাকে। অত্যা কোনটির বা ষোড়শ পদার্থের অধিক আবার কোনটির বা ষোড়শ পদার্থের কম ব্যবধান হইয়া পড়ে। এই জ্ঞাত শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন,—

“প্রবৃত্ত্যা হি নিয়মেত প্রত্যাসত্তেরনুগ্রহাৎ ।

অন্থথা ব্যবধানং শ্রাদ্ধজ্ঞাতাধিকৈরপি ॥”

অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলে প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারেই অপরাপর অনুষ্ঠানের ক্রম নিরূপিত হইবে, যে হেতু, তাহা হইলে প্রধানের সহিত অপের প্রত্যাসত্তি এবং যুগপৎ প্রাপ্ত অঙ্গসকলেরও পরস্পরের নৈকট্য রক্ষিত হয়; অন্থথা শাস্ত্রানুসমোদিত অধিক (অথবা অল্প) পদার্থের ব্যবধান হইয়া পড়ে। অতএব এতাদৃশ স্থলে প্রবৃত্তিক্রমই অনুষ্ঠানের নিয়ামক হইবে বলিয়া তদনুসারেই সংস্কার কর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

সর্বমিতি চেৎ ॥ ৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বম্”—সমস্তগুলি অর্থাৎ সকল সংস্কারগুলি (এক একটিতে সম্পাদন করা হইবে), “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, একটি পশুতে উপাকরণ নিয়োজনাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়া পরে অপর একটি পশুতে সেইগুলি অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপে সতরটি পশুরই সংস্কার করা হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নাকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, “নাকৃতত্বাৎ”—যে হেতু তাহাতে কৃত হইবে না অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ যে সহাগন্তন তাহা অনুষ্ঠিত হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ন”—পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, “নাকৃতত্বাৎ”—উহা বিধি নহে; যে হেতু “সহ পশুনালাভতে” এই বচনে বাজপেয় বাগে পশুসকলের সংস্কার সহযোগে কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সেই যে সাহিত্যে অনুষ্ঠান তাহা একক অধ্বয্যুর পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়া আনন্তর্ভেদ্য দ্বারা ষোড়শ পদার্থের অনুষ্ঠান হেতু ষোড়শক্ষণের ব্যবধানও শাস্ত্রসিদ্ধ—ইহাতেও সেই সাহিত্যই পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু

একটিতে সকল সংস্কার সম্পন্ন করিয়া অপর একটিতে সকল সংস্কার সম্পাদন করিতে থাকিয়া এই ভাবে সতরটি পশুর সংস্কার করিলে সহানুভূতিরূপ শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ক্রত্বন্তরবদিতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “ক্রত্বন্তরবৎ”—অত্যাশ্রয় ক্রতুর ত্রায়, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী স্বোদ্যোতাবিত আশঙ্কা রক্ষা করিবার জ্ঞ পুনরায় বলিতেছেন, বাজপেয় স্থলে সতরটি পশুর সংস্কার সকল অতিদেশপ্রাপ্ত। সুতরাং সৌর্য, ঐন্দ্রায় প্রভৃতি যাগ যেমন অতিদেশ প্রাপ্ত হইলেও পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, এস্থলেও সেইরূপ এক একটি পশুর উপাকরণ, নিয়োজনাদি সংস্কারগুলি ইতরনিরপেক্ষভাবেই সম্পাদিত হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নাসমবায়াত্ ॥ ১২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, “অসমবায়াত্”—যেহেতু তথায় সমবায় অর্থাৎ সাহিত্য নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ন”—বাজপেয়ের প্রাজাপত্য পশুসকলের সংস্কার অতিদেশপ্রাপ্ত হইলেও তাহার অনুষ্ঠান অতিদেশপ্রাপ্ত সৌর্য এবং ঐন্দ্রায়বাগের সদৃশ হইবে না। কারণ, “অসমবায়াত্”—সৌর্য ও ঐন্দ্রায় যাগে পরস্পরের সাহিত্য শাস্ত্রবোধিত নহে এবং তথায় একের ইতিকর্তব্যতা অপরের অনুব্রূপও নহে। আর তথায় ক্রমও অর্থাপত্তিবলে লব্ধ হয় না। পক্ষান্তরে প্রাজাপত্য পশুসকলের ইতিকর্তব্যতা-সমূহ একই অতিদেশবিধির বিষয় বলিয়া এবং উহাদের সাহিত্যও শাস্ত্রবিজ্ঞাপিত বলিয়া সতরটি পশুতে এক একটি সংস্কার সম্পাদনের যে পারস্পর্য্য তাহা অর্থাপত্তি-সিদ্ধ হওয়ায় এস্থলে এক একটি পশুতে সমস্ত ইতিকর্তব্যতা নৈরন্তর্য্যে কর্তব্য হইবে না, কিন্তু প্রথমে সবগুলি পশুর উপাকরণ, পরে সেই উপাকরণের পারস্পর্য্য অনুসারে সকলগুলিরই নিয়োজন এবং তৎপরে ঐ ভাবে অপরপার সংস্কারগুলি

অল্পষ্ঠেয় হইবে। অতএব এতাদৃশ স্থলে ক্রম অর্থাপত্তিসিদ্ধ বলিয়া তাহাই প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যবস্থিত হইবে। ইতি ৫ম প্রবৃত্তিক্রমনিয়মাধিকরণ।

স্থানাচ্চোৎপত্তিসংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্থানাৎ চ”—স্থান অর্থাৎ সন্নিধি বোধিত উপস্থিত অনুসারেও (ক্রম ব্যবস্থিত হয়), “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—যেহেতু (সবনীর) উৎপত্তিদশায় তাহার অবগতি হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সাত্ত্বিক নামক এক প্রকার সোমমাংস আছে। তৎপ্রকরণে ঞ্জতি বলিতেছেন, “সহ পশুনালভতে” অর্থাৎ আলভ্য (বধ) তিনটি পশুকে এক সঙ্গে আলভন করিবে। ইহা বিকৃতি যাগ, স্ততরাং প্রকৃতিবাগের ধর্ম সকল ইহাতে অতিদৃষ্ট হইবে। আর প্রকৃতিবাগে ঔপবস্যাধিনে অগ্নীষোমীয় পশু, স্তত্যাধিবসে সবনীয় পশু এবং অবভৃথান্তে অনুবধ্য পশু বধ করা হয়। কিন্তু এই সাত্ত্বিকমাংসে বলা হইয়াছে যে, তিনটি পশুকে একসঙ্গে বধ করিতে হইবে। আর তিনটি পশুর এই যে সহালভ্যবিধি, ইহা স্তত্যাধিবসে আশ্বিন নামক গ্রহের (সোমাহুতির পাত্রবিশেষের) যে কৃত্য আছে, তাহারই পরে উপদৃষ্ট হইয়াছে। আলভ্যের পূর্বে আলভ্য পশুর উপাকরণাদি সংস্কার করিতে হয়। আর পূর্ব অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অনেকগুলি পশু যুগপৎ প্রাপ্ত হইলে যে ক্রমে প্রথম সংস্কার অর্থাৎ উপাকরণ করা হইয়াছে, প্রবৃত্তিক্রমের নিয়ামকতা হেতু সেই ক্রমেই নিয়োজনাদি অপরাপর সংস্কারগুলি ব্যবস্থিত হইবে—কিন্তু সেইগুলি যাদৃচ্ছিক ক্রমে অল্পষ্ঠিত হইবে না; তবে প্রথম সংস্কার যে উপাকরণ, তাহা যাদৃচ্ছিকই হইবে।

স্তত্যাধিবসে সহ-আলভ্য এই যে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং অনুবধ্য পশু, ইহাদের উপাকরণরূপ প্রথম সংস্কারটি কি পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মে যাদৃচ্ছিক হইবে, অথবা ইহারও কোন নিয়ামক আছে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, নিয়ম সম্ভব হইলে যখন যাদৃচ্ছিকতা অর্থাৎ অনিয়ম স্বীকার করা গ্রাহ্য হয় না, আর পাঠক্রমের নিয়ামকতা অনুসারেই যখন এখানে ক্রমনিয়ম সম্ভব হয়, তখন পূর্বতর-অধিকরণোক্ত গ্রাহ্যানুসারে অগ্নীষোমীয় পশুরই উপাকরণ প্রথমে কর্তব্য; তদনন্তর সবনীয় এবং অনুবধ্য পশুর উপাকরণ যথাক্রমে অল্পষ্ঠেয়। যদি বলা হয়—পূর্বাধিকরণোক্ত প্রাজাপত্য পশুর উপাকরণে এই নিয়ম অল্পস্থত হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব, তথায় পাঠক্রম

নিয়ামক হইতে পারে না; কারণ, সপ্তদশ প্রাজাপত্য পণ্ডর আলম্বন সহায়ুর্ভেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে প্রথম সংস্কার যে উপাকরণ, তাহার নিয়ামক নাই বলিয়া তাহা তথায় বাদৃচ্ছিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু নিয়োজনাদি সংস্কারগুলি প্রবৃত্তিক্রম অনুসারেই সম্পাদন করিতে হয়, যেহেতু, নিয়ম সম্ভব হইলে অনিয়ম অবলম্বনীয় নহে; আর প্রবৃত্তিক্রমই তথায় নিয়োজনাদির নিয়ামক। পক্ষান্তরে এ স্থলে যখন পাঠক্রম অনুসারে উপাকরণেই ক্রমনিয়ম হইতে পারে, তখন তাহা পরিত্যাগ করিবার কোনও সম্ভব কারণ নাই। অতএব সূত্রাদিবসেও প্রথমে অগ্নীষোমীয়, পরে সবনীয় এবং তৎপশ্চাৎ অনুবক্ষ্য পণ্ডর উপাকরণ এবং তদনুসারে নিয়োজনাদি কর্তব্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“স্থানাচ্”—এরূপ স্থলে স্থানই ক্রমনিয়ামক হইবে অর্থাৎ স্থান অনুসারে সবনীয় পণ্ডরই প্রথমে উপাকরণ হইবে। কারণ, “উৎপত্তিসংযোগাৎ”—প্রকৃতিযোগে সবনীয়ের উৎপত্তিবাক্যে উহারই সন্নিধি জনিত উপস্থিতি বোধিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, পাঠক্রমানুসারে অগ্নীষোমীয়েরই অনুষ্ঠান প্রথম প্রাপ্ত হইলেও “সহ পশুন আলভেত” এই শ্রুতির দ্বারা তাহার বাধ হইতেছে। সুতরাং অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং অনুবক্ষ্য এই তিনটিরই সংস্কার যুগপৎ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনটির উপাকরণ-সংস্কার প্রথম কর্তব্য, এই প্রকার সংশয় হইলে, যদি কোনও উপস্থাপক অর্থাৎ বিশেষ স্মারক না থাকে, তাহা হইলে সপ্তদশ প্রাজাপত্য পণ্ডর ত্রায় বাদৃচ্ছিকভাবে উপাকরণ করা যাইত। কিন্তু এখানে স্থানই উপস্থাপক হইতেছে; স্থান অর্থে উপস্থিতি বা কর্তব্যতান্বতি। শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সূত্রাদিবসে সবনীয়স্থানে উহাদের আলম্বন কর্তব্য। আর “আখিনং গ্রহং গৃহীত্বা সবনীয়ঃ পণ্ডরুপাকরোতি” ইত্যাদি বচনে আখিন নামক গ্রহের কৃত্য সমাপন হইলে সবনীয় পণ্ডরই উপস্থিতি অর্থাৎ স্মৃতি হইয়া থাকে; কারণ, প্রকৃতি অনুসারে আখিন গ্রহের অনন্তরই সবনীয়ের স্থান বলিয়া আখিন গ্রহ গ্রহণই উক্তবচনস্মরণ দ্বারা তদনন্তরভাবী সবনীয় পণ্ডর স্মারক। আর তদনুসারে সবনীয় পণ্ডই বুদ্ধিস্থ বলিয়া তাহারই উপাকরণ-সংস্কার প্রথমে কর্তব্য হয়। কারণ, অগ্নীষোমীয় চিরাতিপতিত বলিয়া তৎকালে তাহার উপস্থাপক অর্থাৎ স্মারক না থাকায় তাহা অস্মৃত, সুতরাং অনুপস্থিত বলিয়া অননুষ্ঠেয়। পরে সবনীয় পণ্ডর কৃত্য সমাপ্ত হইলে যখন অত্র কর্ণের প্রতীসন্ধান হয়, তৎকালে কর্ণাস্তর উপস্থিত না থাকায় বহুপূর্বক প্রতীসন্ধানে চিরাতিক্রান্ত অগ্নীষোমীয়ের স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং তদনন্তর অগ্নীষোমীয় এবং অনুবক্ষ্য এই দুইটি পণ্ডরও উপাকরণ অনুষ্ঠেয় হয়। আর ইহাদেরও পৌর্কীপর্ধ্যসংশয় হইলে প্রকৃতিদৃষ্ট পৌর্কীপর্ধ্য পরিত্যাগে

যখন কোনও হেতু নাই, তখন অগ্নীষোমীরের উপাকরণ প্রথমে এবং সবনীরের সংস্কার শেষেই কর্তব্য। অতএব স্থান অর্থাৎ উপস্থিতিও ক্রমের নিয়ামক। ইতি, ৬ষ্ঠ স্থান-ক্রমনিয়মাদিকরণ।

মুখ্যক্রমেণ বাঙ্গানাং তদর্থত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ সিঃ)

অঙ্গসংস্কারার্থ। “মুখ্যক্রমেণ”—মুখ্যক্রম অনুসারে (অঙ্গকর্মের ধর্ম সকলের অনুষ্ঠান হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “অঙ্গানাং তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু অঙ্গসকল প্রধানেরই জ্ঞাত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। চিত্রা যাগে যে সাতটি হবিঃ আছে, তন্মধ্যে চতুর্থ এবং পঞ্চম হবির্দ্রব্য সম্বন্ধে ঋতি বলিতেছেন, “সারস্বর্তো ভবতঃ” অর্থাৎ এই দুইটি হবির্দ্রব্য সারস্বত হইবে। আর “সরস্বতী চ সরস্বাংস্চ” এই প্রকার বিব্রহ করিয়া ‘একশেষ’ করিলে “সরস্বস্তো” হয়। আর “সরস্বস্তো দেবতে যয়োঃ তো” এই প্রকার অর্থের প্রত্যয় করিলে “সারস্বর্তো” এই পদ হইয়া থাকে। স্মরণ্য “সারস্বর্তো” এই পদটি সরস্বতী দেবতার উদ্দেশে এবং সরস্বান্ দেবতার উদ্দেশে গৃহীত দুইটি হবিঃপদার্থকে বুঝায়। বাক্যশেষে “এতদ্ বৈ দৈব্যং মিথুনম্” এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়াই এস্থলে “সারস্বর্তো” এই পদ হইতে সরস্বতী ও সরস্বান্ এই মিথুন অর্থাৎ জ্বী ও পুংদেবতাকে উদ্দেশ্য বলা হয়। ঐ দুইটি দেবতার উদ্দেশে হবির্দ্রব্য ত্যাগরূপ যে যাগ করা হয়, তাহাতে ‘নির্বাপ’ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম তদঙ্গরূপে অভিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ যে নির্বাপাদি অঙ্গ, উহা কি প্রথমে জ্বী দেবতার উদ্দেশে কর্তব্য অথবা পুংদেবতার উদ্দেশে করণীয়, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে কোন্ দেবতার উদ্দেশে প্রথমে কর্তব্য তাহার ক্রমের যখন কোনও নিয়ামক নাই, কারণ ঋতি, অর্থ, পাঠ, স্থান এবং প্রযুক্তি এই কয়টির মধ্যে কোনটির দ্বারাই যখন এখানে ক্রমনিয়ম হইতে পারিতেছে না, তখন স্বেচ্ছানুসারে যে কোন দেবতার উদ্দেশে প্রথমে নির্বাপ করিলেই চলিবে—তাহাতে শাস্ত্রার্থের হানি হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “মুখ্যক্রমেণ বা”—এস্থলে মুখ্যক্রম অনুসারেই অঙ্গ সকলের ক্রম নিরূপিত হইবে। কারণ, “অঙ্গানাং তদর্থত্বাৎ”—অঙ্গ সকল প্রধানার্থই হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, প্রধানের প্রয়োজন নির্বাহ করাই অঙ্গ সকলের প্রয়োজন বলিয়া অঙ্গ সকল প্রধানের যত প্রত্যাসন্ন হয়

ততই ভাল। আর প্রধানের প্রত্যাসক্তি অর্থাৎ নৈকট্য রাখিতে গেলে, যে ক্রমে প্রধানের অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রমেই অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। যেহেতু, ইহাতে অধিক অথবা অল্প ব্যবধান হইতে পারে না। আর অধিক বা অল্প ব্যবধান কোনটিই যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা পূর্বে প্রবৃত্তিক্রমাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি বলা হয়, প্রত্যাসক্তিলাভের জন্ত যখন প্রবৃত্তিক্রম স্বীকৃত হইয়াছে, তখন মুখ্যক্রমের আর আবশ্যকতা কি? তাহা হইলে বলিব—অঙ্গ সকলের পরস্পরের মধ্যে বাহাতে প্রত্যাসক্তি থাকে—অনুমোদিতাতিরিক্ত ব্যবধান না হয়, তজ্জগুই প্রবৃত্তিক্রম স্বীকার করা হয়, তাহাই প্রবৃত্তিক্রমের নিয়ামকতার হেতু। আর অঙ্গকর্ম এবং প্রধানের মধ্যে বাহাতে প্রত্যাসক্তি থাকে—অনুমোদিতাতিরিক্ত ব্যবধান না ঘটে, সেই কারণেই মুখ্যক্রম স্বীকার করিতে হয়, কারণ, মুখ্যের অর্থাৎ প্রধানের ক্রম অনুসারে অঙ্গ সকল অনুষ্ঠিত হইলে অঙ্গ ও প্রধানের মধ্যে অননুমোদিত ব্যবধান ঘটিতে পারে না। যদি বলা হয় এখানে মুখ্যের ক্রম কি? তাহা হইলে বলিব, স্ত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে যে প্রথমে হবিস্ত্যাগ আর পুণ্ড্রদেবতার উদ্দেশ্যে যে পশ্চাৎ হবিস্ত্যাগ ইহাই মুখ্যের ক্রম—যেহেতু ইহাই মুখ্যকর্ম। আর এই যে মুখ্যক্রম ইহাও পাঠলব্ধ বৃত্তিতে হইবে। কারণ, হোত্রকাণ্ডে দেখা যায় যে, “প্রণো দেবী সরস্বতী” ইত্যাদি মন্ত্রে স্ত্রী দেবতার যাজ্ঞা এবং অনুবাক্যা প্রথমে পঠিত হইয়াছে, তাহার পরে “গীগিবাংসং সরস্বতঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পুণ্ড্রদেবতার যাজ্ঞা এবং অনুবাক্যা অধীত হয়। সুতরাং এই যাজ্ঞা এবং অনুবাক্যামন্ত্রের ক্রমানুসারে স্ত্রী দেবতার যাগ প্রথমে কর্তব্য এবং তৎপশ্চাৎ পুণ্ড্রদেবতার যাগ অনুষ্ঠের বলিয়া তদনুসারেই ধর্ম সকল অঙ্গকর্মে অনুষ্ঠের। এইজন্ত শ্রায়মালাকার বলিয়াছেন—

“মুখ্যার্থেই ধর্মাপাং শ্রায়মুখ্যক্রমতঃ ক্রমঃ”

অর্থাৎ যেহেতু ধর্ম সকল প্রধানার্থ সেই কারণে প্রধানের ক্রমানুসারেই তাহাদের ক্রম হইবে। অতএব ঋতি, অর্থ, পাঠ, প্রবৃত্তি এবং স্থানের শ্রায় মুখ্যত্বও ক্রম-নিয়ামক। ইতি ৭ম মুখ্যক্রমনিয়মাধিকরণ।

প্রকৃতৌ তু স্বশব্দত্বাদ্ যথাক্রমং প্রতীয়েত ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গকর্মার্থ। “প্রকৃতৌ”—প্রকৃতিবাগে (পূর্ণমাসবাগে), “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “যথাক্রমং”—পাঠক্রম অনুসারে, “প্রতীয়েত”—

(ধর্ম্মানুষ্ঠান) প্রতীত হইবে, “ব্ৰহ্মকৃত্যং”—যেহেতু তাহা (পাঠক্রম) ব্ৰহ্মকৃত হইতেছে অর্থাৎ অঙ্গব্রহ্মবোধক শব্দের ধর্ম্ম বলিয়া প্রত্যক্ষের আশ্রয় শীঘ্র প্রতীত হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস বাগ্ অমাবস্তায় এবং গোপর্ণমাসী তিথিতে কর্তব্য। অমাবস্তায় তিনটি প্রধান বাগ্ এবং পূর্ণিমাতেও তিনটি প্রধান বাগ্ করিতে হয়। পূর্ণিমায় যে তিনটি প্রধান বাগ্ কর্তব্য, তন্মধ্যে উপাংশুবাগ্ এবং অগ্নীষোমীয় নামক দুইটি বাগ্ আছে। তন্মধ্যে পাঠক্রম অনুসারে উপাংশু বাগ্ প্রথমে অনুষ্ঠেয় আর অগ্নীষোমীয় পশ্চাৎ কর্তব্য। ইহাদের মধ্যে উপাংশু বাগ্ নামক যে বাগ্, তাহার দ্রব্য হইতেছে আজ্য। উৎপবন, চতুর্গৃহীতত্ত্ব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি সেই আজ্যের ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার। আর পুরোডাশ পশ্চাদনুষ্ঠেয় যে অগ্নীষোমীয় বাগ্ তাহারই দ্রব্য। নির্বাপ, অবঘাত প্রভৃতি কৰ্ম্মগুলি আবার সেই পুরোডাশদ্রব্যেরই ধর্ম্ম। এই অবঘাত এবং নির্বাপ প্রভৃতিগুলিকে ‘ঔষধ-ধর্ম্ম’ অর্থাৎ ঔষধি যে ধাতু বা যব (যাহা নিস্রাশ্রমান পুরোডাশের প্রকৃতি) তৎ-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কাররূপ কৰ্ম্মবিশেষ।

ঐ যে আজ্যধর্ম্ম উৎপবনাদি এবং ঔষধধর্ম্ম অবঘাতাদি, উহাদের মধ্যে কোন্টির অনুষ্ঠান প্রথমে হইবে, ইহাই সংশয়। কারণ, মুখ্যক্রম অনুসরণ করিলে উৎপবন প্রভৃতি আজ্যধর্ম্মগুলি প্রথমে অনুষ্ঠেয় হয়। আর পাঠক্রম অনুসরণ করিলে ঔষধধর্ম্ম যে অবঘাতাদি সেইগুলি অগ্রে সম্পাদন করিতে হয়। যেহেতু, ক্রটিমধ্যে ঔষধধর্ম্মগুলি অর্থাৎ পুরোডাশসম্বন্ধীয় অবঘাতাদি পদার্থ-গুলি প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং পরে আজ্যধর্ম্ম উৎপবনাদি বিহিত হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, মুখ্যক্রমানুসারে এখানে আজ্যধর্ম্ম-গুলিই প্রথমে অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ, প্রধানকে সম্পাদন করাই যখন অঙ্গের প্রয়োজন, তখন প্রধানেরই প্রাধান্য আছে বলিয়া তদনুসারেই অঙ্গ-সকলের অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক, ইহা পূর্বাধিকরণের আশ্রয়ানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ব্রহ্মকৃত্যং প্রতীয়েত”—এ স্থলে পাঠ-ক্রমানুসারেই অনুষ্ঠান কর্তব্য হইবে বলিয়া ঔষধধর্ম্ম যে অবঘাতাদি তাহাই অগ্রে অনুষ্ঠেয়। আর পাঠক্রমই যে এস্থলে আদরণীয়, তাহারও হেতু এই যে, মুখ্যক্রম অপেক্ষা পাঠক্রম বলবান। কারণ, “ব্ৰহ্মকৃত্যং”—

—পাঠক্রম অঙ্গত্বপ্রতিপাদক শব্দেরই ধর্ম হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা। ইহাদের মধ্যে যেমন পূর্ব পূর্বটি পর পরটি অপেক্ষা প্রবল, পূর্বটির দ্বারা প্রথমেই অঙ্গত্ববোধিত হয় বলিয়া আকাজ্জনা থাকায় পরবর্তীটির বিষয়পহাররূপ বাধ হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ ক্রমনিয়ামকতা বিষয়ে শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য ও প্রবৃতি এই ছয়টির মধ্যে পূর্ব পূর্বটি পর পরটি অপেক্ষা প্রবল। এই কারণে ইহাদের পরস্পরের সমানবিষয়তামূলক বিরোধ হইলে, পর পরটি পূর্ব পূর্বটির দ্বারা বাধিতই হইবে। কারণ, ক্রমনিয়ামক পূর্বটির দ্বারা ক্রম বোধিত হইলে আর ক্রমবিষয়ে আকাজ্জনা থাকে না বলিয়া পর পরটি নির্বিষয় হওয়ায় অপ্রমাণই হইয়া পড়ে। তবে পার্থক্য এই যে, বলাবলাধিকরণের দ্বারা এস্থলে অপ্রামাণ্যকারণ সর্বত্র সমান নহে। কোথাও বা অর্থলোপপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া পূর্বটি বলবৎ; কোথাও আবার বিলম্বিতাগতত্ব হেতু পরটি দুর্বল—এই সমস্ত বিষয় অগ্রে তত্ত্ব স্থলে প্রতিপাদিত হইবে।

এস্থলে পাঠক্রম এবং মুখ্যক্রমের মধ্যে সমানবিষয়কতা হেতু বিরোধ হইতেছে। আর মুখ্যক্রমের দ্বারা অঙ্গ সকলের ক্রম কল্পনীয় অর্থাৎ অনুমের। কিন্তু পাঠক্রমে স্বাধ্যায়বিধিবলে পাঠ হইতে শব্দধর্মরূপে ক্রমের প্রতীতি হয় বলিয়া, (পাঠক্রম যে শব্দধর্মবলেই প্রতীত হয়, তাহা পূর্বে “অর্থকুতে চানুমানম্” ইত্যাদি ৬ষ্ঠ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) তাহা প্রত্যক্ষই হইতেছে। আর প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রবল বলিয়া প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমানের বাধই হইয়া থাকে। এই কারণে মুখ্যক্রমানুসারে অঙ্গসকলের ক্রম কল্পিত (অনুমিত) হইবার পূর্বেই প্রত্যক্ষ পাঠক্রমের দ্বারা ক্রম বোধিত হয় বলিয়া ক্রম জানিবার আর আকাজ্জনা থাকে না। এই জন্ত এতাদৃশ স্থলে মুখ্যক্রম নির্বিষয় হয় বলিয়া তাহার আর কার্যকারিতা না থাকায় তাহা এরূপ স্থলে ক্রমনিয়ামক হয় না। আর অঙ্গ সকলের প্রধানপ্রত্যাসত্তি লাভের জন্তও যে মুখ্যক্রমকে অবলম্বন করা উচিত, এরূপ বলাও সম্ভব হইবে না; কারণ, প্রথমে অঙ্গত্ব বোধিত হইলে পশ্চাৎ প্রধানপ্রত্যাসত্তির কথা উঠে। কিন্তু শ্রুতিবাক্য দ্বারা পাঠক্রমযুক্ত হইয়াই অঙ্গত্ব বোধিত হইয়া থাকে। কারণ, একটির পর অপর একটি করিয়াই অঙ্গত্ব বোধ হয়। এই কারণে পাঠক্রম উৎপত্তিশিষ্ট এবং নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্তসাপেক্ষ নহে। পক্ষান্তরে মুখ্যক্রম উৎপত্তিশিষ্ট এবং অন্তসাপেক্ষ বলিয়া উৎপত্তিশিষ্ট যে পাঠক্রম, তাহার অবিরোধেই বাহাতে প্রধানপ্রত্যাসত্তি হয়, তাহা করাই ত্রায়সঙ্গত। ইতি ৮ম মুখ্যক্রমাপেক্ষা পাঠক্রমের বলীয়স্বাধিকরণ।

মন্তৃতন্তু বিরোধে স্তাৎ প্রয়োগরূপসামর্থ্যাৎ তস্মাদুৎপত্তি-
দেশঃ সং ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিরোধে”—বিরোধ হইলে অর্থাৎ মন্ত্র এবং
ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্রমবোধকতা বিষয়ে বিরোধ হইলে, “তু”—অধিকরণান্তর-
সূচক, “মন্তৃতঃ স্তাৎ”—মন্ত্র অনুসারেই (ক্রমনির্ণয়) হইবে, “প্রয়োগরূপ-
সামর্থ্যাৎ”—যে হেতু প্রয়োগের যে রূপ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্মের যে দ্রব্য
এবং দেবতা—তাহাতে (তৎপ্রকাশনে) মন্ত্রের সামর্থ্য (যোগ্যতা) অর্থাৎ
অভিধায়কতা শক্তি আছে, “তস্মাৎ”—অতএব, “সং”—তাহা অর্থাৎ সেই
ব্রাহ্মণপাঠ, “উৎপত্তিদেশঃ”—উৎপত্তিদেশ অর্থাৎ কর্মের উৎপত্তিনির্দেশক-
মাত্র। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব অধিকরণে পাঠক্রম এবং মুখ্যক্রমের বলাবল
বিচারিত হইয়া পাঠক্রমের বলীয়স্ব স্থাপিত হইয়াছে। সেই পাঠক্রম আবার মন্ত্র-
পাঠ এবং ব্রাহ্মণপাঠভেদে দ্বিবিধ। এই উভয়বিধ পাঠক্রমের বলাবল কীদৃশ
তাহাই এই অধিকরণে আলোচিত হইবে। যেমন,—ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রথমে অগ্নী-
ষোমীয় যাগ এবং তাহার পরে আগ্নেয় যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং
ব্রাহ্মণগ্রন্থে ষে রূপ পাঠ আছে, তদনুসারে প্রথমে অগ্নীষোমীয় এবং তৎ-
পশ্চাৎ আগ্নেয় যাগ কর্তব্য হয়। কিন্তু মন্ত্রকাণ্ডে প্রথমে আগ্নেয় যাগের
মন্ত্র এবং পরে অগ্নীষোমীয় যাগের মন্ত্র পাঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং
মন্ত্রকাণ্ডের আশ্রয় অনুসারে প্রথমে আগ্নেয় যাগ পশ্চাৎ অগ্নীষোমীয় যাগ
অনুষ্ঠেয় হয়। এই প্রকারে মন্ত্রপাঠ এবং ব্রাহ্মণপাঠের মধ্যে যখন বিরোধ
পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন কোনটির অনুসরণ করা উচিত, সে বিষয়ে
স্বতঃই সংশয় উদ্ভূত হয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, এস্থলে অনিয়মে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ
উভয়েরই পাঠ অনুসারে উভয় প্রকারেই অনুষ্ঠান করা চলিবে। কারণ,
মন্ত্রও বেদ এবং ব্রাহ্মণও বেদ বলিয়া উভয়েরই প্রামাণ্য তুল্যরূপ। তবে
যুগপৎ দুইটি বিরুদ্ধ ক্রম অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের
বকল হইবে; আর ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প নহে কিন্তু ইচ্ছা-বিকল্পই বুঝিতে

হইবে। সুতরাং এরূপস্থলে ইচ্ছা অনুসারে মন্ত্রপাঠ অথবা ব্রাহ্মণপাঠ অনুসারে যে কোন ক্রমে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে চলিবে। অথবা এতাদৃশ স্থলে ব্রাহ্মণপাঠই ক্রমানুসারমক হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণপাঠ অনুসারে তৎক্রমেই প্রয়োগ সম্পাদন করা উচিত। যে হেতু, কৰ্ম্ম বিষয়ে মন্ত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যে প্রবল, ইহা পূর্বে (৩য় অধ্যায় ২য় পাদ ২য় অধিকরণ ৩য় সূত্রে) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আরও পূর্বাধিকরণে যে কারণে মুখ্যক্রম অপেক্ষা পাঠক্রমকে প্রবল বলা হইয়াছে, এ স্থলেও ঠিক সেই যুক্তিবলে মন্ত্রপাঠক্রম অপেক্ষা ব্রাহ্মণপাঠক্রম বলীয়ান; কারণ, ব্রাহ্মণপাঠক্রম কৰ্ম্মোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীত হয় বলিয়া তাহা প্রথম প্রাপ্ত, কিন্তু মন্ত্রপাঠক্রম পশ্চাৎ আগত, যে হেতু উৎপন্ন কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানকালেই মন্ত্রের আবশ্যকতা—তৎপূর্বে নহে। এই কারণে পৌর্বাপর্য্যন্তায়েও ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণপাঠক্রমই প্রবল।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “মন্ত্রতন্ত্ৰ বিরোধে স্ত্রাং”—মন্ত্রপাঠ এবং ব্রাহ্মণপাঠের বিরোধ স্থলে মন্ত্রপাঠই ক্রমানুসারমক হইবে। কারণ, “প্রয়োগরূপ-সামর্থ্যাং”—অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের রূপ প্রকাশনে মন্ত্রেরই সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি আছে। আর দ্রব্য এবং দেবতাকে বাগের রূপ বলা হয়। কৰ্ম্মমধ্যে যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহাকে নিয়মাদৃষ্টের হেতু বলা হয়। আর নিয়মাদৃষ্ট স্থলে দৃষ্ট দ্বারাই অদৃষ্ট জন্মে বলিয়া মন্ত্র সকলের দ্বারাই প্রয়োগসমবেত বিষয় শ্রবণ করা উচিত, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কৰ্ম্ম করিতে হয় বলিয়া প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ তাহার পর কৰ্ম্মানুষ্ঠান। ইহা অগ্রে দ্বাদশ অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১০ম অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। আর একটি মন্ত্র উচ্চারণ হইয়া গেলে স্বাধ্যায়বিধিবোধিত অধ্যয়নগৃহীত ক্রমানুসারে পরবর্তী মন্ত্রটি স্বতঃই উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্মৃতিগোচর হইয়া থাকে। আর তাহাতে পরবর্তী অনুষ্ঠানটি অব্যাক্ষেপে অনুষ্ঠাতার চিন্তে ভাসমান হয়—তাহার জ্ঞান ব্যাপারান্তর আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণপাঠ অনুসারে ক্রমাবধারণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণবাক্য অনুসারে একটি কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, ‘আমি এখন এই কৰ্ম্মটি করিলাম’ এই প্রকারে প্রথমে সেই কৰ্ম্মটির বিষয় আলোচনা করিতে হয়, পরে সেই অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মটির সেই ব্রাহ্মণবাক্যটিকে শ্রবণ করিতে হয়, তৎপশ্চাৎ সেই স্মৃত বাক্যটি তৎপরবর্তী পঠিত অপর একটি ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণ করাইয়া দেয়; তদনন্তর সেই বাক্যটি অপর একটি কৰ্ম্মের বিধান করে অর্থাৎ কর্তব্যতা বোধিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণপাঠানুসারে পরবর্তী অনুষ্ঠেয় পদার্থটি বহু বিলম্বে উপস্থিত হয়।

বলিয়া প্রথমোপস্থিত যে মন্ত্রস্মারিত পদার্থ তাহার পরিত্যাগে কোনও হেতু না থাকায় তাহাই প্রথমে অনুষ্ঠেয় ।

আর মন্ত্র অপেক্ষা যে ব্রাহ্মণকে প্রবল বলা হইয়াছে, বিধি বিষয়ে উহাই নিয়ম বটে । কিন্তু অনুষ্ঠেয় কর্মের ক্রমবিষয়ে বিধিরূপে ব্রাহ্মণপাঠের উপযোগিতা নাই কিন্তু স্মারকরূপেই ব্রাহ্মণপাঠের উপযোগিতা । আর পূর্বোক্ত বৃক্তি অনুসারে মন্ত্রপাঠ এবং ব্রাহ্মণপাঠের বলাবল বিপরীতই বুদ্ধিতে হইবে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ অবিলম্বিতভাবে ক্রমনিয়ামক বলিয়া বলীয়ান, আর ব্রাহ্মণপাঠ বিলম্বিতভাবে ক্রমবোধক হওয়ার দুর্বল । সুতরাং পৌর্বাণ্য হেতু যে মন্ত্রপাঠকে দুর্বল বলা হইয়াছে, তাহাও দ্বন্দ্বযুক্ত বুদ্ধিতে হইবে । কারণ, কর্মের অনুষ্ঠান-কালেই ক্রমজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে—একটি কর্মের অনুষ্ঠান হইয়া গেলে তখন অপর একটি কর্মের জিজ্ঞাসা হয়; আর তাহাতে মন্ত্রপাঠবোধিত ক্রমই প্রথমে উপস্থিত হয় বলিয়া মন্ত্রপাঠের ক্রমনিয়ামকতা বাধিত না হইয়া ব্রাহ্মণপাঠেরই ক্রমনিয়ামকতা বাধিত হয় । তবে ব্রাহ্মণপাঠ যে অপ্রমাণ তাহা নহে, কারণ, অপ্রাপ্ত কর্ম সকলের যে প্রাপ্তি অর্থাৎ বিধি, তাহা মন্ত্রের কার্য নহে কিন্তু ব্রাহ্মণেরই বিষয় বলিয়া তাহাতেই ব্রাহ্মণের চরিতার্থতা হইয়া থাকে । আর তুক্ষীমন্ত্রে যে সমস্ত কর্ম অর্থাৎ যে সমস্ত কর্মে উচ্চারণীয় মন্ত্র নাই, তদ্ব্যয় ব্রাহ্মণপাঠ অনুসারেই ক্রম নিরূপণ হইয়া থাকে । ইতি ৯ম ব্রাহ্মণপাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলীয়ত্বাধিকরণ ।

তদ্বচনাদ্ বিকৃতৌ যথাপ্রধানং শ্রাৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অঙ্কস্মার্ত্বে । “তদ্বচনাত্”—প্রধানের ক্রমবোধক প্রয়োগবিধি অনুসারে, “বিকৃতৌ”—বিকৃতিভাগে, “যথাপ্রধানং শ্রাৎ”—প্রধানের ক্রম অনুসারেই ক্রম হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ । উপদেশবিধিবোধিত ক্রমদ্বয়ের বলাবল বিচার করিয়া এক্ষণে উপদেশ এবং অতিদেশবিধিবিজ্ঞাপিত ক্রমদ্বয়ের বলাবল বিচার করা হইতেছে । অধ্বরকল্প নামক বাগে “আগ্ন্যবৈষক্যবনেকাদশকপালং নির্বপেৎ । সরস্বত্যাভ্যভাগা শ্রাৎ । বার্হস্পত্যশক্লুঃ” এই বচনে অগ্ন্যবিক্লু দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ, সরস্বতীর উদ্দেশে অভ্যভাগ এবং বৃহস্পতির উদ্দেশে শক্লু এই ত্রিবিধ ঋবির্দ্রব্য বিহিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে ঐ যে বার্হস্পত্য শক্লু, উহা ত্রিহিনিপাত্ত বলিয়া তাহাতে ঔবধধর্ম যে অবঘাতাদি সংস্কার তাহা কর্তব্য । আবার অভ্য

জ্বোরও উৎপনাদি কতকগুলি সংস্কার আছে। সেই ঔষধধর্ম অথবা আজ্যধর্ম কোনটিই এখানে প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা উক্ত হয় নাই। এই কারণে ইহার প্রকৃতি বাগ যে দশপূর্ণমাস তাহার আজ্যধর্ম এবং ঔষধধর্মগুলি এখানে অতিদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত হইবে। আর ঐ প্রকৃতিভূত দশপূর্ণমাস বাগে দেখা যায় যে, ঔষধধর্ম অবঘাতাদিই প্রথমে পঠিত হইয়াছে আর আজ্যধর্মগুলি তাহার পরে আন্বাত হইয়াছে। কিন্তু এই অধরকরনামক বাগে প্রথমে আজ্য এবং তদনন্তর চক উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অতিদেশ বিধির পাঠক্রম অনুসরণ করিতে গেলে প্রথমে ঔষধধর্ম অবঘাতাদি, পশ্চাৎ আজ্যধর্ম উৎপনাদি অনুষ্ঠেয় হয়। আর অত্রোক্ত উপদেশবিধির পাঠক্রম অনুসারে প্রধান ক্রমের অনুসরণ করিতে গেলে প্রথমে আজ্যধর্ম এবং তদনন্তর ঔষধধর্ম কর্তব্য হয়। এই কারণে এরূপ স্থলে কোনটি অনুসরণীয় তাহাই সংশয়। কিন্তু আগ্নাবৈক্যব পুরোডাশের যে ঔষধধর্ম তাহার প্রাথম্য বিষয়ে উপদেশ ও অতিদেশ বিধির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই বলিয়া তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

উক্তপ্রকার সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বিকৃতো যথাপ্রধানঃ স্তাৎ”—বিকৃতিস্থলে অর্থাৎ এতাদৃশ অতিদেশলভ্য সংস্কারাদি ধর্মাত্মস্থান স্থলে প্রধান ক্রম অনুসারেই ধর্মসকল অনুষ্ঠিত হইবে। কারণ, “তদ্বচনান্”—প্রয়োগবিধিবলে তাহাই অবধারিত হয়। যেহেতু প্রয়োগবিধিবলে প্রধান ক্রমানুসারে ধর্মাত্মস্থান করিলে প্রধানের প্রত্যাসক্তি রক্ষিত হইয়া থাকে। আরও অতিদেশ বিধি অপেক্ষা উপদেশবিধি প্রবল, আর সেই উপদেশবিধি অনুসারেই এস্থলে প্রধানক্রম অনুসরণ করা হয়। অতএব এস্থলে প্রধানক্রমানুসারে প্রথমে আজ্যধর্ম এবং তদনন্তর ঔষধধর্ম সকল অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

বিপ্রতিপত্তৌ বা প্রকৃত্যবয়াদ্ যথাপ্রকৃতি ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষল্লার্থ। “বিপ্রতিপত্তৌ”—বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ মুখ্যক্রমানুসারী অনুমের অঙ্গধর্মক্রম এবং অতিদেশপ্রাপ্ত অঙ্গক্রমের বিরোধে, “যথাপ্রকৃতি”—প্রকৃতির ক্রম অনুসারে অর্থাৎ আতিদেশিক ক্রমানুসারে কার্য হইবে, “প্রকৃত্যবয়াৎ”—যে হেতু অঙ্গধর্মের জ্ঞাত প্রকৃতির সহিত অবয়ব অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বিপ্রতিপত্তৌ বধাপ্রকৃতি”—এতাদৃশ বিরোধস্থলে প্রকৃতির ক্রমানুসারেই অঙ্গধর্ম সকল অনুল্লিখিত হইবে। কারণ, “প্রকৃত্যদ্বয়াং”—এস্থলে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ অবশ্য অপেক্ষিত। যেহেতু এস্থলে আজ্য এবং চক্রসাধ্য কর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাহাদের ধর্মসকল উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেইগুলি প্রকৃতিবাগ হইতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর অতিদেশবিধি ক্রমযুক্ত অনুল্লিখিত সকলই উপস্থাপিত করিয়া থাকে। সুতরাং ক্রমের আর আকাজক্ষা না থাকায় উপদিষ্ট প্রধান ক্রম কল্পনা করিবার কোনও মূল থাকে না। এই কারণে এ স্থলে আতিদেশিক ক্রম প্রথমপ্রাপ্ত বলিয়া তাহাই প্রবল আর প্রধানক্রম উপদেশিক হইলেও পশ্চাদ্ধাপিত হওয়ার দুর্বল, সুতরাং প্রধানক্রম প্রত্যক্ষ হইলেও নিম্নয়োজন হওয়ার দুর্বল। অতএব আতিদেশিক ক্রম অনুসারে প্রথমে ঔষধধর্ম এবং তৎপশ্চাৎ আজ্যধর্মসকল অনুল্লিখিত হইবে, যেহেতু, প্রকৃতিভূত চক্রসাধ্য আগ্নেয় বাগ তৎপাঠক্রমানুসারে পূর্ববর্তী, আর আজ্যসাধ্য উপাঙ্গবাগ পশ্চাদ্বর্তী। ইতি ১০ম উপদেশিক মুখ্যক্রম অপেক্ষা আতিদেশিক পাঠক্রমের বলবদ্ধাধিকরণ।

বিকৃতিঃ প্রকৃতিধর্মত্বাৎ তৎকালো স্তাদ্ বথাশিষ্টম্ ॥

১৯ ॥ (পূঃ)

অঙ্গভাবার্থ। “বিকৃতিঃ”—(আনীকবতাদি) বিকৃতিকর্ম, “প্রকৃতি-ধর্মত্বাৎ”—প্রকৃতির ধর্ম গ্রহণ করে বলিয়া, “তৎকালো স্তাৎ”—প্রকৃতি-কর্মের কালানুগুণ হইবে, “বথাশিষ্টম্”—বেমন প্রকৃতি কর্মে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাশ্যনামক বাগের সাকমেধনামক যে তৃতীয় পর্ব, তাহাতে “অগ্নয়েহনীকবতে প্রাতরষ্টকপালো মরুদ্ভাঃ সান্তপনেভো। মধ্যদিনে চক্রঃ। মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভাঃ সর্কাসাং দুগ্ধে সায় মোদনম্” এই ঋতিবাক্যে বধাক্রমে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে কর্তব্য আনীকবতী প্রভৃতি তিনটি ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ইষ্টিবাগ মাত্রেরই দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। আর দর্শপূর্ণমাসে পর্বতিধিতে (অমাবস্তা এবং পূর্ণিমায়) অধাদান করিয়া প্রতিপদে ইষ্টি করিতে হয় বলিয়া তাহা দ্ব্যহকাল অর্থাৎ দুইদিনে নিষ্পাদ্য। সুতরাং তদনুসারে এই

১ম পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮০১

আনীকবত প্রভৃতি বাগগুলি কি দুইদিনে প্রাতরাদি কালে কর্তব্য অথবা একদিনেই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সাংকালে সমাপ্য ইহাই সংশয়। সংশয়ের বীজ এই যে, বিকৃতি ইষ্টিগুলি সত্ত্বকাল অর্থাৎ এক দিনেই সমাপনীয়—ইহা অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে। কিন্তু যে কারণে ইষ্টিবিকৃতিগুলি সত্ত্বকাল এস্থলে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সাংকালের উল্লেখ থাকায় সেই কারণটির সঙ্কোচ হইয়া পড়ে বলিয়া এস্থলে স্বতন্ত্র সংশয়বীজ থাকায় পৃথক্ অধিকরণ আরচিত হইয়াছে। স্তবরাং তাহার সহিত ইহার গতার্থতা বা পুনরুক্তি নাই।

উক্ত প্রকার সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বিকৃতি: প্রকৃতিধর্মস্বাত্মং তৎকাল। শ্রাৎ”—এই যে বিকৃতিকর্ম ইহা প্রকৃতির ত্রায় দ্ব্যহকাল অর্থাৎ দুই দিনে নিষ্পাদ্য হইবে, কারণ, বিকৃতি প্রকৃতিরই অনুরূপ হইয়া থাকে বলিয়া তাহার ধর্মসকল প্রকৃতিরই ধর্মের সদৃশ হয়। আর এস্থলে দ্ব্যহকালতা প্রকৃতি কর্মের ধর্ম হইতেছে। অতএব “ব্যাশিষ্টম্”—প্রকৃতিকর্ম যে ভাবে শিষ্ট অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে, এই বিকৃতিকর্মও তদ্রূপই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা ক্রমকালসংযুক্তা সত্ব: ক্রিয়েত তত্র বিধেরনু-
মানাং প্রকৃতিধর্মলোপ: শ্রাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষ-ব্রাহ্মণ্য। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তিশূচক, “ক্রমকাল-সংযুক্তা”—ক্রম এবং কালসংযুক্ত অর্থাৎ ক্রমকালযুক্তভাবে উপদিষ্ট বিকৃতি, “সত্ব: ক্রিয়েত”—একদিনেই সমাপনীয় হইবে, “তত্র বিধে: অনুমানাং”—যে হেতু তাহাতে অর্থাৎ বিকৃতিতে যে বিধি অর্থাৎ প্রকৃতিসদৃশ কালের প্রাপ্তি তাহা অনুমানবশত হয়, “তস্মাৎ প্রকৃতিধর্মলোপ: শ্রাৎ”—এই কারণে এস্থলে প্রকৃতির ধর্ম যে দ্ব্যহকালতা তাহার লোপ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে প্রাতঃকালে আনীকবত বাগ, মধ্যাহ্নে সান্তপন এবং সায়াহ্নে গৃহমেধ এই প্রকারে কর্মের ক্রম এবং কাল প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতির কাল অনুসৃত হইবে না। কারণ, প্রকৃতির কাল আতিদেশিক বলিয়া অনুমেয়; কিন্তু ইহা ঔপদেশিক বলিয়া প্রত্যক্ষ। আর অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রবল। অতএব ইহা সত্ত্বকাল অর্থাৎ তদ্বিবসীয় কালক্রমায়ুক্তের বলিয়া একাহসাত্ম্য।

৮০২

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

আর উভয় দিনেই প্রাতরাতি কালে ইহা অনুষ্ঠেয় হইতে পারে, এই প্রকার যে আশঙ্কা, তাহাও সঙ্গত হইবে না ; যে হেতু 'দেবদত্ত প্রাতঃকালে নিশ্চয়, মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন এবং সন্ধ্যাহ্নে মোদক খায়' বলিলে যেমন তাহার এক দিনেরই ভোজন বুঝায় কিন্তু বিভিন্ন দিনের ভক্ষণ বুঝায় না, এ স্থলেও সেইরূপ একদিনেই কালত্রয়ে সম্পাদ্য একটি ক্রিয়া বুঝাইতেছে। অতএব সাজ প্রধান এক দিনেরই কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া উহা একদিনেই অনুষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালোৎকর্ষ ইতি চেৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। “কালোৎকর্ষঃ”—তৎকালে উৎকর্ষ হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, “কালোৎকর্ষঃ”—পরদিনের প্রাতরাতিকালে আনীকবতাদি প্রধান কর্মগুলির উৎকর্ষ হইলে প্রকৃতিসদৃশ দ্ব্যহকালীনতা রক্ষিত হয়। সুতরাং পূর্বদিনে প্রাতঃকালাদিতে অঙ্গকর্ম করিয়া রাখিয়া পরদিনের প্রাতরাতিকালে প্রধান কর্ম সম্পাদন করিলেই বেশ সামঞ্জস্য থাকে। ইতি আশঙ্কা।

ন তৎসম্বন্ধাৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, “তৎসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু প্রধানকালের সম্বন্ধ আবশ্যক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, অঙ্গ এবং প্রধানের সমানকালতাই যখন আবশ্যক, তখন বিনা বচনে স্বেচ্ছানুসারে পূর্বদিনে অঙ্গ এবং পর দিনে প্রধানের অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রসঙ্গত হয় না। আর এস্থলে সাজ প্রধানই প্রাতঃকালাদিতে বিহিত হইয়াছে। অতএব আনীকবতাদিও একাহেই সম্পাদনীয়। ইতি ১১শ সাক্ষ্যে আনীকবতী প্রভৃতি ইষ্টির সম্ভবলতা অধিকরণ।

অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বাদ্ যথোক্তমুৎকর্ষে স্মৃৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বাৎ”—অঙ্গ কর্মসকলের মুখ্যকালতা অর্থাৎ প্রধানসমকালতা আবশ্যক বলিয়া, “উৎকর্ষে”—

১ম পাঃ]

মামাংসা-দর্শনম্

৮০৩

উৎকর্ষ করিতে হইলে, “যথোক্তং শ্রাৎ”—যতটুকু উক্ত হইয়াছে তাবন্মাত্রই উৎকর্ষ অর্থাৎ উত্তরকালে কর্তব্যরূপ স্বস্থানচ্যুতি কর্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্নোষোন্নয় পশুবাগ সম্বন্ধে “তিষ্ঠন্তঃ পশুঃ শ্রমজন্তি” এই বচনে শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই পশুবাগে প্রযাজ হোমের অপকর্ষ করিতে হইবে। আর সবনীয় পশুবাগ প্রকরণে “আগ্নিমাক্রতা দুর্ধ্বমন্নুযাঈজ্জশ্রুতি” এই বচনে শ্রুতি বলিতেছেন যে, অনুযাজ হোমের উৎকর্ষ করিতে হইবে। স্বীয় অনুষ্ঠান কালের পূর্বে যে অনুষ্ঠান বা স্বকালের যে পূর্ববর্তিতা তাহাই অপকর্ষ আর স্বকালের যে পরিবর্তিতা তাহারই নাম উৎকর্ষ। প্রকৃতি বাগ হইতে জানা যায় যে, হবিরাসাদনের (হবিগ্রহণের) পরে প্রযাজ হোম করা হয়। তদনুসারে এস্থলে পশুবধের পর হবির্জব্য আসাদিত হইলে পশ্চাৎ অতিদেশবিধিবলে প্রযাজ হোম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন—পশু যৎকালে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তখন প্রযাজ কর্তব্য। এই কারণে এখানে প্রযাজের অপকর্ষই করিতে হয়। এইরূপ অনুযাজেরও উৎকর্ষ করিতে হয়।

এখন সংশয় এই যে, কেবলমাত্র প্রযাজেরই কি অপকর্ষ হইবে অথবা প্রযাজ এবং তৎপূর্ববর্তী কর্মকলাপেরও অপকর্ষ হইবে? এইরূপ কেবল মাত্র অনুযাজেরই কি উৎকর্ষ হইবে অথবা অনুযাজ এবং তৎপরভাবী কর্মকলাপেরও উৎকর্ষ হইবে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “যথোক্তমুৎকর্ষে শ্রাৎ”—শাস্ত্রে যাহার উৎকর্ষের এবং অপকর্ষের কথা বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র ততটুকু অনুষ্ঠানেরই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ হইবে। তদতিরিক্ত অত্র পদার্থের অপকর্ষ বা উৎকর্ষ হইবে না। আর শাস্ত্রে কেবলমাত্র প্রযাজেরই অপকর্ষ এবং অনুযাজেরই উৎকর্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব কেবলমাত্র প্রযাজের অপকর্ষ এবং অনুযাজেরই উৎকর্ষ হইবে, অন্তের নহে। কারণ, “অজ্ঞানাং মুখ্যকালত্বাৎ”—অঙ্গসকল প্রধানের সমকালেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে হেতু ইহাতে প্রধানের প্রত্যাসক্তি রক্ষিত হয়। অতএব প্রযাজের পূর্বকালীন পদার্থ সকলের এবং অনুযাজের পশ্চাত্তন পদার্থগুলির সহিত যথাক্রমে প্রযাজ এবং অনুযাজের অপকর্ষ এবং উৎকর্ষ হইবে না কিন্তু কেবল মাত্র প্রযাজ এবং অনুযাজেরই অপকর্ষ এবং উৎকর্ষ হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

তদাদি বাহুভিসম্বন্ধাৎ তদন্তমপকর্ষে শ্রাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তদাদি”—(উৎকর্ষস্থলে) তাহা অর্থাৎ সেই অনুযাজ যাহাদের আদি সেই সকল কর্ম অর্থাৎ অনুযাজ এবং তৎপরবর্তী

সকল কর্ম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষবাবর্তক, “অপকর্ষে”—
অপকর্ষস্থলে, “তদন্তঃ”—তাহা অর্থাৎ সেই প্রযাজ অন্তে যাহার অর্থাৎ
প্রযাজ এবং তৎপূর্বতন কর্মকলাপের অপকর্ষ হইবে, “অভিসম্বন্ধাৎ”—
প্রয়োগবিধির সম্বন্ধ আছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—কেবলমাত্র প্রযাজেরই যে
অপকর্ষ ও অনুযাজেরই উৎকর্ষ হইবে তাহা নহে কিন্তু “উৎকর্ষে তদাদি অপকর্ষে
তদন্তঃ”—অনুযাজের উৎকর্ষ করিতে হইলে অনুযাজাদি সমস্ত পরবর্তী কর্মের
উৎকর্ষ হইবে এবং প্রযাজের অপকর্ষ করিতে হইলে প্রযাজান্ত সমস্ত কর্মের অর্থাৎ
প্রযাজ এবং তৎপূর্ববর্তী অপরাপর কর্ম কলাপের অপকর্ষ হইবে। কারণ,
অভিদেশবিধিবলে যে ক্রম উপস্থিত হইয়াছিল, “তিষ্ঠন্তঃ পশুং প্রযজন্তি” এবং
“আগ্নিমাক্রতাদৃক্শ্চ অনুযাজৈশ্চরন্তি” এই বচনে তাহার ভঙ্গ হইয়া গেল। আর
পাঠক্রমানুসারে পূর্ব পদার্থের দ্বারা পর পদার্থের উপস্থিতি হয় বলিয়া সেই
ক্রমের যদি একবার ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে পরবর্তী পদার্থের উপস্থাপক কেহই
থাকে না; এ কারণে সেইগুলির লোপাপত্তি অথবা অব্যবস্থা হইয়া পড়ে। এই
কারণে যে কর্মের অনুষ্ঠানের পর মধ্যবর্তী কতকগুলি কর্ম বাদ দিয়া কোন একটি
বিশেষ কর্মের অপকর্ষ করিতে বলা হয়, ঐ বিশেষ বচনের দ্বারা দূরবর্তী
কর্মটির ক্রমভঙ্গ হওয়ার মধ্যপাতী কর্মগুলির পাছে লোপপ্রসঙ্গ হয়,
সেইজন্য মধ্যবর্তী কর্মগুলির সহিত বচননির্দিষ্ট কর্মটির অপকর্ষ করিতে হয়।
ইহা সূত্রের “অভিসম্বন্ধাৎ” এই অংশে সূচিত হইয়াছে। আর যে প্রধানপ্রত্য-
সত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, প্রত্যাসত্তির অনুবোধে
অঙ্গবৈগুণ্য ঘটান যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব প্রযাজের অপকর্ষ করিতে হইলে
তৎপূর্ববর্তী আঘার, সামিধেনী প্রভৃতি অঙ্গকলাপেরও অপকর্ষ হইবে এবং
অনুযাজের উৎকর্ষ করিতে হইলে অনুযাজ এবং তৎপরবর্তী শৃক্তবাক, শংযুবাক
প্রভৃতিরও উৎকর্ষ হইবে। ১২শ তদাভ্যুৎকর্ষ-তদন্তাপকর্ষাধিকরণ।

প্রবৃত্তা কৃতকালানাম্ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রবৃত্তা”—প্রবৃত্তি অনুসারে অর্থাৎ একটি ধর্মের
অনুষ্ঠানারম্ভ অনুসারে অথবা অনুষ্ঠীয়মান কর্মের অনুষ্ঠান অনুসারে,

“কৃতকালানাম্”—কৃতকাল অর্থাৎ জ্ঞাতকাল অর্থাৎ পরবর্তী কালে
কর্তব্য বলিয়া স্মৃত পদার্থ সকলের অনুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযোগে প্রথমে প্রাতরনুষ্ঠেয় অনুবাক, তাহার
পর প্রচরণীহোমাদি (প্রচরণী অর্থে জুহুসদৃশপাত্রবিশেষ; মন্ত্রবিশেষ পাঠপূর্বক
মেই পাঠে করিয়া যে হোম করা হয়, তাহার নাম প্রচরণীহোম), তদনন্তর
সবনীয় পুরোডাশাদি এবং তৎপশ্চাৎ বহিষ্পবমান স্তোত্র উপদিষ্ট হইয়াছে।
বহিষ্পবমান স্তোত্রের পূর্বে অনুষ্ঠেয় যে সবনীয় পুরোডাশ তাহাতে নির্বাপ প্রভৃতি
কর্মগুলি অনুষ্ঠেয়; ইহা অভিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বচনান্তরের
নির্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, অধ্বর্যু প্রাতরনুবাকের প্রৈষ (কর্তব্যানুজ্ঞা)
প্রদান করিয়া “প্রতিপ্রস্থাতঃ সবনীয়ান্ নির্বাপয়” অর্থাৎ “হে প্রতিপ্রস্থাতঃ!
আপনি সবনীয় নির্বাপ করুন” এই বলিয়া প্রতিপ্রস্থাতাকে সবনীয়
নির্বাপের প্রৈষ (জ্ঞাত কর্তব্য কর্মের অনুজ্ঞা) প্রদান করেন। স্মৃতরাং সবনীয়
পুরোডাশনির্বাপ প্রচরণীহোমাদির পরে কর্তব্য হইলেও এই প্রৈষ অনুসারে
প্রাতরনুবাকের পর এবং প্রচরণী হোমের পূর্বে অনুষ্ঠেয় হয় বলিয়া উহার
অপকর্ষ হইয়া থাকে। আবার “বহিষ্পবমানে স্ততে আহ—অগ্নীদয়ান্
বিহর। বর্হিঃ স্তৃণীহি। পুরোডাশানলঙ্কর” অর্থাৎ বহিষ্পবমান স্তোত্র পঠিত
হইলে (অধ্বর্যু) বলিবেন—হে অগ্নীং! আপনি অগ্নি বিহরণ করুন, বর্হিঃ
আস্তীর্ণ করুন, পুরোডাশের অলঙ্কার করুন।” এই বচন অনুসারে জানা যায় যে,
পুরোডাশের অলঙ্কার বহিষ্পবমান স্তোত্রের পরে কর্তব্য বলিয়া পুরোডাশের
উৎকর্ষই হইয়া থাকে। স্মৃতরাং উহা প্রচরণীহোমাদির পূর্বে অনুষ্ঠেয় নহে।
অতএব নির্বাপকর্ম অপকৃষ্ট হইলেও অর্থাৎ বচনবলে প্রচরণীহোমের পূর্বে
অনুষ্ঠেয় হইলেও তাহা হইতে যে তৎক্ষণাৎ পুরোডাশ সম্পাদন করিতে হইবে,
তাহার কোনও বচন নাই। স্মৃতরাং তাহা নির্বাপের পর এবং পুরো-
ডাশের অলঙ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, যখন ইচ্ছা, করা যাইতে
পারে। আর পুরোডাশ করিতে হইলে পুরোডাশের প্রকৃতি যে ব্রীহি
প্রভৃতি যেগুলির নির্বাপ করা হইয়াছে, তাহার প্রোক্ষণাদিও করিতে
হয়।

ঐ যে প্রোক্ষণাদি কর্ম, উহা কি নির্বাপের পরে এবং পুরোডাশ অলঙ্কারের
পূর্বে যে কোনও সময়ে ইচ্ছা অনুসারে অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে, অথবা উহার
অপকর্ষ করিয়া নির্বাপের অব্যবহিত পরেই প্রচরণীহোমের পূর্বেই উহার অনুষ্ঠান

করিতে হইবে কিংবা উহার উৎকর্ষ করিয়া বহিস্পবমান স্তোত্রের পরে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই সংশয় ।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে যখন ক্রমনিয়ামক কোনও বিশেষ বচন নাই, তখন উহা ইচ্ছানুসারে প্রচরণী হোমাদির পূর্বেই অনুষ্ঠিত হউক অথবা তাহার পরেই সম্পাদিত হউক, উভয়ই শাস্ত্রসঙ্গত হইবে । অতএব এস্থলে প্রোক্ষণাদি-পদার্থের ক্রম ঐচ্ছিক অর্থাৎ ইচ্ছানুসারী ।

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “প্রবৃত্ত্যা তুল্যকালানাম্”—এককালাগত একাধিক পদার্থের ক্রমপ্রবৃত্তি অনুসারে অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্মের আরম্ভ অনুসারে নিরূপিত হইবে । এস্থলে বচনবলে অপকর্ষপ্রাপ্ত নির্বাপের পরে এক পুরোডাশের অলঙ্কার সম্পাদন করিবার পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যখনই কেন প্রোক্ষণাদি করিতে যাওয়া হউক না, তখনই উহা প্রচরণীহোম, বহিস্পবমান প্রভৃতি সৌমিক (সোম সম্বন্ধীয়) পদার্থ সকলের কোন না কোন একটির সহিত সমকালে উপস্থিত হইবে । আর একই ব্যক্তি যুগপৎ একাধিক কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না বলিয়া উহাদের পৌর্বাপর্য্য—একটির অনুষ্ঠান পূর্বে এবং অপর একটির অনুষ্ঠান পরে করিতেই হইবে । কিন্তু কোনটি পূর্বে এবং কোনটি পক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সংশয় । আর তাহাতে দেখা যায় যে, বচনবলে যখন নির্বাপের অপকর্ষ হইয়াছে, তখন নির্বাপের পরেই প্রোক্ষণাদি অনুষ্ঠেয় হইবে । কারণ, উপদেশ বিধির পাঠক্রম অনুসারে জানা যায় যে, নির্বাপের পর প্রোক্ষণাদি করিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয় । সুতরাং অনুষ্ঠীয়মান নির্বাপ নামক কৰ্ম্মটিই প্রোক্ষণাদির উপস্থাপক অর্থাৎ স্মারক । অতএব নির্বাপের অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন তাহারই পরে প্রোক্ষণাদি অবিলম্বে উপস্থিত হইতেছে, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কোনও হেতুই নাই । পক্ষান্তরে নির্বাপের পরে প্রচরণীহোমাদি করিতে হইলে উপস্থিতিকৃত বিলম্ব ঘটে ; কারণ, নির্বাপকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে তদ্বিধায়ক বাক্য স্মরণ করিতে হয়, তাহার পর সেই বাক্যের পূর্ব পূর্ব প্রাতরহ্ন-বাক্যবিধায়ক বাক্য এবং তদন্তর প্রচরণীহোমাদি বিধায়ক বাক্য স্মৃত হইলে তবে তাহার অনুষ্ঠান করা চলে । এ কারণে এস্থলে প্রথমোপস্থিত প্রোক্ষণাদির দ্বারা চরমোপস্থিত প্রচরণীহোমাদির ক্রমের বাধ হইবে । ইতি সিদ্ধান্ত ।

শব্দবিপ্রতিষেধোচ্চ ॥ ২৬ ॥

অসম্ভবার্থ । “শব্দবিপ্রতিষেধোচ্চ”—শব্দের বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় বলিয়াও ।

ভাষ্যভাবার্থ। নির্বাপের পরেই যে প্রোক্ষণাদি কর্তব্য, তাহার আরও হেতু এই যে, নির্বাপের অব্যবহিত পরেই প্রোক্ষণাদি না করিলে প্রচরণী হোমাদি বহিষ্পবমানান্ত কৰ্মগুলি পর পর ক্রমিকভাবে উপস্থিত হয় বলিয়া উহা-দিগকে বাধ দেওয়া যায় না। কিন্তু ঐগুলির অনুষ্ঠান ক্রমিকভাবে প্রাপ্তকালেই সম্পন্ন করিতে হয়। আর তাহা হইলে অব্যবহিত পরেই যখন “অগ্নীদগ্নীন্ বিহর, পুরো-ডাশানলঙ্করু” এই বাক্যে অলঙ্করণপ্রৈবাди দেওয়া হয়, তখন অগ্নি বিহারের পর পুরোডাশের অলঙ্কারই করিতে হয়। যে হেতু “অলঙ্করু” এস্থলে ‘প্রাপ্তকাল’ অর্থে লোটের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু প্রোক্ষণাদি সম্পন্ন না হইলে পুরোডাশের অলঙ্করণের কাল প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, পুরোডাশ প্রস্তুত না হইলে তাহার অলঙ্করণ হইতে পারে না। আবার প্রোক্ষণাদি করা না হইলে পুরোডাশও প্রস্তুত হইতে পারে না। এই কারণে নির্বাপের অব্যবহিত পরেই যদি প্রোক্ষণাদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে “পুরোডাশান্ অলঙ্করু” এই প্রৈষবাক্য শুনিয়া পুরোডাশের অলঙ্কার না করিয়া প্রথমে প্রোক্ষণাদিই করিতে হয়। সুতরাং “পুরোডাশান্ অলঙ্করু” এই বাক্য হইতে পুরোডাশ অলঙ্কার না বুঝিয়া প্রোক্ষণাদিই বোধিত হয় ইহাই বলিতে হয়; ইহা কিন্তু বিকৃত; যে হেতু উহা হইতে শব্দসামর্থ্যে প্রোক্ষণাদির কর্তব্যতা বোধিত হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহা স্বীকার করিলে এস্থলে যে ‘প্রাপ্তকাল’ অর্থে লোটের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাও বাধিত হয়। অতএব নির্বাপের পরেই প্রোক্ষণাদি অনুষ্ঠেয়। ইতি ১৩শ পুরোডাশিক প্রোক্ষণাদির সৌমিক পদার্থের পূর্বভাবিষ্যাদিকরণ।

অসংযোগাত্তু বৈকৃতং তদেব প্রতিক্ৰয্যেত ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অসংযোগাৎ”—সংযোগ নাই বলিয়া অর্থাৎ ক্রম-সম্বন্ধ নাই বলিয়া, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “বৈকৃতম্”—যাহা বৈকৃত অর্থাৎ কেবলমাত্র বিকৃতির ধর্ম, “তৎ এব”—মাত্র সেইটিই, “প্রতিক্ৰয্যেত”—প্রতিকৃষ্ট হয় অর্থাৎ সেইটিরই অপকর্ষ হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে সূত্যা দিবসের পূর্ব দিনে ঊপবস্যা নামক দিবসে অগ্নীবোমীরপ্রণয়নের পর পণ্ডবাগ বিহিত। আর পণ্ড-বাগে যুগ আবদ্ধ। সুতরাং যুগসম্বন্ধীয় ধর্ম সেই দিনেই কর্তব্য হয়। কিন্তু

“দীক্ষান্ন যুগ্ম ছিন্তি” এই বচনে দীক্ষাদিবসে অর্থাৎ তিন দিন পূর্বে ছেদন তক্ষণাদি যুগ্মধর্মের অপকর্ষ করিতে হইবে বলা হইয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে তদন্ত সমস্ত কর্মেরই কি অপকর্ষ হইবে অর্থাৎ পশু যাগের যুগ্মকার্যের পূর্ববর্তী অগ্নীষোমীয়প্রণয়নাদিরও কি অপকর্ষ হইবে অথবা তাবজ্ঞান্যায়নুসারে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বোদাহৃত প্রযাজ্ঞান্যায়নুসারে তদন্ত সমস্ত কর্মেরই অপকর্ষ হইবে অর্থাৎ যুগ্মছেদন এবং তাহার পূর্বতন অগ্নীষোমীয়প্রণয়নাদি কর্ম সকলও অপকর্ষ পূর্বক দীক্ষাদিবসেই অনুষ্ঠিত হইবে।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বৈকৃতং তদেব প্রতিকুষ্যত”—যাহা বিকৃতিতে অত্যধিক অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থাৎ যাহা স্বতন্ত্র ভাবে বিকৃতিতে অতিরিক্তরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহার অপকর্ষ করিতে হইলে কেবল মাত্র তাহারই অপকর্ষ হইবে কিন্তু তদনু-রোধে অন্ত কাহারও অপকর্ষ হইবে না। কারণ “অসংযোগাৎ”—অন্তের সহিত ইহার কোন বিষয়ে সম্বন্ধ নাই। অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে অনেকে মিলিয়া একটি অপূর্ব সম্পাদন করে অর্থাৎ যেখানে অনেকগুলি কর্ম একটি প্রধানের অঙ্গ সেখানে একের অপকর্ষ হইলে তৎপূর্বতন অন্তেরও অপকর্ষ করিতে হয়, যেমন প্রযাজ্ঞ, আঘার প্রভৃতি স্থলে। কিন্তু যেখানে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইতে অতিদেশ-বলে প্রাপ্ত, সেখানে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অপূর্বসাধন করে বলিয়া একের অপকর্ষে তৎপূর্বতন অন্তের অপকর্ষ হয় না। যেহেতু, সেখানে পূর্বপদার্থটি উত্তরপদার্থের উপস্থাপক নহে। এ কারণে এস্থলে যখন অগ্নীষোমীয়প্রণয়ন সোমযাগের অঙ্গ এবং যুগ্মছেদনাদি যখন পশুযাগের অঙ্গ বলিয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকতাব না থাকার ক্রমেরও উপকারকতা নাই, তখন ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অপূর্ব সাধন করিতেছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে পূর্ববর্তীটি পরবর্তীর উপস্থাপক নহে। এ জন্য যুগ্মছেদনাদির অপকর্ষ হইলেও তৎপূর্বতন অগ্নীষোমীয়-প্রণয়নাদির অপকর্ষ হইবে না। ইতি ১৫শ যুগ্মমাত্রাপকর্ষাধিকরণ।

প্রাসঙ্গিকং চ নোৎকর্ষেদসংযোগাৎ ॥ ২৮ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রাসঙ্গিকং চ”—প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ প্রসঙ্গত উপ-কারী কর্মও, “ন উৎকর্ষেৎ”—উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে না, “অসংযোগাৎ”—যেহেতু সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অতিদেশ বিধি অনুসারে জানা যায় যে, সবনীর পুরোডাশে 'পিষ্টলেপ' এবং 'ফলীকরণের' হোম করিতে হয়। দৃষং-উপল (শিলনোড়া) এবং কপাল প্রভৃতিতে যে পিষ্টাংশ লিপ্ত থাকে, তাহাকে 'পিষ্টলেপ' বলে। আর 'ফলীকরণ' অর্থে তণ্ডুলকণা। জুহু মধ্যে চতুর্গ্হীত আত্ম্য নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণাঘ্নিতে সেই পিষ্টলেপ এবং ফলীকরণ উভয়েরই হোম করিতে হয়। আর এই হোম প্রকৃতি কর্ত্তে অনুযায় হোমের পরে করা হইয়া থাকে। সুতরাং অতিদেশবিধিবলে ঐগুলি বিকৃতিভূত সবনীরপুরোডাশেও অনুযাজের পরই কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত (২৩২৪ সূত্রে বর্ণিত) তদাদিতদন্তস্তারানুসারে অনুযাজের উৎকর্ষ হয় বলিয়া সূক্তবাক প্রভৃতিরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং তদনুসারে ইহারও উৎকর্ষ হইবে। এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে তদন্তের সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“প্রাসঙ্গিকং চ ন উৎকর্ষেৎ”—যাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ অর্থাৎ যাহা অন্য উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ হইলেও নাস্তরীয়কভাবে অন্তের উপকার সাধন করে, তাহার উৎকর্ষ হইবে না। এ স্থলে এই যে অনুযাজ ইহা পুরোডাশার্ধ নহে, কিন্তু পশ্বর্ধ। কিন্তু পুরোডাশের উপকার ইহা দ্বারা প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু, ঐ যে পিষ্টলেপ এবং ফলীকরণের হোম উহা পুরোডাশার্ধ। আর পশ্বাগে পিষ্টাদি নাই; কিন্তু পুরোডাশ করিতে হইলেই তণ্ডুলকণা এবং তাহার পেষণ প্রভৃতি আবশ্যক। এই কারণে পশুর সহিত উহার কোনও সম্বন্ধই নাই। সুতরাং পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে এখানেও পিষ্টলেপফলীকরণহোমের উৎকর্ষ হইবে না; যে হেতু, এ স্থলে প্রয়োগভেদ রহিয়াছে। ইহা সূত্রের “অসংযোগাৎ” এই অংশে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইতি ১৫শ দাক্ষিণ্যিক হোমের অনপকর্ষাধিকরণ।

তথাপূর্বম্ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষত্রার্থ। “তথা”—সেইরূপ, “অপূর্বম্”—অপূর্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্তের (অপকর্ষ করিবে না)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণের “ভস্মনা অভিবাসয়তি” এই ঋতিবচন হইতে জানা যায় যে, কতকগুলি কপালে পুরোডাশ পাক করিয়া তাহার অভিবাসন অর্থাৎ ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয়। তাহার পর বেদি করিতে হয়। উক্ত ক্রম অনুসারেই পৌর্ণমাসীয়াগে প্রতিপদে অহুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কিন্তু দর্শয়াগপ্রকরণে ঋতি বলিতেছেন, “পূর্বৈহুয়রমাবাস্তায়াং বেদিং কয়োতি”—

অর্থাৎ অমাবস্তা যাগের বেলায় পূর্বদিবসে বেদি করিবে। এই বচনে অমাবস্তা যাগে বেদির অপকর্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বেদির যখন অপকর্ষ হইয়াছে, তখন তৎপূর্বতন অভিবাসনান্ত কশ্মেরও অপকর্ষ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, বেদির পূর্বকালীন অভিবাসনান্ত পদার্থসমূহেরও অপকর্ষ হইবে, কারণ, এ স্থলে বেদির সহিত ইহাদের পারম্পর্য্যে অনুর্ত্তেয়তারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “তথা অপূর্বম্”—এই যে অপূর্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত—যাহা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত নহে, এতাদৃশ কশ্ম—ইহারও অপকর্ষ করিবে না। অভিপ্রায় এই যে, দর্শবাগ যদি পৌর্ণমাসী যাগের বিকৃতি হইত, তাহা হইলে পৌর্ণমাসী যাগে যে ক্রম কণ্ড ছিল, তাহা এ স্থলেও অতিদৃষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু দর্শবাগ পৌর্ণমাসী যাগের বিকৃতি নহে। এ কারণে এ স্থলে স্বতন্ত্রভাবে কোনও ক্রম কল্পনা করিতে হইবে। আর প্রথমে সমস্ত কশ্মের উপদেশ হইলে পক্ষে পাঠাদি দ্বারা ক্রম কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদি অভিবাসনের পরে কর্তব্য ইহা দর্শ ও পূর্ণমাস উভয়ের পক্ষে সাধারণ ভাবে বোধিত হইলেও দর্শবাগের পক্ষে পূর্বদিনেই কর্তব্য বলিয়া বিশেষ বচনের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দর্শবাগে অভিবাসন এবং বেদির ক্রম অবগত হইবার পূর্বেই যখন দর্শবাগীয় বেদির পূর্বদিন-কর্তব্যতা বোধিত হইতেছে, তখন দর্শবাগে পূর্বদিনই বেদির স্থান হইতেছে বলিয়া যখন বেদিরই অপকর্ষ হইতেছে না, তখন অভিবাসনান্ত অঙ্গসমূহের অপকর্ষ ভ দূরের কথা। অতএব দর্শবাগে অভিবাসনান্ত অঙ্গসমূহের অপকর্ষ নাই। ইতি ১৬শ দর্শে পুরোডাশাভিবাসনান্ত কশ্মের অনপকর্ষতাধিকরণ।

সান্তপনীয়! তুৎকর্ষেহগ্নিহোত্রং

সবনবদ্বৈগুণ্যাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “সান্তপনীয়!”—সান্তপনীয়! নামক ইষ্টি (উৎকৃষ্য-মাণ হইলে), “তু”—প্রত্যবস্থানে, “অগ্নিহোত্রম্ উৎকর্ষেৎ”—অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ করিবে, “সবনবৎ”—সবনের ত্রায় অর্থাৎ যেমন প্রাতঃসবন উৎকৃষ্যমাণ হইলে তাহা মাধ্যদিন সবনের উৎকর্ষ ঘটায় সেইরূপ, “বৈগুণ্যাৎ”—যে হেতু (তাহা না হইলে) বৈগুণ্য ঘটবে।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্দশাশ্রমিক বাগের সাক্ষেপনামক পূর্বের সান্ত-
পনীয়া নামক ইষ্টি “মরুদ্ভাঃ সান্তপনেভ্যঃ মাধ্যন্ধিনে চরুঃ নির্বপতি” ইত্যাদি বচনে
মাধ্যন্ধিনে কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। সেই ইষ্টিটি সমাপন করিয়া সায়াংকালে
অগ্নিহোত্র করিতে হয়। যদি কখনও কোনও প্রতিবন্ধকবশতঃ সেই ইষ্টিটি সন্ধ্যার
পূর্বে সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে কি সায়াংকালীন অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে অর্থাৎ
সেই ইষ্টি সমাপন করিয়া তদনন্তর রাত্রিকালে কি অগ্নিহোত্র করিতে হইবে, অথবা
তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া তদ্ব্যবধৌই অগ্নিহোত্র কর্তব্য হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সান্তপনীয়া তু অগ্নিহোত্রম্ উৎকর্ষেঃ
সবনবৎ”—কোনও কারণে প্রাতঃসবন যদি মাধ্যাহ্নকালান্তিপাতেও অনুষ্ঠিত হয়,
তাহা হইলে তদনুরোধে যেমন মাধ্যন্ধিনে সবনের উৎকর্ষ হইয়া থাকে, এ স্থলেও
সেইরূপ সান্তপনীয় ইষ্টির উৎকর্ষ হইলে তদনুরোধে অগ্নিহোত্রেরও উৎকর্ষ হইবে।
কারণ, “বৈগুণ্যং”—এ স্থলে পারম্পর্য্য রহিয়াছে বলিয়া, সান্তপনীয়ার পর অগ্নি-
হোত্র অনুষ্ঠেয়; অন্তথা ক্রমভঙ্গ হওয়ার বৈগুণ্য ঘটে। কারণ, সান্তপনীয়ার কালে যদি
অগ্নিহোত্র করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রণয়ন লোপ হওয়ার অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে।
যে হেতু, সান্তপনীয়ার জন্ত পূর্বেই অগ্নিপ্রণয়ন করা হইয়াছিল বলিয়া সেই কর্তব্যটি
বতক্ষণ না সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ সেই প্রবীত অগ্নির মধ্যে পুনরায় অগ্নিপ্রণয়ন করা
চলে না। অথচ অগ্নিপ্রণয়নও অগ্নিহোত্রের অঙ্গ হইতেছে। অতএব সান্তপনীয়া
সমাপ্ত করিয়া রাত্রিকালেই অগ্নিহোত্র কর্তব্য। ইতি পূর্বপক্ষ।

অব্যবায়্যচ্চ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। “অব্যবায়্যচ্চ”—যে হেতু ইহাতে অব্যবধানও
থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সান্তপনেষ্টি সমাপ্ত করিয়া যে অগ্নিহোত্র কর্তব্য,
তাহার আরও হেতু বলিতেছেন “অব্যবায়্যচ্চ”। একটি কর্তব্য আরম্ভ করিয়া তাহা
অসমাপ্ত রাখিয়া অন্য কোন কর্তব্য করিতে নাই, যে হেতু, তাহাতে কর্ত্বের একপদ-
শ্রুতিবোধিত এককৃত্তিসাধ্যত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কিন্তু সান্তপনীয়ার মধ্যে
যদি অগ্নিহোত্র করা হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধ অর্থাৎ ব্যবধান হয় বলিয়া ঐ
এককৃত্তিসাধ্যত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। অপিচ “অপ
বা এতদ্ বজ্রশ্চ দ্বিত্তে যদন্ত তস্তে বিত্তে অন্তশ্চ তস্ত প্রত্যয়তে” এই শ্রুতি-
বাক্যে একটি কর্ত্বের মধ্যে অপর একটি স্বতন্ত্র কর্ত্বের আরম্ভে সেই ফল দ্বিত্ব হইয়া

যায় বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়াও তন্মধ্যে অগ্নিহোত্র কর্তব্য নহে। অতএব অব্যবধান রক্ষা করিবার জন্য সায়ংকালীন অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে অর্থাৎ সান্তপনীর সারিয়া পশ্চাৎ রাত্রিকালে অগ্নিহোত্র কর্তব্য।

অসম্বন্ধাত্ত্ব নোৎকর্ষেৎ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অসম্বন্ধাৎ”—উভয়ের সম্বন্ধ নাই বলিয়া, “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “ন উৎকর্ষেৎ”—সান্তপনীর অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ করিবে না। অর্থাৎ এস্থলে অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “ন উৎকর্ষেৎ”—এ স্থলে অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে না; কারণ, “অসম্বন্ধাৎ”—ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি ইহাদের মধ্যে অঙ্গাদিভাদি সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে সান্তপনীর অমুরোধে অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইত। কিন্তু সান্তপনীর এবং অগ্নিহোত্র এই দুইটি যখন স্বতন্ত্রাভ্যুত্থের ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃক, তখন ইহাদের মধ্যে কোনও শাস্ত্রীয় ক্রম না থাকায় সান্তপনীর স্বকালভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে, তাহা ভ্রাত্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রাপণাচ্চ নিমিত্তশ্চ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রাপণাৎ চ”—প্রাপ্তি আছে বলিয়াও, “নিমিত্তশ্চ”—নিমিত্তের।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত যে সায়ংকাল, তাহা প্রাপ্ত রহিয়াছে। আর নিমিত্ত থাকিলে নৈমিত্তিকের বিলম্ব হইতে পারে না। এ কারণে অগ্নিহোত্র স্বকালে—সায়ংকালেই অমুর্ত্তেয়। আর ইহাতে প্রণয়ন লোপ পাওয়ার যে বৈগুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উৎকর্ষ করিলেও থাকিয়া যায়। যে হেতু, তাহাতেও বিনা কারণে কালতিপাত হইতেছে।

সম্বন্ধাৎ সবনোৎকর্ষঃ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। “সম্বন্ধাৎ”—সম্বন্ধ আছে বলিয়া, “সবনোৎকর্ষঃ”—সবনের উৎকর্ষ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাতঃসবনের অনুরোধে মাধ্যম্নিন সবনের উৎকর্ষ হয় এই প্রকার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, সবনত্রয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের অপ্রত্যাখ্যেয় শাস্ত্রীয় পারস্পর্য থাকার একের অনুরোধে অশেষ উৎকর্ষ অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এ স্থলে উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব সান্তপনীয়ার অনুরোধে সাংকালীন অগ্নিহোত্রের উৎকর্ষ হইবে না। ইতি ১৭শ সান্তপনীর উৎকর্ষেও অগ্নিহোত্রানুৎকর্ষাধিকরণ।

ষোড়শী চোক্ত্যসংযোগাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “ষোড়শী চ”—ষোড়শী নামক গ্রহেরও (উৎকর্ষ হইবে), “উক্ত্যসংযোগাৎ”—যেহেতু উক্ত্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উক্ত্যানামক গ্রহের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—“তং পরাক্ষমুক্খ্যেভ্যো নিগৃহ্নাতি” অর্থাৎ উক্ত্যের পরে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় সবনে সূর্য্যের অন্তর্গমনের পূর্বেই তিনটি উক্ত্য নামক গ্রহ গ্রহণ করিতে হয়। সেইগুলির পরে ষোড়শী নামক গ্রহ বিহিত। যদি কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ উক্ত উক্ত্য নামক গ্রহ তিনটি সূর্য্যাস্তের পূর্বে না হইয়া পরে গৃহীত হয়, তাহা হইলে ষোড়শী গ্রহের উৎকর্ষ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে যখন কাল অনুসরণীয়, আর সূর্য্যাস্তের পূর্বেই যখন ষোড়শীরও কাল, তখন উক্ত্যের উৎকর্ষ হইলেও ষোড়শী গ্রহের উৎকর্ষ হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“ষোড়শী চ”—এ স্থলে ষোড়শী গ্রহেরও উৎকর্ষ হইবে। কারণ, “উক্ত্যসংযোগাৎ”—উক্ত্যের সহিত ষোড়শীর উত্তর-কালতা অঙ্গাসিদ্ধসম্বন্ধক্রমে উক্ত শ্রুতিবাক্যের “পরাক্ষম্” এই অংশে বলা হইয়াছে। সূতরাং উক্ত্য স্তোত্রই প্রধান বলিয়া এবং উক্ত্য স্তোত্র পাঠকালেই উক্ত্যগ্রহ গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহার উৎকর্ষ হইলে ষোড়শী গ্রহ স্বকালে গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু, ইহাতে প্রধানের কালিক ব্যবধান হইয়া পড়ে। অতএব ষোড়শী গ্রহেরও উৎকর্ষ হইবে। ইতি ১৮শ উক্ত্যোৎকর্ষে ষোড়শীর উৎকর্ষাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ পঞ্চমেহ্ম্যারে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সন্নিপাতে প্রধানানামৈকৈকশ্চ গুণানাং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম

শ্রাং ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রধানানাং সন্নিপাতে”—প্রধান কৰ্ম্মসকলের সন্নিপাত অর্থাৎ সাহিত্য হইলে, “একৈকশ্চ”—এক একটির, “গুণানাং”—গুণসকলের, “সৰ্ব্বকৰ্ম্ম শ্রাং”—সৰ্ব্বকৰ্ম্ম অর্থাৎ সৰ্ব্বভরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে কৰ্ম্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠান বা সমাপন হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয় যজ্ঞে সতরটি পশু আবশ্যক, ইহা পূর্বে “সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূন আলভেত” এই ঋতিবচন উদ্ধার করিয়া বিচারিত হইয়াছে । সেই সমস্ত পশুগুলির প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ উপাকরণ, নিয়োজন প্রভৃতি সংস্কার করিতে হয় । ঐ সংস্কারগুলি কি একটি পশুতে উপাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশসন পর্যন্ত সমস্তগুলি সমাপন করিয়া তদনন্তর অপর একটি পশুতে আবার সেইভাবে আগাগোড়া সকল সংস্কার কর্তব্য—এইভাবে কাণ্ডানুসময়ক্রমে সতরটির সংস্কার করিতে হইবে ? অথবা একটির পর একটি করিয়া সবগুলিতে প্রথমে উপাকরণ, তদনন্তর সবগুলিতে নিয়োজন এই ভাবে পদার্থানুসময়ক্রমে বিশসন পর্যন্ত সংস্কার করিতে হইবে—ইহাই সংশয় ।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“একৈকশ্চ গুণানাং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম শ্রাং”—এক একটি পশুতেই উপাকরণাদি সমস্ত গুণ অর্থাৎ সংস্কার সমাপন করিতে হইবে । কারণ, গুণসকলের প্রধানের সহিত প্রত্যাসত্তি বাহাতে থাকে, সেইরূপ করাই আবশ্যক । আর এক একটির সকল সংস্কার সমাপ্ত করিলে প্রধানের প্রত্যাসত্তি রক্ষিত হয় । আরও প্রকৃতিভূত যে নিরুদপশুবদ্ধ নামক পশুবাগ, তাহাতে উপাকরণাদি ধর্ম্মগুলির সাহিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । সুতরাং তদনুসারে বিকৃতিতেও ধর্ম্মসকলের সাহিত্য থাকা আবশ্যক । অতএব এস্থলে পদার্থানুসময় হইবে না, কিন্তু কাণ্ডানুসময়ই হইবে ।* ইতি পূর্বপক্ষ ।

* কাণ্ডানুসময় বলিতে এক একটি পশু প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পদার্থবর্গের, যেমন উপাকরণাদি বিশসনান্ত অনেকগুলি ধর্ম্মের, অব্যবধানে অনুষ্ঠান, আর পদার্থানুসময় বলিতে অনেকের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অভিহিত হয় । কাণ্ড অর্থে পদার্থবর্গ আর অনুসময় অর্থে পশ্চাৎসঙ্গতি—ইহাই শাস্ত্র-দীপিকার টীকায় উক্ত হইয়াছে ।

সর্বেষাং বৈকজাতীয়াং কৃতানুপূর্ব্যত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “সর্বেষাং”—সমস্ত পশুতে, “বা”—পূর্বপক্ষ-ব্যাবর্তক, “একজাতীয়াং”—একজাতীয় অনুষ্ঠান অর্থাৎ এক একটি অনুষ্ঠান (কর্তব্য), “কৃতানুপূর্ব্যত্বাৎ”—যে হেতু আনুপূর্ব্য অর্থাৎ পৌরুষাণ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পদার্থানুসময়ক্রমে একটি সংস্কার প্রথম হইতে পশুদশ পর্যন্ত পশুতে সমাপন করিয়া পরে আবার সেই ক্রমেই দ্বিতীয়-তৃতীয়াদি সংস্কার কর্তব্য। কারণ, বচনানুসারে পশুসকলের সাহিত্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সবগুলির সংস্কার যুগপৎ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না বলিয়া প্রথমটির উপাকরণের সময় অপর বোলটির উপাকরণ প্রাপ্ত হইলেও পর পর অপর বোলটির উপাকরণ করিতে হয়। যে হেতু, এই প্রকার ব্যবধান অপ্ৰত্যাখ্যেয় বলিয়া শাস্ত্রবোধিত। কিন্তু একটির উপাকরণ করিয়া অপরটির নিয়োজনাদি করিবার কোনও হেতু নাই বলিয়া তাহা অশাস্ত্রীয়। এই কারণে প্রথমে সবগুলির উপাকরণ করিয়া তদনন্তর সেই ক্রমে নিয়োজনাদি বিশসনান্ত সংস্কার করিতে হয়। আর এই পশুসাহিত্য প্রত্যক্ষবচনবোধিত বলিয়া অভিদেশ-বিধিবোধিত অনুমেয় অথবা প্রয়োগবিধিগম্য অর্থাৎপত্তিলভ্য প্রয়োগ-রূপ অর্থাৎ অনুষ্ঠানরূপ ধর্মের সাহিত্য অনাদরণীয়। অতএব এ স্থলে পদার্থানু-সময়ই অনুসর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

কারণাদভ্যাবৃতিঃ ॥ ৩ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “কারণাৎ”—কারণ আছে বলিয়া, “অভ্যাবৃতিঃ”—সমাপ্তি করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, বহু পুরোডাশের যে কাণ্ডানুসময়-ক্রমে এক একটিতে সমস্ত সংস্কার করা হয়, তাহা এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সঙ্গত হয় না। তাহা হইলে বলিব, “কারণাৎ অভ্যাবৃতিঃ”—সেখানে এক একটিতে সমস্ত সংস্কার সমাপন করিবার কারণ আছে বলিয়াই সেইরূপ করা হয়; যেহেতু তাহা না হইলে সবগুলিতে একটি সংস্কার শেষ করিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি সংস্কারগুলি

সম্পাদন করিতে গেলে পুরোডাশ পুড়িয়া যাইবে। আর তাহাতে অর্থলোপ হইয়া পড়ে। ইতি ১ম অনেক প্রধানে সন্নিপাতী ধর্ম সকলের পদার্থানুসময়াদিকরণ।

ভগবান্ ভাষ্যকার এই সূত্রটিকে অধিকরণান্তর প্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বে অশ্বপ্রতিপ্রতিগ্রহেষ্ঠাধিকরণে যে বাক্যগুটি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদনুসারে বহু অশ্বের প্রতিগ্রহ করিলে বহু পুরোডাশনির্কীর্ণ করিতে হয়। সেই পুরোডাশগুলির সংস্কার সম্বন্ধে পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়ম চলিবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বতানুসারে এ স্থলেও সাহিত্য প্রাপ্ত বলিয়া এখানেও পদার্থানুসময়ক্রমে এক একটি ধর্ম সকলপুরোডাশে সমাপ্ত করিয়া তদনন্তর দ্বিতীয় ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“কারণাৎ অভ্যাবৃতিঃ”—এ স্থলে এক একটি পুরোডাশে সর্বসংস্কার সম্পাদন করিবার হেতু আছে বলিয়া কাণ্ডানুসময়ক্রমে তাহাই করিতে হইবে। যদি সবগুলিতে একটি সংস্কার সমাপ্ত করিতে হয়, ততক্ষণে অগ্নির উপরে স্থাপিত পুরোডাশ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে অর্থলোপ অর্থাৎ প্রয়োজন বিফল হইয়া পড়িবে। এই কারণে প্রধানের লোপ হইবার প্রসঙ্গ হয় বলিয়া এখানে পদার্থানুসময় অনুসরণীয় নহে। ইতি ২য় প্রধানবিরোধে সন্নিপাতীগণের কাণ্ডানুসময়াদিকরণ।

মুষ্টি-কপালাবদানাজ্ঞনাভ্যঞ্জন-বপন-পাবনেষু চৈকেন

॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “মুষ্টি-কপাল-অবদান-অঞ্জন-অভ্যঞ্জন-বপন-পাবনেষু চ”—মুষ্টি, কপাল, অবদান, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, বপন এবং পাবন এইগুলিতেও, “একেন”—একটি করিয়া হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে আগ্নেয় এক অগ্নীষোমীয় নির্কীর্ণ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, “চতুরো মুষ্টীন নির্কীর্ণতি” অর্থাৎ চারি মুষ্টি নির্কীর্ণ করিবে। এ স্থলে যে চারি মুষ্টির নির্কীর্ণের বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে, তাহা কি এক একটি মুষ্টিতে অন্তর্মুষ্টি নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্ররূপে হইবে অথবা চারিমুষ্টি গ্রহণের পর নির্কীর্ণ হইবে ইহাই সংশয়। ইহাঙ্কে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “একেন”, এস্থলেও পূর্বতরাধিকরণের নিয়মানুসারে পদার্থানুসময়ক্রমে এক

একটি মুষ্টিতেই নির্বাপ সমাপ্ত হইবে। কিন্তু একের (যেমন আগ্নেয়ের) একসঙ্গে চতুর্মুষ্টি নির্বাপের পর অপরের (যেমন অগ্নিবোমীর) চতুর্মুষ্টি নির্বাপ কর্তব্য নহে।

এইরূপ “কপালানি উপদধাতি” অর্থাৎ “কপাল সকলের উপধান (স্থাপন সংস্কার) করিবে” এই বচনে যে উপধান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও এক একটি কপালেই সম্পন্ন হইবে; একটি কপাল উপহিত করিয়া তাহার পর অত্র একটি কপালের উপধান হইবে। এইরূপ “মধ্যাদ্ অবততি, পূর্বাদ্ অবততি” এই বচনে যে অবদান বিহিত হইয়াছে, “ত্রিঃ আঙ্ক্তে” ইত্যাদি বচনে যে তিনবার অঙ্গন এবং অভ্যঙ্গন বিহিত হইয়াছে, “প্রতিদিশা ত্রিভিবর্গতি” এই বচনে যে তিন তিনবার করিয়া বপন উপদিষ্ট হইয়াছে এবং “চিৎপতিত্বা পুনাতু ইতি সপ্তভিঃ মুখাং” ইত্যাদি বচনে যে পাবন বিহিত হইয়াছে, সেই সমুদয় স্থলেও পদার্থানুসার অনুসারে এক একটি সংস্কার স্বতন্ত্রভাবেই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বানি ত্বেককার্যত্বাদেবাং তদৃগুণত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সর্বানি”—সকলগুলি (একসঙ্গে হইবে), “তু”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “এককার্যত্বাৎ”—যে হেতু ইহাদের এককার্যত্ব আছে অর্থাৎ একই অপূর্বে যুগপৎ অবয়ব আছে, “এবাং তদৃগুণত্বাৎ”—কারণ, এইগুলি অর্থাৎ তত্ত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট মুষ্টিগুলি বিশিষ্টাত্মকভাবে তাহারই গুণ অর্থাৎ অপূর্বেরই অঙ্গ। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে স্বতন্ত্রভাবে এক এক মুষ্টি প্রভৃতির নির্বাপাদি হইবে না, কিন্তু “সর্বানি তু এককার্যত্বাৎ”—সকল-গুলি মিলিয়া একটি পদার্থ হইবে। কারণ, এস্থলে পদার্থত্ব লৌকিক নহে, যে হেতু ইহার কেবলমাত্র কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন নাই। কিন্তু অপূর্বই এস্থলে প্রয়োজন। আর অপূর্ব বিধিগম্য। এই কারণে এস্থলে পদার্থত্ব অলৌকিক বা বিধিগম্য। আর বিধি চতুঃসংখ্যাভিঃ বিশিষ্ট যে মুষ্টি প্রভৃতি তাহাদেরই বিধান করিতেছে। এই জন্য এক মুষ্টি প্রভৃতিগুলি তদ্বাৎ হওয়ার পদার্থ হইবে না। কিন্তু চতুঃসংখ্যাভিঃ বিশিষ্ট যে পূর্ণ তাহাই পদার্থ হইবে। ইহা সূত্রের “এবাং তদৃগুণত্বাৎ” এই অংশে সূচিত হইয়াছে। অপিচ ইহাতে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে। অধিক কি সংখ্যা

অক্ৰিয়ার্ণ বলিয়া সংনির্বাপের অঙ্গও হইতে পারিবে না। অতএব সমষ্টি অনুসারেই এস্থলে] কার্য হইবে। ইতি ৩য় মুষ্টিকপালাদির সমুদায়ানুসময়াধিকরণ।

সংযুক্তে তু প্রক্রমাৎ তদঙ্গং স্যাদিতরশ্চ তদর্থত্বাৎ ॥ ৬ ॥ সিং

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ। “সংযুক্তে”—সংযুক্ত অর্থাৎ চতুরবন্তসম্বন্ধ হোমস্থলে, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “প্রক্রমাৎ”—প্রক্রম অনুসারে অর্থাৎ যে হেতু হোমের দ্বারা যে প্রক্রম (আরম্ভ) হইয়াছে সেই কারণে তদনুসারে, “তদঙ্গং স্যাৎ”—তাহার অর্থাৎ সেই হোমের অঙ্গ হইবে, “ইতরশ্চ তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু অপরটি অর্থাৎ দ্বি-অবদানটি তাহারই অর্থাৎ হোমেরই অঙ্গ। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে দ্ব্যবদান স্থলে একৈক অবদানে অনুসময় হইবে না ইহা স্থির হইলে পুনরায় সংশয় হয় এই যে, শুদ্ধ অবদানে অনুসময় হইবে, কি হোমাস্তে অনুসময় হইবে, অর্থাৎ শুদ্ধ দ্ব্যবদানান্তই কি একটি পদার্থ অথবা দ্ব্যবদানবিশিষ্ট হোমপৰ্য্যন্তই একটি পদার্থ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে দ্বিষ্মবিশিষ্ট যে অবদান তাহাই একটি পদার্থ। সুতরাং আগ্নেয় হবির্দ্রব্যের দ্ব্যবদান করিয়া তাহার হোম না করিয়াই অগ্নীষোমীয়েয় দ্ব্যবদান করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অবদানাদি হোমাস্ত একটি পদার্থ; কেন না, “চতুরবন্ত জুহোতি” অর্থাৎ “চতুর্বার অবদানের হোম করিতে হইবে” এই বাক্যে অবদানবিশিষ্ট হোমই বিহিত হইয়াছে। এই কারণে একবার দ্ব্যবদান করিয়া তাহার আহুতি দেওয়া না হইলে ঐ উপক্রম বাক্যের সহিত একবাক্যতা হয় না। আর এস্থলে যে কেবলমাত্র অবদানই বিহিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, যেহেতু অবদান না করিলে হোম হইতে পারে না বলিয়া অবদান বিধি বিনাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাপ্তের আর বিধি হইতে পারে না। কিন্তু এ স্থলে অবদানগত দ্বিষ্মই অপ্রাপ্ত বলিয়া তাহাই বিহিত হইয়াছে। আর হোম বিনা অবদান নিরর্থক বলিয়া হোমাস্ত যে অবদান তাহাই একটি পদার্থ। অতএব এস্থলে হোমাস্ত যে অবদান তাহারই অনুসময় হইবে। ইতি ৪র্থ অবদানাদি প্রদানান্তানুসময়াধিকরণ।

বচনাৎ তু পরিব্যানান্তমঞ্জনাদি শ্রাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ”—বচন আছে বলিয়া, “তু”—অধিকরণান্তরহৃচক, “অঞ্জনাদি পরিব্যানান্তঃ শ্রাৎ”—অঞ্জনাদি পরিব্যানান্ত কৰ্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে অগ্নীষোমীয় পণ্ডর প্রকরণে, য্বতের দ্বারা যুপের অভ্যঞ্জন, উচ্ছ্রয়ণ (উস্তোলন), অবটসমূহন (গৰ্ভ ভর্তি করা), যুপমূলের পরিবৃহণ, এবং যুপের মধ্যস্থলকে রশনা দিয়া পরিব্যাণ (আবরণ) করা—এতগুলি কৰ্ম্ম আছে। কোন কোন যজ্ঞে একাধিক যুপ আবশ্যক, ইহা “একযুপো বা একাদশিনী বা অন্তেষাম্ যজ্ঞানাং যুপাঃ ভবন্তি একবিশিনী অশ্বমেধশ্চ” এই বচনে উপদিষ্ট হইয়াছে। বহু যুপস্থলে পদার্থানুসময় হইবে কি কাণ্ডানুসময় হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূৰ্বপক্ষবাদী বলেন যে, এ স্থলে সপ্তদশ প্রাজাপত্য পণ্ডর ত্রায় পদার্থানুসময় ক্রমে সবগুলি যুপে একটি করিয়া সংস্কার হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অঞ্জনাদি পরিব্যানান্তঃ শ্রাৎ”—এই স্থলেতে এক একটি যুপে অঞ্জনাদি পরিব্যানান্ত সমস্ত কৰ্ম্ম সমাপ্ত হইবে। কারণ, “বচনাৎ”—শ্রুতি বলিতেছেন “অঞ্জনাদি পরিব্যানান্তঃ যজমানো যুপং নাবহুজ্ঞেৎ” অর্থাৎ “অঞ্জন থেকে পরিব্যান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যজমান যুপ স্পর্শ ত্যাগ করিবে না”। এই কারণে এক একটি যুপে সকল সংস্কার সম্পন্ন না হইলে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া এক একটি যুপে তাবৎ সংস্কার এক একবারে সমাপ্ত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

কারণাদ্ বা অনবসর্গঃ শ্রাদ্ যথা পাত্রবৃদ্ধিঃ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “কারণাৎ”—কারণ অর্থাৎ অধ্বর্যুকে সাহায্য করা রূপ কারণ আছে বলিয়া, “বা”—পূৰ্বপক্ষহৃচক, “অনবসর্গঃ শ্রাৎ”—অনবসর্গ অর্থাৎ স্পর্শত্যাগাভাব হয়, “যথা পাত্রবৃদ্ধিঃ”—(কৰ্ম্মবিশেষে কারণ আছে বলিয়া) যেমন পাত্র বাড়াইতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর উক্তি শুনিয়া পূৰ্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সত্য বটে যজমান যুপ স্পর্শ করিয়া থাকে, তথাপি প্রয়োগবিধিবোধিত

প্রয়োগপ্রাপ্তভাব রক্ষা করিবার অনুরোধে পদার্থানুসময়ক্রমে সবগুলি যুগে একটি সংস্কার সমাপ্ত হইলে অপর একটি সংস্কার প্রবৃত্তিক্রমানুসারে কর্তব্য হইবে। কারণ, যজ্ঞমানের এই যে যুগস্পর্শ, অধ্বয্যুর্কে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য; যেহেতু যুগ উত্তোলিত করিয়া ধরা হইলে অজ্ঞনাদি কণ্ঠ করা অধ্বয্যুর পক্ষে শ্রুত হয় বলিয়া ইহাই দৃষ্ট প্রয়োজন; অত্থা যুগস্পর্শের অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করিতে হয়। আর একটি যুগের বেলায় একজনেরই সহায়তা আবশ্যক, কিন্তু অনেক যুগস্থলে একাধিক ব্যক্তি না হইলে চলে না। যেমন হবির্দ্রব্যের আধিক্য হইলে পাত্রেরও আধিক্য উপদ্রষ্ট না হইলেও অর্থতঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ কারণে যজ্ঞমান ছাড়া অল্প লোকে সাহায্য করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরও “যজ্ঞমানো যুগং নাবসৃজেৎ” ইহা বিধি নহে, কিন্তু প্রমাণান্তর প্রাপ্ত (অর্থাপত্তিসম্ভা) এবং দৃষ্টার্থক বলিয়া অনুবাদ মাত্র। একারণেও ইহা পদার্থানুসময়ের বাধক নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ন বা শব্দকৃতত্বান্ন্যায়মাত্রমিতরদর্থাৎ পাত্রবিবুদ্ধিঃ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “শব্দকৃতত্বাৎ”—যে হেতু (অনবসর্গ) বেদ-বচনবোধিত হইতেছে, “ইতরৎ”—অপরটি অর্থাৎ প্রয়োগপ্রাপ্তভাবটি, “ন্যায়মাত্রম্”—কেবলমাত্র যুক্তিসম্ভা, “পাত্রবিবুদ্ধিঃ”—পাত্রের আধিক্য, “অর্থাৎ”—অর্থাপত্তিসিদ্ধ। পূর্বপক্ষ খণ্ডন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রয়োগপ্রাপ্তভাব সাক্ষাৎ বচন বিহিত নহে, কিন্তু যুক্তিমূলক। আর যুক্তির দ্বারা বচনের অর্থ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। এ কারণে প্রয়োগপ্রাপ্তভাবের অনুরোধে বচনবোধিত অর্থের অর্থ প্রকাশ করা চলে না বলিয়া এ স্থলে পদার্থানুসময়ক্রম আদরণীয় হইবে না কিন্তু কাণ্ডানুসময়ক্রমই অবলম্বনীয়। আর যজ্ঞমানের যে যুগানবসর্গ তাহা দৃষ্টার্থক হইলেও যে অনুবাদ তাহা বলা চলিবে না, কারণ, এ স্থলে নিয়মবিধি স্বীকার করা হয়। আর নিয়ম দৃষ্ট দ্বারাই অপূর্বের জনক হইয়া থাকে। আর নিয়মবিধি হওয়ায় এখানে যজ্ঞমান ছাড়া অল্প কেহ যুগস্পর্শ করিলেও চলিবে না, যেহেতু যুগস্পর্শ অর্থাপত্তিসিদ্ধ হইলেও তদবিষয়ে যজ্ঞমানের যে

অযোগ তাহার ব্যবচ্ছেদ (ব্যাবৃত্তি) করাই নিয়মবিধির ফল। সুতরাং অস্ত্রে যুগ্ম স্পর্শ করিলে তদ্বিষয়ে যজ্ঞমানের যে অযোগ তাহার ব্যবচ্ছেদ হইতে পারে না। আর যে পাত্রবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তথায় পাত্রের উদ্দেশ্যে অস্ত্র পদার্থ (গ্রহণাদি) বিহিত হইয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য যে পাত্র তদুগত সংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না। এ কারণে দ্রব্যের আধিক্য হইলে তথায় পাত্রেরও সংখ্যাধিক্য হওয়া বিরুদ্ধ নহে। অতএব এস্থলে কাণ্ডনুসময় ক্রমে অঞ্জনাদি পরিব্যানাস্ত কর্তৃক এক একটি যুগ্মে সম্পাদন করিতে হইবে। ইতি ৫ম যুগ্মগণে অঞ্জনাদি পরিব্যানাস্তানুসময়াদিকরণ।

পশুগণে তস্ম তস্মাপবর্জ্যেৎ পশ্বেকত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “পশুগণে”—অনেক পশুর স্থলে, “তস্ম তস্ম অপবর্জ্যেৎ”—প্রত্যেকটি পশুর (দৈবতাদি ত্রিক) সমাপ্ত করিতে হইবে, “পশ্বেকত্বাৎ”—যে হেতু (প্রতিব্যক্তি) পশুর একত্ব হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয় যজ্ঞের সতরটি প্রাজাপত্য (প্রজাপতি দেবতাকে দেয়) পশু আছে। সেই পশুর যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছতি দিতে হয়, তাহাতে সংশয় এই যে, কাণ্ডনুসময়ক্রমে এক একটি পশুর অঙ্গ দেবতার উদ্দেশ্যে অবদান করিয়া (কাটিয়া লইয়া) তাহারই ঠিক পরেই কি সেই পশুর অঙ্গ স্বিষ্টকৃৎ এবং ইড়ার অবদানের জন্ত গ্রহণ করিতে হইবে অথবা পদার্থানুসময়ক্রমে সকল পশুগুলিরই প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে অবদান; তদনন্তর স্বিষ্টকৃৎ-অবদান এবং ইড়ার জন্ত অবদান করিতে হইবে?

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “পশুগণে তস্ম তস্ম অপবর্জ্যেৎ”—এতাদৃশ স্থলে কাণ্ডনুসময়ক্রমে এক একটি পশুতে সমস্ত অবদান অর্থাৎ দৈবত (দেবতা সধকীয়) সৌবিষ্টকৃত (স্বিষ্টকৃৎ সধকীয়) এবং ঐড় (ইড়া সধকীয়) অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হইলে তদনন্তর অপর একটি পশুতে পুনরায় সেই সমস্ত অনুষ্ঠান হইবে। কারণ, পশুবাগের প্রকৃতিভূত যে অগ্নীবোমীয় পশু, তাহাতে এই রূপই করিতে হয়। যেহেতু, অগ্নীবোমীয় পশু সধক্যে ঋতি বলিতেছেন—“দৈবতান্নবদায় ন তাবত্যেব হোতব্যম্। সৌবিষ্টকৃতান্নবজ্জতি। সৌবিষ্টকৃতান্নবদায় ন তাবত্যেব হোতব্যম্ ঐড়ান্নবজ্জতি” অর্থাৎ “দেবতা সধকীয় অবদানের পর সেই টুকুমাত্র করা হইলেই যে হোম ক্লরিবে তাহা নহে, কিন্তু স্বিষ্টকৃৎ-সধকীয় অবদান করিতে হইবে, স্বিষ্টকৃৎসধকীয়

৮২২

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ

অবদানের পর সেইটুকুমাত্র করা হইলেই যে হোম করিবে, তাহা নহে কিন্তু ইড়া সম্বন্ধীয় অবদান করিবে। সুতরাং প্রকৃতিভূত কৰ্ম্মে যখন প্রধান দেবতা সম্বন্ধীয় অবদান, ষ্টিষ্টকৃৎ-অবদান এবং ইড়া অবদান করিয়া তাহার পর হোম করিতে হয়, তখন বিকৃতিভূত প্রাজাপত্যপশুগণেও ঠিক ঐ ক্রমে এক একটি পশুতে অবদাননিচয় সমাপ্ত করিয়া পরে আছতি দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ইতি পূর্বপক্ষ।

দৈবতৈর্বৈককৰ্ম্মাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “দৈবতৈঃ”—দেবতা অল্পসারে (অবদান হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষ ব্যাবর্তক, “ঐককৰ্ম্মাৎ”—যেহেতু এককৰ্ম্মতা রহিয়াছে অর্থাৎ অবদানযুক্ত আছতিই একটি কৰ্ম্ম। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পদার্থানুসময়ক্রমে যেমন সপ্তদশ পশুর উপাকরণ, নিয়োজন প্রভৃতি সংস্কার হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইরূপ প্রথমে প্রধান দেবতার উদ্দেশে সবগুলি পশুর অঙ্গ হইতে অবদান, পরে সবগুলি পশু হইতে ষ্টিষ্টকৃৎ-অবদান, এবং তাহার পর ইড়া-অবদান করিয়া শেষে হোম করিতে হইবে। কারণ, “ঐককৰ্ম্মাৎ”—সবগুলি পশু হইতে এই যে প্রধান দেবতার উদ্দেশে অবদান ইহা একই দেবতার উদ্দেশে কৃত হয় বলিয়া একটিই কৰ্ম্ম; এইরূপ ষ্টিষ্টকৃৎ-অবদান এবং ইড়া অবদানও সাকল্যে এক একটি স্বতন্ত্র কৰ্ম্মই হইতেছে। এই কারণে এক কৰ্ম্মের স্থলে সাহিত্য আবশ্যক। আর সাহিত্য কি ভাবে রক্ষিত হয়, তাহা পূর্বে (এই পাদের প্রথম অধিকরণে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যে প্রকৃতিবাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে খাটে না; কারণ, প্রকৃতিভূত যে অগ্নীষোমীয়পশু তাহা একটি ছাড়া অনেক নহে বলিয়া প্রধান দেবতার অবদান, ষ্টিষ্টকৃৎ-অবদান এবং ইড়া-অবদান পর পরই হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে বহু পশু দ্রব্যরূপ বিহিত আছে তাদৃশ বিকৃতিবাগে ঐ পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে হইলে পদার্থানুসময়ই যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু ইহাতে প্রকৃতিভূত কৰ্ম্মের ধর্ম্ম বাধিত না হইয়া সমর্থিতই হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রস্য চার্ধবদ্ধাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। “মন্ত্রস্ত”—মন্ত্রের, “অর্থবদ্ধাৎ চ”—অর্থবদ্ধ (সার্থক্য) রক্ষিত হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত আরও হেতু দেখাইতেছেন, “মন্ত্রস্ত চ অর্থবদ্ধাৎ” । প্রধান দেবতার জন্ত যে অবদান করা হয়, তাহা “মনোতা” মন্ত্র (“ঋ হুয়ে প্রথমং মনোতা” ইত্যাদি মন্ত্র) পাঠ করিয়া আহুতি দিতে হয়। এস্থলে যদি কাণ্ডারুসময় আদরণীয় হয়, তাহা হইলে মন্ত্রটির পর্যায়তা অর্থাৎ আবৃত্তি করিতে হয়, কারণ, এস্থলে প্রত্যেক আহুতির পর প্রধান দেবতার অবদান, দ্বিষ্টকৃত্য-অবদান এবং ইড়া-অবদান এতগুলি পদার্থের ব্যবধান থাকায় মন্ত্রটি একবার পাঠ করিলে চলে না—কিন্তু প্রত্যেক বারেই পাঠ করিতে হয়। আর ইহাতে গৌরব-দোষই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পদার্থীহুসময়ক্রমে মন্ত্রটি তদ্ব্যতীত অনুসারে একবার মাত্র পাঠ করিয়া প্রধান দেবতার অবদানগুলি নৈরন্তর্য্যে আহুতি দেওয়া চলে। অতএব ফলবিহীন গৌরব পরিহার করিতে হইলে এতাদৃশ স্থলে পদার্থীহুসময়ই আদরণীয়। ইতি ৬ষ্ঠ একদেবতাক অবদানে দৈবতাদি অনুসময়াধিকরণ।

নানাবীজেষ্বেকমূলখলং বিভবাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “নানাবীজেষু”—নানাপ্রকার বীজ (ধাতু) স্থলে “উল্খলম্ একম্”—উল্খল একটিই হইবে, “বিভবাৎ”—যেহেতু তাহাতেই বিভব অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পত্তি হইয়া যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে রাজহুয়যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ব্রীহি, ঞ্জামাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়া (চক্র পাক করিয়া) যাগ করিবার বিধান আছে। ঐ ধাতু কৃষ্ণাজিনের উপর উল্খল রাখিয়া তাহাতে অবঘাত করিয়া (কণ্ডন করিয়া) শূর্ণে পরাবপন, তণ্ডুলীকরণ বিবেচন (বাছাই করা) পূর্বক তণ্ডুল নিষ্কাশন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর জন্ত কি ভিন্ন ভিন্ন উল্খল আবগুক অথবা তদ্ব্যতীত অনুসারে একটিতেই ক্রিয়ানিষ্পত্তি হইবে ইহাই সন্দেহ। এই প্রকার সন্দেহে সিদ্ধান্তীর মত উল্লেখ করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, “নানাবীজেষু একম্ উল্খলম্ বিভবাৎ”—নানাবীজ- (ধাতু) সাধ্য যে যাগ, তাহাতে একটি মাত্র উল্খল এবং কৃষ্ণাজিন হইলেই চলিবে, কারণ, তাহাতেই পর্যায়ক্রমে (পর পর) প্রত্যেক বীজের ধাতুদিগ্ন অবঘাত হইতে পারে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিবুদ্ধির্বা নিয়মানুপূর্ব্যস্ত তদর্থত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “বিবুদ্ধিঃ”—(উলুখলের) বুদ্ধি (হইবে), “বা”—পক্ষপরিবর্তনহৃৎক, “নিয়মানুপূর্ব্যস্ত তদর্থত্বাৎ”—যেহেতু নিয়ত যে অনুপূর্ব্য অর্থাৎ পাঠক্রম তাহা তদর্থ অর্থাৎ পাত্রবুদ্ধির প্রয়োজক অর্থাৎ হেতু।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে উলুখল নামক পাত্রের বুদ্ধি হইবে। কারণ, এস্থলে উলুখলে হবিরাবাপ (ধাত্ত গ্রহণ) একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই অবঘাত প্রভৃতি প্রাপ্ত। সুতরাং পাঠানুসারে তাহাদের যে পারস্পর্য প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে পদার্থানুসময়ানুসারে প্রথমে সমস্ত ধাত্তের আবাপ করিয়া পরে সেই ক্রমে অবঘাতাদি করিতে হইবে। আর তাহা করিতে গেলে তাহা একটি উলুখলে সম্ভব হয় না বলিয়া বহু উলুখল আবশ্যক হয়; কেন না, একটি উলুখলে আঘাত করায় তাহা ব্যাপ্ত থাকায় অত্র বীজের আবাপের জ্ঞান আর কিছুই থাকে না। ইতি পূর্বপক্ষ।

একং বা তণ্ডুলভাবাদ্বস্তেন্তদর্থত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “একং”—একটিই উলুখল (হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তণ্ডুলভাবাৎ”—তণ্ডুল হইয়া যায় বলিয়া, “ইন্তেঃ তদর্থত্বাৎ”—কারণ (অবপূর্বক) হনু ধাতুর তাহাই অর্থ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উলুখলে ধাত্ত গ্রহণ অবধি তণ্ডুলনিষ্পত্তি পর্যন্ত একটিই পদার্থ—একটিই কণ্ঠ, এ কারণে একাধিক উলুখল আবশ্যক হইবে না, কিন্তু একই উলুখলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বীজের (ধাত্তের) হবিরাবাপ প্রভৃতি হইবে। সুতরাং এক জাতীয় ধাত্ত লইয়া কৃষ্ণাজিন আস্তরণ হইতে আরম্ভ করিয়া তণ্ডুলনিষ্পত্তি পর্যন্ত কণ্ঠ করিয়া অত্র জাতীয় ধাত্তের (শ্রামাক প্রভৃতির) আবাপ, অবঘাতাদি করিতে হয় বলিয়া একটি উলুখলেই ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সুতরাং অল্পগুলি নিরর্থক। ইতি ৭ম নানাবীজৈ কৃষ্ণাজিনান্তিরণাদি তণ্ডুলপ্রক্ষালনানিয়ান্তে অনুসময়াদিকরণ।

বিকারে অনুযাজানাং পাত্রভেদোহর্থভেদাৎ শ্রাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষব্রাহ্মণার্থ। “অনুযাজানাং বিকারে”—অনুযাজনকলের বিকারে অর্থাৎ পশুযাগীয় অনুযাজে, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “পাত্রভেদঃ শ্রাৎ”—পাত্রভেদ হইবে, “অর্থভেদাৎ”—যেহেতু অর্থের অর্থাৎ দ্রব্যের ভেদ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুপ্রকরণে ঋতি বলিতেছেন, “পৃষদাজ্যেন অনুযাজান্ বজ্জতি” অর্থাৎ পৃষদাজ্য দিয়া অনুযাজ করিতে হইবে। পৃষদাজ্য অর্থে দধিমিশ্রিত আজ্য। প্রকৃতিভূত কর্ণে পৃষদাজ্য আবশ্যক না হওয়ায় কেবল মাত্র আজ্য দিয়াই কার্য সমাধা হয় বলিয়া কোনও গোলমাল নাই। সুতরাং তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু বিকৃতি যাগে যখন দ্রব্যভেদ অর্থাৎ দধিমিশ্রিত আজ্য আবশ্যক, তখন ইহার জ্ঞাত স্বতন্ত্র পাত্র আবশ্যক হইবে কি না ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিভূত কর্ণে যখন একটিই মাত্র উপভূতেই (পাত্রবিশেষে) প্রযাজ এবং অনুযাজ উভয়েরই আজ্য ধৃত হইয়া থাকে, তখন এই বিকৃতি কর্ণেও তাহাই অতিদেশবলে যাইবে। অতএব অগ্নীষোমীয়ে অনুযাজে পাত্রভেদ হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অনুযাজানাং বিকারে তু পাত্রভেদঃ শ্রাৎ”—এই যে অনুযাজের বিকার অগ্নীষোমীয় পশুযাগীয় অনুযাজ, ইহাতে পাত্রভেদ হইবে—একই পাত্রে প্রযাজ এবং অনুযাজ উভয়ের হবির্দ্রব্য গৃহীত হইবে না। কারণ, “দ্রব্যভেদাৎ”—এস্থলে প্রযাজের দ্রব্য আজ্য এবং অনুযাজের দ্রব্য পৃষদাজ্য অর্থাৎ দধিমিশ্রিত আজ্য হওয়ায় উভয়ের দ্রব্য ভিন্নপ্রকারই হইতেছে। আর প্রযাজের আজ্যের উপবনাদি সংস্কার করা হয় বলিয়া তদ্বলে তাহাতে অল্প দ্রব্যের সংসর্গ মাত্রও নিষিদ্ধ হইতেছে। এ কারণেও উপভূৎ নামক যে পাত্রে প্রযাজের আজ্য ধৃত হয়, তাহাতে অনুযাজের পৃষদাজ্য গৃহীত হইতে পারে না। আরও উপভূৎ নামক পাত্রে যে দ্রব্য ধারণ করিতে হয়, তাহা অর্থাপত্তিরূপ বলিয়া পৃষদাজ্যরূপ দ্রব্যের আধিক্যে পাত্রেরও যে বৃদ্ধি তাহাও অর্থাপত্তিবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইতি ৮ম অগ্নীষোমীয় পশুতে প্রযাজ ও অনুযাজে পাত্রভেদাধিকরণ।

প্রকৃতেঃ পূর্বোক্তত্বাদপূর্বমন্তে শ্রান্ন হ্যচোদিতশ্চ

শেষান্নানম্ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রকৃতেঃ”—প্রকৃতির অর্থাৎ প্রকৃতিভূত ধর্ম সকলের, “পূর্বোক্তত্বাৎ”—পূর্বোক্ততা আছে বলিয়া, “অপূর্বম্”—অপূর্ব অর্থাৎ বিকৃতিগত উপদেশবিধি, “অন্তে শ্রাৎ”—শেষে হইবে, “হি”—যেহেতু, “অচোদিতশ্চ শেষান্নানং ন”—অচোদিত অর্থাৎ অনুৎপন্ন কর্মের শেষান্নান অর্থাৎ অঙ্গপাঠ সম্ভব হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টা-কপালং নির্বপেৎ” ইত্যাদি বচনে নক্ষত্রেষ্ট্রি নামে একটি বাগ বিহিত হইয়াছে। ইহা বিকৃতিভূত কর্ম। আর তাহারই সমীপে “সোহত্র জুহোতি। অগ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি বাক্যে কতকগুলি উপহোমও বিহিত হইয়াছে। আবার প্রকৃতিভূত কর্মের নারিষ্ঠহোমনামক কতকগুলি হোমও অতিদেশবিধি বলে ইহাতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সংশয় এই যে, অতিদেশবলে প্রাপ্ত নারিষ্ঠ হোমই কি প্রধান হোমের পর কর্তব্য হইবে অথবা উপদেশবিহিত উপহোম সকলই প্রধানের পর অনুষ্ঠেয় হইবে।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, অতিদেশ অপ্রত্যক্ষপঠিত এবং উপদেশ প্রত্যক্ষপঠিত হওয়ায় অতিদেশ অপেক্ষা উপদেশবিধিই বখন প্রবল, তখন প্রধান হোমের পর উপহোম সকলই প্রথমে করণীয় হইবে, কারণ, উহা প্রধান হোমের সমীপেই পঠিত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “অপূর্বমন্তে শ্রাৎ”—ঐ যে অপূর্ব অর্থাৎ উপদেশবিধিলব্ধ উপহোম তাহা শেষকালেই অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, “প্রকৃতেঃ পূর্বত্বাৎ”—নক্ষত্রেষ্ট্রি রূপ বিকৃতি কর্মটি বখন বিহিত হয়, তখন প্রথমেই উহার কথস্তাবাকাজ্জা হয়—কোন কোন অঙ্গের দ্বারা উহার অনুষ্ঠান হইবে, এই প্রকার জিজ্ঞাসাই প্রথমে উদ্ভিত হইয়া থাকে। আর তখন অতিদেশবিধি প্রকৃতিভূত কর্মের নারিষ্ঠ হোমাদি অঙ্গকলাপ উপস্থিত করিয়া দেয়। আর প্রকৃতিভূত কর্মের নারিষ্ঠহোমাদি ধর্ম সকল প্রকৃতি কর্মে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেগুলির ফল জ্ঞানা আছে বলিয়া সেগুলি কৃষ্ণোপকার; কিন্তু বিকৃতিমধ্যে

২য় পাঃ]

মৌমাংসা-দর্শনম্

৮২৭

উপদেশবিহিত উপহোম সকল তৎপূর্বে কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া তাহার ফল জানা না থাকায় সেগুলি কল্যোপকার—সেগুলির উপকার অর্থাৎ ফল অনুমান করিয়া লইতে হয়। এ কারণে কল্যোপকার অপেক্ষা কল্যোপকার প্রবল বলিয়া এ স্থলে উপদেশবোধিত হইলেও কল্যোপকার উপহোম সকল পূর্বে সম্পাদন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া অতিদেশপ্রাপ্ত কল্যোপকার নারিষ্টহোম সকলই প্রথমে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সমস্ত বিষয় হুত্রের “নহি অচোদিতস্ত শেবাশ্বানম্” এই অংশে বোধিত হইয়াছে। অতএব প্রধানের প্রত্যাসন্ন বলিয়া প্রধানের পরেই প্রথমে নারিষ্টহোম হইবে। আর উপহোম সকল নারিষ্ট হোমাদির পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

মুখ্যানন্তর্য্যামাত্রেষুস্তেন তুল্যশ্রুতিত্বাদশব্দত্বাৎ প্রাকৃতানাং
ব্যবায়ঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “মুখ্যানন্তর্য্যাম্”—মুখ্য অর্থাৎ প্রধান কর্মের অনন্তরই বৈকৃত উপহোম সকল হইবে, “আত্রেয়ঃ”—আত্রেয়নামক আচার্য্য ইহা বলেন, “তেন তুল্যশ্রুতিত্বাৎ”—যে হেতু উহা মুখ্যকর্মেরই ন্যায় তুল্যশ্রুতি অর্থাৎ উপদেশবিধিবিহিত, “প্রাকৃতানাং অশব্দত্বাৎ”—প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিকর্মগত সকল অশব্দ অর্থাৎ অনুমের বলিয়া (বিলম্বোপস্থিত বলিয়া), “ব্যবায়ঃ স্যাৎ”—উহারা ব্যবহিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আত্রেয় নামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া পূর্বপক্ষ দেখাইতেছেন। তাহার মতে প্রধান কর্ম যে যুক্তিতে নারিষ্ট হোমের পূর্বে অনুষ্ঠেয়, উপহোমসকলও সেই যুক্তি অনুসারে প্রধান হোমের পরেই সম্পাদনীয়। আর প্রধান কর্ম উপদেশবিহিত বলিয়াই প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং উপহোম সকলও যখন উপদেশবোধিত, তখন সেইগুলিও পূর্বে সম্পাদিত না হইবে কেন? অতএব “অশব্দত্বাৎ প্রাকৃতানাং ব্যবায়ঃ স্যাৎ”—নারিষ্ট হোমাদি প্রাকৃত কর্মগুলি অতিদেশবোধিত সুতরাং বিলম্বোপস্থিত হওয়ায় ঐগুলি ব্যবহিত অর্থাৎ অন্তে অনুষ্ঠিত হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

৮২৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ

অন্তে তু বাদরায়ণস্তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অন্তে”—অন্তে অর্থাৎ শেষে অর্থাৎ উপহোমসকল শেষকালে কর্তব্য, “তু”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “বাদরায়ণঃ”—বাদরায়ণ নামক আচার্য্য বলেন, “তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ”—যে হেতু সেইগুলি অর্থাৎ প্রাকৃত কর্মগুলি প্রধানবিষয়ক শব্দেরই বিষয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষী যেমন স্বমত দৃঢ় করিবার জন্ত পূর্বাচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন, সিদ্ধান্তীও সেইরূপ স্বসিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত আচার্য্য বাদরায়ণের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, সত্য বটে বৈকৃত উপহোমসকল প্রধান কর্মেরই ত্রায় উপদেশবিধিবিহিত, তথাপি সেগুলি যে প্রধানের পরে অনুষ্ঠেয় (ব্যবহিতই হউক অথবা অব্যবহিতই হউক) তাহাতে কোনও বৈমত্য নাই। আর প্রধানের অনুষ্ঠানকালেই অঙ্গজিজ্ঞাসা উদ্ভিত হয় বলিয়া এবং প্রাকৃত নারিষ্ঠহোমাদি বিনা সেই আকাজক্ষার নিবৃত্তি হয় না বলিয়া উপদেশবিহিত বৈকৃত হোমাদি উপস্থিত হইবার পূর্বেই নারিষ্ঠহোম অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। এই কারণে বৈকৃত অঙ্গগুলিও অতিদেশ প্রাপ্ত হইলেও প্রধানেরই তুল্যশ্রুতি। ইহা সুত্রের “তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ” এই অংশে বোধিত হইয়াছে। অতএব “অন্তে তু”—এ উপহোমসকল শেষেই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্বপক্ষনিরাস।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ, “অন্যার্থদর্শনম্”—অন্যার্থদর্শনও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—“তথা চান্যার্থদর্শনম্”। ঋতিমধ্যে “অধ্বরন্ত পূর্বম্ অথ অগ্নেয়পটপ্রৈতি” এই বাক্যে প্রথমে প্রধানের কর্তব্যতা পশ্চাৎ “অগ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি উপহোমবিষয়ক অগ্নির উপপ্রায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। আর কথম্বাবাকাজ্জবলে প্রধান কর্ম নারিষ্ঠহোম সমেতই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উপহোমসকল পশ্চাৎই অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে। সুতরাং এই ঋতিবাক্যের অন্ত্যার্থদর্শনবলেও নারিষ্ঠহোমের পূর্বভাবিতা এবং উপহোমের পশ্চাদ্ভাবিতা সুনিরূপিত। ইতি ১ম নারিষ্ঠহোমসকলের উপহোমের পূর্বত্ব অধিকরণ।

কৃতদেশাভি পূর্বেবাং স দেশঃ স্মাতেন প্রত্যক্ষসংযোগা-
ন্যায়মাত্রমিতরং ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “কৃতদেশাং”—দেশকৃত অর্থাৎ বচনবলে স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “পূর্বেবাং”—(যাহার স্থান কৃত হইয়াছে তাহার) পূর্বগুণির, “স দেশঃ স্মাৎ”—তাহাই স্থান হইবে, “তেন প্রত্যক্ষসংযোগাৎ”—যে হেতু তাহার সহিত প্রত্যক্ষ (উপদেশবিধি-বোধিত) সম্বন্ধ রহিয়াছে, “ইতরং স্মারমাত্রম্”—অপরটি অর্থাৎ প্রকৃতি কর্মের দৃষ্টান্তে স্থানান্তরবোধক বচনটি অতিদেশাত্মক বলিয়া তাহা কেবল অনুমানাত্মক মাত্র। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজহৃদয়জ্ঞের মধ্যে অভিষেকনীয় নামক সোমবাগের সমীপে বিদেবন, শৌনঃশেফাখ্যান এবং অভিষেক এই তিনটি পদার্থ পর পর কর্তব্য বলিয়া ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। অভিষেকনীয় বিকৃতিভূত সোমবাগবিশেষ। সুতরাং প্রকৃতিভূত সোমবাগে যে সমস্ত অঙ্গকলাপ অন্তর্গত হয়, অতিদেশবিধিবলে সেগুলি অভিষেকনীয় বাগেও কর্তব্য হইয়া থাকে। এই অভিষেকনীয় বাগে প্রথমে অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তদনন্তর কি বিদেবন, শৌনঃশেফাখ্যান এবং অভিষেক কর্তব্য হইবে অথবা ঐ বিদেবনাদিগুলি উহার পূর্বেই অনুষ্ঠেয় হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—পূর্বাধিকরণে বিচারিত নিয়ম অনুসারে প্রথমতঃ অতিদেশপ্রাপ্ত অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া পরে উপদেশবোধিত বিদেবনাদি বৈকৃত অঙ্গকলাপ অনুষ্ঠেয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “কৃতদেশাং তু পূর্বেবাং স দেশঃ স্মাতেন প্রত্যক্ষসংযোগাৎ”—ঐ যে বিদেবনাদি, বচনবলে উহাদের অভিষেকটির অপকর্ষ হইয়া থাকে বলিয়া উহার স্থান অতিদেশ ইহাতে জ্ঞেয় যে স্থান তাহার পূর্বেই স্থিরীকৃত। কারণ, “মাহেন্দ্রস্তোত্রঃ প্রত্যভিষিচ্যতে” এই ঋতিবাক্য অনুসারে অভিষেকনীয়ের পূর্বে অভিষেক কর্তব্য। আবার বিদেবন এবং শৌনঃশেফাখ্যান অভিষেকেরও পূর্বে অনুষ্ঠেয়। সুতরাং বিদেবনাদির ক্রম প্রত্যক্ষবচনপ্রাপ্ত বলিয়া ‘তদন্ত’ নামে তাহারও অপকর্ষ হয় বলিয়া উহারা এস্থলে অতিদেশপ্রাপ্ত প্রাকৃত

অঙ্গকলাপের পরে যে অল্পষ্ঠেয় হইবে তাহা নহে ; কারণ, “ভায়মাত্রম্ ইত্যং—”
অতিদেশপ্রাপ্ত যে ক্রম তাহা অল্পমানলব্ধ ; কিন্তু এই যে ক্রম, বদন্তুসারে বিদেবনাদি-
অভিষেকনায়কের পূর্বে অল্পষ্ঠিত হয়, ইহা উপদেশলব্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষাত্মক। এই
কারণে অভিষেকনায়কের পরে এবং প্রাকৃত অঙ্গকলাপের পূর্বে, মাহেন্দ্রস্তোত্রের
পূর্বেই উপদেশবিধিবোধিত বিদেবনাদি কর্তৃকলাপ অল্পষ্ঠেয়। ইতি ১০ম
বিদেবনাদির অভিষেকপূর্ব্বতা অধিকরণ।

প্রাকৃতাত্ম পুরস্তাদ্যৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রাকৃতাত্ম”—প্রাকৃতধর্ম্ম অপেক্ষা, “চ”—এবং,
“পুরস্তাত্ম”—পূর্ব্ববর্তী, “যৎ”—যাহা অর্থাৎ যে বৈকৃতধর্ম্ম (তাহারও
সেই স্থান হইবে)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিচয়ন সোমবাগবিশেষ। সোমবাগে দীক্ষণীয়া
নামক ইষ্টি প্রথমে করিতে হয়। সুতরাং বিকৃতিভূত অগ্নিচয়নে উপদেশবিধি-
বিনাই দীক্ষণীয়া প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অগ্নিচয়নে ঋতিমধ্যে প্রথমে সাবিত্রহোম,
উথাসন্তরণ, ইষ্টকা এবং পশুবাগ। এইগুলি উপদিষ্ট হইয়া পরে দীক্ষণীয়া উপদিষ্ট
হইয়াছে। সুতরাং সাবিত্রহোম প্রভৃতিগুলি কি দীক্ষণীয়া ইষ্টির পূর্বে অল্পষ্ঠেয়
অথবা সেগুলি পশ্চাত্ত্ব কর্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে প্রাকৃত অঙ্গসকল প্রথমেই সম্পাদনীয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—দীক্ষণীয়া ইষ্টি অতিদেশবলে অগ্নিচয়নে
প্রাপ্ত হইলেও যখন সেখানে তাহা সাবিত্রহোম প্রভৃতির পরে পুনরায় উপদিষ্ট
হইয়াছে, তখন প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিভূত বাগের ধর্ম্ম যে দীক্ষণীয়া, যাহা অতিদেশ-
বলে চয়নে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহার পূর্বে যখন সাবিত্রমোহাদির উপদেশবিধির
পর পুনরায় দীক্ষণীয়ার উল্লেখ আছে, তখন সেই প্রত্যক্ষপাঠলব্ধ ক্রমানুসারে সাবিত্র-
হোমাদিই পূর্বে অল্পষ্ঠেয় হইবে এবং দীক্ষণীয়া ইষ্টি পশ্চাত্ত্ব কর্তব্য হইবে। কেন না,
তাহা না হইলে ঋতিমধ্যে ঐ যে পুনরুপদেশ, উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইতি
১১শ সাবিত্রহোমাদির দীক্ষণীয়া পূর্ব্বকালত্বাধিকরণ।

সন্নিপাতশ্চেদ যথোক্তমন্তে স্ম্যৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সন্নিপাতঃ চেৎ”—যদি সন্নিপাত হয় অর্থাৎ একই
স্থলে প্রাকৃত এবং বৈকৃত ধর্ম্মের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে “যথোক্তম্”

—যথোক্ত অর্থাৎ বৈকৃত উপদেশলব্ধ ধর্ম, “অন্তে ত্রাৎ”—অন্তে অর্থাৎ প্রাকৃতধর্মের শেষে অনুষ্ঠেয় হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ক্ষতিমধ্যে ঐ অগ্নিচয়ন প্রকরণেই দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর ‘রুদ্রপ্রতিমোচন’ উপদিষ্ট হইয়াছে; ইহা বজ্রমানসংস্কার। অথচ অতিদেশবিধিবলে দীক্ষণীয়া ইষ্টির পরেই দীক্ষিতসংস্কার (দীক্ষিত বজ্রমানের বপনাদি সংস্কার) কর্তব্য। ইহাও বজ্রমানসংস্কার। সুতরাং বৈকৃত উপদেশলব্ধ রুদ্রপ্রতিমোক এবং প্রাকৃত অতিদেশলব্ধ দীক্ষিতসংস্কার এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রথমে কর্তব্য তাহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা অনিয়মে অনুষ্ঠিত হইবে। অথবা পূর্বাধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে উখাসস্তরণের ত্রায় রুদ্রপ্রতিমোচন দীক্ষিত সংস্কারের পূর্বে অনুষ্ঠেয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “যথোক্তম্ অন্তে ত্রাৎ”—ঐ যে রুদ্রপ্রতিমোক * উহা দীক্ষিত সংস্কারের পরেই অনুষ্ঠেয়, পূর্বে নহে। কারণ, যে প্রাকৃত ধর্ম অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিকৃতিমধ্যে যদি তাহার পুনরুল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুল্লেখ পাছে অনর্থক হইয়া পড়ে, এই কারণে তথায় তাহার অনুরোধে প্রাকৃত ধর্ম প্রথমে অনুষ্ঠেয় হইলেও পশ্চাৎই কর্তব্য হয়। কিন্তু রুদ্রপ্রতিমোকের বেলায় প্রত্যক্ষ বচন না থাকায় তাদৃশ কোনও কারণ নাই। এই জন্য নবম অধিকরণে যে নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে দীক্ষিতসংস্কারই পূর্বে সম্পাদনীয় আর রুদ্রপ্রতিমোচন পশ্চাৎ অনুষ্ঠেয়। ইতি ১২শ বজ্রমানসংস্কারসকলের রুদ্রপ্রতিমোকের পূর্বভাবিতা অধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

* কঠে ধারণ করিলে যাহা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লব্ধ হয় এতাদৃশ যে স্বর্ণাভরণবিশেষ, তাহারই নাম এস্থলে রুদ্র। তাদৃশ রুদ্র প্রতিমোচন অর্থাৎ ধারণ করিতে হয়। এইরূপ উখাঙ্কিত অগ্নিকে শিক্যমধ্যে রাখিয়া এমন ভাবে কঠে ধারণ করিতে হয়, যাহাতে তাহা বক্ষঃস্থলে গিয়া বুলিয়া পড়িবে অথচ বকোদেশে পড়িবে না। ইহার নাম উখাসস্তরণ।

অথ পঞ্চমেহধ্যায়ৈ তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

বিবৃদ্ধিঃ কৰ্মভেদাৎ পৃষদাজ্যবৎ তন্ত্ৰ

তন্ত্ৰোপদিশ্যেত ॥ ১ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “বিবৃদ্ধিঃ”—বিবৃদ্ধি অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য, “কৰ্মভেদাৎ”—যে হেতু কৰ্মভেদ রহিয়াছে, “পৃষদাজ্যবৎ”—পৃষদাজ্যের ত্যায়, “তন্ত্ৰ তন্ত্ৰ উপদিশ্যেত”—প্রত্যেক প্রযাজের জন্য উপদিষ্ট হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নীষোমীর পণ্ডর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “একাদশ প্রযাজান্ যজতি” অর্থাৎ এগারটি প্রযাজ বাগ করিতে হইবে। সমিধ, ইড়, বহিঃ, স্বাহাকার ও তনূনপাং এই পাঁচটি প্রযাজ আছে। ঋতিমধ্যে ঐ যে এগারটি প্রযাজের কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে কি উক্ত পাঁচটি প্রযাজের প্রত্যেকটি এগারবার হইবে অথবা পাঁচটিকে আবৃত্তি করিয়া মোট এগারবার করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বিবৃদ্ধিঃ ত্রাং পৃষদাজ্যবৎ”—যেমন ঋতিমধ্যে পৃষদাজ্যের দ্বারা অনুযাজ করিবে, এতাত্মা উক্ত হইলেও প্রত্যেকটি অনুযাজ পৃষদাজ্যের দ্বারা সম্পাদন করা হয়—প্রত্যেকটি অনুযাজের সহিত পৃষদাজ্যের অর্থ হয়, এস্থলেও সেইরূপ প্রত্যেকটি প্রযাজের সহিত একাদশত্ব সংখ্যার সম্বন্ধ হইবে। কারণ, “কৰ্মভেদাৎ”—এস্থলে সমিধ, ইড়, প্রভৃতির প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক কৰ্মই হইতেছে। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আরও এস্থলে প্রযাজের উদ্দেশে একাদশত্ব সংখ্যা বিহিত হইয়াছে বলিয়া এবং উদ্দেশগত সাহিত্য প্রভৃতি বিবক্ষিত হইতে পারে না বলিয়া (কেন না, তাহাতে বাক্যভেদ হয়) প্রত্যেকটি প্রযাজের সহিতই একাদশত্ব সংখ্যার অর্থ হয় হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা সৰ্ব্বসংখ্যাত্ত্বাদ্বিকারঃ প্রতীয়েত ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “সৰ্ব্বসংখ্যাত্ত্বাৎ”—সৰ্ব্বসংখ্যাত্ত্বহেতু অর্থাৎ সমুদায়বৃত্তি সংখ্যা বলিয়া, “বিকারঃ প্রতীয়েত”—বিকার অর্থাৎ আবৃত্তি হইবে। সিদ্ধান্ত।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৩৩

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রত্যেকটি প্রযোজের সহিত একাদশত্ব সংখ্যার অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, একটি অথবা পাঁচটি প্রযোজ স্বরূপতঃ এগারটি হইতে পারে না; কিন্তু প্রয়োগের দ্বারা অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দ্বারাই তাহাদের সহিত সংখ্যার অবয়ব হয়। আর তাহা হইলে পাঁচটি প্রযোজের দুই বার অনুষ্ঠান করিয়া এবং অন্তিম প্রযোজটিকে আর একবার আবর্তিত করিলে একাদশত্ব পূর্ণ হয় বলিয়া প্রত্যেকের সহিত অবয়ব হইবে না। আর যে পৃথদাজ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া তাহা এখানে খাটে না; কারণ, অনুযোজের সহিত প্রথমে পৃথদাজ্যের অবয়ব হইয়া পরে সংখ্যার অবয়ব হয়; আর সংখ্যাভেদে কৰ্মভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে প্রযোজের সহিত একাদশত্ব সংখ্যার সে ভাবে অবয়ব হইতে পারে না। আর, এস্থলে উদ্দেশ্যগত হইলেও সাহিত্য বিবক্ষিত। এইরূপ “ষট্ উপসদঃ” এস্থলে তিনটি উপসদের দ্বিরাবৃত্তি করিতে হইবে। ইতি ১ম প্রযোজাধিগত একাদশত্বসংখ্যার সৰ্বসম্পাত্ততাধিকরণ।

স্বস্থানাৎ তু বিবৃধ্যেরন্ কৃতানুপূৰ্ব্যত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বস্থানাৎ”—নিজস্থানে, “তু”—অধিকরণান্তর-সূচক, “বিবৃধ্যেরন্”—বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, “কৃতানুপূৰ্ব্যত্বাৎ”—যে হেতু আনুপূৰ্ব্য অর্থাৎ ক্রম কৃত অর্থাৎ কণ্ঠ হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে অগ্নিচয়ন প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “ষট্ উপসদঃ” অর্থাৎ “উপসং” নামক কৰ্ম ছয়টি হইবে। আর পূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত যে উপসংক্রয়, তাহারই দ্বিরাবৃত্তি করিলে ছয়টি উপসং হইবে। এই যে দ্বিরাবৃত্তি, ইহা কি ‘দণ্ডকলিতবৎ’ সমগ্র ভাবে সমুদারাবৃত্তি হইবে অর্থাৎ প্রথমে তিনটি সারিয়া পুনরায় তিনটির অনুষ্ঠান, এইভাবে হইবে, অথবা এক একটির আবৃত্তি হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব-পক্ষবাদী বলেন, ‘ত্রিবার ঋত্নাধ্যায় পড়িবে’ বলিলে যেমন সমুদয় অধ্যায়টিরই আবৃত্তি বুঝায় কিন্তু অধ্যায়মধ্যগত এক একটি মন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ভাবে তিনবার আবৃত্তি বুঝায় না, সেইরূপ এ স্থলেও উপসদের সমুদারাবৃত্তি হইবে—প্রথমে তিনটি উপসং সারিয়া পুনরায় তিনটি করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “স্বস্থানাৎ তু বিবৃধ্যেরন্”—এক একটি উপসদেরই স্ব স্ব স্থানে বুদ্ধি অর্থাৎ আবৃত্তি হইবে। কারণ, “কৃতানুপূৰ্ব্যত্বাৎ”—

প্রকৃতিভূত যে তিনটি উপসং, তাহাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এইভাবে আব্রূপ্য অর্থাৎ ক্রম ক্রম আছে। কিন্তু সমগ্রভাবে আব্রূপ্য করিলে, দ্বিতীয় আব্রূপ্যে প্রথমটি চতুর্থ, দ্বিতীয়টি পঞ্চম এবং তৃতীয়টি ষষ্ঠ হইয়া যায় বলিয়া ক্রম ক্রমের বিপর্যয় অর্থাৎ বাধ হইয়া পড়ে। আর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এইগুলি প্রবাজের ভ্রায় একই দিনে একই সময়ে অনুষ্ঠেয় নহে, কিন্তু পর পর ভিন্ন ভিন্ন দিনে অনুষ্ঠেয়। এই কারণে প্রবাজের সহিত বৈষম্য থাকায়, প্রবাজের ভ্রায় ইহাদের সমুদায়াব্রূপ্য হইতে পারে না। আর যে রুদ্রাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, তথায় অধ্যায়েরই আব্রূপ্য করিতে হয়; আর কতকগুলি মন্ত্র লইয়া এক একটি অধ্যায় হয়। এ কারণে এক একটি মন্ত্রের স্বস্থানে আব্রূপ্য করিলে অধ্যায়ের আব্রূপ্য হয় না। পক্ষান্তরে এক একটি উপসং এক একটি পৃথক্ কর্তব্য বলিয়া পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহাদের এক একটিরই আব্রূপ্য করা উচিত। পূর্ব অধিকরণে প্রবাজের একাদশত্ব সিদ্ধির জন্য যে আব্রূপ্য বলা হইয়াছে, তাহাও এইভাবেই বুঝিতে হইবে—তাহাতেও এই নিয়মে পঞ্চ প্রবাজের দ্বিরাব্রূপ্য এবং পঞ্চম প্রবাজের আর একবার আব্রূপ্য করিলে একাদশ প্রবাজ হইবে। ইতি ২য় উপসংক্রয়ের স্থানাব্রূপ্যাদিকরণ।

সমিধ্যমানবতীঃ সমিদ্ধবতীঃ চান্তরেন ধায়াঃ স্য-

দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালে সমর্হণাৎ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অস্মক্সার্থ। “সমিধ্যমানবতীঃ সমিদ্ধবতীঃ চ অন্তরেন” —সমিধ্য-
মানবতী এবং সমিদ্ধবতী নামক ঋকের মাঝখানে, “ধায়াঃ”—ধায়া
নামক ঋকসকল, “স্যঃ”—হওয়া উচিত, “দ্যাবাপৃথিব্যোঃ অন্তরালে
সমর্হণাৎ”—যে হেতু দ্যাবাপৃথিব্যার মধ্যস্থলে সমর্হণ অর্থাৎ স্ততি
(প্রশংসার্বাদ) আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে স্থলবিশেষে একুশটি সামিধেনী ঋক্
পাঠ করিবার বিধি আছে। কিন্তু তথায় ঋতিমধ্যে সামিধেনী ঋক্ কেবলমাত্র
এগারটিই দৃষ্ট হয়। এই কারণে ঋতিবিধানমতে উহাদের কতকগুলিকে আব্রূপ্য
করিয়া পনরটি হয়, আর অবশিষ্ট ছয়টি ঋক্ দশতরী (ঋক্সংহিতা) হইতে
আনিয়া সংখ্যা পূরণ করিতে হয়। ঐ যে আগন্তক ছয়টি ঋক্মন্ত্র উহা কি তত্রপঠিত

সামিধেনীসকলের মধ্যে নিবিষ্ট হইবে অথবা অন্তে স্থানলাভ করিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “সমিধ্যমানবতীঃ সমিদ্ধবতীঃ চ অন্তরেণ ধায়াঃ স্তুঃ”—এ যে ধায়া অর্থাৎ আগন্তুক ছয়টি সামিধেনী ঋক্, ঐগুলি সমিধ্যমানবতী এবং সমিদ্ধবতী নামক ঋকসকলের মাঝখানেই স্থান পাইবে। কারণ, “ত্বাপৃথিব্যোঃ অন্তরালে সমর্হণাঃ”—এ যে সমিধ্যমানবতী ঋক্ অর্থাৎ “সমিধ্যমানোহধ্বরে” ইত্যাদি ‘সমিধ্যমান’ পদঘটিত ঋক্ এবং সমিদ্ধবতী ঋক্ অর্থাৎ “সমিদ্ধো অগ্ন আহুতঃ” ইত্যাদি ‘সমিদ্ধ’পদঘটিত ঋক্ উহাদিগকে “ইন্স বৈ সমিধ্যমানবতী ত্তোঃ। অসৌ সমিদ্ধবতী পৃথিবী। যদন্তরা তদ্ধায়া” অর্থাৎ “এই যে সমিধ্যমানবতী ঋক্ ইহাই দিব্ আর এই যে সমিদ্ধবতী ঋক্ উহা পৃথিবী, আর যে অন্তরীক্ষ তাহাই ধায়া” এই অর্থবাদবাক্যে সমিধ্যমানবতী এবং সমিদ্ধবতী ঋক্কে বথাক্রমে :ত্বাপৃথিবী বলা হইয়াছে এবং ধায়া ঋক্কে অন্তরীক্ষ বলিয়া উহাদের অর্থাৎ ঐ উপমাভূত দ্ব্যলোক এবং ভুলোকের মধ্যবর্তী বলা হইয়াছে। আর ধায়া বলিতে সমস্ত আগন্তুক ঋক্কেই বুঝায়। অতএব দ্ব্যলোক এবং ভুলোকরূপে উপমিত যে সমিধ্যমানবতী এবং সমিদ্ধবতী ঋক্ তাহাদেরই মধ্যস্থানে অন্তরীক্ষরূপে উপমিত ধায়া ঋক্ নিবিষ্ট হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

তচ্ছবো বা ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তচ্ছবঃ”—তদ্বাচক অর্থাৎ প্রতিমধ্যে বাহাকে ধায়া বলা হইয়াছে—ধায়া বলিতে কেবল তাহাকেই বুঝাইবে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে, অর্থবাদ অনুসারে সমিধ্যমানবতী এবং সমিদ্ধবতী নামক অষ্টম এবং নবম ঋকের মধ্যদেশই ধায়া ঋকের স্থান, তথাপি আগন্তুক ঋকগুলি মধ্যে নিবিষ্ট হইবে না। কারণ, “পাণ্য-সান্নাধ্য-নিকাণ্য-ধায়াঃ” ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্র অনুসারে ধায়া শব্দটি সামান্ততঃ সামিধেনীর বাচক হইলেও, “পৃথুপাজ্ববত্যো ধাযে” ইত্যাদি বিশেষ বিধি অনুসারে “পৃথুপাজ্জ্ব অমর্ত্যঃ” ইত্যাদি দুইটি ঋকবিশেষই এখানে ধায়া শব্দের অর্থ বলিয়া তাহাই বিশেষ বচন অনুসারে সামিধেনী ঋকসকলের ক্রমভঙ্গ করিয়া মধ্যস্থলে নিবিষ্ট হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আগন্তুক সকল ঋকই মধ্যস্থানভাক্ হইবে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই ; যে হেতু তাহাতে পাঠক্রমের বাধ হইয়া পড়ে। অতএব

৮৩৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

“অন্তে তু বাদরাগণঃ” ইত্যাদি সূত্র অনুসারে আধায়াশব্দিত আগন্তুক ঋকসকল অন্তেই স্থানলাভ করিবে। এই জ্ঞাত পরমপূজ্যপাদ শ্রীমং মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,

“আগন্তু নামধায়াণাং নিবেশোহন্তে হি যুক্ত্যতে”

অর্থাৎ যেগুলি ধায়াসংজ্ঞক নহে, সেই সকল আগন্তুক ঋকগণের স্থান অন্তে হওয়াই উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

উষ্ণিকককুভোরন্তে দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। “উষ্ণিকককুভোঃ”—উষ্ণিক্ এবং ককুভ্ এই দুইটির অর্থাৎ ইহাদের হেতুভূত যে ত্রিষ্টুপ্ তাহা, “অন্তে দর্শনাৎ”—অন্তে দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। আগন্তুক ঋকগণের বে অন্তে স্থান হইবে, তাহার লিঙ্গদর্শন বলিতেছেন “উষ্ণিকককুভোঃ অন্তে দর্শনাৎ।” এখানে “কারণে কার্য্যবৎ উপচারঃ” এই নিয়মানুসারে উষ্ণিক্ ও ককুভ্ উপচারিক অর্থে স্বকারণ যে ত্রিষ্টুপ্, তাহাকেই বুঝাইতেছে। যেহেতু “ত্রিষ্টুভো বা এতদ্ বীৰ্য্যং বহুষ্ণিকককুভোঃ” অর্থাৎ “এই যে উষ্ণিক্ ও ককুভ্, ইহা ত্রিষ্টুভেরই বীৰ্য্য অর্থাৎ কার্য্য” এই ঋগ্ভি-বাক্যে উষ্ণিক্ এবং ককুভ্কে ত্রিষ্টুপের কার্য্য বলা হইয়াছে। ঋগ্ভিমধ্যে “বৎ ত্রিষ্টুভা পরিদধাতি নাস্তং গচ্ছতি” এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে ত্রিষ্টুপ্ অন্ত (শেষ) রক্ষা করে। আর “ত্রিষ্টুভা পরিদধাতি” এইবাক্যে পূর্বোক্ত ধায়ায় বহির্ভূত আগন্তুক সামিধেনী ঋক্ যে অন্তে নিবিষ্ট হইবে, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর মতানুসারে যদি মধ্যদেশে ইহাদের স্থান হয়, তাহা হইলে “নাস্তং গচ্ছতি” ইত্যাদি বাক্য উপপন্ন হয় না। অতএব এই লিঙ্গদর্শন হইতেও ইহা প্রতিপাদিত হয় যে, যথোক্ত ধায়া ভিন্ন অত্যাগ্ন আগন্তুক ঋকসকল অন্তেই নিবিষ্ট হইবে। ইতি ৩য় আগন্তুক সামিধেনী সকলের অন্তে নিবেশ অধিকরণ।

স্তোমবিবুদ্ধৌ বহিষ্পবমানে পুরস্তাৎ পর্য্যাসাদাগন্তবঃ

হ্যাস্তথা হি দৃষ্টং দ্বাদশাহে ॥ ৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “স্তোমবিবুদ্ধৌ”—স্তোমের বিবুদ্ধি স্থলে, “বহিষ্পব-মানে”—বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রকর্ম্ম, “পুরস্তাৎ পর্য্যাসাৎ”—পর্য্যাসের

পূর্বে, “আগন্তবঃ স্ত্যঃ”—আগন্তক ঋক্গুলি (নিবিষ্ট) হইবে, “হি”—
যেহেতু, “দ্বাদশাহে”—দ্বাদশাহ নামক কর্মে, “তথা দৃষ্টম্”—সেইরূপ দেখা
গিয়াছে। পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে বহিষ্পবমান নামক স্তোত্র কর্মে
‘স্তোত্রীয়,’ ‘অনুৰূপ’ এবং ‘পর্য্যাস’ নামে প্রসিদ্ধ তিনটি ‘তৃচ’ আছে। তিন
তিনটি গের ঋক্ লইয়া এক একটি ‘তৃচ’ হয়। জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতিভূত যে
অতিরাত্র প্রভৃতি সংস্থা, তাহাতে স্তোম অর্থাৎ স্তোত্রবিশেষের বিবৃদ্ধি অর্থাৎ আধিক্য
“একবিশেনাতিরাত্রেন প্রজাকামং যাজয়েৎ। ত্রিণবেনোজ্জকামং। ত্রয়স্ত্রিংশেন
প্রতিষ্ঠাকামম্” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সেই যে স্তোমবিবৃদ্ধি
তাহা আগন্তক ঋক্ দ্বারাই সম্পাদন করিতে হয় ইহা অগ্রে (দশম অধ্যায়ের পঞ্চম
পাদে সপ্তম অধিকরণে ২৬ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইবে। এস্থলে ঐ যে আগন্তক
ঋক্সকল উহাদের স্থান কোথায় হইবে, মধ্যে না শেষে? ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “স্তোমবিবৃদ্ধৌ . বহিষ্পবমানে পুরস্তাৎ
পর্য্যাসাৎ আগন্তবঃ স্ত্যঃ”—বহিষ্পবমান স্তোত্রে যে স্তোমবিবৃদ্ধি হয়, তাহাতে ‘পর্য্যাস’
নামক যে তৃচ তাহারই পূর্বে আগন্তক ঋক্ সকলের স্থান হইবে। কারণ,
“তথা হি দৃষ্টম্”—দ্বাদশাহ নামক কর্মে স্তোমবিবৃদ্ধি সম্বন্ধে আগন্তক ঋক্সকলের ঐ
ভাবেই সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু দ্বাদশাহ বস্ত্র দ্বাদশদিন-
নিপাত। ‘তাহাও আবার ছয় ছয় দিনে বিভক্ত; ইহাকে বথাক্রমে পূর্ববড়হ
এবং পৃষ্ঠাবড়হ বলে। ঐ পৃষ্ঠাবড়হের দ্বিতীয় দিবসে পঞ্চদশ স্তোম গের।
কিন্তু উহাতে প্রকৃতি হইতে ‘স্তোত্রীয়,’ ‘অনুৰূপ’ এবং ‘পর্য্যাস’ এই তিনটি ‘তৃচ’
অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। বাকি ছয়টি ঋক্ স্থানান্তর হইতে আনিতে হয়। আর
সেই ছয়টি ঋক্ আগন্তক হইলেও ঐ পর্য্যাস নামক যে অস্তিম তৃচ তাহার পূর্বে
নিবিষ্ট হয়। সুতরাং বিকৃতিভূত দ্বাদশাহে যেমন আগন্তক ঋক্গুলি পর্য্যাসের
পূর্বে বসে, অতিরাত্রাদি বিকৃতিতেও সেইগুলি পর্য্যাস নামক অস্তিম তৃচের পূর্বে
বসিবে, যেহেতু ঐগুলিও বিকৃতিই হইতেছে। পূর্বপক্ষ।

পর্য্যাস ইতি চান্তাখ্যা ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। “পর্য্যাসঃ ইতি”—পর্য্যাস এই শব্দটি, “চ”—যেহেতু
“অন্তাখ্যা”—অন্তের অর্থাৎ শেষের নাম অর্থাৎ উহা শেষবাচী।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন “পর্যাস ইতি চ সমাখ্যা।” পর্যাস শব্দটি শেষবাচী। শেষে থাকে বলিয়াই উহার নাম পর্যাস হুচ। কিন্তু আগন্তুক ঋকুণ্ডলি যদি পরে যায়, তাহা হইলে পর্যাসের পর্যাসত্ব থাকে না। ইহাতে প্রাকৃত (প্রকৃতিভূত কর্ম স্বাক্ষর) হুচের সমাখ্যাবাধ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। একারণেও আগন্তুক সকল পর্যাসের পূর্বে বসিবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অন্তে বা তদুক্তম্ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অন্তে”—শেষে বসিবে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তৎ উক্তম্”—তাহা বলাই হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলেও পূর্বাধিকরণে নিয়মানুসারে আগন্তুক ঋকু সকল শেষেই নিবিষ্ট হইবে। শাস্ত্রীয় বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারাই নিরূপিত হওয়া উচিত, কিন্তু ‘যে হেতু দ্বাদশাহে ঐরূপ হইয়াছে অতএব অগ্ন্যুৎপাদ হইবে’ এই প্রকার সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানবলে তৎ অবধারিত হইতে পারে না। আর যে সমাখ্যাবাধ প্রসঙ্গ দেখান হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, প্রাকৃত কর্মেই যখন সমাখ্যা চরিতার্থ হইয়াছে, তখন বলবৎ প্রমাণবলে স্থলান্তরে তাহার বাধ হইলে ক্ষতি নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাৎ তু দ্বাদশাহে ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ”—বচন হেতু অর্থাৎ বচন আছে বলিয়া, “তু”—আশঙ্কা নিরাসর্থক, “দ্বাদশাহে”—দ্বাদশাহ নামক কর্মে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, দ্বাদশাহে ঐরূপ হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন “বচনাৎ”—তথ্য বিশেষ বচন আছে বলিয়াই পর্যাসের পূর্বে আগন্তুক ঋকু সকলের স্থান হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্বত্রই ঐরূপ হইবে, তাহা স্বীকার করা যায় না। যে হেতু এতাদৃশ স্থলে বিশেষ বিধির দ্বারাই সামান্ত বিধির বাধ হইতে পারে, কিন্তু সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা সামান্ত বিধির অস্তিত্ব হইবে না।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৩৯

অতদ্বিকারশ্চ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। “অতদ্বিকারঃ চ”—যে হেতু ইহা তাহার বিকার (বিকৃতি)-ও নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও যদি এস্থলে দ্বাদশাহ এবং অতিরাত্রাদির মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিত, তাহা হইলে দ্বাদশাহের আয় অশ্রুতও আগন্তুক স্বক্ সকল পর্য্যাসের পূর্বে বসিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন “অন্তে তু বাদরায়ণঃ” এই নিয়মের অন্তর্থা ভাবের কোনও হেতুই নাই।

তদ্বিকারেহ্যপূর্ব্বত্বাৎ ১২

অক্ষরার্থ। “তদ্বিকারে অপি”—তাহার বিকার স্থলেও অর্থাৎ দ্বাদশাহের বিকৃতিভূত যজ্ঞেও (আগন্তুক স্বক্ সকল অন্তেই নিবিষ্ট হইবে), “অপূর্ব্বত্বাৎ”—যে হেতু তাহা অপূর্ব্ব (অপ্রাপ্ত অর্থাৎ নবাগত) হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বমুদ্রটির ফলে কেহ হয় ত আশঙ্কা করিতে পারেন যে, দ্বাদশাহের বিকৃতিভূত যে ‘অহীন,’ ‘সত্র’ প্রভৃতি তাহাতে বহিষ্পমান স্তোমবুদ্ধিতে আগন্তুক স্বক্ সকল পর্য্যাসের পূর্বেই নিবিষ্ট হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন “তদ্বিকারে অপি”—দ্বাদশাহ যাগের বিকৃতিভূত যে ‘অহীন’ প্রভৃতি যাগ তাহাতেও আগন্তুক স্বক্ সকল অন্তেই নিবিষ্ট হইবে। কারণ, “অপূর্ব্বত্বাৎ”—ঐগুলি অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ ঐগুলি অতিদেশবলে প্রাপ্ত নহে। অভিপ্রায় এই যে, বাচনিক বিষয়ে যথাবচন কার্য্য করিতে হয়। আর দ্বাদশাহে ‘বৃষধ্বং’ নামক যে ‘তুচ’ তাহাই বচনবলে পর্য্যাস নামক তুচ্চের পূর্বে আসে। সুতরাং অতিদেশ বিধিবলে দ্বাদশাহের বিকৃতিভাগ যে অহীন, সত্র প্রভৃতি সেগুলিতে ঐ ‘বৃষধ্বং’ নামক ‘তুচ’ই পর্য্যাসের পূর্বে বসিবে, কিন্তু অপরাপর আগন্তুক স্বকের পূর্ব্বস্থানকে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া সেগুলি “অন্তে তু বাদরায়ণঃ” এই ত্রায়ানুসারে অন্তেই নিবিষ্ট হইবে। ইতি ৪র্থ বহিষ্পবমানে আগন্তু সকলের পর্য্যাসোত্তরকালভাবিকরণ।

৮৪০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

অন্তে তুত্তরয়োদধ্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অন্তে”—শেষে, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক অথবা প্রত্যুদাহরণার্থক, “উত্তরয়োঃ”—উত্তরাদ্বয়ের অর্থাৎ মাধ্যন্দিন ও আর্ভবনামক বহিষ্পবমানে, “দধ্যাৎ”—স্থাপন (নিবিষ্ট) করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বোদাহৃত অতিরাক্রম্যগে যে মাধ্যন্দিন এবং আর্ভব নামক বহিষ্পবমানদ্বয় আছে, তাহাতে অতিদেশবলে পঞ্চদশ স্তোম এবং সপ্তদশস্তোম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিশেষ বচন থাকায় সে দুইটি না হইয়া একবিংশ স্তোমই হইবে। পূর্বাধিকরণে যেমন বহিষ্পবমানে ঋগাগমন বলা হইয়াছে, এই একবিংশস্তোমে সে ভাবে ঋক্ দ্বারা আধিক্য পূরণ করিলে চলিবে না, কিন্তু সামের দ্বারাই সেই স্তোমের পূরণ করিতে হইবে ইহা অগ্রে (দশম অধ্যায়ে) প্রতিপাদিত হইবে। এই যে আধিক্যপূরক আগন্তুক ইহা অন্তে বসিবে, না মধ্যে নিবিষ্ট হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“উত্তরয়োঃ অন্তে দধ্যাৎ”। এ স্থলে সপ্তম সূত্র হইতে “আগন্তবঃ” এই পদটি মণ্ডুকধ্বৃতি অনুসারে এখানে লিঙ্গ ও বিভক্তির বিপরীণামসহকারে ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়াস্ত হইয়া অনুবৃত্ত হইবে। সুতরাং উত্তরাদ্বয়ে অর্থাৎ মাধ্যন্দিন এবং আর্ভব নামক বহিষ্পবমানদ্বয়ে আগন্তুক যে সাম, তাহা “অন্তে তু বাদরায়ণঃ” এই ভায়ে অন্তেই সন্নিবিষ্ট হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপি বা গায়ত্রীবৃহত্যানুষ্ঠপুস্ত্র বচনাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপি বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “গায়ত্রীবৃহত্যানুষ্ঠপুস্ত্র”—গায়ত্রী, বৃহতী এবং অনুষ্ঠপু (স্থান হইবে), “বচনাৎ”—যেহেতু বচন আছে (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—বিশেষ বচন আছে বলিয়া আগন্তুক সামগুলি মধ্যেই নিবিষ্ট হইবে। কারণ, “ত্রীণি হ বৈ যজ্ঞস্তা উদরাণি গায়ত্রী বৃহতী অনুষ্ঠপুচ। অত্র ছেবাবপস্তি অতএব উদ্বপস্তি” অর্থাৎ “গায়ত্রী, বৃহতী এবং অনুষ্ঠপু এই তিনটিই যজ্ঞের উদর অর্থাৎ মধ্যস্থল। এইখানে আবাপ করিবে। এখানথেকেই উদ্বাপ করিবে” এই প্রতিবাক্যে মধ্যস্থলেই

৩য় পাঃ ।

মৌমাংসা-দর্শনম্

৮৪১

আগন্তক সামের স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। আগন্তকের স্থাননির্দেশকে “আবাপ” এবং অধিকের অপসারণকে “উদ্বাপ” বলা হয়। সুতরাং এই বচন-বলে মধ্যস্থানস্থিত যে গায়ত্রী, বৃহতী এবং অন্নুষ্টুপ, ছন্দোনিবদ্ধ মন্ত্রারূঢ় সাম তাহাতেই আবাপ করিতে হয় বলিয়া এখানে আগন্তক সামের অন্তে স্থান হইবে না। ইতি ৫ম মাধ্যম্দিন ও আর্ভব নামক পবমানে আগন্ত সামগণের গায়ত্র্যাঙ্গির মধ্যেই অর্থাৎ মধ্যস্থানেই নিবেশাধিকরণ *।

গ্রহেষ্টিকমৌপানুবাধ্যঃ সৰ্বনচিতিশেষঃ শ্রাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উপানুবাধ্যম্”—অনারভ্যধীত, “গ্রহেষ্টিকম্”—গ্রহ এবং ইষ্টকা, “সৰ্বনচিতিশেষঃ শ্রাৎ”—সবনের এবং চিতির অর্থাৎ চয়নের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “বোধদাত্যং গৃহীত্বা সোমায় বজ্রতে” “চিত্রিণীরূপদধাতি” ইত্যাদি বাক্যে অদাত্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ (সোমপাত্র বিশেষ) এবং চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকা যথাক্রমে সোম এবং চয়ন সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অদাত্য এবং চিত্রিণী যথাক্রমে সৰ্বনক্রয়ে এবং অগ্নি চিতিপঞ্চকে আবর্তনীয় হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“সৰ্বনচিতিশেষঃ শ্রাৎ”—এইগুলি সৰ্বন এবং চয়নের অঙ্গ বলিয়া প্রত্যেক সৰ্বনে এবং চয়নে যথাক্রমে অদাত্য নামক গ্রহের এবং চিত্রিণী নামক ইষ্টকার আবৃত্তি হইবে। কারণ, অদাত্য প্রভৃতি গ্রহের দ্বারা যে সৰ্বন নিষ্পন্ন হয় এবং ইষ্টকার দ্বারা যে চিতি অর্থাৎ অগ্নিচয়ন স্থান সম্পাদিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই কারণে অদাত্য গ্রহ এবং চিত্রিণী ইষ্টকা যথাক্রমে সৰ্বন এবং চিতিরই অঙ্গ হইতেছে। আর প্রত্যেক প্রধান অঙ্গের আবৃত্তিই করিতে হয়। ইতি পূর্বপক্ষ

ক্রতুগ্নিশেষো বা চোদিতত্বাদচোদনা নু পূর্বশ্রু ॥ ১৬ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। “ক্রতুগ্নিশেষঃ”—(ইহার যথাক্রমে) ক্রতুশেষ অর্থাৎ ক্রতুজ এবং অগ্নিশেষ অর্থাৎ চিত্যাগ্নির অঙ্গ, “বা”—পূর্ব-

* শান্দ্রদীপিকাকার বলেন, ইহা অধিকরণান্তর নহে কিন্তু পূর্বাধিকরণেরই প্রত্যুদাহরণ।

পক্ষনিরাসার্থক, “চোদিত্বাৎ”—যে হেতু ক্রতু এবং অগ্নিই বিহিত হইয়াছে, “অচোদনা পূর্বস্ত”—পূর্ব ক্রুইটির চোদনা অর্থাৎ বিধেয়তা অর্থাৎ প্রাধান্য নাই, “নু”^{*}—কিন্তু (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সোমবাগ এবং অগ্নিই ফলবান্ বলিয়া প্রধান। কিন্তু সবন এবং চরন ফলহীন বলিয়া প্রধান নহে। আর ‘অদাত্য’ এবং ‘চিত্রিণী’ অনারভ্য পঠিত হইলেও বাক্যবলে তাহার সম্বন্ধ হইবে; আর ফলহীন অপেক্ষা ফলবৎ কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ‘অদাত্য’ সর্বনের অঙ্গ নহে বলিয়া সর্বনভেদে অর্থাৎ প্রত্যেক সর্বনে উহার আবৃত্তি হইবে না। এই রূপ চিত্রিণী নামক ইষ্টকারও চিত্তিভেদে অর্থাৎ পাঁচটি চিত্তিতে আবৃত্তি হইবে না। কিন্তু একবার মাত্র অদাত্যগ্রহণ এবং ইষ্টকোপধান করিলেই চলিবে। ইতি ঊষ্ঠ অনারভ্যাধীত গ্রহ এবং ইষ্টকার ক্রত্বগ্নিশেষভাধিকরণ।

অন্তে স্যুরব্যবায়্যাৎ ॥ ১৭ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “অন্তে স্যঃ”—অন্তে হইবে, “অব্যবায়্যাৎ”—যেহেতু তাহা হইলে ব্যবায় অর্থাৎ ব্যবধান হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “চিত্রিণী রূপদধাতি”, “বজ্রিণী রূপদধাতি” ইত্যাদি অনারভ্যাধীত বচনে যে চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি নামক ইষ্টকার দ্বারা চিত্তির উপধান (চাপা দেওয়া) বিহিত হইয়াছে, উহা কি উত্তমা অর্থাৎ অন্তিমা যে পক্ষমী চিত্তি তাহাতে হইবে অথবা মধ্যমা চিত্তিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “অন্তে স্যঃ”—অন্তিম যে পক্ষমী চিত্তি তাহাতেই, ঐ সকল ইষ্টকার উপধান করা কর্তব্য। কারণ, “অব্যবায়্যাৎ”—সেই প্রকরণে অপরাপর যে সমস্ত ইষ্টকার দ্বারা উপধান করিবার বিধান আছে, সেগুলির ক্রমও তথায় কণ্ড আছে। এই আগন্তুকগুলিকে যদি শেষে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সেই কণ্ডক্রম ইষ্টকাগুলির মধ্যে আর পরস্পর ব্যবধান থাকিতে পারে না, অত্থা, উহাদিগকে মাঝখানে স্থাপন করিলে ক্রমিক সেই

* এখানে “অচোদনা নু পূর্বস্ত” এই অংশটির “অচোদনা তু পূর্বস্ত” এবং “অচোদনান পূর্বস্ত” এই প্রকার পাঠান্তরও আছে।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৪৩

প্রকরণপঠিত ইষ্টকাণ্ডলির মধ্যে ব্যবধান হইয়া পড়ে। অতএব ঐগুলি-
অস্তেই বাইবে। পূর্বপক্ষ।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাৎ চ”—লিঙ্গদর্শন আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “আবপনং বা উত্তমা-
চিতিঃ। অত্যা ইষ্টকা উপদধতি” অর্থাৎ উত্তমা অর্থাৎ পঞ্চমী চিতিই আবপন
অর্থাৎ আগন্তকের আশ্রয়। (তথ্য) অপরাপর ইষ্টকা চাপা দিবে। এই
ঋতিবাক্যে যখন পঞ্চমী চিতিতেই অপরাপর ইষ্টকার উপধান উপদিষ্ট
হইয়াছে, তখন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, অপ্রাকরণিক চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি
ইষ্টকাগুলিও ঐ পঞ্চমী চিতিতেই নিবিষ্ট হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ সমাপ্ত।

মধ্যমায়াং তু বচনাদ্ ব্রাহ্মণবত্যঃ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ব্রাহ্মণবত্যঃ”—কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবাক্যবোধিত-
(ইষ্টকাসকল), “মধ্যমায়াং”—মধ্যমা চিতিতে (নিবিষ্ট হইবে), “তু”—
পক্ষব্যাবর্তক, “বচনাৎ”—যেহেতু বিশেষ বচন আছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—লিঙ্গ, ক্রম অথবা সমাখ্যা
অনুসারে বাহাদের ক্রম জানা যায় না, কিন্তু সেগুলি কেবলমাত্র অনারভ্যধীত
ব্রাহ্মণবাক্য-বলেই বোধিত হয়, সেই সমস্ত চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকাগুলিকে
মধ্যমা চিতিতেই উপধান করিতে হইবে। কারণ, “যাং কাঞ্চ ব্রাহ্মণবতীম্ ইষ্টকাম্
অভিজানীয়াং তাং মধ্যমায়াং চিত্তৌ উপদধ্যাৎ” ইত্যাদি ঋতিবচনে ঐগুলিকে
মধ্যমা চিতিতেই উপধান করিতে বলা হইয়াছে। ইতি ৭ম চিত্রিণী প্রভৃতির
মধ্যম চিতিতে উপধানাধিকরণ।

প্রাগ্লোকংপূণায়ান্তস্তাঃ সম্পূরণার্থত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “লোকংপূণায়াঃপ্রাক্”—‘লোকংপূণা’নমক ইষ্টকার
পূর্বে, “তস্তাঃ সম্পূরণার্থত্বাৎ”—যেহেতু তাহা অর্থাৎ সেই ‘লোকং-
পূণা’ নামক ইষ্টকাটি সম্পূরণের জন্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকা অন্তিমা চিতিতে উপধান করা হইবে না, কিন্তু মধ্যমা চিতিতে । ঐ মধ্যমা চিতিতে স্থাপন করিবার জন্ত যে সমস্ত ইষ্টকা আবশ্যক বলিয়া প্রকরণমধ্যে ক্রমিক উপদ্রষ্ট হইয়াছে, লোকপৃণা নামক ইষ্টকাটি তাহাদের অন্তিম । আর 'চিত্রিণী', 'বজ্রিণী' প্রভৃতি ইষ্টকাগুলি অনারভ্যপাঠিত বলিয়া সে স্থানে সেগুলি আগন্তুক । ঐ চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকাগুলি কি তথায় লোকপৃণা নামক ইষ্টকা স্থাপনের পূর্বে চিতিতে স্থাপিত হইবে অথবা তাহার পরে উহার উপধান হইবে, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উহার বখন আগন্তুক, তখন "অন্তে তু বাদরায়ণঃ" এই নিয়মানুসারে ঐ আগন্তুকসকল অন্তেই বসিবে ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "প্রাক্ লোকপৃণায়াঃ"—লোকপৃণা নামক ইষ্টকের পূর্বেই চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকাগুলি বসিবে । কারণ, "তন্তাঃ সম্পূরণার্থত্বাৎ"—উহার দ্বারা চিতির ছিদ্র পূরণ করা হয় । যে হেতু "লোকপৃণ ছিদ্রং পৃণ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক ছিদ্র পূরণের জন্ত উহা স্থাপন করা হয় বলিয়াই উহার নাম লোকপৃণা । যদি ইহারও পরে চিত্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকা উপধান করা হয়, তাহা হইলে তদগত ছিদ্র অপূর্ণই থাকিয়া যায় । আর তাহা হইলে "বদেবাস্তোনং যৎ ছিদ্রং তদেতয়া পরিপূরয়তি লোকপৃণ ছিদ্রং পৃণ ইতি" অর্থাৎ "এই চিতির মধ্যে যে উনতা বা ছিদ্র থাকে, তাহা উক্ত মন্ত্রে (উক্ত ইষ্টকা দিয়া) পূর্ণ করা হয়" এই ব্রাহ্মণবাক্যে 'লোকপৃণা' ইষ্টকার যে প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে, তাহা বিফল হইয়া পড়ে । অতএব মধ্যমা চিতিতে সর্বশেষে লোকপৃণার উপধান করিতে হয় বলিয়া চিত্রিণী, বজ্রিণী প্রভৃতি ইষ্টকাগুলি তাহার পূর্বে উপধান করিতে হইবে । ইতি চম লোকপৃণার পূর্বে চিত্রিণী প্রভৃতির উপধানাধিকরণ ।

সংস্কৃতে কশ্ম সংস্কারাণাং তদর্থত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিং)

অশ্কার্থ । "সংস্কৃতে"—(পবমানেষ্টির দ্বারা) সংস্কৃত হইলে, "কশ্ম"—অগ্নিহোত্রাদি কশ্ম অনুষ্টেয়, "সংস্কারাণাং তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু সংস্কার সকলই অগ্নির অর্থে অর্থাৎ প্রয়োজনে ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে যে, পবমান ইষ্টির দ্বারা অগ্ন্যাদান সমাপন করিতে হয় । কিন্তু অগ্নির আধান করিয়া বাদশ দিবসে পবমান ইষ্টি করিবার বিধি । সুতরাং অগ্নি আধান হইলেই আর

৩য় পাঃ ।

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৪৫

দ্বাদশ দিবস অপেক্ষা না করিয়াই কি সেই আহিত অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি কর্তব্য অথবা দ্বাদশ দিনের পর হইতে তাহা অল্পষ্ঠের ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, অগ্নির আধান করা হইলেই যখন তাহাতে কৰ্ম করিতে পারা যায়, তখন ততদিন অপেক্ষা করা অনাবশ্যক ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “সংস্কারাণাং তদর্থত্বাৎ”—পবমান ইষ্টির দ্বারা সংস্কার করা না হইলে আহবনীয় অগ্নি সিদ্ধ হয় না । আর তাহা না হইলে তাহাতে কৰ্ম করা না করা উভয়ই সমান ; যে হেতু, আহবনীয় অগ্নিতেই প্রধান ক্রিয়ার আহতি দিতে হয় । অতএব “সংস্কৃত্যে কৰ্ম”—পবমান ইষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইলে তবে তাহাতে অগ্নিহোত্রাদি করা চলিবে । ইতি সিদ্ধান্ত ।

অনন্তরং ব্রতং তদভূতত্বাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ । “অনন্তরং”—আধানের পরেই, “ব্রতং”—ব্রত (কর্তব্য), “তদভূতত্বাৎ”—যেহেতু তাহা অর্থাৎ আধান হইয়া গিয়াছে ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতে পারেন যে, পবমানেষ্টির পূর্বেই যখন আধানজন্য ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিতে হয়, তখন অগ্নিহোত্রাদিই বা হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যখনই অগ্নি আহিত হয়, তখনই আহিতাগ্নি হইয়া পড়ে বলিয়া তৎকাল হইতেই আহিতাগ্নিব্রত গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু পবমানেষ্টি করা না হইলে সংস্কার না হওয়ায় আহবনীয় অগ্নি সিদ্ধ হয় না । এজন্য তাহার পূর্বে তাহাতে অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম করিতে পারা যায় না ।—করিলে নিষ্ফল কৰ্মের অল্পষ্ঠানপ্রসঙ্গ হয় ।

পূর্বং চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ । “পূর্বং চ”—পবমান ইষ্টির পূর্বেই অগ্নিহোত্রাদি করা যাইবে, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যেহেতু, সেই প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ জাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পবমানেষ্টির পূর্বেই অগ্নিহোত্রাদি করা চলিবে । কারণ, “অগ্নিং বৈ সৃষ্টমগ্নিহোত্রোপাস্তবন্তি” অর্থাৎ

“অগ্নি সৃষ্ট হইলেই অর্থাৎ আহিত হইলেই, তাহার সমীপে অগ্নিহোত্র লইয়া উপস্থিত হয়” এই প্রকার যে ঋতিবাক্য রহিয়াছে, তাহাই উহার জ্ঞাপক হইবে। ইহা বিধিবাক্য নহে বলিয়াই জ্ঞাপক বলা হইল। পূর্বপক্ষ।

অর্থবাদো বার্থশ্চ বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “অর্থবাদঃ”—উহা অর্থবাদ, “বা”—পূর্বপক্ষ-নিরাসার্থক, “অর্থশ্চ বিদ্যমানত্বাৎ”—যেহেতু উহার প্রয়োজন বিদ্যমান অর্থাৎ স্পষ্টই রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্বপক্ষবাদী যে ঋতিবাক্য দেখাইয়াছেন, উহা অর্থবাদমাত্র। কারণ, ঐ কয়দিন বিনা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। আর তাহাকেই এ স্থলে গোঁণভাবে অগ্নিহোত্র বলা হইয়াছে। উক্ত বাক্য সেই অমন্ত্রক হোমের প্রশংসা মাত্র। যে হেতু ঋতি “হোতব্যম্ অগ্নিহোত্রং ন হোতব্যমিতি মীমাংসন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ। যদ্ যজুষা জুহুয়াৎ অবথাপূর্বমাহুতীজুহু-য়াৎ। যদি ন জুহুয়াৎ অগ্নিঃ পরাপতেৎ। তুক্ষীমেব হোতব্যম্”। এই বাক্যে বলিতেছেন যে, উহা আসল অগ্নিহোত্র নহে, কিন্তু অগ্নিকে প্রদীপ্ত রাখিবার নিমিত্ত তুক্ষীং হোম কর্তব্য। ইতি পূর্বপক্ষনিরাস।

ত্য়ায়বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। “ত্য়ায়বিপ্রতিষেধাৎ চ”—ত্য়ায়ের বিপ্রতিষেধ হয় অর্থাৎ যুক্তিবিরোধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাকে মুখ্যভাবে অগ্নিহোত্র বলা যায় না, তাহার কারণ বলিতেছেন “ত্য়ায়বিপ্রতিষেধাৎ”। পূর্বে ২১শ সূত্রে “সংস্কারাণাং তদর্থত্বাৎ” এই অংশে যে যুক্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ইহাকে মুখ্য অগ্নিহোত্র বলা যায় না। অতএব আধানে পবমানেষ্টির পূর্বে অগ্নিহোত্রাদি অন্তর্ভুক্ত নহে কিন্তু দ্বাদশদিনের পরেই আধানান্তে তাহা কর্তব্য। ইতি ৯ম পবমানেষ্টির পরে অগ্নিহোত্রাদির অন্তর্ভুক্তনাধিকরণ।

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৪৭

সন্ধিতে ত্রিগিচিদযুক্তং প্রাপণান্নিমিত্তম্ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “সন্ধিতে”—চয়ন হইলে, “তু”—প্রত্যবস্থানে (অধিকরণান্তরসূচক), “তদযুক্তং”—অগ্নিচিংপদযুক্ত (উপদিষ্ট ব্রত করণীয়), “নিমিত্তম্ প্রাপণাৎ”—যেহেতু নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে “অগ্নিচিৎ বর্ধতি ন ধাবৎ। ন দ্বিরমুপেয়াৎ” ইত্যাদি বচনে অগ্নিচিং পুরুষের কতকগুলি ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা কি অগ্নিচয়নের পর যে ক্রতু বিশেষ অমুষ্ঠেয়, তাহা না করিয়াই পালনীয় অথবা সেই ক্রতুর অন্তে অবলম্বনীয় ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, নিমিত্ত বর্তমান থাকিলে যখন নৈমিত্তিক অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, আর অগ্নিচয়নই যখন ‘বর্ধণে ধাবনবিরতি, স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ’ প্রভৃতি ব্রতের নিমিত্ত, তখন চয়নানন্তরই তাহা পালনীয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

ক্রত্বন্তে বা প্রয়োগবচনাভাবাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিংঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “ক্রত্বন্তে বা”—ঐ সমস্ত ব্রত অগ্নিচয়নের পরে অমুষ্ঠেয় যে ক্রতু তাহা সম্পন্ন করিয়াই পালনীয়, তৎপূর্বে নহে। কারণ, “প্রয়োগবচনাভাবাৎ”—এখানে প্রয়োগ নাই বলিয়া অর্থাৎ ঐ যে ব্রত উহা ক্রত্ব নহে, কিন্তু পুরুষার্থ নিষেধ বলিয়া চয়নের পরেই উহা পালনীয় নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অগ্নেঃ কর্মত্বনির্দেশাৎ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, “অগ্নেঃ কর্মত্বনির্দেশাৎ”—অগ্নির কর্মত্ব উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াও চয়নের পর ক্রতুই অমুষ্ঠেয়। অভিপ্রায় এই যে, “অগ্নিঃ চিন্ততে” এই বাক্যে অগ্নিতে দ্বিতীয়া থাকায় তাহা সংস্কার্য কর্ম—চয়নের দ্বারা অগ্নি সংস্কৃত হয়। আর পবমানেষ্টির ভায়ে এ স্থলেও ক্রতু নিষ্পন্ন না হইলে চয়ন-সংস্কার সফল হয় না। এ কারণে ক্রতুর দ্বারা চয়ন সফল হইলে পরে অগ্নিচিৎ ব্রত পালনীয়। ইতি ১০ম অগ্নিচিৎ ব্রতসকলের ক্রত্বন্তে অমুষ্ঠানাদিকরণ।

পরেণাবেদনাদীক্ষিতঃ শ্রাৎ সর্বৈর্দীক্ষাভিসম্বন্ধাৎ ॥২৯॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “আবেদনাং পরেণ”—আবেদনের পরে, “দীক্ষিতঃ শ্রাৎ”—দীক্ষিত হইরে, “সর্বৈঃ দীক্ষাভিসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু সকলের সহিত দীক্ষার অভিসম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “অগ্নাবৈকবম্ একাটশকপালং নির্বপেৎ দীক্ষিষ্যমাণঃ” এই বাক্যে যে ব্যক্তি সোমযাগে দীক্ষিত হইবে, তাহার পক্ষে দীক্ষার জন্ত একটি ইষ্টি কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। আর “দণ্ডেন দীক্ষয়তি। মেখলয়া দীক্ষয়তি। কুণ্ডাজিনেন দীক্ষয়তি” এই বাক্যে দণ্ড, মেখলা এবং কুণ্ডাজিন—এগুলিকেও দীক্ষার সাধন বলা হইয়াছে। এ জন্ত সংশয় হয় যে, ইষ্টি এবং দণ্ডমেখলাদিগুলি কি সমুচিতভাবে দীক্ষার সাধন অথবা কেবল-মাত্র ইষ্টিই দীক্ষার সাধন। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—“আবেদনাং পরেণ সর্বৈঃ দীক্ষিতঃ শ্রাৎ”—দণ্ড প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলে তখন আবেদন হয় বলিয়া অর্থাৎ দীক্ষিত বলিয়া জ্ঞান হয় বলিয়া ইষ্টি, দণ্ড, মেখলাদি ঐ সকলগুলি মিলিত-ভাবে দীক্ষার সাধন। অতথা এক একটির দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দীক্ষিত হয় বলিলে, উহাদের বিকল্প হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকল্পে পাক্ষিক বাধ হয় বলিয়া, সমুচ্চয় সম্ভব হইলে বিকল্প স্বাকার করা উচিত নহে। অতএব “দীক্ষাভিসম্বন্ধাৎ সর্বৈঃ দীক্ষিতঃ শ্রাৎ”—সবগুলি মিলিতভাবেই দীক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সকলগুলিই সমুচিতভাবে দীক্ষার সাধন। আর তাহা হইলে সর্বাস্তে দীক্ষিত হয় বলিয়া দীক্ষিতের যে সমস্ত নিয়মাদি, তাহা দণ্ড মেখলাদির প্রয়োগের পরে প্রয়োজ্য, তৎপূর্বে নহে। ইতি পূর্বপক্ষ।

ইষ্ট্যন্তে বা তদর্থা হ্রবিশেষার্থসম্বন্ধাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ইষ্ট্যন্তে”—ইষ্টির অন্তে (দীক্ষিত হয়), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “হি”—যে হেতু, “তদর্থা”—ইষ্টি তাহারই (দীক্ষারই) জন্ত, “অবিশেষার্থসম্বন্ধাৎ”—(তাহা না হইলে) অবিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিশেষবিহীন দ্রব্যরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইষ্টির পরেই দীক্ষিত হয়, যে হেতু ইষ্টিবিধায়ক বাক্য “দীক্ষিষ্যমাণঃ” এই স্থলে ‘শ্রমান’ প্রত্যয় থাকায়

৩য় পাঃ ।

মৌমাংসা-দর্শনম্

৮৪৯

ইষ্টির প্রয়োজন দীক্ষা সম্পাদন করা। আরও, ক্রিয়ার দ্বারাই সংস্কার হইয়া থাকে। দণ্ড, মেখলা প্রভৃতিগুলি ক্রিয়া নহে, কিন্তু দ্রব্য। আর উহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনও ক্রিয়াবিশেষেরও উল্লেখ নাই। এ কারণে দণ্ডাদির দ্বারা দীক্ষা হইতে পারে না। তবে যে দণ্ডাদি গ্রহণের পর সেই ব্যক্তিকে দীক্ষিত বলা হয়, তাহার কারণ দণ্ড মেখলাদি দীক্ষার অভিব্যক্তির হেতু, অর্থাৎ দণ্ডমেখলাদি দীক্ষিতত্বের জ্ঞাপক—দণ্ডমেখলাদি দেখিয়া লোকে বুঝে যে, ‘এ ব্যক্তি দীক্ষিত।’ কিন্তু তাই বলিয়া যে তৎপূর্বে সে দীক্ষিত হয় নাই তাহা নহে।

সমাখ্যানং চ তদ্বৎ ॥ ৩১ ॥

অঙ্গবৎ। “তদ্বৎ”—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্তভাষ্যবোধিত অর্থের অনুরূপ, “সমাখ্যানং চ”—সমাখ্যাও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। একমাত্র ইষ্টির দ্বারাই যে দীক্ষিত হইয়া থাকে—দীক্ষাসংস্কার নিষ্পন্ন হয়, “দীক্ষণীয়া” এই সমাখ্যাও তাহার হেতু। ঐ ইষ্টির দ্বারা দীক্ষা সম্পাদিত হয় বলিয়াই উহার নাম দীক্ষণীয়া। অতএব দীক্ষণীয়া ইষ্টি সম্পন্ন হইলেই দীক্ষিত হয় বলিয়া তখন হইতেই তাহাকে দীক্ষিতের নিয়ম সকল পালন করিতে হইবে। ইতি ১১শ দীক্ষণীয়াস্তে দীক্ষিতের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাদিকরণ।

অঙ্গবৎ ক্রতুনামানুপূর্ব্যম্ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অঙ্গবৎ। “অঙ্গবৎ”—অঙ্গসকলের ভাষ্য, “ক্রতুনাম্ আনুপূর্ব্যম্”—ক্রতুসকলেরও আনুপূর্ব্য অর্থাৎ পৌর্কোপরি আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে একই কাণ্ডে প্রথমে কতকগুলি কাম্য-বাগ পঠিত হইয়াছে, তদনন্তর কতকগুলি নৈমিত্তিক বাগ অধীত হইয়া থাকে। নৈমিত্তিক বাগ করিতে হইলে পাঠক্রম অনুসারে ঐ কাম্যবাগগুলি প্রথমে অনুষ্ঠেয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—“ক্রতুনাম্ আনুপূর্ব্যম্ অঙ্গবৎ”—প্রয়োজ প্রভৃতি স্থলে—একটি প্রধান কর্ম্মের অঙ্গকর্ম্ম সকলের অন্তর্গত কালে যেমন পাঠক্রম অনুসরণ করিতে হয়, এতাদৃশ স্থলেও সেইরূপ কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রতুসকলের পাঠক্রম অবশ্য অনুসরণীয়। অতএব নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার পূর্বে তৎপূর্বপঠিত কাম্য কর্ম্মগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্বপক্ষ।

৮৫০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

ন বাহসম্বন্ধাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্গরার্থ। “ন”—না, “বা”—পূর্বপক্ষনিরাসার্থক, “অসম্বন্ধাৎ”—যে হেতু (তাহাদের পরস্পরের কোনও) সম্বন্ধ নাই ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রযাজাদি অঙ্গাঙ্গ সকলের একই প্রধানের উপকার সম্পাদন করা প্রয়োজন বলিয়া তাহারা প্রধানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট । আর তাহাদের পাঠক্রমানুসারে অনুষ্ঠান হইলে তবেই ক্রমিকভাবে অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া প্রধানের উপকার সাধিত হয় । কিন্তু কাম্য এবং নৈমিত্তিক কর্মগুলি একই কাণ্ডে পঠিত হইলেও পরস্পর কোনও সম্বন্ধস্থলে প্রতিষ্ঠিত নহে । অতএব উহাদের পৌরুষপার্থ্য নাই ।

কাম্যত্বাচ্চ ॥ ৩৪ ॥

অঙ্গরার্থ। “কাম্যত্বাৎ চ”—কাম্যত্ব হেতুও (উহাদের পৌরুষপার্থ্য নাই) ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, “কাম্যত্বাৎ চ” । কাম্য কর্মসকল কামনাজনিত ; এ কারণে যদি কামনা হয়, তবেই সেগুলি অনুষ্ঠেয়, নচেৎ নহে, এই প্রকারে বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন । কিন্তু নৈমিত্তিক কর্মসকল ইচ্ছাধীন নহে ; নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে । সুতরাং নৈমিত্তিক কর্মের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই যে তৎপূর্বপঠিত কাম্য কর্মের কামনা জন্মিবে, এমন কোনও নিয়ম নাই । এ কারণে এ স্থলে পাঠক্রম আদরণীয় নহে । অতএব উহাদের পৌরুষপার্থ্য নাই ।

আনর্থক্যান্নেতি চেৎ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ)

অঙ্গরার্থ। “আনর্থক্যাৎ”—(শ্রোত পাঠক্রমের) আনর্থক্য হয় বলিয়া, “ন”—ক্রয়রাহিত্য হইবে না, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয় ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন যে,

৩য় পাঃ ১]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৫১

একই কাণ্ডে পঠিত কাম্য ও নৈমিত্তিক কৰ্মের পৌরোপৰ্য্য রক্ষা না করিলে ঋতি-
মৰ্যাদার লাঘব হইয়া পড়ে বলিয়া এরূপ স্থলেও ক্রম অনুসরণীয়। ইতি আশঙ্কা।

স্মাদ্ বিত্বার্থত্বাদ্ যথা পরেষু সৰ্বস্বারাং ॥ ৩৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “স্মাৎ”—হইবে অর্থাৎ শ্রোত পাঠক্রমেরও সার্থক্য থাকিবে, “বিত্বার্থত্বাৎ”—যে হেতু উহা বিত্বাগ্রহণের জন্ত, “যথা”—যেমন, “সৰ্বস্বারাং পরেষু”—সৰ্বস্বার নামক যজ্ঞের পরবর্তী কৰ্মসকলে। (‘আশঙ্কাপরিহার’)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষবাদীর আশঙ্কানিরাসার্থে বলিতেছেন, এমন আপত্তি দেওয়া উচিত, বাহা সৰ্বত্র অব্যভিচারী হয়। পূর্বপক্ষবাদী যে আপত্তি উঠাইয়াছেন, তাহা তাহার স্বপক্ষবিধাতক। কারণ, ঋতিমধ্যে সৰ্বস্বার নামে একটি যজ্ঞ পঠিত হইয়াছে। তাহার পরে অপরাপর যজ্ঞও অধীত হইয়া থাকে। কিন্তু সৰ্বস্বার যজ্ঞে যজ্ঞমানকে যাগদেশে বহিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে হয়। সুতরাং যজ্ঞ অসমাপ্ত কালেই সে পঞ্চম প্রাপ্ত হয় বলিয়া তদনুকূল ঋত্বিক্-গণকে অবশিষ্ট কৰ্মগুলি সমাপন করিতে হয়। কিন্তু সেখানেও যজ্ঞমানের কৰ্ত্তব্য কতকগুলি কৰ্ম আছে, সেগুলির লোপই হইয়া থাকে। সুতরাং তথায় যেমন পাঠক্রম অনাদৃত হয়, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। তবে ইহাতে ঋতিমধ্যে যে পাঠক্রম আছে, তাহার অনর্থক্য হয় না, যে হেতু তাহা ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়ুক্ত হইয়া থাকে। উপনীত ব্রহ্মচারীকে ঐ ক্রম অনুসারেই বিত্বাগ্রহণ—বোধ্যয়ন করিতে হয়। ঐ শ্রোতপাঠক্রম অনুসারে বিত্বাগ্রহণ করিলে তবেই একটি নিয়মাদৃষ্ট হয়, বাহা তাহার করিষ্যমাণ সমস্ত যজ্ঞের উপকারক হইয়া থাকে; ইহা শাস্ত্রারম্ভাধিকরণে (জিজ্ঞাসাধিকরণে) বলা হইয়াছে। অতএব পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা অমূলক। ইতি ১২শ কাম্যকৰ্মের অন্ত্যে পঠিত পাঠক্রমের অনিয়ামকতা অধিকরণ।

য এতেনেত্যগ্নিষ্টোমঃ প্রকরণাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “য এতেন ইতি অগ্নিষ্টোমঃ”—‘য এতেন’ ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিষ্টোমই অভিহিত হইয়াছে, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে “এব বাব প্রথমে যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ। য এতেনানিষ্টোমো যজ্ঞো

যজ্ঞেত গৰ্ভপত্যমেব তজ্জায়তে প্র বা মীয়তে” অর্থাৎ “এই যে জ্যোতিষ্টোম ইহা যজ্ঞ সকলের মধ্যে প্রথম। এই যজ্ঞ না করিয়া যে অশ্রু যজ্ঞ করে, তাহার সেই কর্ম গর্ভে ক্ষিপ্ত (ব্যবহৃত কদলী পত্রাদির জ্বার) হইয়া থাকে, অথবা সেই ব্যক্তি অপমৃত্যুগ্রস্ত হয়।” এই ঋতিবাক্যের “এতেন অনিষ্টা” এই অংশের ‘এতদ্’ শব্দের দ্বারা কি অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, আপ্তোর্থ্যম ও বাজপেয় এই সপ্তসংস্থ জ্যোতিষ্টোম অভিহিত হইয়াছে অথবা জ্যোতিষ্টোমের প্রথম সংস্থা যে অগ্নিষ্টোম তাহাই অভিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—এস্থলে কোনও বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র জ্যোতিষ্টোম এই কথাই যখন বলা হইয়াছে, তখন ইহা অবিশেষে উক্ত সাতটি সংস্থাকেই বুঝাইবে। অতএব জ্যোতিষ্টোমের সাতটি সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইলে তৎপশ্চাৎ অপরাপর যজ্ঞ করা চলিবে, তৎপূর্বে নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “অগ্নিষ্টোমঃ প্রকরণাৎ”—উহা যখন অগ্নিষ্টোমের প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তখন প্রকরণ অনুসারে উহা অগ্নিষ্টোমকেই বুঝাইবে। আর অগ্নিষ্টোমই জ্যোতিষ্টোমের নিজরূপ। যে হেতু উহা নিত্য; পক্ষান্তরে অত্যগ্নিষ্টোমাদিগুলি কাম্য বলিয়া আগম্বক হওয়ার অনিত্য, ইহা পূর্বে (তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদের অন্তিম অধিকরণে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ কারণে অগ্নিষ্টোমই প্রথম। আরও কোনও বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে ‘এতদ্’ শব্দের প্রয়োগ ইহাতে পারে না। কারণ, সর্বনামশব্দ বিশেষবাচী। এই কারণে ঐ এতদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকার জন্তও পূর্ববর্ণিত অগ্নিষ্টোমই এখানে জ্যোতিষ্টোমশব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন অনুসারেও (ইহা নিরূপিত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে জ্যোতিষ্টোম বলিতে যে অগ্নিষ্টোমই অভিহিত হইয়াছে, তাহার আরও হেতু এই যে, সে স্থলে ঋতিমধ্যে বলা হইয়াছে “তন্ত্র নবতিশতং স্তোত্রীয়াঃ” অর্থাৎ “সেই যজ্ঞে এক শত নব্বইটি স্তোত্রীয়া অর্থাৎ গেয় স্বকৃবিশেষ।” আর সপ্তসংস্থ জ্যোতিষ্টোমের প্রথম সংস্থা যে অগ্নিষ্টোম, তাহাতেই এক শত নব্বইটি স্তোত্রীয়া থাকে। ইতি ১৩ শ অগ্নিষ্টোমের প্রাথম্যাধিকরণ।

৩য় পাঃ ।

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৫৩

অথান্যেনেতি সংস্থানাং সন্নিধানাৎ ॥ ৩৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “অথ অন্তেন ইতি”—‘অথ অন্তেন’ ইহার দ্বারা, “সংস্থানাং”—সংস্থাসকলের (উলেখ হইয়াছে), “সন্নিধানাৎ”—সন্নিধান অর্থাৎ সামীপ্য অনুসারে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাদিকরণের বিষয়বাক্যরূপে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই “অথান্তেন” এই অংশের ‘অন্ত’ শব্দের দ্বারা কি জ্যোতিষ্টোমের অবশিষ্ট সংস্থাগুলিরই নির্দেশ করা হইয়াছে, অথবা জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতিভূত সমস্ত বাগই অভিহিত হইয়াছে, ইহাই সংশয় । ইহাতে পূর্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন, সর্বনাম শব্দ সকল যখন সন্নিবৃষ্টেরই বাচক, আর জ্যোতিষ্টোমের অপরাপর সংস্থাগুলিই যখন সন্নিহিত, তখন সন্নিধি অনুসারে ‘অন্ত’ শব্দের দ্বারা এখানে অত্যগ্নিষ্টোমাদি সংস্থাগুলিই অভিহিত হইয়াছে । অতএব উক্ত বচন অনুসারে অত্যগ্নিষ্টোমাদি সংস্থাগুলিই অগ্নিষ্টোমের পূর্বে অনুষ্ঠেয় নহে, কিন্তু একাহ, অহীন প্রভৃতির সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে । ইতি পূর্বপক্ষ ।

তৎপ্রকৃতেবাপত্তিবিহারৌ হি ন তুল্যেযুপপত্তেতে ॥ ৪০ ॥

(সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তৎপ্রকৃতেঃ”—তাহা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম (অগ্নিষ্টোম) প্রকৃতি যাহার তাদৃশ সকল যজ্ঞেরই নির্দেশ করা হইয়াছে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “হি”—যেহেতু, “তুল্যেযু”—তুল্য স্থলে, “আপত্তি-বিহারৌ”—আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি এবং বিহার অর্থাৎ শোভা, “ন উপপত্তেতে”—উপপন্ন হয় না অর্থাৎ সঙ্গত হয় না ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এ স্থলে ‘অন্ত’ শব্দের দ্বারা জ্যোতিষ্টোমের অপরাপর সংস্থা এবং বিকৃতিভূত একাহ, অহীন, সত্রাদি যত যজ্ঞ আছে, সকলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । কারণ, তাহা না হইলে পরবর্তী শ্রুতিবাক্যে যে অঙ্গপ্রাপ্তি এবং বিহার অর্থাৎ শোভার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না । যে হেতু একাহ, অহীন, সত্র প্রভৃতি কর্ণগুলি জ্যোতিষ্টোমেরই

বিকার ; এ কারণে ঐগুলি তাহা হইতেই অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া শোভিত হইয়া থাকে । ইতি সিদ্ধান্ত ।

প্রশংসা বা বিহরণাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥ (অঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ । “প্রশংসা”—প্রশংসা, “বা”—পক্ষপরিপবর্তনশূচক, “বিহরণাভাবাৎ”—যে হেতু বিহরণ অর্থাৎ শোভা (এবং প্রাপ্তি) নাই ।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর মতে “বথা বা অগ্নেজ্জ্বালা অগ্নে অগ্নয়ো বিহ্রিয়ন্তে এবং বা এতস্মাদ্ যজ্ঞাৎ অগ্নে কৃতবো বিহ্রিয়ন্তে” অর্থাৎ “একটি অগ্নি হইতে সন্দীপিত অগ্নি সকল যেমন শোভা পায়, সেইরূপ এই যজ্ঞ হইতেও অপরাপর যজ্ঞসকল শোভা পাইয়া থাকে” এই প্রতিবাক্যবলে জ্যোতিষ্টোম হইতে অপরাপর যজ্ঞের অঙ্গপ্রাপ্তি এবং বিহার অর্থাৎ শোভা হইয়া থাকে । কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কারণ, এস্থলে যজ্ঞান্তরে অঙ্গপ্রাপ্তির কোনও বিধি নাই বলিয়া এই বেদবচনটি জ্যোতিষ্টোমের প্রশংসার্থবাদ মাত্র । ইতি আশঙ্কা ।

বিধিপ্রত্যয়াদ্বা ন হকস্মাৎ প্রশংসা স্মাৎ ॥ ৪২ ॥ (অঃ নিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণ্যর্থ । “বিধিপ্রত্যয়াৎ”—বিধির প্রত্যয় অর্থাৎ প্রতীতি হয় বলিয়া, “বা”—আশঙ্কাব্যাবর্তক, “হি”—যেহেতু, “অকস্মাৎ প্রশংসা ন স্মাৎ”—অকস্মাৎ প্রশংসা হইতে পারে না । আশঙ্কা নিরাস ।

ভাষ্যভাবার্থ । সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন—সাক্ষাৎ বিধি না থাকিলেও জ্যোতিষ্টোমের ধর্মগুলি যে আনুমানিক অতিদেশবিধিবলে তাহার বিকৃতিভূত একাহ, অহীন প্রভৃতি সমস্ত বাগে যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । আর তাহা হইলে উক্ত বাক্যকে স্ততিবাদ না বলিয়া ভূতার্থবাদই বলিতে হয় । আর তাহা হইলে সিদ্ধান্তপক্ষে যে উক্ত বচন অনুসারে একাহ, অহীন প্রভৃতিতে জ্যোতিষ্টোম হইতে অঙ্গপ্রাপ্তি এবং শোভা বলা হইয়াছিল, তাহাতে কোনরূপ অসমীচীনতা নাই । অতএব অগ্ন্যাৎ যে সকল সংস্থা আছে এবং সোমবিকার যে একাহ, অহীন এবং সত্র প্রভৃতিগুলি আছে, সেই সবগুলিই এ স্থলে “অগ্না” শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু কেবলমাত্র অপরাপর

৩য় পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৫৫

সংস্থাগুলি যে অভিহিত হইয়াছে তাহা নহে। সুতরাং অগ্নিষ্টোমাদি এবং একাহ, অহীন প্রভৃতি কোন যাগই অগ্নিষ্টোমের পূর্বে অনুষ্ঠেয় নহে। এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, ইষ্টি ও পশুযাগে এই অগ্নিষ্টোম-পূর্বকতা অনুসরণীয় নহে, কিন্তু কেবলমাত্র সৌম্যবিকার যাগ সকলেই এই নিয়ম পালনীয়। ইতি ১৪শ অগ্নিষ্টোমবিকৃতিসকলের অগ্নিষ্টোমাস্তরকালতাবিকরণ।

একস্তোমে বা ক্রতুসংযোগাৎ ॥ ৪৩ ॥ (পৃঃ)

অক্ষরার্থ। “একস্তোমে”—একটি স্তোমযুক্ত যাগেই (অগ্নিশব্দের প্রয়োগ), “বা”—পূর্বপক্ষসূচক, “ক্রতুসংযোগাৎ”—যে হেতু (অর্থবাদ-বাক্যে) ক্রতুর সহিত (একটি স্তোমেরই) সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ঋতুজ্ঞ অগ্ন শব্দটি জ্যোতিষ্টোমবিকারবোধক। জ্যোতিষ্টোমের যে সকল বিকৃতি আছে, সেগুলি একস্তোমকও আছে, অনেকস্তোমকও আছে। যাহাতে একটি স্তোম (স্তোত্রবিশেষ) প্রযুক্ত হয়, তাহা একস্তোম, আর যাহাতে একাধিক স্তোমের প্রয়োগ হয় তাহা অনেকস্তোম। ঐ যে ঋতুজ্ঞিত “অগ্ন” শব্দ উহা কি জ্যোতিষ্টোমের একস্তোমক বিকৃতিকে বুঝাইতেছে অথবা অনেকস্তোমক বিকারকে বুঝাইতেছে ইহাই সন্দেহ।

ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “একস্তোমে বা”—উক্ত ‘অগ্ন’ শব্দটি একস্তোমক জ্যোতিষ্টোম বিকৃতিকেই বুঝাইতেছে। কারণ, “ক্রতুসংযোগাৎ”—বাক্যশেষে “যো বৈ ত্রিবৃদ্ধঃ যজ্ঞক্রতুমাণ্ডতে স তং দীপয়তি। যঃ পঞ্চদশঃ স তং যঃ সপ্তদশঃ স তং। য একবিংশঃ স তম্” অর্থাৎ যে ত্রিবৃৎ (নামক স্তোম) অগ্ন যজ্ঞ ক্রতুকে প্রাপ্ত হয়, সে তাহাকে দীপিত করে, যে পঞ্চদশ, যে সপ্তদশ, যে একবিংশ (স্তোম) যজ্ঞ ক্রতুকে প্রাপ্ত হয়, সে তাহাকে দীপিত করে। এই বচনে অর্থবাদরূপে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ এবং একবিংশ এইগুলিরই যজ্ঞক্রতুর সহিত সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। আর ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ প্রভৃতিগুলি একস্তোমই হইতেছে। সুতরাং অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ প্রভৃতি চারিটি স্তোম থাকিলেও ‘অহীন’ প্রভৃতি জ্যোতিষ্টোমবিকারে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ প্রভৃতি স্তোমচতুষ্টয়ের একটিই তাহাতে গিয়া তাহাকে দীপিত করে অর্থাৎ প্রকাশ করে অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে। আর একটি স্তোমের দ্বারাই প্রকাশিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া অগ্ন স্তোম তথ্য

৮৫৬

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

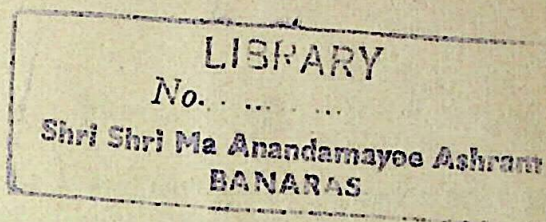
প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এইরূপে অর্থবাদবাক্যে এখানে একস্তোমেরই বখন প্রশংসা করা হইতেছে, তখন সেই একস্তোম যাগই বুদ্ধিহু। আর সর্বনামশব্দ বুদ্ধিস্থেরই বাচক। অতএব এখানের 'অন্ত' শব্দটি বুদ্ধিহু একস্তোম যাগকেই বুঝাইতেছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সর্বেষাং বা চোদনাবিশেষাং প্রশংসা

স্তোমানাম্ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অঙ্গক্কার্থ। "সর্বেষাং"—সকলগুলিরই গ্রহণ হইবে, "বা"—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, "চোদনাবিশেষাং"—যে হেতু চোদনা অর্থাৎ 'অন্ত' এই শব্দটির শাক্যার্থ সর্বত্র অবিশিষ্টই রহিয়াছে, "প্রশংসা স্তোমানাম্"—স্তোমসকলের প্রশংসা মাত্র। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "সর্বেষাং বা"—উক্ত 'অন্ত' শব্দটির দ্বারা জ্যোতিষ্টোমের সকল বিকারগুলিরই গ্রহণ হইবে। কারণ, "চোদনাবিশেষাং"—উক্ত 'অন্ত' শব্দটি একস্তোমক এবং অনেকস্তোমক সকল জ্যোতিষ্টোম-বিকৃতিযোগকেই অবিশেষে অভিধাশক্তিবলে নির্দেশ করিতেছে। তবে যে ক্ষতিমধ্যে বাক্যশেষে একস্তোমেরই বঙ্গক্রতুর সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা "প্রশংসা স্তোমানাম্"—স্তোম সকলের প্রশংসা মাত্র। কারণ, উহাতে বলা হইয়াছে যে, যে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ প্রভৃতি একস্তোম অন্ত যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা তাহাকে দীপিত করে। আর দীপিত করে বলিতে যে ব্যাপ্ত করে তাহা নহে, কিন্তু উহার অর্থ 'প্রকাশ করে'। আর যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিলেও সেই 'প্রকাশ করা' সম্ভব হয়। আর অনেকস্তোমের সহিত সম্বন্ধ হইলেও ঐ অত্রপ্রশংসনীয় দীপনী শক্তির যে হ্রাস হয়, তাহা নহে। অতএব 'অন্ত' শব্দের অর্থসঙ্কোচের কোনও কারণ না থাকায় তাহা একস্তোমক এবং অনেকস্তোমক সকল বিকৃতি যাগকেই বুঝাইবে। ইতি ১৫শ সকল অগ্নিষ্টোমবিকারেরই অগ্নিষ্টোমপূর্বকতা অধিকরণ। ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।



তথ পঞ্চমেত্ধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

ক্রমকোপোহর্থশব্দাভ্যাং শ্রুতিবিশেষাদর্থ-
পরত্বাচ্চ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অম্বলার্থ। “ক্রমকোপঃ”—ক্রমের অর্থাৎ পাঠক্রমের কোপ অর্থাৎ বাধ (হইবে), “অর্থশব্দাভ্যাং”—অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন এবং শব্দ অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতিবচন দ্বারা, “শ্রুতিবিশেষাং”—যে হেতু শ্রুতির দ্বারা বিশেষত্ব বোধিত হইতেছে, “অর্থপরত্বাং চ”—এবং যেহেতু (সমস্তই) অর্থপর অর্থাৎ প্রয়োজনাপেক্ষী হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ঐন্দ্রবায়ব প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রহ আছে, তন্মধ্যে ‘আশ্বিন’ নামক গ্রহটি তৃতীয় স্থানে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু “আশ্বিনো দশমো গৃহতে” এই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচনের দ্বারা তাহার স্থান দশম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে আশ্বিন নামক গ্রহটির স্থান কি বিকলিতভাবে তৃতীয় ও দশম উভয়ই হইবে, অথবা দশমই হইবে ইহাই সন্দেহ। এইরূপ “অগ্নি-হোত্রঃ হুত্বা যবাগুং পচতি” এই শ্রুতিবচনের পাঠক্রম অনুসারে প্রথমে অগ্নিহোত্র হোম তাহার পর যবাগুপাক উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে কি প্রয়োজন অনুসারে যবাগুপাক পূর্বে হইবে অথবা পাঠক্রমের অনুরোধে পরেই হইবে কিংবা বিকলিত হইবে, ইহাই সন্দেহ। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন—শ্রুতি, অর্থ এবং পাঠ সকলেই যখন ক্রমনির্দেশ করে, তখন ইহারা সকলেই তুল্যবল বলিয়া ইহাদের বিকলই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পাঠক্রমের অভিধায়ক নহে বলিয়া পাঠ অনুসারে যে ক্রম তাহা কল্যাণক্রম। কিন্তু শ্রুতি ক্রমের বাচক বলিয়া শ্রুতি অনুসারে যে ক্রম তাহা কৃষ্ণক্রম। এ কারণে কল্যাণ পাঠক্রম অপেক্ষা কৃষ্ণ শ্রোতক্রম প্রবল হওয়ায় আশ্বিন নামক গ্রহের স্থান দশমই হইবে। এইরূপ সমস্ত পদার্থই প্রয়োজনসাপেক্ষ বলিয়া আর হোম হইয়া গেলে পাক করা যবাগু নিশ্চয়োজন হইয়া

৮৫৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ

পড়ে বলিয়া প্রথমে যবাগু পাক করিয়া পরে তদ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। ইতি ১ম পাঠ্যক্রম অপেক্ষা ঋতি ও অর্থক্রমের বলীয়ত্বাধিকরণ।

অবদানান্ভিঘারণাসাদনেষানুপূর্ব্যং প্রবৃত্ত্যা স্মৃৎ ॥২॥ (পুঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “অবদানান্ভিঘারণাসাদনেষু”—অবদান, অভিঘারণ এবং আসাদনে, “প্রবৃত্ত্যা”—প্রবৃত্তিক্রম অনুসারে, “অনুপূর্ব্যং স্মৃৎ”—অনুপূর্ব্য অর্থাৎ ক্রম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে সান্নাধ্য অর্থাৎ হবনীয় যে দধি এবং দুগ্ধ তাহার ধর্ম বৎসাপাকরণ, গোদোহন প্রভৃতিগুলি প্রথমে পঠিত হইয়াছে। আর নির্বাপ, অবঘাত প্রভৃতি পুরোডাশধর্মগুলি পশ্চাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর উক্ত ক্রম অনুসারে উক্ত ধর্মসকলের অনুষ্ঠানও করা হয়। স্মরণ্য ঐ প্রবৃত্তিক্রম অনুসারে ঐন্দ্র দধির অবদান, অভিঘারণ এবং আসাদন কি প্রথমে হইবে, অথবা মুখ্যক্রমানুসারে আগ্নেয় পুরোডাশেরই অবদানাদি প্রথমে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রবৃত্তিক্রম অনুসারে ঐন্দ্র দধির অবদানাদিই প্রথমে হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

যথাপ্রদানং বা তদর্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “যথাপ্রদানং”—প্রদান অনুসারে (অবদান হইবে), “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “তদর্থত্বাৎ”—যে হেতু (অবদান) তাহারই জন্ত অর্থাৎ প্রদানেরই জন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যাজ্ঞা, পুরোহুবাক্য প্রভৃতি মন্ত্রের ক্রমানুসারে আগ্নেয় পুরোডাশ প্রথমে প্রদান করিতে হয়। আর সেই প্রদানই ফলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাই মুখ্য বা প্রধান; অবদান তাহার অঙ্গ। এই কারণে মুখ্য যে প্রদান তাহারই ক্রমানুসরণ কর্তব্য। অতএব মুখ্যের ক্রমানুসারে আগ্নেয় পুরোডাশেই প্রথমে অবদান কর্তব্য। আরও মুখ্যক্রম প্রবৃত্তিক্রম অপেক্ষা প্রবল। কারণ, প্রবৃত্তিক্রম অনুসরণ করিলে প্রথমে সান্নাধ্যের অবদান, অভিঘারণ এবং আসাদন করিয়া

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৫৯

প্রদান স্থগিত রাখিয়া আগ্নেয় পুরোডাশের অবদানাদি প্রদানান্ত কর্তৃক করিতে হয়। কারণ, আগ্নেয়ের প্রদানই প্রথম। আর অবদান ও অভিধারণ বিনা প্রদান হইতে পারে না। আর তাহা হইলে সান্নাধ্যে যে অবদানাদি করা হইয়াছিল, সেগুলি মুখ্য যে প্রদান তাহা হইতে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্তী হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে মুখ্যক্রম অনুসরণ করিলে প্রথমে আগ্নেয় দ্রব্যের অবদানাদি প্রদানান্ত কর্তৃক, পশ্চাৎ সান্নাধ্যের অবদানাদি প্রদানান্ত কর্তৃক করা হয়। ইহাতে অঙ্গ ও প্রধানের মধ্যে অননুমোদিত ব্যবধান হয় না। অতএব “বথাপ্রদানং বা”—প্রদান অনুসারে অর্থাৎ মুখ্যক্রম অনুসারেই অবদান কর্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গদর্শনাং চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন, “লিঙ্গদর্শনাং চ”। ঋতিমধ্যে “স বৈ ধ্রুবামেবাগ্রে অভিধারণতি। ততো হি প্রথমো আত্মভাগো বক্ষ্যন্ত ভবতি” এই হেতুবল্লিগদ অর্থবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রথম আত্মভাগদ্বয় অগ্নীষোম দেবতাকে দিতে হয় বলিয়া ধ্রুবা নামক পাত্রে প্রথমে অভিধারণ করিতে হইবে। এই বেদবচনের জ্ঞাপকতা অনুসারে জানা যায় যে, প্রদানের পূর্বে অবদানাদিধারণাদি। সুতরাং মুখ্যক্রম অনুসরণ না করিলে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া প্রবৃত্তিক্রম অপেক্ষা মুখ্যক্রম বলীয়ান।

পূর্ববর্ণিত ৫২।৪ অধিকরণের সহিত পুনরুক্তিপ্ৰসঙ্গ হয় বলিয়া শাস্ত্রদীপিকাকার ঈষ্টিকৃদবদান, প্রযজ্ঞশেষাভিধারণ এবং বেদীতে আসাদন (স্থাপন) এই বিষয়গুলি লইয়া বিচার করিয়াছেন। ইতি ২য় প্রবৃত্তিক্রমাপেক্ষা মুখ্যক্রমের বলীয়ত্বাধিকরণ।

বচনাদিষ্টিপূর্বত্বম্ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “বচনাং”—বচন অনুসারে, “ইষ্টিপূর্বত্বম্”—ইষ্টির প্রাথম্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস করিয়া সোম বাগ করিবে। এ স্থলে এই যে দর্শপূর্ণমাসের পূর্বত্ব এবং সোমবাগের অপরত্ব “স্বষ্টা” এই পদের “স্বষ্টা”

প্রত্যয়ের দ্বারা বোধিত হইয়াছে ইহা নিয়ত অর্থাৎ এই প্রকারেই নিয়মবদ্ধ কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “বচনাৎ ইষ্টিপূর্বত্বম্”—এখানে যখন প্রত্যক্ষ ঋতিবচন রহিয়াছে, তখন ইষ্টি এবং সোমের এই যে পৌর্কপার্ধ্য ইহাকে অবগুই নিয়ত বলিতে হয়। যেহেতু “নাস্তি বচনশ্রুতিভাঃ” অর্থাৎ বিধায়কতা বিষয়ে বচনের পক্ষে কোন বিষয়ই গুরুতর নহে। আর “এব বৈ দেবরথো যদ্বর্শপূর্ণমাসৌ। যো দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট। সোমেন বজ্রতে রথ-পষ্ট এব অবসানে বরে দেবানামবশ্রুতি” এই ঋতিবাক্যে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির পূর্বত্ব প্রশংসিতই হইয়াছে। ইতি পূর্বপক্ষ।

সোমশৈচকেষামগ্ন্যাধেয়শ্রুতুনক্ষত্রাতিক্রম-
বচনান্তদন্তেনানর্থকং হি শ্রুতং ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সোমঃ চ”—সোমবাগও (পূর্ববর্তী), “একেবাং”—কোন কোন শাখিগণের, “অগ্ন্যাধেয়শ্রুতুনক্ষত্রাতিক্রমবচনাৎ”—যে হেতু অগ্ন্যাধানের ঋতু এবং নক্ষত্র অতিক্রম করিবার বচন আছে, “তদন্তেন অনর্থকং হি শ্রুতং”—আর তাহা যদি শেষে হয়, তাহা হইলে অনর্থকই হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সর্বত্রই যে দর্শপূর্ণমাসরূপ ইষ্টিবাগ সোমবাগের পূর্বেই করিতে হয় তাহা নহে। যে হেতু কোন কোন শাখীর পক্ষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কারণ, “অগ্ন্যাধেয়শ্রুতুনক্ষত্রাতিক্রম-বচনাৎ”—ঋতিমধ্যে “যঃ সোমেন বক্ষ্যমাণঃ অগ্নীন্ আদধীত ন ঋতুং প্রতীক্ষেৎ ন নক্ষত্রম্” এই বাক্যে সোমবাগের জন্ত যে অগ্ন্যাধান করা হয়, তাহার ঋতু ও নক্ষত্রের প্রতীক্ষা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদর্থবচনাচ্চ নাবিশেষাৎ তদর্থত্বম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। “তদর্থবচনাৎ চ”—(আধানের) তদর্থতা অর্থাৎ সোমার্থতা উক্ত হইয়াছে বলিয়াও, “অবিশেষাৎ”—বিশেষ না থাকিলে, “ন তদর্থত্বম্”—তদর্থতা হইতে পারে না।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৬১

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—
 “তদর্থবচনাৎ”। ঋতিমধ্যে “যঃ সোমেন বক্ষ্যমাণঃ অগ্নীন্ আদধীত” অর্থাৎ “যে
 ব্যক্তি সোমবাগ করিবে সে অগ্নি আধান করিবে” এই প্রকারে যে অগ্ন্যাধান উক্ত
 হইয়াছে, তাহা অগ্ন্যাধান ও সোমবাগের আনন্তর্য্য না থাকিলে সম্ভব হয় না।
 কারণ, অগ্ন্যাধান যখন সমস্ত কঠোর মূলীভূত, তখন এখানে আধান তদর্থ অর্থাৎ
 সোমের জন্ত না হইলে এই প্রকার উক্তি সমীচীন হয় না। এইজন্ত সূত্রে বলা
 হইয়াছে—“ন অবিশেষাৎ তদর্থত্বম্”। আরও সোম এবং আধান উভয়ই যখন অস্ত্র-
 বচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে, তখন এই বাক্যটি বিহিতের বিধায়ক হওয়ায় অনর্থক
 হইয়া পড়ে বলিয়া উহার আনর্থক্য পরিহার করিতে হইলে এখানে লক্ষণাবলে
 সোম এবং আধানের আনন্তর্য্যই যে বিধেয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

অবক্ষ্যমাণস্ত চ পবমানহবিষাং কালনির্দেশা-

দানন্তর্য্যাদ্ বিশক্কা স্তাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। “অবক্ষ্যমাণস্ত”—যে (অনন্তর) সোমবাগ করিবে
 না তাহার পক্ষে, “চ”—আরও, “পবমানহবিষাং কালনির্দেশাৎ”—পবমান
 হবির কাল নির্দিষ্ট থাকায়, “আনন্তর্য্যাৎ”—(সোমবাগের) আনন্তর্য্য
 আছে বলিয়া, “বিশক্কা স্তাৎ”—সংশয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, “অবক্ষ্যমাণস্ত”
 ইত্যাদি। ঋতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “যঃ সোমেন অবক্ষ্যমাণঃ অগ্নিমাধীত স পুরা
 সংবৎসরাং হবীংষি নির্বপেৎ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি সোমবাগ করিবে না অথচ অগ্নি
 আধান করিবে, তাহাকে সংবৎসরের মধ্যে পবমানেষ্টি করিতে হইবে। এ স্থলে,
 সারা জীবনে সোমবাগ করিবে না, ঋতিবচনের এরূপ অর্থ নহে, কারণ, সোমবাগ
 নিত্য বলিয়া অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং ‘আধানের অনন্তর সোমবাগ করিবে না’
 এইরূপই উহার অর্থ। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যায় যে
 ঋতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তথায় আধান ও সোমবাগের আনন্তর্য্যই তাহার
 তাৎপর্য্য বলিতে হয়।

ইষ্টিরিষক্ষ্যমাণস্ত তাদর্থ্যে সোমপূর্বত্বম্ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। “ইষ্টিঃ”—দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি, “অবক্ষ্যমাণস্ত”—যে

ব্যক্তি সোমবাগ করিবে না তাহার পক্ষে, “ভাদর্থ্যে”—তৎপ্রয়োজনত্ব থাকিলে অর্থাৎ সোমবাগ করিলে, “সোমপূর্বত্বম্”—আধান সোমবাগের পূর্বে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এটি প্রয়োজনসূত্র—অধিকরণটির প্রয়োজন কি, তাহা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আধানের পর সোমবাগ করিবে না, তাহার পক্ষে আধানের পরে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি কর্তব্য। অতএব সোমবাগের পূর্বেই যে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। ইতি ওয় ইষ্টিপূর্বত্ব এবং সোমপূর্বত্বের বিকল্পাধিকরণ।

উৎকর্ষাদ্ ব্রাহ্মণশ্চ সোমঃ স্তাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “উৎকর্ষাৎ”—উৎকর্ষ করিতে হয় বলিয়া, “ব্রাহ্মণশ্চ”—ব্রাহ্মণের পক্ষে, “সোমঃ স্তাৎ”—সোম (প্রথমে) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে, ইষ্টি ও সোমের পৌর্ণমাস্য বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন। এই বিকল্পতা কি ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের স্থায় ব্রাহ্মণের পক্ষেও সমান অথবা ব্রাহ্মণের পক্ষে সোমপূর্বত্ব নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ বা অবশ্যপ্রতিপাল্য। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণশ্চ সোমঃ স্তাৎ”—ব্রাহ্মণের পক্ষে সোম পূর্বেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, “উৎকর্ষাৎ”—ব্রাহ্মণে যদি সোম-বাগের পূর্বে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি করে, তাহা হইলে তাহার উৎকর্ষ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার কিয়দংশ ফেলিয়া রাখিয়া সোমবাগের পর সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ, দর্শপূর্ণমাস বাগে অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দিতে হয়। কিন্তু “আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণো দেবতয়া স সোমেন ইষ্টা। অগ্নীষোমীয়ো ভবতি। যদেব অদঃ পৌর্ণমাসঃ তদনুনির্বপেহুভয়দেবভ্যো ভবতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দেবতা অগ্নি; ব্রাহ্মণ সোমবাগ করিলে তখন সে অগ্নীষোমীয় হয় অর্থাৎ অগ্নি এবং সোম তাহার দেবতা হয়; আর ঐ যে পৌর্ণমাসযজ্ঞ—তাহা তাহার পরে করিলে তবে তাহা উভয় দেবতার যজ্ঞ হয়” এই শ্রুতিবচন অনুসারে সোমবাগ না করিলে অগ্নীষোম দেবতার বাগ করা চলে না। এ কারণে ব্রাহ্মণ যদি সোমবাগের পূর্বে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি করে, তাহা হইলে তাহাকে অগ্নীষোমীয় বাগের পূর্বপক্ষ্যন্ত করিয়া অবশিষ্ট অংশটি অসমাপ্ত রাখিয়া সোমবাগে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রান্তরে নিষেধ

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৬৩

থাকায় কোনও কৰ্ম অসমাপ্ত রাখিয়া অপর একটি স্বতন্ত্র কৰ্ম করিতে নাই বলিয়া
এরূপ করা সম্ভব হয় না। এই হেতু সমস্ত দর্শপূর্ণমাসেরই উৎকর্ষ করিতে হয়
বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে পূর্বেই সোমবাগ কর্তব্য। ইতি ১ম পূর্বপক্ষ।

পৌর্ণমাসী বা ঋতিসংযোগাৎ ॥ ১১ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “পৌর্ণমাসী”—কেবলমাত্র পৌর্ণমাসী যাগেরই
উৎকর্ষ হইবে, “বা”—পক্ষপরিবর্তনসূচক, “ঋতিসংযোগাৎ”—যে হেতু
ঋতিবচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বস্থলে এক জন বাদী বলিয়াছেন যে, দর্শ এবং
পূর্ণমাস উভয়েরই উৎকর্ষ হইবে, তাহার উত্তরে অপর এক বাদী বলিতেছেন,
“পৌর্ণমাসী বা ঋতিসংযোগাৎ”। পূর্বোদাহৃত ঋতিবাক্যে “যদেবাদঃ পৌর্ণমাসঃ
হবিঃ” এই স্থলে প্রত্যক্ষতঃ পৌর্ণমাসেরই যখন উল্লেখ আছে আর বাচনিক অর্থে
যখন ব্যবদবচন কৰ্ম করিতে হয় তখন তদনুসারে কেবলমাত্র পৌর্ণমাস যাগেরই
উৎকর্ষ হইবে। অর্থাৎ প্রথমে দর্শবাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে অগ্নীষোমীয়
হবিঃ নাই; পৌর্ণমাস যাগেই তাহা আছে। এ কারণে দর্শবাগ করিয়া সোম-
বাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর তাহাতেই ব্রাহ্মণ অগ্নীষোমদৈবত হয় বলিয়া
তাহার পক্ষে অগ্নীষোমীয় বাগ করিতে বাধা না থাকায় তখন সে পৌর্ণমাস বাগ
করিতে পারে। আর ইহা শাস্ত্রবোধিত বলিয়া একটি কৰ্ম অসমাপ্ত রাখিয়া
অপর একটি কৰ্ম করা হইলেও দোষাবহ হয় না। ইতি ২য় পূর্বপক্ষ।

সর্বশ্রু বৈককর্ম্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

অঙ্কন্যার্থ। “সর্বশ্রু”—সমগ্র দর্শপূর্ণমাসকর্ম্মেরই (উৎকর্ষ
হইবে), “বা”—পক্ষান্তরনিরাসার্থক, “বৈককর্ম্য্যাৎ”—যে হেতু উভয়ের
এককর্ম্মই রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহার উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—দর্শ
এবং পৌর্ণমাস দুইটিতে মিলিয়া যখন একটি কৰ্ম্ম, আর উভয়ের পারস্পর্য্য ও কাল
যখন নিরূপিত এবং কর্ম্মের কিয়দংশ করিলে যখন ফল হয় না, তখন দর্শবাগ পর্য্যন্ত
করিয়া মধ্যে সোমবাগের অনুষ্ঠান করিলে পৌর্ণমাস যাগটির ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান

৮৬৪

মৌমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ]

হয় না বলিয়া দর্শ এবং পৌর্ণমাস উভয়ই পণ্ড ইহা বাইবে । একারণে ব্রাহ্মণের পক্ষে সোমবাগ প্রথমেই হইবে, আর দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়েরই উৎকর্ষ হইবে ।

শ্রাদ্ধা বিধিস্তদর্থেন ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। “বিধিঃ শ্রাৎ”—বিধি হইবে অর্থাৎ অপূর্ব (নূতন) কৰ্ম্মের বিধি হইবে, “বা”—পক্ষপরিবর্তনসূচক, “তদর্থেন”—তাহার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের উদ্দেশ্যে ।

ভাষ্যভাবার্থ। অত্ৰ এক পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যে পৌর্ণ-মাস বাগ ইহা দর্শপূর্ণমাস বাগের অংশবিশেষ নহে, কিন্তু ইহা মাসাগ্নিহোত্রের শ্রায় পৌর্ণমাসবাগের সমানধর্ম্যবিশিষ্ট স্বতন্ত্র একটি বাগ জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে । এরূপ বলিলে কোনও অল্পপপত্তি হয় না, আর ইহার স্বতন্ত্র ফলও কল্পনা করিতে হয় না । ইতি ৩য় পূর্বপক্ষ ।

প্রকরণাৎ তু কালঃ শ্রাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ অনুসারে, “তু”—পক্ষান্তর-ব্যবর্তক, “কালঃ শ্রাৎ”—কালবিধি হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পূর্বপক্ষবাদী তৃতীয় পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন, ইহা স্বতন্ত্র একটি কৰ্ম্ম হইতে পারে না, যে হেতু ইহাতে কৰ্ম্মের ‘রূপ’ যে দ্রব্য এবং দেবতা তাহার উল্লেখ নাই । আর ইহা যে পৌর্ণমাসের সমানধর্ম্ম কৰ্ম্মান্তর, তাহাও বিনা প্রমাণে স্বীকার করা যায় না ; যে হেতু তাহাতে অগ্ন্যাব্য অনেকার্থ কল্পনা করিতে হয়, এবং বহুবৃষ্টপ্রসঙ্গও হইয়া পড়ে । অতএব ইহা প্রকান্ত কৰ্ম্মেরই বোধক বলিয়া এস্থলে সোমবাগোত্তরত্বরূপ কালই বিহিত হইয়াছে । অতএব সমগ্র দর্শপূর্ণমাসেরই উৎকর্ষ হইবে ।

স্বকালে শ্রাদ্ধবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “স্বকালে শ্রাৎ”—(জ্যোতিষ্টোম) স্বীয় বিহিত কালেই হইবে, “অবিপ্রতিষেধাৎ”—যে হেতু তাহাতে বিরোধ হয় না ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব প্রকান্ত চতুর্থ অধিকরণটি সমাপ্ত না করিয়া

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৬৫

পূর্বোক্ত বিষয় লইয়া প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি অধিকরণ আরচিত করিতেছেন। ঐতিমধ্যে “সোমেন যক্ষ্যমাণোহগ্নীনাদধীত। নভূন্ নক্ষত্রং ন নক্ষত্রম্” এই বাক্যে যে ঋতু-নক্ষত্রোপলক্ষিত কালের বাধ হইবার কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে কি সোমসম্বন্ধীয় আধানের কালের বাধ হইবার উপদেশ করা হইয়াছে অথবা জ্যোতিষ্টোমের কালেরই বাধা হইবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, “স্বকালে শ্রাৎ”—জ্যোতিষ্টোম স্ববিধিবোধিত কালেই অল্পষ্ঠেয় অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের কালের বাধ হইবে না কিন্তু আধানের কালই বাধিত হইবে। কারণ, “অবিপ্রতিষেধাৎ”—এস্থলে জ্যোতিষ্টোমই প্রধান, আর আধান তাহারই অঙ্গভূত অগ্নির সংস্কার সাধন করে বলিয়া অঙ্গ বা অপ্রধান। আর প্রধান যদি স্বকালে অল্পষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কোনও অসামঞ্জস্য হয় না বলিয়া অঙ্গেরই বাধ যুক্তিযুক্ত। ইতি পূর্বপক্ষ।

অপনয়ো বাধানশ্চ সর্বকালত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “অপনয়ঃ”—জ্যোতিষ্টোমের কালেরই অপনয় অর্থাৎ বাধ হইবে, “বা”—পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থক, “আধানশ্চ সর্বকালত্বাৎ”—যে হেতু আধান সার্বকালিক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে মুখ্য যে জ্যোতিষ্টোম তাহারই কাল বাধিত হইবে। কারণ, অপ্রাপ্তের নিষেধ হয় না কিন্তু প্রাপ্তেরই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। আর “যদহরেব এনং শ্রদ্ধা উপনমেৎ তদহরাদধীত” অর্থাৎ “যেদিন শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে সেই দিনই আধান করিবে” এই ঐতিবচন হইতে জানা যায় যে, বিচার্যমাণ এই আধানের কোনও নির্দ্ধারিত কাল নাই অথবা থাকিলেও তাহা পূর্ব হইতেই বাধিত। এ কারণে তাহার বাধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোমের পক্ষে বসন্ত ঋতু, পুণ্য নক্ষত্র প্রভৃতির দ্বারা যে কাল বিহিত হইয়াছে, তাহা বাধিত হয় নাই বলিয়া এই বচনে তাহারই বাধ হওয়া উচিত। সূত্ররূপ বিশেষ শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে, ঋতু নক্ষত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই জ্যোতিষ্টোম কর্তব্য। ইতি ৫ম সোমকালবাধাধিকরণ।

পৌর্ণমাস্যুর্দ্ধং সোমাদ ব্রাহ্মণশ্চ বচনাৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। “পৌর্ণমাসী”—পৌর্ণমাসযাগ, “উর্দ্ধং সোমীৎ”—

সোমবাগের পরে হইবে, “ব্রাহ্মণস্ত” — ব্রাহ্মণের পক্ষে, “বচনাৎ” — প্রতিবচন অনুসারে ।

ভাষ্যভাবার্থ। গর্ভিত অধিকরণটি সমাপ্ত করিয়া অসমাপ্ত চতুর্থ অধিকরণটি সমাপ্ত করিবার জন্ত একাদশ সূত্রে যে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর মত বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছেন । এই পূর্বপক্ষটিই সিদ্ধান্তীর নিরসনীয় হইবে । আর তৃতীয় পূর্বপক্ষটি প্রথম পূর্বপক্ষীর দ্বারা চতুর্দশ সূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে । এই সূত্রে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর মত উল্লেখ করিয়া প্রথম পূর্বপক্ষীর মত বৃদ্ধান্ত করিতেছেন । প্রথম পূর্বপক্ষবাদী, এককর্মের মধ্যে অল্প একটি স্বতন্ত্র কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না এবং খণ্ডিত ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মেরও ফল হইতে পারে না ইত্যাদি প্রকার যে আপত্তি উদ্ভাবন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, যে স্থলে স্বেচ্ছানুসারে ঐরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, তথায় ঐ প্রকার আপত্তি সমীচীন বটে, কিন্তু বচনবিহিত স্থলে তাদৃশ আপত্তি সঙ্গত নহে । যে হেতু, বচনবোধিত স্থলে বচনের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফল অবশ্যই হইবে ইহা বচনপ্রামাণ্যে স্বীকার করিতে হয় । অতথা বচনের সার্থকতা থাকে না । অতএব বচনমধ্যে কেবলমাত্র পৌর্ণমাসের উল্লেখ থাকায় তাহারই উৎকর্ষ হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে ইষ্টি আরম্ভ করিলে দর্শপূর্ণমাস পর্যন্ত করিয়া পরে সোমবাগের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া তদনন্তর ইষ্টির অবশিষ্ট যে পূর্ণমাসবাগ তাহা সমাপ্ত করিবেন ।

একং বা শব্দসামর্থ্যাৎ প্রাক্ কৃৎস্নবিধানাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অঙ্গব্রাহ্মণার্থ। “একং” — একটি মাত্র (হবির্জব্যের উৎকর্ষ হইবে), “বা” — পূর্বপক্ষব্যাবর্তক, “শব্দসামর্থ্যাৎ” — শব্দের শক্তি অনুসারে, “প্রাক্” — পূর্বে, “কৃৎস্নবিধানাৎ” — সমগ্র (দর্শপূর্ণমাস কক্ষটি) বিহিত হইয়াছে বলিয়া । (সিদ্ধান্ত) ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন — দ্বিতীয় বাদীর অপরাপর কথা ঠিক বটে কিন্তু সমগ্র পৌর্ণমাস বাগেরই যে উৎকর্ষ হইবে তাহা নহে । কারণ, বচনমধ্যে “যদেবাদঃ পৌর্ণমাসঃ হবিঃ” এই অংশে পৌর্ণমাস সম্বন্ধীয় একটি হবিরই যখন উল্লেখ আছে, তখন তদনুসারে তাহারই উৎকর্ষ হইবে । সুতরাং

সোমবাগের পূর্বে সমগ্র ইষ্টিই অন্তর্ভুক্ত হইবে, কেবল একটি মাত্র অগ্নীষোমীয় হবির্ভব্য অসমাপ্ত থাকিবে; তাহারই উৎকর্ষ হইবে। অতএব কেবলমাত্র অগ্নীষোমীয় পুরোডাশকল্পে অর্থাৎ যদি ব্রাহ্মণ ইষ্টিতে অগ্নীষোম দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সেই কল্পে তাহার পক্ষে সোমপূর্ব্বক নিয়ত অর্থাৎ কেবলমাত্র অগ্নীষোমীয় হবিঃ অসমাপ্ত রাখিয়া সোমবাগ সারিয়া ইষ্টি সমাপন করিতে হইবে। আর তাহা না হইলে অর্থাৎ ইষ্টিতে অগ্নীষোম তাহার দেবতা না হইলে সেই কল্পে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ত্রায় ব্রাহ্মণের পক্ষেও ইষ্টিপূর্ব্বক এবং সোমপূর্ব্বকে বিকল্প বুঝিতে হইবে। আর সোমপূর্ব্বককল্পে একটি মাত্র অগ্নীষোমীয় হবির্ভব্যেরই উৎকর্ষ হইবে। ইতি ৪র্থ ব্রাহ্মণেরও ইষ্টিপূর্ব্বক এবং সোমপূর্ব্বকের বিকল্পাধিকরণ।

পুরোডাশস্ত্বনির্দেশে তদ্যুক্তে দেবতাভাবাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “পুরোডাশঃ”—পুরোডাশ হইবে, “তু”—অধিকরণান্তরসূচক, “অনির্দেশে”—বিশেষভাবে নির্দেশ না থাকিলে “তদ্যুক্তে”—সেই হবিস্ত্যাগযুক্ত পুরুষে, “দেবতাভাবাৎ”—দেবতার ভাব অর্থাৎ বিত্তমানতা রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে, অগ্নীষোমীয় দেবতার হবির্ভব্যের উৎকর্ষ হইবে। কিন্তু পৌর্ণমাসবাগে যে উপাংশুবাঙ্ক আছে, তাহাতে অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ আছে এবং আজ্যও আছে। উভয়েরই কি উৎকর্ষ হইবে? ইহাই সংশয়। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিশেষ নির্দেশ যখন নাই, তখন পুরোডাশেরই উৎকর্ষ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

আজ্যমপীতি চেৎ ॥ ২০ ॥ (আঃ)

অঙ্কন্যার্থ। “আজ্যম্ অপি”—আজ্যেরও উৎকর্ষ হইবে, “ইতি চেৎ”—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, আজ্যও যখন অগ্নীষোমীয়, তখন তাহারই বা উৎকর্ষ হইবে না কেন? অতএব আজ্য এবং পুরোডাশ উভয়েরই উৎকর্ষ হইবে। ইতি আশঙ্কা।

৮৬৮

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ

ন মিশ্রদেবতাত্বাদৈন্দ্রাগ্নবৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, “ঐন্দ্রাগ্নবৎ মিশ্রদেবতাত্বাৎ”—যে হেতু (পূর্বোক্ত) ঐন্দ্রাগ্ন হবির ত্বায় এ স্থলেও আজ্যের দেবতা মিশ্র অর্থাৎ একাধিক জন। (আশঙ্কা-নিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্বপক্ষবাদের আপত্তি সঙ্গত হইত, যদি আজ্যের অন্য কোনও দেবতা না থাকিত। অগ্নীষোমের ত্বায় প্রজাপতি এবং বিষ্ণুও যখন আজ্যের দেবতা, তখন সোম যাগ না করার জন্য যজমান ব্রাহ্মণ অগ্নীষোম দেবতার পূজা না করিতে পারে, কিন্তু আজ্যের উৎকর্ষ করিবে কেন? কারণ, সেক্ষণ স্থলে প্রজাপতি অথবা বিষ্ণুর পূজা করিলেও ত চলে। অতএব ঐন্দ্রাগ্ন হবির্জব্যে যেমন আগ্নেয় চতুর্ধাকরণ হয় না, যে হেতু তাহাতে অগ্নি ছাড়া অন্য দেবতারও সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ এ স্থলেও অগ্নীষোম ছাড়া অন্য দেবতারও সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আজ্যের উৎকর্ষ হইবে না। ইতি ৬ষ্ঠ উপাংশবাজের (আজ্যের) সোমবাগের অন্তে অল্পৎকর্ষাধিকরণ।

বিকৃতেঃ প্রকৃতিকালত্বাৎ সপ্তস্থালোত্তরা বিকৃতিস্তয়োঃ
প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বিকৃতেঃ প্রকৃতিকালত্বাৎ”—বিকৃতি যাগ প্রকৃতি যাগের কালে কর্তব্য হইলেও, “উত্তরা বিকৃতিঃ সপ্তস্থালা”—বিকৃতি সপ্তস্থালা হইবে, “তয়োঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ”—যে হেতু প্রকৃতিমধ্যে দুইটিই প্রত্যক্ষবচনবোধিত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত দশপূর্ণমাস দ্ব্যহকালসাধ্য—দুইদিন ধরিয়া করিতে হয়। কারণ, পূর্ব তিথিতে—অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে অগ্ন্য-যাধন, ইন্দ্ৰ এবং বর্হিঃ সম্পাদন করিয়া প্রতিপদে ইষ্টি করিতে হয়। সুতরাং ইহার যে সমস্ত বিকৃতি আছে যেমন “ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকামঃ”

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা-দর্শনম্

৮৬৯

“সৌর্য্যং চক্ৰ নিৰ্ৰপেদু ব্রহ্মবর্চসকামঃ” ইত্যাদি বচনবিহিত ঐন্দ্রাণ্যবাগ সৌর্য্যবাগ প্রভৃতি সেগুলিও ঐ প্রকারে দুইদিন ধরিয়৷ করিতে হইবে। এই প্রকারে পূৰ্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিবাগের দ্ব্যহকালতা প্রত্যক্ষবচন-বোধিত কিন্তু বিকৃতিবাগে তাহা অতিদেশবোধিত বলিয়া আনুমানিক। এ কারণে প্রকৃতিবাগের সহিত উভয় কালের সম্বন্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর তাহা হইলে বিকৃতিতে পৰ্ব্বরূপ মূখ্যকালমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

দ্বৈয়হকাল্যে তু যথান্যায়ম্ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “দ্বৈয়হকাল্যে”—দ্ব্যহকালতা থাকিলে, “তু”—প্রত্যবস্থানে, “যথান্যায়ম্”—আয়ানুগত অর্থাৎ যুক্তি সমর্থিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, সেই পক্ষই স্বীকার করা উচিত। আর “প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কৰ্ত্তব্য” এই নিয়ম অনুসারে বিকৃতিবাগ প্রকৃতি অনুসারেই হয়। আর প্রকৃতি যখন দ্ব্যহকালসাধ্য, তখন বিকৃতির যদি দ্ব্যহকালতা না থাকে, তাহা হইলে তাহা অর্বোক্তিক হইয়া পড়ে। অতএব “দ্বৈয়হকাল্যে তু যথান্যায়ম্”—দ্ব্যহকালতা হইলে আয়ানুগত হয় বলিয়া সৌর্য্যাদি বিকৃতি সকল দ্ব্যহকালসাধ্যই হইবে। ইতি পূর্বপক্ষ।

বচনাদ্বৈককাল্যং শ্রাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বচনাৎ”—বচন আছে বলিয়া, “বা”—পূর্বপক্ষ-ব্যবর্তক, “ঐককাল্যম্”—ঐককালতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্বপক্ষবাদী যাহা বলিয়াছেন, বচনবিহিত স্থলে তাহাই সাধারণ নিয়ম বটে কিন্তু এস্থলে “য ইষ্ট্যা পশুনা সোমেন বা আগ্রয়ণেন বা বক্ষ্যমাণঃ স পৌর্ণমাস্ত্রামমাবান্ত্রায়াং বা যজ্ঞেত” অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইষ্টি, পশু, সোম অথবা আগ্রয়ণ বাগ করিবে, সে পৌর্ণমাসীতে কিংবা অমাবন্ত্রায়াং বাগ করিবে” এই বিশেষ বচন দ্বারা কেবলমাত্র অমাবন্ত্রা অথবা পৌর্ণমাসীতেই বাগ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এতদনুসারে বিকৃতি বাগ সকল এককাল-সাধ্যই হইবে। ইতি ৭ম ঐন্দ্রাণ্যাদি বিকৃতির সম্বন্ধালতাধিকরণ।

৮৭০

মীমাংসা-দর্শনম্

[৫ম অঃ

সান্নায্যাগ্ন্যবোমীয়বিকার। উর্দ্ধং সোমাৎ
প্রকৃতিবৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “সান্নায্যাগ্ন্যবোমীয়বিকারাঃ”—সান্নায্য এবং অগ্নী-
বোমীয়ের বিকারসকল, “উর্দ্ধং সোমাৎ”—সোমবাগের পর (অনুষ্ঠেয়),
“প্রকৃতিবৎ”—ইহাদের প্রকৃতিভূত যাগের জ্ঞায়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সান্নায্যবিকার এবং অগ্নীবোমীয়বিকার সোমবাগের
পূর্বে হইবে, কি পরে হইবে, অথবা বিকল্পিত ভাবে পূর্বেও হইতে পারিবে এবং
পরেও হইতে পারিবে ইহাই সংশয়। সান্নায্য অর্থে দধি এবং পরঃ (হুঙ্ক)।
ইহাদের বিকার আমিক্ষা; “সাবৈশ্বদেবী আমিক্ষা” এই বচনে আমিক্ষা দিয়া
বিশ্বদেবগণের পূজা করিতে হয়, আর “অগ্নীবোমীয়মেকাদশকপালং নির্কপেদ্
বসন্তে ব্রহ্মবর্চসকামঃ” এই বচনে যে অগ্নীবোমীয় একাদশকপালসংস্কৃত প্রোডাশ
বিহিত হইয়াছে, তাহা অগ্নীবোমীয়বিকার। পূর্বোল্লিখিত সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী
বলেন, এস্থলে বিশেষ কোনও নিয়ামক নাই বলিয়া বিকল্পিতই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নাসোমবাগ্নী সন্নয়েৎ” এই বচনে, যে সোম-
বাগ করে নাই তাহার পক্ষে প্রকৃতিভূত সান্নায্যবাগই যখন নিষিদ্ধ হইয়াছে,
তখন তাহার বিকারের ত কথাই নাই। অতএব সান্নায্যবিকার যাগ সোমবাগের
পূর্বে হইবে না। আর পূর্ব-পূর্বাধিকরণের নিয়মানুসারে অগ্নীবোমীয় প্রো-
ডাশের উৎকর্ষ হয় বলিয়া তাহাও পূর্বে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। শাস্ত্রদীপিকার
টীকাকার বলেন, অধিকরণটি “কৃষ্ণাচ্ছিত্তা” রূপে প্রবৃত্ত। যে হেতু অগ্নীবোমীয়
বিকারবিষয়ক আলোচনা পুনরুক্ত। আর সান্নায্য বিকারও “তৎ সমবনয়েৎ”
ইত্যাদি বচন অনুসারে সোমের পূর্বেও হইতে পারে। ইতি চম সান্নায্য এবং
অগ্নিবোমীয়বিকার সকলের সোমোত্তরকালত্যাধিকরণ।

তথা সোমবিকার। দর্শপূর্ণমাসাত্যাম্ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “তথা”—সেইরূপ, “সোমবিকারাঃ”—সোমবাগের
বিকারসকল, “দর্শপূর্ণমাসাত্যাম্ (উর্দ্ধম্)”—দর্শপূর্ণমাসের পরে কর্তব্য।

৪র্থ পাঃ]

মীমাংসা দর্শনম্

৮৭১

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্বে চতুর্থ অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ইষ্টি এবং সোমের পৌর্বাপর্য্য নিয়ত নহে। “গবা যজ্ঞেত” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে গোষাগ প্রভৃতি যে সমস্ত একাহ, অহীন প্রভৃতি সোমবিকার উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম অনুসরণীয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী বলেন, বিকৃতিবাগ যখন প্রকৃতিবাগবৎ কর্তব্য, আর ইষ্টিবাগ এক প্রকৃতিভূত সোমবাগের পৌর্বাপর্য্য যখন বিকল্পিত, তখন সোমবিকার একাহ প্রভৃতি বাগের পক্ষেও ঐ নিয়ম না হইবে কেন ?

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একাহ প্রভৃতি বাগগুলি সোমবিকার হইলেও দর্শপূর্ণমাসের পরেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, সোমবাগের যে ইষ্টির পূর্বে অনুষ্ঠান, তাহা প্রত্যক্ষ বচনবিহিত নহে, কিন্তু বচনবোধিত আধান ও সোমবাগের আনন্তর্য্য অন্তথা উপপন্ন হয় না বলিয়া ইষ্টির পূর্বেই সোমবাগ অনুষ্ঠেয় হয় বলিয়া তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। আর যাহা অর্থপত্তিসিদ্ধ, তাহা অতিদেশ বিধির বিষয় হয় না। এ কারণে “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইষ্টু। সোমেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসবাগ করিয়া তদনন্তর সোমবাগ করিবে, এই বচনে সোমবাগের যে উত্তরকালীনতা বোধিত হইয়াছে, তাহা বাধিত হইতে পারে না বলিয়া তদনুসারে সোমবিকার সকল ইষ্টির পরেই অনুষ্ঠেয়। কিন্তু প্রকৃতিভূত বাগে আধান ও সোমবাগের আনন্তর্য্যবিধায়ক বচনের দ্বারা এই বিশেষ বচনটি বাধিত হয় বলিয়া বিকল্প হইয়া থাকে। ইতি ৯ম সোমবিকার সকলের দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালতাদিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদযোগেন্দ্রনাথ শর্মা-শ্রীচরণাঙ্কেবাসি-

শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহন বিহারদ্বাশ্রম-শ্রীভূতনাথ শর্মা-কৃত-

মীমাংসাভাষ্যভাবার্থানুবাদে

পঞ্চম অধ্যায়।



